ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত

নবম খন্ড

Contents

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

(ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত)

নবম খণ্ড

মূল

আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)

মূল কিতাব পরিমার্জন ও সম্পাদনায়

- ড. আহমদ আবূ মুলহিম
- ড. আলী নজীব আতাবী
- প্রফেসর ফুয়াদ সাইয়িদ
- প্রফেসর মাহদী নাসিরউদ্দীন
- প্রফেসর আলী আবদুস সাতির

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (নবম খণ্ড)
মূল ঃ আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৬০
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৩০৫
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৩৬০
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-1037-2

প্রকাশকাল

মে ২০০৫
রবিউস সানি ১৪২৬
জ্যৈষ্ঠ ১৪১২
মহাপরিচালক ঃ এ. জেড. এম. শামসুল আলম

প্রকাশক

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক ঃ অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

কম্পিউটার কম্পোজ

নিউ হাইটেক কম্পিউটার
জি, পি, ক-৩৮, মহাখালী, ঢাকা

প্রুফরিডার ঃ মাওলানা হাসান রহমতী

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মেসার্স আল-আমিন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা।
মূল্য ঃ ৩০০ (তিনশত) টাকা মাত্র।

AL-BIDAYA WAN NIHAYA (Islamic History : First to Last) [9th volume] : Written by Abul Fidaa Hafiz Ibn Kasir ad-Dameshki (Rh) in Arabic and translated into Bangla by Maulana Sayed Muhammad Emdaduddin, Maulana Muhammad Abu Taher, Maulana Muhammad Habibur Rahman Nadavi and Maulana Muhammad Mahiuddin and published by Director, Translation and Compilation Dept., Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. May 2005

Web Site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 300.00; US Dollar 12.00

সূচিপত্র

Contents

মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাস্সির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ-কুরসী, নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর-নশর, কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থটি মোট ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

এই বৃহৎ মূল গ্রন্থটি মোট ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে আরশ-কুরসী, ভূমণ্ডল-নভোমণ্ডল এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী ঘটনাবলী তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলামপূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিতনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর-নশ্র, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা পবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবিঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইব্ন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ, আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং ইব্ন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন। বিজ্ঞজনদের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইব্ন কাসীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাস্‌উদী ও ইব্ন খালদূনের ন্যায় উচ্চস্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের ৯ম খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং গ্রন্থটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়ায়ে কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলার বিশাল সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আম্বিয়ায়ে-কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

ইসলামের ইতিহাস চর্চাকারীদের জন্য গ্রন্থটি দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সবগুলো খণ্ড অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি ৯ম খণ্ড। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত।'

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদউদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ আবূ তাহের, মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান নদভী ও মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন। আর সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার এবং প্রুফ রিডিং করেছেন মাওলানা হাসান রহমতী। গ্রন্থটির অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ।

অনূদিত গ্রন্থটির ৯ম খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। অপরাপর খণ্ডগুলোও প্রকাশের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমরা গ্রন্থটি নির্ভুল মুদ্রণের চেষ্টা করেছি, তবুও গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সচেতন পাঠকবৃন্দের নিকট কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

আমরা আশা করি গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদে

অনুবাদকমণ্ডলী

- মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদউদ্দীন
- মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের
- মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান নদভী
- মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সম্পাদকমণ্ডলী

- অধ্যাপক আবদুল মান্নান
- মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

হিজরী ৭৪ সন

এই সনে খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান পবিত্র মদীনার শাসনকর্তার পদ থেকে তারিক ইব্ন আমরকে বরখাস্ত করেন। হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফকে তার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে পবিত্র মদীনার শাসনকর্তার দায়িত্ব প্রদান করে। হাজ্জাজ মদীনা শরীফ আগমন করে এবং সেখানে কয়েক মাস অবস্থান করে। তারপর উমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করে। সফর মাসে মদীনায় ফিরে আসে এবং তিন মাস মদীনা শরীফ অবস্থান করে। এ যাত্রায় সে বানূ সালামা অঞ্চলে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। এখনও সেটি হাজ্জাজের মসজিদ নামে পরিচিত। কথিত আছে যে, এ যাত্রায় হাজ্জাজ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবির (রা) ও সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা)-কে কটুকথা শোনায় ও তিরস্কার করে এই বলে যে, কেন তাঁরা হযরত উছমান (রা)-কে সহযোগিতা করেননি ? সে তাঁদের দুজনকে কদর্যভাবে বকাবকি করে। শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইয়ামানের বিচারক পদে আবূ ইদরীস খাওলানীকে নিয়োগ দেয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর বলেন, এই সনে হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) কর্তৃক নির্মিত পবিত্র কা'বাগৃহের সম্প্রসারিত প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে এবং সেটিকে পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে নেয়। হাজ্জাজ সম্পূর্ণ কা'বাগৃহ ভাঙ্গেনি। বরং সিরীয় প্রাচীর নামে পরিচিত উত্তর দিকের দেয়ালটি ভেঙ্গেছিল। সে হিজ্র বা হাতীমকে মূল গৃহ থেকে বের করে মূল ভবনের সীমানায় দেয়াল তুলে দেয়। আর অতিরিক্ত পাথরগুলো কা'বার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়।

অন্য তিনটি দেয়াল সে অক্ষত ও পূর্বাবস্থায় রেখে দিয়েছিল। এজন্যে পূর্ব ও পশ্চিম দেয়াল ভূমির সাথে মিলানো দেখা যায়। তবে পশ্চিম দিকের দেয়াল পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। সেখানে কোন দরযা রাখেনি। আর পূর্ব দিকের প্রাচীরে একটি উঁচু ধাপ তৈরী করে দেয় যেমনটি জাহেলী যুগে ছিল।

বস্তুত কা'বাগৃহ সম্পর্কে হযরত আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন, সেটি সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র অবহিত ছিলেন; কিন্তু হাজ্জাজ এবং আবদুল মালিকের কেহই অবহিত ছিলেন না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরাত দিয়ে ইব্ন যুবায়রকে জানিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে (আইশাকে) বলেছিলেন : لَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدِهِمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَاَدْخَلْتُ فِيْهَا الْحِجْرَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا شَرْقِيًّا وَّ بَابًا غَرْبِيًّا وَّلاَلْصَقْتُهُمَا بِالْاَرْضِ 'তোমার সম্প্রদায় কুফরী যুগের কাছাকাছি না হলে (মাত্র অল্পদিন

আগে কুফরী ত্যাগ করেছে, নইলে) আমি নিজে এই কা'বাগৃহ ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণ করতাম। হাতীমকে মূল ভবনের অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম। কা'বাগৃহের দুটো দরযা করতাম। একটি পূর্ব দিকে একটি পশ্চিম দিকে এবং দরযা দুটোকে ভূমির সমতলে স্থাপন করতাম। কারণ, কা'বা সংস্কারের সময় তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কা'বা সংস্কারের জন্যে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল চাহিদার তুলনায় কম। তাই তারা গৃহটি ইবরাহীম (আ)-এর সময়ের নির্ধারিত ভিটের উপর স্থাপন করতে পারেনি। হাতীমকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়নি, আর তারা দরযা দুটো উঁচু করে দিয়েছিল যাতে তাদের ইচ্ছার বাইরে কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। বরং তারা যাকে চাইবে তাকে প্রবেশ করতে দিবে এবং যাকে চাইবে প্রবেশ করতে দিবে না। পরবর্তীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) যখন খলীফা হলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস মুতাবিক পবিত্র কা'বাগৃহের সংস্কার করেছিলেন। কিন্তু এই সনে হাজ্জাজ সংস্কারকৃত অবস্থা পরিবর্তন করে পূর্বাবস্থায় নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই হাদীস অবগত হবার পর খলীফা আবদুল মালিক বলেছিলেন যে, ভাবতে আমার ভাল লাগে যে, যদি ইব্ন যুবায়র (রা)-কে এবং তাঁর সংস্কারকে বহাল রেখে দিতাম, তবে কতই না ভাল হতো!

এই সনে মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাকে আযারিকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। খলীফা আবদুল মালিক তাঁর ভাই বিশর ইব্ন মারওয়ানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বসরা ও কূফার সৈন্য সমন্বয়ে বাহিনী গঠন করে মুহাল্লাবের সেনাপতিত্বে খারিজীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্যে। মুহাল্লাবের প্রতি বিশরের মনে বিদ্বেষ ছিল। কিন্তু খলীফার নির্দেশ পেয়ে তা না মেনে তার উপায় ছিল না। ফলে সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুহাল্লাবকে সেনাপতি নিযুক্ত করে অভিযান প্রেরণ করল। কিন্তু গোপনে কূফার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মিখনাফকে পরামর্শ দিল যে, মুহাল্লাবের কোন মত ও উপদেশ যেন তিনি গ্রহণ না করেন।

মুহাল্লাব এগিয়ে গেলেন। বসরার সেনাদল নিয়ে তিনি রামহুরমুয অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি দশদিন অবস্থান করতে না করতেই তাঁর নিকট বিশর বিন মারওয়ানের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে যায়। বিশরের মৃত্যু হয় বসরাতে। সেখানে তার স্থলাভিষিক্ত হয় খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্।

বিশরের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কতক সৈনিক পিছ টান দেয়। তারা অভিযান ছেড়ে বসরার দিকে ফিরে যায়। সেনাপতি মুহাল্লাব তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্যে লোক পাঠান। শাসনকর্তা খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ পলায়নকারীদেরকে লিখে পাঠান যে, সেনাপতির নিকট ফিরে না গেলে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। তিনি তাদেরকে খলীফার রোষানলে পড়ার হুমকিও প্রদান করেন। তারা কূফা গিয়ে অভিযানে যোগ দেয়ার বিষয়ে আমর ইব্ন হুরায়ছের সাথে পরামর্শ করে। তিনি তাদেরকে লিখলেন, "তোমরা তোমাদের সেনাপতিকে ছেড়ে এসেছ এবং বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার তালিকায় নাম লিখিয়েছ। এখন তোমাদের জন্যে না আছে কোন অনুমতি আর না আছে কোন নেতা ও নিরাপত্তা।

এই উত্তর পেয়ে তারা নিজ নিজ সওয়ারীতে আরোহণ করে শহরের বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে যায় এবং লুকিয়ে লুকিয়ে জীবন যাপন করতে থাকে। এক পর্যায়ে বিশরের পদে শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে ইরাক আগমন করে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ। হাজ্জাজের কর্মতৎপরতার বিবরণ পরে আসবে।

এই সনে খলীফা আবদুল মালিক বুকায়র ইব্ন বিশাহ তামীমীকে খোরাসানের শাসনকর্তা পদ থেকে অপসারণ করেন। তার স্থলে উমাইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসায়দ কুরাশীকে নিয়োগ করেন। যাতে তার নেতৃত্বে সকল নাগরিক ঐক্যবদ্ধ হয়। কারণ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন খুযায়মার পর খোরাসানে ভীষণ বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছিল।

উমাইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বুকায়র ইব্ন বিশাহকে পুলিশ প্রধানের পদে নিয়োগের প্রস্তাব দেন। বুকায়র তা প্রত্যাখ্যান করেন। বুকায়র তুখারিস্তানের শাসনকর্তার পদ চায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে আনুগত্য প্রত্যাহার করে নিতে পারে এই আশংকা প্রকাশ করায় তিনি বুকায়রকে নিজের নিকটই রেখে দেন।

ইব্ন জারীর বলেন, এই বছর হজ্জের নেতৃত্ব দিয়েছে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ। সে তখন একই সাথে মক্কা, মদীনা, ইয়ামান ও ইয়ামামার শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইব্ন জারীর এও বলেছেন যে, খলীফা আবদুল মালিক এই সনে উমরাহ পালন করেন। অবশ্য এই বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই।

৭৪ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয়

রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা)

তিনি হলেন রাফি' ইব্ন খাদীজ ইব্ন রাফি' আনসারী। একজন উঁচু পর্যায়ের সাহাবী। উহুদ বা পরবর্তী যুদ্ধসমূহে তিনি অংশ নিয়েছেন। হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে তিনি সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। কৃষক ও চাষীদেরকে তিনি সাহায্য করতেন। ৮৬ বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। অবিচ্ছিন্ন সনদযুক্ত ৭৮টি হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদীসগুলো উন্নত পর্যায়ের। উহুদ যুদ্ধে একটি তীর তাঁর কণ্ঠমূলে বিদ্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন যে, তিনি চাইলে ওই তীর বের করে নিতে পারেন আর চাইলে ক্ষতস্থানে তুলা গুঁজে দিয়ে ওটা সেখানে রেখে দিতে পারেন। 'যাতে কিয়ামতের দিন আমি তোমার পক্ষে সাক্ষী হব'। তিনি দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এই সনে অর্থাৎ ৭৪ হিজরী সনে তাঁর ক্ষতস্থানে রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং তিনি ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সদয় হোন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা)

৭৪ সনে যাঁদের ওফাত হয়, তাঁদের অন্যতম হলেন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)। তিনি হলেন সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান আনসারী, খাযরাজী, উঁচু পর্যায়ের সাহাবী। তিনি অন্যতম ফিক্হবিদ সাহাবী। অল্পবয়স্ক ছিলেন বলে উহুদ যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। জীবনের প্রথম যুদ্ধে অংশ নেন খন্দকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী হয়ে তিনি ১২টি যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এবং সাহাবীদের থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু সাহাবী ও তাবিঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, শ্রদ্ধাভাজন এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ সাহাবী ছিলেন।

ওয়াকিদী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, ৭৪ সনে তাঁর ওফাত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, তারও দশ বছর পূর্বে অর্থাৎ ৬৪ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়।

তাবারানী বলেন, মিকদাম..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, 'আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ প্রকারের মানুষ কঠিন থেকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন

হয়?' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "নাবীগণ"। আমি বললাম, "এরপর?" তিনি বললেন, এরপর নেক্কার তথা সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। তারা কেউ কেউ এতো অভাব ও দারিদ্র্যের মুখোমুখি হন যে, সম্পদ বলতে সতর ঢাকার জামা-কাপড় ব্যতীত তাদের কিছুই থাকে না। তাদের কেউ কেউ উকুনের উপদ্রবের মুখোমুখি হয়। উকুন ঝরে ঝরে পড়ে। তারা সুখে থাকলে যত আনন্দিত হয়, বিপদের সম্মুখীন হলে তার চাইতে অধিক আনন্দিত হয়।

কুতায়বা ইব্ন সাঈদ বলেন, লায়ছ ইব্ন সা'দ আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একদিন তাঁর পরিবারের লোকজন তাদের অভাব-অনটনের কথা তাঁকে জানায়। তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আর্থিক সাহায্য চাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বের হলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ

اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَسْتَغْنُوْا مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَاِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفُّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ ـ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَارَزَقَ اللّٰهُ عَبْدًا مِنْ رِزْقٍ اَوْسَعُ لَهُ مِنَ الصَّبْرِ وَلَئِنْ اَبَيْتُمْ اِلاَّ اَنْ تَسْاَلُوْنِىْ لَاَعْطَيْتُكُمْ مَا وَجَدْتُ ـ

"হে লোক সকল! ভিক্ষা চাওয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকার সময় এসেছে। যে নিজেকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে পবিত্র রাখবে মহান আল্লাহ্ তাকে তা থেকে পবিত্র থাকার ব্যবস্থা করে দিবেন। যে ব্যক্তি নিজেকে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত রাখতে চায় আল্লাহ্ তাকে মুক্ত রাখবেন। মুহাম্মাদের (সা) প্রাণ যে সত্তার হাতে তাঁর কসম! সবর ও ধৈর্য অপেক্ষা অধিক স্বাচ্ছন্দ্যময় কোন দান মহান আল্লাহ্ কাউকে দেননি। অবশ্য এরপরও তোমরা আমার নিকট হাত পাতলে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব আমি যা পাই তা থেকে।" তাবারানী আতা' ইব্ন ইয়াসার সূত্রে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)

তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার ইব্ন খাত্তাব কুরায়শী আদাবী (রা)। তাঁর উপনাম আবূ আবদুর রহমান। তিনি মক্কী এবং মাদানী। সাবালক হবার পূর্বেই পিতা হযরত উমার (রা)-এর সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। পিতা-পুত্র দু'জনেই এক সাথে মদীনায় হিজরত করেন। তখন তাঁর বয়স দশ বছর। উহুদ যুদ্ধের দিবসে অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবেচিত হওয়ায় যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি পাননি, তবে খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি পেয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১৫ বছর। পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর তিনি সহোদর ভাই। তাঁদের উভয়ের মাতা হলেন উছমান ইব্ন মাযউনের বোন হযরত যায়নাব বিন্ত মাযউন (রা)।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) একজন মধ্যম আকারের গাঢ় বাদামী বর্ণের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁর মাথায় ছিল দু' কাঁধ পর্যন্ত ঝুলানো বাবরী চুল। তিনি হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। হলুদ রংয়ের খিযাব লাগাতেন। গোঁফ কেটে ফেলতেন। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্যে উযূ করতেন। চোখের ভেতরে পানি প্রবেশ করাতেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রা) তাঁকে বিচারক পদে নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তাতে রাযী হননি। তাঁর পিতা হযরত উমার (রা) তাঁকে অনুরূপ পদে নিযুক্ত করার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হননি। ইয়ারমূক, কাদেসিয়া, জালূলাসহ এই সব যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত সকল পারসিক বিরোধী যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। মিসর বিজয় যুদ্ধেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মিসরে তিনি একটি বাড়ী তৈরী করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বসরা নগরীতে আসেন এবং পারস্য যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি একাধিকবার মাদায়েন আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন ইব্ন উমার (রা)-এর বয়স ছিল ২২ বছর।

তাঁর ব্যক্তিগত কোন পসন্দের সম্পদ থাকলে তা আল্লাহ্‌র পথে সাদকা করে দিতেন। তাঁর ক্রীতদাসগণ তাঁর এই বদান্যতার কথা জানত। তাই তাদের কেউ কেউ দীর্ঘক্ষণ যাবত মসজিদে অবস্থান করত। ইব্ন উমার (রা) তা দেখে তার প্রতি খুশী হতেন এবং তাকে মুক্ত করে দিতেন। তাঁকে বলা হলো যে, ওরা তো আপনার সাথে প্রতারণা করে। উত্তরে তিনি বললেন, যে আল্লাহ্‌র নামে আমার সাথে প্রতারণা করে আমি তার জন্য প্রতারিত হই।

তাঁর একটি ক্রীতদাসী ছিল। তিনি তাকে খুব ভাল বাসতেন। এক পর্যায়ে তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাঁর মুক্ত করা ক্রীতদাস নাফি' এর সাথে তাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। প্রসঙ্গত তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন– (لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ) তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্যলাভ করবে না। –আলে ইমরান ৩ ঃ ৯২)।

একবার তিনি একটি উট ক্রয় করেছিলেন, সেটিতে আরোহণ করার পর সেটি তাঁর খুব পসন্দ হয়েছিল। তিনি তাঁর খাদিমকে ডেকে বললেন, হে নাফি'! এটি সাদকার উটগুলোর সাথে যুক্ত করে দাও।

তাঁর ক্রীতদাস নাফি'কে কেনার জন্যে হযরত ইব্ন জা'ফর ১০ হাজার দিরহাম মূল্য দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি যদি তার চাইতে উত্তম কিছু করি ? বস্তুত এই নাফি' কে আমি মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে মুক্ত করে দিলাম। সে এখন থেকে স্বাধীন।

একবার তিনি চল্লিশ হাজার দিরহাম দিয়ে একটি দাস ক্রয় করেছিলেন। এরপর সেটিকে মুক্ত করে দেন। দাসটি বলল, মালিক! আপনি তো আমাকে স্বাধীন করে দিলেন এখন এমন কিছু দান করুন যা অবলম্বন করে আমি বেঁচে থাকতে পারি। তিনি তাকে চল্লিশ হাজার দিরহাম দান করে দিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) একবার পাঁচটি দাস ক্রয় করেছিলেন। তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। তারাও তাঁর পেছনে নামাযে দাঁড়াল। তিনি ওদেরকে বললেন, কার জন্যে নামায আদায় করেছ ? তারা বলল, আল্লাহ্‌র জন্যে। হযরত ইব্ন উমার (রা) বললেন, তোমরা যাঁর জন্যে নামায আদায় করেছ, তাঁর খাতিরে তোমরা মুক্ত! তিনি ওদেরকে মুক্তি দিলেন। মোদ্দা কথা, তিনি যখন মারা যান, তখন তাঁর মুক্ত করা দাসের সংখ্যা হাজারে পৌঁছে গিয়েছিল।

কোন কোন সময় তিনি এক বৈঠকে ৩০টি পর্যন্ত দাস মুক্ত করেছেন। কোন কোন সময় এক বৈঠকে দান করেছেন ত্রিশ হাজার দিরহাম। এমন অবস্থাও কেটেছে তাঁর, দিনের পর দিন কেটেছে, মাস কেটেছে কিন্তু কোন ইয়াতীম শিশু সাথে না নিয়ে গোশত আহার করেননি।

আমীর মু'আবিয়া (রা) যখন ইয়াযীদের বায়আতের ব্যাপারে মনস্থ করলেন, তখন তিনি ইব্ন উমার (রা)-এর জন্যে এক লক্ষ দিরহাম হাদিয়া প্রেরণ করেন। এক বছর অতিবাহিত হতে না হতে ওই বিশাল অর্থের সবই শেষ হয়ে যায়। তিনি বলতেন যে, আমি কারো নিকট কিছু চাই না। কিন্তু মহান আল্লাহ্ জীবিকা রূপে আমাকে যা দেন তা আমি প্রত্যাখ্যান করি না।

মুসলমানদের রাজনৈতিক ফিতনা ও বিপর্যয়ের সময়ে যখন যিনি শাসনকর্তা হয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি তিনি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। সবার ইকতিদায় নামায আদায় করেছেন এবং সবার নিকট যাকাত পরিশোধ করেছেন। হজ্জের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে তিনি সবার চাইতে

বেশী অভিজ্ঞ ছিলেন। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেখানে যেখানে নামায আদায় করেছিলেন, তিনি হজ্জের সময় সে সকল স্থানে নামায আদায় করতেন। এমনকি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বৃক্ষের ছায়ায় যাত্রা বিরতি করেছিলেন এবং অবস্থান করেছিলেন। ইব্‌ন উমার (রা) ওই বৃক্ষের নীচে যেতেন, সেটির গোড়ায় পানি দিতেন। কোন দিন ইশার জামাআত ছুটে গেলে ওই রাতে সারারাত জেগে ইবাদত করতেন। নিয়মিত রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতে কাটাতেন। বলা হয় যে, ইব্‌ন উমার (রা) যখন ইন্‌তিকাল করেন, তখন তিনি তাঁর পিতার ন্যায় মর্যাদার অধিকারী হয়েই ইনতিকাল করেন। যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন জীবিতদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। একাধারে ষাট বছর পর্যন্ত তিনি দেশ-বিদেশের সকল লোকের সমস্যা সমাধানে ফাতওয়া দিয়ে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (র), উমার (রা), উছমান (রা), সা'দ (রা), ইব্‌ন মাসঊদ (রা), হাফসা (রা), আইশা (রা) ও অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর পুত্র হামযা, বিলাল, যায়দ, সালিম, আবদুল্লাহ্, উবায়দুল্লাহ্, উমার, তাঁর পিতার মুক্ত করা ক্রীতদাস আসলাম, আনাস ইব্‌ন সীরীন, হাসান, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব, তাঊস, উরওয়া, আতা, ইকরিমা, মুজাহিদ, ইব্‌ন সীরীন, যুহরী এবং তাঁর ক্রীতদাস নাফি'সহ বহু লোক।

সহীহ হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে যে, হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْكَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ। ('নিশ্চয়ই আবদুল্লাহ্ একজন ভাল মানুষ। সে যদি রাতে ইবাদত করত, তাহলে আরো ভাল হত!)। এরপর থেকে তিনি রাত জেগে ইবাদত করতেন।

হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, কুরায়শ বংশে সর্বাধিক আত্মসংযমী ও দুনিয়াবিমুখ যুবক হলেন ইব্‌ন উমার (রা)। হযরত জাবির (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে যে-ই পার্থিব সুযোগ পেয়েছে, সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে আর দুনিয়াও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। একমাত্র ইব্‌ন উমার (রা) তার ব্যতিক্রম। আর যে-ই দুনিয়ার সুযোগ ভোগ করেছে আল্লাহ্‌র নিকট তার মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে, যদিও মহান আল্লাহ্ তার প্রতি মহানুভবতা দেখিয়েছেন।

সাইদ ইব্‌ন মুসায়্যাব বলেন, যেদিন ইব্‌ন উমার (রা)-এর ইন্‌তিকাল হয়, সেদিন আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে যেতে তাঁর চাইতে অধিক আগ্রহী কেউ ছিল না। এ আগ্রহ ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানে তাঁর নেক আমলের বদৌলতে।

যুহরী বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর রায় ও সিদ্ধান্ত ঘোষণায় সত্যচ্যুত হতেন না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর তিনি ৬০ বছর জীবিত ছিলেন। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এবং তাঁর সাহাবীদের কোন বিষয় তাঁর অজানা ছিল না।

ইমাম মালিক বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) ৮৬ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। তার মধ্যে ৬০ বছর তিনি ইসলামী দুনিয়ায় ফাতওয়া প্রদান করেছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট আগমন করত। ওয়াকিদী প্রমুখ একদল আলিম বলেছেন, ৭৪ হিজরী সনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর ইন্‌তিকাল হয়। যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার ও অন্যান্যরা বলেছেন যে, তাঁর ওফাত হয়েছে ৭৩ সনে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

উবায়দ ইব্‌ন উমায়র

৭৪ সনে শীর্ষস্থানীয় যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন উবায়দ ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন কাতাদা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন খানদা' ইব্‌ন লায়ছ লায়ছী খানদাঈ। তাঁর উপনাম আবূ আসিম মক্কী। তিনি মক্কার বিচারক রূপে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় উবায়দের জন্ম হয়, কেউ কেউ বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁর পিতা উমায়র (রা) থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উমায়র (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী ছিলেন। হযরত উমার (রা), আলী (রা), আবূ হুরায়রা (রা), ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইব্‌ন উমার (রা), উম্মু সালামা (রা) এবং অন্যান্যদের বরাতেও উবায়দ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাবিঈদের একটি দল এবং অন্যান্যরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন মাঈন, আবূ যুরআসহ অনেকে তাঁকে আস্থাভাজন হাদীস বর্ণনাকারীরূপে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর মজলিসে বসতেন এবং কাঁদতেন। উবায়দ ইব্‌ন উমায়রের উপদেশমূলক কথাবার্তা তাঁর ভাল লাগত। উবায়দ একজন সুবক্তা ছিলেন। আল্লাহ্‌র ভয়ে তিনি কাঁদতেন, খুব কাঁদতেন, তাঁর চোখের পানিতে পাথরকুচি ভিজে যেত।

মাহ্‌দী ইব্‌ন মায়মূন গায়লান ইব্‌ন জারীর সূত্রে বলেন যে, উবায়দ ইব্‌ন উমায়র যখন কারো সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক গড়তেন, তখন তাকে নিয়ে কিবলামুখী দাঁড়াতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! আপনার নবী যা এনেছেন তার বরকতে আমাদেরকে সৌভাগ্যবান করে দিন। মুহাম্মাদ (সা)-কে আমাদের ঈমানের সাক্ষী বানিয়ে দিন। আপনি তো বিলম্ব ব্যতীত পূর্বেই আমাদের জন্যে কল্যাণ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আমাদের অন্তরে যেন কাঠিন্য না থাকে। আমরা যেন অসত্য কথা না বলি, যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে পাল্টা প্রশ্ন না করি।

ইমাম বুখারী (র) ইব্‌ন জুরায়জ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইব্‌ন উমার (রা)-এর পূর্বে উবায়দ ইব্‌ন উমায়রের ওফাত হয়।

আবূ জুহায়ফা (রা)

৭৪ সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন হযরত আবূ জুহায়ফা। ওয়াবে ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সাওয়াঈ (রা)। তিনি সাহাবী ছিলেন স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্‌তিকালের সময় আবূ জুহায়ফা (রা) নাবালক ছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী (রা) এবং বারা' ইব্‌ন আযীব (রা) থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ, হাকাম, সালামা ইব্‌ন কুহায়ল, শা'বী এবং আবূ ইসহাক সুবায়ঈসহ অনেক তাবিঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কূফায় অবস্থান করতেন, সেখানে একটি বসতবাটি তৈরী করেছিলেন। এই ৭৪ সনে তাঁর ওফাত হয়। কেউ কেউ বলেন যে, ৯৪ হিজরী সনে তাঁর ওফাত হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তিনি হযরত আলী (রা)-এর দেহরক্ষী ছিলেন। হযরত আলী (রা)-এর খুতবা দেয়ার সময় আবূ জুহায়ফা (রা) তাঁর মিম্বরের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

সালামা ইব্‌ন আকওয়া'

তিনি হলেন সালামা ইব্‌ন আকওয়া' ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সিনান আনসারী। হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় বৃক্ষ-তলায় যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে জিহাদের বায়আত করেছিলেন হযরত সালামা (রা) তাঁদের একজন। সাহাবীদের মধ্যে তিনি অশ্ব চালনায় খ্যাতি অর্জন

করেন। তিনি অন্যতম আলিম ও বিজ্ঞ সাহাবী ছিলেন। মদীনা তাইয়িবায় তিনি ফাতাওয়া প্রদান করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে এবং তাঁর পরে জিহাদের ময়দানে সালামা (রা)-এর বহু সাফল্য-কীর্তিকর্মের ইতিহাস রয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর ওফাত হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭০-এর অধিক।

মালিক ইব্‌ন আবূ আমির (রা)

৭৪ সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন মালিক ইব্‌ন আবূ আমির আল-আসবাহী আল-মাদানী; তিনি ইমাম মালিকের (র) দাদা, একদল সাহাবী ও অন্যান্যদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁর ওফাত হয় মদীনায়।

আবূ আবদুর রহমান সুলামী

আবূ আবদুর রহমান সুলামী ছিলেন কূফাবাসীদের কুরআন শিক্ষাদানকারী ব্যক্তি। তাঁর নাম আবদুল্লাহ্, পিতার নাম হাবীব। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদের (রা) নিকট তিনি কুরআন তিলাওয়াত অনুশীলন করেছেন। অন্যান্য সাহাবীদের (রা) থেকেও তিনি কুরআন পাঠ শুনেছেন। হযরত উছমান (রা)-এর খিলাফতকাল থেকে হাজ্জাজের শাসনকর্তারূপে দায়িত্ব পালন কাল পর্যন্ত তিনি কূফার লোকদেরকে কুরআন পাঠ শিক্ষা দিয়েছেন। আসিম ইব্‌ন আবূ নাজূদসহ বহু লোক তাঁর নিকট থেকে কুরআন পাঠে বিশেষ দীক্ষা নিয়েছেন, কূফাতে তাঁর ওফাত হয়।

আবূ মা'রিদ আল আসাদী

৭৪ হিজরীতে যাঁদের ইন্‌তিকাল হয় তাঁদের একজন হলেন আবূ মা'রিদ আল আসাদী। তাঁর নাম মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ কূফী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় তাঁর জন্ম হয়। পরিণত বয়সে খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের দরবারে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছিলেন কবিতার মাধ্যমে। তিনি একজন ভাল কবি ছিলেন। তাঁর কতক উঁচু মানের কবিতা রয়েছে। তিনি 'আকতাশী' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল রক্তিম, চুল ছিল ঘন ও অধিক। এই সনে কূফাতে তাঁর ইন্‌তিকাল হয়, তিনি প্রায় ৮০ বছর আয়ু পেয়েছিলেন।

বিশর ইব্‌ন মারওয়ান

এই সনে যাঁদের ইনতিকাল হয় শীর্ষস্থানীয় তেমন ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন বিশর ইব্‌ন মারওয়ান উমাবী। তিনি খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের ভাই। আপন ভাই আবদুল মালিকের পক্ষে তিনি ইরাকে শাসনকর্তার পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দামেস্কে উকবা আল-লুবাবের পাশে তাঁর একটি বাড়ী ছিল। শাসনকর্তা বিশর একজন সদালাপী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাকে 'হাজীর' অঞ্চলে দিয়ার-ই-মারওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। মারজ রাহিত যুদ্ধে তিনি খালিদ ইব্‌ন হুসায়ন কিলাবীকে হত্যা করেন। তিনি তাঁর দরবারের প্রবেশদ্বার বন্ধ করতেন না। তাতে পর্দাও ঝুলাতেন না, তিনি বলতেন যে, পর্দা করার কথা মহিলাদের পুরুষের নয়, তিনি সদা হাস্যমুখ ব্যক্তি ছিলেন। এক একটি কবিতার জন্যে হাজার হাজার দিরহাম পুরস্কার প্রদান করবেন। কবি ফারাযদাক এবং কবি আখতাল তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন।

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -এরপর মহান আল্লাহ্ আরশে সমাসীন হয়েছেন আয়াতের অর্থ হিসেবে জাহমিয়্যা সম্প্রদায় বলে যে, আল্লাহ্ আরশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছেন। তারা কবি আখতালের কবিতার আলোকে এই অর্থ গ্রহণ করে। কবি আখতাল বলেছিল—

قَدِ اسْتَوٰى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ - مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ تُهْرَاقٍ

'বিশর ইরাকের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কোন তরবারি ব্যবহার এবং রক্তপাত ছাড়া।'

বস্তুতঃ এই কবিতায় জাহমিয়্যাদের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং তাদের বক্তব্যও দলীল-প্রমাণহীন এবং বাতিল। সেটি বাতিলের পক্ষে বহু যুক্তি রয়েছে। কবি আখতাল ছিল খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি।

শাসনকর্তা-বিশর ইব্ন মারওয়ানের মৃত্যুর ঘটনা ছিল এই যে, তাঁর চোখে ক্ষত হয়েছিল। গোড়া থেকে ওই চক্ষু কেটে ফেলে দেয়ার জন্য তাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। তাতে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু চোখের ঘা বৃদ্ধি হতে হতে ঘাড়ে গিয়ে পৌছল। এরপর পৌছল পেটে। এরপর তাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে তিনি কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, "আহ্! আমি যদি শাসনকর্তা না হয়ে কোন আরব বেদুঈনের বকরী চারণকারী রাখাল হতাম, তাও ভাল হতো।"

তাঁর এই মন্তব্য আবূ হাযিম কিংবা সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাবকে জানানো হল। তখন তিনি বললেন, "সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র যিনি ওদেরকে মৃত্যুকালে আমাদের দিকে ধাবিত করেছেন আমাদেরকে ওদের দিকে ধাবিত করেননি। ওদের জীবনে আমাদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

হাসান বলেছেন, আমি বিশরের নিকট গিয়েছিলাম। তখন তিনি তাঁর খাটে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। ছটফট করছিলেন। এরপর খাট ছেড়ে ঘরের আঙ্গিনায় গিয়ে পড়লেন। চিকিৎসকেরা তাঁর চারপাশে ছিল। এই ৭৪ সনে তিনি বসরাতে ইন্তিকাল করেন। বসরায় ইন্তিকাল করেছেন এমন শাসনকর্তাদের মধ্যে তিনিই প্রথম। বিশরের মৃত্যু সংবাদ শুনে খলীফা আবদুল মালিক খুবই দুঃখ পান। তিনি কবিদের তাঁর শোকগাথা রচনা ও আবৃত্তির নির্দেশ দেন। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৭৫ হিজরী সন

এই সনে মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান হলেন খলীফা আবদুল মালিকের ভাই এবং মারওয়ান আল হিমার-এর পিতা। রোমানগণ মারআশ থেকে বের হবার পর তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই সনে খলীফা আবদুল মালিক ইয়াহ্য়া ইব্ন আবূ আ'সকে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ইয়াহ্য়া হলেন তাঁর চাচা, হাজ্জাজকে মদীনার শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারিত করে ইরাক, বসরা, কূফা এবং আশেপাশের অন্যান্য অঞ্চলের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ দেয়া হয়। বিশর ইব্ন মারওয়ানের মৃত্যুর পর এ রদ-বদল ঘটে। এ সময়ে খলীফা আবদুল মালিক অনুধাবন করলেন যে, শক্তি, শৌর্য, সাহস, নিষ্ঠুরতার অধিকারী হাজ্জাজ ব্যতীত অন্য কেউ ইরাকের বিশৃংখল জনগণকে শৃংখলাবদ্ধ করতে পারবে না। তাই তিনি মদীনায় অবস্থানকারী হাজ্জাজকে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করে চিঠি প্রেরণ করলেন। মাত্র ১২ জন অশ্বারোহী সাথী নিয়ে হাজ্জাজ মদীনা থেকে ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

জনগণের অজ্ঞাতসারে সে কূফায় প্রবেশ করে। কূফা নগরীর কাছাকাছি এক স্থানে তারা অবস্থান নেয়। সে গোসল করল। খিযাব লাগাল। নিজের পোশাক পরিধান করল। গলায় তরবারি ঝুলাল। পাগড়ীর মাথা ঝুলিয়ে দিল দু'কাঁধের মাঝখানে। এরপর গিয়ে প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করল। সেদিন ছিল জুমাআবার, মুয়ায্যিন জুমাআর প্রথম আযান দিল। সবার অজান্তে হাজ্জাজ মসজিদে গিয়ে মিম্বরে উঠে বসল। দীর্ঘক্ষণ কোন কথা বলল না। সকলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। সবাই হাঁটু গেড়ে বসল তাঁকে কংকর মারার জন্যে। সবার হাতে পাথর কণিকা। ইতোপূর্বেকার শাসনকর্তাকে তারা কংকর মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

হাজ্জাজ মিম্বরে উঠে দীর্ঘক্ষণ চুপ মেরে রইল, কোন কথা বলল না। তাতে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এবং তার বক্তব্য শোনার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠল। অতঃপর সর্বপ্রথম সে বলে উঠল, ওহে ইরাকী জনগণ! বিদ্রোহী ও মুনাফিক জনতা! বদ চরিত্রের লোকসমাজ! আল্লাহ্র কসম! তোমাদের এখানে আসার আগেই তোমাদের অবস্থান ও কার্যকলাপ আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আমি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেছিলাম– আমার হাতে যেন তিনি তোমাদেরকে শায়েস্তা করার সুযোগ করে দেন। শুনে নাও, তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে আমার হাতে যে চাবুক ছিল গতরাতে সেটি হাত থেকে পড়ে গিয়েছে। এখন সেস্থানে এসেছে এই তরবারি। সে তাঁর তরবারির দিকে ইঙ্গিত করল। এরপর বলল, আল্লাহ্র কসম, তোমাদের বড়দের জন্য আমি ছোটদেরকে পাকড়াও করব। দাসদের জন্য স্বাধীনদেরকে পাকড়াও করব। এরপর আমি তোমাদেরকে কামারের লোহা পেটানোর মত পিটাব, বাবুর্চির মণ্ড মাখার ন্যায় দলিত-মথিত করে পিষে ফেলব। তার বক্তব্য শুনে সবার হাত থেকে কংকরগুলো খসে পড়তে শুরু করে। কেউ কেউ বলেছেন যে, শাসনকর্তা হাজ্জাজ কূফায় প্রবেশ করে রমযান মাসে যুহরের সময়ে। সে তখন মসজিদে আগমন করে। মিম্বরে উঠে। তার মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধা ছিল। পাগড়ীর মাথায় ঢাকা ছিল তার মুখমণ্ডল। সে নির্দেশ দিল, সবাইকে আমার নিকট উপস্থিত কর। জনসাধারণ তাকে ও তার সাথীদেরকে খারেজী সম্প্রদায়ের লোক বলে ভেবেছিল। তারা তাদের উপর হামলা চালানোর ইচ্ছা করেছিল। লোকজন একত্রিত হবার পর সে দাঁড়ালো এবং মুখের পর্দা সরিয়ে দিল। আর বলল–

أَنَا ابْنُ جَلَا وَطَلَّاعُ الثَّنَايَا - مَتَى أَضَعُ الْعِمَامَةَ تَعْرِفُوْنِي

'আমি প্রভাত আলো। আমার সম্মুখের বড় দাঁত গজিয়েছে। আমি অভিজ্ঞ। পাগড়ী খুললেই তোমরা আমাকে চিনতে পারবে।'

এরপর সে বললো, আল্লাহ্র কসম! আমি প্রত্যেকটি বিষয়কে তার উপযুক্ত মাধ্যম দিয়েই উত্তোলন করি। জুতার জোড়ার মাপের মত সমান সমানভাবে ব্যবস্থা নিই। রশি অনুযায়ী গাঁইট বাঁধি। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমাদের মধ্যে কতগুলো মাথা পেকে গেছে। ওগুলো কেটে ফেলার সময় হয়ে গিয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের মধ্যে কতক লোকের রক্ত দাড়ি ও পাগড়ীর মধ্যে থইথই করছে। আমি পায়ের নলার কাপড় খুলে ফেলেছি, এখন তা উন্মুক্ত। এরপর সে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলো।

هٰذَا أَوَانُ الشَّدِّ فَاشْتَدِّي زِيَمْ - قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمٍ

'এখন বেঁধে নেয়ার সময়। আমি এখন গোশতগুলো প্যাকেট করে নিব। নিষ্ঠুর রাখাল রাতভর যে গোশতগুলোকে সাজিয়ে রেখেছে।'

لَسْتُ بِرَاعِي الْاِبِلِ وَلاَ غَنَمٍ - وَلاَ بِجَزَّارٍ عَلَى ظَهْرِ وَضَمِ

'মূলতঃ আমি উটের রাখাল নই। বকরীরও নই, আমি কাঠের গুঁড়িতে রেখে গোশত কাটার কসাইও নই।'

قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلَ بِعَصْلَبِيِّ - اَرْوَعَ خَرَّاجٍ مِنَ الدَّوِىْ

'আমার পক্ষ থেকে জনৈক শক্তিশালী এবং অনুগত ব্যক্তি ওই গোশতগুলো কেটে সাজিয়েছে। ওই ব্যক্তি একরোখা, গোঁড়া, বনবাসী।'

مُهَاجِرٍ لَيْسَ بِاَعْرَابِيِّ

'সে দেশত্যাগী, গ্রাম্য বেদুঈন নয়।'

এরপর সে বললো, আল্লাহ্র কসম! হে ইরাকী জনগণ! আমি সাধারণ তীরন্দায নই। আমি খালি কলসী বাজাই না– প্রতারিত ও ভীত হই না। আমি বয়সে পাকা হয়েছি। জীবন-অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছি। খলীফা আবদুল মালিক তাঁর তীরের ঝুড়ি ঝেড়ে সবগুলো তীর সম্মুখে রেখেছিলেন। তারপর একটা একটা করে সবগুলো পরীক্ষা করেছেন। আমাকে পেয়েছেন তীক্ষ্ণধার ও মযবুত তীর। তারপর তিনি আমাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন।

তোমরা যতবেশী ফিতনার-ময়দানে বিচরণ করবে, বিভ্রান্তির পথে চলবে, গোমরাহীর নীতি অবলম্বন করবে আল্লাহ্র কসম আমি ততই তোমাদেরকে লাঠির ছাল খোলার ন্যায় চামড়া খুলব। সালামা বৃক্ষের পাতা পেষার ন্যায় পিষে নেব। অবাধ্য উটের ন্যায় পেটাব। আল্লাহ্র কসম! আমি যে প্রতিশ্রুতি দিই তা পূরণ করি। যা তৈরী করি তা ভালভাবেই তৈরী করি। সুতরাং ওই বিচ্ছিন্নতা, দলবাজি এবং অপ্রীতিকর কথাবার্তা ছেড়ে দাও। আল্লাহ্র কসম! তোমরা অবশ্যই সরল ও সোজা পথে চলবে নতুবা আমি তোমাদের শরীরে শরীরে এমন ক্ষত ও জখম সৃষ্টি করে দিব যে, তার যন্ত্রণায় তোমরা অন্যসব কথা ভুলে যাবে।

এরপর সে বললো, বিশর ইব্ন মারওয়ানের মৃত্যুর পর সেনাপতি মুহাল্লাবের দল ত্যাগ করে যারা এসেছ আজ থেকে তিন দিন পর যদি আমি তাদের কাউকে ওই দলের বাহিরে পাই অবশ্যই আমি তার রক্ত প্রবাহিত করে দেব– খুন করে ফেলব এবং তার ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করব। এতটুকু বলে সে মিম্বর থেকে নেমে গেলো এবং প্রাসাদে ফিরে এলো।

কেউ কেউ বলেন যে, শাসনকর্তা হাজ্জাজ মিম্বরে আরোহণ করার পর এবং লোকজন সমবেত হবার পর দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। জনৈক শ্রোতা মুহাম্মদ ইব্ন উমায়র এক পর্যায়ে পাথরকুচি হাতে তুলে নিল। হাজ্জাজের গায়ে সেগুলো নিক্ষেপ করার ইচ্ছা ছিল তার। সে বলেছিল, আল্লাহ্ এই লোককে অপমানিত করুন, কত মন্দ লোক সে।

হাজ্জাজ যখন দাঁড়ালো আর তার ওই পিলে চমকানো কড়া বক্তব্য রাখল তখন ভয়ের চোটে মুহাম্মদ ইব্ন উমায়রের হাত থেকে পাথরকুচিগুলো আপনা-আপনি খসে পড়ে গেল অথচ সে টেরই পায়নি। হাজ্জাজের বক্তব্যের ধার, বিশুদ্ধতা ও জোর দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেছেন যে, হাজ্জাজ তার বক্তব্যে বলেছিল, সবার মুখমণ্ডল বিশ্রী হোক। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ -

আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সবদিক হতে সেটির প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর সেটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করল, ফলে তারা যা করত তার জন্যে আল্লাহ্ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের। (নাহ্ল-১৬ ঃ ১১২)। বস্তুতঃ তোমরা হলে সেই জাতি ও সম্প্রদায়। অবিলম্বে তোমরা ঠিক হয়ে যাও, সরল পথের পথিক হও। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে এমন শাস্তি ভোগ করাব যে, তোমরা ছিন্নভিন্ন-ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। সালামা বৃক্ষের রস নিংড়ানোর মত আমি তোমাদেরকে পিষে ফেলব যে, তোমরা অনুগত হবে।

আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি তোমরা ইনসাফ ও ন্যায়নীতির পথে অগ্রসর হবে। ফিতনা ও বিশৃংখলার পথ পরিহার করবে। কেউ কেউ আমাকে তোমাদের অবস্থা জানিয়েছে বটে। তোমাদের এই অবস্থা কেন ? ব্যাপার কি ? অবশ্যই তোমরা এসব ছেড়ে দিবে, না হয় তরবারির আঘাতে আমি তোমাদের দেহকে টুকরো টুকরো করে ফেলব। তোমাদের স্ত্রীগণ হবে বিধবা। ছেলেমেয়েরা ইয়াতীম হয়ে যাবে। তখন তোমরা ঋজু হয়ে চলবে, বাঁকা ও বিদ্রোহের পথ ছেড়ে আসবে। এটি শাসনকর্তা হাজ্জাজের একটি সুদীর্ঘ, উন্নত, কঠোর ও নির্দয় বক্তব্যের অংশ। ওই বক্তব্যে কোন পুরস্কার ও কল্যাণের ওয়াদা ছিল না। বক্তৃতার পর তৃতীয় দিনে সে বাজারের দিকে শ্লোগান ও তাকবীরধ্বনি শুনলেন। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মিম্বরে বসল। এবং বলল, ওহে ইরাকী জনগণ! ওহে বিদ্রোহী ও মুনাফিকগণ! ওহে বদমা'শ জনগণ! আমি তো বাজারে তাকবীরধ্বনি শুনেছি। ওই তাকবীর উৎসাহব্যঞ্জক তাকবীর নয়। বরং শংকা ও ভয় উদ্রেককারী তাকবীর। প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়েছে। তার নীচে দুমড়ে-মুচড়ে পড়ছে বৃক্ষরাজি। ওহে ছোট লোকের বাচ্চারা! লাঠি প্রহার খাওয়া গোলামেরা, দাসী ও বিধবাদের পুত্রগণ! তোমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হতে পারনা? নিজ নিজ রক্ত ও খুন নিরাপদ রাখতে পারনা ? নিজের দাঁড়ানোর স্থান দেখে নিতে পারনা ?

আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমি তোমাদের উপর এমন আঘাত হানব যে, সেটি বর্তমান লোকদের জন্যে হবে কঠিন শাস্তি আর পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে হবে শিক্ষণীয়।

এ বক্তব্য শুনে উমায়র ইব্ন হানী তামীমী হানযালী উঠে দাঁড়ালো। সে বলল, মহান আল্লাহ্ শাসনকর্তার ভাল করুন। আমি সেনাপতি মুহাল্লাবের সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, আমি একজন দুর্বল বুড়ো মানুষ। এই আমার পুত্র, সে আমার চাইতে জোয়ান।

হাজ্জাজ বলল, তুমি কে ? সে বলল, আমি উমায়র ইব্ন দাবী তামীমী। হাজ্জাজ বলল, আমার গত দিনের বক্তব্য কি তুমি শুনেছ ? সে বলল, হাঁ, শুনেছি। হাজ্জাজ বলল, তুমি হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলে তাই না ? সে বলল, হাঁ, তাই। হাজ্জাজ বলল, তুমি তা করতে গেলে কেন ? সে বলল, তিনি আমার বাবাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। আমার বাবা ছিলেন বুড়ো মানুষ। হাজ্জাজ বলল, তোমার বাবা কি এই কবিতাটি বলেনি ?

هَمَمْتُ وَلَمْ اَفْعَلْ وَكِدْتُ وَلَيْتَنِيْ - فَعَلْتُ وَوَلَّيْتُ الْبُكَاءِ حَلَائِلَا

আমি তাঁর উপর (হযরত উছমানের উপর) আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু আক্রমণ করিনি। যদি করতাম তো ভালই হত। যদি তার স্ত্রীদেরকে ক্রন্দনকারিণী বানাতে পারতাম, তাহলে বেশ ভাল হতো।

এরপর হাজ্জাজ বলল, আমি অবশ্যই মনে করছি যে, তোমাকে হত্যা করলে মিসরীয়দের কল্যাণ হবে। এরপর নিরাপত্তা প্রহরীকে ডেকে বলল, ওকে শেষ করে দাও। এক লোক তার

দিকে এগিয়ে গেল এবং তার ঘাড়ে তরবারির কোপ মারল এবং তার মালামাল ছিনিয়ে নিল। তারপর হাজ্জাজ তাঁর ঘোষককে বলল, জনসমক্ষে এ কথা ঘোষণা করে দাও যে, উমায়র ইব্ন দাবী শাসনকর্তার ঘোষণা শোনার পরও তিনদিন পর্যন্ত মূল সেনাদলের সাথে যোগ দেয়নি। বিধায় তাকে হত্যার আদেশ দেয়া হয়েছে। এবং তাকে হত্যা করা হয়েছে।

ঘোষণা শুনে সবাই পড়ি কি মরি অবস্থায় দলে দলে মুহাল্লাবের দিকে দৌড়াতে শুরু করে। নদী অতিক্রমকালে সেতুর উপর প্রচণ্ড ভিড় জমে যায়। একই সময়ে ৪০০০ লোক ওই সেতু পার হয় এবং মুহাল্লাবের নিকট গিয়ে পৌঁছে। ইউনিট প্রধানগণও প্রত্যাবর্তনকারী দলে ছিল। সেখানে পৌঁছার পর তারা মুহাল্লাবের নিকট থেকে সেখানে পৌঁছেছে মর্মে সনদ সংগ্রহ করে। মুহাল্লাব তখন বলেছিলেন, এবার ইরাকে একজন মরদের মত মরদ এসেছে বটে। এবার শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই হবে। শত্রু বিনাশ হবে। এক বর্ণনায় এসেছে যে, হাজ্জাজ বৃদ্ধ উমায়র ইব্ন দাবীকে চিনতেন না। আম্বামা ইব্ন সাঈদ তাকে ডেকে বলেছিল, শাসনকর্তা! এই যে, বুড়ো লোকটি দেখতে পাচ্ছেন, হযরত উছমান (রা) নিহত হবার পর সে তাঁর পবিত্র মুখে চড় মেরেছিল। তখনই হাজ্জাজ তাকে হত্যা করার আদেশ দেয়।

শাসনকর্তা হাজ্জাজ তাঁর পক্ষ থেকে হাকাম ইব্ন আইয়ুব ছাকাফীকে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করল। তাকে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার জন্যে নির্দেশ দিল। শুরায়হকে কূফার বিচারক পদে বহাল রাখল। এরপর হাজ্জাজ নিজে বসরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কূফায় তার প্রতিনিধি রেখে যায় আবূ ইয়া'ফূরকে। বসরার বিচারক পদে নিয়োগ দেয় যুরারাহ ইব্ন আবূ আওফাকে। পরে সে কূফায় ফিরে আসে। এই বৎসর হজ্জ পরিচালনা করেন খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান। তাঁর চাচা ইয়াহ্‌য়া মদীনা শরীফের শাসনকর্তা পদে বহাল রাখেন। খোরাসানের শাসনকর্তা পদে বহাল থাকেন উমায়্যা ইব্ন আবদুল্লাহ্।

এই সনে বসরার জনগণ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলে। কারণ, উমায়র ইব্ন দাবীকে হত্যার পর হাজ্জাজ কূফা থেকে বসরা গমন করে। তখন সে বসরার জনগণের সম্মুখে বক্তৃতা দিতে উঠে। কূফার জনগণের সম্মুখে সে যেমন আক্রমণাত্মক, কঠিন, কঠোর ও নির্দয় বক্তব্য রেখেছিল বসরাতেও সে রকম বক্তৃতা দিল। এরপর বানূ ইয়াশকার গোত্রের এক ব্যক্তিকে ধরে এনে বলা হলো, এ ব্যক্তি সরকারের নির্দেশ অমান্যকারী। সে বলল, আমি অসুস্থ। মহান আল্লাহ্ আমাকে অক্ষম বানিয়েছেন। পূর্ববর্তী শাসক বিশর ইব্ন মারওয়ানও আমার অক্ষমতা মঞ্জুর করেছেন। এই যে, আমার ভাতা, আমি বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারে ফেরত দিলাম। হাজ্জাজ তার বক্তব্য গ্রহণ করল না, তাকে হত্যার নির্দেশ দিল। তাকে হত্যা করা হল। এ ঘটনায় উপস্থিত জনগণ বেসামাল ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বসরা ছেড়ে বাইরে চলে গেল। তারা জমায়েত হল, রামহুরমুয সেতুর নিকট। তখন তাদের নেতৃত্বে এল আবদুল্লাহ্ ইব্ন জারূদ। ওদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে হাজ্জাক নিজে অভিযানে বের হল। সাথে তার অনেক সৈন্য সামন্ত ! এটি হলো শা'বান মাসের ঘটনা, সেখানে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে বিরোধী পক্ষের অন্যান্য নেতাদের সাথে প্রধান নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন জারূদ নিহত হয়, হাজ্জাজের নির্দেশে ওদের মাথা কেটে রামহুরমুয সেতুর উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়, এরপর সেগুলো মুহাল্লাবের নিকট পাঠানো হয়, এতে মুহাল্লাবের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পায় এবং খারিজী নেতাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। তারা দুর্বল হয়ে যায়, হাজ্জাজ সংবাদ পাঠায় মুহাল্লাব ও আবদুর রহমান ইব্ন মিখনাকের নিকট তারা যেন আযারিকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে তারা আযারিকী খারিজীদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। এবং স্বল্প যুদ্ধে সহজে ওদেরকে রামহুরমুযের আস্তানা থেকে বহিষ্কার করে দেয়। ওরা পালিয়ে পারস্যরাজ শাপুরের দেশ কাযরুন চলে যায়। মুসলিম সরকারী বাহিনী তাদেরকে পিছু ধাওয়া করে। রামাযানের শেষ ভাগে উভয় পক্ষ পুনরায় মুখোমুখি হয়।

রাতের বেলা খারিজিগণ মুহাল্লাবের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে। তারা দেখতে পায় যে, মুহাল্লাব তাঁর সেনা ক্যাম্পের চারিদিকে পরিখা খনন করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। এরপর খারিজীগণ আবদুর রহমান ইব্ন মিখনাফের সেনা ছাউনী দেখতে আসে। তারা দেখতে পায় যে, আবদুর রহমান নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা-ই নেননি। কোন প্রকারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত তার সৈন্যরা রাত্রিযাপন করছে। অবশ্য সেনাপতি মুহাল্লাব আবদুর রহমানকে পরিখা খনন করে নিরাপত্তা ব্যূহ তৈরী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তা করেননি। তারপর উভয় পক্ষের সৈন্যরা রাতের মধ্যেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। খারিজীরা সরকারী সেনাপতি আবদুর রহমানকে হত্যা করে। সাথে তার বেশ কিছু সৈন্যকে হত্যা করে, ওদেরকে চরমভাবে পরাজিত করে। বলা হয় যে, খারিজী ও সরকারী বাহিনীর এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় রামাযান মাসের ১০ তারিখ বুধবারে। প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় উভয় পক্ষের মধ্যে। ইতিপূর্বে খারিজীগণ কখনো এত বড় যুদ্ধ করতে পারেনি।

এবার খারিজীগণ মুহাল্লাবের সৈনিকদের উপর হামলা চালায়। তারা তাঁকে তাঁর সেনা ছাউনীতে নিয়ে ঠেকিয়েছিল। ইতোপূর্বে সেনাপতি আবদুর রহমান অশ্বারোহী দলের পর অশ্বারোহী দল পাঠিয়ে মুহাল্লাবকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি সেনাদলের পর সেনাদল পাঠিয়েছিল। আসরের পর খারিজীগণ আবদুর রহমানের সেনাদলের উপর আক্রমণ চালায়। রাত পর্যন্ত যুদ্ধ হয়, রাতের মধ্যে আবদুর রহমান নিহত হন, তার সাথে থাকা সেনাবাহিনীর অনেক লোক তখন নিহত হয়।

ভোরবেলা মুহাল্লাব উপস্থিত হলেন। আবদুর রহমানের জানাযা শেষ করে তাকে দাফন করলেন। এবং হাজ্জাজের নিকট তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাঠালেন। ওই শোক সংবাদ হাজ্জাজ পাঠাল খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের নিকট। আবদুল মালিক মিনায় উপস্থিত লোকজনের নিকট সেনাপতি আবদুর রহমান ইব্ন মিখনাফের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেন। শাসনকর্তা হাজ্জাজ নিহত আবদুর রহমানের পদে আত্তাব ইব্ন ওয়ারকাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে। তাকে নির্দেশ প্রদান করে যেন মুহাল্লাবের কথা মেনে চলে। কিন্তু নবনিযুক্ত সেনাপতি আত্তাব মুহাল্লাবের নির্দেশ মানতে রাযী ছিল না। কিন্তু হাজ্জাজের নির্দেশ অমান্য করারও তার উপায় ছিল না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে মুহাল্লাবের সাথে মিলিত হবার জন্যে যাত্রা করে। সেখানে সে প্রকাশ্যে মুহাল্লাবের নির্দেশ পালন করেছিল বটে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করছিল। এক পর্যায়ে উভয়ে তর্কে লিপ্ত হয়। উভয়ের মাঝে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। মুহাল্লাব আত্তাবকে আঘাত করতে উদ্যত হন। লোকজন উভয়কে নিবৃত্ত করে থামিয়ে দেয়। আত্তাব হাজ্জাজকে চিঠি লিখে মুহাল্লাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। হাজ্জাজ তাকে ওই পদে ইস্তফা দিয়ে তার নিকট ফিরে আসতে বলে। তারপর মুহাল্লাব ওই পদে নিজ পুত্র হাবীব ইব্ন মুহাল্লাবকে নিয়োগ করেন।

এই সনে দাউদ ইব্ন নু'মান মাযিনী বসরার শহরতলিতে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। হাজ্জাজ তাকে দমন করার জন্যে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। তাদের হাতে দাউদ ইব্ন নু'মান নিহত হয়।

ইব্‌ন জারীর বলেন যে, এই সনে ইমরুল কায়েস গোত্রের সালিহ্ ইব্‌ন মুসাররাহ একটি আন্দোলন গড়ে তোলে। সে সুফারিয়্যাহ (খারিজীদের একটি শাখা) মতবাদের অনুসারী ছিল। কারো কারো মতে সে ছিল সুফারিয়্যাহ মতবাদের গোড়া পত্তনকারী। ঘটনা ছিল এই যে, এই ৭৫ সনে সে হজ্জ করতে গিয়েছিল। শাবীব ইব্‌ন ইয়াযীদ, বাতীন এবং এই পর্যায়ের খারিজী নেতৃবৃন্দ তার সাথে ছিল। ঘটনাক্রমে ওই বৎসর খলীফা আবদুল মালিক হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। খারিজী নেতা শাবীব খলীফাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর খলীফা এই সংবাদ জানতে পারেন। ফলে ওই দলের লোকদেরকে ধরে আনার জন্যে খলীফা শাসনকর্তা হাজ্জাজকে নির্দেশ দেন। আলোচ্য সালিহ্ ইব্‌ন মুসাররাহ্ বারবার কূফা যেত এবং সেখানে অবস্থান করত। তার একদল অনুসারী ছিল। তারা তার মজলিসে বসত। তার বুযুর্গীতে বিশ্বাস করত। এদের অধিকাংশ ছিল দারা ও মুসেলের অধিবাসী। সালিহ্ ওদেরকে কুরআন শিক্ষা দিত। ওয়ায নসীহত করত। তার গায়ের রং ছিল হলুদ। সে প্রচুর ইবাদত বন্দেগী করত। ওয়ায করার সময় সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা-গুণগান ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে ওয়ায শুরু করত। ওয়াযের মধ্যে সে দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ থাকা, আখিরাতের প্রতি আগ্রহী হওয়া, মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ করা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করত। সে হযরত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করত। তাঁদের সুনাম সুকীর্তি বর্ণনা করত। এরপর হযরত উছমান (রা)-এর বিষয় আলোচনায় আনত এবং তাঁকে গালমন্দ করত। তাঁর হত্যাকারী পাপাচারী ঘাতকেরা তাঁকে যে সব দোষে অভিযুক্ত করেছিল ওইসব তথাকথিত দোষগুলো সে উল্লেখ করত। এরপর তা তার সাথীদেরকে খারিজীদের দলভুক্ত হয়ে খারিজী আন্দোলনে শরীক হয়ে সৎকর্মের আদেশ ও মন্দ কর্মে নিষেধ করতে বেরিয়ে পড়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করত। লোক সমাজে প্রচলিত রসুম রেওয়াজের প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টিতে সে তার অনুসারীদেরকে কাজে লাগাত। সে তাদেরকে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে হেলায় মৃত্যুবরণ করতে দীক্ষা দিত। সে দুনিয়ার বিরূপ সমালোচনা করত। পার্থিব বিষয়গুলোকে নিতান্ত তুচ্ছ ও গৌণ বিবেচনা করত। হতে হতে একদল লোক তার মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে তার সতীর্থ শাবীব নিজ অনুসারীদেরকে নিয়ে তাকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার আহ্বান জানান। এরপর সালিহের নিকট শাবীব নিজে এসে উপস্থিত হন। সালিহ্ তখন "দারা" অঞ্চলে অবস্থান করছিল। আলাপ আলোচনার পর উভয়ে একমত হল যে, আগামী বছর ৭৬ সনের সফর মাসের শুরুর দিকে তারা মাঠ পর্যায়ে বিদ্রোহ ও আন্দোলন শুরু করবে। এই যাত্রায় শাবীবের সাথে তার ভাই মুসাদ, মুজাল্লাল এবং ফযল ইব্‌ন আমির সালিহের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। দারায় সালিহের নিকট তখন প্রায় ১২০ জনের মত নেতৃস্থানীয় খারিজী লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। একদিন তারা শাসনকর্তা মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ানের অশ্বগুলোর উপর আক্রমণ করে। তারা অশ্বগুলোকে ছিনিয়ে নেয় এবং সেগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর তারা কী কী ঘটিনা ঘটিয়েছিল "৭৬" সনের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে আমরা তা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্।

৭৫ হিজরী সনে নেতৃস্থানীয় যাঁরা ইন্তিকাল করেন

আবূ মুসহির ও আবূ উবায়দ এর অভিমত অনুসারে এই সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন হযরত ইরবাদ ইব্‌ন সারিয়া। তিনি আবূ নাজীহ সুলামী উপনামেও পরিচিত। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি হিমস নগরীতে বসবাস করতেন। ইসলামের

প্রথম যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন হযরত আমর ইব্ন আম্বাসাহ (রা)। তিনি তখন অবস্থান করেছিলেন মক্কার আল-সুফ্ফা নামক স্থানে।

وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلاَّ يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ

"ওদেরও কোন অপরাধ নেই যারা আপনার নিকট বাহনের জন্যে আসার পর আপনি বলেছিলেন 'তোমাদের জন্যে কোন বাহন আমি পাচ্ছি না।' ওরা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থজনিত দুঃখে অশ্রু বিগলিত নেত্রে ফিরে গেল।" (তাওবা– ৯ ঃ ৯২)।

এই আয়াতে ক্রন্দনকারী যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে হযরত ইরবাদ ইব্ন সারিয়া তাঁদের অন্যতম ছিলেন। ইতোপূর্বে আমরা এই প্রসঙ্গে সাশ্রু নয়নে ফিরে যাওয়া ক্রন্দনকারীদের নাম উল্লেখ করেছি। তাঁরা ছিলেন মোট ৯ জন। হযরত ইরবাদ ইব্ন সারিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের বর্ণনাকারী। সেটি হল ঃ

خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ .... ..

একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন। তাতে সকলের মন ভয়ে প্রকম্পিত ও শিহরিত হয়ে উঠল, চক্ষুগুলো থেকে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ল ...)। ইমাম আহমদ (র) এবং সুনান সংকলনকারিগণ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম তিরমিযী এবং অন্যরা এটি বিশুদ্ধ হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন। হযরত ইরবাদ ইব্ন সারিয়া এও বর্ণনা করেছেন যে, اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلثًا وَعَلَى الثَّانِىْ وَاحِدَةً রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথম কাতারের জন্য তিনবার এবং দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার দু'আ করতেন।

ইরবাদ ইব্ন সারিয়া বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন যে, মহান আল্লাহ্ যেন তাঁকে দুনিয়া থেকে তুলে নেন। তিনি এই দু'আ করতেন اَللّٰهُمَّ كَبُرَتْ سِنِّىْ وَوَهَنَ عَظْمِىْ فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ হে আল্লাহ্! আমার বয়স বেশী হয়ে গিয়েছে। আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়েছি। আমাকে আপনার নিকট তুলে নিন। তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা)

৭৫ সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন হযরত আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা)। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত বায়আত-ই রিযওয়ানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি হুনায়নের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যারা পশ্চিম দামেস্কে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। কেউ বলেছেন যে, তিনি পূর্ব দামেশকের বিলাত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তাঁর নাম এবং তাঁর পিতার নাম সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, তাঁর নাম জারছুম ইব্ন নাশির। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এবং অনেক সাহাবী থেকে তিনি হাদীস

বর্ণনা করেছেন। অনেক তাবিঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারী তাবিঈদের মধ্যে আছেন সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র), মাকহূল শামী (রা), আবূ ইদরীস খাওলানী (র), আবূ কিলাবাহ্ জুরমী (র) প্রমুখ। তিনি কা'ব আল-আহ্বার (রা)-এর মজলিসে বেশী বেশী থাকতেন। প্রতি রাতে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে আকাশে তাকাতেন। নভোজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতেন। এরপর ঘরে গিয়ে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, আমি আশা করছি যে, তোমাদেরকে যেমন দম আটকে মরতে দেখি মহান আল্লাহ্ আমাকে সেভাবে দম বন্ধ করে মৃত্যু দিবেন না।

একরাতে তিনি নামায আদায় করছিলেন। সিজদায় থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যু দেন। ওই মুহূর্তে তাঁর কন্যা স্বপ্ন দেখেন যে তাঁর বাবা যেন মারা গিয়েছেন। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠেন। তাঁর মাতাকে জিজ্ঞেস করেন যে, বাবা কোথায়? মাতা বললেন, তিনি তাঁর জায়নামাযে আছেন। মেয়ে বাবাকে ডাক দেয়। কিন্তু পিতা কোন উত্তর দেননি। মেয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে নাড়া দেয়। তিনি একদিকে পড়ে যান। তখন দেখা যায় যে, তিনি মারা গিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন।

আবূ উবায়দা, মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, খলীফা এবং অন্য অনেকে বলেছেন যে, ৭৫ সনে হযরত ইরবাদ ইব্ন সারিয়া ইনতিকাল করেন। অন্যরা বলেছেন যে, তাঁর ওফাত হয় আমীর মুআবিয়ার (রা) শাসন কালের প্রথম দিকে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ

এই সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ। তিনি হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর সহচর ছিলেন। তাঁর পরিচয় হল আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ নাখঈ (র)। তিনি উচ্চ পর্যায়ের তাবিঈ ছিলেন। কূফাবাসীদের মধ্যে তিনি একজন অতি বৃদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি সবদিন রোযা রাখতেন। অধিক রোযা রাখার ফলে তাঁর দু'চোখ নষ্ট হয়ে যায়। হজ্জ ও উমরা মিলিয়ে সর্বমোট ৮০ বার তিন মক্কা মদীনায় যান। হজ্জ ও উমরা উপলক্ষে তিনি ইহরাম করতেন কূফা থেকে। ৭৫ সনে তাঁর ইনতিকাল হয়। রোযা রাখতে রাখতে তাঁর শরীর হলুদ ও সবুজ রংয়ের হয়ে গিয়েছিল।

মৃত্যুর মুখোমুখি হবার পর তিনি কেঁদে উঠলেন। তাকে বলা হল যে, এত অস্থিরতার কারণ কি ? উত্তরে তিনি বললেন যে, আমি অস্থির হব না কেন ? অস্থির হবার জন্যে আমার চাইতে অধিক যোগ্য আর কে আছে ? আল্লাহ্র কসম! আমি যদি জানতে পারতাম যে, মহান আল্লাহ্ আমার জন্যে ক্ষমা মঞ্জুর করেছেন তাহলে আমার কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আমি মাটিতে মিশে যেতাম। মানুষের প্রতি মানুষের দোষত্রুটি ও অপরাধ তো সামান্য থাকে। সেটি ক্ষমা করে দিলে দোষী ব্যক্তি চিরদিন ক্ষমাকারীর প্রতি লজ্জাবনত থাকে।

হামরান ইব্ন আবান (র)

৭৫ সনে যাঁদের মৃত্যু হয় তাঁদের একজন হলেন হামরান ইব্ন আবান। তিনি হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর মুক্ত দাস ছিলেন। আয়নুত্ তামর যুদ্ধে বন্দী হওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছিলেন। হযরত উছমান (রা) তাঁকে খরিদ করেছিলেন। তিনি হযরত উছমানের (রা) গৃহের প্রবেশ দ্বারে থাকতেন এবং কারো ভেতরে যাবার প্রয়োজন হলে ভেতর থেকে অনুমতি নিয়ে আসতেন। এই ৭৫ সনে তাঁর ওফাত হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৭৬ হিজরী সন

এই সনের প্রথম দিকে সফর মাসের শুরুতে এক বুধবার রাতে খারিজীদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সুফারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের প্রধান সালিহ্ ইব্ন মুসাররাহ্ এবং খারিজী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বীর ও সাহসী ব্যক্তি শাবীব ওই সমাবেশে উপস্থিত ছিল। প্রথমে বক্তৃতা দিল সালিহ্ ইব্ন মুসাররাহ্। উপস্থিত জনতাকে সে আল্লাহ্র তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জনের নির্দেশ দিল। তারপর জিহাদে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করল। সে এই আদেশ ও জারী করল যে, প্রথমে নিজেদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবার আহ্বান জানানো ছাড়া কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না।

এরপর তারা জাযীরা অঞ্চলের প্রশাসক মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ালের পশুপালের উপর হামলা চালায় এবং পশুগুলো লুট করে নিয়ে আসে। তারা "দারা" অঞ্চলে ১৩ দিন অবস্থান করে। দারা নসীবীন এবং সানজারের নাগরিকরা নিরাপত্তার জন্য দুর্গে আশ্রয় নেয়। জাযীরার শাসনকর্তা মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান আদী ইব্ন আদী ইব্ন উমায়রাহ-এর নেতৃত্বে পাঁচশত অশ্বারোহী বিশিষ্ট এক সেনা ব্রিগেড প্রেরণ করেন ওদেরকে মুকাবিলা করার জন্যে। পরে ওদের সাহায্যার্থে অতিরিক্ত আরো ৫০০ জন সৈন্য পাঠালেন। আদী ১০০০ সৈন্যের বহর নিয়ে হাররান থেকে ওদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মনে হচ্ছিল তারা যেন দেখে শুনে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কারণ, খারিজীদের শক্তি সাহস এবং যুদ্ধ অভিজ্ঞতা তাদের জানা ছিল। তারা খারিজীদের মুখোমুখি হল। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। খারিজীগণ তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং তাদের রসদপত্র সরঞ্জামাদি ও অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেয়। পরাজিত বাহিনী ফিরে যায় মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ানের নিকট, পরাজয়ের সংবাদে মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন। এবার তিনি হারিছ ইব্ন জাউনার নেতৃত্বে ১৫০০ এবং খালিদ ইব্ন হুরর-এর নেতৃত্বে খারিজীদের বিরুদ্ধে ১৫০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় সেনাপতিকে বলে দেওয়া হয় যে, আগে যেজন শত্রু পক্ষের নিকট পৌঁছতে পারবে সে সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতিত্ব লাভ করবে। ৩০০০ সৈন্যের এই বহর শত্রুর সন্ধানে অগ্রসর হল। খারিজীগণ সংখ্যায় ছিল মাত্র ১২০ জন। সরকারী বাহিনী আমেদ পৌঁছার পর ৬০ জন অনুসারী নিয়ে সালিহ এগিয়ে গেল খালিদ ইব্ন হুর্রকে মুকাবিলা করার জন্যে। আর অবশিষ্ট অনুসারীদেরকে নিয়ে শাবীব এগিয়ে গেল হারিছ ইব্ন জাউনাকে মুকাবিলা করার জন্যে।

উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। দিন গড়িয়ে রাত এসে গেল। সন্ধ্যা বেলা উভয় পক্ষ যুদ্ধ বিরতি মেনে নিল। ইতোমধ্যে খারিজীদের প্রায় ৭০ জন এবং উমাইয়া বাহিনীর প্রায় ৩০ জন যোদ্ধা নিহত হয়ে গিয়েছে। রাতের অন্ধকারে খারিজিগণ ওই অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারা মুসেলের পথে দাসকারাহ অতিক্রম করে যায়। তাদের পেছনে হাজ্জাজ হারিছ ইব্ন উমায়রাহ এর নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করে। সেনাদল এগিয়ে যায়। মুসেল পৌঁছে এরা খারিজীদের সাক্ষাত পায়। তখন খারিজী নেতা সালিহের সাথে মাত্র ৯০ জন অনুসারী ছিল। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হল। সালিহ্ তার সৈন্যদেরকে তিনটি অশ্বারোহী দলে বিভক্ত করল। একদলের নেতৃত্বে সে নিজে থাকল। তার ডান দিকের দলের নেতৃত্বে শাবীব এবং বাম পার্শ্বের দলের নেতৃত্বে রাখল সুওয়ায়দ ইব্ন সুলায়মানকে। হারিছ ইব্ন উমায়রাহ তাদের উপর আক্রমণ করল। তার ডান বাহুতে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আবূ রাওয়া শাকিরী এবং বাম বাহুতে নেতৃত্ব দিচ্ছিল যুবায়র ইব্ন আরওয়াহ তামীমী। সংখ্যায় কম হলেও খারিজীগণ পরম ধৈর্যের সাথে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ করছিল। এক পর্যায়ে সুওয়ায়দ ইব্ন সুলায়মান নিহত হয়। এরপর নিহত হয় খারিজী দল নেতা সালিহ্ ইব্ন মুসাররাহ। শাবীব তার ঘোড়ার পিঠ থেকে

পড়ে যায়। তার অনুসারীরা তার নিকট এসে পড়ে। তারা তাকে উঠিয়ে তাদের একটি নিরাপত্তা দুর্গে নিয়ে যায়। তারা তখনো ৭০ জন অবশিষ্ট ছিল।

উমায়্যা সেনাপতি হারিছ ইব্ন উমায়রা ও তার সাথীরা খারিজীদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। হারিছ তার সাথীদেরকে নির্দেশ দেয় ওই দুর্গের দরযায় আগুন ধরিয়ে দিতে। তারা দুর্গে আগুন ধরিয়ে দেয়। এবং নিজেরা ওখান থেকে নিজেদের ক্যাম্পে সরে আসে। তারা অপেক্ষায় থাকে কখন দরযা পুড়বে আর খারিজীরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে তখন তারা ওদেরকে পাকড়াও করবে। সরকারী বাহিনী সেনা ছাউনিতে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল হঠাৎ খারিজীগণ জ্বলন্ত দুর্গের দরযা অতিক্রম করে বের হয়ে আসে এবং রাতের অন্ধকারে সরকারী বাহিনীর ছাউনীতে আক্রমণ চালায়। বহু সৈন্যকে তারা হত্যা করে। সরকারী সেনাদল অতর্কিত হামলায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এবং দ্রুত মাদায়ন পালিয়ে যায়। শাবীব ও তার অনুসারীরা সেনা ছাউনিতে থাকা সকল অস্ত্রশস্ত্র ও মালপত্র দখল করে নেয়। হারিছের সেনাদল ছিল শাবীবের হাতে পরাজিত প্রথম সেনাদল। ইতোপূর্বে শাবীর অন্য কোন সেনাদলকে পরাজিত করতে পারেনি। এই সনের জুমাদাল আখিরাহ মাসের ১৩ দিন অবশিষ্ট থাকতে এক মঙ্গলবারে সালিহ্ ইব্ন মুসাররাহ নিহত হয়।

এই সনে খারিজী নেতা শাবীব কূফা প্রবেশ করে। তার স্ত্রী গাযালা তার সাথে ছিল। সালিহ ইব্ন মুসাররিহ নিহত হবার পর শাবীবকে ঘিরে অনেক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। সেগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। এ সময়ে খারিজীরা শাবীবের নিকট জমায়েত হয় তার হাতে বায়আত করে। হাজ্জাজ শাবীবকে হত্যা করার জন্যে অন্য একটি সেনা অভিযান প্রেরণ করে। শাবীব ওই সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। একবার সে ওদের নিকট পরাজিত হয়। পুনরায় সে ওদেরকে পরাজিত করে। এরপর সে মাদায়নের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সে মাদায়ন অতিক্রম করে যায়। তবু সে সরকারী বাহিনীর কারো খোঁজ পায়নি। সে আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়। কালূযা অঞ্চলে হাজ্জাজের কতক পশু খাদ্য তার নজরে পড়ে। সে ওগুলো লুট করে নেয়। তার সিদ্ধান্ত ছিল যে, সে মাদায়ন এসে রাত্রি যাপন করবে। কিন্তু গোপনে সংবাদ পেয়ে মাদায়ন অবস্থানকারী সকল সরকারী সৈন্য মাদায়ন ছেড়ে কূফা পালিয়ে যায়। ওদের পরাজিত সেনা সদস্যগণ হাজ্জাজের দরবারে পৌঁছার পর সে শাবীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ৪০০০ সৈন্যের একটি সেনাদল প্রেরণ করে। তারা মাদায়ন এসে শাবীবকে খুঁজতে থাকে। শাবীব তাদের সম্মুখে অল্প অল্প পথ অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। সে ওদেরকে দেখায় যে, সে ওদেরকে খুব ভয় করছে। তারপর সুযোগ বুঝে সে সরকারী বাহিনীর সম্মুখ ভাগের উপর আচমকা আক্রমণ করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে অস্ত্রশস্ত্র ও মালামাল দখল করে নেয়। যে কেউ তার সামনে এলে তা তাকে পরাজিত করে ফেলে।

শাবীবের বিরুদ্ধে হাজ্জাজ প্রচুর শক্তি নিয়োগ করে। তাকে পরাজিত করার জন্যে সৈন্যদল ও অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দেয়। শাবীব এসবের কিছুই পরোয়া করে না। তার সাথে তখন মাত্র ১৬০ জন অশ্বারোহী সৈন্য। এটি এক অবাক ব্যাপারও বটে।

এবার শাবীব অন্য পথে যাত্রা করল। সে কূফা অভিমুখে রওয়ানা দিল। কূফা অবরোধ করা ছিল তার লক্ষ্য। তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে সরকারী বাহিনী এগিয়ে গেল। শাবীব নিজে এই সংবাদ জানতে পারে। কিন্তু তাতে সে কোনো পরোয়া করে না। বর তার ভয়ে সরকারী সৈন্যগণ সন্ত্রস্ত ও শংকিত থাকে। তার ভয়ে সরকারী বাহিনী প্রথমে কূফা নগরীতে

প্রবেশ করে শাবীবের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শহরে প্রবেশ করে দুর্গে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করে। তাদেরকে ও এটা জানানো হল যে, সুওয়ায়দ ইব্ন আবদুর রহমান তাদের পেছনে রয়েছে। এবং সে তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

শাবীব মাদায়নে অবতরণ করল। তার মধ্যে ভয়-ভীতির কোন চিহ্ন নেই। সে তার জন্যে আয়েশী খাবার তৈরীর নির্দেশ দিল। যেন রান্না করা ও ভাজা উভয় প্রকারের খাবার থাকে। তাকে বলা হল যে, সরকারী সৈন্য তো এসে পড়েছে। নিজের প্রাণ বাঁচান। ওইসব কথায় সে কর্ণপাত করেনি। সে ওই কথার কোন গুরুত্বই দেয়নি। সে বরং তার বাবুর্চি রূপে কর্মরত স্থানীয় নেতাকে বলেছিল ভাল করে রান্না কর, ঠিক ঠাক মত পাকাও। তবে তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে আস। ভালভাবে রান্না হবার পর সে আবার খায়। তারপর পরিপূর্ণভাবে উযূ করে এবং দীর্ঘক্ষণ যাবত ধীরস্থির ও শান্তির সাথে সাথীদের নিয়ে নামায আদায় করে। এরপর তার যুদ্ধ পোশাক পরিধান করে। দুটো তরবারি গলায় ঝুলিয়ে নেয়, লোহার একটি হাতুড়ি হাতে নেয়। এরপর বলল, আমার খচ্চরটা নিয়ে এস। সে খচ্চরে সওয়ার হল। তার ভাই মুসাদ তাকে বলল, খচ্চর ছেড়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ুন। সে বলল না, প্রত্যেক বিষয় তার পরিণতির অপেক্ষায় থাকে। সে খচ্চরের পিঠেই চড়ল। এরপর যে এলাকায় সে ছিল সেটির দরযা খুলল। সে তখন সদম্ভে বলছিল, আমি আবূ মুদিল্লাহ্ 'আল্লাহ্‌র আইন ছাড়া কোন আইন নেই।' এগিয়ে গিয়ে সে তার সন্মুখস্থ শত্রুদলের সেনাপতির নিকট পৌঁছে এবং লোহার হাতুড়ির আঘাতে তাকে হত্যা করে। ওই সেনাপতির নাম ছিল সাঈদ ইব্ন মুজালিদ। এরপর সে অন্য একটি বড় সেনা ইউনিটের উপর আঘাত হানে। ওই ইউনিটের সেনাপতিকে হত্যা করে। ফলে অন্যান্য সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। তারা কূফার অভ্যন্তরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শাবীব ও কূফা প্রবেশ করে। ফোরাত নদীর তীরের পথ ধরে। সেখানে বহু লোককে সে হত্যা করে। তার ভয়ে শাসনকর্তা হাজ্জাজ কূফা ছেড়ে বসরায় পালিয়ে যায়। উরওয়া ইব্ন মুগীরা ইব্ন শু'বাহকে সে তার পক্ষে কূফার শাসনকর্তা নিয়োগ করে যায়। কূফা প্রবেশের লক্ষ্যে অগ্রসরমান শাবীব কূফা নগরীর খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছে। স্থানীয় প্রধানগণ শাসনকর্তা উরওয়াকে এই সংবাদ অবহিত করে। তিনি সংবাদটি হাজ্জাজকে জানান। হাজ্জাজ দ্রুত বসরা ছেড়ে কূফার পথে যাত্রা করে। এদিকে শাবীবও খুব দ্রুত কূফা নগরীতে প্রবেশ করছিল। হাজ্জাজ শাবীবের আগে নগরীতে প্রবেশ করে। সে নগরীতে প্রবেশ করে আসরের সময়। শাবীব মারবাদ (মেলাস্থলে) গিয়ে পৌঁছে মাগরিবের সময়। শেষ রাতে সে কূফা নগরীতে ঢুকে পড়ে। এব শাসক ভবনের সম্মুখে গিয়ে পৌঁছে। হাতে থাকা লোহার হাতুড়ি দ্বারা সে শাসক ভবনের দরযায় আঘাত করে। তাতে দরযায় আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়েও সেটি দৃষ্টিগোচর হয়। বলা হত যে, এই চিহ্ন হল শাবীবের হাতুড়ি পেটানোর চিহ্ন। এরপর সে নগরীর রাজপথে চলতে থাকে। উদ্দেশ্য লড়াই স্থলে উপস্থিত হওয়া। ইতোমধ্যে কূফা নগরীর নেতৃস্থানীয় অনেক লোককে সে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লায়ছ ইব্ন আবূ সুলায়মের পিতা আবূ সুলায়ম, আদী ইব্ন আমর, আযহার ইব্ন আবদুল্লাহ্ আমিরী, প্রমুখ। এই যাত্রায় শাবীবের সাথে তার স্ত্রী গাযালাহও ছিল। গাযালা নিজেও খুব সাহসী মহিলা ছিল। শাবীব গিয়ে কূফার জামে মসজিদে প্রবেশ করে। সে মিম্বরে আরোহণ করে এবং মারওয়ান বংশীয় লোকদের দুর্নাম ও সমালোচনা করতে থাকে।

হাজ্জাজ জনসাধারণকে ডেকে ডেকে বলছিল, ওহে মহান আল্লাহ্‌র অশ্বারোহী দল। তোমরা অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে তাড়াতাড়ি আস। শাবীব মসজিদ থেকে বের হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে

যাত্রা করে। তাকে মুকাবিলা করার জন্যে হাজ্জাজ ছয় হাজার লড়াকু সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে। ওরা শাবীবের পেছনে পেছনে যেতে থাকে। শাবীব তখনও বেপরোয়া। ঘুমে ঢুলু ঢুলু অবস্থায় সে হেলেদুলে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল। তন্দ্রার ঘোরে তার মাথা এদিকে সেদিকে নুয়ে পড়ছিল। এরই মধ্যে সে একাধিকবার সরকারী সৈন্যের উপর আচমকা আক্রমণ চালিয়েছে এবং ওদের অনেক লোককে হত্যা করেছে। এই পর্যায়ে হাজ্জাজের বহু সৈন্য নিহত হয়। তাদের বহু সেনাপতিও নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে সেনাপতি রাইদাহ ইব্‌ন কুদামাহও ছিল। শাবীব নিজে তাকে হত্যা করে। সে ছিল মুখতারের চাচাত ভাই। রাইদার স্থলে হাজ্জাজ আবদুর রহমান ইব্‌ন আশআছকে সেনাপতি নিয়োগ করে এবং শাবীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে পাঠায়। তিনি শাবীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে ফিরে আসেন। তারপর হাজ্জাজ তার পরিবর্তে উছমান ইব্‌ন কুতন হারিছীকে সেনাপতি নিয়োগ করে পাঠায়। বৎসরের শেষ ভাগে সে শাবীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। যুদ্ধে সে নিহত হয়। তার সেনা ইউনিটের প্রায় ছয়শত সৈন্যও নিহত হয়। তারপর অবশিষ্ট সৈন্যগণ যুদ্ধ ময়দান ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে যারা নিহত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আকীল ইব্‌ন শাদ্দাদ সালূলী, খালিদ ইব্‌ন নাহীক এবং আসওয়াদ ইব্‌ন রাবীআ। ইতোমধ্যে শাবীব অপ্রতিরোধ্য শক্তিমান রূপে পরিগণিত হয়। খলীফা আবদুল মালিকসহ হাজ্জাজ ও অন্যান্য শাসনকর্তাগণ তার ভয়ে কম্পমান হয়ে উঠেন। তার সম্পর্কে খলীফা আবদুল মালিকের মনে ভীষণ ভয় সৃষ্টি হয়। তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে খলীফ নিজে বসরীয় সৈনিকদের এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ৭৭ সনে ওই সেনাবহর শাবীবের মুখোমুখি হয়। তখনো শাবীবের সাথে মাত্র কয়েকজন অনুসারী যোদ্ধা। তাতেই জনগণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই চলছিল সরকারী বাহিনী ও খারিজী বাহিনীর মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এই পরিক্রমায় নতুন বছর ৭৭ সনের আগমন ঘটে।

ইব্‌ন জারীর বলেন, এই সনে খলীফা আবদুল মালিক দিরহাম ও দীনারে অর্থাৎ রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রায় বিশেষ ছাপ বা চিহ্ন অংকিত করেন। ইসলামী আমলে তিনিই সর্বপ্রথম এই কাজটি করেন। আল আহকামুস সুলতানিয়্যাহ গ্রন্থে আল মাওয়ারদী বলেছেন যে, ইসলামী আমলে কে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় মুদ্রায় আরবী ছাপ ও নকশা অংকন করেছিলেন তা নিয়ে একাধিক অভিমত রয়েছে। সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলেছেন যে, খলীফা আবদুল মালিক-ই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় মুদ্রায় আরবী লিখা ও ছাপ অংকন করেন। তখন মুদ্রা হিসেবে রোমান ও পারসিক মুদ্রাই প্রচলিত ছিল।

আবূয্ যিনাদ বলেন যে, ৭৪ সনে খলীফা আবদুল মালিক মুদ্রায় বিশেষ ছাপ ও নকশা অংকিত করেন। মাদাইনী বলেন যে, এই কাজসম্পন্ন করা হয়েছে ৭৫ সনে। ৭৬ সনে এটি সমগ্র রাষ্ট্রে কার্যকর হয়। বর্ণিত আছে যে, তিনি মুদ্রার এক পিঠে اَللّٰهُ اَحَدٌ (আল্লাহ্ এক) এবং অপর পৃষ্ঠে اَللّٰهُ الصَّمَدُ (আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন) অংকন করেছিলেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন নু'মান গিফারী তার বাবার সূত্রে বলেছেন যে, সর্বপ্রথম মুদ্রায় নকশা অংকন করেন হযরত মুস'আব ইব্‌ন যুবায়র (রা)। তিনি তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর নির্দেশে তা করেন। তিনি এটা করেছিলেন ৭০ সনে। পারসিক দিরহামের উপর তিনি এটা করেছিলেন। ওই মুদ্রার একপিঠে অংকন করেছিলেন اَلْمَلِكُ (আল-মালিক) আর অপর পিঠে অংকন করেছিলেন اَللّٰهُ (আল্লাহ্)। পরবর্তীতে হাজ্জাজ তাতে পরিবর্তন সাধন করে। সে মুদ্রার

এক পিঠে নিজের নাম অংকন করে। এরপর ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের শাসনামলে ইউসুফ ইব্ন হুবায়রা মুদ্রা তৈরীতে উৎকর্ষ সাধন করেন। এরপর হিশামের শাসনামলে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কাসারী মুদ্রার সাথে ও ডিজাইনে আরো উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরপর ইউসুফ ইব্ন উমার সর্বাধিক উন্নত পদ্ধতিতে মুদ্রায় উৎকর্ষ সাধন করেন। এজন্য আব্বাসী খলীফা মানসূর হুবায়ারিয়্যাহ খালিদিয়্য এবং ইউসুফিয়্যাহ মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রা গ্রহণ করতেন না।

উল্লেখ্য যে, সে যুগে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রার প্রচলন ছিল। যেমন বালিয়্যা দিরহাম এটির মূল্যমান ছিল ৮ দানিক। তাবারিয়্যা দিরহাম এটির মূল্যমান ছিল ৪ দানিক। ইয়ামানী দিরহাম এটির মূল্যমান ছিল ১ দানিক। হযরত উমার (রা) বালিয়্যা এবং তাবারিয়্য দিরহামকে একত্রিত করে পরে দুভাগে ভাগ করে এক দিরহামের মূল্যমান নির্ধারণ করেছেন। ফলে এক দিরহাম-ই-শারঈ হল $\frac{১}{২} + ৫ = ৫\frac{১}{২}$) মিছকাল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মিছকালের ওযন পরিবর্তিত হয় না। জাহেলী যুগেও হয়নি ইসলামী যুগেও পরিবর্তন হয়নি। অবশ্য এই মন্তব্য সন্দেহমুক্ত নয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এই সনে মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন হাকামের জন্ম হয়; তিনি মারওয়ান মাল হিমার নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের শেষ খলীফা। তার নিকট থেকেই আব্বাসীগণ খিলাফত ছিনিয়ে নেন। এই সনে মদীনার শাসনকর্তা আবান ইব্ন উছমান ইব্ন আফফান (রা) হজ্জ পরিচালনা করেন। এই সনে ইরাকের শাসনকর্তা পদে নিয়োজিত ছিল হাজ্জাজ। খোরাসানে উমাইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৭৬ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আবূ উছমান আন নাহ্দী

৭৬ সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একজন হলেন আবূ উছমান আন নাহ্দী (রা)। তাঁর নাম আবদুর রহমান ইব্ন মাল্ল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। জালূলা, কাদেসিয়া, তুসতর, নিহাদওয়ান্দ, আযরবায়জান ও অন্যান্য যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। তিনি খুব ইবাদতগুযার লোক ছিলেন । দুনিয়া বিরাগী, জ্ঞান বিশারদ ও সংযমী ছিলেন আবূ উছমান। তিনি দীনের বেলায় রোযা রাখতেন এবং রাতের বেলায় ইবাদতে কাটাতেন। তিনি ১৩০ বছর বয়সে কূফায় ইন্তিকাল করেন।

সাল্লাহ্ ইব্ন আশীম আদাবী (র)

তিনি বসরার অধিবাসী, বিশিষ্ট তাবিঈদের একজন ছিলেন। তিনি ছিলেন সম্মানিত পরহেযগার, দুনিয়া বিমুখ ও ইবাদতকারী মানুষ। তাঁর উপনাম আবূ সাহবা। খুব নামাযী ছিলেন তিনি। নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যেতেন। তারপর বিছানায় আসতেন হামাগুড়ি দিয়ে। তাঁর বহু গৌরবজনক কীর্তি রয়েছে। যুব সম্প্রদায়কে হাসি-তামাশায় মগ্ন দেখে তিনি বলতেন, তোমরা বল দেখি এমন কতক লোক যারা বহু দূরে যাবার লক্ষ্যে সফরে বেরিয়েছে। তারপর তারা দিনভর ভুল পথে চলেছে আর রাতভর ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, তাহলে কেমন করে তারা মনযিলে মকসূদে পৌঁছবে ? একদিন তিনি একথা বলার পর জনৈক যুবক বলল, ওহে আমার সাথীরা, উনি তো আমাদের কথা বলেছেন। আমরা দিনভর খেলাধুলায় কাটাচ্ছি আর রাতের বেলা ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি। সেদিন থেকে ওই যুবক সাল্লাহ্ এর সঙ্গ অবলম্বন করে এবং তাঁর সাথে ইবাদতে নিয়োজিত হয়। মৃত্যু পর্যন্ত যুবকটি তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি।

একদিন এক যুবক তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তার লুঙ্গি পরিধান করেছিল পায়ের গিরার নীচে। তার সাথিগণ এই গর্হিত কাজের জন্যে যুবকটিকে গালি-গালাজ ও মন্দ বলতে চেয়েছিল। তিনি বললেন থাক, আমি তাকে দেখব, তোমরা কিছু করোনা। এরপর তিনি যুবকটিকে ডাকলেন এবং বললেন, ভাতিজা! তোমার নিকট আমার একটু প্রয়োজন আছে। সে বলল, আমার নিকট কী প্রয়োজন আপনার ? তিনি বললেন, তুমি কি তোমার লুঙ্গিটি একটু উপরে উঠিয়ে নিবে ? সে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই কত ভাল আপনার দৃষ্টি। কত ভাল আপনার চোখ। এরপর সে তার লুঙ্গি উপরে উঠিয়ে নেয়। সাল্লাহ্ (র) তাঁর সাথীদেরকে বললেন তোমরা যা করতে চেয়েছিলে তার চাইতে এটি অনেক ভাল হল তো! তোমরা যদি ওকে গালি দিতে সেও তোমাদেরকে গালি দিত।

এই প্রসঙ্গে জা'ফর ইব্ন যায়দ বলেন যে, আমরা এক যুদ্ধে বের হয়েছিলাম। সেনা দলে হযরত সাল্লাহ্ ইব্ন আশীমও ছিলেন। ইশার সময় সবাই যাত্রা বিরতি করল। বাহন থামিয়ে নেমে পড়ল। আমি মনে মনে বললাম যে, আজ রাতে আমি সাল্লাহ্ (র)-এর আমল ও কর্ম গভীরভাবে দেখব। আমি দেখলাম হযরত সাল্লাহ্ (র) এক ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। একটি সিংহ এল। সেটি তাঁর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেল। আমি একটি গাছে উঠে গেলাম। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, সিংহটি এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল আর গর্জন করছিল। হযরত সাল্লাহ্ রীতিমত সিজদায় গেলেন। আমি মনে মনে বললাম, এবার তাঁকে ছিঁড়ে ফেড়ে শেষ করে দিবে। তিনি সিজদা থেকে উঠলেন। বসলেন, তারপর সালাম ফিরালেন। এরপর বললেন, ওহে হিংস্র পশু! আমাকে হত্যা করা সম্পর্কিত যদি কোন নির্দেশ থাকে তবে তা করে নাও। নতুবা তোমার জীবিকার সন্ধানে-অন্যত্র চলে যাও। সিংহ চলে গেল। সিংহ যাচ্ছিল গর্জন করতে করতে যে, তার গর্জনে পর্বত কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ভোরবেলা তিনি বসলেন। এমন সুন্দর ভাষায় মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন যে, আমি তেমন ভাষা কোনদিন শুনিনি। এরপর বললেন, ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট নিবেদন পেশ করছি যে, আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। আমার মত লোক কি জান্নাত প্রার্থনা করার সাহস দেখাতে পারে ?

এরপর তিনি সেনাদলের নিকট ফিরে গেলেন, তিনি এমন ভাব দেখালেন যে, তিনি রাতভর আরামে শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। আর এদিকে রাত জাগার ও ঘুম নষ্ট হওয়ার কারণে আমার যা করুণ অবস্থা। তা আল্লাহ্ই জানেন।

বর্ণনাকারী আরো বলেন যে, পিঠে মালপত্র নিয়ে হযরত সাল্লাহ্ (র)-এর সওয়ারী হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি দু'আ করে বললেন, হে আল্লাহ্ ! আমি নিবেদন পেশ করছি যে, আপনি আমার খচ্চর মালপত্রসহ ফিরিয়ে দিবেন। অবিলম্বে খচ্চর ফিরে এল এবং তা সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেল।

বর্ণনাকারী জা'ফর ইব্ন যায়দ বলেন, তারপর আমরা শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হলাম। হযরত সাল্লাহ্ (র) এবং হিশাম ইব্ন আমির শত্রুপক্ষের উপর হামলা করলেন। আমরা ওদের প্রচুর ক্ষতি সাধন করলাম। আমাদের পক্ষে তাঁরা দুজন ওদেরকে আক্রমণে আক্রমণে নাস্তানাবুদ করে ফেললেন। ওরা বলল, হায় আরবের মাত্র দুজন লোক আমাদের এই দশা করে ছেড়েছে, ওদের সবাই যদি যুদ্ধে নামে তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে! বরং মুসলমানেরা যা চায় তা ওদেরকে দিয়ে দাও। ওদের সিদ্ধান্ত মেনে নাও।

হযরত সাল্লাহ্ (র) বললেন, এক যুদ্ধে আমি ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। আমি তখন হাঁটছিলাম আর আল্লাহ্র নিকট মিনতি করে খাদ্য প্রার্থনা করছিলাম। হঠাৎ আমার পেছনে খাদ্য রাখার শব্দ পেলাম। আমি পেছনে তাকালাম। দেখলাম একটি সাদা রুমাল তার মধ্যে তাজা খেজুর ভর্তি একটি ঝাঁকা। আমি ওই ঝাঁকা থেকে খেলাম। আমি তৃপ্ত হলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমি জনৈক ইয়াহূদী যাজকের গৃহে উঠলাম। এই ঘটনা তাকে জানালাম। সে আমার নিকট ওই তাজা খেজুর খেতে চাইল। আমি তাকে খাওয়ালাম। অনেক দিন পর আমি ওই যাজকের গৃহে উপস্থিত হই। সেখানে দেখতে পাই কতক সুন্দর সুন্দর খেজুর গাছ। সে বলল, এই খেজুর গাছ, এগুলো ওই তাজা খেজুরের বিচি থেকে ভাজানো যে খেজুর আপনি আমাকে খেতে দিয়েছিলেন। সাল্লাহ্ (র) ওই সাদা রুমাল তাঁর স্ত্রীর নিকট নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ওই রুমাল লোকজনকে দেখাতেন।

তার স্ত্রী মু'আযাহকে যখন তাঁর নিকট হাদিয়া রূপে প্রেরণ করা হয়, তাঁর ভাতিজা তাঁকে গোসলখানায় পাঠায়। তাররপর তাঁকে সুসজ্জিত ও সুশোভিত এক বাসর গৃহে পাঠায়। সেখানে তিনি নামায পড়তে শুরু করেন। মু'আযাহ ও তাঁর সাথে নামায পড়তে শুরু করে। দুজনেই নামায পড়তেছিলেন। এভাবেই রাত কেটে গিয়ে ভোর হয়। তাঁর ভাতিজা বলেন, আমি ভোরে তাঁর নিকট উপস্থিত হই। আমি তাঁকে বলি চাচা আমি তো আপনার চাচাত বোনকে আজ রাতে আপনার নিকট হাদিয়া রূপে পাঠাই। আর আপনি সারা রাত তাকে ছেড়ে নামায আদায় করলেন ? সাল্লাহ (র) বললেন, তুমি তো প্রথমে দিনের প্রথম ভাগে একটি গৃহে ঢুকিয়েছ। সেটি দ্বারা তুমি আমাকে জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ। আর দিনের শেষ বেলায় তুমি আমাকে একটি গৃহে প্রবেশ করিয়েছ। সেটি দ্বারা তুমি আমাকে জান্নাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ। তারপর ওই দুটোর অর্থাৎ জান্নাত আর জাহান্নামের ফিকর ও চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন থাকতে থাকতে ভোর হয়ে যায়। যে গৃহ তাঁকে জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সেটি হল গোসলখানা। আর যে গৃহ তাঁকে জান্নাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সেটি হল বাসর গৃহ।

এক ব্যক্তি হযরত সাল্লাহ্ (র)-কে বলেছিল যে, আমার জন্যে দু'আ করুন। সাল্লাহ্ (র) বললেন, মহান আল্লাহ্ চিরস্থায়ী বিষয়গুলোর প্রতি তোমার আগ্রহ সৃষ্টি করে দিন এবং অস্থায়ী বিষয়গুলোর প্রতি তোমার অনাসক্তি সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ্ তোমাকে সেই ইয়াকীন ও বিশ্বাস দিন যার মাধ্যমে শুধু তাঁরই প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং যে ইয়াকীনের মাধ্যমে দীনী বিষয়ে তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন হয়।

অন্য একটি ঘটনা। সাল্লাহ্ (র) একটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ওই যুদ্ধে তাঁর সাথে তাঁর পুত্রও ছিল। পুত্রকে তিনি বললেন, বৎস! তুমি এগিয়ে যাও, লড়াই কর। আমি তোমার মাধ্যমে ছাওয়াবের আশা করি, সে এগিয়ে গেল। যুদ্ধ করল। এবং এক পর্যায়ে সে নিহত হল। এরপর সাল্লাহ্ এগিয়ে গেলেন। তিনি নিজে যুদ্ধ করলেন। এবং এক পর্যায়ে তিনি নিজেও শহীদ হলেন। এই প্রেক্ষিতে শোক প্রকাশ ও সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে মহিলাগণ তাঁর স্ত্রী মু'আযাহ আদাবিয়্যার নিকট উপস্থিত হয়। তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনারা যদি আমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসে থাকেন তবে আপনাদের প্রতি সাদর সম্ভাষণ। আর যদি আপনারা আমার প্রতি শোক প্রকাশ ও সমবেদনা জানাতে আসেন তবে তার দরকার নেই আপনারা ফিরে যান। ইতিহাস খ্যাত এই বুযুর্গ ব্যক্তি এবং তাঁর পুত্র এই ৭৬ সনে পারস্যের এক যুদ্ধে নিহত হন।

যুহায়র ইব্ন কায়স বালাবী (রা)

৭৬ সনে ওফাতপ্রাপ্তদের একজন হলেন যুহায়র ইব্ন কায়স বালাবী (রা)। তিনি মিসর বিজয়ে অংশ নিয়েছিলেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য পেয়েছিলেন। আফ্রিকার (লিবিয়ার) শহর বারকা তে রোমানগণ তাঁকে হত্যা করে। মিসরের শাসনকর্তা আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ানের নিকট সংবাদ আসে যে, রোমানগণ বারকা অঞ্চলে অবস্থান নিয়েছে। শাসনকর্তা আবদুল আযীয যুহায়রা (রা)-কে ওদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে নির্দেশ দিলেন। যুহায়র (রা) অগ্রসর হলেন। তাঁর সাথে মাত্র ৪০ জন সৈনিক। তিনি সেখানে রোমানদের অবস্থানরত পেলেন। তাঁর মূল সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথিগণ পীড়াপীড়ি করে বলল, আপনি বরং আমাদেরকে সাথে নিয়ে ওদের উপর আক্রমণ করুন। তারা আক্রমণ করলেন। পরিণামে তারা সকলেই নিহত হলেন।

মুনযির ইব্ন জারূদ (র)

মুনযির ইব্ন জারূদ এই ৭৬ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি এক সময় সরকারী কোষাগার বা বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে তিনি আমীর মুআবিয়া (রা)-এর দরবারে গিয়েছিলেন।

৭৭ হিজরী সন

এই সনে শাসনকর্তা হাজ্জাজ কূফার নাগরিকদের সমন্বয়ে একটি বিশাল যোদ্ধা দল গঠন করে। এই দলে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০,০০০। পরবর্তীতে তার সাথে আরো ১০,০০০ হাজার সৈন্য যোগ করে। ফলে সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারে উন্নীত হয়। আত্তাব ইব্ন ওয়ারাকা সেনাপতি নিযুক্ত হন। শাবীবকে খুঁজে বের করে পাকড়াও করতে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়। তাকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে বলা হয়। হাজ্জাজ এও বলে দেয় যে, ইতোপূর্বে পরাজয় বরণ ও পালিয়ে গিয়ে যে অপকর্ম করেছে এবার যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়। তখন শাবীবের সাথে ছিল মাত্র ১০০০ অনুসারী। শাবীবের নিকট হাজ্জাজের বিশাল সেনাবহর এগিয়ে আসার সংবাদ আসে। তাতে সে মোটেও বিচলিত হয়নি। সে তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়ায়। সে তাদেরক ওয়ায-নসীহত করে, উপদেশ দেয়। এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ ও শত্রুর উপর কুশলী আক্রমণ পরিচালনায় উৎসাহ প্রদান করে। এরপর অনুসারীদেরকে সাথে নিয়ে শাবীব আত্তাব ইব্ন ওয়ারকা-এর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। দিনের শেষ বেলায় সূর্যাস্তের সময় উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। শাবীব তাঁর মুআযযিন সালাম ইব্ন ইয়াসারকে মাগরিবের আযান দিতে বলে। সে আযান দেয়। সাথীদেরকে নিয়ে শাবীব ধীরস্থিরভাবে পূর্ণাঙ্গ রুকূ সিজদা করে মাগরিবের নামায আদায় করল। আত্তাব তার সৈনিকদের সারিবদ্ধ করলেন। শাবীব মাগরিবের নামায শেষে নিরুদ্বিগ্ন বসে থাকল। অপেক্ষায় থাকল চাঁদ উঠার। চাঁদ উঠল আকাশে। চারিদিকে আলোকময় হয়ে পড়ল। এরপর সে তার ডান দিকের সৈন্য এবং বাম দিকের সৈন্যদের প্রতি দৃষ্টি দিল এবং সেগুলোকে বিন্যস্ত করল। তারপর আত্তাবের পতাকাবাহী সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালায়। শাবীব বলছিল "আমি হলাম আবু মুদ্দিল্লাহ্ আল্লাহ্ ব্যতীত কারো কোন ফায়সালা চলবে না।" শাবীর ওদের উপর আক্রমণ করল। ওদের সেনাপতি কাবীসা ইব্ন ওয়ালিকসহ অনেক সেনাপতিকে সে হত্যা করল। এরপর হামলা চালাল ওদের সেনাদলের ডান এবং বাম ইউনিটের উপর। উভয় বাহুর

সৈনিকদেরকে আক্রমণে আক্রমণে ছত্রভঙ্গ করে ফেলল, এরপর মূল দলের উপর হামলা চালাল। অবিরাম হামলা চালিয়ে ওদের প্রধান সেনাপতি আত্তাব ইব্‌ন ওয়ারকা এবং তার সাথে যুহরা ইব্‌ন জাওনাহ্‌কে হত্যা করল। এরপর বাকী সৈন্যরা পালাতে শুরু করে। সেনাপতি আত্তাবের লাশ ফেলেই তারা পালাতে থাকে। ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষ্ট হয় আত্তাবের মরদেহ। যুদ্ধে আরো নিহত হয় আম্মার ইব্‌ন ইয়াযীদ কালবী।

এরপর শাবীব তার অনুসারীদেরকে বলল, তোমরা কোন পলাতক শত্রুর পেছনে তাড়া করো না। ভোর হতে না হতে হাজ্জাজের সৈন্যরা পালিয়ে কূফা চলে যায়। বিরোধী পক্ষের সেনা ক্যাম্প দখল করার পর খারিজী নেতা শাবীব অবশিষ্ট লোকদের থেকে তার নিজের নেতৃত্বের প্রতি বায়আত ও অঙ্গীকার নিয়ে নেয়। সে তাদেরকে বলে কোন্ সময়ের দিকে তোমরা পালিয়ে যাচ্ছে ? এরপর তো শত্রু শিবিরে থাকা মালামাল ও রসদপত্র সে নিজ আয়ত্তে নিয়ে আসে।

এ পর্যায়ে সে তার ভাই মুসাদকে ডেকে নিয়ে আসে মাদাইন থেকে। এরপর শাবীব কূফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এদিকে সুফয়ান ইব্‌ন আব্বাদ কালবী এবং হাবীব ইব্‌ন আবদুর রহমান হাকামী ছয় হাজার অশ্বারোহী ও বহু সিরীয় সৈন্য সহকারে শাসনকর্তা হাজ্জাজের নিকট উপস্থিত হয়। এদেরকে পেয়ে কূফাবাসীদের সাহায্য নেয়া থেকে হাজ্জাজ মুক্ত হল। হাজ্জাজ উপস্থিত সৈন্যদের প্রতি বক্তৃতা দিতে শুরু করে। সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এবং তাঁর গুণগান করে। তারপর বলে, হে কূফাবাসিগণ! তোমাদের সাহায্যে যে ব্যক্তি ইজ্জত পাওয়ার আশা করে মহান আল্লাহ্ তাকে ইজ্জত দিবেন না। তোমাদের মাধ্যমে যে সাহায্য লাভ করতে চায় প্রকৃতপক্ষে সে কোন সাহায্য পাবে না। আমাদের আশপাশ থেকে তোমরা বেরিয়ে যাও। আমাদের সাথী হয়ে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইতে তোমরা অংশ নিবে না। তোমরা হীরা প্রদেশে চলে যাও। সেখানে গিয়ে ইয়াহূদী নাসারাদের সাথে বসবাস কর। যারা আমাদের রাজ কর্মচারী এবং যারা নিহত সেনাপতি আত্তাবের সাথে যুদ্ধে অংশ নেয়নি শুধুমাত্র তারাই আমাদের সাথী হয়ে যুদ্ধে যাবে।

এবার হাজ্জাজ নিজে শাবীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। শাবীব সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আল সুরাত গিয়ে পৌঁছে। হাজ্জাজ তার সাথী সিরীয় সৈন্য ও অন্যান্যদেরকে নিয়ে অভিযানে বের হয়। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। হাজ্জাজ শাবীবকে দেখতে পায় যে, সে মাত্র ছয়শত অনুসারী নিয়ে অবস্থান করছে। হাজ্জাজ সিরীয়দের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলে, ওহে সিরীয় জনগণ! তোমরা সত্তাগতভাবে আনুগত্যশীল, ধৈর্যশীল ও আস্থাভাজন লোক। ওই নাপাক ও অপবিত্র শত্রুপক্ষ যেন তোমাদের হক নষ্ট করতে না পারে। তোমরা দৃষ্টি অবনত রাখবে এবং অশ্বপৃষ্ঠে মযবুতভাবে বসবে। বর্শার মাথা উঁচিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাবে। তারা তাই করল।

খারিজী নেতা শাবীব ও প্রস্তুত। তার অনুসারীদেরকে সে তিনভাগে বিভক্ত করে। এক অংশ তার সাথে। এক অংশ সুওয়ায়দ ইব্‌ন সুলায়মের নেতৃত্বে এবং এক অংশ মুজাল্লাল ইব্‌ন ওয়াইলের নেতৃত্বে বিন্যাস করে, শাবীব নির্দেশ দিল সুওয়ায়দকে সে যেন শত্রুপক্ষের উপর হামলা চালায়। সে হামলা চালায় হাজ্জাজ বাহিনীর উপর। ওরা ধৈর্য অবলম্বন করে। পাল্টা হামলা চালায়নি। সুওয়ায়দ ওদের খুব কাছে পৌঁছে যায়। এবার তারা একযোগে পাল্টা আক্রমণ করে সুয়ায়দের উপর। সে পরাজিত হয়। হাজ্জাজ তার সৈন্যদেরকে ডেকে বলে, ওহে অনুগত বাহিনী, এভাবে তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও। এবার হাজ্জাজের নির্দেশে তার বসার আসনটি সম্মুখে এগিয়ে নেয়া হয়।

এরপর শাবীব মুজাল্লালকে নির্দেশ দেয় হাজ্জাজ বাহিনীর উপর হামলা করার জন্যে। সে হামলা করল। ওরা ধৈর্য ধরে থাকল। হাজ্জাজ তার আসন আরো এগিয়ে নিল। এরপর শাবীব নিজে তার বাহিনী নিয়ে হাজ্জাজ বাহিনীর উপর হামলা চালায়। ওরা ধৈর্য ধারণ করে থাকে। খারিজী বাহিনী ওদের বর্শার নাগালের মধ্যে এসে যাবার পর হাজ্জাজ বাহিনী একযোগে খারিজীদের উপর আক্রমণ করে। দীর্ঘক্ষণ উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। সিরীয় বাহিনী শাবীবের উপর আক্রমণ করে তাকে বর্শার আঘাত করে এবং তাকে তার সাথীদের নিকট ঠেলে নেয়। সিরীয় বাহিনীর ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখে শাবীব তার সেনাপতি সুওয়ায়দকে ডেকে বলে, তোমার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে এই শত্রু দলের উপর হামলা চালাও। আশা করি তুমি ওদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারবে। তুমি পেছনের দিক থেকে এসে হাজ্জাজের উপর আক্রমণ কর। আর আমি সম্মুখ থেকে তার উপর আক্রমণ করব। সুওয়ায়দ হামলা করল। কিন্তু কোন লাভ হল না। কারণ, সচেতন হাজ্জাজ পূর্ব থেকেই তার পেছনে একটি বাহিনী নিয়োজিত রেখেছিল যেন খারিজীগণ পেছন থেকে তার উপর আক্রমণ করতে না পারে। তিনশত অশ্বারোহীর ওই দলের নেতৃত্বে ছিলেন ওরওয়া ইব্ন মুগীরা ইব্ন শু'বাহ। বস্তুত হাজ্জাজ ছিল দক্ষ ও অভিজ্ঞ সমরবিদ। শাবীব যখনই তার অনুসারীদেরকে হামলা চালানোর নির্দেশ দেয় তখনই হাজ্জাজ বুঝে নেয় যে, তারা পেছনের দিক থেকে হামলা চালাতে পারে। হাজ্জাজ তার সাথীদেরকে বলে, ওহে ধৈর্যশীল ও আনুগত্যশীল জনতা! এই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ধৈর্য ধারণ করে থাক। আসমান-যমীনের মালিকের কসম! বিজয়ের চাইতে মূল্যবান কিছু নেই। ওরা সওয়ারীর উপর উপুড় হয়ে পড়ল। সকল সাথী নিয়ে শাবীব ওদের উপর আক্রমণ চালায়। শাবীব বাহিনী হাজ্জাজ বাহিনীর খুবই কাছাকাছি আসার পর হাজ্জাজ তার সকল সৈন্যকে ডেকে সম্মিলিত আক্রমণের নির্দেশ দেয়। তারা শাবীব বাহিনীর উপর সম্মিলিত আক্রমণ চালায়। তারা শাবীব বাহিনীর উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। একের পর এক আক্রমণে ওদেরকে জর্জরিত করে তোলে। তারা শাবীব বাহিনীর বিরুদ্ধে একের পর এক জয়লাভ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা শাবীব ও তার সাথীদেরকে পেছনের দিকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এই সময়ে শাবীব তার অনুসারীদেরকে বলল, ভূমিতে নেমে পড়, ভূমিতে নেমে পড়, হে আল্লাহ্র ওলিগণ তোমরা সওয়ারী থেকে নেমে যাও। সে সওয়ারী ছেড়ে মাটিতে নেমে গেল। তার সাথীরাও নীচে নেমে গেল। হাজ্জাজ তার বাহিনীকে ডেকে বলল, ওহে সিরিয়াবাসীগণ! ওহে আনুগত্যশীল সম্প্রদায় এই তো মাত্র প্রথম সাহায্য। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! এটি প্রথম সাহায্য মাত্র। সে ওখানে একটি মসজিদের উপর উঠে যায়। উভয় পক্ষের যুদ্ধবিগ্রহ দেখতে থাকে। শাবীবের সাথে তখন মাত্র বিশ (২০) জন অনুসারী। অস্ত্র হিসেবে তাদের নিকট রয়েছে শুধু তীর ও বর্শা। সারাদিন উভয় পক্ষে চরম যুদ্ধ চলে। এ এক অভূতপূর্ব যুদ্ধ। উভয় পক্ষের সকলেই প্রতিপক্ষের শক্তি ও দৃঢ়তার স্বীকৃতি দিয়েছে। হাজ্জাজ তার বসার স্থান থেকে উভয় পক্ষের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। খালিদ ইব্ন আত্তাব হাজ্জাজের নিকট অনুমতি চেয়েছিল শাবীবের পেছন দিক থেকে গিয়ে আক্রমণ করার জন্যে। হাজ্জাজ অনুমতি দিয়েছিল। সে চার হাজার সৈন্যসহ এগিয়ে যায়। এরপর খারিজীদের পেছনের দিক থেকে খালিদ ইব্ন আত্তাব তাদের উপর হামলা করে। সে শাবীবের ভাই মুসাদকে এবং শাবীবের স্ত্রী গাযালাকে হত্যা করে। ফারওয়া ইব্ন দিকাক কালবী নামে এক লোক গাযালাকে খুন করে ফেলে। ইতোমধ্যে হাজ্জাজ বাহিনীর আক্রমণে শাবীবের সৈন্যদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাব দেখা দেয়। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এতে হাজ্জাজ এবং তার সাথীরা খুশী হয়। তারা আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠে।

শাবীব ও তার সাথিগণ প্রত্যেকে এক একটি ঘোড়ায় চড়ে অন্যত্র চলে যায়। হাজ্জাজ তার লোকদেরকে ওদের পেছনে ধাওয়া করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিল। তারা আক্রমণ চালায়। এবং ওদেরকে পরাজিত করে দেয়। শাবীব নিরাপত্তা রক্ষী রূপে সবার পেছনে পেছনে যাচ্ছিল। তারা এগিয়ে যাচ্ছিল। হাজ্জাজের লোকেরা তাদের পেছনে ধাওয়া করে। শাবীব তখনো তার ঘোড়ার পিঠে। তন্দ্রালু তন্দ্রালু ভাব। ঘুমের ঘোরে তার মাথা নুয়ে নুয়ে পড়ছিল। হাজ্জাজের সৈন্য শাবীরের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তার জনৈক অনুসারী তাকে এই পরিস্থিতিতে ঘুমাতে নিষেধ করল। কিন্তু সে কারো কথায় কান দেয়নি। তন্দ্রালু হয়েই এগুচ্ছিল। দীর্ঘক্ষণ এভাবে চলার পর হাজ্জাজ তার সাথীদের একথা বলে ফিরিয়ে আনে যে, ওকে যেতে দাও জাহান্নামের আগুনে পুড়ে মরুক। তারপর তারা তাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে।

এরপর হাজ্জাজ কূফায় প্রবেশ করে। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেয়। ভাষণে সে বলে, ইতোপূর্বে কোন সময়ে শাবীবকে পরাজিত করা যায়নি। এবার প্রথম সে পরাজিত হল। এরপর শাবীবও কূফাতে প্রবেশ করে। তাকে প্রতিরোধের জন্যে হাজ্জাজের একটি বাহিনী অগ্রসর হয়। বুধবারে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। জুমুআ দিবস পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। এই যুদ্ধে হাজ্জাজ বাহিনীর সেনাপতি ছিল হারিছ ইব্ন মুআবিয়া ছাকাফী। তার সাথে ছিল ১০০০ অশ্বারোহী সৈনিক। খারিজী নেতা শাবীব হারিছ ইব্ন মুআবিয়ার উপর হামলা করে। সে হারিছ ও তার সাথী সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, ওদের অনেক লোককে সে হত্যা করে। সরকারী বাহিনী পালিয়ে গিয়ে কূফার নগরীর ভেতরে আশ্রয় নেয়। তারা রাজপথ ও গলিপথগুলোতে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে। এ সময়ে হাজ্জাজের মুক্ত করা ক্রীতদাস আবূ ওয়ারদ একদল সৈনিক নিয়ে শাবীবের মুকাবিলা করার জন্যে উপস্থিত হয়, সে লড়াই করে এবং নিহত হয়। তার সাথিগণ পালিয়ে কূফা চলে যায়। এবার অন্য এক সেনাপতি আসে শাবীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। সেও পরাজিত হয়। এবার শাবীর তার সাথীদেরকে নিয়ে "আস সাওয়াদ" অঞ্চলের দিকে যাত্রা করে। ওই অঞ্চলে হাজ্জাজের নিযুক্ত কর্মকর্তার সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। তারা তাকে হত্যা করে, এরপর শাবীব তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দান করে, সে বলল, তোমরা কি আখিরাত বাদ দিয়ে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ ? এরপর ধন-সম্পদ ও মালপত্র যা সাথে ছিল সবগুলো ফোরাত নদীতে ফেলে দেয়। এরপর সে অনুসারীদেরকে নিয়ে এগিয়ে যায়, এ যাত্রায় সে বহু শহর-নগর জয় করে। তাকে প্রতিরোধের জন্যে যে-ই এগিয়ে এসেছে তাকেই সে হত্যা করেছে। এরপর জনৈক নগর প্রশাসক তার নিকট উপস্থিত হয়, সে বলল, ওহে শাবীব! আস আমি তোমার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হই আর তুমি আমার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হও। এই প্রশাসক মূলতঃ শাবীবের বন্ধু ছিল। শাবীব তাকে বলল, আমি তোমাকে খুন করতে চাইনা। প্রশাসক বলল, আমি তো তোমাকে খুন করতে চাই। সুতরাং তোমার আত্মবিশ্বাস এবং ইতোপূর্বেকার বিজয়গুলো তোমাকে যেন প্রতারিত না করে। এ কথা বলেই প্রশাসক ব্যক্তিটি শাবীবের উপর আক্রমণ করে। শাবীব পাল্টা আক্রমণে তার মাথায় সজোরে আঘাত করে। তাতে তার মাথা থেতলে যায়, হাড্ডি, মগজ আর গোশত মিশে একাকার হয়ে যায়। এরপর শাবীব তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করে।

এরপর হাজ্জাজ শাবীবকে ধরে আনার জন্যে তার সেনাবাহিনীর পেছনে বহু টাকা-পয়সা ও অর্থ-কড়ি ব্যয় করে। কিন্তু তারা তাকে ধরে আনতে পারেনি, সক্ষম হয়নি তার নাগাল পেতে। অবশেষে হাজ্জাজ বাহিনীর কোন প্রক্রিয়ায় নয় আর শাবীবের নিজেরও কোন ক্রিয়ায় নয়; বরং তাকদীর সূত্রে মহান আল্লাহ্ এই ৭৭ সনে শাবীবের মৃত্যু ঘটান।

শাবীবের মৃত্যু সম্পর্কে ইব্‌ন কালবী বলেন, তার ঘটনা ছিল এই ঃ হাজ্জাজ তার নিযুক্ত বসরার শাসনকর্তা হাকাম ইব্‌ন আইয়ূব ইব্‌ন হাকাম ইব্‌ন আবূ আকীলকে শাবীবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিল। বসরার শাসনকর্তা হাকাম ইব্‌ন আইয়ূব ছিল হাজ্জাজের জামাতা। হাজ্জাজ তাকে শাবীবের মুকাবিলার জন্যে ৪০০০ সৈন্য প্রস্তুত রাখতে নির্দেশ দিয়েছিল। এরা সুফয়ান ইব্‌ন আবরাদের নেতৃত্বাধীনে কাজ করবে। শাসনকর্তা হাকাম ইব্‌ন আইয়ুব তাই করে। তারা শাবীবের খোঁজে অভিযানে বের হয়। ইব্‌ন আবরাদের সাথে বহু সিরীয় সৈন্য ছিল। বসরার সৈন্যগণ গিয়ে মিলিত হয় ইব্‌ন আবরাদের নেতৃত্বাধীন সিরীয় সৈন্যদের সাথে। উভয় দলের সৈন্য মিলে এক বিশাল সেনাদলে পরিণত হয়। তারা শাবীবের খোঁজে অভিযানে বের হয়। তাকে তার খুঁজে পেল। খারিজী ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষ ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকল। এরপর হাজ্জাজ বাহিনী খারিজীদের উপর একটি সম্মিলিত ও প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করল। খারিজীগণ সংখ্যায় কম ছিল বটে। হামলা ঠেকাতে না পেরে তারা সামনের দিকে পালিয়ে গেল। ওখানে একটি সেতুর উপর গিয়ে থামতে তারা বাধ্য হয়। প্রায় একশত অনুসারী নিয়ে শাবীব ওখানে অবস্থান নেয়। সুফয়ান ইব্‌ন আবরাদ শাবীবের সাথে এঁটে উঠছিল না। সেতুর নিকট পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ হয়। দিনভর চলে সেই যুদ্ধ। শাবীবও তার সাথিগণ সরকারী বাহিনীকে ওখান থেকে পেছনে তাড়িয়ে দেয়। ইব্‌ন আবরাদ তার সৈনিকদেরকে একযোগে তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়। নিক্ষিপ্ত তীরের মুকাবিলা করতে অপারগ হয়ে খারিজীগণ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এরপর তারা পাল্টা আক্রমণ চালায় সরকারী বাহিনীর উপর। এই আক্রমণে তারা আবরাদ বাহিনীর ৩০ জন সৈনিক হত্যা করে। ইতোমধ্যে গভীর অন্ধকার নিয়ে রাত নেমে আসে। উভয়পক্ষ যুদ্ধ বিরতি পালন করে। উভয়পক্ষ প্রতিপক্ষের উপর আরো প্রচণ্ড হামলা করার উত্তেজনা নিয়ে রাত কাটায়। ভোরবেলা খারিজী নেতা শাবীব তার সাথীদেরকে নিয়ে সেতু পার হতে যায়। শাবীব সেতুর উপর ছিল তার ঘোড়ার পিঠে। তার সম্মুখে ছিল একটি মাদী ঘোড়া। হঠাৎ তার ঘোড়াটি সম্মুখস্থ মাদী ঘোড়ার গায়ের উপর উঠে যায়। শাবীব তখনো সেতুর উপর। উত্তেজিত ঘোড়ার এক পা পড়ে যায় নৌকার এক পাশে। ঘোড়া পড়ে যায় পানিতে। সাথে শাবীবও। হাবুডুবু খাওয়া অবস্থায় শাবীব বলে, এটাতো "এ জন্যে যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেনই।" এরপর সে পানিতে ডুবে যায়। আবার মাথা উঠায় এবং বলে "এটি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ স্রষ্টার সিদ্ধান্ত।" অতঃপর সে পানিতে ডুবে মারা যায়। নেতা শাবীব পানিতে পড়ে গিয়েছে এটা নিশ্চিত হবার পর তার অনুসারী খারিজীগণ 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দেয় এবং সকলে বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন শহরে পালিয়ে যায়।

হাজ্জাজ বাহিনীর প্রধান এগিয়ে আসে। সে শাবীবের মরদেহ পানি থেকে উত্তোলন করে। তখনো তার দেহে যুদ্ধ বর্ম। সেনাপতির নির্দেশে শাবীবের বক্ষ চিরে ফেলা হয়। বের করে আনা হয় তার হৃৎপিণ্ড। দেখা গেল সেটি মযবুত ও শক্ত একটি গোলক। যেন কঠিন পাথর। সেটিকে তারা মাটিতে আছাড় মারছিল আর সেটি লাফিয়ে মানুষের মাথা সমান উপরে উঠছিল।

কেউ কেউ বলেছেন যে, শাবীবের অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ তার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। কারণ, শাবীবের দ্বারা তাদের জ্ঞাতিগোত্রদের ক্ষতি হয়েছিল। শাবীব বাহিনীর পেছনের দিকে থাকার সময় এক পর্যায়ে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে বলে যে, শাবীব সেতুতে উঠলে আমরা তাকেসহ সেতুর খুঁটি কেটে দিব। বস্তুত তারা তাই করে। সেতু ভেঙ্গে পড়ে নৌকার উপর। তার ঘোড়া লাফিয়ে উঠে এবং সে পানিতে ডুবে মারা যায়।

তারা চীৎকার দিয়ে বলেছিল, আমীরুল মু'মিনীন পানিতে ডুবে গিয়েছেন, ওদের ঘোষণা শুনে হাজ্জাজের সৈনিকেরা বুঝতে পারে যে, শাবীব পানিতে ডুবে মারা গিয়েছে। তারা এগিয়ে আসে এবং তার মরদেহ উদ্ধার করে।

শাবীবের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তার মায়ের নিকট। সংবাদ যারা নিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে সে বলেছিল, হাঁ তোমরা ঠিকই বলেছ যে, সে মারা গিয়েছে। আমি তাকে গর্ভধারণ কালে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তার মধ্য থেকে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়েছে। তখনই আমি বুঝে নিয়েছি যে, অগ্নিশিখা পানি ছাড়া নেভানো যায় না। পানি ব্যতীত অন্য কিছু এটি নিভাতে পারবে না। তার মাতা ছিল একজন ক্রীতদাসী। তার নাম জাহবারা। সে রূপবতী, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহসী ও বীরাঙ্গনা ছিল। পুত্র শাবীবের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। ইব্‌ন খাল্লিকান বলেছেন যে, শাবীবের মাতা এই যুদ্ধেই মারা গিয়েছিল। তাই যুদ্ধে শাবীবের স্ত্রী গাযালাও নিহত হয়। সেও প্রচণ্ড শক্তিমতী ও সাহসী মহিলা ছিল। সে যুদ্ধ করত প্রচণ্ড দক্ষতার সাথে। পুরুষ বীর যোদ্ধারা তার মুকাবিলায় হেরে যেত। শাবীবের পত্নী গাযালাকে শাসনকর্তা হাজ্জাজ নিজে ভীষণ ভয় করত। এ প্রসঙ্গে জনৈক কবি বলেছেন–

اَسَدٌ عَلَيَّ وَفِى الْحُرُوْبِ نَعَامَةٌ * فَتْخَاءُ تَنْفَرُ مِنْ صَفِيْرِ الصَّافِرِ

শাসনকর্তা হাজ্জাজ আমাদের নিকট আসে সিংহ হয়ে। যুদ্ধে সে কোমল দেহের উটপাখীর ছানা। হুইসেলের শব্দ শুনে সে দূরে পালিয়ে যায়।

هَلاَّ بَرَزْتَ اِلَى غَزَالَةَ فِى الْوَغَا * بَلْ كَانَ قَلْبُكَ فِى جَنَا حَىْ طَائِرٍ

কেন আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে গাযালা-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন না ? বরং আপনার অন্তর হলো পক্ষী শাবকের দু' বাহুর মধ্যখানে। আপনার অন্তর পাখীর অন্তরের ন্যায় ভয়ার্ত-সন্ত্রস্ত ও দুর্বল।

বর্ণনাকারী বলেন, খারিজী নেতা শাবীব ইব্‌ন ইয়াযীদ নিজেকে খলীফা বলে দাবী করেছিল এবং আপন বলয়ে আমীরুল মু'মিনীন নামে তাকে ডাকা হত। মহান আল্লাহ্ যেভাবে তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন যদি তা না করতেন তাহলে কালে সে সর্বজন স্বীকৃত খলীফা হয়ে যেত বটে। কেউই তাকে প্রতিরোধ করতে পারত না। বস্তুত মহান আল্লাহ্ হাজ্জাজের মাধ্যমে তাকে থামিয়ে দিয়েছেন। খলীফা আবদুল মালিকের নির্দেশে সিরীয় সেনা-অভিযান প্রেরণ করায় এই ফল হয়েছে।

শাবীবের ঘোড়া এখন তাকে দুজায়ল[১] নদীর পানিতে ফেলে দিয়েছিল। তখন একলোক তাকে বলেছিল' ওহে আমীরুল মু'মিনীন খলীফা! আপনি কি ডুবে যাচ্ছেন ? উত্তরে শাবীব বলেছিল। 'এতো পরাক্রমশালী-মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত তাকদীর।' এরপর তাকে পানি থেকে উদ্ধার করে হাজ্জাজের নিকট নেয়া হল। তার নির্দেশে বুক চিরে তার হৃৎপিণ্ড বের করা হল। দেখা গেল সেটি পাথরের ন্যায় শক্ত। শাবীব ছিল দীর্ঘাঙ্গী গৌরবর্ণের মানুষ। তার জন্ম তারিখ ২৬ হিজরী সনের ১০ই যিলহাজ্জ ঈদুল আযহার দিবস। শাবীবের মৃত্যুর সময়ে তার এক অনুসারীকে বন্দী করা হয়েছিল। তাকে উপস্থিত করা হয়েছিল খলীফা আবদুল মালিকের নিকট। আবদুল মালিক তাকে বলেছিলেন, তুমি কি এই কবিতার রচয়িতা ?

فَاِنْ يَكُ مِنْكُمْ كَانَ مَرْوَانُ وَابْنُهُ * وَعَمْرُو مِنْكُمْ هَاشِمُ وَحَبِيْبُ

তোমাদের মধ্যে যদি মারওয়ান, তার পুত্র, আমর, হাশিম ও হাবীব থেকে থাকে।

১. আহওয়াযের একটি নদী।

فَمِنَّا حُصَيْنُ وَبَطِيْنُ وَقَعْنَبُ * وَمِنَّا اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ شَبِيْبُ

তাহলে আমাদের মধ্যে রয়েছেন হুসায়ন, বাতীন, কা'নাব এবং আমাদের মধ্যে আছেন আমীরুল মু'মিনীন শাবীব।

খলীফা আবদুল মালিকের প্রশ্নের উত্তরে লোকটি বলল, কবিতা আমি বলেছি বটে তবে শেষাংশে বলেছিলাম– ومنا يا امير المؤمنين شبيب হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের মধ্যে শাবীবও রয়েছে'। তার এই চাতুর্যপূর্ণ ওযর পেশে খলীফা মুগ্ধ হলেন এবং তাকে ছেড়ে দিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এই ৭৭ সনে উমাইয়া সেনাপতি মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাহ এবং আযারিকা সম্প্রদায়ভুক্ত খারিজীদের মধ্যে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই পর্যায়ে খারিজীদের নেতা ছিল কাতারী ইব্ন ফুজাআহ। কাতারী নিজেও দুঃসাহসী ও বীর অশ্বারোহী ছিল। এই সনে কাতারীর অনুসারিগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। কিন্তু কাতাবী নিজে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। কারণ, সে সবার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। অবশ্য উমাইয়া বাহিনী এবং কাতারী বাহিনীর মধ্যে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যা উল্লেখ করতে বিশাল ফিরিস্তির দরকার। ইব্ন জারীর তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে এসবের বিশদ আলোচনা করেছেন।

ইব্ন জারীর বলেন, এই সনে খোরাসানের শাসনকর্তা বুকায়ব ইব্ন বিশাহ সেখানকার অপর প্রশাসক উমাইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বুকায়ব বিশ্বাসঘাতকতা করে জনসাধারণকে উমাইয়ার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং তাকে হত্যা করে। বুকায়র ও উমাইয়ার মধ্যে ইতিপূর্বে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইব্ন জারীর তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এই হিজরীতে খারিজী নেতা শাবীব ইব্ন ইয়াযীদের মৃত্যু হয়; ইতোপূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি। শাবীব ছিল একজন দূরদর্শী, সাহসী ও অন্যতম তেজস্বী পুরুষ। সাহাবা-ই-কিরাম (রা)-এরপর শাবীব, আশতার, তাঁর পুত্র ইব্রাহীম, মুসআব ইব্ন যুবায়র, তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র, কাতারী ইব্ন ফুজা'আ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া তেমন তেজস্বী পুরুষ খুব একটা দেখা যায়নি, আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এই সনে আরও যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন কাছীর ইব্ন সালত ইব্ন মাদীকারাব আল কিনদী। তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের সকলে তাঁকে মান্য করত। মদীনা শরীফে "আল মুসান্নাহ্" এলাকায় তাঁর একটি বড় বাড়ী ছিল। কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি খলীফা আবদুল মালিকের যোগাযোগ দপ্তরের লিপিকার ছিলেন, তিনি সিরিয়াতে ইন্তিকাল করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ এই ৭৭ সনে ইনতিকাল করেন। খলীফা আবদুল মালিক ছিলেন তাঁর ভগ্নিপতি। খলীফা আবদুল মালিক তাঁকে সিজিস্তানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি কর্মস্থলে যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁকে জানানো হল যে, পথে আপনাকে খারিজী নেতা শাবীবের মুখোমুখি হতে হবে। কেউই শাবীবকে পরাজিত করতে পারেনি। বরং সে সবাইকে পরাজিত করেছে। সুতরাং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হোন। আপনি হয়ত তাকে পরাস্ত করতে পারবেন। যদি তাই হয় তাহলে আপনি হবেন চিরস্মরণীয় বিজয়ী ব্যক্তিত্ব। পথিমধ্যে শাবীব তাঁর মুখোমুখি হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এক পর্যায়ে শাবীব তাঁকে হত্যা করল। কেউ কেউ অন্য মন্তব্যও করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৭৭ সনে যাঁরা ইন্তিকাল করেন ইয়ায ইব্ন গানাম আশআরী (রা) তাঁদের একজন। তিনি ইয়ারমূকের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বহু সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বসরাতে তাঁর ওফাত হয়।

মুতাররিক ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) ৭৭ সনে ইন্তিকাল করেছেন। তাঁরা কয়েক ভাই ছিলেন। উরওয়া, মুতাররিফ এবং হামযা (র)। উমাইয়াদের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ও আন্তরিকতা ছিল। তাই হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ তাঁদেরকে বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্তারূপে নিয়োগ দেয়। এই সূত্রে উরওয়া নিযুক্ত হন কুফার কর্মকর্তা। মুতাররিফ মাদাইনের এবং হামযা হামদানের প্রশাসক নিযুক্ত হন।

৭৮ হিজরী সন

এই সনে মুসলমানগণ একটি বিরাট যুদ্ধে অংশ নেয়। ওই যুদ্ধ ছিল রোমানদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ ইরকিলিয়্যাহ জয় করে। যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনের পথে তারা প্রবল বৃষ্টি, তুষারপাত ও শৈত্য প্রবাহের শিকার হয়। তাতে বহু লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এই সনে খলীফা আবদুল মালিক মূসা ইব্ন নুসায়র-কে আফ্রিকার দেশগুলো জয় করার জন্যে দায়িত্ব দেন। তিনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে তানজাহ্ এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সম্মুখ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন তারিক। তারা ওইসব অঞ্চলের রাজা বাদশাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং ওদেরকে হত্যা করেন। ওদের কাউকে কাউকে নাক কেটে দেশান্তরী করা হয়, এই সনে খলীফা আবদুল মালিক খোরাসানের শাসনকর্তার পদ থেকে উমাইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্কে বরখাস্ত করে খোরাসান এবং সিজিস্তান দুটোকে হাজ্জাজের শাসনাধীনে ন্যস্ত করেন। এদিকে খারিজী নেতা শাবীব ইব্ন ইয়াযীদের ঝামেলা থেকে মুক্ত হবার পর শাসনকর্তা হাজ্জাজ কূফা ছেড়ে বসরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির হাদরামীকে কুফার শাসনকর্তা নিয়োগ করে হাজ্জাজ বসরায় গিয়ে পৌঁছে। সেনাপতি মুহাল্লাব তার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনিও আযারিকা সম্প্রদায়কে পরাজিত করে এসেছিলেন। হাজ্জাজ তার সেনাপতি মুহাল্লাবকে নিজের সাথে সিংহাসনে বসতে দেয়। তার সৈনিকদের মধ্যে যারা আহত তাদেরকে ডেকে আনে। মুহাল্লাব যে সৈনিকের সুনাম করেন হাজ্জাজ তাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করে। এরপর হাজ্জাজ সেনাপতি মুহাল্লাবকে সিজিস্তানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকরাহকে খোরাসানের শাসনকর্তার পদ প্রদান করে। কিন্তু অবিলম্বে সাক্ষাতকার শেষ হবার পূর্বেই উভয়ের কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে দেয়। মুহাল্লাবকে দেয় খোরাসান। শাসনের দায়িত্ব আর আবদুল্লাহ্কে প্রদান করে সিজিস্তানের শাসনভার। কেউ কেউ বলেছেন যে, মুহাল্লাবের পরামর্শে হাজ্জাজ এই রদবদল করে। আবার কেউ বলেছেন যে, হাজ্জাজ তৎকালীন পুলিশ প্রধান আবদুর রহমান ইব্ন উবায়দ ইব্ন তারিক আবশামীর পরামর্শ চেয়েছিল। সে হাজ্জাজকে এরূপ পরামর্শ দিয়েছিল। হাজ্জাজ তার পরামর্শ গ্রহণ করে এই রদবদল করে এবং মুহাল্লাবকে লক্ষ দিরহাম পরিশোধের নির্দেশ দেয়। কারণ, তিনি এই সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

আবূ মা'শার বলেন এই সনে ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক হজ্জ পরিচালনা করেন। এ সময়ে মদীনা শরীফের শাসনকর্তা ছিলেন আবান ইব্ন উছমান। ইরাক, খোরাসান ও সিজিস্তানসহ ওই অঞ্চলের সকল রাজ্যের প্রশাসক ছিল হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ। তার পাশে খোরাসানের দায়িত্বে ছিলেন মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাহ, সিজিস্তানে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকরাহ ছাকাফী। কূফার বিচারক পদে ছিলেন শুরায়হ, বাসরার বিচারক পদে মূসা ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক আনসারী (রা)।

৭৮ সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)

৭৮ হিজরী সনে যারা ইন্তিকাল করেন তাঁদের অন্যতম হলেন জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)। তাঁর উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্ আনসারী সূলামী, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাথে থাকতেন। তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আকবার শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বদরের যুদ্ধে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিবারিক কারণে তাঁর পিতা তাঁকে যুদ্ধে যেতে বারণ করেন। তাঁর পিতা নিজে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। পিতা যুদ্ধে যাবার কালে হযরত জাবির (রা)-কে তাঁর ভাই-বোনদেরকে দেখাশোনা করার জন্যে বাড়ী রেখে গিয়েছিলেন। তারা ভাইবোন মিলে নয়জন ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, মৃত্যুর পূর্বে হযরত জাবির (রা)-এর দৃষ্টি শক্তি লোপ পেয়েছিল।

হযরত জবিরের (রা) ওফাত হয় মদীনায়। তখন তাঁর বয়স ৯৪ বছর। তাঁর বরাতে প্রায় ১৫৪০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

শুরায়হ ইব্ন হারিছ (র)

৭৮ সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন শুরায়হ ইব্ন হারিছ ইব্ন কায়স, আবূ উমাইয়া কিন্দী, তিনি কূফার কাযী ও বিচারক ছিলেন। হযরত উমার (রা), উছমান ও আলী (রা)-এর শাসনামলে তিনি বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত আলী (রা) তাঁকে বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি দেন। এরপর আমীর মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামলে তাঁকে পুনরায় বিচারক পদে নিয়োগ দেয়া হয়, সেই থেকে এই সনে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি বিচারকের পদে কাজ করে গিয়েছেন। বিচারকের দায়িত্ব পালনের প্রেক্ষিতে তিনি মাসিক একশত দিরহাম করে ভাতা পেতেন। কেউ বলেছেন ৫০০ (পাঁচশত) দিরহাম।

তাঁর এই নিয়ম ছিল যে, বিচার কার্যের জন্যে বের হবার সময় তিনি একথা বলতেন যে, অন্যায়কারী অবিলম্বে জানতে পারবে সে ক্ষতিগ্রস্তের কী পরিমাণ হক নষ্ট করেছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, বিচারকের এজলাসে বসার সময় তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন– يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
'হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর, এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না। (সাদ ৩৮ ঃ ২৬)।

তিনি প্রায়ই বলতেন যে, যালিম ও অন্যায়াচারী ব্যক্তি শাস্তির আপেক্ষায় থাকে আর মাযলূম ও নির্যাতিত ব্যক্তি সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি প্রায় ৭০ বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন, কেউ কেউ বলেন যে, মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তিনি বিচারকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন, আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিল ইয়ামানে বসবাসকারী পারসিক জাতিভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর শুরায়হ (র) মদীনা শরীফে আগমন করেন। তাঁর ওফাত হয় কূফাতে। তখন তাঁর বয়স ১০৮ বছর।

তাবারানী উল্লেখ করেছেন যে, আলী ইব্ন আবদুল আযীয- ইবরাহীম তায়মী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বিচারপতি শুরায়হ প্রায়ই বলতেন, যালিম ও অন্যায়াচারী অবিলম্বে

জানতে পারবে মাযলুমের কী পরিমাণ হক তারা নষ্ট করেছে। যালিম ও অন্যায়কারী ব্যক্তি শাস্তি ভোগের অপেক্ষায় থাকে আর মাযলুম ও নির্যাতিত ব্যক্তি সাহায্যপ্রাপ্তির অপেক্ষায় থাকে। ইমাম আহমদ (র) এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন ইসমাঈল ইব্‌ন উলাইয়াহ ইব্‌রাহীম সূত্রে।

আ'মাশ (র) বলেন, একদিন বিচারপতি শুরায়হ পায়ে ব্যথা অনুভব করলেন, তারপর পায়ে মধু মালিশ করলেন এবং রোদে বসে থাকলেন। তাঁর অসুস্থতার খোঁজ খবর নিতে তাঁর শুভাকাংখিগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়, তারা বলল, কেমন লাগছে আপনার ? তিনি বললেন, ভাল লাগছে। তারা বলল, পা-টা ডাক্তারকে দেখাননি ? তিনি বললেন, হাঁ দেখিয়েছি তো, তারা বলল, ডাক্তার কী বললেন ? তিনি বললেন, ভাল হয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলে ফোঁড়া উঠেছিল। তাঁর সুহৃদরা বলল, ডাক্তারকে আঙ্গুলটি দেখাননি ? তিনি বললেন, যিনি ডাক্তার তিনিই তো এই ফোঁড়া সৃষ্টি করেছেন।

ইমাম আওযাঈ (র) বলেন, আবদাহ ইব্‌ন আবূ লুবাবাহ বলেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর খলীফা পদে আসীন হওয়া বিষয়ক বিশৃংখলা বিদ্যমান ছিল ৯ (নয়) বছর। এ বিষয়ে বিচারক শুরায়হ কাউকে জিজ্ঞেসও করতেন না আর কেউ তাঁকে এ বিষয়ে কিছু বলতওনা। এই কথাটি ইব্‌ন ছাওবান আবদাহ্ সূত্রে শাবীর মাধ্যমে শুরায়হ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ওই ফিতনার সময় আমি সে সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি আপনার মত হতাম তাহলে কবে মরে যেতাম তার কোন পরোয়াই করতাম না। শুরায়হ বললেন, তবে আমার মনের অবস্থা কেমন ছিল তা আপনি বুঝবেন কী করে ?

শাকীক ইব্‌ন সালামাহ্ শুরায়হ্ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, ফিতনার মেয়াদকালে আমি এ বিষয়ে কিন্তু জানতে চাইনি। আমাকে কিছু জানানোও হয়নি। আর আমি কোন মুসলমানের প্রতি কিংবা কোন অমুসলিমের প্রতি এক দিরহাম কিংবা এক দীনার পরিমাণ অন্যায়-অবিচার করিনি। প্রসঙ্গক্রমে আবূ ওয়াইল বললেন, আমি যদি আপনার মত হতাম তাহলে আমি মৃত্যুবরণকেই পসন্দ করতাম। এবং তাতে করে তাঁর অন্তরে স্থান করে নিতাম। শুরায়হ বললেন, তাহলে এইখানে কী অবস্থা তা কেমন করে জানবেন ? অপর বর্ণনায় 'তাহলে আমার মনের অবস্থা কেমন ছিল তা কী করে জানবেন ? পরিস্থিতি তো এমন ছিল যে, দু যুবক পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই আমার নিকট অন্যজনের চাইতে অধিক প্রিয়।

বিচারপতি শুরায়হ একদিন দেখলেন যে, কতক লোক খেলাধুলা করছে। তিনি তাদেরকে বললেন, ব্যাপার কি তোমরা খেলায় মত্ত হয়েছ কেন ? তারা বলল, এখন তো আমরা কাজ কর্ম সেরে মুক্ত হয়েছি। তিনি বললেন, ঝামেলামুক্ত লোকের কাজ তো এটা নয়। (বরং ঝামেলামুক্ত লোকের কাজ হলো আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিয়োজিত হওয়া)। সিওয়ার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল আম্বরী যথাক্রমে আলা ইব্‌ন জারীর আল আম্বরী আবূ আবদুল্লাহ্ সালিম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একদিন আমি বিচারপতি শুরায়হ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন একজন লোক তাঁর নিকট এগিয়ে গেল। লোকটি তাঁকে বলল, 'আপনি কোথায় আছেন?' শুরায়হ বললেন, তোমার ও দেয়ালের মধ্যখানে আছি। লোকটি বলল, আমি একজন সিরিয়ার নাগরিক। তিনি বললেন, তা তো দূরে বহুদূরে। লোকটি বলল, আমি একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, শুভ বিবাহ, ঐকমত্য এবং সন্তান-সন্ততিতে ভরে উঠুক তোমার সংসার। লোকটি বলল, আমি তার জন্যে একটি ঘর দেয়ার শর্ত করেছি। শুরায়হ বললেন, শর্ত

পূরণ করা অগ্রাধিকার। সে বলল, আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিন। তিনি বললেন, ফায়সালা করেই তো দিলাম।

সুফয়ান বলেন, কেউ একজন শুরায়হকে প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি কীভাবে এই জ্ঞান অর্জন করলেন ? তিনি উত্তরে বললেন, জ্ঞানীয় ব্যক্তিদের সাথে জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে। আমি তাঁদের থেকে জ্ঞান আহরণ করি আবার আমার অর্জিত জ্ঞান ওদেরকে সরবরাহ করি।

উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বাহ হুবায়রাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আলী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, হে লোক সকল! তোমাদের ফিকহ বিষয় বিশেষজ্ঞগণ যেন আমার নিকট আসে। আমরা ওদের নিকট থেকে কিছু জেনে নিব আর ওরাও আমার নিকট জিজ্ঞেস করবে, আমার থেকে জেনে নিবে। এই ঘোষণার পরের দিন সকালে আমরা হযরত আলী (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখি তাঁর গৃহ প্রাঙ্গণ লোকে ভরপুর। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে, এটা কি ? ওটা কেমন ? ওরাও তাঁকে জিজ্ঞেস করছিল, এটা কি ? ওটা কি ? তিনি তাদেরকে উত্তর দিচ্ছিলেন, তারাও হযরত আলীর (রা) জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছিল। এভাবে চলছিল। বেলা বেড়ে যাবার পর দুপুর হয়ে যাবার পর লোকজন তার কাছ থেকে সরে যায়। শুরায়হ যাননি। তিনি হাটু গেড়ে বসেছিলেন। যে বিষয়েই তাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল। তিনি তার উত্তর দিচ্ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি শুনেছি হযরত আলী (রা) বলছিলেন, 'হে শুরায়হ! উঠুন, আপনি আরবের সুদক্ষ বিচারপতি' একদিন দুজন মহিলা এসে শুরায়হ-এর নিকট উপস্থিত হয়। একজন হলো একটি বাচ্চার মা অপরজন হলো শিশুটির দাদী। তাদের দু'জনেই শিশুটির লালন পালনের দাবীদার। প্রত্যেকেই দাবী করে যে, সে শিশুটির লালন-পালনের বৈধ অধিকারী। এ প্রসঙ্গে দাদী তার যুক্তি উপস্থাপন করে বলে ঃ

اَبَا اُمَيَّةَ اَتَيْنَاكَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ بِهِ * اَتَاكَ جَدَّةُ اُبْنٍ وَاُمُّهُ وَكِلْتَانَا تَفْدِيهِ

"ওহে আবূ উমাইয়া আমরা আপনার দরবারে এসেছি। এ বিষয়ে আপনিই আশ্রয়স্থল। একটি শিশুর মাতা এবং দাদী আপনার নিকট এসেছে। তাদের প্রত্যেকেই চায় নিঃস্বার্থভাবে শিশুটির লালন-পালন করতে।"

فَلَوْ كُنْتِ تَأَيَّمْتِ لَمَا نَازَعْتُكِ فِيْهِ * تَزَوَّجْتِ فَهَاتِيْهِ وَلاَ يَذْهَبُ بِكِ الْقِيْهِ

"তুমি যদি বিধবা থেকে যেতে শিশুর লালন-পালনের জন্যে আমি কোন দাবীই তুলতাম না। কিন্তু তুমি তো অন্যত্র বিয়ে করেছ। সুতরাং বাচ্চা আমাকে দিয়ে দাও। শিশু তোমার সাথে যাবে না। ওকে ছেড়ে দাও।"

اَلاَ اَيُّهَا الْقَاضِى * فَهٰذِهٖ قِصَّتِى فِيْهِ

"ওহে বিচারপতি এ প্রসঙ্গে এটাই আমার বক্তব্য।"

শিশুটির মাতা বলল—

اَلاَ اَيُّهَا الْقَاضِىْ قَدْ قَالَتْ لَكَ الْجَدَّةُ * قَوْلاً فَسْتَمِعْ مِنِّى وَلاَ تَطْرُدْنِى رِدًّا

"ওহে কাযী বিচারক, দাদী তো তার বক্তব্য পেশ করেছে। এবার আমার বক্তব্য শুনুন। আমাকে শূন্য হাতে তাড়িয়ে দিবেন না।"

تَعَزَّى النَّفْسُ عَنْ اِبْنِى * وَكَبِدِىْ حَمَلَتْ كَبْدَةً

'আমার পুত্র হয়ে গেল পিতৃহীন। তাতে আমার মনে জ্বলে উঠল গভীর যন্ত্রণা।'

فَلَمَّا صَارَ فِى حَجْرِى * يَتِيمًا مُفْرَدًا وَحْدَهُ

সে আমার কোলে এসে পড়ল, আমার দায়িত্বে এসে পড়ল ইয়াতীম, একক ও অসহায় হয়ে–

تَزَوَّجْتُ رَجَاءَ الْمَخِيرِ * مَنْ يَكْفِينِى فَقْدَهُ فقد

তখন আমি সদুদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ে করেছি। এমন এক ব্যক্তিকে যে আমাকে এবং আমার পুত্রকে নিঃশেষ ও ধ্বংস হবার পথ থেকে রক্ষা করবে।

وَمَنْ يُظْهِرُ لِىْ الْوُدَّ * وَمَنْ يُحْسِنُ لِى رِفْدَهُ

আমি বিয়ে করেছি এমন এক লোককে যে আমার প্রতি ভালবাসা নিবেদন করে এবং যে আমাকে ভালভাবে ভরণ-পোষণ ও সাহায্য-সহযোগিতা করে।

উভয়পক্ষের বক্তব্য শেষে বিচারক শুরায়হ বললেন ঃ

قَدْ سَمِعَ الْقَاضِىْ مَا قُلْتُمَا ثُمَّ قَضَى * وَعَلَى الْقَاضِىْ جَهْدٌ اِنْ غَفَلَ ـ

বিচারক তোমাদের দু'জনের কথা শুনেছেন। তারপর রায় দিবেন। কোন বক্তব্য গ্রহণে গাফিল ও উদাসীন থাকলে সেজন্যে বিচারক দায়ী থাকবেন।

قَالَ لِلْجَدَّةِ بِيْنِى بِالصَّبِىِّ * وَخُذِىْ اِبْنَكِ مِنْ ذَاتِ الْعِلَلِ

বিচারক শুরায়হ দাদীকে বললেন, আপনার নাতি নিয়ে আপনি চলে যান। ওই দরিদ্র ও দুঃখিনী মাতা থেকে শিশুটিকে নিয়ে নিন।

اِنَّهَا لَوْ صَبَرَتْ كَانَ لَهَا * قَبْلَ دَعْوَى مَاتَبْتَغِيهِ لِلْبَدَلِ

ওই মাতা যদি ধৈর্যধারণ করত এবং অন্যত্র বিয়ে না করত, তাহলে দাবী ছাড়া বাচ্চাটি তারই নিকট থেকে যেত।

অতঃপর বিচারপতি শুরায়হ শিশুটি দাদীর হিফাযতে থাকবে বলে রায় দিয়ে দিলেন।

আবদুর রায্যাক মা'মার ইব্ন আওন শুরায়হ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জনৈক ব্যক্তির স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে তার বিপক্ষে রায় প্রদান করলেন। তখন লোকটি বলল, হে আবু উমাইয়া! আপনি তো দলীল-প্রমাণ ছাড়া আমার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করলেন। উত্তরে শুরায়হ বললেন, তোমার খালার ভাগ্নে আমাকে বিষয়টি জানিয়েছে এবং সেই ভিত্তিতে আমি রায় প্রদান করেছি। আলী ইব্ন জা'দ বলেছেন মাসঊদী আমাকে জানিয়েছেন আবু হুসায়ন থেকে। তিনি বলেছেন, শুরায়হকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এমন এক বকরী সম্পর্কে যে বকরী মাছি খেয়ে থাকে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তাতো ভালই বিনে পয়সার ঘাস আর মজার দুধ।

ইমাম আহমদ বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার পিতা বলেছেন যে, শুরায়হ-এর পরিবারে যদি কোন বিড়াল মারা যেত তবে সেটিকে তিনি তাঁর বাড়ীর মাঝখানে ফেলে রাখতেন। কারণ, বাড়ীর মাঝখানে ছাড়া বড় রাস্তার সাথে সংযোগ সাধনকারী কোন নালা ছিল না। জনসাধারণের যাতে কষ্ট না হয় তাই তিনি এমনটি করতেন। অর্থাৎ মৃত বিড়ালটি তাঁর বাড়ীর মাঝখানে ফেলতেন। যাতে বড় রাস্তায় চলাচলকারী মুসলমানগণ এটির দুর্গন্ধে কষ্ট না পায়। তাঁর ঘরের ছাদ থেকে পানি পড়ার নালা ছিল তার বাড়ীর মাঝখানে।

রিয়াশী বলেছেন, এক লোক বিচারপতি শুরায়হকে বলেছিল আপনি তো খুব দুঃখজনক অবস্থায় আছেন। উত্তরে শুরায়হ বললেন, আমি দেখছি আপনি এমন লোক, নিজের প্রতি আল্লাহ্‌র দেয়া নিআমত দেখতে পাননা; কিন্তু অন্যকে দেয়া আল্লাহ্‌র নিআমত ঠিকই দেখতে পান।

তাবারানী বলেন, আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন সাম'আন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বিচারপতি শুরায়হ তাঁর এক ভাইকে লিখেছিলেন। ওই ভাই কিন্তু প্লেগ রোগের ভয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। তিনি লিখলেন, বস্তুতঃ তুমি যে স্থানে রয়েছ সে স্থান এবং তুমি যেস্থান থেকে পালিয়ে গিয়েছ সে স্থান সবইতো সেই মহান সত্তার দৃষ্টির অন্তর্গত। যিনি যাকে ধরতে চান কেউ তাকে অক্ষম করতে পারে না। কেউ পালিয়ে গিয়ে তাঁর হাত থেকে বাঁচতে পারে না। তুমি যে স্থান ছেড়ে এসেছ সেখানে তো মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় আসার আগে কারো মৃত্যু ঘটেনি এবং ওই স্থানে যুগ পরিক্রমা কারো উপর যুলুম করেনি। বরং তুমি এবং ওরা সবাই একই বিছানায় অবস্থান করছ। মহা শক্তিমান মা'বূদের পক্ষ থেকে পাকড়াও করার সময় খুবই নিকটে।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বাহ বলেছেন, আলী ইব্‌ন মুসহির শুরায়হ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমার (রা) তাঁকে লিখেছিলেন, "আল্লাহ্‌র কিতাবে বর্ণিত কোন বিধান বাস্তবায়নের পরিবেশ সৃষ্টি হলে আপনি ওই বিধানের আলোকেই রায় প্রদান করবেন। আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই এমন কোন বিধানের আশায় কিতাবের এই বিধান পরিত্যাগ করবেন না। আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নতের আলোকে রায় দেয়ার সম্ভাবনা খুঁজে দেখুন। সুন্নাত ও হাদীসের মধ্যে ফায়সালা খুঁজে পেলে তাই ঘোষণা করুন। যদি এমন সমস্যার সম্মুখীন হন যার ফায়সালা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহতে পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে ইজমা তথা মুসলমানদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত বিষয়ে ফায়সালা খুঁজে দেখুন এবং সেই অনুযায়ী রায় ঘোষণা করুন। অন্য বর্ণনায় আছে যে, এমতাবস্থায় সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ কী ফায়সালা দিয়েছেন তা খুঁজে দেখুন এবং সেই মুতাবিক রায় ঘোষণা করুন। আর যদি সেখানেও ফায়সালা না থাকে তবে আপনার ইখতিয়ার। আপনি চাইলে নিজ বিবেচনায় ফায়সালা দিবেন অথবা তা থেকে বিরত থাকবেন। তবে এ পরিস্থিতিতে ফায়সালা প্রদানে বিরত থাকাই আমি ভাল মনে করি। আস্‌সালামু আলাইকুম।"

শুরায়হ বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-এর সাথে একবার কূফার বাজারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি জনৈক নসীহতকারীর নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন। ওই নসীহতকারীকে ডেকে বললেন, তুমি এখন উপদেশ খয়রাত করছ অথচ আমরা এখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তিরোধানের সময়ের কাছাকাছি সময়ে রয়েছি ? আমি তোমাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করব। তুমি উত্তর দিলে আমি আর জিজ্ঞেস করব না। উত্তর দিতে না পারলে আমি তোমাকে শাস্তি দিব। ওই ব্যক্তি বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তবে জিজ্ঞেস করুন যা আপনি জিজ্ঞেস করতে চান। হযরত আলী (রা) বললেন, ঈমানের মযবূতি এবং ঈমানের বিচ্যুতি কিসে হয় ? লোকটি বলল, সংযম ও পরহেযগারী দ্বারা ঈমান মযবূত ও দৃঢ় হয় আর লোভ-লালসার ফলে ঈমানের বিচ্যুতি ও বিচ্ছেদ ঘটে। হযরত আলী (রা) বললেন, হাঁ তাই বটে, তুমি তোমার উপদেশ দিয়ে যাও। কেউ কেউ বলেছেন যে, ওই উপদেশ দানকারী ব্যক্তিটি ছিলেন নাওফ আল বুকালী।

এক ব্যক্তি কাযী শুরায়হকে বলেছিল, আপনি অন্যের প্রতি আগত নি'আমতগুলোর কথা আলোচনা করেন আর নিজের প্রতি আগত নি'আমতগুলোর কথা ভুলে যান তার কারণ কি ? উত্তরে শুরায়হ বললেন, বস্তুতঃ তোমার মধ্যে আমি যে নি'আমতগুলো দেখি তাতে আমার ঈর্ষা হয়, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমি যেন ওই নি'আমত পাই তা কামনা করি। লোকটি বলল, তাতে আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করবেন না আর আমার কোন ক্ষতি করবেন না। জারীর (র) শায়বানী সূত্রে শা'বী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার হযরত উমার (রা) একলোক থেকে একটি ঘোড়া কিনেছিলেন এই শর্তে যে, তিনি ঘোড়াটি যাচাই করে দেখবেন। তিনি ঘোড়াটি নিলেন এবং সেটি নিয়ে যাত্রা করলেন। এক পর্যায়ে ঘোড়াটি খোড়া হয়ে যায়। তিনি ঘোড়ার মালিককে বললেন, তোমার ঘোড়া তুমি নিয়ে যাও। লোকটি বলল, না, আমি এটি নিব না। হযরত উমার (রা) বললেন, তাহলে একজন বিচারক নির্ধারণ কর যিনি আমাদের এই বিষয়টির ফায়সালা করে দিবেন। লোকটি বলল, হাঁ, তাই হোক, কাযী শুরায়হ আমাদের মাঝে বিচার করে দিবেন। হযরত উমার (রা) বললেন, কোন্ শুরায়হ ? লোকটি বলল, ইরাকী নাগরিক শুরায়হ।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত উমার (রা) এবং ঘোড়ার মালিক দু'জনে কাযী শুরায়হ-এর নিকট গেলেন। দু'জনেই ঘটনার বৃত্তান্ত জানালেন। বিচারক শুরায়হ বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ঘোড়াটি যেভাবে নিয়েছেন সেইভাবে তা ফেরত দিন নতুবা আপনি যেটি ক্রয় করেছেন। মূল্য পরিশোধ করে সেটি নিয়ে যান। রায় শুনে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার (রা) বললেন, এছাড়া কি বিচার হয় ? এবং আপনি কূফায় চলে যান। ওখানে বিচারক পদে যোগদান করুন। আমি আপনাকে কূফার বিচারকের পদে নিয়োগ দান করলাম, এই দিনেই হযরত উমার (রা) কাযী শুরায়হের বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সম্পর্কে প্রথম অবগত হয়েছিলেন।

হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ কালবী বলেছেন, সা'দ ইব্‌ন ওয়াক্কাসের জনৈক পুত্র বলেছেন যে, শুরায়হ (রা)-এর একটি পুত্র ছিল। সে কুকুরগুলো জড়ো করত এবং সেগুলোর মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিত। সেগুলোকে পরস্পরের প্রতি ক্ষেপিয়ে তুলত। অতঃপর শুরায়হ কাগজ-কলম এনে ওই ছেলের শিক্ষককে লিখলেন–

تَرَكَ الصَّلَاةَ لِاَكْلُبٍ يَسْعٰى بِهَا * طَلَبَ الْهِرَاشِ مَعَ الْغُوَاةِ الرِّجْسِ

আমার এই পুত্র ধন, নামায তরক করেছে। কুকুরের পেছনে লেগেছে। সেগুলোর মধ্যে ঝগড়া ও যুদ্ধ বাধানোর জন্যে। অন্যান্য দুষ্ট ছেলেদের দলে ভিড়ে সে এমনটি করেছে।

فَاِذَا اَتٰكَ فَعَضَّهُ بِمَلَامَةٍ * وَعِظْهُ مَنْ عِظَةِ الْاَدِيْبِ الْاَكْيَسِ

সে যখন আপনার নিকট উপস্থিত হবে, তখন একটু গালমন্দ ও কটুকথা বলে তাকে ছেড়ে দিবেন এবং বিচক্ষণ শিক্ষকের ন্যায় তাকে উপদেশ দিবেন।

فَاِذَا هَمَمْتَ بِضَرْبِهٖ فَبِدُرَّةٍ * فَاِذَا ضَرَبْتَ بِهَا ثَلَاثًا فَاحْبِسِ

আপনি যদি ওকে প্রহার করতে চান, তাহলে প্রহার করবেন চাবুক দিয়ে। আর তিন ঘা দেয়ার পর প্রহার বন্ধ করে দিবেন। আর আঘাত করবেন না।

وَاعْلَمْ بِاَنَّكَ مَا اَتَيْتَ فَنَفْسُهُ * مَعَ مَا تَجَرَّعُنِىْ اَعَزُّ الْاَنْفُسِ

জেনে রাখুন, আপনি যা করেছেন এবং আমার মধ্যে তার প্রতি যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে উভয়ের ফলশ্রুতিতে সে খুব ভাল মানুষে পরিণত হবে।

শুরায়হ বর্ণনা করেছেন হযরত উমার (রা) থেকে, তিনি হযরত আইশা (রা) থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেছিলেন, হে আইশা ! اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا (যারা দীন সম্পর্কে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে।(আনআম ৬ : ১৫৯) এই আয়াতে সে সব লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা বিদআতপন্থী, প্রবৃত্তির অনুসরণকারী এবং যারা এই উম্মতের মধ্যে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। প্রত্যেক পাপাচারীর জন্যে তাওবা আছে- তাওবা কবুল হবে কিন্তু বিদআতী ও প্রবৃত্তির অনুসরণকারীর জন্যে কোন তাওবা নেই। ওদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার সাথে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। এই হাদীসটি দুর্বল, একক বর্ণনাকারী বর্ণিত। মুহাম্মদ ইব্ন মুসাফফা এটি বাকিয়্যা সূত্রে শু'বাহ থেকে কিংবা অন্য কারো থেকে আর তিনি মুজালিদ সূত্রে শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন। বাকিয়্যা ইব্ন ওয়ালীদ একা এটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদে ত্রুটিও রয়েছে বটে।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন- اِنَّكُمْ سَتُغَرْ بِلُوْنَ حَتّٰى تَصِيْرُوْا فِىْ حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَخَرِبَتْ اَمَانَتُهُمْ -তোমাদেরকে চালুনীতে চেলে নেয়া হবে। ভাল থেকে মন্দ মানুষগুলোকে পৃথক করা হবে। এক পর্যায়ে তোমরা পুষ্টিহীন লোকগুলোর মধ্যে শুধু থাকবে। নেক আমলবিহীন লোকগুলোর মধ্যে থাকবে। যে, তাদের অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে পড়বে এবং আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন একজন বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তখন আমাদের কী অবস্থা হবে ? তিনি বললেন- تَعْمَلُوْنَ بِمَا تَعْرِفُوْنَ وَتَتْرُكُوْنَ مَا تُنْكِرُوْنَ وَتَقُوْلُوْنَ اَحَدٌ اَحَدٌ اُنْصُرْنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَاكْفِنَا مَنْ بَغَانَا -তখন তোমাদের জন্য জরুরী হবে যে, যে বিষয়গুলোকে তোমরা ভাল বলে জানবে সেগুলো বাস্তবায়ন করবে। যেগুলো মন্দ বলে জানবে সেগুলো বর্জন করবে এবং তোমরা বলতে থাকবে- একক আল্লাহ্ একক আল্লাহ্! আমাদের সাহায্য করুন যালিমদের বিরুদ্ধে। আমাদেরকে রক্ষা করুন সীমালংঘনকারীদের হাত থেকে।

হাসান ইব্ন সুফয়ান শুরায়হ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বদরী সাহাবীগণ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত উমারও ছিলেন, তাঁরা বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন- مَا مِنْ شَابٍّ يَدَعُ لَذَّةَ الدُّنْيَا وَلَهْوَهَا وَيَسْتَقْبِلُ بِشَبَابِهِ طَاعَةَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى - اَجْرَ اِثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ صِدِّيْقًا -'যে যুবক দুনিয়াবী আরাম-আয়েশ ও খেলাধুলা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্র আনুগত্য করে মহান আল্লাহ্ তাকে ৭২ জন সিদ্দীকের ছাওয়াব দান করবেন'। এরপর তিনি বললেন যে, হে মহান আল্লাহ্! যুবকদেরকে ডেকে ডেকে বলেন, ওহে যুবক! যে আমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে নিজের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ চাহিদা পরিত্যাগ করে, যে যুবক তার যৌবন আমার জন্যে ব্যয় করে, তুমি আমার নিকট আমার কতক ফেরেশতাদের ন্যায় হয়ে থাকবে। এটি গারীব বা একক বর্ণনা।

আবূ দাউদ বলেছেন যে, সাদাকাহ কায়স ইব্ন যায়দ থেকে অথবা যায়দ ইব্ন কায়স থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মিসরীদের বিচারক শুরায়হ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর সিদ্দীক থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَدْعُوْ صَاحِبَ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ يَاابْنَ اٰدَمَ فِيْمَ اَضَعْتَ حُقُوْقَ النَّاسِ فِيْمَ اَذْهَبْتَ اَحْوَالَهُمْ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لَمْ اُفْسِدْهُ وَلٰكِنْ اَصَبْتُ

اِمَّا غَرْقًا وَاِمَّا حَرْقًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ اَنَا اَحَقُّ مَنْ قَضٰى عَنْكَ الْيَوْمَ فَتَرَجَّحُ حَسَنَاتُهُ عَلٰى سَيِّئَاتِهٖ فَيُؤْمَرُ بِهٖ اِلَى الْجَنَّةِ ـ

'কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ডেকে আনবেন। তারপর বলবেন, কেন তুমি মানুষের হক নষ্ট করেছ ? কেন তুমি ওদের মালামাল নিয়ে গিয়েছ ? সে বলবে, ইয়া রাব্ব! আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তা নষ্ট করিনি। জাহাজ ডুবি- নৌকা ডুবিতে আমার সম্পদ নষ্ট হয়েছে কিংবা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছে। তখন মহান আল্লাহ্ বলবেন, তবে আমি আজ তোমার পক্ষে ঋণ শোধ করে দিব। এরপর ওই ব্যক্তির পাপাচারের তুলনায় পুণ্য ভারী হবে, নেক আমলের ওযন বেশী হবে এবং তাকে জান্নাতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হবে।' এটি হল আবূ দাউদের ভাষ্য। ইয়াযীদ ইব্ন হারূন এটি সাদাকা থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে আছে যে, এরপর মহান আল্লাহ্ কি একটা বস্তু আনয়নের নির্দেশ দিবেন। সেটি তার পাল্লায় রাখা হবে এবং তাতে তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।

আল্লামা তাবারানী এটি উদ্ধৃত করেছেন আবূ নুআয়ম সূত্রে সাদাকা থেকে। আল্লামা তাবারানী এটি হাফস ইব্ন উমার এবং আহমদ ইব্ন দাউদ মক্কী থেকেও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দুজনে বলেছেন যে, মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম এই হাদীস সাদাকা সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন গানাম (র)

এই সনে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির ইন্তিকাল হয় তাঁদের একজন হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন গানাম আশআরী। তিনি ফিলিস্তিনে বসবাস করতেন। একাধিক সাহাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি সাহাবী ছিলেন। হযরত উমার (রা) তাঁকে সিরিয়া পাঠিয়েছিলেন জনসাধারণকে দীন শিক্ষা দেবার জন্যে। তিনি সৎ ও পুণ্যবান মানুষদের একজন ছিলেন।

জুনাদা ইব্ন উমাইয়া আযদী (র)

৭৮ সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন জুনাদা ইব্ন উমাইয়া আযদী। তিনি মিসর বিজয় অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। মুআবিয়ার (র) আমলে নৌযুদ্ধে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বীরত্ব ও কল্যাণমূলক কাজে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। প্রায় ৮০ বছর বয়সে এই সনে তিনি সিরিয়াতে ইন্তিকাল করেন।

আলা ইব্ন যিয়াদ বসরী

এই সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন আলা ইব্ন যিয়াদ বসরী। তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন। তিনি সৎ ও পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। তাঁর মধ্যে পরম খোদাভীতি ও তাকওয়া ছিল। তিনি প্রায়ই নিজ গৃহে একাকী সময় কাটাতেন। লোকজনের সাথে খুব একটা মিশতেন না। খুব বেশী কাঁদতেন। কেঁদে কেঁদে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তার অনেক সুকীর্তি ও গৌরবজনক ঘটনা রয়েছে। ৭৮ সনে বসরাতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আমি বলি আলা ইব্ন যিয়াদের কান্নার মাত্রা প্রচুর বেড়ে গেল সেদিন থেকে যেদিন এক ব্যক্তি তাঁকে জান্নাতী বলে স্বপ্নে দেখল। সিরিয়ার অধিবাসী এক লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখে যে, তিনি জান্নাতের অধিবাসী হয়ে আছেন। এই সংবাদ শোনার পর আলা ইব্ন যিয়াদ তাকে

বললেন, ভাই! আপনি আমার সম্পর্কে ভাল স্বপ্ন দেখেছেন তাই আল্লাহ্ আপনাকে ভাল বিনিময় দান করুন। আর আমি, আপনার স্বপ্ন তো আমাকে এত অস্থির করে তুলেছে যে, আমি এখন না দিনে শান্তি পাই না রাতে। এরপর থেকে দিনের পর দিন কেটে যেত তিনি কিছু মুখে দিতেন না, উপোসী থাকতেন। আর কাঁদতেন। শুধুই কাঁদতেন। এতে করেই তিনি মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলেন। নামায পড়তেন তো পড়তেনই বিরামহীন। এ অবস্থায় তাঁর ভাই হযরত হাসান বসরী (র)-এর নিকট এলেন এবং বললেন, আমার ভাইকে প্রাণে রক্ষা করুন তিনি তো মারা যাবেন। তাঁর সম্পর্কে এক লোক স্বপ্ন দেখেছে যে, "তিনি জান্নাতের অধিবাসী" একথা শোনার পর থেকে তিনি শুধু রোযা রাখছিল। খাওয়া দাওয়া করছেন না। শুধুই ইবাদত করছেন, ঘুমুচ্ছেন না। দিনে রাতে শুধুই কাঁদছেন।

হযরত হাসান বসরী আলা-এর বাড়ীতে এলেন। তাঁর দরযায় টোকা দিলেন। তিনি দরযা খুললেন না। হযরত হাসান বসরী (র) বললেন, দরযা খুলুন, আমি হাসান। তাঁর কণ্ঠ শুনে আলা (র) দরযা খুললেন। হযরত হাসান (র) বললেন, ভাই আপনি কি জান্নাত পাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন? হায়, মু'মিনের জন্যে জান্নাতের কী চিন্তা! মু'মিনের জন্যে আল্লাহ্র নিকট এমন পুরস্কার রয়েছে যা জান্নাতের চাইতে শতগুণে উত্তম। আপনি কি এখন আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? হযরত হাসান (র) এভাবে তাঁকে অনবরত বুঝাতে লাগলেন। অবশেষে তিনি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করলেন। এবং ইতোপূর্বে ইবাদতে যে অবস্থানে ছিলেন তার চাইতে সামান্য কমিয়ে আনলেন।

ইব্ন আবূ দুনয়া আলা (র)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, জনৈক আগন্তুক তাঁর নিকট এসেছে। সে তাঁর মাথার চুল ধরে বলল, বাছা ধন! উঠ, আল্লাহ্র যিকির কর। তাহলে মহান আল্লাহ্ তোমার কথা আলোচনা করবেন। এই চেতনা ও মনোভাব তাঁর মধ্যে সর্বদা বিরাজমান ছিল। এক পর্যায়ে তাঁর মৃত্যু হল।

কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর এক সাথী স্বপ্নে দেখেছিল যে, প্রতিদিন বহুলোক মিলে যে আমল করে, তার সমপরিমাণ নেক আমল একা আলা (র)-এর পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছে।

আলা (র) বলেছেন, আমরা তো নিজেরা নিজেদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করি। মহান আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে সেখান থেকে বের করতে চান তবে তিনি বের করবেন। নাহলে ওটাই আমাদের বাসস্থান। আলা (র) বলেছেন, [illegible]জন লোক ছিল মানুষকে দেখানোর জন্যে সে নেক আমল করত। ক্ষণে ক্ষণে জামা কাপড় [illegible] এবং কুরআন পাঠ করত উচ্চ স্বরে। কারো নিক[illegible] তাকে গাল মন্দ [illegible] মহান আল্লাহ্ তাকে ইখলাস, নিষ্ঠা ও পূর্ণ বিশ্বাস দান করলেন। তা[illegible] সে [illegible] নীচু করল। তার সততার বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করল এবং [illegible] জন্যে নেক দু'আ করতে শুরু করল।

সুরাকা ইব্ন মিরদাস আযদী

৭৮ সনে যাঁদের মৃত্যু হয় তাঁদের একজন হলেন সুরাকা ইব্ন মিরদাস আযদী। তিনি একজন স্পষ্টভাষী কবি ছিলেন। তিনি হাজ্জাজের নিন্দা করেছিলেন। তাই হাজ্জাজ তাঁকে সিরিয়ায় দেশান্তরিত করে। সেখানে তাঁর ওফাত হয়।

নাবিগা আল-জা'দী ও অন্যান্যরা

এই সনে যাদের মৃত্যু হয় তাঁদের একজন হলেন নাবিগা আলজা'দী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ৭৮ হিজরীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আরো যারা ইন্তিকাল করেন তাঁরা হলেন– সাইব ইব্ন ইয়াযীদ কিন্দী, সুফয়ান ইব্ন সালামা আসাদী, মুআবিয়া ইব্ন কুররাহ বসরী এবং যিরর ইব্ন হুবায়শ প্রমুখ (র)।

৭৯ হিজরী সন

এই সনে সিরিয়াতে মহামারীরূপে প্লেগ রোগের আবির্ভাব ঘটে। এই রোগে প্রায় সকল সিরীয় নাগরিক শেষ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। রোগাক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ায় এবং শুধু অল্প কয়েকজন লোক বেঁচে থাকায় এই সনে কোন সিরীয় নাগরিক কোনযুদ্ধে অংশ নেয়নি। রোমানদের একটি বিশাল বাহিনী যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ইনতাকিয়া অঞ্চলে এসে পৌঁছেছিল। ইনতাকিয়ায় বহু লোককে তারা হতাহত করে। তারা জানত যে, রোগে আক্রান্ত হয়ে এরা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং যুদ্ধে অক্ষম হয়ে গিয়েছে।

এই সনে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বাকরা তুরস্ক অধিপতি রাতবীলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি তুর্কী নগরগুলোর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেন। এরপর তুর্কীগণ বার্ষিক নির্দিষ্ট হারে কর পরিশোধের শর্তে সন্ধি সম্পাদন করে।

এই সনে খলীফা আবদুল মালিক ভণ্ডনবী হারিছ ইব্ন সাঈদ মুতানাব্বীকে হত্যা করেন। তার নাম ছিল হারিছ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন সাঈদ দামেস্কী। সে ছিল আবূ জাল্লাস আবদারীর ক্রীতদাস। কেউ বলেছেন, হাকাম ইব্ন মারওয়ানের ক্রীতদাস, মূলতঃ সে ছিল জাওলা অঞ্চলের লোক। সে দামেস্কে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। সেখানে থাকা অবস্থায় সে খুবই ইবাদত বন্দেগী করত। দুনিয়া বিমুখ-সংসার বিরাগী হয়ে পরহেযগারী দেখাত। এক পর্যায়ে সে চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে এবং প্রতারণার আশ্রয় নেয়। মুরতাদ হয়ে যায়, আল্লাহ্র কিছু আয়াতের অর্থ বিকৃত করে ছেড়ে দেয়। সফলকাম ঈমানদারদের দল পরিত্যাগ করে। শয়তানের অনুসরণ করতঃ গোমরাহ ও পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত হয়। শয়তান তার ঘাড়ে আঘাত করতে থাকে এবং তার দুনিয়া ও আখিরাত নষ্ট করে দেয়। তাকে লাঞ্ছিত-লজ্জিত ও দুর্ভাগা করে ছাড়ে। আমরা আল্লাহর অধীন, আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। মহান আল্লাহ্র দেয়া শক্তি ও সামর্থ ব্যতীত কোন শক্তি সামর্থ নেই। আবূ বকর ইব্ন আবূ খায়ছামাহ আবদুল ওয়াহ্হাব আবদুর রহমান ইব্ন হাসসান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ভণ্ডনবী মিথ্যাচারী-হারিছ ছিল দামেশকের অধিবাসী। সে আবূ জাল্লাসের ক্রীতদাস ছিল। জাওলাহ্ অঞ্চলে তার পিতা বসবাস করত। একপর্যায়ে সে ইবলীসের খপ্পরে পড়ে। মূলতঃ সে একজন ইবাদতকারী মুত্তাকী পরহেযগার লোক ছিল। সোনালী জুব্বা পরিধান করলেও তার মধ্যে তাকওয়া ও পরহেযগারীর চিহ্ন ফুটে উঠত। সে যখন মহান আল্লাহ্র প্রশংসা শুরু করত তখন শ্রোতাদের মনে হত যে, মহান আল্লাহ্র এত সুন্দর প্রশংসা-ভাষ্য তারা জীবনে কোনদিন শুনেনি। তার ভাষা ছিল খুবই সুন্দরও শ্রুতিমধুর।

এক পর্যায়ে জাওলা অঞ্চলে অবস্থানকারী তার পিতাকে সে লিখল যে, বাবা, আপনি তাড়াতাড়ি আমার নিকট এসে পড়ুন। কারণ, আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যাতে আমি আশংকা করছি যে, শয়তান আমার পিছু নিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তার পিতা তার গোমরাহীর উপর আরো গোমরাহী বৃদ্ধি করে দেয়। তার পিতা তাকে লিখে পাঠাল যে, বৎস!

তোমাকে যা আদেশ করা হচ্ছে শুধু সেগুলো পালন কর। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِيْنُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ 'তোমাদেরকে কি আমি জানাব কার উপর শয়তানগণ অবতীর্ণ হয় ? ওরাতো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট' (শুআরা ঃ ২৬ ২২১,২২২)। তুমি তো মিথ্যাবাদীও নও পাপাচারীও নও। সুতরাং তোমাকে যা আদেশ করা হয় তা তুমি পালন করে যেও। এরপর থেকে সে মসজিদের মুসল্লীদের নিকট আসত। প্রত্যেকের সাথে ব্যক্তিগত আলাপ করত। এবং তার পক্ষে ও অনুকূলে কিছু দেখলে তা পালনের জন্যে লোকজন থেকে অঙ্গীকার নিত। আর বিপক্ষে কিছু দেখলে সেটি গোপন করে রাখার অঙ্গীকার নিত।

বর্ণনাকারী বলেন, সে লোকজনকে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক কিছু বিষয় দেখাত। সে মসজিদে স্থাপিত মর্মর পাথরের নিকট আসত। নিজ হাতে সেটির মধ্যে ছিদ্র করত। তারপর ওই পাথর উচ্চস্বরে ও সুন্দরভাবে তাসবীহ পাঠ করত। এত সুন্দরভাবে পাঠ করত যে, উপস্থিত জনগণের মধ্যে গুঞ্জন-গুঞ্জরণ সৃষ্টি হত।

আমি (গ্রন্থকারী) আমাদের শায়খ আল্লামা আবূ আব্বাস ইব্ন তায়মিয়া (র)-কে বলতে শুনেছি যে, ওই মিথ্যাচারী ভণ্ড মসজিদের গম্বুজে স্থাপিত মর্মর পাথরের নিকট এসে সেটিতে ছিদ্র করত আর সেটি তখন তাসবীহ পাঠ শুরু করত। ওই ভণ্ডতো ধর্মহীন যিন্দীক ছিল।

ইব্ন আবূ খায়ছামা তাঁর বর্ণনায় বলেছেন যে, ওই ভণ্ড হারিছ তাঁদেরকে গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফলমূল এনে খেতে দিত। আর শীতকালে এনে দিত গ্রীষ্মকালের ফলমূল। সে তাদেরকে বলত, চল, আমার সাথে বাইরে আস আমি তোমাদেরকে ফেরেশতা দেখাব। সে ওদেরকে নিয়ে "আল-মারাক" বালি স্তূপের নিকট যেত এবং তাদেরকে দেখাত অশ্বারোহী কতক পুরুষ লোক। তার এই তেলেসমাতি দেখে বহু লোক তার ভক্ত ও অনুসারীতে পরিণত হয়। মসজিদে মসজিদে তার এই অলৌকিকত্বের কথা ছড়িয়ে পড়ে। তার ভক্ত ও অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। যেতে যেতে কাসিম ইব্ন মুখায়মারা এর নিকট তার সংবাদ পৌঁছে। সে নিজে কাসিমের নিকট যায়, তার কর্মকাণ্ডের কথা তার নিকট পেশ করে এবং প্রতিশ্রুতি নেয় যে, এটি যদি তাঁর পসন্দ হয় তাহলে তিনি এটি গ্রহণ করবেন, আর যদি এসব কাসিমের অপসন্দ হয় তবে সেটি তিনি গোপন রাখবেন। হারিছ বলেছিল, আমি নবী। কাসিম বললেন, হে আল্লাহ্র দুশমন, তুই তো মিথ্যাবাদী তুই নবী নস। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, কাসিম তাকে বলেছিলেন তুই বরং ওইসব মিথ্যাবাদী দাজ্জালদের একজন। যাদের কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُوْمُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُوْنَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ (ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত ৩০ জন মিথ্যাবাদী দাজ্জাল বের না হবে। ওদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে সে নবী)। ওহে পাপিষ্ঠ তুই তো ওই ত্রিশজনের একজন। তোর সাথে কোন অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি ও সমঝোতা নেই।

কাসিম সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি গেলেন আবূ ইদরীসের নিকট। আবূ ইদরীস তখন দামেশকের কাযী। হারিছের বিষয়টি তিনি আবূ ইদরীসকে জানালেন। আবূ ইদরীস বললেন, আমরা তো তাকে চিনি। এরপর আবূ ইদরীস বিষয়টি খলীফা আবদুল মালিককে অবহিত করলেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, মাকহূল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ যাইদা হারিছের নিকট গিয়েছিলেন। সে তাঁদেরকে তার নবুওয়াত মেনে নেয়ার আহ্বান জানায়। তাঁরা তাকে

মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেন এবং তার দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর তাঁরা দুজনেই খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের নিকট গমন করেন এবং হারিছের ভণ্ডামীর কথা তাঁকে জানান। খলীফা আবদুল মালিক অবিলম্বে তাকে খলীফার দরবারে উপস্থিত হবার নির্দেশ জারি করেন।

হারিছ পালিয়ে যায়। গোপনে সে বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় চলে যায় এবং গোপনে মানুষকে তার মতাদর্শের দিকে আহ্বান করতে থাকে। কিন্তু খলীফা তার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুতর বলে বিবেচনা করেন এবং নিজে নাসিরিয়াহ নগরীর দিকে যাত্রা করেন। তিনি সেখানে গিয়ে অবস্থান নেন। নাসিরিয়্যাহ অঞ্চলের এক লোক খলীফার সাথে সাক্ষাত করে। লোকটি হারিছের নিকট যাতায়াত করত। হারিছ তখন বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় অবস্থান করছিল। খলীফা প্রতারক হারিছের অবস্থান জানতে চান। লোকটি হারিছের অবস্থান সম্পর্কে খলীফাকে অবহিত করে। সে খলীফাকে অনুরোধ করে তার সাথে একদল তুর্কী সৈন্য পাঠাতে, যাতে ওদেরকে নিয়ে সে হারিছকে ঘিরে ফেলতে পারে এবং ধরে আনতে পারে। তিনি তার সাথে একদল সৈন্য পাঠালেন। এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের উপ-প্রশাসককে নির্দেশ দিলেন এই লোকটির আনুগত্য করতে এবং তার কথামত কাজ করতে। লোকটি তার সাথী সৈন্যদেরকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের নাসিরিয়্যাহ অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছিল। বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকার প্রশাসক তার খিদমতে হাযির হল। লোকটি তাকে যত পারা যায় মোমবাতি সংগ্রহ করার জন্যে নির্দেশ দিল এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির হাতে একটি করে মোমবাতি প্রদান করার জন্যে, সে সকলকে নির্দেশ দিল যে, তার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র সকলে যেন রাতের অন্ধকারে সড়ক ও গলিপথে সর্বত্র মোমবাতি জ্বালিয়ে নেয়। যাতে হারিছ কোন প্রকারেই লুকিয়ে থাকতে না পারে।

নাসিরিয়্যাহ-এর লোকটি নিজে হারিছের আস্তানায় প্রবেশ করল। প্রহরীকে বলল, আমি নবীর সাথে দেখা করার অনুমতি চাই। প্রহরী বলল, এত রাতে অনুমতি দেয়া যাবে না। ভোর হলে দেখা যাবে। তখন নাসিরীয় লোকটি চীৎকার দিয়ে বলল, সকলে মোমবাতি জ্বালাও। অবিলম্বে সকলে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল। এখন চারিদিকে আলো আর আলো। রাত যেন দিনে পরিণত হল। নাসিরীয় লোকটি হারিছকে পাকড়াও করতে গেল, সে একটি গর্তে লুকিয়ে গেল তার সাঙ্গ পাঙ্গরা বলতে লাগল, হায় এই দুর্মুখেরা আল্লাহ্‌র নবীকে পাকড়াও করতে চায়। তাঁকে তো আসমানে তুলে নেয়া হয়েছে। নাসিরীয় লোকটি মাটির গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিল। সে হাতে হারিছের জামা-কাপড়ের নাগাল পেল। সে প্রচণ্ড শক্তিতে জামা ধরে টান দিল। টেনে হারিছকে বের করে আনল। সে সাথী তুর্কী সৈনিকদেরকে বলল, এবার তোমরা একে বন্দী কর। তারা তাকে শিকলে বেঁধে ফেলল। কথিত আছে যে, তার গলায় আটকানো শিকল একাধিকবার গলা থেকে খসে পড়ে গিয়েছিল। তারা বার বার সেটি আটকে দিয়েছিল। প্রতারক হারিছ তখন বলছিল ঃ قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْ اِلَىَّ رَبِّىْ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ 'বল আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই। এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তা এ জন্যে যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকট। (সাবা –৩৪ ঃ ৫০)।

হারিছ তাকে গ্রেপ্তারকারী তুর্কী সৈন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ। তোমরা কি এমন এক লোককে হত্যা করতে চাও যে বলে, আমার

প্রতিপালক আল্লাহ্। (মু'মিন -৪০ ঃ ২৮)। উত্তরে সৈন্যগণ তাদের স্থানীয় ভাষায় বলেছিল, هذا كراننا فهات كرانك এসব তো আমাদের কুরআনের আয়াত, তোমার কুরআনের আয়াত বল দেখি।

তারা হারিছকে নিয়ে খলীফা আবদুল মালিকের নিকট গেল। তিনি শূলিতে চড়িয়ে তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। এক লোককে নির্দেশ দেন তাকে বর্শার আঘাত করার। সে তাকে আঘাত করল। কিন্তু আঘাত গিয়ে লাগল হারিছের পাঁজরে। খলীফা জল্লাদকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি কি আঘাত করার সময় বিসমিল্লাহ্ পড়েছ ? সে বলল, না, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। খলীফা বললেন, বিসমিল্লাহ্ পড়ে আঘাত করবে। সে বিসমিল্লাহ্ পড়ে নিল এবং তারপর বর্শার আঘাত করল। আঘাতে তার শরীর এ ফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল এবং সে মারা গেল।

অবশ্য খলীফা আবদুল মালিক তাকে শুলিতে চড়ানোর পূর্বে আটক করে রেখেছিলেন এবং কতক গুণীজন ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলেছিলেন, ওকে বুঝাতে-উপদেশ দিতে। যাতে সে মিথ্যা দাবী থেকে ফিরে আসে এবং এটা উপলব্ধি করে যে, তার পেছনে যে রয়েছে সে শয়তান-ইবলীস। তারা তাকে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু সে তাদের কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে তাকে শূলিতে চড়ানো হয়। এটা হল পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফ ও ধর্মীয় বিধান।

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন জাবির আলা ইব্‌ন যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, খলীফা আবদুল মালিকের রাজ্য শাসনের কোন দিক নিয়েই আমি ঈর্ষান্বিত নই। শুধু একটি বিষয়ে তাঁর প্রতি আমার ঈর্ষা রয়েছে তা হল তিনি প্রতারক হারিছকে হত্যা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُوْنَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ فَمَنْ قَالَهُ فَاقْتُلُوْهُ وَمَنْ قَتَلَ اَحَدًا فَلَهُ الْجَنَّةُ -

"ততক্ষণ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবেনা যতক্ষণ না ৩০ জন মিথ্যাচারী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। ওদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে সে নবী। অতএব, যে ব্যক্তি এরূপ দাবী করবে তোমরা তাদের হত্যা করবে। যে ওদের একজনকে হত্যা করতে পারবে সে জান্নাত পাবে।"

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি যে, খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া আবদুল মালিককে বলেছিল যে, ওই মুহূর্তে আমি উপস্থিত থাকলে হারিছকে হত্যার কথা আমি আপনাকে বলতাম না, আবদুর মালিক বললেন, কেন ? সে বলল, তার মন-মগজ থেকে ওই কুচিন্তা দূর করার পথ ছিল যে। আপনি যদি ওকে উপোষ রাখতেন তাহলে সহজেই তার মাথা থেকে ওই ভুত নেমে যেত। মন-মগজ থেকে ওই কুচিন্তা দূর হয়ে যেত।

ওয়ালীদ বলেছেন মুনযির ইব্‌ন নাফি' থেকে তিনি বলেছেন যে, আমি খালিদ ইব্‌ন জাল্লাহকে শুনেছি তিনি গায়লানকে বলছিলেন। এরপর তুমি হারিছের অনুসারী বনে গেলে। তার স্ত্রীর সাথে পর্দা করতে এবং এই ধারণা পোষণ করতে যে, তার স্ত্রী মু'মিনদের মা স্বরূপ। এরপর তুমি হয়ে গেলে কদরিয়্যাহ মাযহাবের অনুসারী যিন্দীক-বিধর্মী।

এই সনে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকরা তূর্কী সম্রাট রাতবীলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তুর্কীরা কখনো মুসলমানদের সাথে আপোষমূলক আচরণ করছিল আবার কখনো শত্রুতামূলক আচরণ করত। এক পর্যায়ে শাসনকর্তা হাজ্জাজ সেনাপতি ইব্‌ন আবূ বাকরাকে লিখিত নির্দেশ দিলেন— তাঁর সাথী মুসলমানদেরকে নিয়ে রাতবীলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে। তিনি এ

নির্দেশ দেন যে, রাতবীলের শাসনাধীন অঞ্চলে লুটতরাজ চালাতে হবে। ওদের দুর্গ ও সেনা ছাউনি ধ্বংস করতে হবে এবং তাদের যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদেরকে হত্যা করতে হবে। নির্দেশক্রমে সেনাপতি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকরা কূফী ও বসরী বহু সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে নিজ দেশ থেকে বের হল রাতবীলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। সেনাপতি উবায়দুল্লাহ্ তুর্কী সম্রাট রাতবীলের মুখোমুখি হলেন। তার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল লুটে পুটে বিনষ্ট করে দিলেন। প্রচণ্ড আক্রমণে তার শক্তি সামর্থ ধূলিসাৎ করে দিলেন। বীর বিক্রমে মুসলিম সৈন্য রাতবীলের রাজ্যে প্রবেশ করল। তারা তার বহু শহর নগর ও জনপদ দখল করে নিল, সেখানে তারা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাল। সম্রাট রাতবীল আক্রমণ সামলাতে না পেরে পেছনে সরে গেল। সে অনবরত পেছনে সরে যেতে লাগল। সে তাদের প্রধান শহরের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল। এমনকি তাদের অবস্থান তখন শহর থেকে মাত্র ১৮ ফারসাখ (৫৪ মাইল) দূরে। মুসলমানদের ভয়ে তূর্কীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। হঠাৎ পরিস্থিতির মোড় ঘুরে গেল। তূর্কীরা মুসলমানদের সামনে পেছনে সকল রাস্তা বন্ধ করে দিল। তাদের যাতায়াত সংকটজনক করে দিল। এ মুহূর্তে সকল মুসলমান ধরে নিল যে, মৃত্যু তাদের জন্যে অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে মুসলিম সেনাপতি উবায়দুল্লাহ্ রাতবীলের প্রতি সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন। তার প্রস্তাব ছিল যে, রাতবীলকে তারা ৭ লক্ষ দিরহাম পরিশোধ করবে এবং মুসলমানদের বের হবার পথ খুলে দিবে। সে পথে মুসলমানগণ বের হয়ে নিজ দেশে ফিরে যাবে।

কিন্তু এই মুহূর্তে শুরায়হ ইব্ন হানী (রা) মুসলমানদেরকে আপোষ মীমাংসা প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেন। তিনি ছিলেন একজন সাহাবী এবং হযরত আলী (রা)-এর বয়োবৃদ্ধ সাথী। তিনি তখন কূফী সৈন্যদের সম্মুখভাগে অবস্থান করছিলেন। তাঁর আহ্বানে মুসলিম সৈনিকগণ সাড়া দিল, তারা বীর বিক্রমে তীর নিক্ষেপ, তরবারি পরিচালনা এবং বর্শা ছোঁড়ার মাধ্যমে তূর্কী সৈনিকদের উপর আক্রমণ চালাল। সেনাপতি উবায়দুল্লাহ্ সাহাবী শুরায়হ ইব্ন হানী (রা)-কে এই যুদ্ধ পরিচালনায় বারণ করেছিলেন; কিন্তু তিনি বিরত থাকেননি। বীর-সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী কতক লোক তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হন। তাদের সাথে হযরত শুরায়হ ইব্ন হানী (রা) তূর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগলেন। অবশেষে অধিকাংশ মুসলমান নিহত হল। মহান আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কথিত আছে যে, হযরত শুরায়হ (রা) যুদ্ধ চলাকালে নিম্নলিখিত রণ-সঙ্গীত আবৃত্তি করেছিলেন–

أَصْبَحْتُ ذَابَثِّ أُقَاسِي الْكِبَرَا * قَدْ عِشْتُ بَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَعْصُرَا

আমি এখন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছি। বার্ধক্যের কষ্ট ভোগ করছি। আমি তো মুশরিকদের সমাজে বহুকাল অতিবাহিত করেছি।

ثُمَّ أَدْرَكْتُ النَّبِيَّ الْمُنْذِرَا * وَ بَعْدَهُ صِدِّيْقَهُ وَ عُمَرَا

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ পেয়েছি। তাঁরপরে সিদ্দীক-ই-আকবর (রা) এবং হযরত উমারের (রা) শাসনকালও পেয়েছি।

وَيَوْمَ مِهْرَانَ وَيَوْمَ تُسْتَرَا * وَالْجَمْعَ فِيْ صِفِّيْنِهِمْ وَالنَّهْرَا

আমি মেহরানের যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তুসতরের যুদ্ধেও ছিলাম। সিফ্ফীন এবং নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধেও আমি শরীক ছিলাম।

هَيْهَاتَ مَا أَطْوَلَ هٰذَا عُمُرَا

হায়, এই জীবন কতোই না দীর্ঘ!

এরপর তিনি যুদ্ধ শুরু করলেন এবং শহীদ হলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

তাঁর বহু সাথী ওই যুদ্ধে মারা গিয়েছে। এরপর যারা বের হতে চেয়েছে তারা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বাকরা এর সাথে রাতবীলের এলাকা থেকে বেরিয়ে আসে। এদের সংখ্যা ছিল খুব কম। এই পরাজয়ের সংবাদ হাজ্জাজের নিকট পৌঁছে যায়। সে ভাল মন্দ সব মেনে নেয়। এবং খলীফা আবদুল মালিককে তা অবহিত করে। এ প্রসঙ্গে বুতবীলের বিরুদ্ধে নতুন অভিযান প্রেরণ করার বিষয় পরামর্শ চায়, হাজ্জাজের চিঠি যখন খলীফা আবদুল মালিকের নিকট পৌঁছে তখন তিনি হাজ্জাজের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে সেনা প্রেরণের নির্দেশ দেন, এবং খুব তাড়াতাড়ি অভিযান পরিচালনার আদেশ দেন। হাজ্জাজের নিকট চিঠি পৌঁছার পর অবিলম্বে হাজ্জাজ সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। সে বহু সৈন্যের এক বিশাল যোদ্ধা দল গঠন করে। পরবর্তী বৎসরের আলোচনায় আমরা এটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করব।

কেউ কেউ বলেছেন, রাতবীলের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে হযরত শুরায়হ ইব্‌ন হানী (রা)-এর সাথে প্রায় ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈনিক নিহত হয়। সে মুহূর্তে একটি রুটি বিক্রি হয়েছিল এক দীনারে। মুসলিম যোদ্ধাগণ ভীষণ কষ্ট ভোগ করেছে। তাদের বহু লোক অনাহারে মারা গেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন। অবশ্য মুসলমানগণ বহু তুর্কী সৈন্যকে হত্যা করেছিল। ওই যুদ্ধে মুসলমানদের দ্বিগুণ তুর্কী সৈন্য নিহত হয়েছিল।

কথিত আছে যে, এই সনে বিচারপতি কাযী শুরায়হ উক্ত পদে ইস্তিফা দিয়েছিলেন। হাজ্জাজ তাঁর ইস্তিফা গ্রহণ করে তাঁকে ওই পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করে। ওই পদে আবূ বুরদাহ ইব্‌ন আবূ মূসা আশআরীকে নিয়োগ দেওয়া হয়, গত সনে অর্থাৎ ৭৮ হিজরী সনের আলোচনায় বিচারপতি শুরায়হ এর জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ওয়াকিদী, আবূ মাশার ও অন্যান্য ইতিহাসবিদ বলেছেন যে, এই সনে হজ্জে নেতৃত্ব দিয়েছেন আবান ইব্‌ন উছমান (রা)। তিনি তখন মদীনা শরীফের শাসনকর্তা। খারিজী নেতা, আবূ নুআমাহ কাতারী ইব্‌ন ফুজাআ তামীমী এই সনে নিহত হয়, সে একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহসী, বীর ও সুপুরুষ ছিল। কথিত আছে যে, সে ২০ বৎসর যাবত এমন ছিল যে, তার ভক্ত ও অনুসারীগণ তাকে খলীফা জ্ঞানে সালাম দিত। হাজ্জাজের নিযুক্ত সেনাপতি মুহাল্লাবের সৈন্যদের সাথে তার বহু যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। এই বিষয়ে কিছু আলোচনা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

তার আবির্ভাব ঘটেছিল হযরত মুসআব ইব্‌ন যুবায়রের (রা) সময়ে। সে বহু রাজ্য ও সেনাছাউনি দখল করে নিয়েছিল। তার এ সকল ঘটনা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে। এক পর্যায়ে বিশাল এক সেনাদল প্রেরণ করা হয়েছিল তাকে শায়েস্তা করার জন্যে। কিন্তু সে ওই সেনাদলকে পরাজিত করে।

কথিত আছে যে, একদিন এক হারূরী লোক কাতারীর উপর আক্রমণ করার জন্যে এগিয়ে যায়, কাতারী তখন একটি দুর্বল ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট। তার হাতে ছিল লোহার একটি রড, হারূরী লোকটি কাতারীর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে। কাতারী তার মুখের পর্দা সরিয়ে ফেলে। তার মুখ দেখেই হারূরী ভয়ে দৌড়াতে থাকে, পালাতে থাকে। কাতারী ডেকে ডেকে বলছিল. ওহে যাচ্ছ কোথায় ? শুধু মুখ দেখেই মার-পিট আঘাতের স্বাদ না নিয়েই দৌড়াচ্ছ, লজ্জা করছে না ? উত্তরে ওই লোক বলছিল, আপনার মত লোক দেখে পালানোতে কেউ লজ্জাবোধ করবে না।

শেষ পর্যায়ে সুফয়ান ইব্‌ন আবরাদ কালবী একটি সেনাবহর নিয়ে কাতারীর মুকাবিলা করার জন্যে গমন করে, তাবারিস্তানে উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, কাতারীকে নিয়ে তার ঘোড়া পায়ে হোঁচট খায়। ঘোড়ার পা পিছলে যায়। কাতারী ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যায়। অবিলম্বে হাজ্জাজ বাহিনী কাতারীকে সম্মিলিত আঘাত করে। তারা তাকে হত্যা করে, তার মাথা হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়ে দেয়। কেউ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কাতারীকে হত্যা করেছিল তার নাম সাওদাহ ইব্‌ন হুরর দারামী। কাতারী একই সাথে সাহসী যোদ্ধা, আরব বাগ্মী, স্পষ্ট ভাষী ও ভাল কবি ছিল। তার উচ্চমানের কবিতার একটি এই ঃ

أَقُوْلُ لَهَا وَقَدْ طَارَتْ شُعَاعًا * مِنَ الْأَبْطَالِ وَيْحَكِ لَنْ تَرَاعِىْ

আমি আমার আত্মাকে বললাম, শত্রুপক্ষীয় বীরদের ভয়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, ধুত্তুরী ভয় পেয়ো না।

فَاِنَّكِ لَوْ طَلَبْتِ بَقَاءَ يَوْمٍ * عَلَى الْأَجَلِ الَّذِىْ لَكِ لَمْ تُطَاعِىْ

তোমার নির্ধারিত আয়ুর উপর যদি একদিনও বেশী তুমি থাকতে চাও, তোমাকে তা দেয়া হবে না।

فَصَبْرًا فِىْ مَجَالِ الْمَوْتِ صَبْرًا * فَمَا نَيْلُ الْخُلُوْدِ بِمُسْتَطَاعِ

সুতরাং মৃত্যু-ঝঞ্ঝার মধ্যে তোমাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে, শুধুই ধৈর্যধারণ, কারণ, চিরস্থায়িত্ব তুমি তো পাবে না।

وَلاَ ثَوْبُ الْحَيٰوةِ بِثَوْبِ عِزٍّ * فَيُطْوٰى عَنْ اَخِرالْخَنْعِ وَالْيَرَعِ

এবং ইয্‌যতের জামা দিয়ে জীবনের জামা পাওয়া যায় না। যে কাপুরুষ ও লাঞ্ছিত জন থেকে ওই জামা গুটিয়ে নেয়া হবে।

سَبِيْلُ الْمَوْتِ غَايَةُ كُلِّ حَيٍّ * وَدَاعِيْهِ لاَصْلِ الْاَرْضِ دَاعِ

মৃত্যুর পথই সকল জীবের চূড়ান্ত সীমা। সুতরাং পৃথিবীবাসীকে মৃত্যুর দিকে আহ্বান কারী-ই হলো প্রকৃত আহ্বানকারী।

فَمَنْ لاَ يَعْتَبِطْ يَسْأَمْ وَيَهْرَمْ * وَتَسْلِمُهُ الْمَنُوْنُ اِلَى انْقِطَاعِ

যে ব্যক্তির কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হবে না, সে বৃদ্ধ হবে– জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়বে। এবং স্বাভাবিক মৃত্যু তাকে বিচ্ছেদের হাতে সোপর্দ করবে।

وَمَا لِلْمَرْءِ خَيْرٌ فِىْ حَيَاةٍ * اِذَا مَاعُدَّ مِنْ سَقْطِ الْمَتَاعِ

মানুষের জীবন যদি জড় পদার্থের ন্যায় স্থবির হয়ে পড়ে, তবে সেই জীবনে কোন কল্যাণ নেই। উল্লেখ্য যে, দিওয়ান-ই-হাম্মাসা-এর গ্রন্থকার এই কবিতা উদ্ধৃত করেছেন এবং ইব্‌ন খাল্লিকান এটিকে খুব সুন্দর কবিতা বলে মন্তব্য করেছেন।

৭৯ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয়

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বাকরা এই সনে ইন্তিকাল করেন। তুর্কী সম্রাট রাতবীলের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনা অভিযানে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ওই অভিযানে শুরায়হ ইব্ন হানী (রা)-এর অনুকরণে বহু মুসলিম সৈন্য নিহত হয়। এটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

বলা হয়ে থাকে যে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকরা একদিন হাজ্জাজের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি সীলমোহর। হাজ্জাজ বলল, এই সীলমোহর দিয়ে কতটি সীল মেরেছেন ? উবায়দুল্লাহ্ বললেন, ৪ কোটি দীনারে সীল মেরেছি। হাজ্জাজ বলল, ওই মুদ্রাগুলো কোন কাজে ব্যয় করেছেন ? তিনি বললেন, ভাল কাজে, বিপদগ্রস্তদের সাহায্যে, সদাচরণকারীদের প্রতিদানে এবং অসহায়দের বিবাহ দানে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, একদিন উবায়দুল্লাহ্ প্রচণ্ড পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। তখন এক স্ত্রীলোক তাঁকে এক কলসী ঠাণ্ডা পানি বের করে দেয়। এতে খুশী হয়ে তিনি স্ত্রীলোকটিকে ৩০ হাজার দিরহাম পুরস্কার প্রদান করেন।

কথিত আছে যে, একদিন কেউ একজন এক মজলিসে তাঁকে একটি সেবক ও একটি সেবিকা উপহার দেয়। ওই মজলিসে তাঁর অনেক ভক্ত-অনুরাগী উপস্থিত ছিল। তাঁর জনৈক সাথীকে ডেকে বললেন, এই সেবক-সেবিকা তুমি নিয়ে যাও। এরপর তিনি ভেবে দেখলেন এবং মনে মনে বললেন, হায় আল্লাহ্, সভার সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে অন্যজনের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া তো জঘন্য কৃপণতা এবং নিকৃষ্ট অভদ্রতা। এরপর তিনি তাঁর খাদেমকে বললেন, উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যকে একটি সেবক ও একটি সেবিকা দিয়ে দাও। পরে হিসেব করে দেখা গেল যে, মোট ৮০টি সেবক ও ৮০টি সেবিকা সেদিন সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বাকরা "বুস্তা" নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। কেউ বলেছেন, তাঁর ওফাত হয়েছে 'যারাখ' নামক স্থানে। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৮০ হিজরী সন

এই সনে মক্কা শরীফে সর্বনাশা বন্যা ও প্লাবণ হয়। বন্যার পানি যতটুকু পৌঁছে তাতে যা কিছু পায় তার সব কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই সর্বগ্রাসী বন্যা উষ্ট্রপাল এবং সেগুলোর পিঠে রাখা মালামালসহ সেগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নারী-পুরুষ কেউই বন্যার হাত থেকে উটগুলোকে রক্ষা করতে পারেনি। বন্যার পানি সে সময়ে হাজূন পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। বহু মানুষ তখন বন্যার পানিতে ডুবে মারা যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, ওই বন্যার পানি এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফ তথা কা'বা গৃহকে ডুবিয়ে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর ওয়াকিদী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এই বছর বসরাতে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। তবে প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, বসরাতে মহামারীরূপে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল ৬৯ হিজরী সনে। এই সনে সেনাপতি মুহাল্লাব একটি খাল খনন করেছিলেন এবং দীর্ঘ দু'বৎসর তুর্কীদের মুকাবিলায় কাশ্শ নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ে তুর্কীদের সাথে বহু সংঘর্ষ হয়েছে, যা উল্লেখ করলে বর্ণনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

এই মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে মুহাল্লাবের নিকট ইব্‌ন আশআছের একটি চিঠি এসে পৌঁছে। তার বিষয়বস্তু এই ছিল যে, ইব্‌ন আশআদ তাঁকে শাসনকর্তা হাজ্জাজের আনুগত্য ত্যাগ করার কথা ব্যক্ত করেন। মুহাল্লাব ওই চিঠি যেমন ছিল তেমন হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়ে দেন। হাজ্জাজ চিঠি পাঠ করে। এই প্রেক্ষাপটে হাজ্জাজ ও ইব্‌ন আশআদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার বিবরণ পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

এই ৮০ সনে হাজ্জাজ কূফা ও বসরার নাগরিক সমন্বয়ে এক বিশাল সেনাদল গঠন করে সেটিকে তূর্কী সম্রাট রাতবীলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। পূর্ববর্তী বৎসরে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বাকরার অধীনস্থ সেনা সদস্যদেরকে হত্যা করে রাতবীল যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে এই সেনাদল গঠন ও প্রেরণ করা হয়েছিল। এই সেনাদলে সর্বমোট ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) সেনা সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তার মধ্যে ২০,০০০ কূফার নাগরিক এবং ২০,০০০ বসরার নাগরিক। সম্মিলিত এই বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয় আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আশআছকে। বস্তুতঃ হাজ্জাজ তাকে ভাল চোখে দেখত না, এমনকি হাজ্জাজ এই মন্তব্যও করেছিল যে, যখনই সে আমার নজরে পড়েছে তখনই আমার মনে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা জেগেছে। একদিন ইব্‌ন আশআছ হাজ্জাজের নিকট উপস্থিত হলেন। সেখানে আমির শা'বী উপস্থিত ছিলেন। হাজ্জাজ তখন শা'বীকে বলেছিল, আমি তার চলার ঢং দেখছি, আল্লাহ্‌র কসম আমার মন চায় যে, আমি তাকে খুন করে ফেলি, আমির শা'বী কথাটি গোপনে ইব্‌ন আশআছকে জানিয়ে দেন। উত্তরে উব্‌ন আশআছ বলেন, আমিও তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করি, সময় সুযোগ পেলে আমি তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দিব।

মোদ্দাকথা, বহু পরিশ্রমের বিনিময়ে হাজ্জাজ এই যোদ্ধা দল গঠন করে এবং ব্যক্তিগতভাবে ওদের তদারকি করে। ওদের পেছনে বহু অর্থকড়ি ব্যয় করে। তাদেরকে প্রচুর ভাতা ও উপঢৌকন দেয়। তাদের সেনাপতি কাকে নিয়োগ করবে এ বিষয়ে তার ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ছিল। শেষ পর্যন্ত ইব্‌নুল আশআছকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করল। সে তাকে সবার সম্মুখে নিয়ে দাঁড় করাল। তার চাচা ইসমাঈল ইব্‌ন আশআছ হাজ্জাজের নিকট এসে বলল, আপনি তো কাজটি ভাল করেননি। আমার তো মনে হয় সারাত সেতু পার হলেই আপনার নিযুক্ত সেনাপতি আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। হাজ্জাজ বলল, না, তেমনটি হবে না। সে তো আমার বন্ধু। সে আমার বিরোধিতা করবে কিংবা আমার আনুগত্য ত্যাগ করবে এমন আশংকা আমি করি না। সে ইব্‌নুল আশআছকে সেনাপতি নিয়োগ করতঃ অভিযানে পাঠিয়ে দেয়।

ইব্‌নুল আশআছ সেনাদল নিয়ে রাতবীলের রাজ্যের দিকে যাত্রা করেন। বিশাল সেনাদল নিয়ে ইব্‌নুল আশআছের অভিযানের সংবাদ পেয়ে রাতবীল ভীষণভাবে ভয় পেয়ে যায়। সে পূর্ববর্তী বৎসরে তার দেশে মুসলমানদের দুঃখজনক পরিণামের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা ও দুঃখ প্রকাশ করে। সে একথাও বলে যে, সে নিজেও এমন পরিস্থিতি কামনা করেনি। বরং মুসলমানরাই তাকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

এই যাত্রায় রাতবীল ইব্‌নুল আশআছকে সন্ধি-প্রস্তাব দিয়েছিল এবং মুসলমানদের নিকট খাজনা পরিশোধের দায় নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। ইব্‌নুল আশ্‌আছ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। রাতবীলের রাজ্যে প্রবেশ ও সেটি দখল করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

অগত্যা রাতবীল সৈন্য সমাবেশ ঘটাল এবং মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিল। ইব্‌নুল আশ্‌আছ বীর বিক্রমে গ্রাম-নগর, শহর-বন্দর ও সেনা ছাউনি দখল করে এগিয়ে

যাচ্ছিলেন। যখনই তিনি যে অঞ্চল দখল করেছেন সেখানে তাঁর পক্ষে একজন শাসক নিয়োগ করে যাচ্ছিলেন, আশংকাজনক স্থানে সেনাছাউনি স্থাপন করে আসছিলেন। এই যাত্রায় তিনি রাতবীলের শাসনাধীন বহু শহর নগর দখল করে নেন।

ওদের বহু লোককে তারা বন্দী করে আনেন। গনীমতের মাল হিসেবে বহু ধনসম্পদ হস্তগত করা হয়।

এরপর ইব্নুল আশআছ তাঁর লোকজনকে সম্মুখে অগ্রসর হতে বারণ করেন, বরং তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন যেন তারা বিজিত এলাকা সুন্দরভাবে আবাদ করে, সেখানকার ফলমূল ও শস্য ইত্যাদি ভোগ করে নিজেরা কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে।

অতঃপর পরবর্তী বৎসরে পুনরায় শত্রুর উপর আক্রমণ চালাবে। শহরের পর শহর নগর দখল করতে করতে পৌঁছে যাবে তাদের বড় শহরে। ঘেরাও করে ফেলবে রাতবীল ও তার সৈন্যদেরকে। হস্তগত করবে ওদের তাবৎ ধনসম্পদ এবং হত্যা করবে ওদের যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিবর্গকে। এই ছিল ইব্নুল আশআছের আপাততঃ পরিকল্পনা ও কর্মসূচী।

সেনাপতি ইব্ন আশআছ এই পরিকল্পনার কথা লিখিতভাবে জানান শাসনকর্তা হাজ্জাজকে। ইতোমধ্যে অর্জিত সাফল্য ও বিজয়ের কথাও তাকে অবগত করেন।

কেউ কেউ বলেন যে, হাজ্জাজ ইতোমধ্যে হিময়ান ইব্ন আদী সাদূসীকে সশস্ত্র অবস্থায় কিরমান প্রেরণ করে যাতে সে প্রয়োজনে সিজিস্তান ও সিন্ধুর শাসনকর্তাদ্বয়কে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু হিময়ান ও তার সাথীরা অবিলম্বে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ওদেরকে দমন করার জন্যে হাজ্জাজ সেনাপতি ইব্ন আশআছকে প্রেরণ করে। তিনি হিময়ানও তার সাথীদেরকে পরাজিত করেন। অতঃপর ইব্ন আশআছ ওখানেই অবস্থান করছিলেন, ইতোমধ্যে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বাকরা-এর ইন্তিকাল হয়। হাজ্জাজ ইব্ন আশআছকে উবায়দুল্লাহ্-এর স্থলে সিজিস্তানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে। নিয়মিত ভাতার অতিরিক্ত দুলক্ষ দিরহাম ব্যয় করে। একটি সুসজ্জিত ও সুদক্ষ সেনাদল গঠন করে হাজ্জাজ তাদেরকে ইব্ন আশআছের নিকট পাঠায়। এই বাহিনী ময়ূর বাহিনী নামে পরিচিত। সে ইব্ন আশআছকে রাতবীলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেয়। ফলে ইব্ন আশআছ হাজ্জাজের আনুগত্য ত্যাগ করা সংক্রান্ত চিঠি পাঠান সেনাপতি মুহাল্লাবের নিকট। ওয়াকিদী ও আবূ মা'শার বর্ণনা করেন যে, এই সনে হজ্জে নেতৃত্ব দিয়েছেন আবান ইব্ন উছমান (রা)। অন্যরা বলেছেন, না, এই বৎসর বরং হজ্জে নেতৃত্ব দিয়েছেন সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক। এই সনে সাইফা অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক। মদীনা শরীফের শাসনকর্তা আবান ইব্ন উছমান (রা)। পূর্বাঞ্চলীয় সকল এলাকার শাসনকর্তা ছিল হাজ্জাজ। কূফার বিচারকের পদে আবূ বুরদাহ্ ইব্ন আবূ মূসা এবং বসরার বিচারকের পদে কর্মরত ছিলেন মূসা ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক (রা)।

৮০ হিজরী সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

হযরত উমারের (রা) আযাদকৃত দাস আসলাম (র)

তিনি হলেন আবূ যায়দ ইব্ন আসলাম। তিনি "আয়নুন নাহ্র" যুদ্ধে বন্দী হওয়া লোকের বংশধর। ১১ সনে হজ্জ করতে গিয়ে হযরত উমার (রা) তাঁকে মক্কা শরীফ থেকে কিনে

আনেন। ১১৪ বৎসর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। তিনি হযরত উমার (রা) থেকে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত উমারের (রা) সমসাময়িক অন্যান্য লোকদের থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বহু প্রশংসাযোগ্য কীর্তি রয়েছে।

জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (রা)

৮০ হিজরী সনে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র ইব্‌ন মালিক হাযরামী (রা)। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন এবং তাঁর বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সিরিয়ার নামজাদা আলিম ও জ্ঞানী লোকদের অন্যতম ছিলেন। ইবাদত বন্দেগী এবং জ্ঞান অর্জনে তাঁর খুব প্রসিদ্ধি ছিল। ১২০ বৎসর বয়সে তিনি সিরিয়াতে ইন্‌তিকাল করেন। অবশ্য কেউ বলেছেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ১২০ বৎসরের কম ছিল। আবার কেউ বলেছেন তার চাইতে বেশী ছিল।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)

৮০ সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের অন্যতম হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। তাঁর জন্ম হয়েছিল আবিসিনিয়ায়, তাঁর মাতা হযরত আসমা বিনত উমায়স (রা)। বানূ হাশিম গোত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছেন এমন লোকদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ ওফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। মূতার যুদ্ধে তাঁর বাবা হযরত জা'ফর (রা) শহীদ হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সশরীরে তাঁর মায়ের নিকট এসে বললেন, আমার ভাতিজাদেরকে আমার নিকট নিয়ে আসুন। তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আনা হলো। তখন তাঁরা ছোট্ট ছোট্ট পাখীর বাচ্চার ন্যায়। তিনি ক্ষৌরকার ডাকতে বললেন। তাঁদের মাথা ন্যাড়া করলেন। তারপর বললেন, اَللّٰهُمَّ اخْلُقْ جَعْفَرًا فِىْ اَهْلِه وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللّٰه فِىْ صَفْقَتِه হে আল্লাহ্! জা'ফর (রা)-এর পরিবারে তার যোগ্য প্রতিনিধি তৈরী করে দিন এবং আবদুল্লাহ্-এর ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দান করুন। আবদুল্লাহ্-এর মাতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। এবং তাঁকে জানালেন যে, তাঁদের নিকট অর্থকড়ি খাদ্যদ্রব্য কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওদের পিতার পরিবর্তে আমি আছি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (র) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র দু'জনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত করেছিলেন তাদের বয়স তখন মাত্র সাত বৎসর। তাঁরা দু'জন ব্যতীত অন্য কারো ভাগ্যে এই সুযোগ ঘটেনি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা) অসাধারণ দাতা ও দানশীল ছিলেন। তিনি প্রচুর দান দক্ষিণা ও উপহার উপঢৌকন প্রদান করতেন। একবার তিনি একসাথে ২০,০০০০০ (বিশ লক্ষ দিরহাম দান করেছিলেন। অন্য এক সময়ে একজনকে দিয়ে দিয়েছেন ৬০ (ষাট) হাজার দিরহাম। অপর এক সময় এক ব্যক্তিকে দান করেছিলেন ৪ হাজার দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা। এক সময় এক লোক মদীনা শরীফে বিক্রয়ের জন্য ইক্ষু নিয়ে এসেছিল লোকজন সেগুলো ক্রয়ে আগ্রহী হয়নি। কেউ সেগুলো ক্রয় করেনি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর তাঁর ম্যানেজারকে বললেন, নগদ টাকায় ওই ইক্ষু কিনে নাও এবং লোকজনের মধ্যে সেগুলো বিলিয়ে দাও।

কথিত আছে যে, আমীর মুআবিয়া যখন হজ্জে গিয়েছিলেন, তখন মারওয়ানের বাড়ীতে উঠেছিলেন এবং একদিন তার নিরাপত্তা প্রহরীকে বললেন, দেখ তো দরযায় হযরত হাসান কিংবা হুসায়ন কিংবা আবূ জা'ফর কিংবা অমুক-অমুককে পাও কিনা ? তিনি আরো কয়েকজনের নাম বলে দিলেন। প্রহরী বের হলো। ফিরে এসে বলল, না, কাউকেই দেখা গেল না। পরে তাঁকে জানানো হলো যে, তাঁরা সকলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরের বাড়ীতে দুপুরের খাবার খেতে বসেছেন। প্রহরী গিয়ে সংবাদটি মুআবিয়াকে জানাল। তিনি বললেন, আমিও তো তাঁদেরই মত একজন। মুআবিয়া (রা) লাঠিটি হাতে নিয়ে তাতে ভর দিয়ে হযরত ইব্ন জা'ফরের (রা) বাড়ীর দরযায় উপস্থিত হলেন। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ভেতরে প্রবেশ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ তাঁকে সবার মাঝখানে বসালেন। মুআবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, জা'ফর পুত্র তোমার খাবার কোথায় ? ইব্ন জা'ফর (রা) বললেন, আপনার যা খাবার আগ্রহ আছে তা আনয়নের নির্দেশ দিন। মুআবিয়া (র) বললেন, আমাকে মগজ খাওয়াবে। ইব্ন জা'ফর (রা) খাদেমকে বললেন, মগজ নিয়ে আস। সে প্লেট ভর্তি মগজ নিয়ে এল। আমীর মুআবিয়া তা খেলেন। এরপর ইব্ন জা'ফর গোলামকে আর এক প্লেট মগজ আনতে নির্দেশ দিলেন। সে মগজভর্তি আরেকটি প্লেট নিয়ে আসে। এভাবে তিন বারে তিন প্লেট মগজ আনা হলো এবং আমীর মুআবিয়া (রা) তা খেলেন। এ আয়োজন দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন, ওহে ইব্ন জা'ফর! প্রচুর দান-সাদাকা না করলে আপনার তৃপ্তি আসে না তাই না ? ভোজন শেষে আমীর মুআবিয়া (রা) ঘর থেকে বের হবার পর তিনি তাঁকে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার দীনার উপহার প্রদানের নির্দেশ দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) আমীর মুআবিয়ার (রা) বন্ধু ছিলেন। প্রতি বৎসর তিনি অন্তত একবার আমীর মুআবিয়া (রা)-এর দরবারে যেতেন। অতঃপর আমীর মুআবিয়া (রা) তাঁকে দশ লক্ষ দিরহাম উপহার স্বরূপ দিতেন এবং তাঁর একশটি প্রয়োজন পূরণ করতেন। আমীর মুআবিয়া (রা) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে পুত্র ইয়াযীদকে এ বিষয়ে ওসিয়াত করে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মেহমানরূপে ইব্ন জা'ফর ইয়াযীদের নিকট উপস্থিত হন। ইয়াযীদ বলল, আমার আব্বা আমীরুল মু'মিনীন মুআবিয়া (রা) আপনাকে প্রতি বৎসর উপহার স্বরূপ কী দিতেন ? ইব্ন জা'ফর বললেন ১০ (দশ) লক্ষ দিরহাম। ইয়াযীদ বলল, আমি তার দ্বিগুণ বৃদ্ধি মনযূর করলাম। অতঃপর ইয়াযীদ তাঁকে ফি বৎসর ২০ (বিশ) লক্ষ দিরহাম উপহার প্রদান করত। এই প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) ইয়াযীদকে বলেছিলেন, এ কথাটি ইতোপূর্বে আমি আপনি ব্যতীত কাউকে বলিনি আর পরবর্তীতেও কাউকে বলব না। উত্তরে ইয়াযীদ বলল, এ পরিমাণ উপহার আমার পূর্বে কেউ আপনাকে দেয়নি আর পরবর্তীতেও কেউ দিবে না।

কেউ কেউ বলেছেন যে, ইব্ন জা'ফরের একটি দাসী ছিল। সে ভাল গান গাইতে পারত। তার নাম ছিল আম্বারাহ। তিনি ওই দাসীকে খুবই ভালবাসতেন। একদিন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হয়। দাসীটি তখন গান গাইছিল। তার গান শুনে ইয়াযীদের মনে তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, কিন্তু ইব্ন জা'ফরের নিকট ওই দাসী চাওয়ার সাহস তার ছিল না। কিন্তু তার মনে দাসীর প্রতি আকর্ষণ থেকেই যায়, এবং তা বরাবর বাড়তেই থাকে। ইতোমধ্যে তার পিতা মুআবিয়া (রা) মারা যান। এ সময়ে ইয়াযীদ ওই দাসীটির সম্পর্কে খোঁজখবর জানার জন্য গোপনে একজন লোক পাঠায়। লোকটি মদীনা শরীফ আগমন করে এবং ইব্ন জা'ফর (রা)-এর বাড়ীর কাছাকাছি অবস্থান করতে থাকে। সে তাঁর নিকট প্রচুর হাদিয়া-তোহফা নিয়ে যায়, তাঁর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে সে দাসীটি হস্তগত করে এবং সেটিকে ইয়াযীদের নিকট নিয়ে আসে।

হযরত হাসান বসরী (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা)-কে গান-বাজনা শ্রবণ এবং গায়িকা ক্রয়ের জন্যে মন্দ বলতেন, তার সমালোচনা করতেন। তিনি বলতেন হায়, এসব অপকর্ম করেও তার তৃপ্তি হয় না। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশধর এক মেয়েকে সে হাজ্জাজের সাথে বিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে হাজ্জাজ বলত যে, আমি তো ওই মেয়েকে বিয়ে করেছি আবূ তালিবের বংশকে অপমান করার জন্যে। কথিত আছে যে, হাজ্জাজ ওই মেয়ের সাথে মিলিত হতে পারেনি। আবদুল মালিক ওই মেয়েকে তালাক দেয়ার জন্যে তাকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে সে তাঁকে তালাক দেয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) তাঁর সনদে সর্বমোট ১৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ ইদরীস খাওলানী (র)

৮০ সনে যাঁরা ইনতিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন আবূ ইদরীস খাওলানী। তাঁর নাম আইযুল্লাহ্ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্। তাঁর বহু সুকীর্তি ও গৌরবজনক কর্মকাণ্ড রয়েছে। তিনি প্রায়ই বলতেন যে, ময়লা কাপড়ে আবৃত পরিচ্ছন্ন অন্তর পরিষ্কার কাপড়ে ঢাকা নোংরা অন্তরের চাইতে অনেক ভাল। তিনি দামেশকের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আল তাকমীল গ্রন্থে আমরা তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছি।

মা'বাদ আল জুহানী কাদ্‌রী

এই সনে মা'বাদ জুহানী মারা যায়। তার বংশ পরিচয়ে কেউ কেউ বলেছেন, মা'বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলীম। সে– لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ –তোমরা মৃত প্রাণী থেকে কোন কল্যাণ অর্জন করো না। না তার চামড়া থেকে আর না তার শিরা-উপশিরা ও রগ থেকে– এই হাদীসের বর্ণনাকারী। তবে বংশ পরিচয় সম্পর্কে আরো নানা মন্তব্য রয়েছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন উমার (রা), মুআবিয়া (রা), ইমরান ইব্ন হুসায়ন ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস শুনেছে ও বর্ণনা করেছে। সিফ্ফীন যুদ্ধের মীমাংসা দিবসে সে উপস্থিত ছিল। এ প্রসেঙ্গ সে আবূ মূসাকে (রা) কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এবং তাঁকে উপদেশ দেয়। এরপর সে আমর ইব্ন আস (রা)-এর সাথে মিলিত হয়। সে তাঁকেও উপদেশ দেয়। এ প্রসঙ্গে আমর ইব্নুল আস (রা) তাকে বলেছিলেন, ওহে জুহায়না গোত্রের ছাগল! গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয় সম্পর্কে জানবার মত যোগ্যতা তো তোর নেই। কোন সত্য তোর কল্যাণ করবে না কোন অসত্য তোর ক্ষতি করবে না। এটি তার সম্পর্কে হযরত আমর ইব্নুল আসেরও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ। এ জন্যে সেই হলো প্রথম ব্যক্তি যে তাকদীর সম্পর্কে অসত্য ও ভুল বক্তব্য রাখে।

কেউ কেউ বলেন যে, মা'বাদ আল জুহানী এই মতবাদ গ্রহণ করেছিল জনৈক খৃস্টান থেকে। খৃস্টান লোকটির নাম ছিল সূস। সে ইরাকে বসবাস করত। আর গায়লান কাদরিয়া মতবাদ গ্রহণ করেছে মা'বাদ আল জুহানী থেকে। মা'বাদ মূলতঃ একজন ইবাদতকারী ও পরহেযগার লোক ছিল। ইব্ন মাঈন প্রমুখ হাদীস বর্ণনায় তাকে আস্থাভাজন বলে চিহ্নিত করেছেন।

হাসান বসরী (র) বলেন, তোমরা মা'বাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে। কারণ, সে নিজে পথভ্রষ্ট-বিভ্রান্ত এবং অন্যকে বিভ্রান্তকারী। ইব্ন আশআছের সাথী হয়ে যারা কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল মা'বাদ তাদের দলে ছিল। এ জন্যে ধরা পড়ার পর শাসনকর্তা হাজ্জাজ তাকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে। এরপর তাকে হত্যা করে। কিন্তু সাঈদ ইব্ন উফায়র বলেছেন যে, খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ৮০ সনে তাকে দামেশ্‌কে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করেন। খলীফা ইব্ন খাইয়াত বলেছেন, ৯০ সনের পূর্বে মা'বাদের মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ই

ভাল জানেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, আবদুল মালিক তাকে হত্যা করেছেন– এই কথাটি অধিকতর সত্য। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৮১ হিজরী সন

এই সনে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের পুত্র উবায়দুল্লাহ্ কালিকলা রাজ্য জয় করে। এবং এই যুদ্ধে মুসলমানগণ বহু গনীমতের মাল অর্জন করে। এই সনে বুকায়র ইব্ন বিশাহ নিহত হয়। বুজায়র ইব্ন ওয়ারকা সারিমী তাকে হত্যা করে। বুকায়র একজন নামকরা সাহসী শাসনকর্তা ছিল। এরপর বুকায়র হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার লক্ষ্যে তার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি প্রস্তুত হয়। তার নাম সা'সা'আ ইব্ন হারব আওফী সারিমী। সে বুকায়রের হত্যাকারী বুজায়র ইব্ন ওয়ারকাকে হত্যা করে। বুজায়র তখন সেনাপতি মুহাল্লাবের পাশে বসা ছিল। সা'সা'আ তাকে খঞ্জরের আঘাত করে। বুজায়র গুরুতর আহত হয়। তাকে সেখান থেকে তার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়; তখন তার অবস্থা শেষ পর্যায়ে। মুহাল্লাব সা'সা'আকে গ্রেপ্তার করেন। তারপর তাকে আহত বুজায়রের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে বুজায়র বলল, ওর মাথাটা আমার পায়ের নিকট চেপে ধর। লোকজন তাই করল। মুমূর্ষু বুজায়র তার বর্শা দিয়ে সা'সা'আকে খোঁচা মারে এবং তাকে হত্যা করে। আর অবিলম্বে বুজায়রও মারা যায়। আনাস ইব্ন তারিক বুজায়রকে বলেছিল সা'সা'আকে ছেড়ে দাও, ওকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, তুমি বুকায়রকে হত্যা করেছ বলে সে তোমাকে আঘাত করেছে। কিন্তু সে বলল, না, তা হবে না। সে যতক্ষণ জীবিত থাকবে ততক্ষণ আমার মৃত্যু হবে না। এরপর সে সা'সা'আকে হত্যা করে। কেউ কেউ বলেছেন যে, বুজায়রের মৃত্যুর পর সা'সাআকে হত্যা করা হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইবনুল আশআছের বিদ্রোহ

আবূ মিখনাফ বলেন যে, এই ৮১ হিজরী সালে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়। ওয়াকিদী বলেন, এই বিশৃংখলা শুরু হয় ৮২ সনে। ইব্ন জারীর এটিকে ৮১ সনের ঘটনা হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই আমরা এটিকে এই সনে উল্লেখ করছি।

এই ফিতনা ও বিশৃংখলার মূল কারণ এই ছিল যে, শাসনকর্তা হাজ্জাজ সেনাপতি ইব্নুল আশআছকে ঘৃণা করত। ইব্নুল আশআছ তা বুঝতেন কিন্তু বিচক্ষণতা হেতু সেটি প্রকাশ করতেন না। বরং মনে মনে তার প্রতিশোধ স্পৃহা লালন করতেন। তিনি হাজ্জাজের পদচ্যুতি কামনা করত। হাজ্জাজ তাঁকে এক বিশাল সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিল। ওই সেনাদল প্রেরণ করা হয়েছিল তুর্কী বিরোধী অভিযানে। ইতিপূর্বে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। হাজ্জাজ তাকে তূর্কী সম্রাট রাতবীলের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিল। ইব্নুল আশআছ অগ্রসর হয় এবং অনেক তুর্কী শহর নগর দখল করে নেন। এরপর তিনি তাঁর অনুগামী সৈনিকদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, এই বৎসর তারা এখানে অবস্থান করে বিশ্রাম নিবে এবং শক্তি বৃদ্ধি করবে। পরবর্তী বৎসর পুনরায় অভিযান চালিয়ে তুর্কী রাজধানীসহ সকল নগর জনপদ দখল করে নিবে।

ইব্নুল আশআছ তার এই পরিকল্পনার কথা হাজ্জাজকে লিখে জানান। হাজ্জাজ ফিরতি চিঠিতে তার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তকে উদ্ভট ও অবাস্তব আখ্যায়িত করে। সে ইব্নুল আশআছকে একজন নির্বোধ, ভীতু ও কাপুরুষ আখ্যায়িত করে দোষারোপ করে। সে তাকে যুদ্ধ বিমুখ বলে অপবাদ দেয়। এবং অবিলম্বে অবশ্যই রাতবীলের রাজ্যে প্রবেশের নির্দেশ দেয়। এই চিঠি পাঠানোর পর হাজ্জাজ অবিলম্বে ২য় এবং তারপর ৩য় চিঠি পাঠিয়ে অভিযানে বের হবার তাগিদ দেয়।

হাজ্জাজ তাকে এই ভাষায় চিঠি লিখে, হে তাঁতীর বাচ্চা! গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক, সত্যত্যাগী! শত্রু-রাজ্য আক্রমণ ও তা লুটপাটের যে নির্দেশ আমি তোকে দিয়েছি শীঘ্রই তা পালন করবি নতুবা তোর নিজের উপর এমন বিপদ আসবে যা সইবার ক্ষমতা তোর নেই।

মূলতঃ হাজ্জাজ সব সময়ই ইবনুল আশআছকে ঘৃণা করত। তাকে আহমক, হিংসুক ইত্যাদি বলে গালি দিত। তার পিতা হযরত উছমানের জামা কাপড় খুলে ফেলেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল বলে তিরস্কার করত। তার বাবা উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদকে পথ দেখিয়ে মুসলিম ইব্ন আকীলের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছিল এবং উবায়দুল্লাহ্ মুসলিমকে হত্যা করেছিল। তার দাদা আশআছ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিল ইত্যাদি কথা বলে সে ইব্নুল আশআছকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত। সে একথাও বলত যে, তাকে দেখলেই আমার মনে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা জাগে।

হাজ্জাজ যখন ইব্নুল আশআছকে এই ভাষায় চিঠি লিখল এবং একের পর এক বার্তাবাহক পাঠিয়ে একাধিক চিঠি প্রদান করল তখন ইব্নুল আশাআছ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং বললেন, ওই কমবখ্ত আমার মত লোকের নিকট এভাবে চিঠি লিখল, অথচ সে এত নীচ ও নিকৃষ্ট এবং দুর্বল যে, আমার একজন সৈনিক কিংবা খাদেম হবার যোগ্যও নয়! তার ছাকীফ গোত্রীয় পিতার কথা কি তার মনে পড়ে না ? ওই কাপুরুষ ভীরু গাযালা এর আক্রমণে পলায়নকারী বেশরম নির্লজ্জ হাজ্জাজ! (এক সময় শাবীবের স্ত্রী গাযালাহ হাজ্জাজের উপর আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করেছিল। হাজ্জাজ পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল। তাই ইব্নুল আশআছ তাকে মহিলার মুকাবিলায় পরাজয় বরণকারী ও পলায়নকারী হিসেবে তিরস্কার করেন।

এই প্রেক্ষাপটে ইব্নুল আশআছ নেতৃস্থানীয় ইরাকীদেরকে ডাকলেন। তিনি ওদেরকে বললেন, হাজ্জাজ তো আপনাদেরকে শত্রুদেশে প্রবেশের জন্যে ভীষণ চাপ দিচ্ছে। অল্প কিছুদিন পূর্বে বহু মুসলিম ভাই সেখানে প্রাণ হারিয়েছে। সামনে আসছে শীতকাল। এবার আপনাদের বিষয়টি আপনারা ভেবে দেখুন। আমি কিন্তু ইতোপূর্বে গৃহীত আমার সিদ্ধান্ত রদ করব না। আর ওই কমবখতের নির্দেশ মানব না। এরপর ইব্নুল আশআছ দাঁড়ালেন। তাঁর নিজের সম্পর্কে এবং সৈনিকদের সম্পর্কে সে ইতোপূর্বে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা তাদেরকে জানিয়ে দিলেন। এই পরিকল্পনার পেছনে বিজিত শহর-নগর পুনর্বাসন ও সংস্কার করা এবং সেখানে বিশ্রাম নিয়ে ওখানকার ফল ফসল ও ধনসম্পদ ভোগ ব্যবহার করে শক্তি সঞ্চয় করা ইত্যাদি বিষয়ের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা তাদের সামনে তুলে ধরলেন। অতঃপর শীতকাল শেষ হলে রাতবীলের দেশে প্রবেশ এবং শহরের পর শহর বিজয় ও নগরের পর নগর দখল করে, তাদের রাজধানী জয়ের পরিকল্পনা সৈনিকদের সম্মুখে পেশ করেন। এরপর ইব্ন আশআছ তাঁর প্রতি লেখা শীঘ্র শত্রুরাষ্ট্র আক্রমণের নির্দেশ সম্বলিত হাজ্জাজের চিঠি সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন। এটা শোনার সাথে সাথে সৈন্যরা হাজ্জাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয় ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা বলেন যে, আমরা ওই নাফরমানের আদেশ অমান্য করব। আমরা তার নির্দেশ পালন করব না। তার আনুগত্য করব না।

আবূ মিখনাফ বলেন, মুতাররিফ ইব্ন আমির ইব্ন ওয়াইলা আমাকে জানিয়েছেন যে, ওই সমাবেশে সর্বপ্রথম তার বাবা-ই কথা বলে। তার বাবা ছিল একজন কবি ও সুদক্ষ বক্তা। তার বাবা অন্যান্য বক্তব্যের সাথে এও বলেছিল যে, এই নির্দেশ ঘোষণায় হাজ্জাজ আর আমাদের উদাহরণ হল যেমন একভাই তার অপর ভাইকে বলেছিল যে তোমার দাসটিকে ঘোড়ার পিঠে

উঠাও সফরে পাঠাও। সে মারা গেলে তো ভালই। আর যদি বেঁচে বর্তে ফিরে আসে তাহলে সে তোমার। এখানে তোমরা যদি যুদ্ধে জয়লাভ করতে পার তবে তার শাসন এলাকা বৃদ্ধি পাবে। আর তোমরা মরলে তোমরাইতো মরবে ওর কোন ক্ষতি হবে না তোমরা তো ওর শত্রু-ই-শত্রু।

এরপর সে বলল, আল্লাহ্র দুশমন নাফরমান হাজ্জাজকে প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার সকলে প্রত্যাহার করে নাও। অবশ্য খলীফা আবদুল মালিকের প্রতি প্রদত্ত বায়আত ও অঙ্গীকার প্রত্যাহারের কথা বলা হয়নি। এখন তোমরা তোমাদের সেনাপতি তোমাদের শাসনকর্তা আবদুর রহমান ইব্ন আশআছের হাতে বায়আত কর, আনুগত্যের শপথ কর। আমি তোমাদের সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি সর্বপ্রথম হাজ্জাজের প্রতি প্রদত্ত বায়আত প্রত্যাহার করে নিলাম। অবিলম্বে চারিদিক থেকে জনগণ বলে উঠল, আমরা ওই নাফরমানের আল্লাহ্র দুশমনের প্রতি দেয়া বায়আত প্রত্যাহার করলাম। তারা সকলে পরম ভক্তিতে আবদুর রহমানের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং হাজ্জাজের স্থলে আবদুর রহমানের হাতে বায়আত করে নিল। অবশ্য তখন খলীফা আবদুল মালিকের প্রতি প্রদত্ত আনুগত্য প্রত্যাহারের কোন ঘোষণা ছিল না।

ইব্নুল আশআছ অতঃপর তুর্কী সম্রাট রাতবীলের নিকট আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব দিলেন। তারা এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, তারা যদি হাজ্জাজকে পরাজিত করতে পারে তাহলে তুর্কীরাজ রাতবীলের কোন জিযিয়া কর কিংবা খাজনা দেয়া লাগবে না। এবার ইব্নুল আশআছ তাঁর অনুগামী সৈন্যদের নিয়ে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এবং তার কবল থেকে ইরাক মুক্ত করার জন্যে সিজিস্তান থেকে যাত্রা করল। মাঝামাঝি পথ অতিক্রম করার পর তারা বলল, আমরা যে হাজ্জাজের প্রতি বায়আত প্রত্যাহার করেছি তাতো খলীফা আবদুল মালিকের থেকেও বায়আত প্রত্যাহার! অতঃপর তারা হাজ্জাজ এবং আবদুল মালিক উভয়ের বায়আত প্রত্যাহার করে। নতুনভাবে ইব্নুল আশআছের প্রতি বায়আত ও আনুগত্য প্রকাশ করে। ইব্নুল আশআছ এই বিষয়ে ওদের বায়আত গ্রহণ করে যে, আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস মেনে চলবে। পথভ্রষ্টদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকবে এবং সত্যদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে। অনুসারিগণ এসব বিষয় মেনে নিতে রাযী হয়। ইব্নুল আশআছ ওদের বায়আত গ্রহণ করেন।

হাজ্জাজ ও খলীফা আবদুল মালিকের প্রতি প্রদত্ত বায়আত প্রত্যাহার এবং ইব্নুল আশআছের হাতে বায়আত গ্রহণ বিষয়ক সংবাদ হাজ্জাজের কর্ণগোচর হয়। সে খলীফা আবদুল মালিককে লিখিতভাবে এ সংবাদ অবহিত করে। এবং অবিলম্বে হাজ্জাজের সাহায্যে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের আবেদন জানায়, হাজ্জাজ এগিয়ে এসে বসরাতে অবস্থান নেয়। ইব্নুল আশআছের সংবাদ সেনাপতি মুহাল্লাবের নিকট পৌঁছে। ইব্নুল আশআছ মুহাল্লাবকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে তার সাথে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান, কিন্তু মুহাল্লাব এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন এবং ওই চিঠিকে হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়ে দেন।

ইব্নুল আশআছের প্রস্তাবের জবাবে মুহাল্লাব তাকে লিখেন "হে ইবনুল আশআছ! আপনি তো অনেক দীর্ঘ পাদানীতে আপনার পা রেখেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর এই উম্মতকে বাঁচতে দিন। নিজের বিষয়টি বিবেচনা করুন। নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিবেন না। মুসলমানদের রক্ত ঝরাবেন না। মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরাবেন না। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি ঘোষিত বায়আত ও আনুগত্য প্রত্যাহার করবেন না। যদি বলেন মানুষ আমাকে হত্যা করবে এই ভয়ে আমি ভীত আছি, তবে মনে রাখবেন মানুষের ভয় নয় বরং আল্লাহ্কে ভয়

করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। সুতরাং মুসলমানদের রক্ত ঝরানো এবং হারামকে হালাল করার পথে নিজেকে জড়াবেন না। ওয়াস্ সালামু আলাইকা।

মুহাল্লাব শাসনকর্তা হাজ্জাজকে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেন— অতঃপর ইরাকের জনগণ দলে দলে আপনার দিকে এগিয়ে আসছে। তারা পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে গড়িয়ে আসা বন্যার পানির ন্যায় স্রোতের বেগে অগ্রসর হচ্ছে। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার পূর্বে কিছুই ওদের যাত্রা রুখতে পারবে না। ইরাকীগণ অভিযানের শুরুতে থাকে খুব কঠিন। তবে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী-পরিবারের ভালবাসা তাদেরকে আকর্ষণ করে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হবে, স্ত্রীদের সাথে দেখা করবে ছেলে-মেয়ের শরীরের ঘ্রাণ নেবে- আদর করবে এতে তাদেরকে বাধা দেয়া যাবে না। পরিবারের সাথে সাক্ষাতের পর আপনি ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবেন। মহান আল্লাহ্ শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ্।

মুহাল্লাবের চিঠি পাঠান্তে হাজ্জাজ মন্তব্য করল যে, আল্লাহ্ যা করার করবেন। এখন তো আমার অপেক্ষা করার সময় নেই। তবে এতে তার চাচাত ভাইয়ের জন্যে কিছু উপদেশ রয়েছে।

হাজ্জাজের চিঠি নিয়ে বাহক খলীফার নিকট পৌঁছে। চিঠি পড়ে খলীফা আবদুল মালিক ভয় পেয়ে যান। তিনি সিংহাসন থেকে নেমে পড়েন। চিঠিটি খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার নিকট প্রেরণ করে তাকে ওই চিঠি পাঠ করান। চিঠি পাঠ করার পর খালিদ বলে। ওহে আমীরুল মু'মিনীন! এ ঘটনাটি যদি খোরাসানের দিক থেকে ঘটে তাহলে আপনার ভয়ের কারণ রয়েছে বটে। কিন্তু সিজিস্তানের দিক থেকে যদি এই ঘটনা ঘটে তাহলে আপনি ভয় করবেন না।

খলীফা আবদুল মালিক হাজ্জাজের সাহায্যার্থে এবং ইব্নুল আশআছের মুকাবিলায় ইরাকে প্রেরণের জন্যে সৈন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। সিরিয়া থেকে এই সেনাদল ইরাক অভিমুখে প্রেরণে ব্যবস্থা করেন। সেনাপতি মুহাল্লাব ইরাকীদের ব্যাপারে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন খলীফা তা প্রত্যাখ্যান করেন। মূলতঃ মুহাল্লাবের প্রস্তাবে সত্য ও কল্যাণমূলক পরামর্শ ছিল।

এদিকে ইব্নুল আশআছের কর্মকাণ্ড ও গতিবিধি সম্পর্কে হাজ্জাজ ও খলীফার মধ্যে সকাল বিকাল নিয়মিত পত্র যোগাযোগ চলছিল। ইব্নুল আশআছ কখন কোথায় অবস্থান করছেন, কোথা হতে যাত্রা করলেন, তাঁর সাথে কারা যোগ দিল সব বিষয়ে খলীফাকে অবহিত করা হচ্ছিল। এদিকে চারিদিক থেকে লোকজন ইবনুল আশআছের পক্ষে যোগ দিচ্ছিল। তার আশেপাশে লোকে লোকারণ্য। বলা হয়ে থাকে যে, এই যাত্রায় তাঁর সাথে তেত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং এক লক্ষ বিশ হাজার পদাতিক সৈনিক ছিল।

হাজ্জাজ সিরীয় সৈন্যদের দ্বারা গঠিত সেনাবহর নিয়ে বসরা থেকে ইব্নুল আশআছের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। হাজ্জাজ এসে তুসতার নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। মুহাহ্হার ইব্ন হুয়্যায় আল কা'বীকে সে তার সম্মুখ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে। তার সাথে দ্বিতীয় সেনাপতি হিসেবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যামীতকে নিয়োগ দান করে। তারা দুজাদল নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছিল ইব্নুল আশআছের অগ্রবাহিনী, তিনশত অশ্বারোহীর সমন্বয়ে গঠিত ওই বাহিনীর সেনাপতি ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবান হারিছী। দুজায়ল নদীর তীরে ঈদুল আযহার দিন উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হাজ্জাজের অগ্রবাহিনী পরাজয় বরণ করে। ইব্নুল আশআছের বাহিনী হাজ্জাজের বহু সৈন্যকে হত্যা করে। নিহতের সংখ্যা হবে প্রায় এক হাজার পাঁচশত। শত্রুবাহিনীতে থাকা সকল মালামাল ও অশ্ব

তারা দখল করে নেয়। হাজ্জাজের নিকট তার বাহিনী পরাজিত হবার এবং মাছাব ও দুর্গ পতনের সংবাদ পৌঁছে। সে তখন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিল। সে বলল 'লোক সকল! তোমরা বসরাতে ফিরে যাও। কারণ, সেটা সেনাবাহিনীর জন্য অনুকূল স্থান। ফলে লোকজন ফিরে যাচ্ছিল। আশআছের সৈন্যরা ওদেরকে তাড়া করতে লাগল। তারা যাকেই নাগালের মধ্যে পাচ্ছিল হত্যা করছিল। হাজ্জাজ নিজে পালিয়ে গেল। কোন দিকেই তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে পালিয়ে এসে যাবিয়াতে অবস্থান নেয়, সেখানে সৈন্য সমাবেশ ঘটায় ও সেনা ক্যাম্প স্থাপন করে। সে বলছিল, "মুহাল্লাব আসলেই সফল ও দক্ষ সেনাপতি। সে আমাদেরকে একটা ভাল প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু আমরা তা গ্রহণ করিনি। হাজ্জাজ সেখানে অবস্থান নিয়ে সেনাদল প্রস্তুত করতে থাকে। সেনাবাহিনী গঠন করতে গিয়ে সে সেখানে ১৫ কোটি দিরহাম ব্যয় করে। তার সেনা ক্যাম্পের চারিদিকে পরিখা খনন করে। ইরাকীরা বসরা প্রবেশ করে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের সাথে মেলে। ছেলে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের ঘ্রাণ নেয়।

ইব্নুল আশআছ বসরা এসে অবতরণ করেন। তিনি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। ওদের থেকে বায়আত নেন এবং তারা আবদুল মালিক ও হাজ্জাজ দু'জন থেকেই বায়আত প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। ইব্নুল আশআছ ওদেরকে বলেছিলেন হাজ্জাজ কোন ব্যাপারই নয়। আমাদেরকে বরং আবদুল মালিকের নিকট নিয়ে যাও। আমরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। ওই সময়ে বসরায় অবস্থানকারী সকল আলিম-উলামা ফকীহ্, কিরআতবিদ এবং যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই হাজ্জাজ ও আবদুল মালিকের প্রতি প্রদত্ত বায়আত প্রত্যাহারে সমর্থন জানান, এরপর ইব্নুল আশআছ বসরা নগরীর চারিদিকে পরিখা খননের নির্দেশ দেন। পরিখা খনন করা হয়। এরসব ঘটনা ঘটেছিল ৮১ সনের যিলহাজ্জ মাসের শেষ দিকে।

ওয়াকিদী ও আবূ মা'শার বলে যে, এই সনে হজ্জ পরিচালনা করেন ইসহাক ইব্ন ঈসা। খলীফা আবদুল মালিকের নিযুক্ত আফ্রিকার রাজ্যগুলোর শাসনকর্তা মূসা ইব্ন নুসায়র স্পেন জয় করার জন্যে এই সনে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ওই অভিযানে অনেক শহর নগর এবং আবাদী জমি দখল করে নেন। তিনি প্রচণ্ড গতিতে পশ্চিমী শহরগুলোতে প্রবেশ করেন। তিনি পশ্চিমে আটলান্টিকের উপকূল পর্যন্ত দখল করে নেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এই হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয়

বুজায়র ইব্ন ওয়ারকা সারীমী

৮১ হিজরী সনে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন বুজায়র ইব্ন ওয়ারকা সারীমী। তিনি খোরাসানের শীর্ষস্থানীয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইব্ন খাযিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাকে হত্যা করেন। তিনি বুকায়র ইব্ন বিশাহ্কে হত্যা করেন। অতঃপর এই ৮১ সনে তিনি নিজেই নিহত হন।

সুওয়াইদ ইব্ন গাফলাহ ইব্ন আওসাজা ৮১ হিজরী সনে যাঁদের ইনতিকাল হয় তাদের অন্যতম হল সুওয়াইদ ইব্ন গাফলাহ্ ইব্ন আওসাজা ইব্ন আমির। আবূ উমাইয়া জুফী কূফী। তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বহু সাহাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী তিনি জাহেলী যুগ ও ইসলামী যুগ উভয় যুগে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে বৎসরে দুনিয়াতে আগমন করেছেন ওই বৎসরেই সুওয়াইদ ইব্ন গাফলাহ (রা)-এর জন্ম হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে নামায পড়েছেন। তবে বিশুদ্ধ অভিমত

হলো যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেননি। কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুনিয়াতে আগমনের দুই বৎসর পর সুওয়াইদের জন্ম হয়। তিনি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কেউ তাঁকে কুঁজো হয়ে হাঁটতে দেখেনি, আর তাঁর হাতে লাঠিও দেখেনি, তাঁর ওফাতের বৎসর অর্থাৎ ৮১ সনে তিনি জনৈকা কুমারী মেয়েকে বিয়ে করেন। আবূ উবায়দ ও অন্যান্যরা এই তথ্য দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, ৮২ সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্নুল হাদ

যাঁরা ৮১ সনে ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের একজন হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্নুল হাদ (র)। তিনি ইবাদতকারী ও পরহেযগার লোক ছিলেন। বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহু ওসিয়ত এবং উপদেশমূলক বাণী রচনা করে গিয়েছেন। সাহাবীদের বরাতে একাধিক হাদীস এবং তাবিঈদের বরাতে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)

৮১ সনে ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম এই মুহাম্মদ ইব্ন আলী (রা)। তিনি আবুল কাসিম এবং আবূ আবদুল্লাহ্ উভয় উপনামে পরিচিত। ইব্নুল হানাফিয়্যাহ নামে তিনি ততোধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর মাতা হানাফিয়্যাহ ছিলেন বানূ হানীফা গোত্রের একজন কালো মহিলা। তাঁর মূলনাম খাওলা। হযরত উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর শাসনামলে মুহাম্মদ ইব্ন আলীর জন্ম হয়। পরিণত বয়সে তিনি আমীর মুআবিয়া এবং আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের দরবারে গিয়েছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন তিনি মারওয়ানকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন এবং তার বুকের উপর চড়ে বসেছিলেন। তিনি তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মারওয়ান কাকুতি-মিনতি এবং আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে প্রাণ ভিক্ষা চায়। পরে তিনি তাকে ছেড়ে দেন। খলীফা আবদুল মালিকের রাজত্বকালে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে আবদুল মালিক এই ঘটনার উল্লেখ করেন। মুহাম্মদ ইব্ন আলী ঘটনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। খলীফা ক্ষমা মনযূর করেন এবং তাঁকে বহু উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আলী (রা) কুরায়শের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ বীর সাহসী এবং শক্তিমান পুরুষদের একজন ছিলেন। হযরত ইব্ন যুবায়র (রা)-কে খলীফা ঘোষণা করে যখন তাঁর পক্ষে বায়আত গ্রহণ করা হয় তখন মুহাম্মদ ইব্ন আলী (রা) বায়আত করেননি। ফলে তাঁদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। এমনকি খলীফা ইব্ন যুবায়র মুহাম্মদ ইব্ন আলী এবং তাঁর পরিবারের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র নিহত হলেন। আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের খিলাফত নিষ্কন্টক হলো। এ সময়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) আবদুল মালিকের প্রতি বায়আত ও আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁর অনুসরণে মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যাহ্ও খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এ সময়ে তিনি মদীনায় আগমন করেন। এবং ৮১ সনে সেখানে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন তাঁর ওফাত হয়েছে ৮২ সনে। আবার কেউ বলেছেন ৮০ সনে, জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। রাফিযী সম্প্রদায়ের ধারণা যে, মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়্যা রিজভী পর্বতে অবস্থান করছেন, তিনি জীবিত আছেন রিযকপ্রাপ্ত আছেন।

তারা তাঁর আগমনের অপেক্ষায় আছে। এই প্রসঙ্গে কবি কুছায়্যির আয্যাহ্ নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

اَلَا اِنَّ الْاَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ * وُلَاةُ الْحَقِّ اَرْبَعَةٌ سَوَّاءُ

'জেনে নাও যে, ইমাম ও খলীফা হবে কুরায়শ বংশ থেকে। তাঁরা প্রকৃত খলীফা। তাঁরা সংখ্যায় চারজন।

عَلِيٌّ وَالثَّلَاثَةُ مِنْ بَنِيْهِ * هُمُ الْاَسْبَاطُ لَيْسَ بِهِمْ خَفَاءُ

একজন হলেন হযরত আলী (রা)। আর তিনজন তাঁর বংশধর, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৌহিত্র। তাঁদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততায় কোন অস্পষ্টতা নেই।

فَسِبْطٌ سِبْطُ اِيْمَانٍ وَّبِرٍّ * وَسِبْطٌ غَيَّبْتَهُ كَرْبَلَاءُ

এক দৌহিত্র তিনি ছিলেন ঈমান ও সৎ পুণ্যের মূর্ত প্রতীক। (হযরত হাসান (রা))। অপর এক দৌহিত্র কারবালা তাঁকে লোকচক্ষু থেকে অদৃশ্য করে দিয়েছে[হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)]।

وَسِبْطٌ لَا تَرَاهُ الْعَيْنُ حَتَّى * تَعُوْدَ الْخَيْلَ يَقْدُمُهَا لِوَاءُ

অপর এক দৌহিত্র। তাঁকে এখন চোখে দেখা যাচ্ছে না। এক সময় তিনি ঘোড়ায় চড়ে পতাকা উঁচিয়ে আবির্ভূত হবেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) যখন মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়্যা এর প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু করলেন এবং তাঁর প্রতি অত্যাচার করার চেষ্টা করলেন, তখন মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যা আবূ তোফায়লের নেতৃত্বে কূফায় অবস্থানকারী শীআদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। তখন কূফার শাসনকর্তা ছিল মুখতার ইব্ন উবায়দুল্লাহ্। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যা -এর ঘরের দরযায় প্রচুর কাঠ স্তূপীকৃত করেছিলেন যে, ওগুলোতে আগুন ধরিয়ে মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যা ও তাঁর পরিবারকে পুড়িয়ে দিবেন। মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যার (র) চিঠি মুখতারের নিকট গিয়ে পৌঁছে। মুখতার নিজে ইব্নুল হানাফিয়্যাকে ইমাম মাহ্দী জ্ঞান করত এবং তাঁর নেতৃত্বের প্রতি জনগণকে আহবান করত। এই পরিস্থিতিতে মুখতার আবূ আবদুল্লাহ্ বাজালীর নেতৃত্বে বানূ হাশিম গোত্রের লোকদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যে চার হাজার সৈন্য পাঠায়। তারা ইব্ন যুবায়র (রা)-এর কবল থেকে বানূ হাশিম গোত্রের লোকদেরকে মুক্ত করে নিয়ে যায়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-ও তাঁদের সাথে যাত্রা করেন। তায়েফে তাঁর ইন্তিকাল হয়। ইব্ন হানাফিয়্যাহ তাঁর শীআ মতাবলম্বী অনুসারীদের মধ্যে অবস্থান করতে থাকেন। ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। তিনি সাথীদেরকে নিয়ে সিরিয়া চলে যান। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাত হাজার।

তাঁরা আয়লা নামক স্থানে পৌঁছার পর খলীফা আবদুল মালিক এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, আপনারা হয় আমার আনুগত্য স্বীকার করে এখানে বসবাস করেন, না হয় অন্যত্র চলে যাবেন। উত্তরে ইব্নুল হানাফিয়্যা লিখলেন, আপনি আমার অনুসারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এই শর্তে আমি আপনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পারি। খলীফা আবদুল মালিক বললেন হাঁ, তাই হবে। অতঃপর ইব্নুল হানাফিয়্যা তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে দাঁড়ালেন। মহান আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন, প্রশংসা মহান আল্লাহ্র

যিনি তোমাদের রক্তের হিফাযত করলেন, জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন এবং তোমাদের দীন রক্ষা করলেন। এখন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নিজ দেশে নিরাপদে বসবাস করতে পারবে বলে মনে কর এবং সেখানে যেতে চাও, তবে যেতে পার। এই ঘোষণার পর তাঁর অনুসারীদের বেশীর ভাগ নিজ নিজ অঞ্চলে চলে যায়। তাঁর সাথে থাকে মাত্র সাত শত পুরুষ।

এ পর্যায়ে ইব্‌নুল হানাফিয়্যা উমরার ইহরাম বাঁধলেন, সাথে মালা পরিয়ে কুরবানীর জন্য পশু নিলেন এবং মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। হারাম শরীফে প্রবেশের প্রাক্কালে ইব্‌ন যুবায়রের পাঠানো অশ্বারোহী বাহিনী তাঁকে বাধা দেয়। তিনি ইব্‌ন যুবায়রের (রা) নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে আসিনি। আমাদের পথ ছেড়ে দিন। উমরা শেষ করে আমরা ফিরে যাব। ইব্‌ন যুবায়র (রা) তাতে রাযী হলেন না। ইব্‌নুল হানাফিয়্যার সাথে মালা জড়ানো কুরবানীর পশু ছিল তাই ইহরাম অবস্থায় মদীনা শরীফ ফিরে গেলেন এবং ইহরাম অবস্থায় সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন।

এরই মধ্যে হাজ্জাজ আসল। মক্কা শরীফ আক্রমণ করে সে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে হত্যা করল। তখনো ইব্‌নুল হানাফিয়্যা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। হাজ্জাজ ইরাক ফিরে গেল। ইব্‌নুল হানাফিয়্যা মক্কা শরীফ গিয়ে উমরা আদায় করে এলেন। ইহরাম করার কয়েক বৎসর পর তিনি এই উমরা আদায় করলেন, এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর মাথায় প্রচুর উকুন জন্ম নিয়েছিল। উকুনগুলো মাথা থেকে ঝরে ঝরে পড়ত। উমরা শেষ করে তিনি মদীনা শরীফ ফিরে যান। তিনি ইন্‌তিকাল পর্যন্ত সেখানে বসবাস করতে থাকেন।

কথিত আছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) নিহত হবার পর হাজ্জাজ এসে ইব্‌নুল হানাফিয়্যাকে বলেছিল এখনতো ওই আল্লাহ্‌র দুশমন নিহত হয়েছে এখন আপনি খলীফা আবদুল মালিকের হাতে বায়আত করুন। উত্তরে ইব্‌নুল হানাফিয়্যা লিখেছিলেন যে, সকল মানুষের বায়আত শেষ হলে আমি বায়আত করব। প্রত্যুত্তরে হাজ্জাজ বলেছিল আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই আপনাকে কতল করব। পাল্টা উত্তরে ইব্‌নুল হানাফিয়্যা বলেছিলেন, মহান আল্লাহ্ প্রতিদিন ৩৬০ বার লাওহ-ই মাহফুযে দৃষ্টি দেন। প্রতি দৃষ্টিতে ৩৬০টি বিষয়ে ফায়সালা করেন। আশা করি একটি ফায়সালা মহান আল্লাহ্ আমার সম্পর্কে করবেন ফলে তোমার হাত থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। ইব্‌নুল হানাফিয়্যা-এর এই বক্তব্য হাজ্জাজ খলীফা আবদুল মালিককে লিখে জানান। এই মন্তব্য খলীফার বেশ পসন্দ হয়। তিনি হাজ্জাজকে লিখলেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌নুল হানাফিয়্যা-এর বক্তব্যে তো কোন বিদ্রোহ কিংবা বিরোধিতা নেই। সুতরাং তাঁর প্রতি সদয় আচরণ করবে। এক পর্যায়ে তিনি নিজেই আসবেন এবং বায়আত করবেন।

এক সময় খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌নুল হানাফিয়্যা এর এই বক্তব্যটি রোমান সম্রাটকে লিখে পাঠান "মহান আল্লাহ্ প্রতিদিন ৩৬০ বার লাওহ-ই মাহফুযে নজর করেন।" কারণ, রোমান সম্রাট খলীফা আবদুল মালিককে এই মর্মে ধমক দিয়েছিল যে, এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সে খলীফার উপর আক্রমণ করবে। ওই আক্রমণ ঠেকানোর কোন শক্তি খলীফার থাকবে না। উত্তরে খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌নুল হানাফিয়্যাহ এর বক্তব্যটি রোমান সম্রাটের নিকট পৌঁছে দেন। তখন রোমান সম্রাট বলেছিল, এটি তো আবদুল মালিকের বক্তব্য নয়। এটি নিশ্চয় নবী পরিবারের কারো মুখ থেকে বের হয়েছে।

আরবের জনগণ যখন খলীফা আবদুল মালিকের হাতে বায়আত করার জন্যে উপস্থিত হয় তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) ইব্‌নুল হানাফিয়্যাকে বলেছিলেন, এখন তো আর সমস্যা নেই সুতরাং আবদুল মালিকের হাতে বায়আত করে নিন, ইবনুল হানাফিয়্যা তাঁর

বায়আতের কথা লিখিতভাবে আবদুল মালিককে জানিয়ে দিলেন। এবং আরো পরে তিনি সশরীরে আবদুল মালিকের নিকট এসে সাক্ষাত করেন।

মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়্যা মুহাররম মাসে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বৎসর। মৃত্যুকালে তিনি আবদুল্লাহ্, হামযা, আলী, বড় জা'ফর, হাসান, ইব্রাহীম, কাসিম, আবদুর রহমান, ছোট জা'ফর আওন এবং রুকায়্যা নামের পুত্র-কন্যাগণকে রেখে যান। এদের প্রত্যেকেরই **ভিন্ন ভিন্ন** মাতা ছিলেন।

যুবায়র ইব্ন বাককার **বলেন** যে, ইব্নুল হানাফিয়্যা-এর অনুসারীরা মনে করে যে, তিনি মারা যাননি। এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ ইসমাঈল হিমইয়ারী বলেছেন ঃ

اَلاَ قُلْ لِلْوَصِيِّ فَدَتْكَ نَفْسِيْ * اَطَلْتَ بِذَالِكَ الْجَبَلِ الْمُقَامَا

"ওহে পথিক, ভারপ্রাপ্ত অভিভাবককে (وصى) বলে দাও, আমার প্রাণ আপনার জন্যে কুরবান হোক্। আপনি তো দীর্ঘদিন ওই পাহাড়ে অবস্থান করছেন।

اَضَرَّ بِمَعْشَرٍ وَاَلَوْكَ مِنَّا * وَسَمَّوْكَ الْخَلِيْفَةَ وَالْاِمَامَا

তাঁকে নিয়ে একদল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওরা আপনাকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ওরা আপনাকে খলীফা ও ইমাম নামে আখ্যায়িত করেছে।

وَعَادَوْا فِيْكَ اَهْلُ الْاَرْضِ طُرًّا * مُقَامُكَ فِيْهِمْ سِتِّيْنَ عَامًا

পৃথিবীর অধিবাসিগণ হিংসা-বিদ্বেষবশতঃ আপনার ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছে। আপনি তো ষাট বৎসর ওদের মাঝে ছিলেন।

وَمَا ذَاقَ ابْنُ خَوْلَةَ طَعْمَ مَوْتٍ * وَلاَ وَارَتْ لَهُ اَرْضٌ عِظَامًا

খাওলার পুত্র তো মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেনি। আর কোন মাটি তাঁর হাড্ডি-দেহ নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখেনি।

لَقَدْ اَمْسٰى بِمَوْرِقِ شِعْبِ رِضْوِيِّ * تُرَاجِعُهُ الْمَلٰئِكَةُ الْكَلاَمَا

তিনি অবস্থান করছেন রিজভী পার্বত্য উপত্যকায়। ফেরেশতাগণ তাঁর সাথে আলাপচারিতায় মগ্ন থাকে।

وَاِنَّ لَهُ بِهِ لَمَقِيْلَ صِدْقٍ * وَاَنْدِيَةً تَحَدَّثُهُ كِرَامًا

সেখানে তিনি শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে আলাপচারিতায় মেতে থাকেন।

هَدَانَا اللّٰهُ اِذْ خَرْتُمْ لِاَمْرٍ * بِهِ عَلَيْهِ يَلْتَمِسُ التَّمَامَا

আল্লাহ্ আমাদের হিদায়াত দান করেছেন। তোমরা এমন এক বিষয়ের অপেক্ষায় আছ তাঁকে দিয়ে আল্লাহ্ যেটি পূর্ণ করবেন।

تَمَامُ نُوْرِهِ الْمَهْدِيُّ حَتّٰى * تَرَوْا رَاْيَاتِهِ تَتْرٰى نِظَامًا

মহান আল্লাহ্র নূরের পূর্ণতা স্বরূপ ইব্নুল হানাফিয়্যাহ মাহদীরূপে আবির্ভূত হবেন। তোমরা একের পর এক তাঁর পরিচিতি, পতাকা ও নিদর্শন দেখতে পাবে।

রাফেযী সম্প্রদায়ের একটি অংশ মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যাকে ইমাম মাহদী মনে করে। তারা অপেক্ষায় আছে যে, শেষ যুগে তিনি ইমাম মাহ্দীরূপে আবির্ভূত হবেন। যেমন তাদের অন্য একদল হাসান ইব্ন মুহাম্মদ আল আসকারীর আগমনের অপেক্ষায় আছে। তাদের মতে হাসান ইব্ন মুহাম্মদ বেরিয়ে আসবেন সামুরা অঞ্চলের পাতাল গৃহ থেকে।

বস্তুতঃ ওদের এসব আকীদা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ বাতিল, গোমরাহী, অসত্য, বোকামি ও মিথ্যার বেসাতী। যথাস্থানে আমরা এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্।

৮২ হিজরী সন

এই সনে ইব্ন আশআছ ও হাজ্জাজের মধ্যে যাবিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি হয়েছিল মুহাররাম মাসের শেষ দিকে। প্রথম দিন ইরাকী সৈন্যরা সিরীয় সৈন্যদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় দিন উভয় দল সমানে সমানে ছিল। এই দিনে সুফয়ান ইব্ন আবরাদ নামে এক সিরীয় সেনাপতি ইব্নুল আশআছের ডানদিকের সৈনিকদের উপর আক্রমণ চালায়, সে তাদেরকে পরাজিত করে। এবং এই দিনে ইব্নুল আশআছের সমর্থক বহু 'কারী' ও ইবাদতকারী মানুষকে সে হত্যা করে।

হাজ্জাজ এতক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসেছিল। এ সংবাদ শোনার পর সে আল্লাহ্র প্রতি সিজদাবনত হল। তার তরবারির কিছু অংশ খাপমুক্ত করল। তারপর মুসআব ইব্ন যুবায়রের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছিল আর বলছিল, কত ভাল মানুষ ছিলেন তিনি। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

এই আক্রমণে ইব্নুল আশআছের সমর্থকদের মধ্যে আবূ তুফায়ল ইব্ন আমির ইব্ন ওয়াইলা লাইছী (রা)ও নিহত হন।

ইব্নুল আশআছের সৈনিকদের পরাজয়ের পর অবশিষ্ট লোকদেরকে নিয়ে তিনি পেছনের দিকে সরে আসেন। তিনি কূফায় ফিরে যান। এই সময়ে বসরার অধিবাসিগণ আবদুর রহমান ইব্ন আইয়াশ ইব্ন রাবীআ ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের হাতে বায়আত করে তাঁকে নেতা বানিয়ে নেয়। অতঃপর আবদুর রহমানের নেতৃত্বে তারা একাদিক্রমে পাঁচদিন হাজ্জাজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ পরিচালনা করে। এরপর আবদুর রহমান পেছনে সরে গিয়ে ইব্নুল আশআছের সাথে মিলিত হন। বসরার একদল লোক তার সাথে সাথে গমন করে।

এদিকে বসরা নগরী জয় করার পর হাজ্জাজ তার পক্ষে আইয়ূব ইব্ন হাকাম ইব্ন আবূ আকীলকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করে।

ইব্নুল আশআছ কূফা প্রবেশ করেন। সেখানকার জনগণ খলীফা আবদুল মালিক ও হাজ্জাজের প্রতি প্রদত্ত বায়আত প্রত্যাহার করে ইব্নুল আশআছের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। দিনে দিনে ইব্নুল আশআছের সমর্থক বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। এতে করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিলতার দিকে যাচ্ছিল। মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হল। তালি কাপড়ে ছেঁড়া আরো বৃদ্ধি পেল।

ওয়াকিদী বলেন, যাবিয়াহ্তে ইব্নুল আশআছ ও হাজ্জাজের সৈন্য যুদ্ধে লিপ্ত হবার পর হাজ্জাজের সৈন্যরা প্রতিপক্ষের উপর একের পর এক আক্রমণ রচনা করেছিল। ইব্নুল আশআছের সমর্থক 'কারী' তথা বিজ্ঞ উলামাই কিরাম জাবাল্লাহ ইব্ন যাহার-এর নেতৃত্বাধীন থেকে চীৎকার করে ডেকে ডেকে সপক্ষীয় সৈন্যদেরকে বলছিলেন– ওহে সৈনিকগণ! তোমাদের কেউ যদি পালিয়ে যায় তবে তার চাইতে লজ্জা ও লাঞ্ছনার কিছু নেই। তোমরা নিজেদের দীন

ও দুনিয়া রক্ষায় লড়াই চালিয়ে যাও। সাঈদ ইব্ন জুবায়রও এরূপ বলতে থাকেন। শা'বী বলেছিলেন যে, ওরা নিজেদের সৈন্যদেরকে বলছিল ওদের যুলুমের বিরুদ্ধে, দুর্বলদেরকে অপদস্ত করার বিরুদ্ধে এবং নামাযে অবহেলার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও। এরপর আলিমগণ নিজেরাও হাজ্জাজ বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। প্রচণ্ড সাহসিকতা নিয়ে তাঁরা হামলা চালান। তাঁরা প্রতিপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তারপর ফিরে আসে। হঠাৎ তাঁরা তাঁদের নেতা জাবাল্লাহ্ ইব্ন যাহাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখতে পান। এতে তারা ভয় পেয়ে যান। তখনই হাজ্জাজের সৈন্যরা চীৎকার দিয়ে বলে উঠে, ওহে আল্লাহ্র শত্রুগণ, এই যে, তোদের নেতাকে আমরা হত্যা করে ফেলেছি। এর পরই হাজ্জাজের অশ্ববাহিনীর প্রধান সেনাপতি সুফয়ান ইব্ন আবরাদ আশআছের বাম ইউনিটের উপর হামলা চালায়। ওই ইউনিটের দায়িত্বে ছিল আবরাদ ইব্ন মুররাহ তায়মী। তাল সামলাতে না পেরে আশআছ বাহিনী পরাজয় বরণ করল। তারা এ সময়ে খুব একটা যুদ্ধ করেনি। সাধারণ সৈনিকেরা বাম ইউনিটের এই দায়িত্বহীনতার সমালোচনা করে। মূলতঃ ইব্ন আশআছের বাম ইউনিটের এই সেনাপতি আবরাদ ছিল একজন সাহসী ও দক্ষ সৈনিক। সে পালিয়ে যাবার লোক ছিল না। সবাই ধারণা করে যে, সে তখন অপ্রকৃতিস্থ ও অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। বাম ইউনিটের পরাজয়ের পর অবশিষ্ট সৈন্যদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। সারিগুলো ভেঙ্গে যায়। সৈন্যদের একদল অপর দলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ইব্ন আশআছ সৈন্যদেরকে লড়াই চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করছিলেন। কিন্তু সৈনিকদের বিশৃংখল অবস্থা দেখে তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে পেছনে সরে যান এবং সরাসরি কূফা নগরীতে গিয়ে পৌঁছেন। অতঃপর কূফার নাগরিকগণ তাঁকে খলীফা মনোনীত করে তাঁর হাতে বায়আত করে। এবং এরপর এই বৎসর শা'বান মাসে জামাজিম মঠের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

জামাজিম মঠের যুদ্ধ

ওয়াকিদী বলেন যে, ইব্নুল আশআছ অতঃপর কূফা অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর আগমনে স্বাগত জানানোর জন্যে হাজার হাজার কূফাবাসী পথে বেরিয়ে আসে। তাকে অভিনন্দন জানায়। এবং তাঁর সম্মুখে এসে সংহতি প্রকাশ করে। অবশ্য হাজ্জাজের নিযুক্ত শাসনকর্তা মাতার ইব্ন নাহিয়ার নেতৃত্বে অল্প কতক লোক তাকে বাধা দেয়ার এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। তারা তাতে সক্ষম হয়নি। ফলে তারা সরকারী প্রাসাদে ফিরে যায়।

ইব্ন আশআছ কূফায় প্রবেশ করে কতগুলো মই ও সিঁড়ি আনার নির্দেশ দেন। ওগুলো স্থাপন করা হয় প্রশাসনিক ভবনে। অতঃপর সিঁড়ি বেয়ে ভবনে ঢুকে শাসনকর্তা মাতার ইব্ন নাজিয়াকে টেনে নামিয়ে আনা হয়। ইব্নুল আশআছ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে করজোড়ে মিনতি করে বলল, আমাকে মারবেন না, আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আপনার অশ্বারোহী সৈনিকদের চাইতে আমি অধিকতর দক্ষ ও অভিজ্ঞ। আমি আপনার পক্ষে কাজ করব। তাকে বন্দী করে রাখা হল। এরপর ইব্নুল আশআছ তাকে ডেকে আনে এবং বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেন। তাকে ইব্নুল আশআছের পক্ষে কূফার শাসন ক্ষমতা দৃঢ় করার নির্দেশ দেয়া হয় বসরা থেকে যারা এসেছিল তারাও তার সাথে যোগ দেয়। বসরা থেকে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবদুর রহমান ইব্ন আব্বাস ইব্ন রাবীআ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। ইব্ন আশআছ সকল দিকে সশস্ত্র পাহারা বসানোর জন্যে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সকল রাজপথ, সড়কপথ এবং গলিপথে নিরাপত্তা চৌকি বসানো হল।

ওদিকে হাজ্জাজ তার সিরীয় সৈন্যদেরকে নিয়ে ইব্নুল আশআছের মুকাবিলা করার জন্যে সড়কপথে বসরা থেকে যাত্রা করে। সে যখন কাদিসিয়া এবং আযীব অঞ্চলের মাঝামাঝি স্থানে এসে পৌছে, তখন ইব্নুল আশআছ আবদুর রহ্মান ইব্ন আব্বাসকে একদল মিসরীয় বিরাট অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি বানিয়ে হাজ্জাজকে বাধা দেয়ার জন্যে প্রেরণ করেন। তারা হাজ্জাজকে কাদেসিয়া প্রান্তরে বাধা দেয়। ফলে সে কাররাহ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে।

ইব্নুল আশআছ তাঁর বসরী ও কূফী নাগরিক সমন্বয়ে গঠিত বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তারা জামাজিম মঠসংলগ্ন প্রান্তরে এসে শিবির স্থাপন করে। তার সাথে তখন বহু সৈন্য। তাদের মধ্যে অনেক কিরআত বিশেষজ্ঞ কারী এবং সৎকর্মশীল-নেককার মানুষ ছিলেন। ইব্নুল আশআছ জামাজিম প্রান্তরে অবস্থান নিয়েছে এই সংবাদ শুনে হাজ্জাজ বলেছিল, মহান আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করুন, আমি কাররাহ প্রান্তরে অবস্থান করছি। আমাকে দেখে কি পক্ষীকুল পালিয়ে যায়নি ? সে আবার জামাজিম প্রান্তরে গিয়ে অবস্থান নিল কেন ?

ইব্নুল আশআছের সাথে বেতনভোগী সৈনিক ছিল এক লক্ষ। আর এক লক্ষের মত ছিল মাওয়ালী বা নও মুসলিম।

এই সময়ে সিরিয়া থেকে হাজ্জাজের নিকট প্রচুর সেনা সাহায্য আসে। উভয় পক্ষ নিজেদের চারিপাশে পরিখা খনন করে। যাতে প্রতিপক্ষ নিজেদের সীমানায় প্রবেশ করতে না পারে। তবে প্রতিদিন উভয়পক্ষে খণ্ডযুদ্ধ চলছিল। যার ফলে যুদ্ধের গতি দিনে দিনে তীব্রতর হচ্ছিল। ফলে বহু নেতৃস্থানীয় কুরায়শী লোক নিহত হয়। দীর্ঘদিন এ অবস্থা চলতে থাকে। খলীফা আবদুল মালিকের উপদেষ্টাগণ তাঁর সাথে পরামর্শ সভায় মিলিত হয়েছিল। তারা প্রস্তাব করেছিল যে, ইরাকী জনগণ যদি হাজ্জাজকে বরখাস্ত করলে সন্তুষ্ট হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুগত হয় তাহলে দীর্ঘ যুদ্ধ ও প্রচুর রক্তক্ষয়ের চাইতে তা করাই ভাল।

খলীফা আবদুল মালিক তাঁহার ভাই মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মালিককে ডাকলেন, তাদের সাথে ছিল বহু যোদ্ধা সৈনিক। খলীফা তাদের মাধ্যমে ইরাকীদের নিকট এই মর্মে একটি চিঠি পাঠালেন যে, হাজ্জাজকে অপসারণ করলে তোমরা যদি খুশী হও তাহালে আমি তাকে বরখাস্ত করব। তোমাদের জন্যে বরদ্দকৃত ভাতা আমি নিয়মিত সরবরাহ করব। যেমনটি সিরীয়দেরকে সরবরাহ করি। ইবনুল আশআছ যে কোন রাজ্যের শাসনকর্তা হতে চাইবে তাকে ওই পদে নিয়োগ দিব এবং আমি যতদিন জীবিত থাকি এবং সে যতদিন জীবিত থাকবে ওই পদে বহাল থাকবে। আমার ভাই মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান ইরাকের শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করবে। এই শর্তে তারা রাযী হলে তা করা হবে। আর যদি তার তা না মানে তাহলে হাজ্জাজ যে পদে আছে সে পদে থাকবে এবং যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক সে-ই থাকবে। মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক তার অধীনে কাজ করবে। যুদ্ধের ব্যাপারে কিংবা অন্য কোন ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তের বাইরে তাদের কিছু বলার থাকবে না।

খলীফা আবদুল মালিকের পাঠানো চিঠির মর্ম অনুযায়ী ইরাকীদের সম্মতির প্রেক্ষিতে হাজ্জাজের পদচ্যুতি সম্পর্কিত বিষয় অবগতি হবার পর হাজ্জাজ দারুণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। হাজ্জাজ তখন খলীফাকে লিখে "হে আমীরুল মু'মিনীন, ইরাকীদের সম্মতির ভিত্তিতে আপনি যদি আমাকে অপসারণ করেন, তাহলে অল্পদিন পরেই ওরা পুনরায় আপনার বিরোধিতা করবে এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে। আপনার এই পদক্ষেপ ওদের শুধু দুঃসাহস-ই বৃদ্ধি করবে। একথা কি আপনি শুনেননি যে, ইরাকীরা

আশতার নাখঈ-এর সাথী হয়ে হযরত উছমান (রা)-এর সম্মুখে বিক্ষোভ করেছিল ? হযরত উছমান (রা) বলেছিলেন, তোমরা কি চাও ? তারা বলেছিল, সাঈদ ইব্‌নুল আস-এর অপসারণ চাই। তিনি সাঈদ ইব্‌নুল আ'সকে অপসারণ করলেন। এরপর বৎসর না যেতেই তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করল। লোহা সোজা করার জন্যে লোহারই প্রয়োজন। আপনার অভিমতের ব্যাপারে আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করুন। ওয়াস্ সালামু আলায়কা।

খলীফা আবদুল মালিক তাঁর পূর্বে ঘোষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অবিচল থাকলেন। ইরাকীদের নিকট পূর্বোল্লিখিত প্রস্তাবগুলো পেশ করার ব্যাপারে অটল থাকলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল মালিক এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান খলীফার পক্ষে ইরাকীদের নিকট এগিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ঘোষণা দিয়ে বললেন, ওহে ইরাকী জনগণ! আমি আবদুল্লাহ্, আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিকের পুত্র। তিনি আপনাদের প্রতি এই এই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। আবদুল মালিক যা যা পাঠিয়েছেন তার সবগুলো তিনি উল্লেখ করলেন। এরপর মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান বললেন, আমি আমার ভাই আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিকের পক্ষে আপনাদের প্রতি দূত রূপে এসেছি। তিনি আপনাদের সমীপে এই এই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

ইরাকীরা বলল, আজ সকালবেলা আমরা ওই সব পর্যালোচনা করব এবং সন্ধ্যায় আমাদের অভিমত আপনাদেরকে জানাব। ওরা চলে গেল। ইব্‌নুল আশআছ তার সকল সেনাপতি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সভা আহ্বান করে। তারা সকলে সমবেত হলো। ইব্‌নুল আশআছ দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন। তিনি তাদেরকে খলীফার দেয়া প্রস্তাব গ্রহণের আহ্বান জানালেন। তিনি জানালেন, খলীফা তো তাঁর প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে হাজ্জাজকে ইরাক থেকে অপসারণ, সরকারী ভাতা সরবরাহ এবং হাজ্জাজের পরিবর্তে মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ানকে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর আহ্বানের সাথে সাথে চারিদিক থেকে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল এবং প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলল, না, আল্লাহ্র কসম, আমরা এটা গ্রহণ করব না। এখন আমরা লোকবল ও অস্ত্রবলে অধিকতর বলীয়ান। ওদের অবস্থা সংকটময়। আমরা ওদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছি। ওরা আমাদের প্রতি অবনত হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমরা এ সকল প্রস্তাব কখনো মেনে নেব না। এরপর তারা পুনরায় খলীফা আবদুল মালিক ও তার প্রতিনিধি হাজ্জাজের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় এবং এই বিষয়ে তারা সকলে একমত হয়। যথা সময়ে এই সংবাদ খলীফা পুত্র আবদুল্লাহ্ এবং তার চাচা মুহাম্মদের নিকট পৌঁছে। তারা হাজ্জাজকে বলেন, এবার আপনি ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। খলীফার নির্দেশ অনুযায়ী এখন আমরা আপনার অনুগত থাকব ও আপনার নির্দেশ পালন করে যাব। এরপর হাজ্জাজের সাথে দেখা হলে তারা তাকে শাসনকর্তা সুলভ অভিবাদন জানালেন। সেও শাসনকর্তা সুলভ উত্তর দেয়। হাজ্জাজ পুনরায় যুদ্ধের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করে। পূর্বের মত যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে থাকে।

এ সময়ে উভয় দল যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মুখোমুখি হয়। হাজ্জাজ তার সেনাবাহিনীর ডান ইউনিটের সেনাপতি নিয়োগ করে আবদুর রহমান ইব্‌ন সুলায়মানকে। বাম ইউনিটের সেনাপতিত্ব দেয় আম্মারাহ ইব্‌ন তামীম লাখমীকে অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করে সুফ্য়ান ইব্‌ন আবরাদকে। আর পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত করে আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীব হাকামীকে। ইব্‌ন আশআছ তাঁর ডান ইউনিটের দায়িত্ব দেন হাজ্জাজ ইব্‌ন

হারিছাহ জাশামীকে, বাম ইউনিটে আবরাদ ইব্ন কুররাহ্ তামীমীকে; অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্বে আবদুর রহমান ইব্ন আইয়াশ ইব্ন আবূ রাবীআকে, আর পদাতিক বাহিনীর সেনাপতিত্ব দেন মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস যুহরীকে। কারীদের নেতৃত্বে থাকেন জাবাল্লাহ্ ইব্ন যাহর ইব্ন কায়ীস জু'ফ। তার দলে আরো ছিলেন সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আমির শা'বী, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, কুমায়ল ইব্ন যিয়াদ–বার্ধক্য সত্ত্বেও তিনি খুব সাহসী ও উদ্যমী লোক ছিলেন। তা ছাড়া ছিলেন আবূ বুহতারী তাঈ ও অন্যান্য অনেক লোকজন।

উভয় পক্ষে প্রতিদিন যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। ইরাকীদের নিকট বিভিন্ন রাজ্য ও প্রদেশ থেকে নিয়মিত খাদ্য ও রসদপত্র আসছিল। ওদের গো খাদ্যও সরবরাহ করা হচ্ছিল নিয়মিত। পক্ষান্তরে হাজ্জাজের সাথে থাকা সিরীয় সৈন্যদের অবস্থা হয়েছিল সংকটাপন্ন-শোচনীয়। তাদের খাদ্য ছিল খুবই কম। গোশত তো ছিলই না। এই সন পুরোটাতেই দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। কখনো যুদ্ধ চলছিল প্রতি দিন আবার মাঝে মাঝে যুদ্ধ চলছিল একদিন পরপর। তবে অধিকাংশ দিনে ইরাকীদের প্রাধান্য ছিল সিরীয়দের বিরুদ্ধে। এই সময়ে হাজ্জাজের পক্ষে যিয়াদ ইব্ন গানাম নিহত হয়। ইব্নুল আশআছের সমর্থক বুসতাম ইব্ন মুস্কালাহ্ বার হাজার সৈনিকসহ যুদ্ধ করতে করতে তাদের তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেলে। তারা স্বেচ্ছায় নিহত হতে প্রস্তুত হয়।

এই হিজরী সনে যাদের ওফাত হয়

সেনাপতি মুহাল্লাব

এই সনে সেনাপতি মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরাহ-এর মৃত্যু হয়। তাঁর উপনাম আবূ সাঈদ আযদী। তিনি ছিলেন বসরার অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি। বসরার নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত, দানশীল এবং সজ্জনদের একজন। ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের বৎসরে তাঁর জন্ম হয়। তার গোত্র তখন ওমান এবং বাহরাইনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করছিল। তার সম্প্রদায় হযরত আবূ বাকর (রা)-এর সময়ে মুরতাদ ও ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহ্ল এ সময়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ওদেরকে বন্দী করে খলীফা আবূ বাকর (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে আবূ সুফরাহ এবং তার পুত্র মুহাল্লাবও ছিল। মুহাল্লাব তখনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক তরুণ।

এরপর মুহাল্লাব বসরাতে চলে আসেন, তিনি ৪৪ হিজরী সনে আমীর মুআবিয়ার শাসনামলে সে সিন্ধু অভিযানে নেতৃত্ব দেন। ৬৮ হিজরী সনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি জাযীরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এরপর হাজ্জাজের শাসনকালের প্রথম যুগে তিনি খারিজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। একই অভিযানে তিনি চার হাজার আটশত জন খারিজীকে হত্যা করেন। তাতে হাজ্জাজের নিকট তাঁর মর্যাদা বেড়ে যায়। মুহাল্লাব একজন সাহসী, অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। দানশীলতায় ও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। তিনি আত্ম প্রশংসা পসন্দ করতেন। তাঁর বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর মন্তব্য রয়েছে।
نعم الخصلة السخاء كستر عورة الشريف وتلحق فية الرضيع وتحبب مزهدد فيه - যেমন ঃ দানশীলতা কত উত্তম কাজ। তাতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গোপনীয়তা গোপন থাকে। নিকৃষ্ট ব্যক্তির নিকৃষ্টতা ধামাচাপা দেয়া হয় এবং দানশীল ব্যক্তি সকলের প্রীতি ভাজন হয়। তিনি বলতেন মানুষের দুটো চরিত্র আমার পসন্দ হয়। যখন দেখি যে, তার বক্তব্যের চাইতে তার জ্ঞান-বুদ্ধি বেশী। আর যখন দেখি যে, তার জ্ঞানের চাইতে বক্তব্য ও কথা বেশী নয়।

"মারভ আর রাওয" এলাকায় যুদ্ধাভিযানে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর। তাঁর পুত্র-কন্যারা ছিল দশ জন। তারা হল ইয়াযীদ, যিয়াদ, মুফাদ্দাল, মুদরিক, হাবীব, মুগীরা কাবীসা, মুহাম্মদ, হিন্দ ও ফাতিমা। ৮২ সনের যুলহাজ্জ মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর অনেক কীর্তি ও কৃতিত্ব রয়েছে। আযারিক সম্প্রদায় এবং অন্যান্য খারিজী উপদলের বিরুদ্ধে তাঁর সফল অভিযানের অনেক বিবরণ ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর খোরাসানের শাসনকর্তা পদ তাঁর পুত্র ইয়াযীদ গ্রহণ করবে বলে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়ে যান। খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এবং শাসনকর্তা হাজ্জাজ তা বহাল রাখেন।

আসমা ইব্ন খারিজাহ্ ফাযারী কূফী

এই সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের অন্যতম হলেন, আসমা ইব্ন খারিজা ফাযারী কূফী। তিনি একজন বিশিষ্ট দানশীল এবং কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর দরযার সম্মুখে এক যুবককে দেখতে পেলেন যে, সে ওখানে বসে আছে। তিনি তাকে ওখানে বসে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, একটা বিশেষ প্রয়োজনে বসে আছি তবে তা মুখে বলা যাবে না। তার প্রয়োজনের কথাটি ব্যক্ত করার জন্যে তিনি বার বার চাপ দিচ্ছিলেন। অবশেষে সে বলল, একটি ক্রীতদাসী আমি দেখেছি এই বাড়ীতে প্রবেশ করেছে। এত সুন্দর মেয়ে আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি। সে আমার হৃদয় ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তিনি তাকে হাতে ধরে অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন। তাঁর বাড়ীতে থাকা সকল মেয়েকে একে একে তার সম্মুখে উপস্থিত করলেন। নির্দিষ্ট মেয়েটি আসার পর সে বলল, এই যে, এই মেয়েটিকেই আমি দেখেছিলাম। আসমা বললেন, তবে এখন তুমি বেরিয়ে যাও। দরযায় যেখানে বসেছিলে ওখানে গিয়ে বস। যুবকটি বেরিয়ে গেল। পূর্বস্থানে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর আসমা ইব্ন খারিজা ওই দাসীটিকে নানা প্রকারের গহনায় সাজিয়ে সাথে করে যুবকটির নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন এই দাসীকে বাড়ির ভিতর তোমার নিকট হস্তান্তর না করার কারণ হল এই যে, মূলতঃ দাসীটি আমার বোনের। সে এটি বিনা মূল্যে দান করতে রাযী ছিল না। তাই আমি তিন হাজার দিরহামে সেটি কিনে নিয়েছি। এ সব গহনা তাকে পরিয়েছি। এই গহনাসহ দাসীটি তোমাকে দিয়ে দিলাম। যুবকটি দাসীটিকে নিয়ে চলে যায়।

মুগীরা ইব্ন মুহাল্লাব

ইব্ন আবী সুফরা মুগীরা ইব্ন মুহাল্লাব এই সনে ইনতিকাল করেন। তিনি একজন দানশীল, সাহসী ও বীরত্বের অধিকারী লোক ছিলেন। তাঁর জীবনে বহু কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে।

হারিছ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)

হারিছ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাবীআ মাখযুমী এই সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি কু'বা নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁর পক্ষে তিনি বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিছা (র)

মুহাম্মদ ইব্ন উসামা (র) এই ৮২ সনে ইন্তিকাল করেন। সাহাবা-ই কিরামের পরবর্তী প্রজন্মে তথা তাঁদের পুত্রদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন উসামা (র) বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ও সম্মানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর ওফাত হয় মদীনা শরীফে। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ তালহা ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র)

৮২ সনে যাঁরা ইন্‌তিকাল করেন তাঁদের একজন হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ তালহা। তিনি প্রসিদ্ধ ফকীহ ইসহাকের পিতা। যে রাতে তাঁর মাতা উম্মু সুলায়মের একটি পুত্র মারা যায়, সে রাতেই আবদুল্লাহ্ তাঁর মাতার গর্ভে আসেন। ভোরবেলা তাঁর পিতা আবূ তালহা (রা) গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই সংবাদ জানান। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, তোমরা বাসর উদযাপন করেছ। তোমাদের রাত্রি-যাপনে আল্লাহ্ তা'আলা বরকত দান করুন। হযরত আবদুল্লাহ্ (র) জন্মগ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খেজুর দিয়ে তাঁর তাহনীক তথা মুখে খাবার গ্রহণের সূচনা করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (র)

তিনি হযরত কা'ব (রা)-এর পথ চলাচলে সাহায্যকারী ছিলেন। হযরত কা'ব (রা) যখন অন্ধ হয়ে পড়েন তখন তাঁর এই পুত্র আবদুল্লাহ্ তাঁকে ধরে ধরে এখানে সেখানে নিয়ে যেতেন। তাঁর সেবা করতেন। তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই ৮২ সনে তাঁর ওফাত হয়।

আফ্‌ফান ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রা)

তাঁর প্রসিদ্ধ নাম আবূ আয়মান আল খাওলানী মিসরী। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়াছিলেন। তিনি মিসরে বসবাস করতেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জামীল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)

তিনি হলেন জামীল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন সাবাহ ইব্‌ন যুবয়ান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন দাব্‌বা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন আযরাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হুযায়ম ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন লায়ছ ইব্‌ন সারহাদ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন ইনহাফ ইব্‌ন কুদাআ (র)। তিনি হলেন কবি আবূ আমর। তিনি বুছায়না এর প্রেমিক। তিনি বুছায়নাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কুছায়না তা প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রেক্ষিতে তিনি একটি বিরহ কাব্য রচনা করেছিলেন এবং ওই কাব্যের মাধ্যমে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ঘটে। তিনি ছিলেন আরবের প্রসিদ্ধ প্রেমিক ব্যক্তি। তিনি ওয়াদী কুরা নামক স্থানে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন সৎ, পবিত্র, লজ্জাশীল, দীন অনুসারী এবং ইসলামী কবি। তিনি তাঁর যুগের বিশুদ্ধভাষী শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। কুছায়্যির আয্‌যাহ ছিলেন তাঁর শিষ্য। তাঁর কবিতা সংরক্ষণকারী। জামীল নিজে হুদবা ইব্‌ন খাছরাম সূত্রে হাতিআ থেকে যুহায়র ইব্‌ন আবূ সালামা এবং তাঁর পুত্র কা'ব ইব্‌ন যুহায়রের কবিতা বর্ণনা করতেন।

কুছায়্যির আয্‌যাহ মন্তব্য করেছেন যে, জামীল ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ কবি। জামীল বলেছেন ঃ

وَاَخْبَرْتُمَانِى اَنْ تَيْمَاءَ مَنْزِلٌ * لِلَيْلَى اِذَا مَا الصَّيْفُ اَلْقَى الْمَرَاسِيَا

'তোমরা দু'জন তো আমাকে বলেছিলে যে, গ্রীষ্মকাল শেষ হলে লায়লা এসে তায়মা-তে বসবাস করবে।

فَهٰذِى شُهُوْرُ الصَّيْفِ عَنَّا قَدْ انْقَضَتْ * فَمَا لِلنَّوٰى تَرْمِى بِلَيْلَى الْمَرَامِيَا

এই যে গ্রীষ্মকালীন মাসগুলো তো অতিবাহিত হয়ে গেল। তবুও দূরত্ব ও ব্যবধান লায়লাকে কেন দূরে নিক্ষেপ করছে?

জামীলের অন্য কয়টি পংক্তি এই ঃ

وَمَا زِلْتِ بِى يَابَثْنُ حَتَّى لَوْ اَنَّنِى * مِنَ الشَّوْقِ اَسْتَبْكِى الْحَمَامَ بَكى لِيَا

ওহে বাছনা! তুমি আমার সাথে অনবরত যে আচরণ করে যাচ্ছ আর আমি যেভাবে ব্যথিত হচ্ছি। আমার বিরহ ব্যথার বর্ণনা করে যদি আমি কবুতরকে কাঁদাতে চাই, তাহলে কবুতর আমার জন্যে কাঁদবে।

وَمَا زَادَ نِى الْوَاشُوْنَ الاَّصَبَابَةَ * وَلاَ كَثْرَةُ النَّاهِيْنَ الاَّ تَمَادِيَا

প্রেম-পাগলামিতে আমার সমালোচকেরা সমালোচনা করে তোমার প্রতি আমার আসক্তিই বৃদ্ধি করেছে। আর আমার বারণকারীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়েছে আমার প্রেম তত গভীর ও দৃঢ় হয়েছে।

وَمَا اَحْدَثَ النَّاىُ الْمُفَرِّقُ بَيْنَنَا * سَلْوًا وَلاَ طُوْلُ اجْتِمَاعٍ تَقَالِيَا

দীর্ঘ বিচ্ছেদ ও দূরত্ব আমাদের মাঝে স্বস্তি সৃষ্টি করেনি। আর দীর্ঘ দিনের সহ-অবস্থান আমাদের মাঝে বিরক্তির জন্ম দেইনি।

اَلَمْ تَعْلَمِى يَا عَذْبَةَ الرِّيْقِ اَنَّنِى * اَظَلُّ اِذَا لَمْ اَلْقِ وَجْهَكِ صَادِيًا

প্রিয়তমা, তুমি কি জান না, ওহে মিষ্টি লালা-কুমারী তুমি কি উপলব্ধি করতে পার না যে, তোমার মিষ্টি চেহারার দর্শন না পেলে আমি তৃষিত, পিপাসার্ত চাতক হয়ে থাকব ?

لَقَدْ خِفْتُ اَنْ اَلْقَى الْمَنِيَّةَ * وَفِى النَّفْسِ حَاجَاتُ اِلَيْكِ كَمَا هِيَا

আমি আশংকা করছি যে, হঠাৎ আমি মৃত্যুমুখে পতিত হব। তবে তখনো আমার হৃদয়ে তোমার প্রতি ভালবাসা থাকবে যেমন ছিল পূর্বে।

জামীল আরো বলেছেন ঃ

اِنِّى لاَحْفَظُ غَيْبَكُمْ وَيَسُرُّنِى * لَوْ تَعْلَمِيْنَ بِصَالِحٍ اَنْ تَذْكُرِى

আমি তো তোমাদের গোপন কথাগুলো সংরক্ষণ করি। আমি খুশী হব। আমার ভাল লাগে তখন যখন তুমি জানতে পার যে, আমার আলোচনা হয় সুনামের সাথে। লোকে আমার সুনাম করে।

তিনি এও বলেছেন ঃ

مَا اَنْتِ وَالْوَعْدُ الَّذِى تَعِدِيْنَنِى * اِلاَّ كَبَرْقِ سَحَابَةٍ لَمْ تَمْطُرِ

প্রিয়া! তুমি আর আমাকে দেয়া তোমার প্রতিশ্রুতি হলো মেঘের বিদ্যুৎ চমকানোর ন্যায়। যেটি শুধু বিদ্যুৎ চমকায়, বৃষ্টি বর্ষণ করে না।

উমার ইব্ন আবূ রাবীআ-এর কবিতা উদ্ধৃত করে, কবি জামীল বলেছেন ঃ

مَا زِلْتُ اَبْغِى الْحَىَّ اَتَّبِعُ فَلَهُمْ * حَتَّى دُفِعْتُ اِلَى رَبِيْبَةِ هَوْدَجٍ

আমি তো গভীর দৃষ্টিতে দেখে দেখে প্রেমিকার গোত্রকে খুঁজছিলাম। এক পর্যায়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাওদাজ বিশিষ্ট এক কুমারীর নিকট।

فَدَنَوْتُ مُخْتَفِيًا اَلُمُّ بِبَيْتِهَا * حَتَّى وَلَجْتُ اِلَى خَفِىِّ الْمَوْلَجِ

আমি চুপি চুপি তার নিকটবর্তী হলাম। শেষ পর্যন্ত আমি একেবারে গোপন কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করি।

জামীলের কবিতা ইব্ন আসাকির উল্লেখ করেছেন ঃ

قَالَتْ وَعَيْشُ اَخِي وَنِعْمَةِ وَالِدِي * لاَنُهْبَنَّ الْحَيَّ اِنْ لَمْ تَخْرُجِ

সে বলল, আমার ভাইয়ের যিন্দেগীর কসম, আমার পিতার অনুগ্রহের কসম, তুমি যদি বেরিয়ে না আস, তাহলে আমি গোত্রের মধ্যে লুটতরাজ চালিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দিব।

فَنَاوَلَتْ رَأْسِي لِتَعْرِفَ مَسَّهُ * بِمُخَضَّبِ الْاَطْرَافِ غَيْرِ مُشَنَّجِ

আমি আমার মাথা বের করে দিলাম। যাতে সে স্পর্শ দ্বারা বুঝতে পারে যে, এটি আমার মাথা, আমার চুলগুলো ছিল এলোমেলো, খিযাব লাগানো।

فَخَرَجْتُ خِيْفَةَ اَهْلِهَا فَتَبَسَّمَتْ * فَعَلِمْتُ اَنَّ يَمِيْنَهَا لَمْ تَحْرَجِ

আমি বের হলাম তার সম্প্রদায়ের ভয় বক্ষে ধারণ করে। তখন সে হেসে উঠল। আমি বুঝলাম যে, তার শপথে এখন আর কোন ক্ষতি হবে না।

فَلَثَمْتُ فَاهَا اٰخِذًا بِقُرُوْنِهَا * فَرَشَفْتُ رِيْقًا بَارِدًا مُتَثَلِّجِ

এবার আমি তার মুখে চুমু খেলাম। দু'হাতে তার চুলের বেণী ধরে। অতঃপর ঠাণ্ডা-শীতল লালা এক চুমুকে পান করলাম।

কুছায়্যির আয্যাহ্ বলেন যে, একদিন বুছায়না-এর প্রেমিক জামীলের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কোত্থেকে আসছ ? আমি বললাম, আমি আসছি এই প্রেমিকার নিকট থেকে। তিনি বললেন, তুমি যাবে কোথায় ? আমি বললাম, যাব তো ওই প্রেমিকার কাছে। অর্থাৎ আয্যাহ্ এর নিকট। জামীল বললেন, আমি তোমাকে দোহাই দিচ্ছি যদি তুমি বুছায়নার নিকট গিয়ে আমার জন্যে তার সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি এনে না দাও। কারণ, আমি তাকে দেখেছি গ্রীষ্মকালের শুরুতে। সর্ব শেষ তার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে ওয়াদীল কুরা উপত্যকায়। তখন সে আর তার মা দু'জনে একটি কাপড় ধৌত করছিল। অতঃপর আমার উপস্থিতি দেখে তারা দু'জনে আমার সাথে গল্প করেছে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

কুছায়্যির বলেন, তার অনুরোধে আমি বুছায়নার বাড়ীর দিকে ফিরে যাই। ওদের বাড়ী গিয়ে বাহন থেকে নামি। আমাকে দেখে তার আব্বা বলল, ভাতিজা! কোন্ কারণে বাড়ী না গিয়া এখানে ফিরে এসেছ ? আমি বললাম, আমি কিছু পংক্তি রচনা করেছি ওগুলো আপনাকে শুনানোর জন্যে এসেছি। সে বলল, ওই পংক্তিগুলো কই ? আমি পংক্তিগুলো উচ্চারণ করতে লাগলাম। বুছায়না পর্দার আড়াল থেকে তা শুনছিল।

فَقُلْتُ لَهَا يَا عَزُّ اَرْسَلَ صَاحِبِي * اِلَيْكِ رَسُوْلاً وَالرَّسُوْلُ مُوَكَّلُ

আমি তাকে বললাম, ওহে আয্যাহ্, আমার বন্ধু তোমার নিকট একজন বাহক প্রেরণ করেছে। বাহককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

بِاَنْ تَجْعَلِي بَيْنِي وَبَيْنَكِ مَوْعِدًا * وَاَنْ تَاْمُرِيْنِي مَا الَّذِيْ فِيْهِ اَفْعَلُ

বাহক প্রেরণ করেছে এই মর্মে যে, তুমি আমার আর তোমার মধ্যে সাক্ষাতের একটি সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দাও। আর তুমি আমাকে জানিয়ে দাও যে, তখন আমি কি করব।

وَاٰخِرُ عَهْدِي مِنْكِ يَوْمَ لَقِيْتَنِي * بِاَسْفَلِ وَادِي الدَّوْمِ وَالثَّوْبُ يُغْسَلُ

তোমার সাথে আমার শেষ সাক্ষাত হয়েছিল আল-দাওম উপত্যকায়। যখন একটি কাপড় ধৌত করা হচ্ছিল।

অতঃপর রাতের বেলা বুছায়না তার প্রতিশ্রুত স্থানে আগমন করে। জামীল ও তথায় উপস্থিত হন। আমি ওদের সাথে ছিলাম। ওই রাতের চাইতে অধিক আনন্দের এবং অধিক প্রেম ভালবাসার রাত আমি কখনো দেখিনি। ওই মজলিস জমে উঠল, আমি বুঝতে পারলাম না তাদের দু' জনের মধ্যে কে তার প্রতিপক্ষের মনের খবর অধিক অবগত।

যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার বর্ণনা করেন আব্বাস ইব্‌ন সাহ্ল সাইদী থেকে যে জামীলের মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, জামীল তাকে বলেছিলেন, একজন মানুষ যে আল্লাহ্ ব্যতীত ইলাহ্ নেই বলে সাক্ষ্য দেয় এবং যে কখনো মদ পান করেনি, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি, চুরি করেনি, নরহত্যায় জড়ায়নি তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ? উত্তরে যুবায়র বললেন, আমি মনে করি সে মুক্তি পাবে এবং আমি আশা করি সে জান্নাত লাভ করবে। তবে তেমন লোকটি কে ? জামীল বললেন, তেমন লোক হলাম আমি। যুবায়র বলেন, আমি তখন আশ্চর্য হয়ে বললাম। আমি তো মনে করি না যে, আপনি ওই সব পাপাচারিতা থেকে পবিত্র আছেন। অথচ দীর্ঘ ২০ বৎসর পর্যন্ত বুছায়না নামের এক মেয়ের প্রেমে আসক্ত হয়ে আপনি জীবন কাটিয়েছেন।

জামীল বললেন, এখন আমি পার্থিব জীবনের শেষ দিনে এবং পরকালীন জীবনের প্রথম দিনে উপনীত হয়েছি। আমি স্পষ্ট করে বলছি যদি কোন মন্দ উদ্দেশ্যে আমি তার শরীরে আমার হাত রেখে থাকি তাহলে মুহাম্মদ (সা)-এর শাফাআত আমার ভাগ্যে জুটবে না। যুবায়র বলেন, আমরা ওখানে থাকতে থাকতে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলি, তাঁর ওফাত হয়েছে মিসরে। কারণ, তিনি এক সময়ে আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ানের দরবারে এসেছিলেন। আবদুল আযীয তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং বুছায়না-এর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। জামীল বলেন, এখনো তাকে ভীষণভাবে ভালবাসি। আবদুল আযীয কতক কবিতা ও তার প্রশংসাগীতি শোনার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। জামীল কতক কবিতা আবৃত্তি করেন। আবদুল আযীয তাঁকে আশ্বাস দেন যে, বুছায়না এর সাথে তাঁর মিলন ঘটিয়ে দিবেন। কিন্তু জামীলের মৃত্যু আর সে সুযোগ দেয়নি। ৮২ সনে জামীলের ওফাত হয়। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন।

জনৈক ব্যক্তির বরাত দিয়ে আসমাঈ উল্লেখ করেছেন যে, জামীল তাকে বলে গিয়েছিলেন, তুমি কি বুছায়নার গোত্রের নিকট আমার একটা চিঠি পাঠিয়ে দিতে পারবে। তাহলে তুমি আমার নিকট যা আছে তা পাবে। লোকটি বলল, হ্যাঁ, পারব। জামীল বললেন, আমি মারা গেলে তুমি আমার উষ্ট্রীটিতে আরোহণ করবে। আমার এই জামা পরিধান করবে এবং কতগুলো পংক্তি ওখানে গিয়ে আবৃত্তি করবে। তার একটি এই ঃ

قُوْمِى بُثَيْنَةُ فَانْدُبِى بِعَوِيلِ * وَابْكِى خَلِيْلاً دُوْنَ كُلِّ خَلِيْلِ

ওহে বুছায়না! দাঁড়াও, বিলাপকর, মাতম কর এবং কান্না কর এমন এক বন্ধুর জন্যে, যে বন্ধু অনন্য অতুলনীয়।

বাহক লোকটি বুছায়না-এর গোত্রের নিকট গেল এবং নির্ধারিত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করল। পংক্তির আবৃত্তি শুনে বুছায়না বেরিয়ে এল তার মুখ যেন মেহেদী রাঙানো পূর্ণিমার চাঁদ। খুব দ্রুত বের হয়েছিল সে। ওড়নায় পা পেঁচিয়ে যাচ্ছিল। সে বলল, তোমার জন্য আফসোস! তুমি

যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তুমি ওই সংবাদ শুনিয়ে আমার মৃত্যু ডেকে এনেছ। আর তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তাহলে এত দ্বারা তুমি আমার ইয্যত নষ্ট করেছ। লোকটি বলল, আমি তখন বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমি সত্য বলেছি। এই যে তার উষ্ট্রী এবং জামা। বুছায়না যখন নিশ্চিত হলো যে, জামীল মারা গিয়েছেন। তখন সে জামীলের জন্যে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং অনুতাপ ও অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে কতক কবিতা আবৃত্তি করল। তাতে সে এ কথা প্রকাশ করল যে, জামীলকে হারানোর পর তার জীবন এখন নিরানন্দ ও নিরর্থক। তার জীবনে আর কোন স্বাদ থাকল না। অতঃপর অবিলম্বে তখনই বুছায়না মারা গেল। বাহক লোকটি বলল, সেদিন আমি জামীল ও বুছায়নাকে যেমন কাঁদতে দেখেছি অন্য কোন পুরুষ ও রমণীকে কোন দিন তেমন কাঁদতে দেখিনি।

ইব্ন আসাকির জামীল থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন দামেস্কে ছিলেন তখন তাঁকে কেউ একজন বলেছিল, ওহ্, আপনি যদি কবিতা ছেড়ে কুরআন মুখস্ত করতেন তবে অনেক ভাল হত। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً। নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় প্রজ্ঞা রয়েছে)

উমার ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র)

৮২ সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন উমার ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মা'মার ইব্ন উসমান আবূ হাফস কারশী তামীমী (র)। তিনি সমকালীন সমাজে একজন দানশীল সেনাপতি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর হাতে বহু নগর-শহর বিজিত হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতকালে উমার ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ তাঁর পক্ষে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাযিমের সাথে মিলে যৌথভাবে তিনি কাবুল জয় করেন। তিনিই কাতারী ইব্ন কুজাআহ্কে হত্যা করেছিলেন। হযরত ইব্ন উমার (রা), হযরত জাবির (রা) ও অন্যান্যদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আতা ইব্ন রাহাহ এবং ইব্ন আওন থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি খলীফা আবদুল মালিকের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। অতঃপর ৮২ সনে দামেশকে তাঁর মৃত্যু হয়। এ তথ্য দিয়েছেন মাদাইনী। বর্ণিত আছে যে, একলোক একটি দাসী ক্রয় করেছিল। দাসীটি খুব সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করত, কবিতা আবৃত্তি করত এবং তার আরো অনেক গুণ ছিল। লোকটি ওই দাসীকে খুবই ভালবেসেছিল। সে তার পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল। এক পর্যায়ে তার সব সম্পদ শেষ হয়ে সে দেউলিয়া হয়ে যায়। ওখন এই দাসী ব্যতীত তার অন্য কোন সম্পদ অবশিষ্ট থাকল না।

একদিন দাসীটি তাঁকে বলল, আপনার দৈন্য ও অভাবের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি যদি আমাকে বিক্রি করে অর্থ নিজের কাজে ব্যয় করেন তাহলে তা আপনার জন্যে ভাল হবে। লোকটি তার ওই দাসীটি উমার ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ এর নিকট এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করল। তিনি তখন বসরার শাসনকর্তা ছিলেন। মূল্যগ্রহণ করার পর মালিক নিজেও অনুতপ্ত হল দাসীটিও অনুতপ্ত হলো। অতঃপর কয়েকটি পংক্তির মাধ্যমে দাসীটি তার মালিককে মনের কথা বলেছিল ঃ

هَنِيْئًا لَكَ الْمَالُ الَّذِيْ قَدْ اَخَذْتَهُ * وَلَمْ يَبْقَ فِيْ كَفِّيْ اِلاَّ تَفَكُّرِيْ

আমাকে বিক্রি করে যে মূল্য আপনি গ্রহণ করলেন তা তো আপনার জন্যে তৃপ্তিকর ও মজার বটে। কিন্তু আমার হাতে তো এখন দুশ্চিন্তা ও বিরহ ব্যথা ছাড়া কিছুই রইল না।

اَقُوْلُ لِنَفْسِيْ وَهِيَ فِيْ كُرْبِ عِيْشَةٍ * اَقِلِّيْ فَقَدْ بَانَ الْخَلِيْطُ اَوْ اَكْثِرِيْ

আমার আত্মা এখন জীবন-দুঃখে জর্জরিত। আমি সেটিকে বলছি যে, তুমি দুঃখ বেশী ভোগ কর, আর কম জীবন সাথী কিন্তু পৃথক হয়ে চলে গিয়েছে।

اِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْاَمْرِ عِنْدَكَ حِيْلَةٌ * وَلَمْ تَجِدِيْ بُدًّا مِنَ الصَّبْرِ فَاصْبِرِيْ

এই সংকট উত্তরণে তোমার নিকট যখন কোন কৌশল নেই এবং ধৈর্য ধারণ ব্যতীত যখন কোন উপায় নেই, তখন ধৈর্যই ধারণ কর। উত্তরে তার মালিক বলল ঃ

وَلَوْلَا قُعُوْدُ الدَّهْرِ بِيْ عَنْكِ لَمْ يَكُنْ * لِفُرْقَتِنَا شَيْئٌ سِوَى الْمَوْتِ فَاصْبِرِيْ

যুগ পরিক্রমা যদি তোমার ব্যাপারে আমাকে এই সংকটে না ফেলত, তাহলে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত না। এখন ধৈর্যই ধারণ কর।

أَأُوبُ بِحُزْنٍ مِنْ فِرَاقِكَ مُوْجِعٍ * اُنَاجِيْ بِهٖ قَلْبًا طَوِيْلَ التَّذَكُّرِ

তোমার বেদনাদায়ক বিচ্ছেদে আমি বারবার দুঃখ ও অনুতাপে ভুগছি। দীর্ঘ সময় তোমাকে স্মরণ করে আমি আমার হৃদয়ের সাথে একান্ত আলাপ করছি।

عَلَيْكِ سَلَامٌ لَا زِيَارَةَ بَيْنَنَا * وَلَا وَصْلَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ ابْنُ مَعْمَرِ

তোমাকে বিদায়ী সালাম। আমাদের মাঝে আর দেখা হবে না। আর মিলন ঘটবে না যদি না মা'মারের বংশধর উমার ইচ্ছা করেন।

ইব্‌ন মা'মার যখন দাসীটির প্রেম-ভালবাসার কথা শুনলেন, তখন বললেন, আমি কখনো ভালবাসার পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাব না। উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ-বেদনা দেখতে পেয়ে মূল্য বাবদ প্রাপ্ত সব টাকা এবং ওই দাসী দুটোই বিক্রেতাকে দিয়ে দিলেন, লোকটি মূল্য বাবদ প্রাপ্ত দিরহাম এবং ওই দাসী নিয়ে চলে গেল।

উমার ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'মার প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে দামেশকে ইনতিকাল করেন। খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান নিজে তাঁর জানাযা পড়িয়েছেন এবং তাঁর লাশের সাথে কবরস্তানে গিয়ে তাঁর দাফনে উপস্থিত ছিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর সুনাম করেছেন। তাঁর একটি পুত্র সন্তান ছিল। তার নাম ছিল তালহা। তিনি কুরায়শের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ফাতিমা বিন্‌ত কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফারকে তিনি বিয়ে করেন। ৪০ হাজার দীনার ছিল ওই বিবাহের দেনমোহর। ওই ঘরে তাঁর একপুত্রও এক কন্যা জন্ম নেয়। তাঁরা হলেন ইব্‌রাহীম এবং রামলা। রামলাকে বিয়ে করেন ইসমাঈল ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আব্বাস (রা)। দেনমোহর নির্ধারিত ছিল এক লক্ষ দীনার।

কুমায়ল ইব্‌ন যিয়াদ (র)

৮২ সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন কুমায়ল ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন নাহীক ইব্‌ন খায়ছাম নাখঈ কূফী। তিনি হযরত উমার (রা), উছমান (রা), আলী (রা), ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ হয়ে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি একজন সাহসী ও বীর ব্যক্তি ছিলেন। সংযমী,

পরহেযগার ও ইবাদতকারী মানুষ ছিলেন। এই সনে হাজ্জাজ তাঁকে হত্যা করে। তিনি ১০০ বৎসর বেঁচে ছিলেন। ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে হাজ্জাজ তাঁকে হত্যা করে। কারণ, এক সময় হযরত উছমান (রা) তাঁকে একটি চড় মেরেছিলেন এবং তিনি ওই চড়ের বদলা দাবী করেছিলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল হাজ্জাজ। অবশ্য হযরত উছমান (রা) পরে কুমায়লকে সুযোগ দিয়েছিলেন যে, এখন তুমি তোমার প্রতিশোধ নাও। কিন্তু সুযোগ পাওয়ার পর কুমায়ল হযরত উছমানকে (রা) ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। প্রতিশোধ নেননি। হাজ্জাজ তাঁকে বলেছিল, তোমার মত লোক আমীরুল মু'মিনীনের নিকট প্রতিশোধ দাবী করতে পারে ? এরপর হাজ্জাজের নির্দেশে তাঁকে হত্যা করা হয়।

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, এই প্রেক্ষাপটে একদিন হাজ্জাজ হযরত আলী (রা)-এর প্রসঙ্গ আলোচনা করে। সে হযরত আলী (রা)-এর দুর্নাম ও সমালোচনা করে। আর কুমায়ল হযরত আলীর (রা) জন্যে দু'আ করেন। তাতে হাজ্জাজ আরো বেশী ক্ষিপ্ত হয়। হাজ্জাজ বলেছিল, আমি তোমার নিকট এমন লোক পাঠাব তুমি আলী (রা)-কে যত বেশী মহব্বত কর সে তাঁকে তার চাইতে বেশী ঘৃণা করে। অতঃপর সে ইব্ন আছহামকে তাঁর নিকট পাঠায়। ইব্ন আছহাম ছিল হিমস নগরীর লোক। কেউ বলেছেন, এই পর্যায়ে হাজ্জাজ পাঠিয়েছিল আবূ জাহাম ইব্ন কিনানাকে। সে হযরত কুমায়লকে (র) হত্যা করে।

বহু তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী (রা)-এর একটি সুন্দর বাণী তিনি উদ্ধৃত করেছেন। সেটির শুরু এই اَلْقُلُوْبُ اَوْعِيَةٌ فَخَيْرُهَا اَوْ عَاهَا। অন্তরগুলো হল পাত্র স্বরূপ। সুতরাং যে অন্তর যত বেশী সংরক্ষণকারী হবে সেটি তত বেশী উত্তম বলে বিবেচিত হবে। এটি একটি দীর্ঘ হাদীস বটে। বহু আস্থাভাজন হাফিয-ই হাদীস এটি বর্ণনা করেছেন। সেটিতে বহু নসীহত এবং উপদেশ রয়েছে। যিনি এ বক্তব্য পেশ করেছেন মহান আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

যাযান আবূ আমর আল কিন্দী (র)

এই সনে যাঁদের ইন্তিকাল হয় তাঁদের অন্যতম হলেন যাযান আবূ আমর আল কিন্দী (র)। তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের তাবেঈ ছিলেন। জীবনের প্রথম যুগে তিনি নেশা পান করতেন এবং তানপুরা বাজাতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদের হাতে তাঁকে তাওবার সুযোগ দেন। এরপর তিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রতি ফিরে আসেন। তাঁর মনে প্রচণ্ড আল্লাহ্ভীতি জন্ম নেয়। নামাযে দাঁড়ালে মনে হত যেন একটি কাষ্ঠখণ্ড।

যিরর ইব্ন হুবায়শ (র)

ইতিহাসবিদ খলীফা বলেছেন যে, এই সনে যিরর ইব্ন হুবায়শের ইন্তিকাল হয়। তিনি হযরত আইশা (রা) এবং হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর শিষ্য ছিলেন। ১২০ বৎসর বয়সে তাঁর ইনতিকাল হয়। আবূ উবায়দ বলেছেন যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৮১ সনে। তাঁর জীবনী আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি তাঁর পরম বন্ধু আবূ ওয়াইল শাকীক ইব্ন সালামার জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে। তিনি ৮২ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি জাহেলী যুগের সাত বৎসর পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ছোট উম্মু দারদা' (র)

৮২ সনে যাঁদের মৃত্যু হয় সে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজন হলেন উম্মু দারদা' সুগ্রা (র)। তাঁর মূল নাম হাজীমাহ্। কেউ বলেছেন জুহায়মা। তিনি একজন মহিলা তাবেঈ। ইবাদত-কারিণী, জ্ঞানবতী এবং ফিক্হ শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ মহিলা ছিলেন। দামেশকের জামে মসজিদের উত্তর প্রাচীরের আড়ালে থেকে পুরুষগণ তাঁকে কুরআন পাঠ শুনাত এবং তাঁর নিকট থেকে ফিক্হ ও ইসলামী আইনের দীক্ষা নিত। খলীফা আবদুল মালিক একজন রাষ্ট্রীয় কর্ণধার হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ফিক্হ অন্বেষণকারী এবং ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনে আগ্রহী। মহিলাদের সাথে উম্মু দারদা' (র) -এর দরসে বসতেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

৮৩ হিজরী সন

এই সনের শুরুতে জনসাধারণ হাজ্জাজ এবং তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়। হাজ্জাজ ও তার সৈন্যেরা অবস্থান করছিল দায়র আল-কাররায়। ইব্নুল আশআছ এবং তাঁর সৈনিকগণ অবস্থান করছিল দায়র আল-জামাজিম অঞ্চলে। প্রতিদিন উভয় পক্ষে যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। অধিকাংশ সময় সিরীয়দের বিরুদ্ধে ইরাকীদের আধিপত্য ছিল। এমনকি গুজব উঠেছিল যে, ইরাকীরা সিরীয়দেরকে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। হাজ্জাজের সৈনিকেরা ৮০ বারের উপর ওদের মুকাবিলায় পরাজিত হয়। এতদ্সত্ত্বেও হাজ্জাজ নিজের স্থানে অবিচল ছিল। প্রচণ্ড ধৈর্যের সাথে সে আপন স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল। একটুও নড়েনি। বরং কোন একদিন যদি তার সৈন্যদের বিজয় হত, সেদিন তার সৈন্যদেরকে নিয়ে শত্রুর দিকে কিছুটা অগ্রসর হত। যুদ্ধ সম্পর্কে তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে এভাবেই চলছিল।

এক পর্যায়ে হাজ্জাজ তার সেনাবাহিনীকে প্রতিপক্ষের কারী ও কিরআত বিশেষজ্ঞদের দলের উপর আক্রমণ চালাতে নির্দেশ দিল। কারণ, বিরোধী পক্ষের অন্যান্য সৈন্যরা 'কারী'দের অনুসরণ করছিল। 'কারী'গণ ওদেরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করছিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যেরা তাঁদেরই নির্দেশ মান্য করছিল। হাজ্জাজ বাহিনীর হামলার মুখে 'কারী'গণ ধৈর্য অবলম্বন করে অবিচল থাকেন।

এরপর হাজ্জাজ তার তীরন্দায বাহিনীকে একত্রিত করে তাদেরকে দিয়ে 'কারী'গণের উপর হামলা চালায়। মুহূর্তে তারা বহু 'কারী'কে হত্যা করে ফেলে। এরপর হাজ্জাজ আক্রমণ চালায় ইব্নুল আশআছ এবং তাঁর সাথে থাকা সৈনিকদের উপর। আক্রমণ সামলাতে না পেরে ইব্নুল আশআছের সৈন্যরা পালিয়ে যায়। তারা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পলায়ন করে। অল্প সংখ্যক সৈনিক নিয়ে ইব্নুল আশআছ নিজেও পালিয়ে যান। তাঁকে ধরার জন্যে হাজ্জাজ একটি বড় সেনাদল প্রেরণ করে। ওই দলের নেতৃত্বে ছিল আম্মারাহ ইব্ন গানাম লাখমী। তার সাথে ছিল হাজ্জাজের পুত্র মুহাম্মদ। কিন্তু সেনাপতি ছিল আম্মারাহ।

তারা ইব্নুল আশআছের পেছন পেছন অগ্রসর হয়। তাদেরকে তাড়া করে, যাতে ওদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারে। তারা ওদেরকে ধাওয়া করছিল আর গ্রাম-নগর জনপদ অধিকার করছিল। যেতে যেতে ইব্নুল আশআছ কিরমান গিয়ে পৌঁছেন। সিরীয় সৈনিকগণ ও তাঁর পেছনে পেছনে এগিয়ে যায়। যে প্রাসাদে পূর্বে ইরাকিগণ ছিল এমন একটি প্রাসাদে গিয়ে সিরীয়গণ অবস্থান নিল। তারা একটি চিঠি পেয়েছিল। ইব্নুল আশআছের সঙ্গী পলাতক সৈন্যদের কেউ একজন সেটি লিখেছে।

তাতে আবূ খালদাহ্ ইয়াশবায়ীর নিম্নের পংক্তিগুলো ছিল ঃ

أَيَا لَهفًا وَّيَا حُزْنًا جَمِيْعًا * وَيَا حَسْرَ الْفُؤَادِ لِمَا لَقِيْنَا

আহ, দুঃখ, আহ্ অনুশোচনা, আহ্ আক্ষেপ, আমরা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি তার জন্যে।

تَرَكْنَا الدِّيْنَ وَالدُّنْيَا جَمِيْعًا * وَأَسْلَمْنَا الْحَلاَئِلَ وَالْبَنِيْنَا

আমরা দীনও ছেড়েছি। দুনিয়াও হারিয়েছি। আমাদের স্ত্রী-পুত্রকে আমরা শত্রুর হাতে সোপর্দ করে দিয়েছি।

فَمَا كُنَّا أُنَاسًا أَهْلَ دُنْيَا * فَنَمْنَعُهَا وَلَوْلَمْ نَرْجُ دِيْنًا

আমরা দীন বিষয়ে সাফল্য ও উন্নতি আশা না করলেও যদি দুনিয়াদার হতাম, তবুও আমাদের স্ত্রী-পুত্রদেরকে আমরা রক্ষা করতে পারতাম।

تَرَكْنَا دُوْرَنَا لِطَغَامِ عَكٍّ * وَأَنْبَاطِ الْقرى وَالْأَشْعَرِيْنَا

'আমরা নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে 'আক' দুর্গের খাদ্য এবং উপত্যকার পানির সন্ধানে চলেছি।'

অতঃপর ইব্নুল আশআছ তার সাথীদেরকে নিয়ে তুর্কী সম্রাট রাতবীলের আশ্রয়ে চলে যান। রাতবীল তাদেরকে সম্মান দেখায়। আশ্রয় দেয় এবং বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়।

ওয়াকিদী বলেন, ইব্ন আশআছ রাতবীলের দেশে যাবার সময় তারই নিযুক্ত জনৈক শাসনকর্তার সাথে সাক্ষাত করেন। ইরাক ফিরে যাবার সময় তিনি ওই শাসনকর্তাকে নিয়োগ দান করেছিলেন। ওই শাসনকর্তা তাকে খুব সমাদর ও সম্মান করে। হাদিয়া ও উপঢৌকন প্রদান করে, তার ওখানে বসবাসের ব্যবস্থা করে। মূলতঃ সে এতসব করেছে ষড়যন্ত্র মূলক ভাবে। সে ইব্ন আশআছকে বলেছিল যে, আপনি আমার এখানে আসুন। তাতে আপনি শত্রুর হাত থেকে রেহাই পাবেন। তবে আপনার সাথী কেউ যেন এই শহরে প্রবেশ না করে। ইব্ন আশআছ ওই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু এটি ছিল ওই শাসনকর্তার প্রতারণা ও চক্রান্ত। ইব্নুল আশআছের সাথীরা তাকে এই প্রস্তাব গ্রহণে নিষেধ করেছিল। তিনি নিষেধ মানেননি। ফলে তাঁর সাথীরা তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। ইব্নুল আশআছ ওই শহরে প্রবেশ করেন। ওই শাসনকর্তা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে লোহার শিকলে বেঁধে ফেলে, এবং তাকে হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করতে চায় সে হাজ্জাজের অনুগ্রহভাজন হবার আকাঙ্ক্ষায় এরূপ করেছিল।

ইব্নুল আশআছের আগমনে তুর্কী সম্রাট রাতবীল খুশী হয়েছিল। বাসত শহরের শাসনকর্তা ইব্নুল আশআছের সাথে যে আচরণ করেছে সম্রাট রাতবীল তা অবগত হয়। অবিলম্বে সম্রাট রাতবীল সসৈন্যে বাসত অভিমুখে যায় এবং চারিদিক থেকে ওই নগরী ঘিরে ফেলে। ওই শাসনকর্তাকে সে সংবাদ পাঠায় যে, ইব্নুল আশআছের কোন ক্ষতি হলে আমি তোমার নগরে প্রবেশ করব এবং নগরের সকল লোককে খুন করে ফেলব। ওই শাসনকর্তা সম্রাটের কথায় ভয় পেয়ে যায় এবং ইব্নুল আশআছকে সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেয়। সম্রাট রাতবীল তাঁকে সসম্মানে সাথে করে নিয়ে যায়।

ইব্‌নুল আশআছ সম্রাটকে বললেন, ওই শাসনকর্তাকে আমি নিয়োগ দিয়েছিলাম। সে আমার অধীনস্থ ছিল। এখন সে আমার বিরুদ্ধে গাদ্দারী করল। এবং আপনি দেখলেন সে কী আচরণ করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি তাকে হত্যা করি । সম্রাট বললেন, না তা হবে না। আমি নিজে তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। ইব্‌নুল আশআছের সাথে আবদুর রহমান ইব্‌ন আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রাবীআ ছিল। রাতবীলের এলাকায় তিনি সকলকে নিয়ে নামায আদায় করতেন। নামাযে ইমামতি করতেন।

হাজ্জাজের কব্‌ল থেকে পালিয়ে আসা ইব্‌নুল আশআছের কতক সমর্থক এক জায়গায় এসে একত্রিত হয়। ওরা ইব্‌নুল আশআছের সাথে থাকার জন্যে তাঁর খোঁজে বের হয়। ওরা সংখ্যায় ছিল প্রায় ষাট হাজার। সিজিস্তান প্রদেশে এসে তারা জানতে পারে যে, ইব্‌নুল আশআছ রাতবীলের দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। তখন তারা সিজিস্তানে বল প্রয়োগ করে সেটি দখল করে নেয়। সেখানকার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্‌কে তারা খুব নির্যাতন করে। আবদুল্লাহ্ এর ভাই-বেরাদর এবং আত্মীয়-স্বজনদের উপরও তারা অত্যাচার চালায়। সেখানকার সকল ধন-সম্পদ তারা দখল করে নেয় এবং সারা প্রদেশে ছড়িয়ে গিয়ে সমগ্র এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এরপর তারা ইব্‌নুল আশআছকে লিখিতভাবে জানায় যে, আপনি আমাদের এখানে চলে আসুন। আপনার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমরা আপনাকে সাহায্য করব এবং আমরা আপনার নেতৃত্বে খোরাসান প্রদেশ দখল করে নিব। আমাদের এখানে যা আছে ওখানে আমাদের সৈন্য ও সমর্থক তার চেয়ে অনেক বেশী। অতঃপর খোরাসান জয় করে আমরা ওখানে বসবাস করব যতক্ষণ না মহান আল্লাহ্ হাজ্জাজ কিংবা আবদুল মালিককে ধ্বংস করেন। এরপর আমরা যা করার করব। ইব্‌নুল আশআছ তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের সাথে যোগ দিলেন এবং তাদের সাথে খোরাসানের পথে কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। এরপর ঘটল অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সামুরার নেতৃত্বে অল্প সংখ্যক ইরাকী লোক দল ত্যাগ করে চলে যায়। এ ঘটনায় ইব্‌নুল আশআছ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেবার জন্যে দাঁড়ান। তিনি বক্তৃতায় তাদের গাদ্দারী এবং যুদ্ধে অস্বীকৃতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন এবং তাদেরকে বলেন যে, তোমাদের প্রতি আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি আমার বন্ধু রাতবীলের নিকট চলে যাচ্ছি। আমি ওখানেই থাকব। তিনি তাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন। সমর্থকদের মধ্য থেকেও অল্প সংখ্যক লোক তাঁর সাথে চলে যায়। কিন্তু তাদের বিরাট অংশ সেখানে থেকে যায়। ইব্‌নুল আশআছ তাদেরকে ছেড়ে চলে যাবার পর তারা আবদুর রহমান ইব্‌ন আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রাবীআ হাশেমীর হাতে বায়আত করে এবং তাঁর নেতৃত্বে খোরাসান গমন করে। খোরাসানের শাসনকর্তা ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব বেরিয়ে আসেন এবং তাদেরকে নগরীতে প্রবেশে বাধা দেন। তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আইয়াশকে এই মর্মে চিঠি লিখেন যে, এই পৃথিবী বহু প্রশস্ত ও বিস্তৃত। সুতরাং যেখানে কোন সুলতান কিংবা শাসক নেই। আপনি সেখানে চলে যান এবং সেখানে রাজত্ব করুন। আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমি পসন্দ করি না। আর আপনি যদি কোন ধন-সম্পদ চান আমি আপনার নিকট তা পাঠিয়ে দিব। উত্তরে আবদুর রহমান লিখলেন যে, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে আসিনি। আমরা এসেছি একটু বিশ্রাম নিতে এবং আমাদের ঘোড়াগুলোকে বিশ্রামের সুযোগ দিতে। এরপর আমরা অন্যত্র চলে যাব। আপনি যা বলেছেন তার কিছুরই আমাদের প্রয়োজন নেই।

এরপর আবদুর রহমান তার অবস্থান ক্ষেত্রের আশেপাশে খোরাসানী গ্রামগুলো থেকে খাযনা উসুল করার চেষ্টা করেন। এবার তাকে বাধা দেয়ার জন্যে শাসনকর্তা ইয়াযীদ এবং তার

ভাই মুফায্যল বহু সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসেন, উভয় দল মুখোমুখি হয়। উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এক পর্যায়ে আবদুর রহমান ইব্ন আইয়াশ ও তাঁর সাথিগণ পরাজিত হয়। শাসনর্কতা ইয়াযীদ ওদের বহু সৈন্যকে হত্যা করেন। ওদের সেনা ছাউনিতে থাকা ধন-সম্পদ দখল করে নেন এবং বন্দী লোকদেরকে হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়ে দেন। বন্দীদের মধ্যে হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের পুত্র মুহাম্মদও ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইয়াযীদকে বলেছিলেন যে, আমার বাবা তোমার বাবার জন্যে যে দু'আ করেছিলেন তোমাকে তার দোহাই দিচ্ছি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। অতঃপর ইয়াযীদ তাঁকে ছেড়ে দেয়।

ইব্ন জারীর বলেন যে, এই ঘটনার অনেক দীর্ঘ ফিরিস্তি রয়েছে। ওই যুদ্ধে বন্দী লোকদেরকে শাসনকর্তা হাজ্জাজের নিকট নিয়ে আসা হলো। ওদের অধিকাংশ লোককে সে হত্যা করে এবং কম সংখ্যক লোককে ক্ষমা করে। হাজ্জাজ বাহিনী যেদিন আশআছ বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল সেদিন এক ঘোষক ঘোষণা দিয়েছিল যে, যারা প্রত্যাবর্তন করবে তারা নিরাপত্তা পাবে এবং যারা রায় অঞ্চলে গিয়ে মুসলিম ইব্ন কুতায়বার সাথে মিলিত হবে তারা নিরাপত্তা পাবে। ইব্নুল আশআছের দলে থাকা অনেক লোক অতঃপর মুসলিম ইব্ন কুতায়বার সাথে যোগ দিল। হাজ্জাজ তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। যারা মুসলিমের সাথে যোগ দেয়নি হাজ্জাজ ওদের খোঁজে গুপ্তচর পাঠিয়ে দেয়। খুঁজে পাওয়া বহু লোকজনকে হাজ্জাজ হত্যা করে। সর্বশেষ তার জিঘাংসার শিকার হয়েছেন হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র)। এ বিষয়ে একটু পরে আলোচনা হবে।

ইব্নুল আশআছের পরাজিত অনুসারীদের মধ্যে যারা মুসলিমের সাথে যোগ দেন তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত শা'বী (র)। একদা হাজ্জাজ তার প্রসঙ্গে আলোচনা করছিল। তখন তাকে জানানো হল যে, শা'বী (রা) তো মুসলিম ইব্ন কুতায়বার সাথে যোগ দিয়েছেন। হাজ্জাজ মুসলিমের নিকট চিঠি লিখল। শা'বীকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও।

শা'বী বলেন, আমি যখন হাজ্জাজের নিকট প্রবেশ করি তাকে শাসনকর্তাসুলভ সালাম ও অভিবাদন জানাই। এরপর বললাম, শাসনকর্তা! লোকজন তো আমাকে পরামর্শ দিচ্ছে এমন বিষয় উল্লেখ করে উযর পেশ করার জন্যে যেটি মহান আল্লাহ্র ইলমে সত্য নয়। আল্লাহ্র কসম! আমি এখানে সত্য বই মিথ্যা বলব না। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন ? আল্লাহ্র কসম! আমরা আপনার বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছি। আপনার আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করেছি। আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছি। একটুও কমতি করিনি। আমরা কিন্তু কোন শক্তিশালী দুশ্চরিত্র লোক ছিলাম না কিংবা পরিপূর্ণ নেক্কার পুণ্যবান লোকও ছিলাম না। মহান আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। বিজয় দান করেছেন। এখন আপনি আমাদের উপর শক্তিপ্রয়োগ করলে, কঠোরতা প্রয়োগ করলে তা আমাদের অপরাধের ফলশ্রুতি আমাদের কর্মফল। আর আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন তাহলে সেটি হবে আপনার ধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ। মোদ্দাকথা, আমাদের বিরুদ্ধে আপনার ব্যবস্থা নেয়ার আইনগত অধিকার রয়েছে।

হাজ্জাজ বলল, ওহে শা'বী! বিদ্রোহী গোষ্ঠী যাদের তরবারি থেকে আমাদের তাজা রক্ত ঝরেছে। অথচ এসে বলে আমি কিছু করিনি আমি উপস্থিতও ছিলাম না তাদের সবার মধ্যে আপনি আমার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি বটে। এরপর সে বলল, হে শা'বী! আমি আপনাকে নিরাপত্তা দিলাম।

শা'বী বলেন, এরপর আমি ফিরে আসছিলাম। একটুখানি হাঁটার পর হাজ্জাজ আমাকে ডাকল। সে বলল, শা'বী এদিকে আসুন! তাতে আমার মনে ভয় সৃষ্টি হল। এরপর সে যে আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছে তা আমার স্মরণ হল। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। স্বস্তি ফিরে পেলাম। সে বলল, শা'বী! আমরা সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণের পর জনগনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব কেমন লক্ষ্য করছেন ? শা'বী বলেন, আমি হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দেয়ার পূর্বে আমার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ ছিল। আমি বললাম, মহান আল্লাহ্ শাসনকর্তার ভাল করুন। আপনার ক্ষমতা গ্রহণের পর আমার চোখে ঘুম নেই। নম্র ও কোমল বিষয়কে আমি কঠোর দেখতে পাচ্ছি। বদ হজমী অনুভব করছি। সর্বক্ষণ ভীত-সন্ত্রস্ত থাকছি। দুশ্চিন্তা নিত্য সঙ্গী হয়ে রয়েছে। ভাল ভাল ভাই বন্ধুদেরকে হারিয়ে ফেলেছি। শাসনকর্তার পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত হতে পারে তেমন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। হাজ্জাজ বলল, হে শা'বী! আপনি এখন চলে যান। আমি প্রস্থান করলাম। ইব্‌ন জারীর প্রমুখ এরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ মিখনাক ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুর রহমান সুদ্দী সূত্রে শা'বী থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী (র) উল্লেখ করেন যে, শাসনকর্তা হাজ্জাজ শা'বীকে ফারায়েয বা উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিল। মাসআলাটি হল কোন মৃত ব্যক্তির শ্বাশুড়ী এবং মৃত ব্যক্তির বোন সম্পত্তি পাবে কিনা। এ বিষয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উমার (রা), উছমান (রা), আলী (রা) এবং ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর অভিমত কি ছিল ? এ বিষয়ে তাঁদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। উত্তরে শা'বী অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের সকলের অভিমত তুলে ধরেছিলেন। হাজ্জাজ অবশ্য হযরত আলী (রা)-এর অভিমতটি ভাল বলে মন্তব্য করেছে, কিন্তু সে হযরত উছমান (রা)-এর অভিমত অনুযায়ী ফায়সালা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে সে শা'বী (রা)-কে মুক্তি প্রদান করে। কথিত আছে যে, এই পর্যায়ে হাজ্জাজ তার প্রতিপক্ষ ইব্‌নুল আসআছের সমর্থক পাঁচ হাজার লোককে হত্যা করে। সেনাপতি ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব তাদেরকে বন্দী করে হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়েছিলেন।

এরপর হাজ্জাজ কূফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সে সেখানে প্রবেশ করে। অতঃপর তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বায়আত গ্রহণের পূর্বে এই স্বীকারোক্তি আদায় করতে শুরু করে যে, বল "আমি নিজের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি কুফরী করেছি"। সে বলত যে, 'হাঁ আমি কুফরী করেছি' সে তার বায়আত গ্রহণ করত। যে ব্যক্তি ওই স্বীকারোক্তি প্রদানে অস্বীকার করত তাকে হত্যা করত। এভাবে কুফরীর সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় বহুলোককে সে হত্যা করে।

একজন লোককে তার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। লোকটি ছিল বাহ্যত দীনদার পরহেযগার। হাজ্জাজ ধারণা করেছিল যে, এই লোক তো নিজের ব্যাপারে কুফরীর সাক্ষ্য দিবেনা। হাজ্জাজ লোকটিকে প্রতারিত করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। তখন লোকটি বলল, আপনি কি আমার সাথে প্রতারণা করছেন ? বস্তুত ঃ আমি এই জগতের সবচাইতে কঠিন কাফির। আমি ফিরআওন, হামান এবং নমরূদের চাইতেও জঘন্য কাফির। বর্ণনাকারী বলেন, এই কথা শুনে হাজ্জাজ হেসে উঠল এবং লোকটিকে মুক্তি দিয়ে দিল।

ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেন আবূ মিখনাফ থেকে যে হামাদানের কবি আশাকে হাজ্জাজের নিকট নিয়ে আসা হল। একটি কবিতায় কবি আশা হাজ্জাজ এবং আবদুল মালিকের নিন্দা ও সমালোচনা করেছিলেন। হাজ্জাজ কবিকে একটি কবিতা আবৃত্তি করার জন্যে নির্দেশ দিল। কবি দাল (د) অন্ত্যমিলযুক্ত একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করলেন। তাতে খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান এবং হাজ্জাজের প্রচুর প্রশংসা ছিল। সিরীয় নাগরিকগণ বলছিল যে, আমীর!

ইনি তো খুব ভাল একটা কবিতা বলেছেন। হাজ্জাজ বলল, না-তা নয়। সে ভাল কবিতা বলেনি। সে তো এটি বলেছে বানোয়াট ও প্রতারণার কৌশল হিসেবে। এরপর তার উপর অন্য কবিতাটি আবৃতির জন্য চাপ সৃষ্টি করল। আশা তখন অন্য কবিতাটি আবৃত্তি করলেন, সেটি শোনার পর হাজ্জাজ ক্ষেপে যায়। এবং কবি আশাকে হত্যার নির্দেশ দেয়। তারই সামনে ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে হত্যা করা হয়। আলোচ্য কবি আশার নাম হল আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ। আর মুসবিহ হামদানী কূফী। তিনি ছিলেন আরবের বিখ্যাত কবি। নামযাদা শুদ্ধাচারী সাহিত্যিক। জীবনের শুরুতে ইবাদত-বন্দেগীতে তার ভাল আগ্রহ ছিল। পরবর্তীতে ইবাদত বন্দেগী ত্যাগ করে কবিতার প্রতি মনোযোগ দেন এবং কবিরূপে খ্যাতিলাভ করেন। নু'মান ইব্ন বাশীর যখন হিমসের শাসনকর্তা তখন কবি আশা তার দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছিলেন। এ যাত্রায় পুরস্কার হিসেবে শাসনকর্তা নু'মান ও হিমসের সৈনিকদের পক্ষ থেকে তিনি চল্লিশ হাজার দীনার তথা স্বর্ণমুদ্রা লাভ করেন। তিনি শা'বী (র)-এর ভগ্নিপতি ছিলেন। শাবীও তার ভগ্নিপতি ছিলেন। ইব্নুল আশআছের সমর্থকরূপে কবি আশা হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে হাজ্জাজ তাঁকে হত্যা করে।

হাজ্জাজ একদল গুপ্তচর নিয়োগ করল ইব্নুল আশআছের পেছনে। উদ্দেশ্য ছিল পেছন দিক থেকে গিয়ে ইব্নুল আশআছের সেনাদলের অবস্থান জানবে এবং হাজ্জাজকে জানাবে। এরপর হাজ্জাজ ও ইব্নুল আসআছ পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এবার হাজ্জাজ পরাজিত হয়ে সৈন্য সামন্তসহ পালিয়ে যায়। তার অস্ত্র শস্ত্র ও মালামাল সেনা ছাউনিতে ফেলে যায়। ইব্নুল আশআছ এগিয়ে আসেন। হাজ্জাজের পরিত্যক্ত মালামাল ও অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেন। অতঃপর তারই সেনাছাউনিতে রাত্রি যাপন করতে থাকেন।

হাজ্জাজ বাহিনী রাতের বেলা সেখানে আগমন করে। আশআছ বাহিনী তখন অস্ত্রশস্ত্র খুলে ঘুমোচ্ছিল। ওরা আশআছ বাহিনীর উপর হঠাৎ আক্রমণ করে। হাজ্জাজ বাহিনী এসে তাদের ঘিরে ফেলে। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ইব্নুল আশআছের বহু সমর্থক নিহত হয়। আর অনেক সমর্থক দাজলা ও দুজায়ল নদীতে ডুবে মারা যায়। হাজ্জাজ উপস্থিত হয় ইব্নুল আশআছের সেনাছাউনীতে। সেখানে ওদের যাকেই পেয়েছে হত্যা করেছে। এ পর্যায়ে বিরোধী পক্ষের প্রায় ৪০০০ সৈন্যকে সে হত্যা করে। তাদের মধ্যে অনেক নেতৃস্থানীয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। হাজ্জাজ বাহিনী পুরোপুরিভাবে বিপক্ষের সেনা ক্যাম্প দখল করে নেয়। ৩০০ অনুসারী নিয়ে ইব্নুল আশআছ পলায়ন করেন। নিজেদের পশুপ্রাণী যবাই করে দিয়ে তারা নৌকায় চড়ে দজলা নদী পার হয় এবং বসরা চলে যায়। সেখান থেকে চলে যায় তুরস্কে এবং রাতবীলের নিকট আশ্রয় নেয়।

পরবর্তীতে হাজ্জাজ ইব্নুল আশআছের সমর্থকদেরকে খুঁজতে থাকে। এবং একাকী কিংবা জোড়ায় জোড়ায় ওদেরকে হত্যা করতে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, সেই সময়ে হাজ্জাজ ঠাণ্ডা মাথায় সজ্ঞানে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করে। নাদর ইব্ন শুমায়ল হিশামী ইব্ন হাস্সানের বরাতে এই তথ্য উল্লেখ করেছেন। নিহত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের পুত্র মুহাম্মদ (র)। আরো বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও উলামা-ই-কিরাম এই যাত্রায় হাজ্জাজের হাতে নিহত হন। সর্বশেষ তার জিঘাংসার শিকার হন হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা)।

ওয়াসিত নগরী প্রতিষ্ঠা

ইব্ন জারীর (র) বলেছেন, এই সনে হাজ্জাজ ওয়াসিত শহর প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রেক্ষাপট ছিল এই যে, একদিন হাজ্জাজ দেখল এক যাজককে যে, তার গর্দভীর পিঠে চড়ে সে দজলা নদী অতিক্রম করল। সে ওয়াসিত নামক স্থানে যাবার পর তার গর্দভী ওখানে পেশাব করে দেয়। যাজক সাথে সাথে গর্দভীর পিঠ ছেড়ে নীচে নেমে যায়। এবং ও পেশাবের স্থানের মাটি খুঁড়ে দজলা নদীতে ফেলে দেয়। হাজ্জাজ বলল, ওই যাজককে আমার নিকট নিয়ে আস। তাকে নিয়ে আসা হল। সে যাজককে বলল, তুমি এরূপ করলে কেন ? উত্তরে যাজক বলল, আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি যে, এই স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হবে এবং এই পৃথিবীতে যতদিন একজন তাওহীদপন্থীও জীবিত থাকবে ততদিন এই মসজিদে আল্লাহ্র ইবাদত করা হবে। অতঃপর হাজ্জাজ ওয়াসিত নগরীর প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে একটি মসজিদ তৈরী করে।

এই ৮৩ সনে আতা ইব্ন রাফি'র নেতৃত্বে সিসিলির যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৮৩ হিজরী সনে যাঁদের ওফাত হয়

আবদুর রহমান ইব্ন জুহায়রা (র)

৮৩ সনে যাঁদের ওফাত হয় তাঁদের একজন হলেন আবদুর রহমান ইব্ন জুহায়রা খাওলানী মিসরী। বহু সাহাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। মিসরের শাসনকর্তা আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ান তাঁকে একই সালে বিচারক, নসীহতকারী এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বশীল হিসেবে নিয়োগ দান করেন। তাঁর বাৎসরিক সম্মানী নির্ধারিত হয় এক হাজার দীনার স্বর্ণমুদ্রা। তিনি ওই অর্থের কিছুই সঞ্চিত করতেন না।

তারিক ইব্ন শিহাব (রা)

৮৩ সনে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির ইনতিকাল হয় তাঁদের একজন হলেন তারিক ইব্ন শিহাব ইব্ন আব্দ শাম্স আহমাসী। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পেয়েছিলেন। প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি চল্লিশোর্ধ যুদ্ধে অংশ নেন। ৮৩ সনে তিনি মদীনাতে ইন্তিকাল করেন।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী (রা)

এই সনে ইনতিকাল হয় এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম হলেন হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী (র)। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ পেয়েছিলেন। বহু সাহাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মদীনা শরীফে কাযী বা বিচারক পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কুরায়শ বংশের অন্যতম ফকীহ ও আলিম ছিলেন। তাঁর পিতা আদী বদর যুদ্ধে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছিল।

৮৩ সনে ওফাত হয়েছে মারছাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আবূ খায়ব মুযানীর। ইব্নুল আশআছের দলভুক্ত বহু কারী ও আলিম ব্যক্তি এই সনে হারিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কতক পলায়ন করেছেন। কতক যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন এবং কতককে বন্দী অবস্থায় হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর হাজ্জাজ তাদেরকে হত্যা করে। ওদের কতককে হাজ্জাজ খুঁজে খুঁজে ধরে এনে হত্যা করে। ইতিহাসবিদ খলীফা ইব্ন খাইয়াত তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন মুসলিম ইব্ন ইয়াসার মুযানী। আবূ মুরানাহ্ আজালী। ইনি নিহত

হয়েছিলেন। উকবাহ্ ইব্ন আবদুল গাফফার। তিনি নিহত হয়েছিলেন। উকবা ইব্ন বিশাহ্। তিনি নিহত হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ জাহদামী। তিনি নিহত হয়েছিলেন। আবূ জাওযাহ বিরঈ। তিনি নিহত হয়েছিলেন। নাদর ইব্ন আনাস (রা) আবূ হামযা দাবাঈ-এর পিতা ইমরান। আবূ মিনহাল সাইয়াব ইব্ন সালামাহ রিয়াহী। মালিক ইব্ন দীনার। মুররাহ ইব্ন যুবাব হাদ্দাদী আবূ নুজায়দ জাহ্দামী। আবূ সুবায়জ হিনাঈ। সাঈদ ইব্ন আবূ হাসান এবং তাঁর ভাই হাসান বসরী (র)।

আইয়ুব বর্ণনা করেন যে, ইব্নুল আশআছকে বলা হয়েছিল যে, উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আইশার (রা) সওয়ারীর চারিদিকে সমবেত হয়ে জনগণ যেমন তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল আপনি যদি চান যে, আপনার পাশে জনগণ সেভাবে যুদ্ধ করুক তাহলে হাসান বসরী (র)-কে আপনার সাথে নিয়ে নিন। অতঃপর ইব্নুল আশআছ তাঁকে সাথে নিয়ে নেন।

ওই সময়ে কূফাবাসী যাঁরা নিহত হন তাঁদের মধ্যে আছেন হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ, শা'বী, আবূ উবায়দা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, মা'রূর ইব্ন সুওয়াইদ, মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, আবূল বুখতারী, তালহা ইব্ন মুসাররিফ, যুবায়দ ইব্ন হারিস ইয়ামিয়ান এবং আতা ইব্ন সাইব (র)।

আইয়ূব বলেন যে, ইব্নুল আশআছের সাথে যারা সেদিন ধরা পড়েছিলেন তারা তাতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আর যারা সেদিন আল্লাহ্র ইচ্ছায় মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁরা মুক্তিদাতা মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করেছিলেন। ওই যাত্রায় হাজ্জাজ ঠাণ্ডা মাথায় যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইমরান ইব্ন ইসামা দাবাঈ (রা)। তিনি আবূ হুজাযাহ-এর পিতা। তিনি বসরার প্রখ্যাত উলামা-ই-কিরামের একজন ছিলেন। খুব ইবাদতকারী ও নামাযী মানুষ ছিলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে হাজ্জাজের নিকট উপস্থিত করা হয়, হাজ্জাজ তাঁকে বলেছিল, "তুমি নিজে কুফরী করেছ এ কথার সাক্ষ্য দাও" তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিব। তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ঈমান আনয়নের পর থেকে আল্লাহ্র প্রতি সামান্য কুফরীও করিনি। অতঃপর হাজ্জাজ তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তাঁকে হত্যা করা হয়।

হাজ্জাজের হাতে নিহত অপর বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র)। বহু সাহাবীর বরাতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা আবূ লায়লা (রা) প্রিয়নবী (সা)-এর সাহাবী ছিলেন। আবদুর রহমান কুরআন শিক্ষা করেন হযরত আলী (রা) থেকে। তিনি ইব্নুল আশআছের সমর্থনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁকে বন্দী অবস্থায় হাজ্জাজের নিকট আনয়ন করা হয়। নিষ্ঠুর হাজ্জাজ সজ্ঞানে ঠাণ্ডা মাথায় এই মহান ব্যক্তিকে হত্যা করে।

তারিক ইব্ন শিহাব (রা)

তাঁর পূর্ণনাম তারিক ইব্ন শিহাব ইব্ন আব্দ শামস আলআহমাসী (রা)। তিনি ঐসব ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যাঁরা রাসূল (সা)-কে দেখেছেন এবং হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর আমলে সংঘটিত ৪০টির অধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ বছরেই তিনি পবিত্র মদীনায় ইন্তিকাল করেন।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী (রা)

তাঁর পূর্ণনাম উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্নুল খিয়ার (রা)। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পেয়েছিলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স ইব্ন মাখরামাহ (রা)-এর মত এক জমাআত সাহাবায়ে কিরাম হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি মদীনার কাযী ছিলেন। তিনি কুরায়শ বংশীয় ফিকাহ্ বিশারদ ও উলামায়ে কিরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা আদী বদর যুদ্ধের দিন কাফির অবস্থায় নিহত হয়।

এ বছরেই পবিত্র মদীনা শরীফে আবূল খায়ের মিরসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-ইয়ামানী ইনতিকাল করেন। এ বছরেই কারীউল কুরআন ও উলামায়ে কিরামের একটি বিরাট জামাআত হারিয়ে যান যারা আল-আশআছ-এর সঙ্গী ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পালিয়ে যান; কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। আবার কেউ কেউ বন্দী হন। যিনি বন্দী হন তাকে হাজ্জাজ নৃশংসভাবে হত্যা করে। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে হাজ্জাজ খুঁজে বের করে এবং হত্যা করে। খালীফাহ ইব্ন খাইয়াত এমন ধরনের একদল ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে নিহতরা হলেন; মুসলিম ইব্ন আল ইয়াসার আল-মুযানী, আবূ মারানা আল-আজালী, উকবাহ্ ইব্ন আবদুল গাফফার, উকবাহ্ ইব্ন বিশাহ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ আল-জাহদামী, আবুল জাওযা আর রাবঈ, আন-নদর ইব্ন আনাস, আবূ হামযাহ আদ-দাবয়ীর পিতা ইমরান, আবুল মিনহাল, সায়্যার ইব্ন সালামাহ আররাইয়াহী, মালিক ইব্ন দীনার, মুর্রাজ ইব্ন যুবাব আল-হাদানী, আবূ নুজায়দ আল-জাহদামী, আবূ সাবীজ আল-হানায়ী, সায়ীদ ইব্ন আবুল হাসান এবং তাঁর ভাই আল-হাসান আল-বসরী।

ইতিহাসবিদ আয়্যুব বলেন, "ইবনুল আসআছকে বলা হল, যদি তুমি চাও যে, তোমার চতুর্দিকে লোকজনকে হত্যা করা হোক যেমনভাবে উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন হযরত আইশা (রা)-এর উটের পিঠের হাওদার চতষ্পার্শ্বে লোকজন নিহত হয়েছিল তাহলে আল-হাসানকে তোমার সাথে সংগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে নাও। সে তাকে সংগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

কূফাবাসীদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছিলেন তারা হলেন ঃ সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লাইলা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ, আশ-শা'বী, আবূ উবায়দা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, মা'রূর ইব্ন সাওয়ীদ, মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওযাক্কাস, আবুল বুখতারী, তালহা ইব্ন মাসরাফ, যুবায়দ ইব্ন আল-হারিস আলী ইয়ামিয়ান এবং আতা ইব্ন আস-সায়িব।

ইতিহাসবিদ আয়্যুব বলেন ঃ তাদের মধ্য হতে যারা ইবনুল আশআছের সাথে নিহত হয়েছিলেন, তারা ইবনুল আশআছের প্রতি নারায ছিলেন। আর ইবনুল আশআছের অনুসারীদের যারা নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তারা তাদের রক্ষাকারী আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন করেছিলেন। হাজ্জাজ যাদেরকে হত্যা করেছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইমরান ইব্ন ইসাম আদ দাবয়ী, আবূ হাজমাহ এর পিতা। তিনি বসরার উলামায়ে কিরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ইবাদতগুযার ও সৎলোক। তাকে বন্দী অবস্থায় হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করা হলে হাজ্জাজ তাকে বলে, 'তুমি তোমার জন্যে কুফরীর সাক্ষ্য দাও তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিব।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র শপথ, আমি যেদিন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, সেদিন থেকে আর কোন দিনও মহান আল্লাহ্র প্রতি কুফরী করি নাই।' তারপর তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হল এবং তাকে হত্যা করা হল। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্য একজন হলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা। এক জামাআত সাহাবায়ে কিরাম

থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁরা পিতা আবূ লায়লা (রা) সাহাবী ছিলেন। আবদুর রহমান হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হতে কুরআন শিক্ষা করেন। তিনি ইবনুল আশআছের সাথে সংগ্রামে নেমেছিলেন। তাকে হাজ্জাজের সামনে পেশ করা হল এবং তার সামনেই তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল।

৮৪ হিজরীর আগমন

আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র) বলেন, 'এ বছরেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক মাসীসাহ্ জয়লাভ করেন। আর এ বছরেই মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান আরমিনিয়ায় যুদ্ধ করেন। আরমিনিয়াবাসীর অনেককে তিনি হত্যা করেন এবং তাদের গির্জা ও ধনসম্পদ দখল করেন। এ বছরটিকে সানাতুল হারীক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এ বছরেই আল-হাজ্জাজ মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম আছ-ছাকাফীকে পারস্যের শাসক নিযুক্ত করে এবং কুর্দীদের হত্যা করার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়। এ বছরেই আবদুল মালিক আইয়াদ ইব্ন গানাম আল-বুজায়নীকে আল-ইস্কান্দারীয়ার শাসক নিযুক্ত করেন এবং আবদুল মালিক ইব্ন আবুল কানূদকে বরখাস্ত করেন। যাকে পূর্ববর্তী বছরে শাসক নিযুক্ত করা হয়েছিল। আর এ বছরেই মূসা ইব্ন নুছায়ব পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশসমূহের বেশ কতগুলো শহর জয়লাভ করেন, তার মধ্যে একটি শহর 'আরূমা'। ঐ শহরের অনেক লোককে তিনি হত্যা করেন এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোককে বন্দী করেন। এ বছরেই হাজ্জাজ ইবনুল আশআছের অনুসারীদের বড় একটি দলকে হত্যা করে।

আয়্যুব ইব্ন আল-কেরীয়া

আয়্যুব ইব্ন আল-কেরীয়া ছিলেন বাগ্মী, স্বচ্ছন্দভাষী এবং ধর্মোপদেশদাতা। হাজ্জাজ তাকে নিজের সামনে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কথিত আছে যে, হাজ্জাজ তার নিহত হওয়ায় লজ্জিত হয়। তাঁর পূর্ণনাম আবূ সুলায়মান আয়্যুব ইব্ন যায়দ ইব্ন কায়স আল-হিলালী। তিনি ইবনুল কেরিয়া হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অন্য যারা নিহত হয়েছিলেন তারা হলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল-হারিছ ইব্ন নওফল; সা'দ ইব্ন ইয়াশ আশ-শায়বানী, আবূ গুনাইনামা আল-খাওলানী (রা), তিনি সাহাবী ছিলেন এবং একজন হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি হিমসে বসবাস করতেন এবং তথায় তিনি ইন্তিকালও করেন। তিনি প্রায় একশত বছরের কাছাকাছি বয়স পেয়েছিলেন। যারা নিহত হয়েছিলেন তাদের অন্য একজন হলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাতাদাহ। উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও তাদের একটি দলকে হাজ্জাজ হত্যা করেছিল এবং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ইন্তিকাল করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন আবূ যুরআ আল-জাযামী আল-ফিলিস্তীনী। তিনি সিরিয়াবাসীদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আমীর মুআবিয়া (রা) তাঁকে ভয় করতেন। আবূ যুরআ তা উপলব্ধি করেন এবং তিনি আমীর মুআবিয়াহ (রা)-কে বলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আপনার সংসদের কোন সদস্যকে তার নিয়তির উপর নির্ভর করে ধ্বংস করে দেবেন না। আপনি যাকে আপনার গোপন রহস্যের সাথী হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাকে চিন্তিত করবেন না। যে দুশমনকে আপনি পরাজিত করেছেন তাকে নিরাশ করবেন না। তারপর হযরত আমীর মুআবিয়া (রা) তার থেকে বিরত থাকেন।

এ বছরে উতবা ইব্ন মুনযির আস-সুলামী ইনতিকাল করেন। তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী ছিলেন। তাঁকে আহলে সুফ্ফার মধ্যে গণ্য করা হতো। ইমরান ইব্ন হাত্তান

আল-খারিজী প্রথমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের সদস্য ছিলেন। তারপর তিনি একজন খারিজী অত্যন্ত সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তাকে ভালবাসেন। আর তিনি নিজে ছিলেন কুৎসিত চেহারার লোক। তিনি তার স্ত্রীকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দিকে স্থানান্তর করার ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন; কিন্তু তার স্ত্রী অস্বীকার করেন। তারপর তিনি তার স্ত্রীর মাযহাবে স্থানান্তর হলেন। তিনি প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তিনি হযরত আলী (রা)-এর শাহাদত ও তার হত্যাকারীর সম্বন্ধে বলেন ঃ "হে পরহেযগার মুত্তাকীকে আঘাতকারী! এ আঘাতের দ্বারা তুমি শুধু ইচ্ছে করেছ, আরশের মালিক আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিকে তোমার মতে অর্জন করার জন্যে। নিশ্চয়ই আমি তাকে স্মরণ করছি এমন একদিনে, যখন আমি মহান আল্লাহ্র কাছে জনগণের মধ্যে তাকে একটি পাল্লা হিসেবে বিবেচনা করছি। তিনি এমন সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি যাদের কবর বা ঠিকানা হচ্ছে জান্নাতে বিচরণকারী পাখীদের উদর। তারা তাদের ধর্মকে পাপ এবং হিংসা বিদ্বেষের সাথে মিশ্রিত করেনি।

ইমাম আস-সাওরী তার নিম্নবর্ণিত কবিতাগুলোর দ্বারা দুনিয়ায় পরহেযগারী অবলম্বন করার আদর্শ হিসেবে প্রায়শঃ উদাহরণ পেশ করতেন। 'জনগণের মধ্যে হতভাগা লোকদেরকে আমি লক্ষ্য করেছি যে, তারা এ দুনিয়াকে পরিত্যাগ করছে না, যদিও তারা এ দুনিয়ায় নগ্ন ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় কালাতিপাত করছে। যদিও তারা দুনিয়াকে মহব্বত করে, কিন্তু আমি দুনিয়াটাকে দেখছি গ্রীষ্মকালের এক খণ্ড মেঘের ন্যায় যা অতি তাড়াতাড়ি বিলীন হয়ে যায়। দুনিয়ার বাসিন্দারা আসলে একটি কাফেলার ন্যায় যারা তাদের প্রয়োজন নির্বাপিত করেছে এবং তাদের সামনে যে প্রকাশ্য বিস্তৃত রাস্তা রয়েছে তা দিয়ে তারা প্রত্যাবর্তন করছে।"

৮৪ হিজরীতে ইমরান ইব্ন হাত্তান মারা যায়। কোন কোন আলিম, আলী (রা)-এর শাহাদত সম্পর্কে পূর্বে উল্লিখিত তার কবিতাগুলোর বদলে অনুরূপ ছন্দ ও কবিতার পরিমাপে নিম্নবর্ণিত কবিতাগুলো উল্লেখ করেন। "হতভাগার তরফ থেকে যে আঘাত এসেছে, এ আঘাতের দ্বারা সে ইচ্ছে করেছে যে, আরশের মালিক থেকে যেন সে আরও ক্ষতি অর্জন করতে পারে। আমি উক্ত হতভাগাকে এমন একদিনে স্মরণ করছি, যাকে আমি মহান আল্লাহ্র নিকট অবস্থিত দাড়িপাল্লার নিরিখে জনগণের মধ্যে তাকে অধম বলে আমি বিবেচনা করি।"

রাওহ ইব্‌ন যাম্বা' আল-জুযামী

তিনি ছিলেন সিরিয়ার নেতাদের অন্যতম। খলীফা আবদুল মালিক খিলাফতের কাজে তার থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

এ বছরেই আবদুর রহমান ইব্ন আল-আশআছ আল-কিন্দী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এর পরের বছুর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ হাজ্জাজ তুরস্কের বাদশা, রাতবীলের কাছে একটি পত্র লিখেন। ইবনুল আশআছ তুরস্কের বাদশার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। হাজ্জাজ পত্রে তুরস্কের বাদশাকে বলে ঐ আল্লাহ্র শপথ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। যদি তুমি এ পত্রটি পাওয়ার পর ইবনুল আশআছকে আমার কাছে ফেরত না পাঠাও আমি তোমার দেশে এক লাখ সৈন্য প্রেরণ করব এবং তোমার দেশকে তছনছ করে দেবো। হাজ্জাজ থেকে প্রাপ্ত এ হুমকী সম্বন্ধে যখন বাদশা নিশ্চিত হলেন তখন এ ব্যাপারে তার কিছু সংখ্যক আমীরের সাথে পরামর্শ করেন, আমীররা তখন হাজ্জাজ কর্তৃক তাদের দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া এবং তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত

হওয়ার পূর্বে ইব্‌ন আশআছকে হাজ্জাজের কাছে সমর্পণ করার পরামর্শ দিলেন। বাদশা তখন ইবনুল আশআছকে হাজ্জাজের কাছে এ শর্তে প্রেরণ করেন যে, হাজ্জাজ দশ বছর যুদ্ধ করবে না এবং প্রতি বছর এক লাখ দীনার কর আদায় করবে। হাজ্জাজ তা কবূল করে নিল। কেউ কেউ বলেন, হাজ্জাজ তার কাছে ওয়াদা করেছিল যে, বাদশার কাছ থেকে সাত বছর আর কোন কর নিবে না। তারপর রাতবীল ইব্‌ন আশআছের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কেউ কেউ বলে তাকে তার সামনে নৃশংসভাবে হত্যা করার নির্দেশ দেয় এবং তার মস্তককে হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করে। কেউ কেউ বলেন, বরং ইবনুল আসআছ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তখন রাতবীল তাকে হত্যা করে। তখন তার প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত। তবে প্রসিদ্ধ ঘটনা হল এ যে, রাতবীল ইবনুল আশআছ ও আরো ত্রিশজনকে শিকলে আবদ্ধ করে এবং হাজ্জাজের তরফ থেকে প্রেরিত দূতদের মাধ্যমে সে তাদেরকে হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করে। যখন তারা পথিমধ্যে আর্রাজহ নামক স্থানে পৌঁছে তখন ইবনুল আশআছ তার শিকলসহ একটি প্রাসাদের ছাদে উঠে। তার সাথে একটি লোক ছিল যাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল সে যেন পালিয়ে যেতে না পারে পাহারা দেওয়ার জন্য। ইবনুল আশআছ তখন ঐ প্রাসাদের উপর থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তার সাথে নিযুক্ত ব্যক্তিটিও নীচে পড়ে যায়। তখন দুইজনেই মারা যায়। দূত ইবনুল আশআছের মস্তক কর্তন করে। ইবনুল আশআছের সাথীদেরকে হত্যা করা হয় এবং তাদের মস্তক হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করা হয়। হাজ্জাজ তখন আশআছের মস্তক ইরাকে প্রদক্ষিণ করার জন্য নির্দেশ দেয়। তারপর ঐ মস্তকটি আবদুল মালিকের কাছে প্রেরণ করা হয়। মস্তকটিকে সিরিয়ার অলিতে গলিতে প্রদক্ষিণ করা হয়। তারপর এটাকে তার ভাই আবদুল আযীযের কাছে মিসরে প্রেরণ করা হয়। সেখানেও এটাকে অলিতে গলিতে প্রদক্ষিণ করা হয়। তারপর তারা আশ্‌আছের মস্তকটি মিসরে দাফন করে এবং তার শরীরটি আর্রাজহ নামক স্থানে দাফন করা হয়। এ সম্পর্কে কোন কবি বলেন, "শরীরের স্থান মাথা থেকে বহুদূরে; মাথা অবস্থান করছে মিসরে আর শরীর আর্রাজহ নামক স্থানে।" ৮৫ হিজরীতে ইবনুল আশআছের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

উপরোক্ত আবদুর রহমানের পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনুল আশআছ ইব্‌ন কাইছ। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ তিনি হলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আল আশআছ ইব্‌ন কায়স আল কিন্দী আল-কূফী। আবূ দাউদ ও নাসাঈ তার থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। সে তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা হতে এবং তার দাদা ইব্‌ন মাসউদ হতে বর্ণনা করেন। হাদীসটি হল নিম্নরূপঃ যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা কোন বস্তু বিক্রয় সম্পর্কে মতভেদ করে আর বস্তুটিও দুইজনের সামনে থাকে অবস্থিত, তখন বিক্রেতার কথাই এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। অথবা দুইজনেই স্বীয় অভিমত প্রকাশ করবে। তাঁর থেকে আবুল উমায়স বর্ণনা করেন এবং এটাও বলা হয়েছে যে, হাজ্জাজ তাকে ৯০ হিজরীর পর হত্যা করে। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে, তাদের হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয় অথচ তারা কুরায়শের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ইবনুল আশআছ কিন্দী বংশের এবং ইয়ামান থেকে আগত অথচ সাকীফার দিন সাহাবায়ে কিরাম ঐকমত্যে পৌঁছেন যে খিলাফত শুধু কুরায়শদের জন্যই। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস দ্বারা হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) দলীল পেশ করেন। আনসারগণ চেয়েছিলেন মুহাজির আমীরের সাথে তাদের থেকেও যেন একজন আমীর হয়। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাদের এ কথায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তারপর এত কিছু সত্ত্বেও সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ (রা) তলোয়ার উঠালেন, যিনি আনসারদের পক্ষে

থেকে একজন আমীর হওয়ার জন্যে প্রথমে দাবী করেছিলেন। তারপর তিনি তার এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করেন। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা রাখা হয়েছে। কাজেই তারা কেমন করে অন্য বংশের একজন খলীফার প্রতি মনোযোগী হবেন। মুসলমানগণ কর্তৃক কয়েক বছর আগে যার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয়েছে এখন তারা তাকে বরখাস্ত করবে অথচ তিনি কুরায়শ বংশোদ্ভুত। আর কিন্দী গোত্রের এক ব্যক্তিকে খলীফা করার জন্য বায়আত গ্রহণ করবে। মুসলমানদের মধ্যে যারা গণ্যমান্য তারা কি এ ব্যাপারে একমত হতে পারেন ? যখন এ ধরনের পদস্খলন ও ত্রুটি দেখা দিল তার কারণেই বিরাট বিপর্যয়ের সৃষ্টি হল এবং তাতে শত শত লোক নিহত হল। কাজেই আমরা সকলে আল্লাহ্র জন্যে এবং আল্লাহ্র দিকে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

আয়্যুব ইব্ন আল-কিরিয়াহ্

আল-কিরিয়াহ্ তার মায়ের নাম। তার পিতার নাম ইয়াযীদ ইব্ন কায়স ইব্ন যুরারাহ ইব্ন মুসলিম আন্নামারী আল-হিলালী। তিনি একজন বেদুঈন উম্মী অথচ বাগ্মীতা-বাক পটুতা ও স্বচ্ছন্দ ভাষী হিসেবে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। তিনি হাজ্জাজের সঙ্গী ছিলেন। তিনি আবদুল মালিকের দরবারে প্রতিনিধি হিসেবে গমন করেছিলেন। তিনি তাকে দূত হিসেবে ইবনুল আশআছের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তখন ইবনুল আশআছ তাকে বলেছিলেন যদি তুমি আমার এখানে খতীব হিসেবে অবস্থান না করো এবং হাজ্জাজের সঙ্গ ত্যাগ না কর আমি তোমাকে মেরে ফেলব। কাজেই সে হাজ্জাজের সঙ্গ ত্যাগ করে ইবনুল আশআছের কাছে অবস্থান করতে লাগল। যখন হাজ্জাজের কাছে এ কথাটি প্রকাশ পেল তখন হাজ্জাজ তাকে ডেকে পাঠাল এবং কয়েক দফা তার সাথে বৈঠক হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাজ্জাজ তাকে হত্যা করল। এ হত্যার জন্য সে লজ্জিত হলো কিন্তু তার এ লজ্জিত হওয়া কোন কাজে আসেনি। যেমন বিজ্ঞ লোকেরা বলেন, "ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করা উত্তম বলে বিবেচিত হয় যখন আর ঘনিষ্ঠতা কোন উপকারে আসে না।"

ইব্ন আসাকির তাঁর ইতিহাসে এবং ইব্ন খাল্লিকান তাঁর আল-ওয়াফিয়াত নামক কিতাবে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং আয়্যুব ইব্ন কিরিয়ার জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন আর তথায় আরো কিছু মূল্যবান তথ্য উল্লেখ করেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ قِرِيَّةٌ -এর كاف -এ যের এবং ى -এ তাশদীদ দিয়ে পড়তে হবে। তিনি ছিলেন তার দাদী। তাঁর নাম হলো জামাআত বিন্ত জাশাম। ইবনুল খাল্লিকান বলেন ঃ কেউ কেউ তার অস্তিত্ব ও মাজনুনে লায়লার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ইব্ন আবূ আকাব মহা কাব্যের ধারক ছিলেন। আর তিনিই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আকাব। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

রাওহ ইব্ন যাম্বা'

তার পূর্ণ নাম আবূ যুরআহ রাওহ ইব্ন যাম্বা' ইব্ন সাল্লামা আল-জুযামী আদ-দামাশ্কী। কেউ কেউ বলেন, আবূ যুরআহ-এর স্থলে তার কুনিয়াত ছিল আবূ যাম্বা'। তার বাসস্থান ছিল দামেশকে, মহাকাব্যের ধারক ইব্ন আকাব-এর বাসস্থানের কাছে। তিনি ছিলেন একজন উঁচু পর্যায়ের তাবিঈ। তিনি তার পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি একজন সাহাবী। অন্যান্য যাদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন, তারা হলেন ঃ তামীমুদ্দারী, উবাদাহ ইবনুস সামিত, মুআবিয়া, কা'বুল আহ্বার ও অন্যান্য। তাঁর থেকে একদল আলিম হাদীস বর্ণনা করেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন উবাদাহ ইব্ন নাসী। রাওহ আবদুল মালিকের কাছে একজন মন্ত্রীর

ন্যায় অবস্থান করতেন। তিনি কখনও তাঁর থেকে পৃথক হতেন না। তিনি আবদুল মালিকের পিতা মারওয়ানের সাথে মারজ রাহাতের দিন সঙ্গী ছিলেন। ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া তাকে ফিলিস্তীনে প্রেরিত সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ মনে করেন যে, রাওহ ইব্ন যাম্বা একজন সাহাবী ছিলেন। তবে তার এ অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় না। শুদ্ধ হলো যে, তিনি একজন তাবিঈ ছিলেন, সাহাবী ছিলেন না। তাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল, যখন তিনি গোসলখানা থেকে বের হতেন, তখন একটি গোলাম আযাদ করতেন।

ইব্ন যায়দ বলেন, তিনি ৮৪ হিজরীতে জর্দানে ইন্তিকাল করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, তিনি হিশাম ইব্ন আবদুল মালিকের আমল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি একবার হজ্জ করার সময় পবিত্র মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি কূঁয়ার কাছে অবতরণ করেন। তার জন্য বিভিন্ন রকমের খাবারের আয়োজন করা হয়। তারপর তার সামনে পরিবেশন করা হয়। তিনি খাবার খাওয়া শুরু করেছেন এমন সময় একজন রাখাল সেখানে পানির জন্য আগমন করল। রাওহ ইব্ন যাম্বা' তাকে খাবার খেতে ডাকলেন। রাখালটি এগিয়ে আসল এবং খাবারের দিকে নযর করল, আর বলল, "আমি রোযাদার।" রাওহ তাকে বললেন, "এত বড় ও অত্যন্ত গরমের দিন তুমি রোযা রেখেছ হে রাখাল! রাখাল বলল, তোমার খাবারের জন্য কি আমি আমার অভ্যাসের ব্যতিক্রম করব ? তারপর রাখাল নিজের জায়গায় ফিরে গেল ও সেখানে অবস্থান করল এবং রাওহ ইব্ন যাম্বা'কে ছেড়ে গেল। তখন রাওহ ইব্ন যাম্বা' বলেন, হে রাখাল! তুমি তোমার অভ্যাসের ব্যাপারে কৃপণতার আশ্রয় নিয়েছ, যখন রাওহ ইব্ন যাম্বা তোমাকে দান করতে চেয়েছিল। তারপর রাওহ অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করেন এবং এ খাবারগুলোকে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন, আর বললেন দেখত, এ খাবার ভক্ষণকারী কোন গ্রাম্য বা বেদুঈন লোক অথবা রাখালকে পাওয়া যায় কিনা ? তারপর তিনি ঐ জায়গা ত্যাগ করেন অথচ রাখাল তার সমগ্র অন্তরকে নিয়ে নিল এবং তার নাফস রাখালের কারণে অবমাননা বোধ করল। মহাপবিত্র আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

৮৫ হিজরীর আগমন

ইব্ন জারীরের মতে এ বছরেই আবদুর রহমান ইব্ন আল আশআছ নিহত হয়। এবছরেই হাজ্জাজ ইয়াযীদ ইব্ন আল মুহাল্লাবকে খুরাসানের শাসন ক্ষমতা থেকে বরখাস্ত করে এবং তার ভাই আল-মুফাদ্দাল ইব্ন আল মুহাল্লাবকে তথাকার শাসক নিয়োগ করে। তার কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

আল হাজ্জাজ একবার আবদুল মালিকের কাছে একটি প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসাবে আগমন করে। ফেরত যাওয়ার সময় সে একটি আশ্রমে আগমন করে। তখন তাকে বলা হল যে, এখানে একজন বৃদ্ধলোক আছেন যিনি কিতাবী আলিম। সে তার কাছে গেল এবং বলল, হে শায়খ! আমরা সে অবস্থায় আছি এবং আপনারা যে অবস্থায় আছেন, এ সম্বন্ধে কি আপনাদের কিতাবে কোন কিছু লিখা আছে ? শায়খ বললেন, "হ্যাঁ" হাজ্জাজ তাকে বলল, "আপনি আমাদের আমীরুল মু'মিনীনের গুণাবলী সম্পর্কে কি কোন কিছু পেয়েছেন ?" শায়খ বললেন, তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে আমি পাচ্ছি যে, তিনি হবেন একজন টাক বিশিষ্ট বাদশা। যে তার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে সে নিহত হবে। হাজ্জাজ বলল, "তার পরে কে খলীফা হবে?" শায়খ বললেন, "তার পরে যিনি বাদশা হবেন তার নাম আল-ওয়ালীদ।" হাজ্জাজ বলল, "এর

পর কে ?" শায়খ বললেন, "এরপর যিনি বাদশা হবেন তার নাম হল একজন নবীর নামে, তিনি জনগণের উপরে বিজয় লাভ করবেন।" হাজ্জাজ বলল, "আমার কাছে তার পরিচিতি পেশ করুন।" শায়খ বললেন, "আমি তো আপনাকে ইতোমধ্যে সংবাদ দিয়েছি।" হাজ্জাজ বলল, "আপনি কি আমার পরিণাম জানেন ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। হাজ্জাজ বলল, "আমার পরে ইরাকের শাসনকর্তা কে হবে ? শায়খ বললেন, এমন একজন লোক যার নাম ইয়াযীদ।" হাজ্জাজ বলল, "সে কি আমার জীবদ্দশায়, না মৃত্যুর পর শাসনকর্তা হবে ?" শায়খ বললেন, "তা আমি জানি না" হাজ্জাজ বলল, "আপনি কি তার গুণাবলী সম্পর্কে অবগত?" শায়খ বললেন, "তিনি তখন বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিবেন। এর বেশী কিছু আমি জানিনা।" বর্ণনাকারী বলেন, হাজ্জাজের অন্তরে কল্পনার সৃষ্টি হল যে, সে ব্যক্তিটি হবেন ইয়াযীদ ইব্ন আল-মুহাল্লাব। হাজ্জাজ আশ্রম ত্যাগ করল। কিন্তু শায়খের কথায় সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারপর সে আবদুল মালিকের কাছে ইরাকের শাসন ক্ষমতার ইস্তিফাপত্র প্রেরণ করল। উদ্দেশ্য ছিল আবদুল মালিকের কাছে তার মান মর্যাদার গভীরত্ব যাচাই করা। তারপর তার কাছে আবদুল মালিকের একটি পত্র আসল যার মধ্যে ছিল তিরস্কার, ভৎর্সনা, নিন্দা, নিজের কর্তব্য কর্মে স্থিতিশীল থাকার নির্দেশ ইত্যাদি। তারপর হাজ্জাজ একদিন চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং উবায়দ ইব্ন মাওহাবকে কাছে ডাকল। উবায়দ ইব্ন মাওহাব তার কাছে প্রবেশ করল। হাজ্জাজ তখন মাটিতে নখাঘাত করতে ছিল। উবায়দের দিকে মাথা উঠায়ে বলল, "দুর্ভাগ্য তোমার হে উবায়দ! কিতাবীরা উল্লেখ করছে যে, আমার অধীনে এমন এক লোক আছে, যে আমার পরে শাসনকর্তা হবে। তার নাম হল ইয়াযীদ। ইয়াযীদ ইব্ন আবূ কাবশাহ্, ইয়াযীদ ইব্ন হুছায়ন ইব্ন নুমাইয়র, এবং ইয়াযীদ ইব্ন দীনারের কথা আমার মনে পড়ছে। কিন্তু তারা তো এখানে নেই। কাজেই, এটা ইয়াযীদ ইব্ন আল-মুহাল্লাব ব্যতীত আর কেউই নয়। উবায়দ তখন বলল, ইয়াযীদ ইব্ন আল মুহাল্লাব ও তার গোষ্ঠীকে খলীফা সম্মানিত করেছেন এবং আপনিও তাদের শাসন ব্যবস্থাকে সম্মান দিয়ে থাকেন। কাজেই, তাদের বিশেষ একটি সম্মান, দৃঢ়তা এবং সৌভাগ্য রয়েছে। কাজেই আপনি তার সাথে ভাল ব্যবহার করুন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের বরখাস্তের ব্যাপারেই হাজ্জাজ মনস্থির করল। হাজ্জাজ তার দুর্নাম করে, তার বিশ্বাসঘাতকতার ভীতি প্রদর্শন করে, এব শায়খ তার সম্বন্ধে যা কিছু বলেছে তার একটি প্রতিবেদন সহকারে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের কাছে একটি পত্র লিখল। তারপর ডাক হরকরা আবদুল মালিক থেকে একটি পত্র নিয়ে আসল, যার মধ্যে ইয়াযীদ সম্বন্ধে বহু কিছু বলা হয়েছে এবং তার পরিবর্তে একজন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করার জন্য বলা হয়েছে যে, খুরাসানের শাসনকার্য পরিচালনার যোগ্য। হাজ্জাজ আল-মুফাদ্দাল ইব্ন মুহাল্লাবের নামকে মনোনীত করে এবং তাকে শুধু নয় মাসের জন্য শাসন ক্ষমতা দেওয়া হয়। আল-মুফাদ্দাল আবাসের বিভিন্ন শহর ও অন্যান্য শহরে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং প্রচুর গনীমত অর্জন করেন। কবিরাও তার প্রশংসা করেন। তারপর তাকে বরখাস্ত করা হয় এবং কুতায়বাহ্ ইব্ন মুসলিমকে তার স্থলে নিয়োগ করা হয়।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, "এ বছরেই তিরমিযে, মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাযিম নিহত হয়।" তারপর ইব্ন জারীর তার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ ঃ

মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাযিমের পিতার মৃত্যুর পর তার হাতে এমন কোন শহর ছিল না যার মধ্যে তিনি ও তার সাথীরা আশ্রয় নিতে পারেন। যখনই তিনি কোন শহরের নিকটবর্তী হতেন তখনই সেই শহরের শাসনকর্তা ঘর থেকে বের হয়ে আসতেন এবং তার সাথে যুদ্ধ

করতেন। এভাবেই তিনি শহরের পর শহর অতিক্রম করতে লাগলেন। তারপর তিনি তিরমিযের কাছে অবতরণ করেন। কিন্তু তিরমিযের শাসনকর্তা ছিলেন দুর্বল। তাই, তিনি তার সাথে সন্ধি করতে চাইলেন এবং তার কাছে উপঢৌকন ও হাদীয়া সহকারে লোক প্রেরণ করেন। এভাবে বিভিন্ন পন্থায় তিনি তার মানোরঞ্জন করতে থাকেন। তারপর শাসনকর্তা একটি পরিকল্পনা করলেন এবং মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাযিমের জন্য খাবার তৈরী করলেন এবং লোক প্রেরণ করে বললেন, 'তোমার একশত সাথী নিয়ে আমার কাছে আগমন করে। মূসা তার সৈন্যদের মধ্য থেকে একশত বাহাদুর সৈনিককে নির্বাচন করলেন এবং তাদেরকে নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। খাওয়ার শেষে মূসা শাসকের ঘরে শুয়ে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, আল্লাহ্র শপথ, এখান থেকে আমি আর উঠতেছি না যতক্ষণ না এ ঘরটি আমার ঘর হিসেবে কিংবা আমার কবর হিসেবে গণ্য হবে।' তখন প্রাসাদের বাসিন্দারা তার উপর ঝাঁটিয়ে পড়ল। তাঁর সাথীরা তাকে রক্ষা করল। তারপর তাদের মধ্যেও তিরমিযবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হল, তারা তুমুল যুদ্ধ করল, তিরমিযবাসীদের বহু লোক নিহত হল। আর তাদের বাকী লোক পালিয়ে গেল। মূসা তার সেনাবাহিনীর অবশিষ্ট লোকদেরকে তার কাছে ডাকলেন এবং শহরটি দখল করে নিলেন। শহরটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মযবূত করলেন এবং শত্রু থেকে সুরক্ষিত করলেন। শহর থেকে শহরে শাসনকর্তা পালিয়ে গেল এবং তার ভাই তুরস্কের শাসকের কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। সে তুর্কীদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন তারা তাকে বলল, "তারা প্রায় একশত লোকসহ তোমাকে তোমার শহর থেকে বের করে দিয়েছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। তারপর তিরমিযের শাসক তুর্কীদের অন্য একদলের কাছে গমন করলেন এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তখন তারা তার সাথে মূসার কাছে দূত পাঠাল যাতে তারা তার কথা শুনে। মূসা যখন তাদের আগমনের বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত হলেন আর তখন ছিল অত্যন্ত গরমের দিন। নিজের সাথীদের হুকুম দিলেন, তারা যেন অগ্নি প্রজ্বলিত করে শীতের পোশাক পরিধান করে আগুনের নিকটে তাদের হস্ত প্রসারিত করে, মনে হয় যেন তারা আগুন থেকে তাপ নিচ্ছে। যখন তাদের কাছে দূতেরা পৌঁছল এবং মূসার সাথীদেরকে অত্যন্ত গরমের মধ্যে এরূপ করতে দেখল তখন তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, এটা কি তোমাদেরকে আমরা যা করতে দেখতেছি ? তারা তখন তাদেরকে বলল, আমরা গরমের দিন শীত অনুভব করি আর শীতের দিন খুব কষ্ট অনুভব করি। তখন তারা তাদের লোকদের কাছে ফিরে গেল এবং বলল যে, এরা কেমন ধরনের লোক ? এরা মানুষ নয় বরং জ্বিন। এরপর তারা তাদের শাসকের কাছে ফিরে গেল এবং যা কিছু তারা দেখল তাকে তা অবহিত করল, আর সকলে মিলে বলতে লাগল, ঐসব লোকের সাথে আমাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। তারপর তিরমিযের শাসক অন্য একটি দলের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল। আর সেই দলের প্রধান ছিলেন, আল-খাযাঈ। তারা তখন তার সাহায্যার্থে তিরমিয আগমন করল এবং খাযাঈও তাদের সাথে আগমন করল। তারা তিরমিযকে অবরোধ করল। খাযাঈ দিনের প্রথমাংশে মূসা ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং শেষাংশে অন্যদের সাথে যুদ্ধ করত। তারপর মূসা তাদের উপর চোরাগুপ্তা হামলা করল এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ করল। এতে উমর আল-খাযাঈ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তার সাথে সন্ধি করল। উমর তার সাথে অতিঘনিষ্ঠ হয়ে গেল এবং তারা একত্রে উঠাবসা করতে লাগল। একদিন উমর মূসার কাছে প্রবেশ করল, সে সময় তার কাছে কেউই ছিল না এবং তার সাথে কোন অস্ত্রও দেখা গেল না। তখন উমর তাকে উপদেশের সূরে বলল, "আল্লাহ্ আমীরকে হিফাযত করুন। তোমার মত ব্যক্তিকে এরূপ অস্ত্রবিহীন থাকা মোটেই সমীচীন নয়। মূসা তখন বললেন, আমার কাছে অস্ত্র আছে, একথা

বলে সে তার বিছানার চাদর উপরে উঠাল। আর অমনি তার তলোয়ার চকচক করতে লাগল। উমর এটাকে হাতে নিল এবং এ তলোয়ার দিয়ে মূসার উপরে সজোরে আঘাত করল। মূসা মৃত্যুমুখে পতিত হলো এবং উমর অতি দ্রুত পালিয়ে গেল। তারপর মূসার সাথী সংগীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

ইব্‌ন জারীর বলেন, এ বছরেই আবদুল মালিক নিজের ভাই আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ানকে মিসরীয় প্রদেশগুলোর শাসন ক্ষমতা থেকে বরখাস্ত করার মনস্থ করেন। আররাওহ ইব্‌ন যাম্বা' আল-জুযামী এ কাজটি করার জন্যে প্রলুব্ধ করেন। তারা এ দুইজন এ পরিকল্পনায় লিপ্ত ছিলেন। একরাত কাবীসা ইব্‌ন যুয়ায়ব তাদের কাছে প্রবেশ করল আর এ ব্যক্তির প্রাসাদে প্রবেশের ব্যাপারে রাত দিনের পার্থক্য ছিল না। তিনি তার ভাই আবদুল আযীয সম্পর্কে সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। এটাতে আবদুল মালিক তার ভাইয়ের বরখাস্তের ব্যাপারে মনস্থ করায় লজ্জাবোধ করলেন আর তাকে বরখাস্ত করার জন্যে যে বিষয়টি তাকে প্রলুব্ধ করেছিল তা হল এই যে, তার পরে খিলাফতের বিষয়টি তার আওলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও নির্ধারিত করার জন্যে সে মনস্থ করেছিল। তার পরে তার ছেলে ওয়ালীদ, তারপর সুলায়মান, তার পরে ইয়াযীদ তার পরে হিশামের জন্যে নির্ধারিত করেছিল। আর এটা হলো হাজ্জাজের পরামর্শ এবং আবদুল মালিকের জন্যে হাজ্জাজ এ তালিকাটি প্রণয়ন করেছিল। আবদুল মালিকের পিতা মারওয়ান খিলাফতের বিষয়টি আবদুল মালিকের জন্য নির্ধারণ করেছিল এবং তার পরে আবদুল আযীযের জন্যে। কিন্তু আবদুল মালিক বড় ভাইকে পুরাপুরি খিলাফত থেকে দূরে রাখার জন্য ইচ্ছে পোষণ করেছিল। আর তার পরই তার আওলাদ ও পরে যারা আসবে তাদের জন্যে খিলাফতকে নির্ধারণ করার জন্যে ইচ্ছে পোষণ করেছিল। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান

তাঁর পূর্ণ নাম ঃ আবুল আসবাগ, আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান ইব্‌ন আল হাকাম ইব্‌ন আবুল আ'স ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন আবদ শামস আল-কারশী আল উমুয়ী। তিনি পবিত্র মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তারপর স্বীয় পিতার সাথে সিরিয়া চলে যান। তার ভাই আবদুল মালিকের পর তিনি ছিলেন খিলাফতের উত্তরাধিকারী। তাঁর পিতা তাঁকে ৬৫ হিজরীতে মিসরীয় প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি ৮৫ হিজরী পর্যন্ত ওখানের শাসনকর্তা হিসেবে বলবৎ ছিলেন। তিনি সাঈদ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আ'স এর হত্যাকাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন। এটা পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে। দামেস্কে তার একটি বাড়ী ছিল যা আজকাল সূফীদের বাড়ী হিসেবে প্রসিদ্ধ এবং আল-খানকায়ে আস সামীসাতীয়া নামেও প্রসিদ্ধ। ঐ বাড়ীটি তার পরে তার পুত্র উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের জন্যে নির্ধারিত হয়েছিল। এরপর খানকায়ে সূফীয়া হিসাবে পরিচিত হয়। আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান যাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, তাঁর পিতা মারওয়ান ইব্‌নুল হাকাম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুয যুবায়র, উকবাহ্ ইব্‌ন আমির, আবূ হুরায়রাহ (রা)।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তাঁর একটি হাদীস মুসনাদে আহমদ ও সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে যে অভ্যাসটি খারাপ সেটা হল অস্বীকৃতিবাচক কাপুরুষতা এবং লোভ লালসা পূর্ণ কৃপণতা। আবদুল আযীয হতে যারা হাদীস বর্ণনা করেন, তারা হলেন ঃ তারপুত্র উমর, আয যুহরী, আলী ইব্‌ন রাবাহ এবং মুহাদ্দিসগণের বড় একটি দল।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেন, তিনি ছিলেন হাদীস বর্ণনায় বিশ্বস্ত। কিন্তু কম হাদীস বর্ণনাকারী। অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ বলেন, আবদুল আযীয হাদীস বর্ণনায় এবং নিজের কথাবার্তায় ব্যাকরণজনিত ভুল করতেন। তারপর তিনি আরবী ভাষা শিক্ষা করেন এবং তা উত্তমরূপে শিখে নেন। পরবর্তী কালে তিনি বিশুদ্ধতম আরবী ভাষাভাষীদের অন্যতম ছিলেন। তার আরবী ভাষা শিক্ষার পটভূমি ছিল নিম্নরূপ ঃ একদিন তার কাছে একটি লোক নিজ জামাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে প্রবেশ করে। আবদুল আযীয তখন তাকে বলে, মান খাতানাকা مَنْ خَتَنَكَ অর্থাৎ আপনাকে কে খত্নাহ্ করেছে ? লোকটি উত্তরে বলল, আমাকে ঐ ব্যক্তি খাতনাহ্ করেছে যে অন্যান্য লোকদেরকেও খাতনাহ্ করে থাকে। তখন তিনি তাঁর লিখককে বললেন, হতভাগা আমার প্রশ্নের কী জবাব দিল ? লিখক বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার উচিত ছিল তাকে বলা মান খাতানুকা ? مَنْ خَتَنُكَ অর্থাৎ তোমার জামাতা কে ? তারপর তিনি নিজে নিজে শপথ করলেন, আরবী ভাষা উত্তম রূপে শিক্ষা না করা পর্যন্ত তিনি লোক সমক্ষে বের হবেন না। তিনি এক সপ্তাহ ঘরে অবস্থান করেন এবং আরবী ভাষা উত্তমরূপে শিখে নিলেন ও আরবী ভাষায় পারদর্শীদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হন। এরপর থেকে তিনি আরবী ভাষায় পারদর্শীদেরকে প্রচুর অর্ঘ্য ও উপঢৌকন দিতেন এবং আরবী ভাষায় যারা ভুল করত, তাদের ভাতা হ্রাস করে দিতেন। ফলে লোকজন তাঁর যুগে আরবী ভাষা শিক্ষা করার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। একদিন আবদুল আযীয এক ব্যক্তিকে বললেন مِمَّنْ اَنْتَ অর্থাৎ তুমি কোন গোত্রের ? লোকটি বলল, مِنْ بَنُوْ عَبْدُ الدَّار অর্থাৎ আমি বনূ আবদুদ দার গোত্রের। শুদ্ধ আরবী ভাষাটি হতো مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّار আবদুল আযীয বললেন, এ ভুলের প্রতিফলন তুমি তোমার ভাতায় দেখতে পাবে। তারপর তার ভাতা একশত দীনার হ্রাস করা হলো।

আবূ ইয়া'লা আল-মুসিলী ... আল-কা'কা ইব্ন হাকীম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ান আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে লিখলেন, “তোমার প্রয়োজনের কথা আমাকে জানাবে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) প্রতি উত্তরে লিখলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, “দাতা গ্রহীতার চেয়ে উত্তম এবং নিকটতম ব্যক্তি থেকে দান বন্টন শুরু কর”। আমি তোমার কাছে আর কিছু চাই না এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মাধ্যমে আমাকে যে রিয্ক দান করেছেন তাও আমি প্রত্যাখ্যান করি না।

ইব্ন ওহাব ... সুওয়ায়দ ইব্ন কায়স হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ান এক হাজার দীনারসহ আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন। আমি তার কাছে একটি পত্র নিয়ে হাযির হলাম তখন তিনি আমাকে বললেন তোমার সাথে প্রেরিত সম্পদ কোথায় ? তখন আমি বললাম, ভোর না হওয়া পর্যন্ত এ রাতের বেলায় সমুদয় সম্পদ বহন করতে পারি নাই। তখন তিনি বললেন, আমি এ সম্পদ চাই না। আল্লাহ্র শপথ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কখনও এক হাজার দীনার নিয়ে রাত্রি যাপন করে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি পত্রটি তার হাতে প্রদান করলাম কিন্তু তিনি তা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

তাঁর কিছু স্মরণীয় বাণী নিম্নে বর্ণনা করা হল, তিনি বলতেন, “ভাবতেও অবাক লাগে কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রিয্ক দান করেন। তারপর সে তাঁর বিরোধিতা করে, তাঁর নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করে না।” তিনি আরো বলেন, “মহাপুরস্কার ও প্রশংসা অর্জনের জন্য মানুষ

কেমন করে সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখে।" যখন তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং তাঁর সামনে তাঁর সম্পদ পেশ করা হয়, তখন তিনি সম্পদের হিসাব করতে লাগলেন এবং তিনশত মুদ (মুদ- ১ ছায়ের চার ভাগের এক ভাগ) স্বর্ণ পেলেন। তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র শপথ, আমি এ সম্পদকে নজদের কোন রাখালের কোন একটি মেষের মল তুল্য মনে করি।" তিনি আরো বলতেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি পছন্দ করি যে, যদি আমি কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু না হতাম। আমি আরো পসন্দ করি যে, হিজাযের পবিত্র ভূমিতে যদি পানির নহর জারী হত এবং তা শস্য শ্যামল ভূমিতে পরিণত হতো।" তিনি তাঁর সভাসদ বর্গকে বলতেন, "মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে যে কাপড়ে কাফন দিবে তা আমাকে দেখাও (যেন বেশী মূল্যের না হয়) তারপর তিনি নিজকে লক্ষ্য কর বলতেন, "তোমার জন্যে আফসোস! তোমার দৈর্ঘ্য কতই না ছোট। তোমার প্রাচুর্য কতই না স্বল্প।

ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান, ইব্‌ন বুকায়রের মাধ্যমে লায়স ইব্‌ন সা'দ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "তাঁর মৃত্যুর তারিখ ছিল, ৮৬ হিজরীর জুমাদাল্ উলা মাসের তের তারিখ সোমবার দিবাগত রাত।" ইব্‌ন আসাকির বলেন, এ অভিমত ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফ্য়ানের ভ্রান্ত ধারণা। সঠিক সন হল ৮৫ হিজরী। কেননা, তিনি তাঁর ভাই আবদুল মালিকের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং আবদুল মালিক তাঁর পরে ৮৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছিলেন।

আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান উত্তম শাসকগণের দলভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন দয়ালু, দাতা ও প্রশংসনীয় চরিত্রের মানুষ। তিনি ন্যায় পরায়ণ শাসক উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পিতা ছিলেন। উমর তার পিতা হতে উত্তম চরিত্রের উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর থেকেও বেশী গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। উমর ব্যতীত আবদুল আযীযের আরো কয়েকজন সন্তান ছিল। যেমন আসিম, আবূ বকর, মুহাম্মদ ও আল- আসবাগ। আল-আসবাগ তার পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে মারা যায়। পুত্রের মৃত্যুর শোকে পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছু দিনের মধ্যে ইন্তিকাল করেন। তাঁর অন্য এক সন্তানের নাম ছিল সুহাইল। আর কিছু সংখ্যক কন্যাও ছিল যেমন উম্মে মুহাম্মদ, উম্মে সুহাইল, উম্মে উছমান, উম্মে আল- হাকাম ও উম্মে আল বানীন। তারা বিভিন্ন মায়ের সন্তান ছিলেন। উপরোক্ত সন্তানদের ব্যতীতও তার আরো সন্তান ছিল। তিনি মিসর থেকে কয়েক মাইল দূরে তার প্রতিষ্ঠিত শহরে ইন্তিকাল করেন। মিসরের নীলনদের কিনারায় তাকে আনা হয় এবং সেখানে তাকে দাফন করা হয়। আবদুল আযীয মৃত্যুকালে বহু সম্পদ, দাসী, ঘোড়া, খচ্চর ও উট রেখে যান তার বর্ণনা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। এগুলোর মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়াও তিনশত মুদ স্বর্ণ ছিল তাঁর। অথচ তিনি ছিলেন অত্যন্ত দাতা ও দয়ালু, বড় বড় উপঢৌকন প্রদানকারী, বিশাল আকারের দান দাতাদের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

ইব্‌ন জারীর (র) উল্লেখ করেন, একদিন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান তাঁর ভাই আবদুল আযীযের কাছে পত্র লিখেন। যখন তিনি মিসরের বিভিন্ন শহরের শাসনকর্তা ছিলেন। তাকে তিনি পত্রের মাধ্যমে তার পরে আপন ছেলে ওয়ালীদের অনুকূলে যুবরাজের পদ ছেড়ে দেওয়ার জন্যে আদেশ দেন কিংবা খোদ আবদুল মালিক যেন তার পরে যুবরাজের পদ দখল করতে পারেন। কেননা, তার ছেলে তার কাছে বেশী প্রিয়। তখন তার কাছে আবদুল আযীয পত্র লিখে বলেন, তুমি ওয়ালীদের মধ্যে যে সব গুণাবলী দেখছ, আমি আবূ বকর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মধ্যেও সে সব গুণাবলী দেখতে পাচ্ছি। তখন আবদুল মালিক তাকে পত্র লিখে মিসরের খাজনা প্রদানের জন্যে আদেশ দেয়। আবদুল আযীয পূর্বে খাজনা কিংবা অন্য কোন

প্রকার কর আদায় করতেন না। মিসরের বিভিন্ন শহর এবং মাগরিবের বিভিন্ন শহর ও অন্যান্য শহরের সমুদয় কর, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও উৎপাদন আবদুল আযীয ভোগ করতেন। আবদুল আযীয আবদুল মালিকের কাছে পত্র লিখে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি ও আপনি আমাদের পরিবারে এমন বয়সে পৌঁছেছি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আর কেউ এ বয়সে পৌঁছেনি। তারা সকলে কম বয়স পেয়েছে। আমি ও আপনি আমরা কেউই জানি না আমাদের মধ্যে কার কাছে মৃত্যু প্রথম আসবে। যদি তুমি আমার বাকী জীবনে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়াটা ভাল মনে কর, তাহলে তাই কর। এ কথা শুনে আবদুল মালিক তার প্রতি দয়াবান হন এবং তার কাছে লিখেন, আমার আয়ুর শপথ, আমি তোমার বাকী জীবনে তোমাকে কোন প্রকার কষ্ট দিব না। আবদুল মালিক তার ছেলে আল-ওয়ালীদকে বলেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে রাজত্ব দান করার ইচ্ছে করেন তাহলে বান্দাদের মধ্যে কেউ এমন নেই যে, তোমাকে তা থেকে বঞ্চিত করতে পারে। তারপর তার ছেলে আল-ওয়ালীদ ও সুলায়মানকে বলেন, তোমরা কি কখনও দুই ভাই কোন ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছ ? তারা বললেন, না, আল্লাহ্র শপথ! তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার, কা'বার প্রতিপালকের শপথ! তাহলে তোমরা সফলকাম হয়েছ। কথিত আছে যে, আবদুল মালিক যখন তার ছেলে আল-ওয়ালীদের অনুকূলে বায়আতের ব্যাপারে আপন ভাই থেকে কাঙ্ক্ষিত উত্তর পেলেন না তখন তিনি তার ভাইয়ের জন্য বদ্ দু'আ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! সে আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে তুমি তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাও। তারপর সে ঐ বছরই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ ব্যাপারে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। যখন তাঁর ভাই আবদুল আযীযের মৃত্যুর সংবাদ তার কাছে রাতের বেলায় পৌঁছে, তখন তিনি তাঁর ভাইয়ের জন্য শোকাহত হয়ে পড়েন ও ভাইয়ের জন্য অত্যন্ত কান্নাকাটি করেন। কিন্তু, তাঁর দুই ছেলে থেকে তা গোপন রাখেন। কেননা, তাঁর মৃত্যুর পর তার দুই ছেলের খলীফা হবার আশা তার পূর্ণ হয়েছে।

হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ আবদুল মালিকের কাছে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। ইমরান ইব্ন ইসাম আল- আসরীকে তাদের প্রধান নিযুক্ত করে। উদ্দেশ্য হল আবদুল মালিকের পর তার ছেলে ওয়ালীদের রাজত্বের প্রশংসা করা ও আবদুল মালিকের কাছে তা শোভনীয় বলে প্রতীয়মান করা। প্রতিনিধিদল যখন আবদুল মালিকের কাছে পৌঁছল, ইমরান এ ব্যাপারে একটি ভাষণ রাখেন, প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন এবং আবদুল মালিককে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন। ইমরান ইব্ন ইসাম এ সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করেন যা নিম্নরূপ ঃ

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার খিদমতে আমরা পৃথক পৃথক ভাবে সালাম ও অভিবাদন পেশ করছি। আপনার সন্তান সম্পর্কে আমার আকুতি-মিনতির জবাব দিন। তাহলে প্রজাদের সম্পর্কে আমার প্রতিউত্তর হবে স্বাভাবিক এবং আমাদের জন্যে তা হবে শক্তির উৎস। আপনার সন্তান ওয়ালীদ যদি খিলাফত গ্রহণের আকুতি মিনতিতে রাযী হন। তাহলে, আপনি তার জন্য খিলাফত উপহার দিন এবং তাকে দায়িত্ব অর্পণ করুন। তিনি আপনারই মত যার চতুর্দিকে রয়েছে কুরায়শদের শক্তি, তার থেকে লোকজন দয়ার দৃষ্টি কামনা করবেন। পরহেযগারীতেও তিনি আপনার ন্যায় শিশুদের গলায় রোগমুক্তির জন্যে মালা পরাবার বা খোলার বিষয়ে কোন দিন তিনি কোন পদক্ষেপ নেননি। আপনি যদি খিলাফতের ব্যাপারে আপনার ভাইকে অগ্রাধিকার দেন তাহলে আমরা আপনার অভিমতকে মেনে নিতে বাধ্য থাকব। এ ব্যাপারে কোনরূপ দোষারোপ করার শক্তি আমাদের নেই, তবে আমরা তার বংশধরদেরকে ভয় করি।

কেননা, এরা সম্ভবতঃ চতুর্দিকে বিষ ছড়িয়ে দিবে। যদি তাদের মধ্যে আপনি খিলাফত বণ্টন করে দেন তাহলে আমাদের ভয় হয় তারা জনগণের দয়ার পরিবর্তে জাহান্নামের হাওয়া বইয়ে দিবে। আপনি সম্প্রদায়ের জন্য যে পরিশ্রম করেছেন তারা ভবিষ্যতে তার ফল ভোগ করতে পারবে না। আর ভবিষ্যতে আপনার বংশধররা পুতুলে পরিণত হয়ে থাকবে। আমি শপথ করে বলছি, যদি ইসাম আমাকে পদদলিত করে তাহলে এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আমি ইসামের কোন ওযর আপত্তি শুনব না। আমি যদি আমার কোন ভাইকে কোন দয়া দেখাই তাহলে আমি সাহিত্য চর্চার মজলিস এবং জলসা তার থেকে কামনা করি। তা নাহলে আমার বংশধররা অন্যদের পিছনে পড়ে যাবে কিংবা তার জন্যে তোমার কোন প্রকার ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি কারো আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোনরূপ অসঙ্গতি ও মাথা ব্যথা দেখা দেয় তাহলে তাতে বিচলিত হবার কিছু নেই; কিন্তু শাসকের মধ্যে যদি এরূপ অসঙ্গতি দেখা দেয় তাহলে তা সুস্থ হতে বহু সময় লেগে যায় ও জনগণের ভোগান্তির আর অন্ত থাকে না।

বর্ণনাকারী বলেন, উপরোক্ত কবিতাটি তাঁর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং এজন্যই তার ভাইকে ছেলে ওয়ালীদের অনুকূলে খিলাফত হতে সরে দাঁড়াবার জন্য পত্র লিখেন কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন। অন্য দিকে আল্লাহ্ তা'আলা আবদুল মালিকের মৃত্যুর একবছর পূর্বে আবদুল আযীযের মৃত্যু ঘটায়। তারপর তিনি তাঁর ছেলে ওয়ালীদ ও সুলায়মানের বায়আতের কাজ অতি সহজে সম্পন্ন করে নেন। আল্লাহ্ তা'আলা অধিক পরিজ্ঞাত।

আবদুল মালিকের আপন ছেলে ওয়ালীদ ও তাঁর পরে সুলায়মানের জন্য বায়আত গ্রহণ

এ বছরেই আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ানের মৃত্যুর পর দামেশ্কে আল-ওয়ালীদের অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করা হয়। তারপর রাজ্যের সমস্ত অংশে বায়আত গ্রহণ করা হয়। তাঁর পরে তাঁর ভাই সুলায়মানের অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করা হয়। এরপর যখন বায়আতের কার্যক্রম পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারাতে পৌঁছে সাঈদ ইব্ন আল-মুসায়্যাব আবদুল মালিকের জীবদ্দশায় অন্য কারো হাতে বায়আত করা হতে বিরত থাকেন। পবিত্র মদীনার নাইব হিশাম ইব্ন ইসমাঈল তখন তাকে ষাটটি বেত্রাঘাত করার হুকুম দেন। তিনি আরো হুকুম দেন- যেন তাকে পশমের কাপড় পরানো হয়, একটি উটে আরোহণ করানো হয় এবং পবিত্র মদীনায় প্রদক্ষিণ করানো হয়। তারপর তিনি হুকুম দিলেন যেন রাজ-কর্মচারীরা তাকে ছানিয়াহ্ যাবাবে নিয়ে যায়। এ ছানিয়াহ্ বা গিরিপথের কাছে তারা সালাত আদায় করতেন ও মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিশ্রাম নিতেন। যখন তারা তাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে পুনরায় তাকে তারা পবিত্র মদীনায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং তাকে কারাগারে বন্দী করে। তিনি তাদেরকে বলেন, আল্লাহ্র শপথ, যদি আমি জানতাম যে, তোমরা আমাকে হত্যা করবে না আমি কখনও এ কাপড় পরিধান করতাম না। তারপর হিশাম ইব্ন ইসমাঈল আল-মাখযূমী আবদুল মালিকের কাছে পত্র লিখে এ ব্যাপারে সাঈদ (র)-এর বিরোধিতা সম্বন্ধে অবহিত করে। আবদুল মালিক তখন তার কাছে পত্র লিখে তাকে এ ব্যাপারে শাসায় এবং তাকে বহিষ্কারের হুকুম দেয় ও তাকে বলে তুমি সাঈদের সাথে যেরূপ কঠিন ব্যবহার করেছ সে তোমার চেয়ে অধিক সদ্ব্যবহারের যোগ্য এবং আমি জানি তার মধ্যে কোন শত্রুতা ও বিরোধিতা নেই। এরূপও বর্ণিত আছে যে, তিনি তাকে বলেছিলেন বায়আত ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। যদি সে বায়আত না করে তার গর্দান কাটা যাবে অথবা তার অবস্থায় তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

আল্লামা ওয়াকিদী (র) উল্লেখ করেন সাঈদের কাছে যখন ওয়ালীদের বায়আতের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়, তখন তিনি বায়আত হতে বিরত থাকেন। তখনকার পবিত্র মদীনার নাইব

জারীর ইব্‌ন আল-আসওয়াদ ইব্‌ন আওফ তাকে ষাটটি বেত্রাঘাত করেন ও তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আবূ মিখনাফ, আবূ মা'শার এবং আল ওয়াকিদী (র) বলেন, এ বছরেই পবিত্র মদীনার নাইব হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল আল-মাখযূমী লোকজনকে নিয়ে হজ্জ পালন করেন। তখন ইরাক ও পূর্ণ পূর্বাঞ্চল হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের আয়ত্তাধীন ছিল। ওস্তাদ আল-হাফিয আয-যাহাবী (র) বলেন, এবছরেই পবিত্র মদীনার আমীর আবান ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (র) ইন্‌তিকাল করেন। তিনি পবিত্র মদীনার দশজন বিখ্যাত ফকীহ্‌র অন্যতম ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আল-কাত্তানও অনুরূপ মন্তব্য পেশ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ বলেন, তিনি একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর মধ্যে ছিল বধিরতা ও বহু শ্বেতচিহ্ন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পক্ষাগাত রোগে আক্রান্ত হন। এবছরে অন্য যারা ইনতিকাল করেন তারা হলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন রাবীআহ্, আমর ইব্‌ন হুরায়স, আমর ইব্‌ন সালামাহ, ওয়াসিলাহ ইব্‌ন আল-আসকা। ওয়াসিলাহ্ তাবূক অভিযানে অংশ নেন। তারপর তিনি দামেশ্‌ক বিজয়ে অংশ নেন ও তথায় বসবাস করেন। সেখানে তাঁর মসজিদ রয়েছে যা কিবলাহর বাবে সাগীরের বন্দিশালায় অবস্থিত।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, তৈমুর লং এর সংকটের সময় মসজিদটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তার কিছু চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই বাকী নেই। তার পূর্ব দিকের দরযায় একটি পানির নহর রয়েছে। এবছরে অন্যান্য যারা ইন্‌তিকাল করেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন, খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান, সখর ইব্‌ন হারব ইব্‌ন উমাইয়া। তিনি জ্ঞানের বিষয়াদি সম্পর্কে কুরায়শদের মধ্যে অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ছিল তার পাকা হাত। রসায়ন শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অতিশয় বিজ্ঞ। মির ইয়ানাশ নামী এক সন্ন্যাসী হতে তিনি তা অর্জন করেছিলেন। খালিদ ছিলেন বিশুদ্ধ ভাষায় পণ্ডিত, বাগ্মী, কবি ও পিতার ন্যায় তর্কশাস্ত্রবিদ। একদিন তিনি আল-হাকাম বিন আবুল আ'সের উপস্থিতিতে আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের দরবারে প্রবেশ করেন এবং তার কাছে নালিশ করেন যে, তার ছেলে আল-ওয়ালীদ তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন। তখন আবদুল মালিক কুরআনুল কারীমের সূরায়ে নামলের ৩৪ নম্বর আয়াতাংশটি পাঠ করেন ঃ

إِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً অর্থাৎ "রাজা বাদশাহ্‌রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন এটাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে। তখন খালিদ সূরায়ে বনী ইসরাইলের ১৬ নম্বর আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ـ

অর্থাৎ আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন তার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কর্ম করে। তারপর তার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হয়ে যায় এবং আমি এটাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। আবদুল মালিক তখন বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ তোমার ভাই আবদুল্লাহ্ আমার কাছে প্রবেশ করে কিন্তু সে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারে না। তখন খালিদ বলল, তোমার ছেলে ওয়ালীদও শুদ্ধ উচ্চারণ করতে

পারে না। তখন আবদুল মালিক বলেন, তার ভাই সুলায়মান উচ্চারণে ভুল করে না। খালিদ তখন বলল, আবদুল্লাহ্র ভাই আমিও উচ্চারণে ভুল করি না। আল-ওয়ালীদ তখন উপস্থিত থেকে খালিদ ইব্ন ইয়াযীদকে বলেন, তুমি চুপ কর। আল্লাহ্র শপথ! তোমার কোন ধনবল ও জনবল নেই। খালিদ তখন বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! শুনে রেখো। তখন খালিদ ওয়ালীদের দিকে অগ্রসর হয়ে বলল, তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি জেনে রেখো, তৎকালীন আরবে আমার দাদা আবূ সুফিয়ান ব্যতীত অন্য কেউ ধনবলে বলীয়ান ছিলেন না এবং আমার নানা উতবা ইব্ন রাবীআ ব্যতীত অন্য কেউ জনবলে বলীয়ান ছিলেন না। তবে তুমি যদি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, পাহাড় ও টিলা এবং তাইফের কথা বল, তাহলে এটা ভিন্ন কথা। মহান আল্লাহ্ উছমান (রা)-এর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন। আমরা বলব তুমি সত্য বলেছ। অর্থাৎ আল- হাকাম তাইফে নির্বাসিত জীবন যাপন করত, বকরী চরাত, আঙ্গুরের লতার পাহাড়ে আশ্রয় নিত। তারপর উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) যখন খলীফা হন, তখন তাকে আশ্রয় দেন। এরপর আল-ওয়ালীদ ও তার পিতা চুপ হয়ে যায় এবং কোন জবাব খুঁজতে গিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

৮৬ হিজরীর আগমন

মারভ ও খুরাসানে নিয়োজিত হাজ্জাজের নাইব কুতায়বা ইব্ন মুসলিম তুর্কী ও অন্যান্য কাফিরদের বহু এলাকায় যুদ্ধ করেন, তাদেরকে বন্দী করেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদপ্রাপ্ত হন, বহু দুর্গ, সুরক্ষিত স্থানসমূহ ও বিভিন্ন জায়গা উদ্ধার করেন এবং এগুলোতে সন্ধির মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করেন। তারপর তিনি ফেরত আসেন এবং সেনাবাহিনীর পূর্বেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। এজন্য হাজ্জাজ তার কাছে পত্র লিখে ও তাকে তিরস্কার করে। আর তাকে বলে, যখন তুমি শত্রু শহরে গমন করবে তখন তুমি অগ্রবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, আর যখন সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন সেনাদলের পশ্চাত সারিতে থাকবে তাহলে তুমি তাদেরকে দুশমনের কোন প্রকার প্রতারণা থেকে রক্ষা করতে পারবে। এ অভিমতটি উত্তম আর এব্যাপারে হাদীসও বর্ণিত রয়েছে। কয়েদীদের মধ্যে খালিদ ইব্ন বারমাকীর পিতা বারমাকীর স্ত্রী অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। কুতায়বাহ্ বন্দিনীকে তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিমের কাছে অর্পণ করেন। আবদুল্লাহ্ তার সাথে সংগম করে তাতে সে গর্ভধারণ করে। তারপর কুতায়বাহ্ বন্দিনীর উপর দয়া পরবশ হয়ে তাকে তার স্বামীর কাছে ফেরত পাঠায়। অথচ সে ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম কর্তৃক অন্তঃসত্ত্বা। তার সন্তান তার সম্প্রদায়ের লোকদের মাঝে বড় হয়। সম্প্রদায়ের লোকেরা কালক্রমে মুসলমান হয়ে যায় এবং আব্বাসী খিলাফতের সময় তারা তাকে তাদের সাথে নিয়ে আসে। যথাস্থানে এ বিষয়ে বর্ণনা পেশ করা হবে। কুতায়বাহ্ যখন খুরাসান প্রত্যাবর্তন করেন, বালগারের সর্দারগণ মূল্যবান অর্ঘ ও স্বর্ণের চাবি সহ তার সাথে সাক্ষাত করেন।

এ বছরেই সিরিয়া, বসরা ও মধ্যপ্রাচ্যে প্লেগ রোগ দেখা দেয়। তাকে তরুণীদের প্লেগ হিসেবে নামকরণ করা হয়। কেননা, এটা প্রথমত স্ত্রীলোকদের মধ্যে দেখা দেয় এজন্য তাকে এরূপ নাম দেওয়া হয়।

এ বছরেই মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক রোমের শহরগুলোতে যুদ্ধ করেন। শত্রুকে হত্যা করেন, বন্দী করেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেন, তাদের সাথে সন্ধি করেন, বুলক দুর্গ ব্যয় লাভ করেন এবং রোম ভূখণ্ডের আল- আখরাম দুর্গ দখল করেন।

এ বছরেই আবদুল মালিক তার ছেলে আবদুল্লাহ্‌কে মিসরে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এটা ছিল তার ভাই আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর। জুমাদাল্ উখরা মাসে তিনি মিসর প্রবেশ করেন। তার বয়স ছিল তখন মাত্র ২৭ বছর।

এ বছরেই রোমের বাদশা আল-আখরাম লাউরী মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আল্লাহ্ পাক যেন তার উপর রহম না করেন।

এবছরেই হাজ্জাজ, ইয়াযীদ ইব্ন আল-মুহাল্লাবকে বন্দী করেন। এ বছরেই হিশাম ইব্ন ইসমাঈল আল মাখযুমী লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। এ বছরেই আবূ উমামা বাহিলী ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) ইনতিকাল করেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল-হারিছ ইব্ন জুয-আয-যুবায়দী ইনতিকাল করেন। তিন মিসর বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন, তথায় বসবাস করেন। তিনিই মিসরে সর্বশেষ সাহাবী হিসেবে ইন্তিকাল করেন। এ বছরের শাওয়াল মাসেই আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক ইন্তিকাল করেন।

উমায়্যা খলীফাদের জনক আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান

তার পূর্ণ নাম আবুল ওয়ালীদ আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আল-হাকাম ইব্ন আবুল আস ইব্ন উমায়্যা আল-উমাবী, আমীরুল মু'মিনীন। তাঁর মাতার নাম আইশা বিন্ত মুআবিয়াহ ইব্ন আল-মুগীরাহ্ ইব্ন আবুল আস ইব্ন উমায়্যা। তিনি হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) হতে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি তার পিতার সাথে হযরত উছমান (রা)-এর গৃহবন্দীর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ৪২ হিজরীতে রোমের শহরসমূহে ভ্রমণ করেন। তার বয়স যখন ১৬ বছর তখন তিনি মদীনার আমীর ছিলেন। আমীর মুআবিয়া (রা) তাকে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ফকীহ, আলিম ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের মজলিসে উঠাবসা করতেন। তঁর পিতা, জাবির (রা), আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা), আবূ হুরায়রা (রা), ইব্ন উমর (রা), মুআবিয়া (রা), উম্মে সালামা (রা) এবং হযরত আইশা (রা)-এর দাসী বারীরা (রা) হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর থেকেও একদল উলামা হাদীস শ্রবণ করেছেন। যেমন খালিদ ইব্ন মিদান, উরওয়াহ, আল-যুহরী, আমর ইব্ন আল-হারিছ, রাজা' ইব্ন হায়াত এবং জারীর ইব্ন উছমান। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁর পিতা তার নাম রেখেছিলেন আল কাসিম তাই তার কুনিয়াত হয়েছিল আবুল কাসিম। তারপর তিনি তার নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন আবদুল মালিক। ইব্ন আবূ খায়ছামাহ আরো বলেন, ইসলামে আহমদ নামটিও এই প্রথম রাখা হলো। তিনি ছিলেন আল খালীল ইব্ন আহমদ আল-আরূযীর পিতা।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয-যুবায়র (রা)-এর খিলাফত আমলে তার পিতার জীবদ্দশায় ৬৫ হিজরীতে তার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয়। সিরিয়া ও মিসরে তার আধিপত্য ছিল সাত বছর যাবত। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয-যুবায়র (রা) ছিলেন রাজ্যের বাকী অংশের খলীফা। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয-যুবায়র (রা) নিহত হওয়ার পর সারাদেশে তার খিলাফতের পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়। আর এটা ছিল ৭৩ হিজরীর ঘটনা। যেমন পূর্বেও এটা বর্ণনা করা হয়েছে। তার এবং ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার জন্ম হয়েছিল ২৬ হিজরীতে। খিলাফত অর্জিত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঐসব বান্দাহ্গণের অন্তর্ভুক্ত যারা ছিলেন পরহেযগার, ফকীহ, কুরআন তিলাওয়াতকারী ও মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর উচ্চতা ছিল মাঝারি ধরনের বেঁটে। তাঁর দাঁতগুলো ছিল স্বর্ণের জালে মোড়ানো। তাঁর মুখ সব সময় খোলা থাকত।

অসতর্ক অবস্থায় তাঁর মুখে মাছি ঢুকে পড়ত। এ জন্যই তাকে আবূ যুবাব বা মাছির পিতা বলা হতো। তিনি ছিলেন সাদা, মাঝারি গড়নের, হালকা-পাতলাও নয় আবার মোটাও নয়। তাঁর দুই ভ্রূ ছিল মিলিত এবং তিনি ছিলেন গোলাপী রং-এর চোখ বিশিষ্ট ও বড় চক্ষুওয়ালা। তিনি পাতলা নাক, উজ্জ্বল চেহারা, সাদা চুল ও দাড়ি এবং চমৎকার চেহারার অধিকারী ছিলেন। চুল ও দাড়িতে তিনি খিযাব লাগাতেন না। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি জীবনের শেষভাগে খিযাব লাগাতেন।

হযরত নাফি' (র) বলেন, "আমি পবিত্র মদীনায় আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর চেয়ে অধিক দক্ষ যুবক, ফকীহ ও আল্লাহ্র কিতাবের তিলাওয়াতকারী আর কাউকে পাই নাই। আল-আ'মাশ আবূ যিনাদ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পবিত্র মদীনায় ফকীহ ছিলেন চারজন– সাঈদ ইব্ন আল-মুসায়্যাব, উরওয়াহ, কাবীসা ইব্ন যুওয়ায়ব এবং খিলাফত কার্যক্রমে প্রবেশের পূর্বে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকজন জন্ম দেন ছেলে আর মারওয়ান জন্ম দিয়েছেন পিতা অর্থাৎ আবদুল মালিক। তিনি তাকে একদিন দেখলেন এবং তার সম্বন্ধে জনগণের বিভিন্ন মতামতের কথা উল্লেখ করেন। তখন তিনি বলেন, এ যদি যুবক হত তার ক্ষেত্রে লোকজনের ঐকমত্য প্রকাশ পেত। আবদুল মালিক একদিন বলেন, "আমি বুরায়দা ইব্ন আল-হাসীবের কাছে উঠাবসা করতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুল মালিক! তোমার মধ্যে বেশ কতগুলো গুণাবলী রয়েছে। তাই তুমি উম্মতে মুহাম্মদীর খিলাফত পরিচালনার উপযুক্ত ব্যক্তি। তবে তুমি রক্তপাতকে এড়িয়ে চলবে। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, "জান্নাতের দিকে দৃষ্টিপাত করার পরও জান্নাত থেকে এমন এক ব্যক্তিকে বিতাড়িত করা হবে সামান্য একটু রক্তের জন্যে যা অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের শরীর থেকে সে ঝরিয়েছিল। খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পূর্বে আমীর মুআবিয়া (রা) ও আমর ইব্ন আল-আস (রা) তার দীর্ঘ প্রশংসা করেছিলেন।

সাঈদ ইব্ন দাউদ আয-যুবায়রী, মালিক ও ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ ইব্ন দাউদ আয-যুবায়রী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে যে প্রথম সালাত আদায় করেছিল তিনি হলেন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ও তার সাথে কয়েকজন যুবক। সাঈদ ইব্ন আল-মুসায়্যাব (র) বলেন ঃ বেশী বেশী সালাত ও সিয়াম আদায়ের মধ্যেই ইবাদত সীমিত নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলার ক্রিয়াকর্মে চিন্তা-ভাবনা করা ও মহান আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে সাবধানতা অবলম্বন করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আশ-শা'বী (র) বলেন ঃ আমি যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মজলিসে বসেছি নিজে তার থেকে কিছুটা বৃদ্ধি করতে পেরেছি। কিন্তু আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ব্যতীত। কেননা, যখনই আমি কোন হাদীস তার কাছে পেশ করেছি, তার মধ্যে তিনি কিছুটা বৃদ্ধি করেছেন। অনুরূপভাবে কোন কবিতা তার কাছে পেশ করলে তাতেও তিনি কিছু বৃদ্ধি করে দিতেন। খালীফা ইব্ন খায়্যাত উল্লেখ করেন, একদিন মুআবিয়া (রা) মারওয়ানের কাছে একটি পত্র লিখেন। তিনি ছিলেন পবিত্র মদীনায় তার নায়িব। সন ছিল পঞ্চাশ হিজরী। পত্রে তিনি লিখেন ঃ তোমার ছেলে আবদুল মালিককে মুআবিয়াহ ইব্ন খাদীজের সাথে পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশসমূহের অভিযানে প্রেরণ করবে। তিনি এসব শহরে তার যথার্থতা, ন্যায় নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা ও পরিশ্রমের বহু তথ্য উল্লেখ করেন। আবদুল মালিক হাররার ঘটনা পর্যন্ত পবিত্র মদীনায় বসবাস করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) হিজাযের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখেন এবং সেখান থেকে বনী উমায়্যার

সদস্যদেরকে বিতাড়িত করেন। তিনি তখন তার পিতার সাথে সিরিয়ায় চলে যান। তারপর যখন তিনি তার পিতার সাথে খিলাফত লাভ করেন এবং সিরিয়াবাসীরা তার বায়আত গ্রহণ করেন। যেমন পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। তার অনুকূলে বায়আত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তার পিতা নয় মাস আমীর ছিলেন। পিতার ইন্‌তিকালের পর তিনি আমীরের দায়িত্ব লাভ করেন। আবদুল মালিক পূর্ণাঙ্গ খলীফা হন ৬৫ হিজরীর রামাযান কিংবা রবীউল আউয়াল মাসের পহেলা তারিখ। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর নিহত হওয়ার পর জনগণ ৭৩ হিজরীর জুমাদাল্ উলা মাস হতে ৮৬ হিজরী পর্যন্ত তাকে খলীফা রূপে গ্রহণ করে নেয়।

ছালাব ইব্‌নু আরাবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল মালিককে যখন খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হল। তখন তার কোলে ছিল কুরআন মজীদ। তিনি তা ভাঁজ করে রাখলেন এবং বললেন এখানেই আমার ও তোমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। আবূ তুফায়ল বলেন ঃ একদিন আবদুল মালিকের জন্য একটি বড় মজলিসের ব্যবস্থা করা হল। তার জন্য পূর্বে এখানে একটি গম্বুজ তৈরী করা হয়েছিল। তিনি তাতে প্রবেশ করেন এবং বলেন, এটা তার জন্যে অবৈধ বলে তিনি মনে করেন। কথিত আছে যে, যখন কুরআনুল কারীম তার কোলে রাখা হয়েছিল তখন সে বলেছিল "এটা তোমার সাথে আমার শেষ দেখা।"

রক্তপাতের ব্যাপারে আবদুল মালিক অগ্রগামী ছিলেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, পারদর্শী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। পার্থিব ব্যাপারে অত্যন্ত বিজ্ঞ। পার্থিব ব্যাপারে তিনি কারো উপর নির্ভর করতেন না। তাঁর মায়ের নাম ছিল আইশা বিন্‌ত মুআবিয়া ইব্‌ন আল-মুগীরা ইব্‌ন আবুল আস। তার পিতা মুআবিয়া উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হযরত হামযা (রা)-এর নাক কর্তন করেছিল। সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয বলেন, আবদুল মালিক যখন মুসআব ইব্‌ন আস-যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ঘর থেকে বের হয়ে তার সাথে ইয়াযীদ ইব্‌ন আল-আসওয়াদ আল-জারশীও বের হয়। যখন তারা মুকাবিলায় দণ্ডায়মান হয়, তখন আবদুল মালিক বলেন ঃ হে আল্লাহ্ ! এ দুটো পাহাড়ের মধ্যে আড়াল করে দাও এবং তোমার কাছে যে বেশী প্রিয় তাকে খিলাফত দান কর। তারপর আবদুল মালিক জয়লাভ করেন। মুসআব আবদুল মালিকের কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, ইতোপূর্বে মুসআবের হত্যার বিবরণ আমি উল্লেখ করেছি। সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয বলেন ঃ যখন আবদুল মালিকের খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করা হয়, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আল-খাত্তাব (রা) তার কাছে পত্র লিখেন এবং বলেন ঃ পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হতে আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিকের প্রতিঃ আপনার উপর মহান আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। আমি আপনার কাছে এখন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারপর আপনি রাখালের ন্যায় দায়িত্ববান আর প্রত্যেক রাখাল বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার অধীনস্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। সূরায়ে নিসার ৮৭নং আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কে মহান আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী ? (কেউ নয়)। ওয়াস-সালাম। পত্রটি সালামসহ প্রেরণ করেন। তখন তারা

দেখলেন যে, আমীরুল মু'মিনীনের নামের পূর্বে তার নাম লিখা হয়েছে। তারপর তারা মুআবিয়ার কাছে প্রেরিত পত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তথায় এরূপ দেখতে পেলেন। তাই তারা এটা তার থেকে ক্ষমার চোখে দেখলেন।

আল্লামা ওয়াকিদী বলেন ঃ ইব্ন আবু মায়সারাহ, আবূ মূসা আল-খায়্যাতের মাধ্যমে আবূ কা'ব হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল মালিককে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ হে মদীনাবাসী! খিলাফতের বিষয়টি পরিচালনার বেশী হকদার আমিই। পূর্বাঞ্চল থেকে এ ব্যাপারে আমাদের কাছে বন্যার ন্যায় বহু হাদীস এসেছে, কিন্তু এগুলোর শুদ্ধতা সম্পর্কে আমরা জানিনা। কুরআন পাঠ ব্যতীত অন্য কিছু আমরা জানি না। কাজেই, ইমাম মাযলূম অর্থাৎ হযরত উছমান (রা) কর্তৃক সংগৃহীত ফারযগুলো আঁকড়িয়ে ধরবে। তিনি এ ব্যাপারে যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-এর পরামর্শ নিয়েছেন। ইসলামের জন্য তিনি কতইনা উত্তম পরামর্শদাতা ছিলেন! তারা দুইজনে যা যথার্থ পেয়েছেন তা গ্রহণ করেছেন আর যা গ্রহণযোগ্য ছিল না তা বাদ রাখেন। ইব্ন জুরায়জ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আস-যুবায়র (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের দুইবছর পর ৭৫ হিজরীতে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান লোকজনকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি আমাদের সামনে খুতবাহ পাঠ করেন। তিনি বলেন ঃ আমার পূর্বের খলীফাগণ সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করতেন এবং অপরকে আত্মসাৎ করার সুযোগ করে দিতেন। আমি এ উম্মতের এ রোগের তলোয়ার ব্যতীত কোন ঔষধ দেখতে পাচ্ছি না। আমি হযরত উছমান (রা)-এর ন্যায় দুর্বল খলীফা নই, আমীর মুআবিয়া (রা)-এর ন্যায় তোষামোদকারী খলীফা নই এবং ইয়াযীদ ইব্ন মুআবীয়া-এর ন্যায় নীচুমনা খলীফা নই। হে জনগণ! যতক্ষণ না কোন বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে কিংবা আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দানা বেধে উঠে আমরা তোমাদের যাবতীয় কর ইত্যাদি মাফ করে দেবো। আমর ইব্ন সাঈদের কথা ধরুন তার অধিকারই তার অধিকার। তার স্বজন তার ছেলে। সে মাথার ইঙ্গিতে বলছে হ্যাঁ, আর আমরা তলোয়ারের মাধ্যমে এরূপ বলার উত্তর দেবো। সে যে আনুগত্য আমার কাছ থেকে প্রত্যাহার করেছে সেহেতু আল্লাহ্র শপথ নিয়ে বলা হয়েছে এবং পরিণাম অন্য কারো মাথায় রাখা হবে না, তার শ্বাস-প্রশ্বাসই এর স্বাদ আস্বাদন করবে। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে তা জানিয়ে দেয়।

আল-আসমাঈ বলেন, আববাদ ইব্ন সালাম ইব্ন উছমান ইব্ন যিয়াদ তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান একটি পূর্ণ বয়স্ক উটের উপর আরোহণ করেন। তখন উট চালক একটি কবিতা পাঠ করে। উক্ত কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ

'হে পূর্ণ বয়স্ক উট! তোমাকে আমি দেখছি, তোমার উপর তোমার চলার পথে দেশে শান্তি স্থাপনকারী আরোহণ করে রয়েছে। দুর্ভাগ্য তোমার, তুমি কি জান তোমার উপর আরোহণ করেছে কে? তোমার উপর রয়েছে আল্লাহ্র খলীফা, তোমার মত আর অন্য কোন পূর্ণ বয়স্ক উটকে এত পসন্দ করেননি তিনি যতো পসন্দ তোমাকে করেছেন।'

আবদুল মালিক যখন উপরোক্ত কবিতা শুনলেন, তখন তিনি বলেন, হে তুমি! এখানে এসো, তোমার জন্যে দশ হাজার মুদ্রা প্রদানের বিষয়ে আমি আদেশ প্রদান করেছি।

আল-আসমাঈ (র) আরো বলেন, "একদিন আবদুল মালিক খুত্বা দিতে লাগলেন। তিনি বক্তব্যের মাঝে আটকিয়ে গেলেন। তখন তিনি বললেন, 'জিহ্বাও মানুষের শরীরের একটি অংশ। আমরা আটকিয়ে গেলে চুপ থাকি কিন্তু বাজে কথা বলি না। আমরা কথার পণ্ডিত, আমাদের কথার শিরা-উপশিরা খুবই মযবূত, কথা বা বাক্যের ডানাগুলো আমাদের মাঝে যেন

ঝুলে রয়েছে। আমাদের মর্যাদা সুউচ্চ প্রতিষ্ঠিত, এটাই প্রকৃত মর্যাদা। আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর, এটাই প্রকৃত তথ্য। আমাদের আজকের দিনের পরও রয়েছে শক্তি পরীক্ষার দিবসসমূহ। ঐসব দিনে সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরিচিতি ঘটবে এবং অনর্গল ও যথার্থ বক্তব্য শুনার সুযোগ আসবে।

আল-আসমাঈ (র) আরো বলেন ঃ আবদুল মালিককে বলা হল, তোমার বার্ধক্য অতিদ্রুত এসে যাচ্ছে। তখন আবদুল মালিক প্রতিউত্তরে বলেন ঃ কেন আসবে না ? আমি প্রতি শুক্রবার একবার কিংবা একাধিকবার জনগণের কাছে আমার বুদ্ধিমত্তা পেশ করছি।

আল-আসমাঈ ব্যতীত অন্য এক বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল মালিককে বলা হলো, তোমার বার্ধক্য অতি দ্রুত আসছে। তখন তিনি বলেন, তুমি কি আমার প্রতিনিয়ত জনগণকে উপদেশ প্রদানের জন্যে মিম্বরে আরোহণের কথা ও ভুল করার আশংকাবোধ করার কথা ভুলে গেছ ? এক ব্যক্তি আবদুল মালিকের কাছে ভুল করল। যেমন, কথায় আলিফ উচ্চারণ করেনি তখন আবদুল মালিক তাকে বললেন, তোমার কথায় আলিফ বৃদ্ধি কর। লোকটি প্রতি উত্তরে বলল, আপনিও ألف। আলিফ বৃদ্ধি করুন। (ألف। মানে হাজার)। কাজেই, এটার অর্থ হলো আপনি এক হাজার মুদ্রা অর্ঘ হিসেবে বৃদ্ধি করুন।

আয-যুহরী (র) বলেন ঃ আমি আবদুল মালিককে তার খুত্‌বায় বলতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ ইল্‌ম্ বা জ্ঞান অতি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই যার কাছে ইল্‌ম্ বা জ্ঞান আছে সে যেন অতিমূল্য বিহীন ও সীমাহীনভাবে তা প্রকাশ করে দেয়।

ইব্‌ন আবূদ্ দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুল মালিক তার সফর সঙ্গীকে বলতেন, 'যদি জ্ঞান বৃক্ষ উর্ধ্বে গমন করে আমাদেরকে নিয়ে শূন্যে চলে যেন আমরা ঐ বৃক্ষের কাছে পৌছতে পারি। আমাদেরকে নিয়ে বিজয়ধ্বনি দিয়ে যাক, যেন আমরা পাথরতুল্য সেই বৃক্ষের নিকটবর্তী থাকি। এ ধরনের বহু জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা তিনি বলতেন।

আল্লামা বায়হাকী (র) বলেন, একদিন আবদুল মালিকের হাত থেকে ময়লা-আবর্জনার কূপে একটি পয়সা পড়ে যায়। তের দীনারের বিনিময়ে একজন লোককে দিয়ে তিনি তা উদ্ধার করেন। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'ঐ পয়সায় মহান আল্লাহ্‌র নাম লিখা ছিল। একাধিক বর্ণনাকারী বলেন ঃ আবদুল মালিক যখন জনগণের মাঝে ঝগড়া বিবাদ মিটানোর জন্যে আদালতে বিচার কার্যে বসতেন, তখন তলোয়ারধারীরা তলোয়ার নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে যেত। তখন তিনি নীচে বর্ণিত কবিতাটি পাঠ করতেন। কেউ কেউ বলেন, অন্যকে পাঠ করতে আদেশ প্রদান করতেন। তিনি বলতেন ঃ যখন কুপ্রবৃত্তির উপকরণাদি সোচ্চার হয়ে উঠে; আদালতে শ্রোতাদেরকে বক্তার কথা শুনার জন্যে চুপচাপ থাকতে বলা হয়; জনগণ তাদের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগে হোচট খেয়ে যায়, তখন আমরা তাদের মাঝে একজন ন্যায়পরায়ণ ও সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন বিচারকের ন্যায় ফায়সালা দিয়ে থাকি। আমরা বাতিলকে হক বলে অভিহিত করি না, হক ব্যতীত বাতিল নিয়ে আলোচনাও করি না। আমরা ভীত থাকি যেন আমাদের বুদ্ধিমত্তা বোকামী না করে। ফলে আমরা যেন মূর্খের ন্যায় হককে ভুলে না যাই।

আল-আ'মাশ (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন আয-যুবায়র আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, একদিন হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) আবদুল মালিকের কাছে একটি পত্র লিখেন। পত্রে তিনি হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি তার পত্রে লিখেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর খিদমত করেন কিংবা তাঁকে দেখে থাকেন অথবা তাঁর সংস্পর্শে

থেকে থাকেন, তাকে খ্রিস্টানরা চিনবে এবং তার মান মর্যাদাও স্বীকার করবে। তাদের বাদশাহ্গণ তাঁর দিকেই হিজরত করবে। তাদের অন্তরে তার বিরাট মর্যাদা বিরাজমান থাকবে। আর তারা তার জন্যে তা যথাযোগ্য বলে মনে করবে। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি হযরত মূসা (আ)-এর খিদমত করেন কিংবা তাঁকে দেখে থাকেন, তাকে ইয়াহূদীরা চিনবে। তারা তার সাথে যতদূর সম্ভব কল্যাণকর ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করবে। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাদিম ছিলাম, তাঁর সাথী ছিলাম, তাঁকে আমি দেখেছি, তাঁর সাথে খাওয়া-দাওয়া করেছি, তাঁর সাথে ঘরে প্রবেশ করেছি, তাঁর সাথে ঘর থেকে বের হয়েছি এবং দুশমনের বিরুদ্ধে তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছি। হাজ্জাজ আমার ক্ষতি করেছে এবং এরূপ এরূপ ব্যবহার করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, পত্র পড়ার সময় যিনি আবদুল মালিককে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, পত্র পড়ার সময় আবদুল মালিক কাঁদতে ছিলেন এবং অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছিলেন। তারপর তিনি হাজ্জাজের কাছে শক্ত ভাষায় পত্র লিখেন। পত্রটি যখন হাজ্জাজের কাছে পৌঁছে তখন সে তা পাঠ করে এবং তার চেহারা মলিন হয়ে যায়। তারপর সে পত্রবাহককে বলল, আমাকে তার কাছে নিয়ে চল। আমি তাকে সন্তুষ্ট করব।

আবূ বকর ইব্ন দুরায়দ বলেন ঃ ইবনুল আশআছের সাথে বিরোধের সময় আবদুল মালিক হাজ্জাজকে লিখেছিলেন, যে কাজে তুমি মহান আল্লাহ্র প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হবে, সে কাজে তুমি অধিক সম্মানিত হবে। আর যে কাজে তুমি সৃষ্টির প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হবে, সে কাজে তুমি অধিক লজ্জিত হবে। যদি কেউ তোমার কাছে মহান আল্লাহ্র আশ্রয় চায়, তুমি তাকে ক্ষমা করে দেবে। কেননা, তুমি তাঁরই কাছে একদিন প্রত্যাবর্তন করবে।

কেউ কেউ বলেন, একদিন এক ব্যক্তি আবদুল মালিকের সাথে গোপনে কথা বলার আরযী পেশ করে। তখন তিনি তাঁর কাছে যারা ছিল তাদেরকে একটু সরে যেতে বললেন। যখন তিনি একাকী হলেন এবং লোকটিও তাঁর সাথে কথা বলার ইচ্ছে প্রকাশ করল। আবদুল মালিক তাকে বললেন, "তোমার কথা বলার কালে তিনটি বস্তু থেকে তুমি সতর্ক থাকবে; আমার প্রশংসা করা হতে বিরত থাকবে। কেননা, আমি আমার সম্বন্ধে তোমার চেয়ে বেশী জানি। তুমি মিথ্যা বলা হতে বিরত থাকবে। কেননা, মিথ্যুকের কোন কথা গ্রহণযোগ্য নয়। আমার কোন প্রজাকে দোষারোপ করা হতে বিরত থাকবে। কেননা, তারা আমার নিকট থেকে যুলুম ও অত্যাচার পাওয়ার চেয়ে আমার ন্যায়বিচার ও ক্ষমা পাওয়ার বেশী যোগ্য। এখন তুমি যদি চাও তোমাকে আমার সাথে দেখা করার অনুমতি পত্র বাতিল করতে পারি। লোকটি তখন বলল, আমাকে ছুটি দিন। আবদুল মালিক তখন তাকে ছুটি দিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত দূতদেরকেও তিনি বলতেন, আমার কাছে চারটি বস্তু না বলে আমাকে খুশী করতে পার, তা হল ঃ আমাকে অনাহূত প্রশংসা করবে না, আমি তোমাকে যা বলি নাই তার উত্তর দিতে চেষ্টা করবে না, আমার কাছে মিথ্যা বলবে না, আমার প্রজার বিরুদ্ধে আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলবে না। কেননা, তারা আমার থেকে মেহেরবানী ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিক যোগ্য।

আল্লামা আল আসমাঈ (র) স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ আবদুল মালিকের কাছে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হল, যে ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। আবদুল মালিক তখন বললেন, তার গর্দান কর্তন করে ফেল। লোকটি বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ শাস্তি আমি আপনার নিকট হতে প্রত্যাশা করিনা। আবদুল মালিক তখন বললেন, তুমি কি ধরনের শাস্তি আশা করছ? সে বলল ঃ আল্লাহ্র শপথ, আমি অমুকের সাথে মিলে আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি শুধু আপনাকে দেখার জন্যে। আমি একজন

হতভাগা লোক। যার সাথেই আমি কখনও ছিলাম সে-ই পরাজিত হয়েছে, পরাস্ত হয়েছে। আর আমার এ দাবী আপনার কাছে বর্তমানে সুস্পষ্ট। আপনার এক লাখ শুভাকাঙ্ক্ষী থেকেও আমি আপনার বেশী মঙ্গলকামী। আমি অমুকের সাথে ছিলাম, সে পরাজিত হয়েছে, তার দল ছত্রভঙ্গ হয়েছে। আমি অমুকের সাথে ছিলাম, সে নিহত হয়েছে, আমি আবার অমুকের সাথে ছিলাম, সে পরাজিত হয়েছে। এভাবে সে বেশ কয়েকজন নেতা ও সেনাপতির নাম উল্লেখ করে। তাতে আবদুল মালিক হেসে উঠলেন এবং তাকে ছেড়ে দিলেন।

একদিন আবদুল মালিককে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ব্যক্তি আপনার কাছে উত্তম বলে বিবেচিত ? তিনি বলেন, যিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সত্ত্বেও বিনয়ের আশ্রয় নেন। শক্তি ও সমার্থবান হওয়া সত্ত্বেও তাকওয়া অবলম্বন করেন এবং শক্তিমানকে অন্যায়ের ক্ষেত্রে সাহায্য করা হতে বিরত থাকেন। তিনি আরো বলেন, অভিজ্ঞতার পূর্বে শান্তি লাভ হয় না। কেননা, অভিজ্ঞতার পূর্বে অর্জিত শান্তি সুদৃঢ় হয় না। তিনি আরো বলেন, যে সম্পদ প্রশংসা কুড়ায় ও বদনাম প্রতিরোধ করে সেটাই উত্তম সম্পদ। হাদীসে বর্ণিত, তোমার নিকটবর্তী লোক থেকে দান বিতরণ শুরু কর– সর্বাবস্থায় এ রকম যেন কেউ না বলে। কেননা, সৃষ্টির সকলে মহান আল্লাহ্র বংশধরতুল্য অর্থাৎ কারোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হাদীসের মর্ম বিশেষ একটি অবস্থার সাথে জড়িত।

আল মাদাইনী বলেন ঃ একদিন আবদুল মালিক তার সন্তানদের শিক্ষককে বলেন ঃ তিনি হলেন ইসমাঈল ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবুল মুহাজির– আপনি তাদেরকে সত্যবাদিতা শিক্ষা দিন। যেমন কুরআন তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। তাদেরকে হীনমনা লোকদের থেকে দূরে রাখুন। কেননা, জনগণের মধ্যে তারাই কল্যাণের দিকে উৎসাহিত হওয়ার ব্যাপারে নিকৃষ্টতর ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের আদব ও শিষ্টাচার কম। অকারণে লজ্জাবোধ থেকে তাদেরকে দূরে রাখুন। কেননা, এটা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে। তাদের থেকে কর্কশ ব্যবহারের অনুভূতি দূর করে দিন।

তাদেরকে গোশত ভক্ষণ করতে দিন । তাহলে তারা শক্তিশালী হবে। তাদেরকে কবিতা শিক্ষা দিন। তাহলে তারা অন্যদের প্রশংসা করবে ও সাহায্য করবে। তাদেরকে চওড়াভাবে মিসওয়াক করতে শিক্ষা দিন। বিরতি সহকারে পানি পান করতে শিক্ষা দিন। তারা যেন পেটপুরে না খায়। তাদের খাবার গ্রহণ প্রয়োজন মনে করলে তাদেরকে আদব সহকারে খাদ্য গ্রহণ করতে শিক্ষা দিন। তারা যেন গোপনে খাদ্য ভক্ষণ করে তাদের আশেপাশের লোকেরা জানতে না পারে তাহলে তারা খাদ্য ভক্ষণে স্বস্তিবোধ করবে।

আল-হায়ছাম ইব্ন আদী বলেন, একবার আবদুল মালিক জনগণকে বিশেষভাবে তার সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি প্রদান করলেন। একদিন মুখমণ্ডল অবিন্যস্ত অবস্থায় এক বৃদ্ধ লোক, প্রহরারত দারোয়ানকে অগ্রাহ্য করে প্রবেশ করলেন এবং আবদুল মালিকের সামনে কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াত লিখিত একটি কাগজ রেখে বের হয়ে চলে গেলেন। কেউ জানে না, তিনি কোথায় চলে গেলেন। তাতে ছিল সূরায়ে সোয়াদের আয়াত নং ২৬ ঃ হে মানুষ! তোমাকে মহান আল্লাহ্ পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন ঃ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ অর্থাৎ কাজেই, তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করবে এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করবে না। কেননা, এটা তোমাকে মহান আল্লাহ্র পথ হতে

বিচ্যুত করবে, যারা মহান আল্লাহ্র পথ পরিত্যাগ করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ, তারা বিচারের দিনকে বিস্মৃত হয়ে আছে। সূরায়ে আল-মুতাফ্ফিফীন এর ৪নং আয়াত হতে ৬নং আয়াত اَلاَ يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ - يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহা দিবসে। যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষজগত সমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে।

সূরায়ে হূদের ১০৩ ও ১০৪নং আয়াত ঃ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلاَّ لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ অর্থাৎ তা সেদিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে, তা সেদিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন তা স্থগিত রাখি মাত্র।

সূরায়ে নামলের ৫২নং আয়াত ঃ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا অর্থাৎ (বর্তমানে তুমি জীবিত, তারা জীবিত থাকলেও তোমার কাছে তারা পৌঁছতে পারত না)। কেননা, এতো তাদের ঘরবাড়ী, সীমা-লংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

সূরায়ে আস-সাফ্ফাতের ২২নং আয়াত اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ আমি তোমাকে এমন দিনের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করছি যেদিন ফেরেশতাদের বলা হবে, একত্র কর যালিম ও তাদের সহচরগণকে এবং তাদেরকে যাদের ইবাদত করত তারা।”

সূরায়ে হূদের ১৮নং আয়াত اَلاَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ সাবধান! আল্লাহ্র লা'নত যালিমদের উপর।”

উপরোক্ত আয়াতসমূহ সম্বলিত কাগজটি দেখে আবদুল মালিকের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি তার হেরেমে প্রবেশ করেন এবং বেশ কয়েক দিন যাবত তার চেহারায় কষ্টের ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছিল।

যুব্র ইব্ন হুবায়শ আবদুল মালিকের কাছে একটি পত্র লিখেন। পত্রের শেষে তিনি লিখেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার দীর্ঘ হায়াত যেন আপনার স্বাস্থ্যে প্রতিফলিত হয়ে আপনাকে লোভী করে না তোলে। কেননা, আপনি আপনার সম্বন্ধে অধিক জানেন। আপনার পূর্বপুরুষগণ যা বলে গেছেন তা একটু স্মরণ করুন। তারা বলেছেন, “মানুষ যখন তাদের সন্তানদের জন্ম দেয় বৃদ্ধাবস্থার দরুন তাদেরও শরীর নষ্ট হয়ে যায়। তাদের অসুস্থতাও দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে। এটাকে এমন একটি শস্যক্ষেত্র বুঝতে হবে যার কর্তনকাল নিকটবর্তী হয়ে এসেছে।” আবদুল মালিক পত্রটি পড়ার পর এমন ক্রন্দন করলেন যে, তার কাপড়ের কিনারা অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। তারপর তিনি বলেন ঃ “খুব সত্য কথা বলেছে। তবে, যদি সে আমাদের কাছে এর চেয়ে কম লিখত, তাহলে এটা হযম করা হতো আমার জন্য সহজ।”

আবদুল মালিক তার সাথীদের একদলকে শুনতে পেলেন যে, তারা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর চরিত্র নিয়ে আলোচনা করছেন। আবদুল মালিক বললেন, “আমি তোমাদেরকে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করছি। কেননা, তিনি ছিলেন আমীরদের জন্য আয়না স্বরূপ। কিন্তু প্রজাদের জন্যে বিভ্রান্তিকর।”

ইব্রাহীম ইব্ন হিশাম ইব্ন ইয়াহ্য়া আল-কাবানী (র) তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আবদুল মালিক উম্মে দারদা'-এর হালকায় দামেস্কের মসজিদের শেষ মাথায় বসতেন। একদিন উম্মে দারদা' তাকে বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি ইবাদত ও বন্দেগীর পর দুধপান করেছ। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ, আমি রক্তও পান করেছি। তারপর তার কাছে একজন গোলাম আসল, যাকে সে অন্য জায়গায় কোন প্রয়োজনে প্রেরণ করেছিল। তিনি তখন বললেন, "কে তোমাকে এতক্ষণ বন্দী করে রেখেছিল, তোমার উপর আল্লাহ্র লা'নত?" উম্মে দারদা' (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এরূপ বলবেন না। কেননা, আমি আবূ দারদা' (রা) থেকে শুনেছি তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, "লা'নতকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

আবূ বকর ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া বলেন, 'আল-হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র)-কে একদিন বলা হল যে, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান বললেন, "আমি এমন হয়ে গেছি যে, নেক কাজ করলেও আমার খুশী লাগে না, তদ্রূপ বদ কাজ করলেও কোন প্রকার দুঃখ অনুভূত হয় না।" সাঈদ বললেন, "তাহলে তোমার অন্তরের মৃত্যু পরিপূর্ণ হয়েছে।"

আল-আসমাঈ তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'একদিন আবদুল মালিক অত্যন্ত উচ্চস্তরের ভাষণ প্রদান করলেন। তবে ভাষণের মধ্যখানে ভাষণ বন্ধ রেখে অত্যন্ত কান্নাকাটি করেন। তারপর বলেন ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার পাপ অনেক বড়। আর তোমার সামান্যতম ক্ষমা আমার পাপের চেয়ে অনেক বড়। হে আল্লাহ্! তোমার সামান্য ক্ষমা দ্বারা আমার বিরাট পাপ মুছে দাও।"

বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনা হাসান বসরীর কাছে পৌঁছার পর তিনি ক্রন্দন করলেন এবং বললেন, "যদি কোন কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা যায়, তাহলে এ কথাটিই লিখে নাও। এ ধরনের বর্ণনা একাধিক বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত রয়েছে। তাদের কাছে যখন এ কথাটি পৌঁছল তখন তারা হাসান বসরী (র)-এর ন্যায় মন্তব্য করেন। মিসহার আদ-দামেশ্কী বলেন, একদিন আবদুল মালিকের সামনে দস্তরখান বিছানো হল। তখন তিনি দারোয়ানকে বললেন, খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসায়দকে ডেকে আন। দারোয়ান বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি তো মারা গেছেন। আবদুল মালিক তখন বললেন, তার পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসায়দকে ডেকে আন। দারোয়ান বলল, "তিনিও মারা গেছেন।" তখন তিনি বললেন, "খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়াকে ডেকে আন।" দারোয়ান বলল, "তিনিও তো মারা গেছেন।" এভাবে তিনি বলতে লাগলেন অমুককে ডেকে আন ও অমুককে ডেকে আন, এমনকি বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে। তিনি বলেন, তাদেরকে ডেকে আন। অথচ তিনি আমাদের পূর্বেই জানেন যে, তারা সকলেই মারা গেছেন। তারপর তিনি দস্তরখান উঠিয়ে নেওয়ার হুকুম দিলেন এবং নীচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

"আমার সমবয়সী বন্ধুগণ চলে গিয়েছে এবং তাদের যুগও শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি তাদের পরে ধুলাবালিতে মিশ্রিত হয়ে গেছি। হে আমার শ্রোতা ভাই! জেনে রেখো, তুমি তো চিরস্থায়ী হবে না।"

কথিত আছে যে, যখন তার কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয় তার পুত্র আল-ওয়ালীদ ঘরে প্রবেশ করেন ও কান্নাকাটি করেন। তখন তাকে আবদুল মালিক বলেন, "এটা কী ? তুমি যে বাদী-দাসীদের ন্যায় ক্রন্দন করছ, যখন আমি মরে যাব তখন তাড়াতাড়ি করবে, আমাকে

ইযার পরাবে এবং চিতার চামড়া পরিধান করাবে। অন্যান্য কাজ যথোচিতভাবে সম্পাদন করবে। তবে কুরায়শদের ভয় করে চলবে।" তারপর তিনি তাকে বললেন, "হে ওয়ালীদ! তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা যে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েছেন তা সম্পাদনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্কে ভয় করবে, আমার অসীয়ত মান্য করবে এবং আমার ভাই মুআবিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখবে, তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে। আর আমাকে তার মধ্যে হিফাযত ও সংরক্ষণ করবে, আমার ভাই মুহাম্মদের দিকে খেয়াল রাখবে। তাকে আলজেরিয়ার আমীর নিযুক্ত করবে এবং তাকে সেখান থেকে বরখাস্ত করবে না। আমার চাচাতো ভাই আলী ইব্ন আব্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তার সাথে আমাদের মহব্বত ও নসীহতের সম্পর্ক ইতোমধ্যে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। অথচ তার সাথে আমাদের বংশের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের উপর তার ন্যায্য অধিকার রয়েছে। তাই, তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে এবং তার ন্যায্য অধিকার তাকে অবশ্যই প্রদান করবে। আর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের দিকে লক্ষ্য রাখবে। তাকে সম্মান করবে। কেননা, সে বিভিন্ন দেশকে তোমার করতলগত করেছে এবং দুশমনদেরকে নিপাত করেছে। তোমার জন্য রাজত্ব নিষ্কন্টক করেছে। আর খারিজীদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তোমার এবং তোমার ভাইদের মধ্যে মত বিরোধ দূর করেছে। কাজেই, তোমরা এখন একই মায়ের সন্তান হিসেবে বসবাস করবে। যুদ্ধের ব্যাপারে তোমরা স্বাধীনতার পরিচয় দেবে। নেক কাজকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করবে। যুদ্ধ কোনদিনও অকাল মৃত্যু ঘটায় না। নেক কাজ তার কর্তাকে প্রসিদ্ধ করে রাখে এবং অন্তরে মহব্বতের আলোড়ন সৃষ্টি করে। সুনামের স্মৃতি নিন্দাবাদকে পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত করে থাকে। কবির নিম্নবর্ণিত কবিতাটি কতইনা সুন্দর!

"বস্তুসমূহ যখন পরিপক্কতা অর্জন করে, ক্রোধ, কাম ও কঠোর আচরণ তা ধ্বংস করতে চায়। এগুলো সুদৃঢ় থাকে এবং সাধারণতঃ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় না। যদি এগুলো কোন সময় ভেঙ্গে যায়, তাহলে যিনি ভঙ্গ করেন তার দায়িত্বেই এটার পরিণাম ও ফলাফল আবর্তিত হয়।

তারপর তিনি বলেন, যখন আমি মারা যাব, তখন তুমি জনগণকে তোমার বায়আতের প্রতি আহ্বান জানাবে। যে অস্বীকার করবে তলোয়ারের মাধ্যমে তার সাথে ফায়সালা হবে। তোমার বোনদের প্রতি তুমি ইহ্সান করবে, তাদেরকে সম্মান করবে। আর জেনে রেখো তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আদরের হলো ফাতিমা। এ ফাতিমাকে তিনি এক জোড়া মূল্যবান কানের অলংকার ও অত্যন্ত মূল্যবান হীরক প্রদান করেছিলেন। তারপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! তার মধ্যেই আমার স্মৃতি তুমি রক্ষা ও হিফাযত কর। তাকে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের সাথে বিয়ে দেন। আর তিনি ছিলেন তার চাচাতো ভাই। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তিনি একজন ধোপার কাপড় ধোয়ার আওয়ায শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এটা কে ? উপস্থিত সদস্যগণ বলল, সে একজন ধোপা। তখন তিনি বললেন, হায়! আমি যদি একজন ধোপা হতাম, দিনের পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতাম এবং খিলাফতের দায়িত্ব বহন না করতাম। তারপর তিনি বর্ণনা করেন ও বলেন, আমার আয়ুর শপথ, আমি পৃথিবীতে দীর্ঘকাল আয়ু পেলাম এবং তলোয়ারের মাধ্যমে আমার জন্যে দুনিয়া সহজ হয়ে গিয়েছিল। আমাকে দেওয়া হয়েছে প্রচুর সম্পদ, অধিকার ও বুদ্ধিমত্তা। আর অত্যাচারী নৃপতিগণও আমার বশ্যতা স্বীকার করেছে। যে আমাকে আনন্দ দান করত সে যুগ যুগ ধরে আমার করায়ত্তে দিনযাপন করেছে। হায়! যদি আমাকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে কোন একদিন সাহায্য না করা হতো, তাহলে আমি জীবনের এরূপ সুস্পষ্ট আরাম-আয়াশে নিমগ্ন হতাম না।

কেউ কেউ বলেন, আমীর মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) মৃত্যু-শয্যায় এ কবিতাগুলো আবৃত্তি করেছিলেন।

আবূ মিসহার বলেন, মৃত্যু শয্যায় শায়িত আবদুল মালিককে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি এখন কিরূপ অনুভব করছেন ? তখন তিনি বললেন, আমি এখন অনুভব করছি যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে আনআম-এর ৯৪নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُوْا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ -

অর্থাৎ "তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ। যেমন, প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম; তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছ; তোমরা যাদেরকে তোমাদের ব্যাপারে শরীক মনে করতে সে সুপারিশকারিগণকেও তোমাদের সাথে দেখছি না; তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হয়েছে এবং তোমরা যা ধারণা করেছিলে তাও নিষ্ফল হয়েছে।"

সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয বলেন ঃ যখন আবদুল মালিকের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তিনি তার প্রাসাদের দ্বার খোলার হুকুম দেন। যখন দ্বার খোলা হয়, তখন তিনি উপত্যকায় একজন কাপড় রঙ্গিনকারী লোকের আওয়ায শুনতে পান। তিনি বলেন, এটা কে ? তারা বলল, "কাপড় রঙ্গিনকারী"। তখন তিনি বলেন, "হায়! আমি যদি কাপড় রঙ্গিনকারী হতাম! যে তার হাতের পারিশ্রমিক দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।" এ ঘটনার কথা যখন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের কাছে পৌঁছে তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাদেরকে এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন যে, এখন তারা আমাদের দিকে পলায়ন করছে। আমরা তাদের দিকে ধাবিত হচ্ছি না।

বর্ণনাকারী আরো বলেন, যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে লজ্জাবোধ করতে থাকে, ক্রন্দন করতে থাকে, মাথায় হাত দিয়ে আঘাত করতে থাকে এবং বলতে থাকে। "এখন আমি চাই যদি আমি সারা জীবনে দৈনন্দিন রোজগার করতাম এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকতাম।" অন্য একজন বলছেন, "যখন আবদুল মালিকের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তিনি তাঁর ছেলেদেরকে ডাকেন এবং তাদেরকে ওসীয়ত করেন। তারপর বলেন, "সমস্ত প্রশংসা এমন আল্লাহ্‌র, যিনি তার সৃষ্টির মধ্য হতে ছোট বড় কাউকেও জিজ্ঞাসা করবেন না। তারপর তিনি নীচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন "যাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের মধ্যে কেউ কি চিরস্থায়ী হয়ে আছে ? আর যারা এখনও বাকী আছে তাদের মৃত্যু সম্পর্কে কি কোন প্রতারক আছে ?

কথিত আছে যে, একবার আবদুল মালিক তার কামরায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বললেন, "আমাকে একটু উপরে উত্তোলন কর।" তারা তাকে উপরে উত্তোলন করল। তিনি মুক্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিলেন ও বললেন, "হে দুনিয়া! তুমি কতই পবিত্র! তোমার দীর্ঘকালও ক্ষণস্থায়ী। আর তোমার প্রচুর সম্পদ ও আখিরাতের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প। আমরা তোমার প্রতারণায় নিমজ্জিত ছিলাম। তারপর তিনি নীচের দুটি কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি যদি আমার হিসাব নাও, তাহলে এটা হবে আমার জন্যে আযাব। আর এ আযাব সহ্য করা বা

মুকাবিলা করার শক্তি আমার নেই। যদি তুমি আমার অপরাধ উপেক্ষা কর, তাহলে তুমি আমার প্রতিপালক, মাটির ন্যায় আমার সমুদয় গুনাহের অকল্যাণ মুছে দাও।" ঐতিহাসিকগণ বলেন ঃ ৮৬ হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৫ তারীখ জুমুআর দিন দামেশ্কে তাঁর ইনতিকাল হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ বুধবার দিন, আবার কেউ কেউ বলেন ঃ বৃহস্পতিবার দিন তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল। তার উত্তরাধিকারী তাঁর ছেলে আল-ওয়ালীদ তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান। যেদিন তিনি ইন্তিকাল করেন তার বয়স ছিল ৬০ বছর।

উপরোক্ত বক্তব্যটি আবূ মা'শার (র)ও পেশ করেছেন এবং আল্লামা ওয়াকিদী তা সত্য বলে মন্তব্য করেন। আল্লামা আল-মাদাইনী (র) বলেন ঃ তাঁর বয়স ছিল ৬০ বছর। আবার কেউ কেউ বলেন, ৫৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। বাবুল জাবীয়া আস-সাগীর নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লামা ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ তার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীদের বর্ণনা নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

আল-ওয়ালীদ, সুলায়মান, মারওয়ান আল-আকবর দারজ, আইশা; তাদের মাতার নাম ঃ ওলাদাহ বিন্ত আল-আব্বাস ইব্ন জুয ইব্ন আল-হারিছ ইব্ন যুহায়র ইব্ন জুযায়মাহ ইব্ন রাওয়াহা ইব্ন রাবীআহ্ ইব্ন মাযিন ইব্ন আল-হারিস ইব্ন কুতায়আহ ইব্ন আবাস ইব্ন বুগাযায়, ইয়াযীদ, মারওয়ান আল-আসগার; মুআবিয়া দারজ; উম্মে কুলছুম তাদের মাতার নাম আতিকা বিন্ত ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান; হিশাম, তার মাতার নাম উম্মে হিশাম আইশা বিনত হিশাম, ইব্ন ইসমাঈল আল-মাখযূমী। আবূ বকর তার নাম বিকার; তার মাতার নাম আইশা বিনত মূসা ইব্ন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আত-তায়মী; আল-হাকাম দারজ; তার মায়ের নাম উম্মে আয়ূব বিন্ত আমর ইব্ন উছমান ইব্ন আফ্ফান আল-উমুবী; ফাতিমা, তার মাতার নাম আল-মুগীরাহ বিনত আল-মুগীরা ইব্ন খালিদ ইব্ন আল-আস ইব্ন হিশাম ইব্ন আল-মুগীরা আল-মাখযূমী। আবদুল্লাহ্; মাসলামাও; আল-মুনযার; আমবাসা; মুহাম্মদ; সা'দ আল-খায়র; আল-হাজ্জাজ, তাদের মাতা ছিলেন বিভিন্ন। কাজেই, তাঁর ছেলেমেয়ের মোট সংখ্যা ছিল ১৯ জন। তাঁর খিলাফাত মীআদ ছিল ২১ বছর। তার মধ্যে নয় বছর ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের সাথে আংশিকভাবে। আর ১৩ বছর সাড়ে তিন মাস ছিল এককভাবে। তার কাযী ছিলেন আবূ ইদরীস আল-খুলানী, তাঁর লিখক ছিলেন রাওহ ইব্ন যাম্বা। তাঁর দারোয়ান ছিল তার গুলাম ইউসুফ, বায়তুল মাল ও সীলের রক্ষক ছিল কাবীসাহ। ইব্ন যুয়ায়ব, তার পুলিশ সুপার ছিল আবূ আস-যুয়াইযাহ। আল্লামা আল-মাদাইনী বলেন ঃ তাঁর আরো স্ত্রী ছিলেন, যেমন শাকরা বিন্ত সালামাহ ইব্ন হালবাস আততায়ী; আলী ইব্ন আবূ তালিবের কন্যা। তার পিতার মায়ের নাম বিন্ত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর। আর তিনি প্রায় এ বছরেই ইন্তিকাল করেন।

আরতাত ইব্ন যুফার

তাঁর পূর্ণ নাম আরতাত ইব্ন যুফার ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন দামরাহ ইব্ন গাক্ য়া'ন ইব্ন আবূ হারিছাহ ইব্ন মুররাহ ইব্ন শিবাত ইব্ন নুমাইত ইব্ন মুররাহ ইব্ন আওফ ইব্ন সা'দ ইব্ন যুবইয়ান ইব্ন বুগায়দ ইব্ন রীস ইব্ন গুতফান আল-ওয়ালীদ আল-মায়ী। তিনি ইব্ন শাহবাহ বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শাহবাহ তার মাতার নাম। তিনি বিনত রামিল ইব্ন মারওয়ান ইব্ন যুহায়র ইব্ন ছা'লাবাহ ইব্ন খাদীজ ইব্ন জাশাম ইব্ন কা'ব ইব্ন আওন ইব্ন আমির ইব্ন আওফ। তিনি ছিলেন কালব গোত্রের একজন বন্দিনী। তিনি ছিলেন দারার ইব্ন আয়্যুবের কাছে গচ্ছিত। তারপর তিনি যুফারের মালিকানায়

পতিত হন। তখন তিনি ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। আর তার ঔরসে তিনি আরতাতকে জন্ম দেন। আরতাত খুব বেশী হায়াত পান। তিনি একশত ত্রিশ বছর অতিক্রম করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সরদার, ভদ্র, মাননীয় প্রশংসিত, কবি ও মিশুক। এটা আল্লামা মাদাইনীর অভিমত। কথিত আছে যে, তা গাক্য়ান ইব্ন হানযালা ইব্ন, রাওয়াহা ইব্ন রাবীআ ইব্ন মাযিন ইব্ন আল-হারিসের গোত্রের লোকেরা মুররা শাবাহ-এর গোত্রে প্রবেশ করে। তখন তাদেরকে বনূ গাকয়ান ইব্ন আবূ হারিছাহ ইব্ন মুর্রাহ বলে অভিহিত করা হয়। এ আরতাত ইব্ন যুফারকে আবুল ওয়ালীদ প্রতিনিধি হিসেবে আবদুল মালিকের কাছে প্রেরণ করেন। তখন তিনি নীচের কবিতাগুলো পাঠ করেন ঃ

আপনি যে লোকটিকে দেখতে পাচ্ছেন তাকে মহাকাল বিলুপ্ত করে দেবে। যেমন, পৃথিবী পরিত্যক্ত লোহাকে বিলুপ্ত করে দেয়। মৃত্যু যখন কোন আদম সন্তানের কাছে আগমন করে তখন তার কোন চিহ্নই বাকী রাখে না। আর তুমি জেনে রেখো, তা কিন্তু বার বার এসে থাকে। তারপর সে একদিন আবূল ওয়ালীদকে নিয়েও বিদায় হবে।" বর্ণনাকারী বলেন, এতে আবদুল মালিক কিছুটা ভীত হলেন এবং ধারণা করলেন কবিতায় হয়ত তাকেই বুঝানো হয়েছে। আরতাত এরূপ আঁচ করতে পেরে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! কবিতায় আমি আমার নিজকেই লক্ষ্য করে বলেছি। তখন আবদুল মালিক বলেন, 'আল্লাহ্র শপথ, মৃত্যুকালে তোমার উপর দিয়ে যা বয়ে যাবে আমার উপর দিয়েও তাই বয়ে যাবে। কেউ কেউ নিম্নে উল্লিখিত কবিতাগুলোও সংযোজন করেন।

আমাদেরকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী ও জীবনধারণকারী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে তবে আমরা নিরাপদ নই। এমনকি লোহাও নিরাপদ নয় (স্থায়ী নয়)। যদি তুমি কখনও যুগ-যুগান্তরকে ভয় করে থাক তাহলে মনে রাখতে হবে যে, তুমি সুদূর প্রসারিত আকাংখাকে কাজে লাগিয়েছ। তিনি আরো বলেন ঃ আমি আমার মেহমানের সামনে লাঞ্ছিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কেননা, কনসূস তার খাবারের উপর পর্দা আটকিয়ে দিয়েছে। সে ডেকে ছিল আমার উপর বিশ্বাস করে যে, আমিও সাড়া দিব। কিন্তু তার ডাকে সাড়া দিয়েছে বহু কুকুর। আমার মেহমান ব্যতীত অন্য কোন এরূপ দ্বিধাগ্রস্থ ব্যক্তি নেই যাকে তার আত্মা আমার সামনে রকষা করবে। তবে শুধু স্ত্রীদেরকে রক্ষা করাই তাদের ব্রত।

মুতার্রাফ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আশ-শিখ্খীর

তিনি উচ্চ পর্যায়ের একজন তাবিঈ। তিনি ইমরান ইব্ন হুসায়নের সাথীদের অন্যতম। তিনি ঐ সব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাদের দুআ' আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণীয়। তিনি বলতেন, কাউকে আকল ও বিবেকবুদ্ধির অধিক কিছুই দেওয়া হয়নি। মানুষের আকল ও বুদ্ধিমত্তা তাদের যুগের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি বলেন, যখন কোন বান্দার ভিতর ও বাহির অভিন্ন হয়, তখন মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আমার এ বান্দা হক বা সত্যবাদী। তিনি বলেন, "যখন তোমরা কোন রুগ্ন ব্যক্তির কাছে প্রবেশ কর এবং এ রুগ্ন ব্যক্তি তোমাদের জন্যে দু'আ করতে সামর্থ তাহলে বুঝতে হবে যে সে তার ব্যাধির জন্য গাফলতি ও অলসতা থেকে জাগ্রত রয়েছে, তার হৃদয়ের নম্রতা ও বিনয়ের জন্যে তার দু'আ মহান আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য।" তিনি আরো বলেন ঃ "দুনিয়া অন্বেষীদের কাছে সবচেয়ে খারাপ হলো আখিরাতের আমল বা কাজ।"

দামেশ্‌কের জামি মসজিদের নির্মাতা আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের খিলাফত

বাবুল জাবিয়াতুস-সাগীর নামক জায়গার বাইরে খলীফা আবদুল মালিকের লাশ দাফনের পর যখন আল-ওয়ালীদ ফেরত আসেন, তখন তিনি আপন ঘরে প্রবেশ না করে দামেশ্‌কের বড় মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করলেন; আর তা ছিল এ বছরের শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ বৃহস্পতিবার। কেউ কেউ বলেন, শুক্রবার। তিনি লোকজনের সামনে খুত্‌বা দিলেন এবং বললেন; ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্‌র জন্যে এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন করব। আমীরুল মু'মিনীন সম্পর্কে আমরা যে মুসীবতে আছি এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যে খিলাফত দান করেছেন তাই মহান আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনারা সকলে দাঁড়িয়ে যান এবং বায়আত করুন। তাঁর দিকে তখন প্রথম যে লোকটি এগিয়ে এল তার নাম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুমাম আস-সালূলী। তিনি বলতেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এমন একটি নিআমত প্রদান করলেন যার থেকে বড় আর কিছু নেই। তবে অস্বীকারকারীরা তার বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ব্যতীত অন্য কাউকে এ নিয়ামত দান করতে চাননি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এ নিআমতের হার পরিধান করালেন।

তারপর তিনি তার বায়আত গ্রহণ করেন এবং জনগণ তাঁর পরে বায়আত গ্রহণ করেন।

আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র) উল্লেখ করেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন ও তাঁর তা'রীফ করেন। তারপর বললেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ্ তা'আলা যা দেরী করে প্রদান করেন তা অতি দ্রুত আনয়নকারী অন্য কেউ নেই। অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলা যা অতি দ্রুত আনয়ন করেন তা অন্য কেউ দেরী করে আনয়ন করার মত নেই। আর এটা ছিল মহান আল্লাহ্‌র হুকুম এবং বহু পূর্বেই তিনি নবীদের উপর আরশ-বহনকারী ও অন্যান্য ফেরেশতাদের উপর মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছিলেন। আর এ মৃত্যু নেকবান্দাদের ঘরেও গমন করেছিল। আর নেককার বান্দারা এ উম্মতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে তার উপরই মৃত্যু আপতিত করেছিলেন। তিনি সন্দেহকারীর উপরে কঠিন হয়েছিলেন এবং ন্যায়পরায়ণ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি বিনত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের আলোকবর্তিকা কায়িম করেছিলেন এবং ইসলামকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। যেসব ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জব্রত পালন করেন, এ সীমান্ত পর্যন্ত জিহাদ করেন, মহান আল্লাহ্‌র দুশমনের উপর লুণ্ঠনকার্য পরিচালনা করেন, আর এ লুণ্ঠনের ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেননি এবং সীমালংঘনও করেননি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মহাসম্মান দান করেছেন।

হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের আনুগত্য করা উচিত এবং জমাআতকে আকড়িয়ে ধরা উচিত। কেননা, শয়তান হল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সাথী। হে মানবমণ্ডলী! যে আমাদের ব্যাপারে নিজে সংগ্রাম শুরু করে আমরা তার দুই চোখের উপর কঠোর আঘাত হানব, আর যে চুপ করে থাকে সে তার ব্যাধি নিয়েই মৃত্যুবরণ করবে। তারপর তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করেন এবং লক্ষ্য করেন কেউ খিলাফতের বিরুদ্ধাচরণকারী আছে কি-না। তাদেরকে তিনি শাসালেন। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও হিংস্র প্রকৃতির লোক। আল-ওয়ালীদের খিলাফত লাভ প্রসঙ্গে একটি গরীব হাদীস (যার কোন এক পর্যায়ে একজন বর্ণনাকারী পাওয়া যায়) বর্ণিত রয়েছে। আর এ হাদীসের নায়ক খোদ আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক। যা পরে বর্ণনা করা হবে। دَلاَئِلُ النُّبُوَّةِ নামক কিতাবের بَابُ الاَخْبَارِ عَنِ الْغُيُوْبِ

اَلْمُسْتَقْبَلَةُ। নামক অধ্যায়ে বনূ উমায়্যার খিলাফত সম্পর্কে বহু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বর্তমান আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক ব্যক্তিগত পর্যায়ে সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের পরিচয় দিতেন। কথিত আছে যে, তিনি অজানা সিদ্ধান্তকে পসন্দ করতেন না। তার গুণাবলীর মধ্যে যা শুদ্ধরূপে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তার মধ্যে একটি হল যে, তিনি বলতেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনা না করতেন, তাহলে আমরা ধারণাও করতে পারতাম না যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের উপরও উদগত হয়। এ ব্যাপারে অবশ্য তার জীবনীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তিনি ছিলেন দামেশ্কের জামি মসজিদের নির্মাতা। এ এলাকায় এরূপ অত্যন্ত সুন্দর নির্মাণ কাজ আর ছিল না। এ বছরের যুল্-কা'দাহ্ মাসে তার নির্মাণ কার্য আরম্ভ করা হয়েছিল। কিন্তু, তার নির্মাণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজটি তার খিলাফতের পূর্ণ সময় ব্যয় হয়েছিল। আর তা ছিল দশ বছর। যখন মসজিদের কাজ শেষ হয়, তখন তার খিলাফতের দিনগুলোরও সমাপ্তি ঘটে। যা পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এ মসজিদের জায়গাটি ছিল একটি বিরাট ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের উপাসনালয়। এর নাম ছিল "কানীসায়ে ইউহান্না"। সাহাবায়ে কিরাম যখন দামেশ্ক জয় করেন, তখন তারা এ উপাসনালয়টি সমান দুইভাগে ভাগ করেন। তার পূর্ব অংশের ভাগটি হস্তগত করেন এবং এটাকে মসজিদে পরিণত করেন। আর পশ্চিমের অংশটি ১৪ হিজরী হতে এ বছর পর্যন্ত উপসনালয় হিসেবে বাকী থাকে। আল-ওয়ালীদ উপাসনালয়ের বাকী অংশটুকু হস্তগত করতে মনস্থ করলেন এবং কানীসায়ে-মারইয়াম এটার পরিবর্তে প্রদান করলেন। কেউ কেউ বলেন, কানীসায়ে 'তোমার' এটার পরিবর্তে দান করেন। বস্তুতঃ আল-ওয়ালীদ উপাসনালয়ের বাকী অংশটুকু ধ্বংস করেন এবং তা সাহাবায়ে কিরামের নির্মিত মসজিদের সাথে সংযোজন করেন। সমস্ত জায়গা মিলে তিনি এমন একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন যার নির্মাণ কাজ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে অধিকাংশ লোকের কাছে অতুলনীয় ও নযীরবিহীন।

• ৮৭ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরেই আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক হিশাম ইব্ন ইসমাঈলকে পবিত্র মদীনার আমীর পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং তার চাচাতো ভাই ও তার বোন ফাতিমা বিন্ত আবদুল মালিকের স্বামী উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে পবিত্র মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি রাবীউল আউয়াল মাসে ৩০টি বাহন নিয়ে পবিত্র মদীনায় প্রবেশ করেন। তিনি মারওয়ানের ঘরে অবতরণ করেন এবং জনগণ তাকে সালাম করার জন্যে তার কাছে আগমন করে। তখন তার বয়স ছিল ২৫ বছর। যুহরের সালাত আদায় করার পর তিনি পবিত্র মদীনার দশজন ফকীহকে ডাকলেন। তারা হলেন ঃ উরওয়াহ ইব্ন আয-যুবায়র; উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উত্বাহ্;আবূ বকর ইব্ন সুলায়মান ইব্ন খাইসামা; সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার; আল-কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ; সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর; তাঁর ভাই উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর; আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন রাবীআ; খারিজা ইব্ন যায়দ ইব্ন সাবিত। তাঁরা তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন এবং আসন গ্রহণ করলেন। উমর ইব্ন আবদুল আযীয মহান আল্লাহ্র হামদ করলেন এবং যথোচিত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আমি আপনাদেরকে একটি কাজের জন্যে ডেকেছি যার জন্যে আপনাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে। আর এর দ্বারা আপনারা সত্যের সাহায্য করবেন। আমি আপনাদের রায় ব্যতীত কোন কাজের

ফায়সালা করতে চাই না। অথবা আপনাদের মধ্যে যারা উপস্থিত থাকবেন তাদের অভিমত ব্যতীত কোন কাজ সম্পাদন করতে চাই না। যাদ আপনারা কাউকে যুলুম করতে দেখেন অথবা আপনাদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, কোন কর্মচারী কোন প্রকার যুলুম করেছে তাহলে যার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে সে যেন আমার বিরুদ্ধাচরণ করার পূর্বে আমার কাছে এ সংবাদটি পৌঁছায়। তখন তারা তার কাছ থেকে ভাল ধারণা নিয়ে বের হয়ে গেলেন এবং এ কথার উপর বিদায় হয়ে গেলেন। খলীফা আল-ওয়ালীদ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে লিখলেন ঃ হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈলকে যেন মাযওয়ানের ঘরে জনগণের জন্যে নযরবন্দী করে রাখা হয়। তিনি তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করছিলেন। কেননা, তিনি তার শাসনামলে পবিত্র মদীনাবাসীদের সাথে খারাপ আচরণ করছিলেন। তাঁর শাসনামল ছিল প্রায় চার বছর। তিনি বিশেষ করে সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব ও আলী ইব্‌নুল হুসায়নের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিলেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব তার ছেলে ও অধীনস্থদেরকে বলেছিলেন, "তোমরা কেউ আমার জন্যে এ লোকটির সাথে সংঘর্ষে পতিত হবে না। এটা আমি আত্মীয়তার জন্যে মহান আল্লাহ্‌র কাছে ছেড়ে দিলাম। তবে আমি তার সাথে আর কোনদিনও কথা বলব না। আলী ইবনুল হুসায়ন তার কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। আর তখন তিনি ছিলেন বন্দী। কিন্তু, তিনি তার সাথে কোন বাক্য ব্যয় করেননি। তিনি তার বিশিষ্ট লোকদেরকে বলে রেখেছিলেন তাদের কেউ যেন তার সাথে কোনপ্রকার বাক-বিতণ্ডায় জড়িত না হয়। যখন তিনি তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন ও তাকে কিছুই বললেন না। তখন হিসাম উচ্চস্বরে বললেন اَللّٰهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন যে কাকে তিনি দায়িত্ব দিবেন। এ বছরেই মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক রোমের শহরগুলোতে যুদ্ধ করেন। তিনি তাদের বহু লোককে হত্যা করেন। বহু দুর্গ জয় করেন এবং বহু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেন। কথিত আছে যে, এ বছর যিনি রোমের বিভিন্ন শহরে যুদ্ধ করেন তিনি হলেন হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক। তখন তিনি বূলক দুর্গ, আল-আখরাম দুর্গ, বুহায়রাতুল ফারমাসান দুর্গ, বূলস দুর্গ কুমায়কাম দুর্গ দখল করেন। প্রায় এক হাজার লোককে তিনি হত্যা করেন যারা অনারব। কিন্তু, আরবদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। আর তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে বন্দী করেন।

এ বছরেই কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম তুরস্কের শহরগুলোতে যুদ্ধ করেন এবং তাদের শাসক নাইযাক প্রচুর সম্পদের বিনিময়ে তার সাথে সন্ধি করেন। আর অঙ্গীকার করেন যে, প্রতিটি শহরে যত মুসলিম বন্দী রয়েছে তাদেরকে বিনাশর্তে ছেড়ে দেবেন। এ বছরেই কুতায়বা বায়কান্দে যুদ্ধ করেন। তুর্কীদের বহু লোক বায়কান্দে কুতায়বার সাথে সাক্ষাত করেন বায়কান্দ বুখারার একটি প্রদেশ। যখন কুতায়বা তাদের অঞ্চলে আগমন করেন, তখন সুগদের বাসিন্দাসহ আশপাশের বহু তুর্কী জনগণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগমন করল। তাদের সংখ্যা ছিল বিরাট আকারের। তারা কুতায়বার রাস্তা ও বহির্গমনের পথগুলো অবরোধ করে ফেলে। এতে কুতায়বাহ ও তার সাথীরা দুইমাসের জন্যে বন্দী হয়ে পড়েন। তিনি তাদের কাছে কোন দূত প্রেরণ করতে পারেননি এবং তারাও তার কাছে কোন দূত প্রেরণ করে নাই। হাজ্জাজের কাছে তাদের সংবাদ পৌঁছতে দেরী হয়ে গেল। এতে হাজ্জাজ তার জন্যে ভীত হয়ে পড়লেন এবং তুর্কীদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় তিনি মুসলমানদের নিরাপত্তা নিয়ে আশংকা করতে লাগলেন তিনি জনগণকে মসজিদে মসজিদে তাদের জন্যে দুআ করতে বললেন এবং এ মর্মে বিভিন্ন শহরে বন্দরে পত্র লিখলেন। কুতায়বা ও তার সাথী মুসলমানগণ দৈনিক তুর্কী সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করতেছিলেন। কুতায়বার একজন অনারব গুপ্তচর ছিল তার নাম ছিল তুন্দার।

বুখারার বাসিন্দাগণ তাকে প্রচুর সম্পদ প্রদান করেছিল এ শর্তে যে, সে কুতায়বার কাছে গমন করবে ও তাকে তাদের জন্যে অপমানিত করবে। সে তার কাছে চুক্তি মুতাবিক আগমন করল এবং একাকী তার সাথে দেখা করার জন্যে আরযী পেশ করল। তখন তিনি তার সাথে একাকী সাক্ষাত করলেন। তার কাছে শুধুমাত্র একজন লোক ছিল যার নাম দিরার ইব্‌ন হাশিম। তুন্দার তাকে বলল ঃ ইনি একজন কর্মচারী। আপনার কাছে হাজ্জাজের অব্যাহতি পত্র নিয়ে দ্রুত আগমন করেছেন আর আপনি যদি আপনার লোকজন নিয়ে মারভের দিকে অগ্রসর হন এটা হবে আপনার জন্যে মঙ্গলজনক। তখন কুতায়বা তার শিয়া নামী গোলামকে তার গর্দান কর্তন করার জন্যে হুকুম দিলেন। গোলাম তাকে হত্যা করল। তারপর তিনি দিরারকে বললেন ঃ তুমি ও আমি ব্যতীত অন্য কেউ এ ঘটনাটি দেখেও নাই শুনেও নাই। তাই আমি মহান আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করছি যে, যদি এটা আমাদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে প্রকাশ পায়, তাহলে আমি তোমাকে তার কাছে পৌঁছিয়ে দিব অর্থাৎ হত্যা করব। তাই তুমি তোমার জিহ্বাকে আমাদের ব্যাপারে সংযত রাখবে। কেননা, যদি বর্তমানে এটা প্রকাশ পায় তাহলে জনগণের সাহায্যে ভাটা পড়বে এবং দুশমনের জন্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

তারপর কুতায়বা দণ্ডায়মান হলেন, জনগণকে যুদ্ধের জন্যে উৎসাহিত করলেন এবং ঝাণ্ডা বহনকারীদের কাছে গিয়ে তাদেরকেও উৎসাহিত করতে লাগলেন। তাতে জনগণ তুমুল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর ধৈর্য ও সংযম নাযিল করেন আর দিনের অর্ধেক না হতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর বিজয় ও সাহায্য নাযিল করেন এবং তুর্কীরা চরম ও পরম পরাজয় বরণ করে। মুসলমানগণ তাদের পশ্চাদনুসরণ করেন। তাদের বহু লোককে হত্যা করেন। তাদের বাকী সংখ্যক অধিবাসিগণ শহরে আশ্রয় নেয়। কুতায়বা কর্মীদেরকে আদেশ দিলেন যেন শহরটিকে ধ্বংস করে দেয়। তখন তারা প্রচুর সম্পদের বিনিময়ে সন্ধির আবেদন করে। কুতায়বাহ তাদের সাথে সন্ধি করেন এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। আর তার কাছে একদল সৈন্যও কর্তব্যে নিয়োজিত রাখেন। তারপর তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। যখন তিনি তাদের থেকে ১৫ মাইল দূরে আসলেন তারা তাদের সন্ধি ভঙ্গ করল, আমীরকে হত্যা করল এবং তাদের সাথে যারা ছিল তাদের নাক কেটে দিল। কুতায়বা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাদেরকে একমাস যাবত অবরোধ করে রাখেন। দলনেতা ও কর্মীদেরকে হুকুম দেন যেন তাদের নগর দেয়ালে কাঠখড়ি স্থাপন করা হয় ও তার মধ্যে অগ্নি সংযোগ করা হয়। ফলে নগর দেওয়াল ধসে পড়ে। চল্লিশজনক কর্মী নিহত হয়। তখন তারা সন্ধির জন্য আবেদন করে। কিন্তু, কুতায়বাহ তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। তারপর তিনি বিজয় লাভ করলেন এবং যোদ্ধাদেরকে হত্যা করলেন, আর তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে বন্দী করা হলো এবং গনীমত হিসেবে প্রচুর অর্থসম্পদ অর্জিত হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি লোক সংগ্রাম করেছিল। সে ছিল কানা। তাকে বন্দী করা হলো। তখন সে বলল, "আমার জীবনের বিনিময়ে আমি ৫টি দামী চীনা কাপড় প্রদান করছি যার মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা। আমাকে মুক্তি দিন। অন্যান্য নেতারা তা গ্রহণ করার জন্য কুতায়বাকে ইঙ্গিত করলেন কিন্তু কুতায়বা বললেন, না আল্লাহ্‌র শপথ, দ্বিতীয়বার কোন মুসলমানের ক্ষতি করার সুযোগ আর আমি তোমাকে প্রদান করব না। তারপর তিনি তাকে হত্যা করার হুকুম দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হয়। এটা পার্থিব সম্পদ থেকে বিরত থাকার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারপর সে যে মুক্তিপণ দেওয়ার জন্যে প্রস্তাব করেছিল তাও পরে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কেননা, মুসলমানগণ বায়কান্দ হতে বহু

স্বর্ণ ও রূপার পাত্র ও স্বর্ণের মূর্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে লাভ করে। এগুলোর মধ্যে একটি ছিল সাবাক নামী একটি মূর্তি তার থেকে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার দীনার মূল্যমান স্বর্ণ পাওয়া গিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে মুসলমানগণ প্রচুর সম্পদ, বহুসংখ্যক বিভিন্ন রকমের অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছিল। তারা প্রচুর পরিমাণ বন্দীও পেয়েছিল। কুতায়বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, সেনা সদস্যদেরকে প্রদান করার জন্যে হাজ্জাজের কাছে পত্র লিখলেন। হাজ্জাজ তাকে অনুমতি দিলেন। ফলে, মুসলমানগণ সম্পদশালী হলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি অর্জন করলেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে প্রচুর সম্পদ জমা হয়। তারা বিভিন্ন রকম প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও ঘোড়ার অধিকারী হন। এভাবে তারা সীমাহীন শক্তির অধিকারী হন। মহান আল্লাহ্র জন্যে সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

এ বছরেই পবিত্র মদীনার নাইব উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) জনগণকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। তথায় তার কাযী ছিলেন আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযাম। ইরাক ও সমস্ত পূর্বাঞ্চল ছিল হাজ্জাজের অধীনে। বসরার নায়িব ছিলেন আল জার্রাহ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল হাকামী। তথায় কাযী ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উয়ায়নাহ। কূফায় যুদ্ধের পরিচালনায় ছিলেন যিয়াদ ইব্ন জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী। তথায় কাযী ছিলেন আবূ বকর ইব্ন আবূ মূসা আল-আশআরী। খুরাসান ও তার বিভিন্ন অংশের নাইব ছিলেন কুতায়বা ইব্ন মুসলিম। এ বছরে যে সব ব্যক্তিত্ব ইন্তিকাল করেন তাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সুপ্রসিদ্ধ ঃ

উতবা ইব্ন আবদ্ আস্-সুলামী (রা)

তিনি একজন সম্মানী সাহাবী। হিমসে তিনি বসবাস করেন। বর্ণিত রয়েছে যে, বনূ কুরায়যার যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল-ইরবায (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন, তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। আমার এক বছর পূর্বে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। আল্লামা ওয়াকিদী ও অন্যরা বলেন, তিনি এ বছরেই ইন্তিকাল করেন। অন্যরা বলেন, ৯০ হিজরীর পর তিনি ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আবূ সাঈদ ইবনুল আরাবী বলেন, উতবা ইব্ন আবদ্ আস্-সুলামী আহলে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাকীয়াহ, বুজায়র, ইব্ন সা'দ এবং তিনি, খালিদ ইব্ন মিদানের মাধ্যমে উতবা ইব্ন আবদ্ আস্-সুলামী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তিকে তার জন্মদিন থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত কিংবা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মাঝে টেনে হেঁচড়ে নেওয়া হয়, তাহলেও কিয়ামতের দিন তাকে কিছুটা লাঞ্ছিত হতে হবে।

ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ (র) উতবা ইব্ন আবদুস সালামী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বস্ত্রহীনতার অভিযোগ উত্থাপন করলাম। তখন তিনি আমাকে দুটি বস্তার কাপড় প্রদান করলেন। এখন তুমি আমাকে দেখছ আমি সাহাবায়ে কিরামকে কাপড় পরিধান করাচ্ছি।

আল-মিকদাম ইব্ন মা'দীকারব (রা)

তিনি একজন সম্মানী সাহাবী ছিলেন। তিনিও হিম্সে বসবাস করেন। তাঁর বর্ণিত অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। একাধিক তাবিঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ আল-ফাল্লাস এবং আবূ উবায়দাহ বলেন ঃ তিনি এ বছরে ইন্তিকাল করেন। অন্যান্যরা বলেন ঃ ৯০ হিজরীর পর তিনি ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আবূ উমামাতুল বাহিলী

তাঁর নাম স্বাদা ইব্ন আজলান। তিনি হিম্সে বসবাস করেন। তিনি তলকীনে মায়্যিত অর্থাৎ দাফনের পর মৃত ব্যক্তিকে কালিমা ইত্যাদি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার হাদীসটির বর্ণনাকারী। আত-তাব্‌রানী এ হাদীসটি আদ-দু'আ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আল-ওয়াফীয়াত নামক কিতাবেও এর বর্ণনা এসেছে।

কাবীসা ইব্ন যুওয়ায়ব (রা)

তিনি হলেন, আবূ সুফিয়ান আল-খাযায়ী আল-মাদানী। তিনি পবিত্র মক্কা বিজয়ের বছর জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর জন্যে দু'আ করার নিমিত্তে তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আনয়ন করা হয়। তিনি সাহাবায়ে কিরামের একটি বিরাট দল হতে হাদীস বর্ণনা করেন। হার্রার দিন তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি পবিত্র মদীনার ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খলীফা আবদুল মালিকের কাছে তার একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং অনুমতি ব্যতীত তিনি তার কাছে প্রবেশ করতেন। দেশের বিভিন্ন শহর হতে পত্র এলে তিনি এগুলো পাঠ করতেন। তারপর আবদুল মালিকের দরবারে প্রবেশ করতেন এবং বিভিন্ন শহরে কি ঘটেছে সে সম্বন্ধে আবদুল মালিককে সংবাদ পরিবেশন করতেন। তিনি তাঁর গোপন তথ্যের সংরক্ষণকারী। দামেশ্‌কের বাবুল বারীদে তাঁর একটি বাড়ী ছিল। তিনি দামেশ্‌কে ইন্‌তিকাল করেন।

উরওয়া ইবনুল মুগীরা ইব্ন শু'বাহ্

কূফায় তাঁকে হাজ্জাজের আমীর নিযুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন ভদ্র, বুদ্ধিমান এবং জনগণের কাছে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। তিনি ছিলেন টেরা চক্ষুবিশিষ্ট। তিনি কূফায় ইনতিকাল করেন। তিনি মারভের কাযী ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি কুরআনুল কারীমের অক্ষরে নুকতার প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন বিদ্বান ও জ্ঞানী লোকদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে বহু ঘটনা ও বিষয়াদি বর্ণিত রয়েছে। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ ভাষাবিদদের অন্যতম। তিনি আবুল আসওয়াদ আদ্-দু'লী থেকে আরবী ভাষা শিখেছেন।

কাযী শুরায়হ ইব্ন আল-হারিছ ইব্ন কায়স

তিনি জাহিলিয়াতের যুগ পেয়েছেন। হযরত উমর (রা) তাকে কূফায় কাযী নিয়োগ করেন। তিনি সেখানে ৬৫ বছর কাযী ছিলেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানী, ন্যায়বিচারক ও অধিক কল্যাণকামী, সচ্চরিত্রবান। তিনি ছিলেন খুব রঙ্গ রহস্যময়ী। তার ছিল খুব কম দাড়ি। চেহারায় কোন চুল ছিল না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয-যুবায়র আহ্নাফ ইব্ন কায়স এবং কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদাহ্ও এরূপ ছিলেন। তার বংশধারা, বয়স ও মৃত্যুর বছর নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। ইব্ন খাল্লিকান এ বছর তার মৃত্যু হয়েছে বলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বর্ণনা করেন। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, আমি ৭৮ হিজরীতে কাযী শুরায়হের মৃত্যু বর্ণনা করে সেখানে বর্তমান বর্ণনা ব্যতীত বহুকিছু বর্ণনা করেছি।

৮৮ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরেই মাসলামাহ ইব্ন আবদুল মালিক ও তার ভাতিজা আব্বাস ইব্ন আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক আস-সাইফার যুদ্ধ করেন। তারা মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে এ বছরেই জুমাদাল্-উলা মাসে তাওয়ানাহ দুর্গ জয়লাভ করেন। আর এ দুর্গটি ছিল দুর্ভেদ্য। জনগণও তার সমীপে তুমুল যুদ্ধ করে। তারপর মুসলমানরা খৃস্টানদের উপর হামলা করেন ও তাদেরকে

পরাজিত করেন এমনকি তাদেরকে নিজ উপাসনালয়ে প্রবেশ করতে বাধ্য করেন। এরপর খৃস্টানরা নিরূপায় হয়ে তথা হতে বের হয়ে আসে এবং মুসলমানদের উপর হামলা করে। মুসলমানগণ পরাজিত হয়। আল-আব্বাস ইব্ন আল-ওয়ালীদ ও মুহায়রীযুল জামহী ব্যতীত তাদের জায়গায় তারা কেউ রইল না। তখন আল-আব্বাস ইব্ন মুহায়রীযকে বললেন ঃ কুরআনের কারীগণ কোথায় ? যারা শুধু মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রত্যাশা করে। তখন তিনি বললেন ঃ তাদেরকে ডাক। তোমার কাছে তারা চলে আসবে। তিনি তখন ডাকলেন ঃ হে কুরআনের ধারকগণ! তোমরা অতি সত্বর এখানে আগমন কর। জনগণ প্রত্যাবর্তন করল এবং খৃস্টানদের উপর হামলা করল ও তাদেরকে পরাজিত করল। তারা দুর্গে আশ্রয় নিল। তখন তারা তাদেরকে অবরোধ করল ও এরপর তারা দুর্গটি জয় করে নিল।

ইব্ন জারীর উল্লেখ করেন ঃ এ বছরের রাবীউল আউয়াল মাসে আল ওয়ালীদের তরফ থেকে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে একটি পত্র পৌছে। এ পত্রে আল ওয়ালীদ উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে আদেশ দেন যেন, মসজিদে নববীকে ধ্বংস করা হয়, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীদের হুজরাগুলো সম্প্রসারণ করা হয়। আর মসজিদে নববীকে কিবলার দিকসহ চতুর্দিকে সম্প্রসারণ করা হয়। এমনকি দুইশত গজের মধ্যে যেন দুইশত গজ বৃদ্ধি করা হয়। এলাকায় জমির যে সব মালিক জমি বিক্রি করতে চায় তাদের থেকে জমি কিনে নাও অন্যথায় জমির ন্যায্য মূল্য স্থির কর। তারপর জমিকে প্রয়োজনে ধ্বংস ও পুনর্নির্মাণ কর এবং জমির মালিকদেরকে ন্যায্য মূল্য প্রদান কর। কেননা, একাজে হযরত উমর (রা)ও হযরত উছমান (রা) হতে তোমার জন্য নমুনা রয়েছে। উমর ইব্ন আবদুল আযীয বিশিষ্ট লোক, দশজন ফকীহ ও পবিত্র মদীনাবাসীদেরকে ডেকে জমায়েত করেন এবং তাদের কাছে আমীরুল মু'মিনীন আল-ওয়ালীদের পত্র পড়ে শুনান। তাদের কাছে এটা অত্যন্ত কষ্টকর বলে মনে হল। আর তারা বলতে লাগল ঃ এ কুঠুরীগুলোর ছাদ ছোট, আর ছাদগুলো খেজুরের ডালা দ্বারা নির্মিত। দেওয়ালগুলো কাঁচা ইটের তৈরী। দরজাগুলোতে রয়েছে চামড়ার পর্দা। এগুলো নিজ নিজ অবস্থায় রেখে দেওয়া ভাল। তাহলে হজ্জব্রত পালনকারী, যিয়ারতকারী ও পর্যটকগণ এগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরগুলোর প্রতি লক্ষ্য করবে। এগুলোর দ্বারা উপকৃত হবে ও শিক্ষা গ্রহণ করবে। আর এগুলো তাদেরকে দুনিয়া থেকে পরহেয করা ও সতর্কতা অবলম্বন করার দিকে বেশী আহ্বান করবে। তখন তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়াকে আবাদ করবে না। দুনিয়া যতদূর তাদেরকে খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবে এতদূরই তারা প্রত্যাশা করবে। তারা একথাও বুঝতে পারবে যে, বৃহদাকারের নির্মাণ কাজ ফিরআউনীও পারস্য দেশীয় সভ্যতারই অংশ বিশেষ। আর প্রতিটি দীর্ঘ প্রত্যাশা দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট করবে ও তথায় চিরস্থায়ী হওয়ার দিকে প্ররোচিত করবে। এরপর উমর ইব্ন আবদুল আযীয পূর্বে উল্লিখিত দশজন ফকীহর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমীরুল মু'মিনীন আল ওয়ালীদকে অবগত করালেন। খলীফা তার কাছে পুনরায় পত্র লিখলেন এবং তাকে আদেশ দিলেন যেন পুরানো মসজিদকে ধ্বংস করে নতুন মসজিদের ভিত্তি উল্লিখিত সিদ্ধান্ত মুতাবিক রাখা হয় এবং ছাদকে সুউচ্চ করা হয়। উমর ধ্বংস করা ব্যতীত অন্য কোন পন্থা খুঁজে পেলেন না। তিনি যখন পুরানো মসজিদ ধ্বংস করতে লাগলেন তখন বনূ হাশিম অন্যান্য গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেদিন ইন্তিকাল করেছিলেন, সেদিন তারা যেরূপ ক্রন্দন করেছিলেন আজকের দিনেও তারা এরূপ ক্রন্দন করতে লাগলেন। মসজিদের আওতায় যাদের জমি ছিল তাদের থেকে জমি কেনা হলো এবং মসজিদ তৈরীর কাজ জোরে

সোরে শুরু হল। উমর ইব্ন আবদুল আযীয এদিকে অত্যন্ত মনোযোগ দিলেন। অন্যদিকে খলীফা আল-ওয়ালীদও বহু নির্মাতাদের তার কাছে প্রেরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুজরা তথা আইশা (রা)-এর হুজরা মসজিদের মধ্যে ঢুকে গেল। অনুরূপভাবে রওযা মুবারকও মসজিদে ঢুকে পড়ল। এটার সীমানা ছিল পূর্বদিকে। এরূপে অন্যান্য স্ত্রীদের হুজরাগুলোও মসজিদে ঢুকে পড়ল। এরূপই আল-ওয়ালীদ নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে, যখন তারা হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর হুজরার পূর্ব দিকের দেওয়াল খুদার কাজ আরম্ভ করল তখন একটি পা প্রকাশ হয়ে পড়ল। সকলে ভয় পেয়ে গেলেন যে, এটা হয়ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পা হবে। পরে তারা নিশ্চিত হলেন যে, এটা ছিল উমর (রা)-এর পা মুবারক। এটাও কথিত আছে যে, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর হুজরা মসজিদে ঢুকাতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি যেন কবরকে মসজিদ হিসেবে গণ্য করার ভয় করতে ছিলেন। পবিত্র আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

ইব্ন জারীর (র) উল্লেখ করেন আল ওয়ালীদ রোমের সম্রাটের কাছে পত্র লিখেন এবং তাকে নির্মাণ কারিগর প্রেরণ করার জন্যে অনুরোধ করেন। তিনি তখন তার কাছে একশত কারিগর প্রেরণ করেন এবং মসজিদে নববীর জন্যে বহু পাথর প্রেরণ করেন। যা সাধারণত আংটির মধ্যে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ হল এ যে, এগুলো দামেশ্কের মসজিদের জন্যে আনয়ন করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। আল-ওয়ালীদ উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে লিখেছিলেন– যেন পবিত্র মদীনায় ফোয়ারা খনন করা হয় এবং পবিত্র মদীনায় পানি প্রবাহিত করা হয়। তিনি তা করলেন। তাঁকে আরো হুকুম দেওয়া হল পবিত্র মদীনায় যেন পানির নহর খনন করা হয়, সাধারণ রাস্তা ও পাহাড়িয়া রাস্তাগুলো সংস্কার ও মসৃণ করা হয়। পবিত্র মদীনার ভূপৃষ্ঠে ফোয়ারা থেকে পানি জারী করা হয় আর পবিত্র মদীনার মসজিদে নববীর আঙ্গিনায়ও ফোয়ারা জারী করা হয় যা দেখতে অতিশয় বিস্ময়কর বলে প্রতীয়মান হয়।

এ বছরেই কুতায়বা ইব্ন মুসলিম তুর্কী বাদশা, চীনের বাদশার বোনের ছেলে কুর বুগানুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তার সাথে ছিল দুই লাখ যোদ্ধা। তারা হল চুগদ পরগনা ও অন্যান্য জায়গার বাসিন্দা। তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হল। কুতায়বা ইব্ন মুসলিম তাদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। তাদের থেকে প্রচুর গনীমতের মাল লাভ করেন। তাদের অনেককে হত্যা করেন ও বহু লোককে বন্দী করেন।

এ বছরেই লোকজন নিয়ে উমর ইব্ন আবদুল আযীয হজ্জব্রত পালন করেন। তাঁর সাথে কুরায়শদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। যখন তিনি তানয়ীম পৌঁছেন পবিত্র মক্কাবাসীদের একটি বিরাট দল তার সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাকে সংবাদ দেন যে, কম বৃষ্টিপাতের দরুন পবিত্র মক্কায় পানির অভাব দেখা দিয়েছে। তখন তিনি তার সাথীদের বললেন, আমরা কি বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করব না ? তখন তিনি দু'আ করলেন এবং জনগণও দু'আ করলেন। তারা দু'আ করতে থাকেন যতক্ষণ না তারা বৃষ্টির মধ্যে ভিজে গেলেন। তারা বৃষ্টি সহকারে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেন। বিরাট বন্যা দেখা দিল এমনকি পবিত্র মক্কাবাসীরা অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। আরাফাত, মুযদালিফা ও মীনায় অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। আর এ বছর পবিত্র মক্কা ও আশেপাশের এলাকায় তরি-তরকারির প্রাচুর্য দেখা যায়। আর এটা ছিল উমর ইব্ন আবদুল আযীয ও তার সাথে সফররত নেক্কার বান্দাদের দু'আর কারণে। এ বছরে শহরসমূহের শাসনকর্তাগণ নিজ পদে বহাল ছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা এ বছর ইন্তিকাল করেছেন ঃ

আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুসর ইব্ন আবূ বুসর আল-মাযানী (র)

তিনি তার পিতার ন্যায় একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। হিম্‌সে বসবাস করতেন। এক জামাআত তাবিঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আল্লামা আল-ওয়াকিদী বলেন ঃ তিনি এ বছরে ৯৪ বছর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি সিরিয়ায় সর্বশেষ সাহাবী হিসেবে ইন্‌তিকাল করেন। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি এক শতাব্দী জীবিত থাকবেন। তাই তিনি একশত বছর জীবিত ছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা আলকামা ইব্ন খালিদ ইব্ন আল-হারিছ আল-খুযাঈ ও পরে আল-আসলামী। তিনি একজন সম্মানী সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন কূফায় জীবিত সর্বশেষ সাহাবী। আল্লামা ইমাম বুখারীর অভিমত অনুযায়ী তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ৮৯ কিংবা ৮৮ হিজরীতে। আল্লামা ওয়াকিদী ও একাধিক ব্যক্তির মতে তিনি ৮৬ হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন। তিনি শতবছর অতিক্রম করেন। আর কেউ কেউ বলেন, একশত বছরের নিকটবর্তী হয়েছিলেন।

হিশাম ইব্ন ইসমাঈল

তাঁর পূর্ণ নাম হিশাম ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন হিশাম ইব্ন আল-ওয়ালীদ আল-মাখযূমী আল-মাদানী। তিনি আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের শ্বশুর কুলের আত্মীয় ও পবিত্র মদীনার নাইব ছিলেন। তিনিই সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র)-কে প্রহার করেছিলেন। তারপর তিনি দামেশ্‌কে আগমন করেন এবং সেখানে ইন্‌তিকাল করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি দামেশ্‌কের জামে মসজিদে কুরআন শিক্ষার প্রচলন শুরু করেন।

উমায়র ইব্ন হাকীম

তিনি হলেন ঃ উমায়র ইব্ন হাকীম আল-আনাসী আশ-শামী। তাঁর বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। তিনি এবং আবল আবইয়ায ইব্ন মুহায়রীয ব্যতীত অন্য কেউ সিরিয়ায় হাজ্জাজের দোষ-ত্রুটি ধরতে পারেনি। তিনি এ বছরেই রোম শহর তাওয়ানার যুদ্ধে নিহত হন।

৮৯ হিজরীর আগমন

এ বছরেই মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক ও তার চাচাতো ভাই আল-আব্বাস রোমের শহরগুলোতে যুদ্ধ করেন। বহু লোককে হতাহত করেন এবং বহু দুর্গ জয়লাভ করেন। এগুলোর মধ্যে সূরিয়া, উমূরিয়া, হারকিলা ও কামূদিয়া দুর্গ প্রসিদ্ধ। তারা প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেন ও সেনাবাহিনীর একটি বিরাট দলকে বন্দী করেন। এ বছরেই কুতায়বা ইব্ন মুসলিম আস-সুগদের শহরসমূহ, নসফ ও কাশ শহরে যুদ্ধ করেন। সেখানে তার সাথে বহু তুর্কীরা মুকাবিলা করে। তিনি তাদের উপর জয়লাভ করেন ও তাদের অনেককে হত্যা করেন। তারপর তিনি বুখারার দিকে প্রত্যাগমন করেন। সেখানেও বহু তুর্কী সৈন্য তার সাথে মুকাবিলা করে। তিনি দুই দিন দুই রাতে খিরকান নামক এক জায়গায় তাদেরকে পরাস্ত করেন ও তাদেরকে হত্যা করেন। এ সম্পর্কে নাহার ইব্ন তাওসুআহ কবি বলেন ঃ

"তাদের জন্যে খিরকান নামক স্থানে মৃত্যু রাত্রি যাপন করে আর খিরকানে আমার রাত্রও ছিল দীর্ঘস্থায়ী।"

তারপর বুখারার খাযা নামক স্থানে অবস্থিত ওয়ারদানের প্রতি কুতায়বাহ রওয়ানা হন। ওয়ারদানের সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। কিন্তু কুতায়বা জয়লাভ করতে পারেননি। তাই তিনি মারভের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। হাজ্জাজের পত্র নিয়ে ডাক-হরকরা তার কাছে পৌঁছল। পত্রে তিনি তাকে ইসলামের দুশমন থেকে পালানোর জন্যে তিরস্কার করলেন। তার কাছে লিখলেন তিনি যেন হাজ্জাজের কাছে বুখারা শহরের নকশা প্রেরণ করেন। তিনি তার কাছে নকশা প্রেরণ করেন। তখন হাজ্জাজ তাকে লিখল তিনি যেন তথায় ফেরত যান, গুনাহ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করেন এবং অমুক অমুক জায়গা দিয়ে সেখানে আক্রমণ করেন। ধোকাবাযী না করেন ও রাস্তাঘাট নষ্ট না করেন।

এ বছরেই আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক, খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আল-কাসরীকে পবিত্র মক্কার আমীর নিযুক্ত করেন। তখন তিনি আল-ওয়ালীদের হুকুমে তাওয়া গিরিপথ ও আল-হাজূন গিরিপথের মধ্যে একটি কুয়া খনন করেন। এ কুয়ায় মিঠা ও পবিত্র পানি আসতে লাগল এবং জনগণও তার পানি পান করতে লাগল।

আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনূ মাখযুমের আযাদকৃত গোলাম নাফি' হতে উমর ইব্‌ন সালিহ্‌ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আল-কাসরী হতে শুনেছি। তিনি জনগণকে খুত্‌বাহ্‌ দেওয়ার সময় পবিত্র মক্কার মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! কে বড় ? এক ব্যক্তি জনগণের খলীফা আর অন্যজন হলেন তাদের কাছে প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা কেন খলীফার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতেছ না ? তবে হযরত ইবরাহীম খালীলুল্লাহ্‌ পানি চেয়েছিলেন। তাকে লবণাক্ত পানি দান করা হয়েছিল। আর খলীফা পানি চেয়েছিলেন তাকে মিঠা পানি দান করা হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি তাওয়া গিরিপথ ও আল-হাজূন গিরিপথে কুয়া খনন করেছিলেন এবং তা দিয়ে পানি বহন করতেছিলেন। আর যমযমের পাশে নির্মিত একটি চামড়ার হাউসে সংরক্ষিত রাখতেছিলেন যাতে যমযমের উপর খননকৃত কুয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, পরে এ কুয়াটি নষ্ট হয়ে যায় ও তার পানি শুকিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তার সঠিক স্থান আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। উপরোক্ত বর্ণনাটির সনদ গরীব বা দুর্বল। আর যদি এরূপ ঘটনাও কথা শুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে এটা কুফরীর শামিল। আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন ঃ আমার অভিমত হল, খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ হতে এরূপ কোন কথা শুদ্ধরূপে বর্ণিত হয়নি। আর যদি শুদ্ধ হয় তাহলে সে আল্লাহ্‌র দুশমন। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ থেকেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ নাকি খলীফাকে মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল হতে শ্রেষ্ঠ মনে করত। উপরোক্ত কথাগুলোর উচ্চারণকারী কুফরীর শিকার হবে।

এ বছরেই কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম আবার তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এমনকি আযার বায়জান এলাকায় বাবুল আবওয়াব পর্যন্ত তিনি পৌঁছে যান সেখানে তিনি অনেকগুলো দুর্গও শহর জয়লাভ করে। এ বছরেই উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয জনগণকে নিয়ে হজ্জব্রত পালন করেন। ওস্তাদ আযযাহাবী (র) বলেন, এবছরেই সাকলিয়া ও মিউরাকা কেউ কেউ বলেন, মীরকা বিজয় হয়। এ দুটো দ্বীপ সাগরে অবস্থিত। আন্দালুস শহরের খাদরা ও সাকলিয়া দ্বীপের অন্তর্গত। এবছরেই মূসা ইব্‌ন নুসায়র তার ছেলেকে ফ্রান্সের শহর আল-নাকরীসে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে অনেকগুলো শহর জয় করেন। এবছরে যেসব ব্যক্তিত্ব মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন সুআয়র। তিনি একজন দোষমুক্ত তাবিঈ ও কবি ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাক্ষাত পেয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার মাথা মাসেহ করেছেন। আল্লামা যুহরী (র) তাঁর থেকে বংশপরম্পরার জ্ঞান অর্জন করতেন।

৯০ হিজরীর আগমন

এ বছরেই মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক এবং আল-আব্বাস ইব্ন আল-ওয়ালীদ রোমের শহরগুলোতে যুদ্ধ করেন। দুইজনে মিলে রোমের বহু দুর্গ জয় করেন, বহু লোককে হত্যা করেন, প্রচুর গনীমত অর্জন করেন এবং বহু লোককে বন্দী করেন।

এ বছরেই রোমীয়রা নাবিক খালিদ ইব্ন কায়সানকে বন্দী করে এবং তারা তাকে নিয়ে তাদের বাদশাহর কাছে পৌঁছে। তখন রোমের বাদশাহ তাকে আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেন।

এ বছরেই আল-ওয়ালীদ তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মালিককে মিসরের আমীরের পদ হতে বরখাস্ত করেন এবং কুর্রাহ ইব্ন শুরায়ককে সেখানের আমীর নিযুক্ত করেন।

এ বছরেই মুহাম্মদ ইব্ন আল-কাসিম সিন্ধুর রাজা দাহির ইব্ন সাস্সাহকে হত্যা করেন। আর এই মুহাম্মদ ইব্ন আল-কাসিম হাজ্জাজের তরফ থেকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এ বছরেই কুতায়বা ইব্ন মুসলিম বুখারা শহর জয়লাভ করেন এবং তুর্কীয় সকল দুশমনদেরকে পরাজিত করেন। তাদের মধ্যে বহু ঘটনা ঘটেছে যার বর্ণনা অত্যন্ত দীর্ঘ। ইব্ন জারীর তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

এ বছরেই বুখারা বিজয়ের পর সুগদের বাদশাহ তারখুন কুতায়বার কাছে প্রতিবছর প্রচুর সম্পদ প্রদানের শর্তে সন্ধি করার আবেদন জানায়। এ আবেদনে কুতায়বা সাড়া দেন এবং এ ব্যাপারে তার থেকে সন্ধি গ্রহণ করেন।

এ বছরেই ওয়ারদান খাযার জন্যে তুর্কীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। চর্তুদিক থেকে তারা তার সাহায্যে আগমন করেন। এটাকে কুতায়বা গ্রহণ করার পর ওয়ারদানই এখন বুখারার কর্ণধার। ওয়ারদান খাযাহ্র পক্ষে সংগ্রাম করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলা করে। আর তাদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চায়। তারপর মুসলমানেরা ওয়ারদানও তার সাথীদের উপর হামলা করে এবং তাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কুতায়বা সুগদের বাদশার সাথে সন্ধি করেন। আর অন্য দিকে বুখারা ও তার দুর্গগুলো জয়লাভ করেন। কুতায়বা তার সৈন্যদল নিয়ে নিজ শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। হাজ্জাজ তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন। যখন তিনি তার নিজ শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তার কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, সুগদের বাদশাহ্ তুর্কী বাদশাহদের বলেছেন যে, আরবরা চোর, যদি তাদেরকে কিছু দান কর এটা নিয়ে এরা চলে যাবে। আর কুতায়বাহ্ও এরূপভাবে রাজ্য বিস্তারের আশা পোষণ করে। যদি তারা তাকে কিছু দান করে তা নিয়ে নিবে এবং তাদের থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। কুতায়বা বাদশাহও নয় এবং রাজত্বও দাবী করবে না। যখন এ কথা কুতায়বার কাছে পৌছল, তখন সে তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করল। তুর্কী বাদশাহ্ নাইযাক 'মাওরাউন নাহার'-এর অন্যান্য বাদশাহ্ যেমন তালেকানের বাদশার কাছে পত্র লিখে জানাল। তিনিও কুতাইবার সাথে সন্ধি করেছিলেন। তার ও কুতায়বার মধ্যে যে সন্ধি ছিল সে তা ভংগ করল এবং তার বিরুদ্ধে সকল বাদশার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তার সাহায্যে বহু বাদশা এগিয়ে আসল। যারা কুতায়বার সাথে সন্ধি করেছিল তারা সকলে সন্ধি ভংগ করল এবং কুতায়বার বিরুদ্ধে তারা সংঘবদ্ধ হল। তারা রাবীউল আউয়াল মাসে হামলা করার প্রস্তুতি নিতে লাগল। একে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে একথার উপর ওয়াদা অঙ্গীকার করতে লাগল যে, আগামী বছরের বসন্তকালে তারা

সকলে কুতায়বার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে। এ সময় কুতায়বা তাদের সাথে এত বড় যুদ্ধ করলেন যে কেউ এত বড় যুদ্ধের কথা আর কোনদিন শুনেনি। বার মাইল পর্যন্ত সারিবদ্ধ করে তাদের উপর এরূপ কঠোর আচরণ করেছেন। ফলে তারা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ল।

এবছরেই ইয়াযীদ ইব্‌ন আল-মুহাল্লাব ও তার দুই ভাই আল-মুফায্‌যাল ও আবদুল মালিক হাজ্জাজের কারাগারে থেকে পলায়ন করে সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের সাথে মিলিত হন এবং তিনি তাদেরকে হাজ্জাজ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। এর পূর্বে হাজ্জাজ তাদেরকে গ্রেফতার করেছিল এবং তাদেরকে বড় শাস্তি দিয়েছিল। আর তাদের থেকে জরিমানা আদায় করেছিল ৬ কোটি মুদ্রা। এভাবে ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। তারা যখন তার উপর কোন অত্যাচার করত তারা তাকে কোন প্রকার আওয়ায করতে দিতনা। কেননা, এতে হাজ্জাজ রাগান্বিত হয়ে যেত। এক ব্যক্তি হাজ্জাজকে বললেন, "ইয়াযীদের পিণ্ডলীতে তীরের আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। তীরের মাথা সেখানে আটকিয়ে রয়েছে। যখনই ঐ জায়গায় কোন কিছু লাগত তখন সে উচ্চস্বরে চীৎকার করে উঠত সে তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হতো না। তখন হাজ্জাজ তার ঐ জায়গায় শাস্তি দেওয়ার জন্যে হুকুম দিল। ইয়াযীদ চীৎকার করতে লাগল। তার বোন হিন্দ বিন্‌ত আল-মুহাল্লাব চীৎকার শুনতে পেল, সেও ক্রন্দন করতে লাগল। তার জন্যে বিলাপ করতে লাগল। সে ছিল হাজ্জাজের স্ত্রী। হাজ্জাজ তখন তাকে তালাক দিল। তারপর তাদেরকে কারাগারে প্রেরণ করল। এরপর হাজ্জাজ কুর্দীদের তার বাধ্যগত রাখার জন্যে তাদের প্রতি সৈন্য মুতায়েন করার লক্ষ্যে কোন এক জায়গায় গমন করল এবং তাদের পাশে পরিখা খনন করল ও তাদের প্রতি পাহারাদার নিযুক্ত করল। কোন এক রাতে ইয়াযীদ ইব্‌ন আল-মুহাল্লাব অতিরিক্ত খাবার তৈরীর আদেশ দিলেন। পাহারাদারদের জন্য খাবার তৈরী হলো। তারপর সে কোন একজন বাবুর্চির পোশাক পরিধান করল এবং তার দাড়িতে সাদা রং লাগাল ও বের হয়ে পড়ল। কোন এক পাহারাদার তাকে দেখল এবং বলতে লাগল এ ব্যক্তির হাঁটার ভঙ্গি, ইয়াযীদ ইব্‌ন আল-মুহাল্লাবের হাঁটার ভঙ্গির সাথে বেশী সামঞ্জস্যকর আর কারোর হাঁটা আমি দেখি নাই। এরপর নিশ্চিত হবার জন্যে সে তার পিছু নিল। কিন্তু, যখন তার সাদা দাড়ি দেখল, তখন সে তার থেকে ফিরে গেল। তারপর তার ভাইয়েরা তার সাথে যোগ দিল এবং তারা জাহাজে উঠে গেল ও সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলো। তার পালানোর সংবাদ যখন হাজ্জাজের কাছে পৌঁছে এটার জন্যে তখন সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল এবং তার ধারণা হলো যে, তারা হয়ত খুরাসানের দিকে পালিয়ে গেছে। সে কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিমকে পত্র লিখল এবং তাদের আগমনের ব্যাপারে অবহিত করল, ভয় দেখাতে লাগল এবং তাদেরকে ধরার জন্যে প্রস্তুতি নিতে বলল। আর প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গায় লোকজনকে ওঁৎপেতে থাকার জন্যে নির্দেশ দিতে বলল। সীমান্ত এলাকার আমীরদের কাছে তাদেরকে ধরার জন্যে পত্র লিখতে বলল। আমীরুল মু'মিনীনকে তাদের পালিয়ে যাবার সংবাদ জানাবার জন্যে পত্র লিখল এবং বলল তার মনে হয় যে, তারা খুরাসানের দিকেই পালিয়ে গেছে। আর সে আশংকা করছে যে, ইব্‌নুল আশআছ যেভাবে পালিয়ে গিয়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে ও জনগণকে তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছে ইয়াযীদও এরূপ করবে। অন্যদিকে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর কথাও পরিণত হতে যাচ্ছে। তারা যখন জাহাজ থেকে অবতরণ করল তাদেরকে নেওয়ার জন্যে তার ভাই মারওয়ান ইব্‌ন আল-মুহাল্লাব ঘোড়া তৈরী রেখেছিল। সে ঘোড়ায় আরোহণ করল এবং বনূ কালবের একজন পথ প্রদর্শক আবদুল জব্বার ইব্‌ন ইয়াযীদ তাদেরকে পথ দেখিয়ে ত্বরিতগতিতে নিয়ে গেল। দু'দিন পর হাজ্জাজের কাছে

খবর পৌঁছল যে, ইয়াযীদ সিরিয়ার দিকে গমন করেছে। হাজ্জাজ ব্যাপারটি সম্বন্ধে অবগত করাবার জন্যে আল-ওয়ালীদকে পত্র লিখল। অন্যদিকে ইয়াযীদ জর্দানে ওহায়ব ইব্ন আবদুর রহমান আল-ইযদীর কাছে অবতরণ করল। তিনি সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। ওহায়ব সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে গমন করলেন এবং তাকে বললেন, ইয়াযীদ ইব্ন আল-মুহাল্লাব ও তাঁর ভাইয়েরা আমার ঘরে অবস্থান করছে। তারা হাজ্জাজ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে আপনার আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে আগমন করেছে। তিনি বললেন যাও তাদেরকে নিয়ে এস, আমি যত দিন জীবিত আছি, তারা আমার কাছে ততদিন নিরাপদে থাকবে। তিনি তাদের কাছে আগমন করলেন ও তাদেরকে নিয়ে সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে প্রবেশ করলেন। তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দিলেন এবং তার ভাই আল-ওয়ালীদের কাছে লিখলেন, আমি আল- মুহাল্লাব পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছি। হাজ্জাজ তাদের কাছে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পাওনা আছে। এ সম্পদ আমার কাছে জমা আছে। আল-ওয়ালীদ তার কাছে লিখলেন, না, আল্লাহ্র শপথ, তুমি তাকে নিরাপত্তা দিয়ো না তুমি তাকে আমার কাছে প্রেরণ কর। তিনি আবার উত্তরে লিখলেন না, আল্লাহ্র শপথ, আমি তাকে প্রেরণ করব না; বরং আমি তাকে সাথে নিয়ে তোমার কাছে আগমন করব। হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আল্লাহ্র শপথ সহকারে তোমাকে বলছি তুমি আমাকে অপমানিত করো না কিংবা তুমি আমাকে আমার নিরাপত্তা বিধানে লজ্জিত করো না।

তখন তিনি তার কাছে পত্র লিখে বললেন, না, আল্লাহ্র শপথ, তুমি তার সাথে এসো না। তুমি তাকে আমার কাছে বেড়ী পরিয়ে প্রেরণ কর। তখন ইয়াযীদ বলল, আমাকে কারো দ্বারা তার কাছে প্রেরণ করুন। আমি চাই না যে আমাকে নিয়ে আপনার ও তার মধ্যে কোন প্রকার মতবিরোধ ও বিবাদ সৃষ্টি হোক। আমাকে তার কাছে প্রেরণ করুন। আর তার কাছে অনুরোধ জ্ঞাপন করে একটি পত্র লিখুন এবং আমার সাথে আপনার ছেলেকে প্রেরণ করুন। তারপর তিনি তাকে প্রেরণ করেন এবং তার সাথে তার ছেলে আয়্যুবকেও প্রেরণ করেন। আর তার ছেলেকে বললেন, যখন তুমি দহলিজে প্রবেশ করবে তখন তুমি ইয়াযীদের সাথে শিকলে বাঁধা অবস্থায়.প্রবেশ করবে তারা দুইজন অনুরূপ অবস্থায় প্রবেশ করল। আর আল-ওয়ালীদ যখন তার ভাতিজাকে শিকলে বাঁধা দেখলেন তখন বললেন, আল্লাহ্র শপথ, সে সুলায়মানের তরফ থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আয়্যুব তার চাচার কাছে তার পিতার পত্র হস্তান্তর করল এবং বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার প্রাণ আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক, আপনি আমার পিতার আশ্রয়ের ব্যাপারে তাকে লজ্জিত করবেন না। আর আপনিই তার সম্মান রক্ষার বেশী হকদার। আমাদের প্রতিবেশীর যারা আপনার সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকার কারণে আমাদের থেকে যা আশা করে সে আশা থেকে আপনি তাদেরকে মেহেরবানী করে বঞ্চিত করবেন না। আপনার সাথে আমাদের ইয্যতের সম্পর্ক থাকার কারণে আমাদের থেকে যারা ইযযত পাওয়ার আশা রাখে তাদেরকে আপনি অপমানিত করবেন না। তারপর আল-ওয়ালীদ সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের পত্রটি পড়লেন। পত্রে লিখা ছিল, আল্লাহ্র হামদ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর না'তের পর সমাচার এই যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি ধারণা করি, যে শত্রু তোমার বিরোধিতা করেছে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় আর আমি তাকে যদি আপ্যায়ন করি ও তাকে আশ্রয় দান করি তাহলে তুমি আমার আশ্রিতাকে অপমান করবে না এবং তাকে লজ্জিতও করবে না। আমি বরং বাধ্যগত, অনুগত ও সাহসী ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে। সে, তার পিতা ও তার পরিবারবর্গ ইসলামের স্মৃতি স্তম্ভ

স্বরূপ। আমি তাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছি। তুমি যদি আমাদের পারস্পারিক বিচ্ছিন্নতা চাও, আমার আশ্রিতাকে লজ্জা দিতে চাও এবং আমার অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি করতে চাও, তা তুমি করতে পার। আমি আমার বিচ্ছিন্নতা থেকে, আমার ইয্যত হুরমতের বিনষ্ট থেকে, আমি তোমার কাছে যা চাই তার প্রতিউত্তর প্রদান বর্জন এবং আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ইত্যাদি থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই। আল্লাহ্‌র শপথ, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি জানেন না আমার ও আপনার আয়ু আর কতদিন আছে ? আর আমরা এটাও জানি না যে, মৃত্যু কখন আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে। আমীরুল মু'মিনীনকে মহান আল্লাহ্ সব সময় সুখে রাখুন। তিনি যদি পারেন যে, মৃত্যুর সময়টাকে আমাদের কাছে আগমন থেকে বিরত রাখবেন তাহলে তিনি যেন এটা করেন অথচ এটাত আমার কাছে পৌঁছবেই, আমার অধিকারকে আদায়ের সুযোগ দেবেনই এবং আমার অভাব অনটন দূর করবেনই। আল্লাহ্‌র শপথ, হে আমীরুল মু'মিনীন! মহান আল্লাহ্‌র তাকওয়া ছাড়া আমি দুনিয়ার কোন বস্তুই আমার তরফ থেকে আপনার সন্তুষ্টি ও সুখ শান্তি অর্জনের জন্য নিয়োজিত করতে বাকী রাখি নাই। আর আপনার সন্তুষ্টি ও সুখ শান্তি আমার কাছে আমার সন্তুষ্টি ও সুখ শান্তি থেকে অধিক প্রিয়। যে বস্তুর মাধ্যমে আমি মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই তাহলো আপনার ও আমার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা। হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কোন একদিন আমার ঘনিষ্ঠতা, সম্মান ও আমার অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কাজেই আমার খাতিরে আপনি ইয়াযীদকে ক্ষমা করে দেন। আর আপনি যা কিছু চান তার সব কিছুর দায়িত্ব আমার উপরই রয়ে গেল।

আল-ওয়ালীদ যখন পত্রটি পড়লেন বললেন, আমরা সুলায়মানের প্রতি দয়াবান হলাম। তারপর তিনি তাঁর ভাতিজাকে ডাকলেন এবং তাকে নিকটবর্তী করলেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন আল-মুহাল্লাব কথা বলতে লাগলেন। তিনি প্রথমে মহান আল্লাহ্‌র হামদ ও প্রশংসা করলেন এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। তারপর বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পরীক্ষাটি আমাদের কাছে উত্তম পরীক্ষা, কেউ এটা ভুলে যেতে পারে কিন্তু আমরা তা ভুলব না। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করব না। আপনাদের আনুগত্যের দরুন আমাদের পরিবারের উপর দুঃখ নেমে আসে। পূর্ব ও পশ্চিমের বড় বড় জায়গাগুলোতে দুশমনেরা আমাদের বদনামে লিপ্ত হয়। কিন্তু এতে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও বিসর্জন তত বড় ছিল না। তখন তিনি তাকে বললেন, বসে যাও। তিনি বসে পড়লেন। তখন তিনি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করলেন, তার ব্যাঁপারে নিরস্ত রইলেন ও তাকে সুলায়মানের কাছে ফেরত পাঠালেন। ইয়াযীদ সুলায়মানের আশ্রয়ে উত্তম অবস্থায় বসবাস করতে লাগলেন এবং তার কাছে বিভিন্ন রকম রুচিপূর্ণ খাদ্যের বিবরণ পেশ করতে লাগলেন। তিনি তার কাছে ছিলেন ভাগ্যবান। যখনই সুলায়মানের কাছে কোন হাদীয়া আসত অর্ধেকটা তার কাছে প্রেরণ করতেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন আল মুহাল্লাব সুলায়মানের কাছে বিভিন্ন ধরনের হাদীয়া তোহফা ও উপঢৌকনের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করেন।

আল-ওয়ালীদ হাজ্জাজের কাছে পত্র লিখেন এবং বলেন যে, আমি ইয়াযীদ ইব্‌ন আল-মুহাল্লাব, তার পরিবারবর্গ ও আমার ভাই সুলায়মানের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছি তুমি তাদের থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের সম্পর্কে আমার কাছে কোন পত্র লিখা থেকেও বিরত থাকবে। তারপর হাজ্জাজ, আল-মুহাল্লাব পরিবার থেকে বিরত থাকে এবং তাদের কাছে যে আর্থিক দেনা পাওনা ছিল তাও সে বর্জন করে এমনকি আবূ উইয়াইনাহ ইব্‌ন আল-মুহাল্লাবেরও হাজার হাজার দিরহাম ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ইয়াযীদ ইব্‌ন আল-মুহাল্লাব

হাজ্জাজের মৃত্যুপর্যন্ত সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের আশ্রয়ে বসবাস করেন। ৯৫ হিজরীতে হাজ্জাজ ইন্তিকাল করে। ইয়াযীদ হাজ্জাজের পর ইরাকের বিভিন্ন শহরের আমীর নিযুক্ত হন (যেমন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সংবাদ দিয়েছিলেন)। এ বছরে যে সব ব্যক্তিত্ব ইন্তিকাল করেন ঃ

চিকিৎসক ইয়াতাযূক

তিনি একজন দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার বহু প্রকাশনা রয়েছে। তিনি ছিলেন হাজ্জাজের কাছে ভাতাপ্রাপ্ত। ওয়াসিত নামক স্থানে তিনি ৯০ হিজরীর দিকে ইন্তিকাল করেন। এ বছরে যারা ইন্তিকাল করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন আবদুর রহমান ইব্ন আল- মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা। অন্য একজন আবুল আলিয়া আর রিয়াহী এবং সিনান ইব্ন সালামা ইব্ন আল-মুহাব্বাক। তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য বাহাদুরদের অন্যতম। তিনি পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। হিন্দুস্তানের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন।

এ বছরেই হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আস-ছাকাফী ইন্তিকাল করেন। তিনি ইয়ামানের আমীর ছিলেন। সে মিম্বরে বসে হযরত আলী (রা) -এর প্রতি লা'নত করত। কেউ কেউ বলেন, সে হাজার আল-মুন্যিরীকে আলী (রা)-এর প্রতি লা'নত করতে হুকুম দিয়েছিল। তখন সে বলেছিল, যে আলী (রা)-কে লা'নত করে তাকে আল্লাহ্ লা'নত করেন, যে আলী (রা)-এর প্রতি লা'নত করে তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত। কেউ কেউ বলেন, সে আলী (রা)-এর লা'নতের ব্যাপারে ছিল পবিত্র। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ হাশিম খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান আল-উমুবী আদ-দামেশ্কী। তাঁর বাড়ী ছিল দামেশ্কের দারুল হিজারাতের পশ্চাতে। তিনি ছিলেন বিদ্বান ও একজন কবি। রসায়ন শাস্ত্রের কিছু অবদান তাঁর থেকে এসেছে। প্রাকৃতিক শাস্ত্রগুলোর অগ্রগতিতে তাঁর কিছু কিছু অবদান স্বীকৃত। তিনি তাঁর পিতা ও দিহ্ইয়াতুল কাল্বী (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁর থেকে ইমাম যুহরী ও অন্যরা হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, খালিদ সপ্তাহের ঈদগুলোতে রোযা পালন করতেন জুমুআর দিন, শনিবার ও রবিবার অর্থাৎ জুমুআর দিন মুসলমানদের ঈদের দিন, শনিবার ইয়াহূদীদের ঈদের দিন আর রবিবার খৃস্টানদের ঈদের দিন।

আবূ যুরআ আদ-দামেশ্কী বলেন, তিনি এবং তাঁর ভাই মুআবিয়া (২য়) উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর ভাই মুআবিয়া ইব্ন ইয়াযীদের পর খিলাফতের জন্যে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। আবার মারওয়ানের পরও খিলাফতের জন্যে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়টি তাঁর অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মারওয়ান তাঁর মাতাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি বলতেন, মানুষের সবচেয়ে নিকটতম হলো তার মৃত্যু এবং দূরতম হলো তার আকাঙ্ক্ষা। আর সবচেয়ে বড় আশার বস্তু হলো তার আমল বা কার্যকলাপ। তাঁর প্রশংসায় এক কবি বলেন ঃ

প্রাচুর্য ও বদান্যতাকে আমি একদিন বললাম ঃ তোমরা তো স্বাধীন মুক্তা সাদৃশ। তারা বলল, আমরা তো অবশ্যই গোলাম। তখন আমি তাদেরকে বললাম, তোমাদের প্রভু কে ? তারা আমার কাছে গর্ব করল এবং বলল, তিনি হলেন খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তার জন্যে একলাখ মুদ্রা প্রদান করা হল। আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, এ কবিতাগুলোকে হযরত খালিদ ইব্ন আল-ওয়ালীদ (রা)-এর ক্ষেত্রেও পাঠ করতে প্রত্যক্ষ করেছি। যখন জিজ্ঞেস করা হল, তোমাদের প্রভু কে ? তারা বলল, খালিদ ইব্ন আল-ওয়ালীদ (রা)। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ হিমসের আমীর ছিলেন। তিনি হিমসের জামে মসজিদ তৈরী করেন। সেখানে তার চারশত গোলাম কাজ করত। যখন তারা মসজিদের কাজ সমাধা করল তখন তিনি তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। খালিদ হাজ্জাজের সাথে শত্রুতা পোষণ করতেন। হাজ্জাজ যখন বিন্ত জা'ফরকে বিয়ে করেন, তখন খালিদ আবদুল মালিককে ইংগিত করেছিলেন যেন তার কাছে লোক পাঠানো হয় এবং সে তাকে তালাক দেয়। তাই করা হল। যখন তিনি মারা যান আল-ওয়ালীদ তার জানাযা পড়ান ও জানাযার সাথে গমন করেন। খালিদের প্রতি পুনরায় দুর্বলতা দেখা দিলে আবদুল মালিক তাকে এসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। কিন্তু তিনি তাকে এ ব্যাপারে কোন সংবাদ দিলেন না। পরবর্তীতে তিনি সংবাদ দেন যে, মুসআব ইব্ন আয-যুবায়রের বোন রামলাহ্র প্রেমে সে মুহ্যমান। আবদুল মালিক খালিদের জন্যে তার কাছে বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেন। রামলাহ বলে, সে তাকে বিয়ে করবে না যতক্ষণ না সে তার অন্যান্য স্ত্রীদের তালাক দেয়। সে তাদেরকে তালাক দিল এবং রামলাহকে বিয়ে করল ও তার সম্বন্ধে কবিতা পাঠ করল।

এ বছরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ৮৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। সেখানেও এরূপ মতভেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম অভিমতটি শুদ্ধ।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয-যুবায়র

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ কাছীর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয-যুবায়র ইব্ন সুলায়ম আল আসাদী। তিনি একজন কবি ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, "তার কুনিয়ত আবূ সাঈদ বলে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি খলীফা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয-যুবায়র (রা)-এর কাছে প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন এবং তার প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাকে কোন বখ্শীশ দেননি। তাই সে বলেছিল, মহান আল্লাহ্ এ উটটির উপর লা'নত করুন, যা আমাকে তোমার কাছে বহন করে নিয়ে এসেছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয-যুবাইর (রা) বলেন, তার মালিকের উপরও (লা'নত)। কথিত আছে যে, তিনি হাজ্জাজের শাসনকালে মারা যান।

৯১ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরেই মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক ও তার ভাতিজা আবদুল আযীয ইব্ন আল-ওয়ালীদ আস-সাইফার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ বছরেই মাসলামাহ্ তুর্কী শহরগুলোতে যুদ্ধ করেন এবং আযারবায়জান এলাকায় আল-বাব বা দরযা পর্যন্ত পৌঁছে যান। তারপর তিনি বহু শহর ও দুর্গ জয়লাভ করেন। আল-ওয়ালীদ তার চাচা মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ানকে আলজেরিয়া ও আযারবায়জান থেকে বরখাস্ত করেন এবং এ দুই জায়গায় তার ভাই মাসলামাহ ইব্ন আবদুল মালিককে আমীর নিযুক্ত করেন।

এ বছরেই মূসা ইব্ন নুসায়র পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরগুলোতে যুদ্ধ করেন। অনেক শহর তিনি জয়লাভ করেন এবং এগুলোতে প্রবেশ করেন। এমনকি অবশিষ্ট দূরবর্তী স্থানগুলোতে প্রবেশ

করেন, যেখানে অট্টালিকা ও বড় বড় প্রাসাদের চিহ্ন রয়েছে, যেগুলো অনাবাদ পড়ে রয়েছে। সেখানে তিনি এ সব শহরের ভগ্নাবশেষ পান যেগুলোর মাধ্যমে সে সব শহরের আকার ও নমুনা বুঝা যায়। আরো বুঝা যায় যে, তারা অত্যন্ত ধনী ও বড় বড় প্রাসাদের মালিক ছিলেন। তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের মধ্যে সংবাদ প্রদানের জন্যেও কেউ অবশিষ্ট নেই।

এ বছরেই কুতায়বাহ্ ইব্‌ন মুসলিম তুর্কীর ঐ সব শহরকে শায়েস্তা করেন। যার বাসিন্দারা তার সাথে সন্ধি করেছিল ও সন্ধি ভংগ করেছিল। আর এটা সম্ভব হয়েছিল এমন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর যে যুদ্ধে যুবক বৃদ্ধ হয়ে যায়। এসব শহরের রাজাগণ গত বছরের বসন্তের প্রারম্ভে প্রস্তুতি নিয়েছিল ও কুতায়বার বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আর তারা অংগীকারাবদ্ধ হয়েছিল যে, তারা আরবদেরকে তাদের ভূমি হতে বহিষ্কার না করে ক্ষান্ত হবে না। তাই তারা এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হল যে, আর কোন সময় তারা এরূপ ঐক্যবদ্ধ হয় নাই। কুতায়বা তাদেরকে পরাজিত করল এবং তাদের বহু লোককে হত্যা করল। আর পূর্বের পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনল। এমনকি উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন কোন জায়গায় যাকে পাওয়া গিয়েছে তাকেই শূলীতে বিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের দুইটি সারি লোক ছিল যে দুইটি সারির দৈর্ঘ্য বাম দিক থেকে ডান দিকে বার মাইল। প্রতিটি লোক তার পাশের লোককে শূলী বিদ্ধ করে। এটা ছিল বীভৎস ব্যাপার। এভাবে কাফিরদের মধ্যে একজন অন্যজন দ্বারা নিহত হয়। তারপর তুর্কীর মহারাজা নায়যাক খানকে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, এক শহর থেকে অন্য শহরে এবং এক পরগণা থেকে অন্য পরগণায় খোঁজাখুঁজি করা হলো। এভাবে বেশ কয়েকদিন চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাকে কুতায়বা একটি দুর্গে অবরোধ করেন। এ অবরোধ একাধারে দুই মাস চলতে থাকে। নায়যাক খানের রসদ ফুরিয়ে যায়। সে এবং তার সাথীরা ধ্বংস হবার উপক্রম হয়ে পড়ে। তারপর কুতায়বা তার কাছে এমন একজন লোককে প্রেরণ করেন, যিনি তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় নিরাপত্তা দান করে ও তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখে। তারপর তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে কুতায়বা হাজ্জাজের কাছে পত্র লিখেন। চল্লিশ দিন পর পত্রের উত্তর আসে যে, "তাকে হত্যা কর।" কুতায়বা অন্যান্য আমীরদেরকে একত্র করেন ও তার ব্যাপারে তাদের পরামর্শ চান। তারা তার ব্যাপারে মতবিরোধ করল। কেউ কেউ বলেন, "তাকে হত্যা কর।" আবার কেউ কেউ বলেন, "তাকে হত্যা করো না।" কোন কোন আমীর কুতায়বাকে বললেন, তুমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে অংগীকার করেছ যে, যদি তুমি তার উপর জয়লাভ কর তবে তুমি তাকে হত্যা করবে। আর এখন মহান আল্লাহ্ তোমাকে তার উপর পরিপূর্ণ বিজয় দান করেছেন। কুতায়বা বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি আমার জীবন শুধুমাত্র তিনটি বাক্য উচ্চারণ করার সময় পায় আমি তাকে অবশ্যই হত্যা করব। তারপর তিনি বললেন, তাকে হত্যা কর, তাকে হত্যা কর, তাকে হত্যা কর। একটি সকাল বেলায় (সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়) তাকে এবং তার সাতশত আমীরকে হত্যা করা হল। কুতায়বা তাদের সম্পদরাজি, অশ্বাদি, কাপড়-চোপড়, ছেলে-মেয়ে ও মহিলাদের ন্যায় বহু জিনিসপত্র অর্জন করেন। আর এ বছরে তিনি বহু শহর জয়লাভ করেন। বহু শহরকে স্বীয় স্থানে স্থিতি রাখলেন এবং সম্পদ ও মহিলায় পরিপূর্ণ দুর্গ দখল করলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বহু পাত্র অর্জন করলেন।

তারপর কুতায়বা আত তালিকানের দিকে অগ্রসর হন। এটা একটি বড় শহর, এতে রয়েছে অনেক দুর্গ ও প্রদেশ। তিনি এগুলো দখল করে নিলেন এবং এগুলোতে শাসক নিযুক্ত করেন। তারপর তিনি আল-ফারইয়াবের দিকে অগ্রসর হন সেখানে ছিল বহু শহর ও প্রদেশ।

তার বাদশাহ্ বাধ্যগত ও অনুগত অবস্থায় কুতায়বার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সেখানে তিনি তার সাথীদের মধ্য হতে একজন শাসক নিযুক্ত করেন।

তারপর তিনি আল-জূযজানের দিকে অগ্রসর হন। তিনি তার বাদশাহ্ থেকে তা নিয়ে নেন এবং সেখানে শাসক নিযুক্ত করেন। তারপর তিনি বালখের দিকে অগ্রসর হন। তিনি সেখানে প্রবেশ করেন ও সেখানে একদিন তিনি অতিক্রান্ত করেন। এরপর সেখান থেকে তিনি বের হয়ে যান ও বুগলানে অবস্থিত নায়যাক খানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। নায়যাক খান সেনাবাহিনীসহ এমন গিরিপথের মুখে অবস্থান করছে যেখান দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে হয়। গিরিপথের মুখে একটি বিরাট দুর্গ অবস্থিত যার নাম হচ্ছে শামসিয়াহ। যেহেতু এটা উঁচু, প্রশস্ত ও প্রকাণ্ড তাই এ নামে অভিহিত। সামানজান ও আর-রাউবের বাদশাহ্ আর-রাউব খান কুতায়বার কাছে আগমন করেন এব দুর্গের অভ্যন্তরে তাকে পথ প্রদর্শনের শর্তে তার কাছে নিরাপত্তা কামনা করেন। তিনি তাকে নিরাপত্তা দেন এবং তার সাথে কিছু সংখ্যক লোককে দুর্গে প্রেরণ করেন। তারা রাতের বেলায় দুর্গে প্রবেশ করে এবং এটাকে জয় লাভ করে। তার কিছু সংখ্যক বাসিন্দাকে তারা হত্যা করে। আর বাকীগুলো পালিয়ে যায়। কুতায়বাহ্ গিরিপথে প্রবেশ করেন ও সামান্জানে আগমন করেন। এটা একটি বড় শহর। তিনি এখানে অবস্থান করেন এবং তার ভাই আবদুর রহমানকে এসব শহর ও টাউনের শাসক নায়যাক খানের পিছনে একটি বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে প্রেরণ করেন। তিনি তার পিছনে বুগলানের দিকে অগ্রসর হন এবং তাকে সেখানে অবরোধ করেন। আর এ অবরোধ দুই মাস কাল স্থায়ী হয়। ফলে তাদের কাছে মওজুদকৃত খাদ্য সম্ভার শেষ হয়ে যায়। তখন কুতায়বা নিজের কাছ থেকে আন-নাসিহ নামক একজন দোভাষীকে প্রেরণ করেন এবং তাকে বলেন, "তুমি নায়যাক খানকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। যদি তুমি নায়যাক খানকে ব্যতীত ফিরে আস, তাহলে তোমার গর্দান কর্তন করা হবে। কুতায়বা তার সাথে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য ও অর্ঘ প্রেরণ করেন। দোভাষী নায়যাকের দিকে অগ্রসর হন এবং তার কাছে পৌঁছেন ও খাদ্য সম্ভার তাদের সামনে পেশ করেন। নায়যাকের সাথীরা খাদ্য সামগ্রী দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেননা, তারা ছিল অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। তারপর আন-নাসিহ তাকে নিরাপত্তা দান করে ও তার জন্যে শপথ করে। তাকে নিয়ে সে কুতায়বার সামনে আগমন করে। নায়যাক খানের সাথে তার সাতশত আমীর সাথী ও পরিবার সদস্যদের একটি বিরাট দল ছিল। অনুরূপভাবে কুতায়বার কাছে আমীরদের একটি বড় দল নিরাপত্তার জন্যে আবেদন পেশ করে। কুতায়বা তাদেরকে নিরাপত্তা দেন। আর তাদের শহরগুলোতে আমীর নিযুক্ত করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আল্লামা ওয়াকিদী (রা) ও অন্যান্যরা বলেন, এ বছরেই আমীরুল মু'মিনীন, আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। যখন তিনি পবিত্র মদীনার নিকটবর্তী হন, তখন উমর ইব্ন আবদুল আযীয পবিত্র মদীনার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে আদেশ করলেন, যাতে তারা খলীফার সাথে সাক্ষাত করেন। পবিত্র মদীনার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ খলীফার সাথে সাক্ষাত করেন। খলীফা তাদেরকে স্বাগত জানান এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন। খলীফা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। মসজিদে নববী তাঁর জন্যে খালী করে দেওয়া হয়েছিল। সাঈদ ইব্ন আল-মুসায়্যিব ব্যতীত আর কেউ মসজিদে ছিল না। কিন্তু কেউ সাঈদ ইব্ন আল-মুসায়্যিবকে বের করতে সাহস পেল না। তার পরনের কাপড় পাঁচ দিরহাম মূল্যেরও ছিল না। তারা তাকে বললেন হে বৃদ্ধ! আপনি মসজিদ থেকে সরে যান আমীরুল মু'মিনীন আসছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ, আমি এখান থেকে বের হব

না। তারপর আল-ওয়ালীদ মসজিদে প্রবেশ করেন ও মসজিদে ঘুরতে থাকেন। এখানে সেখানে সালাত আদায় করেন। আর আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে থাকেন। উমর ইব্ন আবদুল আযীয বলেন, আমি সাঈদের জায়গা থেকে খলীফাকে সরিয়ে রাখতে তৎপর ছিলাম এ ভয়ে যে খলীফা যেন তাকে না দেখে। কিন্তু খলীফার দৃষ্টি তার দিকে নিপতিত হল। তিনি বললেন, এটা কে ? সাঈদ ইব্ন আল- মুসায়্যিব নয় ? আমি বললাম "হ্যাঁ, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে যদি জানত যে আপনি আসতেছেন। তাহলে সে আপনার দিকে আসত এবং আপনাকে সালাম করত। খলীফা বললেন, আমি জানি যে, আমাদের প্রতি সে হিংসা বিদ্বেষ রাখে। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে এরূপ, এরূপ এবং আমি তার প্রশংসা করতে লাগলাম। আল-ওয়ালীদও তাঁর জ্ঞান এবং দীনদারীর প্রশংসা করতে লাগলেন। তখন আমি বললাম, "হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি চোখে একটু কম দেখেন।" আমার এটা বলার উদ্দেশ্য হল তার পক্ষ থেকে অজুহাত পেশ করা। খলীফা বললেন, "তাঁর কাছে যাওয়া ও তার সাথে সাক্ষাত করার ব্যাপারে আমরাই বেশী হকদার। তখন খলীফা আসলেন এবং তাঁর কাছে দণ্ডায়মান হলেন। সাঈদ খলীফাকে সালাম করলেন। কিন্তু, তার জন্যে দাঁড়ালেন না। তারপর আল-ওয়ালীদ বললেন, ওস্তাদ কেমন আছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, ভালো, আলহামদু লিল্লাহ্। আমীরুল মু'মিনীন কেমন আছেন ? আল- ওয়ালীদ বললেন, "ভালো, এক আল্লাহ্র জন্যই প্রশংসা।" তারপর খলীফা চলে গেলেন এবং উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে বলছিলেন, "তিনি একজন বিখ্যাত ফকীহ্।" উমর ইব্ন আবদুল আযীয বলেন, "হ্যাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! ঐতিহাসিকগণ বলেন, তারপর আল-ওয়ালীদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বারে খুতবা পাঠ করেন। প্রথম খুত্বায় তিনি বসে ছিলেন এবং দ্বিতীয় খুত্বায় তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, খলীফা বললেন, এ রকমই উছমান (রা) খুত্বা দিয়েছিলেন। তারপর খলীফা বিদায় হয়ে চলে গেলেন। তিনি পবিত্র মদীনাবাসীদের জন্য প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য খরচ করেন। তারপর তিনি মসজিদে নববীকে কাপড়ের গিলাফ পরালেন যেমন কা'বা শরীফকে গিলাফ পরালেন। গিলাফটি ছিল ভারী রেশমী কাপড়ের।

এ বছরেই আস-সাইব ইব্ন ইয়াঈদ ইব্ন সা'দ ইব্ন তামামা ইন্তিকাল করেন। তার পিতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হজ্জ পালন করেছিলেন। ঐ সময় আস-সাঈবের বয়স ছিল সাত বছর মাত্র। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন। এ জন্যই আল্লামা ওয়াকিদী বলেন যে, তিনি তিন হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছয় হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ৮৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

সাহল ইব্ন সা'দ আস-সাঈদী (রা)

তিনি একজন সম্মানিত মাদানী সাহাবী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁর বয়সছিল ১৫ বছর। হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ যখন মারা যায় তখন আনাস ইব্ন মালিক (রা) ও জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) জীবিত ছিলেন। সে তাদেরকে অপমানিত ও লঞ্ছিত করত যাতে জনগণ তাদের অভিমত শ্রবণ না করে। আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র) বলেন, সাহল (রা) একশত বছর বয়সে ৯১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন পবিত্র মদীনায় সর্বশেষ সাহাবী। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেন, এতে কোন মতভেদ নেই। ইমাম বুখারী (র) ও অন্যরা বলেন, তিনি ৮৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

৯২ হিজরীর আগমন

এ বছরে মাসলামা ও তার ভাতিজা উমর ইব্‌ন আল-ওয়ালীদ রোমের শহরগুলোতে যুদ্ধ করেন। তারা বহু দুর্গ ও প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করেন। রোমের অধিবাসীরা তাদের থেকে পালিয়ে গিয়ে তাদের দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে। মূসা ইব্‌ন নুসায়রের আযাদকৃত গোলাম, তারিক ইব্‌ন যিয়াদ ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে আন্দুলুসের শহরগুলোতে যুদ্ধ করেন। আন্দুলুসের রাজা আযরীকূন তার বিরাট সেনাবাহিনী, মাথায় মুকুট ও সিংহাসন নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন। তারিক তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও তাকে পরাজিত করেন এবং তার সেনা বাহিনীতে যে সব জিনিসপত্র ছিল তা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে অর্জন করেন। এগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল তার সিংহাসন। তিনি আন্দুলুসের শহরগুলোকে পরিপূর্ণভাবে দখল করে নেন।

আয-যাহাবী বলেন, তারিক ইব্‌ন যিয়াদ তানজাহ -এর আমীর ছিলেন। আর তা ছিল মরক্কোর সীমান্তে অবস্থিত। তিনি তার প্রভু মূসা ইব্‌ন নুসায়রের নায়িব ছিলেন। তাঁর কাছে সবুজ দ্বীপের গভর্নর শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে পত্র লিখেন। তারিক আন্দুলুস দ্বীপে সাবতাত প্রণালী দিয়ে প্রবেশ করেন। ফ্রাঙ্গবাসীরা নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তারিক সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং আন্দুলুসের শহরগুলোতে পুরাপুরি মনোযোগ দিলেন। তিনি কর্ডোভা জয় করেন এবং তার প্রশাসক আদরীনূককে হত্যা করেন। আর তারিক, মূসা ইব্‌ন নুসায়রকে বিজয়ের সংবাদ জ্ঞাপন করে পত্র লিখলেন। তখন মূসা একক বিজয়ের জন্যে তারিকের হিংসা করেন। আল-ওয়ালীদের কাছে বিজয়ের সংবাদ প্রেরণ করেন। কিন্তু বিজয়কে নিজের বলে দাবী করেন আর তারিকের কাছে পত্র লিখেন এবং তার অনুমতি ব্যতীত অগ্রসর হওয়ায় দোষারোপ করেন ও সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত সেখানটা অতিক্রম করার জন্য নিষেধ করলেন। তারপর তিনি তার সেনাবাহিনী নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলেন এবং তার সাথে হাবীব ইব্‌ন উবায়দাহ্ আল-ফিহরীকে নিয়ে আন্দুলুস প্রবেশ করেন। আন্দুলুসের শহরগুলোকে জয় করার জন্যে তিনি সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করেন। বিভিন্ন শহর ও প্রচুর সম্পদ দখল করেন। পুরুষদেরকে হত্যা করেন, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করেন। সীমাহীন, সংখ্যাহীন ও বিবরণহীন গনীমত অর্জন করেন। সেগুলোর মধ্যে ছিল মুক্তা, রুবী পাথর, স্বর্ণ-রৌপ্য, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র, আসবাবপত্র, অশ্বাদি, খচ্চর ইত্যাদির ন্যায় বহু জিনিসপত্র। বিভিন্ন ও প্রচুর বড় বড় প্রদেশ ও শহর জয় লাভ করেন। মাসলামাহ ও তাঁর ভাতিজা, উমর ইব্‌ন আল-ওয়ালীদ রোমের শহরগুলোর যে সব দুর্গ জয় করেছেন এগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল সুসিনাহ দুর্গ। তারা দুইজনে জয়লাভ করতে করতে কুসতানতানীয়ার উপসাগর পর্যন্ত পৌঁছে যান।

এ বছরেই কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম শূমান, কাশ ও নাসাফ জয় করেন। ফারইয়াবের বাসিন্দারা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললে তিনি তাদেরকে পুড়িয়ে দেন এবং তার ভাই আবদুর রহমানকে এসব শহরের বাদশাহ্ তারখুন কান ও সুগদের দিকে প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান তার সাথে সন্ধি করেন এবং তাকে 'তারখূন খান' প্রচুর সম্পদ প্রদান করেন। তিনি তখন তার ভাইয়ের কাছে বুখারায় আগমন করেন। পরে মারভের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তারখূন খান আবদুর রহমানের সাথে সন্ধি করেন ও তার থেকে বিদায় নেন। সুগদের বাসিন্দারা একত্রিত হন ও তারখূনীকে বলতে লাগলেন, তুমি অপমানের বোঝা উঠিয়ে নিয়েছ, কর আদায় করছ আর তুমি হচ্ছ বৃদ্ধ। তোমার মধ্যে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তারপর

তারা তাকে বরখাস্ত করে এবং তারখূন খানের ভাই সুরাক খানকে তারা তাদের আমীর নিযুক্ত করে। তারপর তারা বিদ্রোহ করে ও চুক্তি ভংগ করে। তাদের পরবর্তী সংবাদ পরে বর্ণিত হবে।

এ বছরেই কুতায়বা সিজিস্তানে যুদ্ধ করেন। উদ্দেশ্য হলো তুর্ক আজমের বাদশাহ্ রুতবীলকে পরাস্ত করা। তখন তিনি রুতবীলের প্রথম রাজ্যে পৌঁছেন, তখন তার দূতগণ কুতায়বার কাছে পৌঁছে প্রচুর সম্পদ, ঘোড়া, গোলাম ও শাহী মহিলাদের বিনিময়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। তখন তিনি রুতবীলের সাথে সন্ধি করেন। এ বছরেই পবিত্র মদীনার নাইব উমর ইব্ন আবদুল আযীয লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। এবছরে যে সব ব্যক্তিত্ব ইন্তিকাল করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, আবূ সাঈদ মালিক ইব্ন আওস ইব্ন আল হাদছান আন-নাযরী আল-মাদানী। তাঁর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি জাহিলিয়াতের যুগে সাওয়ারীতে আরোহণ করেছেন এবং হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)-কে দেখেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছেন। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে তিনি কোন হাদীস সংগ্রহ করেন নাই। ইব্নু মুঈন, ইমাম বুখারী এবং আবূ হাতিম এ অভিমতের বিরোধিতা করেন। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, তার সাহাবী হওয়ার ব্যাপারটি শুদ্ধ নয়। তিনি এ বছরেই ইন্তিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী বছর তিনি ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

তুওয়ায়স আল্-মুগনী

তাঁর পূর্ণ নাম আবূ আবদুল মুনইম ঈসা ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মাদানী, বনূ মাখযুমের মিত্র। তিনি তার পেশায় ছিলেন দক্ষ। তিনি ছিলেন অস্বাভাবিক লম্বা ও টেরাচক্ষু বিশিষ্ট। তিনি ছিলেন অপয়া। কেননা, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেন তিনি ঐদিন জন্মগ্রহণ করেন। যেদিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইন্তিকাল করেন তিনি ঐদিন থেকে মাতৃদুগ্ধ ছেড়েছিলেন। যে দিন হযরত উমর (রা) শহীদ হন, তিনি ঐদিন বয়োপ্রাপ্ত হন। যেদিন হযরত উছমান (রা) শহীদ হন তিনি সেদিন বিয়ে করেন। যেদিন হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) শাহাদত বরণ করেন, সেদিন তার প্রথম সন্তান জন্ম নেয়। কেউ কেউ বলেন, যেদিন হযরত আলী (রা) শহীদ হন, সেদিন তার প্রথম সন্তান জন্ম নেয়। উপরোক্ত বর্ণনাটি ইব্ন খাল্লিকান ও অন্যরা পেশ করেন। এ বছরেই তিনি ৮২ বছর বয়সে সাবীদে ইন্তিকাল করেন যা পবিত্র মদীনা থেকে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত।

আল-আখতাল ছিলেন একজন পূর্ণাংগ কবি। কবিতায় তিনি তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

৯৩ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরেই মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক রোম সাম্রাজ্যের বহু দুর্গ জয় করেন। এগুলোর মধ্যে আল-হাদীদ, গাযালা, মস্সা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। এ বছরেই আল-আব্বাস ইব্ন আল ওয়ালীদ যুদ্ধ করেন ও সামসাতীয়া জয়লাভ করেন। এ বছর মারওয়ান ইব্ন আল ওয়ালীদ রোমে যুদ্ধ করেন। এবং হান্জারাহ পর্যন্ত পৌঁছেন। এ বছরেই খাওয়ারিযম শাহ কুতায়বার কাছে পত্র লিখে সন্ধির দিকে আহবান করেন এ শর্তের উপর যে, তিনি তার দেশের কয়েকটি শহর তাকে প্রদান করবেন। আর তাকে বহু সম্পদ ও গোলাম প্রদান করার অংগীকার করেন এ

শর্তের উপর যে, কুতায়বা তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও পরাস্ত করে তার ভাইকে তার কাছে সোপর্দ করবেন। কেননা, সে ইতোমধ্যে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে এবং জনগণের প্রতি যুলুম ও নির্যাতন করেছে। আর তার ভাইটির জঘন্য অভ্যাস ছিল, যখনই সে শুনত যে, কারোর কাছে কোন একটি ভাল জিনিস আছে, সেখানে সে লোক প্রেরণ করত এবং তার থেকে তা ছিনিয়ে নিত, ঐ বস্তুটি সম্পদ হোক কিংবা মহিলা হোক কিংবা ছেলে-মেয়ে হোক কিংবা চতুষ্পদ জন্তু হোক কিংবা অন্য কিছু হোক। কুতায়বা তার সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিজয় দান করলেন। তখন খাওয়ারিযম শাহ যেসব জিনিসের শর্তে সন্ধি করেছিলেন তার সব কিছুই কুতায়বার কাছে সমর্পণ করেন। কুতায়বাহ্ খাওয়ারিযম শাহের ভাইয়ের শহরে সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা শত্রুদের বহু লোককে হত্যা করে, তার ভাইকে বন্দী করে যার সাথে ছিল চার হাজার প্রবীণ বন্দী এবং তাকে তার ভাইয়ের কাছে সোপর্দ করে। তুর্কী ও অন্যান্য দুশমনদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্যে কুতায়বা বন্দীদের সম্পর্কে আদেশ দিলেন যে, তাদেরকে হত্যা করা হোক ঃ তার সামনে দুই হাজার, ডানে দুই হাজার, বামে দুই হাজার এবং পিছনের দিক দিয়ে দুই হাজারকে যেন হত্যা করা হয়। আর তাই করা হলো।

সমরকন্দ বিজয়

উপরোক্ত কার্যকলাপ থেকে কুতায়বা যখন অবসর গ্রহণ করেন, তখন তিনি তার দেশে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করেন। তখন তাকে একজন আমীর বললেন, সুগদের বাসিন্দারা আপনাকে শুধু এ এক বছরের জন্যেই নিরাপত্তা দিয়েছে। এখন যদি আপনি তাদের দিকে অগ্রসর হতে চান এ অবস্থায় যে, তারা তা জানে না তাহলে এখনই সময়। আপনি যদি তা করেন তাহলে চিরদিনের জন্য আপনি তা নিয়ে নিতে পারেন। কুতায়বা তখন এ আমীরকে বললেন, তুমি কি একথাটি কাউকে বলেছ ? সে বলল, 'না'। কুতায়বা বললেন, যদি একথাটি কেউ তোমার থেকে শুনে থাকে, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব। তারপর কুতাইবা তার ভাই আবদুর রহমান ইব্ন মুসলিমকে ২০ (বিশ) হাজার সৈন্য সহ সামনের দিকে প্রেরণ করেন। তার ভাই তার পূর্বেই সমরকন্দ পৌঁছে। অবশ্য কুতায়বা বাকী সৈন্যদেরকে নিয়ে তার সাথে মিলিত হন। তুর্কীরা যখন তাদের দিকে মুসলমানদের আগমনের কথা শুনল, তখন তারা তাদের সাহসী বাদশাহ্ ও আমীরদের সন্তানদেরকে তাদের মধ্য থেকে নির্বাচন করলেন এবং তাদেরকে আদেশ করলেন যেন তারা রাতের অন্ধকারে কুতায়বার দিকে অগ্রসর হন। এবং মুসলিম সৈন্যদের ছিন্নভিন্ন করে দেন। তাদের এ দুরভিসন্ধির সংবাদ যখন কুতায়বার কাছে পৌঁছে তখন তিনি তার ভাই সালিহ্কে ছয়শত সাহসী অশ্বারোহী সৈন্য সহকারে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, "তাদেরকে রাস্তায় পাকড়াও কর।" তখন তারা অগ্রসর হলো এবং তারা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। আর তারা নিজেদেরকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করল। তখন শত্রু সৈন্যরা রাতের অন্ধকারে তাদেরকে অতিক্রম করতে যাচ্ছিল, তারা মুসলিম সৈন্যদের উপস্থিতি সম্বন্ধে পুরাপুরি অজ্ঞ ছিল, তখনই মুসলিম সৈন্যরা তাদের উপর হামলা চালাল ও তাদেরকে হত্যা করল। মাত্র কিছু সংখ্যক তুর্কী সৈন্য বাকী রইল এবং তারা নিহত সৈন্যদের মাথা কেটে নিল ও তাদের সাথে সোনা দিয়ে মোড়ানো যে সব হাতিয়ার ছিল এবং আসবাবপত্র ছিল তারা সবকিছু গনীমত হিসেবে লাভ করল। তাদের কেউ কেউ তাদেরকে বলল, তোমরা জেনে রেখো, এ জায়গায় তোমরা যাদেরকে হত্যা করেছ তারা সকলেই রাজপুত এবং হাতে গোনা সাহসী একশত কিংবা এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। তখন কুতায়বা শত্রু সৈন্যদের থেকে প্রাপ্ত সমুদয় স্বর্ণও অস্ত্রশস্ত্র গনীমত হিসেবে মুসলিম সেনাদেরকে অর্পণ করেন এবং সুগদের বড় শহর সমরকন্দের নিকটবর্তী হলেন। সেখানে পাথর নিক্ষেপণ যন্ত্র স্থাপন করেন এবং প্রস্তর নিক্ষেপ

শুরু করেন। অন্যদিকে তিনি তাদের সাথে সৈন্য যুদ্ধ চালিয়ে যান। তার সাথে ছিল বুখারা ও খারযিমের দোভাষীরাও। মুসলিম সৈন্যরা সুগদের বাসিন্দাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন। সুগদের শাসক গাওরাক কুতায়বার কাছে দোভাষী প্রেরণ করেন এবং বলেন "তোমরা আমাদের ভাই ও পরিবার সদস্যদের মাধ্যমে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ। সাহস থাকলে শুধু আরবরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।" একথা শুনে কুতায়বা রাগান্বিত হলেন এবং সেনাবাহিনীর আরব ও অনারবদেরকে পার্থক্য করলেন। আর আরব বাহাদুরদেরকে অগ্রসর হতে বললেন এবং তাদেরকে সর্বোত্তম হাতিয়ার অর্পণ করেন। আর দুর্বলদের থেকে হাতিয়ার নিয়ে নিলেন। বাহাদুরদেরকে শহরের উপর হামলা করতে বললেন। তাই তারা পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। শহরে ক্ষতের সৃষ্টি হলো এবং তুর্কীদের গর্বের ফলে শহর ধ্বংস হতে লাগল। তাদের একজন রাজ প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে কুতায়বাকে গালি দিতে লাগল। এমন সময় একজন মুসলিম তীরন্দায সৈন্য তার দিকে তীর নিক্ষেপ করে তার চোখ নষ্ট করে দেয় এবং তীর তার গর্দান ছিদ্র করে অপরদিকে বের হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে যায়। তীর নিক্ষেপকারীকে কুতায়বা দশ হাজার মুদ্রা উপঢৌকন প্রদান করেন। তারপর রাত নেমে এল যুদ্ধ বন্ধ রইল। যখন ভোর হলো, তখন পাথর নিক্ষেপণ যন্ত্র দ্বারা পাথর নিক্ষেপ শুরু হল। শহর ঝাঁঝরা হয়ে গেল। মুসলমানগণ রাজ-প্রাসাদের ছাদে উঠলেন এবং শহরবাসীদের উপর তীর নিক্ষেপের মনস্থ করলেন। তুর্কীরা তখন কুতায়বাকে বললেন, আজকের দিন তোমরা আমাদের থেকে বিরত থাক। আগামীকাল আমরা তোমাদের সাথে সন্ধি করব। কুতায়বা তাদের থেকে বিরত রইলেন এবং পরদিন বাৎসরিক দুই হাজার কোটি মুদ্রা আদায় সাপেক্ষে সন্ধি স্থাপন করলেন আর এ বছর ত্রিশ হাজার গোলাম অর্পণের চুক্তি হল। যাদের মধ্যে ছোট, বৃদ্ধ ও কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি থাকবে না।

অন্য এক বর্ণনায় এক লাখ গোলামের কথা উল্লেখ রয়েছে। আরো চুক্তি হল যে, মুসলমানেরা দেব-দেবীদের অলংকার ও অগ্নি উপাসনালয়ে অবস্থিত যাবতীয় আসবাব পত্র গ্রহণ করবে। মুসলমানদের জন্যে শহরকে সৈনিক শূন্য করতে হবে যাতে সেখানে তারা মসজিদ নির্মাণ করতে পারে ও খুত্‌বা দেওয়ার জন্যে মিম্বারও তৈয়ার করতে পারে। তারা পরদিন নাস্তাগ্রহণ শেষে শহর থেকে বেরও হতে পারবে। তারা এ শর্তগুলোর প্রতি উত্তর করল। শহরে একটি মসজিদ ও মিম্বার তৈরীর পর কুতায়বা যখন শহরে প্রবেশ করেন, তাঁর সাথে চার হাজার বীর সেনা সংগী ছিলেন। তিনি মসজিদে সালাত আদায় করেন, খুত্‌বা দেন ও খাদ্য গ্রহণ করেন। তাদের মূর্তিগুলো তার সামনে উপস্থিত করা হল এবং এগুলোকে স্তুপ দেওয়া হল। একটি বিরাট প্রসাদের রূপ ধারণ করল। তারপর তিনি এগুলোকে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। তারা তখন ক্রন্দন ও বিলাপ করতে লাগল। অগ্নিপূজারী বলল, 'এগুলোর মধ্যে একটি পুরানো দেবী আছে– যে এটাকে পুড়াবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। বাদশাহ্ গাওরাক এগিয়ে আসলেন এবং এ কাজ করতে নিষেধ করলেন। আর কুতায়বাকে বললেন, আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনি এরূপ কাজ করবেন না। কুতায়বা দাঁড়ালেন ও অগ্নিশিখা হাতে নিলেন এবং বললেন, "আমার নিজের হাতে এটাকে পুড়াব। তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, তোমাদেরকে বেশী সময় দেওয়া হবে না। তারপর তিনি এটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহু আকবার বললেন ও তার উপর অগ্নিশিখা ফেলে দিলেন। তারপর তা পুড়ে গেল। তার থেকে যে স্বর্ণ পাওয়া গেল তার ওযন ছিল পঞ্চাশ হাজার মিসকাল।

বন্দিনীদের মধ্যে তিনি ইরানের শাহ ইয়াযদিগারদের বংশের একজন বাঁদী পেলেন। তিনি তাকে হাদিয়া স্বরূপ আল-ওয়ালীদের কাছে প্রেরণ করেন। তার গর্ভে জন্ম নেয় ইয়াযীদ ইব্ন আল-ওয়ালীদ। তারপর কুতায়বা সমরকন্দবাসীদের ডাকলেন এবং তাদেরকে বললেন, আমি আপনাদের সাথে যেরূপ সন্ধি করেছি তার থেকে বেশী কিছু চাই না। তবে আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের মাঝে শান্তি রক্ষার জন্যে একদল সৈন্য থাকবে, শহরের প্রশাসক গাওরাক খান সেখান থেকে স্থানান্তর হন। তখন কুতায়বা সূরায়ে নাজমের ৫০ ও ৫১ আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করেন ঃ وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادَانِ الْاُوْلَى وَثَمُوْدَ فَمَا اَبْقَى অর্থাৎ "আর এই যে, তিনিই আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও– কাউকেও তিনি বাকী রাখেননি।" এরপর কুতায়বা সেখান থেকে মারভ শহরের দিকে প্রত্যাগমন করেন এবং সমরকন্দে তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিমকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান। আর তাকে বলেন, সমরকন্দ শহরের দরজায় মাটি দ্বারা প্রচলিত মোহরকৃত হস্ত ব্যতীত মুশরিকদের কাউকে তুমি প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না। তারপর তাকে মোহরের মাটির আর্দ্রতা শুকাবার বেশী সময় পর্যন্ত অবস্থান করার অনুমতি দেবে না। আর যদি মাটির আর্দ্রতা শুকিয়ে যায় ও তুমি তাকে সেখানে দণ্ডায়মান দেখতে পাও তাহলে তাকে সেখানে হত্যা করবে। আর তাদের মধ্যে যার সাথে তুমি কোন অস্ত্র বা ছুরি দেখতে পাবে তাকে সেখানে হত্যা করবে। যখন তুমি শহরের দরযা বন্ধ করে দেবে এবং সেখানে কাউকে পাবে তাকেও হত্যা করবে। এ সম্পর্কে কা'ব আল-আশকারী বলেন, আবার কেউ কেউ বলেন, এ কবিতাটি জু'ফী বংশের কোন এক ব্যক্তির যা নিম্নরূপ ঃ

"প্রতিদিন কুতায়বা লুটের মাল জমা করছে, সম্পদের সাথে আরো নতুন সম্পদ বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। কোন কোন বাসিন্দাকে সে মুকুট পরিয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার ও ভয়াবহতার কারণে তার কালো চুলের সিঁথি সাদা হয়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের সেনাবাহিনী প্রবেশের মাধ্যমে সুগদকে কুতায়বা লাঞ্ছিত করেছে। এমনকি সুগদকে বস্ত্রহীন অবস্থায় উপবিষ্ট করে ছেড়েছে। সন্তান তার পিতাকে হারিয়ে কাঁদছে এবং পিতা তার সন্তানের জন্যে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাঁদছে। যখনই সে কোন শহরে অবতরণ করছে কিংবা কোন শহরে আগমন করছে সেই শহরের জীব-জন্তু ও জানোয়ারকে গভীর গর্তে নিপতিত করা হচ্ছে।

এ বছরেই মরক্কোর নাইব মূসা ইব্ন নুসায়র তার আযাদকৃত ক্রীতদাস তারিককে আন্দুলুস থেকে বরখাস্ত করেন। তিনি তাকে তালীতালাহ নামক শহরে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এটাকে জয় করেন এবং সেখানে সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ)-এর দস্তরখান দেখতে পান। তার মধ্যে রয়েছে স্বর্ণ, মুক্তা আরো কত কিছু। তিনি এটাকে আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে প্রেরণ করেন। যখন এ দস্তরখান তাঁর কাছে পৌঁছে, তখন তিনি মারা যান এবং তার ভাই সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক আমীরুল মু'মিনীন মনোনীত হয়েছেন। এ দস্তরখান সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এটার মধ্যে এমন এমন জিনিস রয়েছে যা মানুষকে অবাক করে দেয়। এর চেয়ে চমৎকার দৃশ্য আর কোথায়ও দেখতে পাওয়া যায় না। মূসা ইব্ন নুসায়র নিজ আযাদকৃত গোলাম তারিক ইব্ন যিয়াদের পরিবর্তে নিজের ছেলে আবদুল আযীয ইব্ন মূসা ইব্ন নুসায়রকে আমীর নিযুক্ত করেন।

এ বছরেই মূসা ইব্ন নুসায়র মরক্কোর শহরগুলোতে সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা আন্দুলুস দ্বীপের বহু শহর জয় করে। এগুলোর মধ্যে কর্ডোভা ও তানজা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তারপর মূসা নিজেই আন্দুলুসের পশ্চিমপ্রান্তে অগ্রসর হন এবং বাজাহ শহর ও শুভ্র শহরের ন্যায় অন্যান্য বড়

বড় শহর জয় করেন। বহু গ্রাম-গঞ্জ ও প্রদেশ জয় করেন। যে কোন শহরে তিনি আসতেন, জয় করা ব্যতীত ক্ষান্ত হতেন না কিংবা সেখানের বাসিন্দারা যতক্ষণ না তাঁর সাথে সন্ধি করতে রাযী হতেন। তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে সৈন্য-সামন্ত ও সারিয়াহ্ প্রেরণ করেন। তারা মরক্কোর একটি একটি শহর ও প্রদেশ করে জয় করতে থাকে। গনীমত হিসেবে সম্পদ লাভ করতে থাকেন, ছেলেমেয়ে ও মহিলাদেরকে বন্দী করতে লাগলেন। মূসা ইব্ন নুসায়র প্রচুর পরিমাণ গনীমত, সম্পদ ও অগণিত উপঢৌকন নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

এ বছরেই আফ্রিকাবাসীরা অত্যন্ত অভাব-অনটনে পতিত হয়। মূসা ইব্ন নুসায়র তাদেরকে নিয়ে পানির প্রার্থনার জন্যে ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তিনি লোকজনকে নিয়ে দু'আ করতে থাকেন। যখন তিনি মিম্বার থেকে অবতরণ করতে ইচ্ছে করেন তখন তাকে বলা হল, আমিরুল মু'মিনীনের জন্যে কি দু'আ করবেন না ? তিনি বললেন, এ জায়গায় আমিরুল মু'মিনীনের জন্যে দু'আ করার ক্ষেত্র নয়। যখন তিনি এ কথাটি বললেন, মহান আল্লাহ্ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো। তাদের অবস্থা চমৎকাররূপ ধারণ করল। তাদের দেশ শস্য শ্যামলে ভরে উঠল।

এ বছরেই উমর ইব্ন আবদুল আযীয, খুবায়ব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্নুয খুবায়রকে আল-ওয়ালীদের নির্দেশে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করেন। কঠিন ঠাণ্ডার দিনে তার মাথায় একশত মশক ঠাণ্ডা পানি ঢালেন এবং ঐদিনই তাকে মসজিদের দরযায় দণ্ডায়মান করেন। ফলে তিনি মারা যান। মহান আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। খুবায়বের মৃত্যুর পর উমর ইব্ন আবদুল আযীয অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং কোন প্রকার নিরাপত্তা বোধ করছিলেন না। যখন তাকে আখিরাতের কোন বস্তু সম্পর্কে শুভসংবাদ দেওয়া হতো তখন তিনি বলতেন, এটা আমার জন্যে কেমন করে হবে খুবায়ব তো রাস্তায় ? অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি বলতেন এটা আমার জন্যে হতো যদি খুবায়ব রাস্তায় না থাকত। তারপর তিনি সন্তানহারা মায়ের ন্যায় জোরে জোরে চীৎকার করতেন। যদি তার কোন প্রশংসা করা হতো, তখন তিনি বলতেন, খুবাইব! হায়রে খুবায়ব! যদি আমি তার থেকে পরিত্রাণ পেতাম, তাহলেই আমি ভাল থাকতাম। খুবায়বকে বেত্রাঘাত করার পর তিনি পবিত্র মদীনাতে অবস্থান করেন। তারপর তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কালাতিপাত করতে লাগলেন। ইবাদত ও কান্নাকাটিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এটা ছিল তার জীবনের একটি বড় হোঁচট কিন্তু এর মাধ্যমে তার বহু কল্যাণ সাধিত হয়। যেমন ইবাদত, কান্নাকাটি, চিন্তা-ভাবনা, ভয়ভীতি, দয়া ও ইহসান, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, আনুগত্য ও গোলাম আযাদ ইত্যাদির ন্যায় গুণাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ বছরে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের চাচাত ভাই মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম হিন্দুস্তানের দেবেল ও অন্যান্য নগর জয় করেন। হাজ্জাজ তাকে হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করার জন্য মনোনীত করেছিল। তাঁর বয়স ছিল তখন ১৭ বছর মাত্র। তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে হিন্দুস্তানের রাজা দাহিরের মুকাবিলা করেন। তার সাথে ছিল ২৭টি মনোনীত হাতী। তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। রাজা দাহিরের সৈন্যদেরকে মহান আল্লাহ্ পরাজিত করেন এবং রাজা দাহির পলায়ন করেন। যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসল, রাজা অগ্রসর হলো এবং তার সাথে ছিল বিরাট সেনাবাহিনী। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। রাজা দাহির নিহত হলো। তার সাথে যারা ছিল তারা পরাজিত হলো। মুসলমানেরা পরাজিত হিন্দুদের পিছু নিলেন এবং তারা তাদেরকে হত্যা করলেন। তারপর মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম অগ্রসর হলেন এবং কাবরাজ শহর ও তার আশপাশের ভূখণ্ড জয় করেন। তিনি গনীমত হিসেবে প্রচুর সম্পদ এবং মূল্যবান ধাতু যথা

মুক্তা ও স্বর্ণ ইত্যাদি নিয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে বনূ উমায়্যার মধ্যে জিহাদের প্রেরণা উজ্জীবিত ছিল। এছাড়া তাদের অন্য কোন পেশার দিকে মনোযোগও ছিল না। পৃথিবীর প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে, সাগরে ও নগরে ইসলামের আওয়ায সমুন্নত হলো। তারা কুফরী ও কাফিরদেরকে পর্যুদস্থ করল। মুশরিকদের অন্তর মুসলমানদের ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠল। মুসলমানগণ বিভিন্ন এলাকার যেই দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন তা জয়লাভ করে নিতেন। জিহাদেরত সৈন্যদের মধ্যে পুণ্যবান, আওলিয়া এবং প্রবীণ তাবিঈগণের উলামায়ে কিরাম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রত্যেকটি সৈন্যদলেই এ ধরনের একটি বড় জামাআত যাকত, মহান আল্লাহ্ তাদের ওসীলায় ইসলামের বিজয় দান করেন।

কুতায়বা ইব্ন মুসলিম তুর্কী শহরগুলোতে বিজয়ের ধ্বনি সমুন্নত রাখেন। তিনি শত্রু সেনাদেরকে হত্যা করছিলেন, বন্দী করছিলেন এবং তাদের থেকে প্রচুর গনীমতের মাল অর্জন করছিলেন। তিনি শহরের পর শহর জয় করছিলেন এমনকি চীনের সীমান্ত পর্যন্ত তিনি পৌঁছে যান। সেখানকার বাদশাহর কাছে তিনি দূত পাঠান। এতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বাদশাহ তার কাছে উপঢৌকন হিসেবে প্রচুর সম্পদ প্রেরণ করেন এবং অত্যন্ত ক্ষমতা ও প্রচুর সৈন্য থাকা সত্ত্বেও সদাচরণের খাতিরে তিনি দূত পাঠান। এভাবে আশেপাশের বাদশাহ্গণ তার প্রতি ভীত হয়ে কর আদায় করতে লাগলেন। যদি হাজ্জাজ বেঁচে থাকত, তাহলে চীনের শহরগুলো হতে সৈন্য প্রত্যাহার করা হত না এবং চীনের বাদশাহর সাথে মুসলমানদের সৌজন্য সাক্ষাত হতো। কিন্তু হাজ্জাজ যখন মারা যায়, তখন মুসলিম সৈন্যরা প্রত্যাবর্তন করেন।

তারপর কুতায়বা নিহত হন। সম্ভবত কোন মুসলমানই তাকে হত্যা করে। অন্যদিকে মাসলামাহ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান, আমীরুল মু'মিনীন আল-ওয়ালীদের ছেলে ও তার অন্য ভাই রোমের শহরগুলোতে বিজয়ের পতাকা সমুন্নত রেখেছিল। তারা সিরিয়ার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল এবং তারা কুস্তানতীনয়া পৌঁছে যায়। মাসলামাহ সেখানে একটি জামে 'মসজিদ তৈরী করেন, যেখানে মহান আল্লাহ্র ইবাদত করা হয়। ফ্রান্সের বাসিন্দাদের অন্তর মুসলমানদের প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। অন্যদিকে হাজ্জাজের ভাতিজা মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করছিল এবং বিভিন্ন শহর জয় করছিল।

মূসা ইব্ন নুসায়র মরক্কোর শহরগুলোতে যুদ্ধ করছিল বিভিন্ন শহর জয়লাভ করছিল, এবং মিসরীয় শহরগুলোতেও জয় অব্যাহত ছিল।

এ এলাকাগুলোর বাসিন্দাগণ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করে এবং দেব-দেবীর পূজা প্রত্যাহার করে। এর পূর্বে সাহাবায়ে কিরাম হযরত উমর (রা) ও হযরত উছমান (রা)-এর যুগে এসব এলাকায় কিছু শহর জয় করে প্রবেশাধিকার অর্জন করেন। তাই পরে মুসলমানগণ বিরাট এলাকা যেমন সিরিয়া, মিসর, ইরাক, ইয়ামান ও তুর্কীর প্রধান শহরগুলো জয় করেন। তারা 'মাওরাউন্-নাহার' ও মরক্কোর প্রধান শহরগুলো পর্যন্ত পৌঁছে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পর থেকে প্রথম শতাব্দীতে বনূ উমায়্যার খিলাফতের সমাপ্তি পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের চেতনা বিদ্যমান থাকে। আবার বনূ আব্বাসের খিলাফতকালে যেমন খলীফা মানসূর ও তার আওলাদ, খলীফা হারূনুর রশীদ ও তার আওলাদের মধ্যে জিহাদের চেতনা বিরাজমান ছিল। মাহমূদ সুবুক্তগীন ও তার সন্তান, তাদের যুগে হিন্দুস্তানের বহু শহর জয় করেন। বনূ উমায়্যা থেকে যারা মরক্কোতে পালিয়ে গিয়েছিল। তারা ফ্রান্সের ভূমিতে জিহাদের চেতনা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তারপর যখন এ সব এলাকায় জিহাদের চেতনা স্তিমিত হয়ে গেল। ঐ সব এলাকা শত্রুদের দখলে চলে গেল এবং মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়ল। তারপর যখন

ফাতিমী কর্তৃত্ব মিসর ও সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়, মুসলমানদের শক্তি হ্রাস পায়, সাহায্যকারী কমে যায়, ফ্রাঙ্গবাসীরা সিরিয়ার শহরগুলো দখল করে নেয়। এমনকি তারা বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা বনূ আয়্যুবকে নূরুদ্দীনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারা শত্রুদের থেকে তা ফেরত নেন এবং তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। মহান আল্লাহ্‌র জন্যেই সমস্ত প্রশংসা। এসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা যথাস্থানে করা হবে।

এ বছরেই আল-ওয়ালীদ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে মদীনার আমীরের পদ থেকে বরখাস্ত করেন। তার কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয আল-ওয়ালীদের কাছে পত্র লিখে ইরাকের বাসিন্দাদের প্রতি হাজ্জাজের অত্যাচার ও অবিচার সম্পর্কে অবগত করেন। এ পত্র সম্বন্ধে হাজ্জাজ অবগত হয়ে আল-ওয়ালীদের কাছে পত্র লিখেন ও বলেন ঃ নিশ্চয়ই উমর পবিত্র মক্কা ও মদীনার শাসন সম্পর্কে অত্যন্ত দুর্বল। তাই পবিত্র মক্কা ও মদীনায় শক্তিশালী শাসক প্রেরণ করুন যিনি খুব সুসংহতভাবে হারামায়নের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। আল-ওয়ালীদ পবিত্র মদীনায় উছমান ইব্‌ন হায়্যান এবং পবিত্র মক্কায় খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-কাসরীকে শাসক নিযুক্ত করেন। মোটকথা, হাজ্জাজ তাকে যে পরামর্শ দিলেন তিনি তা করলেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয শাওয়াল মাসে পবিত্র মদীনা থেকে বের হয়ে যান এবং সাবীদায় অবতরণ করেন। উছমান ইব্‌ন হায়্যান এ বছরেই শাওয়ালের দুদিন বাকী থাকতে পবিত্র মদীনায় আগমন করেন। এ বছরেই আবদুল আযীয ইব্‌ন আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। এ বছরে যেসব ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ঃ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)। তাঁর পূর্ণ নাম আবূ হামযা আনাস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আন নযর ইব্‌ন যামযাম ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন জুনদুব ইব্‌ন আমির ইব্‌ন গানম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাজ্জার আল-আনসারী আন-নাজ্জারী। কেউ কেউ বলেন, তাঁর কুনিয়ত ছিল আবূ সামাকাহ। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাদিম ও সাথী। তাঁর মায়ের নাম উম্মে হারাম মুলায়কাহ বিনতে মিলহান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম। আবূ তালহা, যায়দ ইব্‌ন সাহল আল-আনসারীর স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রসমূহের সংবাদ দেন। তিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা), উমর (রা), উছমান (রা), ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও অন্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাবিঈদের অনেকেই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

আনাস (রা) বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করেন, তখন আমার বয়স ছিল ১০ বছর। তিনি যখন ইন্তিকাল করেন তখন আমার বয়স ২০ বছর। মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল্ আনসারী আপন পিতার মাধ্যমে সামাসাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন ? তিনি বলেন, তোমার মাতা তোমার জন্যে ক্রন্দন করুক, আমি বদর যুদ্ধ থেকে কেমন করে অনুপস্থিত থাকতে পারি ? আল-আনসারী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমত করা অবস্থায় বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, "উস্তাদ আল-হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল মাদানী বলেন ঃ মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারিগণের গুণ-গরিমা ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত বিবরণ দানকারীদের কেউ এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেননি। এটা স্পষ্ট যে, তিনি এর পরের যুদ্ধগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

এটা প্রমাণিত যে, তাঁর মাতা তাকে নিয়ে অন্য এক বর্ণনায় তার চাচা, মায়ের স্বামী আবূ তাল্হা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এর নাম আনাস, বুদ্ধিমান, আপনার খিদমত করবে। তিনি তাকে এ কাজের জন্য দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে গ্রহণ করেন। তাঁর মা তাঁর জন্যে দু'আ করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরোধ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন, اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ। হে আল্লাহ্! তার সম্পদ বৃদ্ধি করুন, তাঁর আওলাদ বৃদ্ধি করুন এবং জান্নাতে তাকে দাখিল করুন।

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে একটি খেজুর গাছ দান করেছিলেন। তার থেকে আমি ফল সংগ্রহ করতাম। হযরত আবূ বকর (রা) এরপরে হযরত উমর (রা) তাকে বাহরায়ন প্রদেশের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন এবং উত্তম সেবার জন্যে তাকে তারা ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর তিনি বসরায় বসবাস করেন। সেখানে তার চারটি বাড়ী ছিল। হাজ্জাজ তাকে কষ্ট দিয়েছিল। আর এটা ঘটেছিল ইব্ন আশআছের সমস্যার সময়। হাজ্জাজ ধারণা করেছিল, এ ব্যাপারে আনাস (রা)-এর হাত রয়েছে এবং এ ব্যাপারে তিনি ফাতওয়া প্রদান করেছেন। হাজ্জাজ তাঁর গর্দানে মোহর মেরেছিল। এটা ছিল হাজ্জাজের ধৃষ্টতা। আনাস (রা) খলীফা আবদুল মালিকের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এ ব্যাপারে পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। হাজ্জাজের কাছে আবদুল মালিক কঠোর ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। ফলে হাজ্জাজ ভীত হয়েছিল এবং আনাস (রা)-এর সাথে সন্ধি করেছিল। খলীফা আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের আমলে হযরত আনাস (রা) প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে তাঁর দরবারে এসেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ৯২ হিজরীতে এ ঘটনা ঘটেছিল। তিনি দামেস্কের জামে মসজিদ তৈরী করছিলেন। মাকহুল (র) বলেন, আমি দামেস্কের মসজিদে হযরত আনাস (রা)-কে হাটতে দেখেছি। তিনি বলেন, আমি তার কাছে গেলাম এবং জানাযার সালাতের পর উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এরপর কোন উযূ করতে হবে না। আল-আওযায়ী (র) বলেন ঃ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল মুহাজির আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আল ওয়ালীদের কাছে আনাস (রা) আগমন করেন। তাকে আল-ওয়ালীদ বলেন, কিয়ামত সম্পর্কে তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিছু বলতে শুনেছ ? তিনি বললেন "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, তোমরা ও কিয়ামতের মাঝে এ দুই আঙ্গুলের মত ফারাক।" আবদুর রাজ্জাক ইব্ন উমর, ইসমাঈল হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আনাস (রা) ৯২ হিজরীতে আল-ওয়ালীদের দরবারে এসেছিলেন। হযরত আনাস (রা) ও তা উল্লেখ করেছিলেন। ইমাম আয-যুহরী (র) বলেন, "আমি দামেস্কে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কাঁদছিলেন। আমি বললাম, আপনি কেন কাঁদছেন ? তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও তাঁর সাহাবীগণ যে রূপ সালাত (সময়মত) আদায় করতেন সেই সালাতের সাথে তোমাদের এ সালাতের কোন মিল আমি পাই না। দেরীতে সালাত আদায় করার অভ্যাস তোমরা গড়ে তুলেছ। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানার সালাত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ বনূ উমাইয়ার খলীফারা সম্ভাব্য শেষ সময় পর্যন্ত সালাতকে বিলম্ব করে আদায় করতেন। হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) ব্যতীত তারা সকলেই সব সময় বিলম্বে সালাত আদায় করতেন।

আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) আবদুর রায্যাক হতে, এবং তিনি জা'ফর ইব্ন সুলায়মান ও সাবিতের মাধ্যমে হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমার মাতা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করেন। আমি তখন ছিলাম সবেমাত্র একজন বালক। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আনাস আপনার একজন নগণ্য খাদিম। তার জন্যে আপনি মেহেরবানী করে দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ "হে আল্লাহ্! তার মাল ও আওলাদ বৃদ্ধি করুন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করুন।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখলাম, তার গাছে বছরে দুইবার ফল দেয়, আমি তিনবারের আশা করতে লাগলাম। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ। আমার সম্পদ অনেক। এমনকি আমার খেজুর গাছ ও আংগুর গাছ বছরে দুইবার ফল প্রদান করে। আমার সন্তান ও সন্তানকে তারা প্রায় একশতের ন্যায় গণনা করেছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমার ঔরসের সন্তান একশত ছয়জন। এ হাদীসটির বর্ণনার বহু প্রক্রিয়া বিদ্যমান। আর বাক্যগুলোও খুব ছড়ানো ও ছিটানো। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আনাস (রা) বলেন, আমার মেয়ে আমিনা সংবাদ পরিবেশন করেছে যে, হাজ্জাজের আগমন পর্যন্ত আমার ঔরশে যেসব সন্তান দাফন করা হয়েছে তাদের সংখ্যা একশত বিশ। আল-হাফিয ইব্ন আসাকির হযরত আনাস (রা)-এর জীবনীতে এ হাদীসটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ও সনদে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ فِى اَوَاخِرِ السِّيْرَةِ নামক কিতাবে আমি এটার কিছু অংশ তুলে ধরেছি।

একদিন ছাবিত (র) হযরত আনাস (রা)-কে বলেন, তোমার হাত কি কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতের তালুতে স্পর্শ করেছিল ? তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। তিনি বললেন, 'তোমার হাতটি আমার কাছে দাও, তাহলে আমি এটাকে চুম্বন করব। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীমের মাধ্যমে আল-মুছান্না ইব্ন সাঈদ আয-যিরা' হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি আনাস ইব্ন মালিককে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, এমন কোন রাত ছিল না, যে রাতে আমি আমার হাবীব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখি নাই। এ কথার পর তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, আবূ নুআয়ম ও ইউনুস ইব্ন আবূ ইসহাকের মাধ্যমে আল-মিনহাল ইব্ন আমর হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ হযরত আনাস (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জুতা ও উযূর পাত্র বহনকারী। আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ আল-হাকাম ইব্ন আতিয়াহ, ছাবিতের মাধ্যমে হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমি আশা করছি যে, যখন আমি কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করব, তখন আমি তাঁকে বলব, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার নগণ্য খাদিম।"

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনুস.... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিয়ামতের দিন আমার জন্যে সুপারিশ করার অনুরোধ জ্ঞাপন করলাম, তিনি বললেন, আমি তোমার জন্যে সুপারিশ করব। আমি বললাম, "হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! কিয়ামতের দিন আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করব ?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যখন তুমি খোঁজ করার ইচ্ছে করবে, তখন তুমি আমাকে সিরাত বা পুলসিরাতের নিকট খোঁজ করবে। আমি বললাম, যদি সেখানে আমি আপনার সাক্ষাত না পাই, তাহলে কোথায় আমি আপনাকে খোঁজ করব ? তিনি বললেন, তুমি আমাকে মীযানের (দাঁড়িপাল্লা) কাছে খোঁজ করবে। আমি বললাম, যদি আপনাকে আমি মীযানের কাছে না পাই ? তিনি

বললেন, তাহলে আমি হাওযের কাছে অর্থাৎ হাওযে কাওছারের নিকট থাকব। কিয়ামতের দিন এ তিনটি জায়গার যে কোন একটিতে আমি থাকতে ভুলব না।" ইমাম তিরমিযী (র) ও অন্যগণ হারব ইব্ন মায়মুন থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এ হাদীস হাসান বা উত্তম এবং গারীব বা কোন এক পর্যায়ে বর্ণনাকারীর সংখ্যা মাত্র একজন। বর্ণনার এই ধারা ব্যতীত অন্য কোন ধারায় হাদীস প্রসিদ্ধ নয়।

আল্লামা শু'বা, ছাবিত (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, "আমি কারোর সালাত, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সালাতের সাথে ইব্ন উম্মে সুলায়ম অর্থাৎ আনাস ইব্ন মালিকের সালাতের চেয়ে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখতে পাইনি।'

ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ হযরত আনাস (রা) ছিলেন মুকীম ও ভ্রমণ অবস্থায় সালাতের ব্যাপারে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন ঃ আমার থেকে সালাত শিখে নাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে সালাত শিখেছি। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিখেছেন আল্লাহ্ তা'আলা হতে। বর্তমানে আমার চেয়ে অধিক বিশ্বস্থ আর তুমি কাউকে পাবে না। মু'তামার ইব্ন সুলায়মান, তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, "আমি ব্যতীত দুই কিবলার দিকে সালাত আদায়কারী বর্তমানে আর কেউ দুনিয়াতে বাকী নেই। "মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেন, "আফফান আমাকে আবূ জানাব নামী এক ওস্তাদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আল-হারীরীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "একদিন আনাস (রা)-কে "যাতে ইরক" নামক জায়গা থেকে হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধতে দেখেছি। কিন্তু, হালাল হওয়া পর্যন্ত তাকে মহান আল্লাহ্র যিকির ব্যতীত কোন কথা বলতে শুনি নাই। তিনি আমাকে বললেন, "হে ভাতিজা! এভাবে ইহরাম বাঁধতে হয়।"

সালিহ্ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ বলেন, এক জুমুআর দিন হযরত আনাস (রা) আমাদের কাছে গমন করেন। আর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন এক স্ত্রীর ঘরে কথা বলছিলাম। তিনি তখন আমাদেরকে বললেন, 'থামুন'। তারপর সালাত কায়েম করা হলো। তিনি বললেন, আমি ভয় করছি যে, থামুন কথার দ্বারা আমি তো আমার জুমুআর সালাত বাতিল করে দেইনি।

ইব্ন আবূদ্-দুনিয়া বলেন, বাশার ইব্ন মূসা আল-খাফাফ, জা'ফর ইব্ন সুলায়মানের মাধ্যমে ছাবিত হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আনাস (রা)-এর সাথে ছিলাম। তখন নিরাপত্তা মহিলা কর্মী এসে বলল, হে আবূ হামযা! পৃথিবী তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আনাস (রা) এ কথা শুনে উঠে পড়লেন, উযূ করলেন এবং মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি দুই রাকাআত সালাত আদায় করলেন। তারপর দু'আ করলেন। আকাশে মেঘ ভারী হতে দেখলাম। তারপর প্রচুর বৃষ্টি হলো এবং আমাদের মনে হতে লাগল, সব কিছু যেন বৃষ্টির পানিতে ভরে গেছে। যখন বৃষ্টি থামল, তখন হযরত আনাস (রা) তাঁর পরিবারের একজনকে প্রেরণ করেন এবং বলেন, দেখত বৃষ্টি আকাশের কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে ? তিনি দেখলেন এবং বললেন, পৃথিবীর সামান্য অংশে বৃষ্টিপাত হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ মুআয ইব্ন আওনের মাধ্যমে মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আনাস (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেতেন এবং হাদীস বর্ণনার শেষে বলতেন أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صلعم অর্থাৎ কিংবা যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন।

আল-আনসারী, ইব্ন আওফের মাধ্যমে মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন কোন এক আমীর আনাস (রা)-এর কাছে গনীমতের কিছু সম্পদ প্রেরণ করেন। তখন তিনি বললেন, এটা কি খুমুসের অন্তর্ভুক্ত। প্রেরিত ব্যক্তি বললেন, 'না' তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন না।

আন-নযর ইব্ন শাদ্দাদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার হযরত আনাস (রা) পীড়িত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁকে বলা হলো, আপনার জন্যে কি আমরা একজন চিকিৎসক ডেকে আনব না ? তিনি বললেন, চিকিৎসকই তো আমাকে পীড়িত করেছেন।

হাম্বল ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবূ আবদুল্লাহ্ আর-রুকাশী, জা'ফর ইব্ন সুলায়মানের মাধ্যমে আলী ইব্ন ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমি হাজ্জাজের সাথে একবার রাজপ্রাসাদে ছিলাম। সে বেশ কিছুদিন ধরে ইবনুল আশআছের সম্পর্কে জনগণের অভিযোগ শ্রবণ করছিলেন। তারপর আনাস ইব্ন মালিক (রা) আগমন করলেন। তখন হাজ্জাজ বলল, "হে খাবীস! বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী, একবার আলীর পক্ষ অবলম্বন, আরেকবার আবদুল্লাহ্ ইবনুয-যুবায়রের পক্ষ অবলম্বন, আরেকবার ইবনুল আশআছের পক্ষ অবলম্বন। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে হাজ্জাজের প্রাণ, আমি তোমাকে উচ্ছেদ করব যেমনভাবে গাছের আঠা জমাবার জন্যে আঠা উচ্ছেদ করে সংগ্রহ করা হয়। আমি তোমার শরীরের চামড়া এমনভাবে উঠিয়ে নেব যেমনভাবে গুই সাপের চামড়া উঠানো হয়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ হযরত আনাস (রা) বলছিলেন, হে আমীর! এর থেকে আমি মুক্ত। হাজ্জাজ বলল, আমাকে সাহায্য করা থেকে তুমি দূরে থাক। আল্লাহ্ তোমাকে বধির করুন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আনাস (রা) 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন' পড়লেন। হাজ্জাজ অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হযরত আনাস (রা) বের হয়ে পড়লেন। আমরা তার পিছনে পিছনে প্রশস্ত জায়গায় বের হয়ে আসলাম। তখন তিনি বললেন, যদি আমার সন্তানদের কথা চিন্তায় না আসত, অন্য বর্ণনায় আছে, যদি আমার ছোট ছোট সন্তানদের কথা চিন্তায় না আসত এবং তাদের উপর তার অত্যাচারের কথা ধারণায় না আসত, তাহলে আমি কিভাবে নিহত হব তার কোন চিন্তাই আমি করতাম না। আর আমি এখানে তার সাথে এমনভাবে কথা বলতাম সে যেন কোনদিন এরপর আমাকে হালকা মনে না করতে পারে।

আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ উল্লেখ করেন যে, একদিন আনাস (রা) খলীফা আবদুল মালিকের কাছে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে বলেন, আল্লাহ্র শপথ, যদি ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা কাউকে তাদের নবীর খিদমত করতে দেখত তারা নিশ্চয়ই তার সম্মান করত। আর আমি দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমত করেছি। আবদুল মালিক হাজ্জাজের কাছে কঠোর ভাষায় পত্র লিখলেন এবং পত্রের শেষে লিখলেন, আমার এ পত্রটি তোমার কাছে পৌঁছার পর তুমি আবূ হামযার নিকট গমন করবে, তাকে সন্তুষ্ট করবে এবং তাঁর হাত-পা চুম্বন করবে। অন্যথায় আমার তরফ থেকে তোমার কাছে এমন শাস্তি পৌঁছবে যার তুমি যোগ্য। আবদুল মালিকের কঠোর ভাষার পত্র যখন হাজ্জাজের কাছে পৌঁছল, তখন সে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে তাঁর কাছে যাবার মনস্থ করল। কিন্তু, যে ব্যক্তি পত্রটি নিয়ে এসেছিল, সে তাকে আনাস (রা)-এর নিকট না যেতে ইঙ্গিত করল এবং হযরত আনাস (রা)-কে হাজ্জাজের কাছে সন্ধি করার জন্যে যেতে ইঙ্গিত করল। যে ব্যক্তি পত্রটি বহন করেছিল তার নাম ছিল ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল মুহাজির। সে ছিল হাজ্জাজের বন্ধু। তারপর হাজ্জাজের কাছে হযরত আনাস (রা) আগমন করলেন। তখন হাজ্জাজ বসা থেকে উঠে হযরত আনাস (রা)-এর সাথে

মুলাকাত করেন এবং বলেন, "আমার ও আপনার উদাহরণ হলো উত্তম প্রতিবেশীর ন্যায়, উভয়ে একে অন্যের অনুগত থাকব। এ নিয়ে যেন আমাদের মধ্যে আর কোন প্রকার কথা না উঠে।"

ইব্ন কুতায়বা বলেন ঃ হাজ্জাজ আনাস (রা)-কে মন্দ কথা বলার পর আবদুল মালিক হাজ্জাজের কাছে পত্র লিখেন ঃ

يَا ابْنَ الْمُسْتَفْرِمَةِ عَجَبَ الزَّبِيْبِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَرْكُلَكَ رَكْلَةً تَهْوِى بِهَا اِلَى نَارِ جَهَنَّمَ قَاتَلَكَ اللّٰهُ اُخَيْفَشُ الْعَيْنَيْنِ اُفَيْتَلُ الرِّجْلَيْنِ اَسْوَدُ الْعَاجِزَيْنِ ـ

অর্থাৎ যার স্ত্রী-অঙ্গ সঙ্গমের সময় সংকুচিত হয়ে যায় তার সন্তান! তোমাকে আমি এমন এক লাথি দেবার ইচ্ছে পোষণ করি যার মাধ্যমে তুমি জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হবে, তুমি ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন দুই চোখের অধিকারী, বাঁকা দুই পাওয়ালা ও দুইটি কালো নিতম্বের ধারক! তোমাকে আল্লাহ্ ধ্বংস করুন।"

আহমদ ইব্ন সালিহ্ আল-আজালী বলেন ঃ কোন সাহাবী তাঁর কোন ত্রুটির কথা বলেননি, শুধু তার দুটো পা বাঁকা ছিল তাতে ছিল কুষ্ঠরোগ। আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর গায়ে ছিল সাদা সাদা দাগ।

আল হুমায়দী... আবূ জা'ফর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি আনাস (রা)-কে বড় বড় লুকমাহ্ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করতে দেখেছি। আর তার গায়ের মধ্যে বহু সাদা সাদা দাগ দেখতে পেয়েছি।

আবূ ইয়ালা বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুআয ইব্ন ইয়াযীদ, আয়্যুব হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ সিয়াম পালন করার ফলে আনাস (রা) দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তারপর তিনি খাদ্য প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন এবং ত্রিশজন মিসকীনকে দাওয়াত করলেন ও তাদেরকে খাদ্য খেতে দিলেন। এ হাদীস ইমাম বুখারী সনদবিহীন তা'লীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তা সনদযুক্ত হাদীসের ন্যায় মুহাদ্দিসীনের কাছে গ্রহণযোগ্য।

শু'বা, মূসা আস-সুন্বুলাবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আনাস (রা)-কে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবিত সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ সাহাবী ? তিনি বললেন, মরুবাসীদের অনেকেই জীবিত আছেন। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে আমিই জীবিত সর্বশেষ সাহাবী। তিনি যখন পীড়িত তখন তাকে বলা হয়েছিল, আপনার জন্যে কি একজন চিকিৎসক ডেকে আনব না ? তিনি বলেন ঃ চিকিৎসকই আমাকে পীড়িত করেছেন। তিনি আরো বলতেন ঃ আমাকে মৃত্যুর সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর তালকীন দেবে। তখন তিনি ছিলেন মৃত্যু শয্যায়। এ কথা বলতে বলতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর কাছে ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেওয়া একটি ছোট যষ্টি। তাঁর আদেশ মুতাবিক তার সাথে এটাকেও দাফন করা হয়েছিল। উমর ইব্ন শাব্বাহ ও অন্যরা বলেন, আনাস (রা) যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল একশত সাত বছর। ইমাম আহমদ তাঁর মাসনাদ নামক কিতাবে বলেন ঃ মুতামির ইব্ন সুলায়মান, হুমাইদ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আনাস (রা) ৯৪ বছর জীবিত ছিলেন। আল্লামা আল ওয়াকিদী বলেন ঃ বসরা শহরে তিনি সর্বশেষ সাহাবী হিসেবে ইন্তিকাল করেন। অনুরূপ বলেছেন আলী ইবনুল মাদায়নী এবং আল-ফাল্লাস ও অন্যগণ। তাঁর ইন্তিকালের বছর নিয়ে ঐতিহাসিকগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ৯০ হিজরী কেউ কেউ বলেন, ৯১ হিজরী। আবার কেউ কেউ বলেন, ৯২ হিজরী। আবার কেউ কেউ বলেন, ৯৩ হিজরী এবং এটাই প্রসিদ্ধ। জমহুর উলামা এ অভিমত পেশ করেছেন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আবূ নুআয়ম (র) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আনাস ইব্ন মালিক ও জাবির ইব্ন যায়দ ৯৩ হিজরীর একই জুমুআয় ইন্তিকাল করেন। কাতাদা (র) বলেন ঃ যখন আনাস (রা) ইন্তিকাল করেন তখন মুয়াররাক আল-আজালী বলেন ঃ আজ অর্ধেক ইলম চলে গেল। তাকে বলা হলো, কেমন করে ? হে আবুল মু'তামির! তিনি বলেন ঃ প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তিবর্গ যখন হাদীস সম্পর্কে আমাদের বিরোধিতা করত তখন আমরা তাদেরকে বলতাম, তোমরা আস, এমন এক ব্যক্তির কাছে যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে খোদ শ্রবণ করেছেন।

উমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবীআ

তার পূর্ণ নাম উমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবীআ ইবনুল মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি। কথিত আছে যে, যেদিন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ইনতিকাল করেন, সেদিন সে জন্মগ্রহণ করে। আর যেদিন উছমান (রা) শহীদ হন সেদিন তার খাতনা করা হয়। যেদিন হযরত আলী (রা) শহীদ হন, সেদিন সে বিয়ে করে। সে উচ্চাংগের সুরুচিসম্পন্ন প্রেমের কবিতা রচনা করত। সে একজন মহিলা সম্পর্কে প্রেমের কবিতা রচনা করত যার নাম ছিল ছুরায়্যা বিন্ত আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-উমুবিয়াহ। আর তাকে বিয়ে করেছিল সুহায়ল ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ আয্-যুহরী। এ সম্পর্কে উমর ইব্ন আবু রাবীআ বলেন ঃ হে ছুরায়্যাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধকারী সুহায়ল! তোমাকে আল্লাহ্ দীর্ঘ আয়ু দান করুন। কেমন করে তোমরা একে অন্যের সাথে অবাধে মিশবে। ছুরায়্যা যখন স্বয়ংসম্পূর্ণা হবে, তখন সে হবে শামী (সিরিয়ার অধিবাসী) আর সুহায়ল যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, তখন সে হবে ইয়ামানী (ইয়ামানের অধিবাসী)।

উমরের সাম্প্রতিক কবিতাগুলো থেকে নীচের কবিতাগুলো ইব্ন খাল্লিকান উপস্থাপন করেছেন ঃ বিনিদ্রিতকে কষ্ট দেওয়ার পর হে উত্তপ্ত প্রেমিক সাক্ষাতের জন্যে এগিয়ে আস। ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকার দূর হওয়ার পর দিনে সাক্ষাত করার আশায় তুমি নিদ্রাহীন তারকার ন্যায় বিনিদ্রিত রজনী যাপন করছ। তুমি বলছ আমাদের অবস্থা দেখ, আমরা হাল্কা হয়ে গিয়েছি। এর পূর্বে তো আমরা শ্রবণকারী ও দ্রষ্টা ছিলাম। জবাবে সে বলল, "আমরা এমনি আছি যেমনি তুমি আশা করতে, তবে অলংকারই তার ধারককে বিবস্ত্র থাকতে প্ররোচিত করেছে।"

বিলাল ইব্ন আবুদ দারদা

তিনি দামেশ্কের আমীর নিযুক্ত হন। তারপর তিনি সেখানের কাযী নিযুক্ত হন। তারপর তাকে আবদুল মালিক বরখাস্ত করেন এবং আবূ ইদরীস আল-খাওলানীকে নিযুক্ত করেন। বিলাল ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী, অত্যন্ত ইবাদতগুযার। প্রকাশ থাকে যে, বাবুস সাগীরে যে কবরটি অবস্থিত এবং কবরে বিলাল নামে পরিচিত, এটা বিলাল ইব্ন আবুদ দারদার কবর। এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুআয্যিন হযরত বিলাল ইব্ন হামামাহর কবর নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুআয্যিন হযরত বিলাল (রা)-কে দারায়্যায় দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

বিশর ইব্ন সাঈদ

তিনি ছিলেন আল-মুযানী। তিনি একজন সরদার, ইবাদতগুযার ও ফকীহ ছিলেন। তিনি সংসারত্যাগী, প্রসিদ্ধ পরহেযগার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মদীনায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

যুরারাহ্ ইব্ন আওফা

তার পূর্ণ নাম যুরারাহ ইব্ন আওফা ইব্ন হাজিব আল-আমিরী। তিনি ছিলেন বসরার কাযী। তিনি বসরাবাসী বড় বড় বিদ্বান ও নেক্কার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা অনেক। একদিন সালাতে ফজরে তিনি সূরায়ে আল মুদ্দাছ্ছির তিলাওয়াত করেন। যখন তিনি فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ অর্থাৎ "যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন হবে এক সংকটের দিন।" এ আয়াতে পৌঁছেন, তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তিনি বসরায় ইনতিকাল করেন এবং তাঁর বয়স হয়ে ছিল প্রায় ৭০ বৎসর।

খুবায়ব ইব্ন আবদুল্লাহ্

তাঁর পূর্ণ নাম খুবায়ব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয-যুবায়র। আল-ওয়ালীদের নির্দেশে উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাকে বেত্রাঘাত করেন। ফলে, তিনি ইন্তিকাল করেন। কিছুদিন পরে উমর বরখাস্ত হন। তাকে প্রহার করার জন্যে তিনি আফসোস করতেন ও মহান আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করতেন। তিনি পবিত্র মদীনায় ইন্তিকাল করেন।

হাফ্স ইব্ন আসিম

তার পূর্ণ নাম হাফ্স ইব্ন আসিম ইব্ন উমর ইবনুল খাত্তাব আল-মাদানী। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনেক। তিনি সৎ ও যোগ্য বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি পবিত্র মদীনায় ইন্তিকাল করেন।

সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান

তার পূর্ণ নাম সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ইতাব ইব্ন উসায়দ আল উমাবী। তিনি বসরার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন। তিনি ছিলেন দানশীল ও প্রশংসিত ব্যক্তি। বদান্যতায় চিহ্নিত ব্যক্তিদের অন্যতম। কথিত আছে যে, তিনি এক কবিকে ত্রিশ হাজার মুদ্রা দান করেছিলেন।

ফারওয়াহ ইব্ন মুজাহিদ

কথিত আছে যে, তিনি আবদাল (ওলী আল্লাহ্গণের বিশেষ এক শ্রেণী)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একবার তিনি বন্দী হন। তিনি ছিলেন একটি যুদ্ধে। তাঁর সাথে ছিল একটি দল। তাদের কাছে সেখানের বাদশাহ্ আগমন করলেন এবং তাদেরকে একটি জায়গায় আটক ও বন্দী রাখার জন্যে হুকুম দিলেন। রাত ভোর হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর অত্যাচার করতে নির্দেশ দিলেন। ভোর হওয়ার পর তাদের ক্ষেত্রে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন। ফারওয়াহ তাদেরকে বললেন ঃ আমাদের শহরে আমাদের ফিরে যাওয়া সম্পর্কে তোমাদের কি কোন আপত্তি আছে? তারা বলল, তুমি তো দেখছ, আমাদের এ ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। তিনি তখন তাদের হাতে অবস্থিত শিকলগুলোর উপর হাতে স্পর্শ করলেন। অমনি শিকলগুলো তাদের হাত থেকে উধাও হয়ে গেল। তারপর তিনি কারাগারের দরযায় আগমন করলেন। তা নিজের হাতে স্পর্শ করলেন অমনি দরযাটি খুলে গেল। তারা এ দরযা দিয়ে বের হয়ে পড়লেন এবং চলে আসলেন। শহরে পৌঁছার পূর্বেই তারা মুসলিম বাহিনীতে মিলিত হয়ে গেলেন।

আবূ শা'ছা জাবির ইব্ন যায়দ

তিনি তিনটি কাজে সরকারী রাজস্ব আদায় করতেন না। পবিত্র মক্কায় সফরকালে, আযাদ করার জন্যে গোলাম খরিদ করার সময় এবং কুরবানীর পশু খরিদকালে। তিনি আরো বলতেন,

যে বস্তু দ্বারা মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা হয় এটাতে কোন প্রকার রাজস্ব আদায় করবে না। ইব্ন সীরীন (র) বলেন, দীনার ও দিরহামের ক্ষেত্রে আবূ শা'ছা ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম। তার সম্বন্ধে নিম্নবর্ণিত কবিতাটি প্রসিদ্ধ ঃ

'আমি তাকে দেখেছি; তাকে অন্য কেউ ধারণা করো না ; তার কাছে দিরহাম হলো পরহেযগারীর বস্তু। যখন তুমি তা ব্যয় করার ক্ষমতা রাখ। তারপর তুমি তা ছেড়ে দিলে অর্থাৎ ব্যয় করলে না, তাহলে জেনে রেখো তোমার ব্যয় না করার পরহেযগারীই একজন খাঁটি মুসলিমের পরহেযগারী।'

আবূ শা'ছা বলেন ঃ ইয়াতীম এবং মিসকীনের জন্যে এক দিরহাম সাদকা করা ইসলামের দৃষ্টিতে হজ্জের পর হজ্জ করার চেয়ে আমার কাছে বেশী প্রিয়। আবূ শা'ছা শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বসরায় ফাতওয়া প্রদান করতেন। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর ন্যায় কোন সাহাবীকে বসরার বাসিন্দারা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন। তোমরা আমাকে কেমন করে এ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করছ অথচ তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আবূ শা'ছা ?

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাকে বলেন ঃ হে ইব্ন যায়দ! আপনি বসরার ফকীহগণের অন্তর্ভুক্ত। আপনিই অদূর ভবিষ্যতে ফাতওয়া প্রদান করবেন। কাজেই আপনি সত্যের প্রবক্তা হিসেবে পবিত্র কুরআন কিংবা পূর্বের সুন্নাতের ভিত্তিতে ফাতওয়া দান করুন। আপনি যদি এ ছাড়া অন্য কাজ করেন তাহলে আপনি নিজে ধ্বংস হবেন এবং অন্যকেও ধ্বংস করবেন।

আমর ইব্ন দীনার বলেন ঃ ফাতওয়া প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে জাবির ইব্ন যায়দ হতে অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখতে পাইনি।

ইয়াস ইব্ন মুআবিয়া বলেন ঃ আমি বসরাবাসিগণকে এমন অবস্থায় পেয়েছি যে, তাদের মুফতী ছিলেন উমানের বাসিন্দা আল্লামা জাবির ইব্ন যায়দ। যেদিন জাবির ইব্ন যায়দকে দাফন করা হল সেদিন আল্লামা কাতাদা বলেন ঃ আজকের দিনে দুনিয়াবাসীদের সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত লোককে দাফন করা হল।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ আমর ইব্ন দীনার হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আল-হাকাম ইব্ন আয়্যুব কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে কাযীরূপে প্রেরণ করেন। আমি তাদের মধ্যে একজন। এ ব্যাপারে যদি আমি কখনও কোন সমস্যার সম্মুখীন হতাম, সওয়ার হতাম ও তার কাছে দৌড়িয়ে যেতাম।

আবূস-শা'ছা বলতেন ঃ পুণ্যের কার্যগুলোর প্রতি আমি লক্ষ্য করলাম, দেখলাম যে সালাত শরীরকে কষ্ট দেয়। কিন্তু, সম্পদকে স্পর্শ করে না। সিয়াম সাধনাও অনুরূপ। কিন্তু, হজ্জ সম্পদ ও শরীর উভয়টাকে শ্রম দিতে বাধ্য করে। তাই আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, এগুলোর মধ্যে হজ্জই অধিক মর্যাদার অধিকারী। একদিন তিনি একটি বাগান থেকে এক মুষ্টি মাটি নিলেন। যখন ভোর হলো তখন তিনি তা বাগানে নিক্ষেপ করলেন আর বাগানটি ছিল অন্য এক সম্প্রদায়ের। তারা তখন বলতে লাগল, যদি তিনি যখনই এখান দিয়ে গমন করেন, এরূপ এক মুষ্টি মাটি নিয়ে নিতেন, তাহলে বাগানের আর কিছুই বাকী থাকত না।

আবূস শা'ছা বলতেন, যখন তুমি জুমুআর দিন মসজিদে আসবে, দরযায় দাঁড়িয়ে পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى الْيَوْمَ اَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ اِلَيْكَ وَاَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ اِلَيْكَ وَاَنْجَحَ مَنْ دَعَاكَ وَرَغِبَ اِلَيْكَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! অদ্য যারা তোমার প্রতি মনোযোগী হবে, তাদের মধ্যে আমাকে অধিক মনোযোগী কর, যারা তোমার নৈকট্য লাভ করবে, তাদের মধ্যে আমাকে অধিক নৈকট্য অর্জনকারী কর, আর যারা তোমাকে ডাকবে ও তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে, তাদের মধ্যে আমাকে অধিক সফলকাম কর।"

সায়্যার বলেন ঃ হাম্মাদ ইব্ন যায়দ, আল-হাজ্জাজ ইব্ন আবূ উয়ায়নাহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ জাবির ইব্ন যায়দ আমাদের সালাত আদায়ের জায়গায় আসতেন। তিনি একদিন আমাদের কাছে আগমন করলেন। আর তার পায়ে ছিল একজোড়া পুরানো জুতা। তিনি বললেন, আমার আয়ুর ষাট বছর চলে গেল আমার এ জুতাগুলো আমার কাছে অন্যগুলোর চেয়ে অধিক প্রিয়। তবে হ্যাঁ, যদি পূর্বে আমি কোন কল্যাণ আঞ্জাম দিয়ে থাকি তা ভিন্ন কথা। সালিহ্ আদ-দিহান বলেন ঃ জাবির ইব্ন যায়দের হাতে যদি কোন সন্দেহজনক কিংবা অচল মুদ্রা এসে যেত তিনি তা ধ্বংস করে ফেলে দিতেন যাতে অন্য কোন মুসলিম প্রতারিত না হন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন ঃ মালিক ইব্ন দীনার হতে আবূ আবদুস সামাদ আল-আমী আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদিন জাবির ইব্ন যায়দ আমার ঘরে প্রবেশ করেন, তখন আমি কুরআন শরীফ কাগজে লিখছিলাম। আমি তাকে বললাম, "হে আবূ শা'ছা! আমার এ পেশা কেমন মনে করেন? তিনি বললেন, তোমার এ পেশা একটি উত্তম পেশা। মহান আল্লাহ্র কিতাব তুমি পৃষ্ঠা থেকে পৃষ্ঠা, আয়াত থেকে আয়াত এবং শব্দ থেকে শব্দ কপি করছ। এ হালাল কাজে কোন ক্ষতি নেই। মালিক ইব্ন দীনার আরো বলেন ঃ আমি তাকে সূরায়ে বনী ইসরাঈলের ৭৫নং আয়াত-এর অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। আয়াত হলো ঃ اِذًا لَّاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا অর্থাৎ তিনি বললেন, "এখানে ضعف الحياة وضعف الممات -এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাহলে অবশ্য তোমাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম; তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্যে কোন সাহায্যকারী পেতে না।"

সুফিয়ান বলেন ঃ আবূ উমায়র আল-হারিছ ইব্ন উমায়র আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ ঘরের মধ্যে উপস্থিত লোকজন মৃত্যুর সময় জাবির ইব্ন যায়দকে বলেন, তোমার মনে কি চায়? তিনি বলেন ঃ হাসানের দিকে নযর করতে মন চায়। ছাবিত হতে বর্ণিত বর্ণনায় রয়েছে যে, ছাবিত বলেন, যখন জাবির ইব্ন যায়দের মৃত্যু আসন্ন, তখন তাকে বলা হলো, তুমি কি চাও? তিনি বললেন ঃ হাসানের দিকে নযর করতে মন চায়। ছাবিত বলেন ঃ আমি হাসানের কাছে গেলাম ও তাকে অবহিত করলাম। সে তার কাছে সাওয়ার হয়ে আসল। যখন সে ঘরে ঢুকল তিনি তখন পরিবার-পরিজনকে বললেন, আমাকে বসাও। তিনি বসলেন এবং বলতে লাগলেন, "আমি মহান আল্লাহ্র কাছে জাহান্নাম ও মন্দ হিসাব থেকে আশ্রয় চাইছি।"

হাম্মাদ ইব্ন যায়দ বলেন ঃ হাজ্জাজ ইব্ন আবূ উয়ায়নাহ আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উপস্থিত নারীদের মধ্যে উত্তম, হিন্দ বিন্ত আল-মুহাল্লাব। ইব্ন আবূ সুফরাহ-এর কাছে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যখন জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্র কথা উল্লেখ করেন ও তারা বললেন, তিনি কী আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইবাদ আত-তামীমী আল-খারিজীর অনুসারী ছিলেন? হিন্দ বললেন ঃ জাবির ইব্ন যায়দ আমার সাথে ও আমার মায়ের সাথে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল তার বিরুদ্ধে আমি কিছুই জানি না। যে বস্তুটি আমাকে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সাহায্য করবে

তা পালন করার জন্য সে আমাকে আদেশ করত। আর যে বস্তুটি আমাকে মহান আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে তা থেকে সে আমাকে নিষেধ করত। আমাকে সে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইবাদ আত-তামীমীর অনুসরণ করতে কখনও আহ্বান করেনি এবং এ ব্যাপারে আমাকে আদেশও করেনি। সে আমাকে হুকুম দিত যে, কোথায় আমি আমার মাথার ওড়না রাখব এ কথা বলে সে নিজের কপালে হাত রাখল। তিনি এক জামাআত সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার অধিকাংশ হাদীসই আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত।

৯৪ হিজরীর আগমন

এ বছরেই আল-আব্বাস ইব্ন আল-ওয়ালীদ রোম ভূখণ্ডে যুদ্ধ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ইনতাকীয়া জয় করেন। তার ভাই আবদুল আযীয ইব্ন আল ওয়ালীদও যুদ্ধ করেন এবং জয় করতে করতে গাযালাহ পর্যন্ত পৌঁছে যান। অন্যদিকে আল-ওয়ালীদ ইব্ন হিশাম আল মুআয়তী বুরজুল্-হামাম ভূখণ্ড পর্যন্ত পৌঁছেন। ইয়াযীদ ইব্ন আবূ কাবশাহ সিরিয়া ভূখণ্ড পর্যন্ত পৌঁছেন। এ বছরেই সিরিয়ার রাজফাহ বিজয় হয়। এ বছরেই মাসলামাহ ইব্ন আবদুল মালিক রোম ভূখণ্ডের সান্দারাহ জয় করেন। আর এ বছরেই আল্লাহ্ তা'আলা আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের আমলে তার আওলাদ ও আত্মীয়-স্বজন এবং আমীরদের মাধ্যমে ইসলামে অনেক বড় বড় বিজয় দান করেন। এমনকি ইসলামী জিহাদ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের যুগের নমুনা ধারণ করেছিল।

এ বছরেই মুহাম্মদ ইব্ন আল-কাসিম ছাকাফী হিন্দুস্তানের ভূখণ্ড জয় করেন এবং অসীম ও অবর্ণনীয় সম্পদ গনীমত হিসেবে অর্জন করেন। হিন্দুস্তান বিজয় সম্পর্কে হাদীস এসেছে যা আল-হাফিয ইব্ন আসাকির ও অন্যান্যগণ বর্ণনা করেছেন।

এ বছরেই কুতায়বা ইব্ন মুসলিম আশ-শাশ ও ফারগানাতে যুদ্ধ করে ফারগানাহ-এর দুটো শহর খুজান্দাহ ও কাশান পৌঁছেন। আর এটা সম্ভব হয়েছিল সুগদ ও সমরকন্দ বিজয় থেকে অবসর গ্রহণ করার পর। তারপর তিনি এসব শহরে বিজয় অব্যাহত রেখে কাবূল পর্যন্ত পৌঁছেন। এরপর কাবূলকে অবরোধ করেন ও জয় করেন। তুর্কী মুশরিকরা বিরাট বিরাট দলে তার মুকাবিলা করে। কুতায়বা খুজান্দাহর কাছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও কয়েকবার তাদেরকে পরাস্ত করেন এবং পরে সকলকাম হন, শত্রুদের থেকে শহর ছিনিয়ে নেন তাদের অনেককে হত্যা করেন, অনেককে বন্দী করেন ও প্রচুর সম্পদ গনীমত হিসেবে অর্জন করেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ চীনের নিকটবর্তী এলাকা খুজান্দাহে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে সাহবান ওয়াইল নিম্নবর্ণিত কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন ঃ

'হে আমার সাথী! অশ্বারোহীদেরকে ধারালো তীর সহকারে তীর কোষমুক্ত করার জন্যে খুজান্দাহ প্রেরণ কর। যখন শত্রুদল পরাজিত হবে, তখন কি আমি তাদেরকে একত্রিত করব ও যুদ্ধে উপস্থাপন করব, না সীমালংঘনকারীর মাথায় সজোরে প্রহার করব ও যোদ্ধাদের জন্যে অপেক্ষা করব। তুমি তো বনূ কায়সের সকলকে প্রচুর গনীমতের সুসংবাদ দিচ্ছ, আমি কায়সকে মজলিসে ইয্যত প্রদান করেছি। যেমন তোমার পিতা অতীত দিনগুলোতে ইয্যত দিয়েছিল। তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে। তোমাদের মান-মর্যাদা পাহাড়ের চূড়ায় প্রেমালাপ করছে। পরাজিতদের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে হে বিজিত তোমার ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পাচ্ছে।'

বর্তমান যুদ্ধে এরূপে ইব্ন জারীর (র) সাহবান ওয়াইলের এ কবিতাগুলো উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযী তার কাব্যে উল্লেখ করেছেন যে, সাহবান ওয়াইল পঞ্চাশ হিজরীর পর মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানের খিলাফত আমলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-এর হত্যাকাণ্ড

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ এ বছরেই হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-কে হত্যা করে। তার কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ তুর্কীর বাদশাহ্ রুতবীলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হাজ্জাজ ইবনুল আশ-আছের সাথে সাঈদকে সেনাবাহিনীর ব্যয়ের পরিচালক নিযুক্ত করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেছিল। ইবনুল আশআছ যখন হাজ্জাজকে প্রত্যাখ্যান করে সাঈদ ইব্ন জুবায়রও তাকে প্রত্যাখ্যান করে। হাজ্জাজ যখন ইবনুল আশআছ ও তার সাথীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে তখন সাঈদ ইব্ন জুবায়র ইস্পাহানে আত্মগোপন করেন। হাজ্জাজ ইস্পাহানের নায়েবের কাছে পত্র লিখল যেন সাঈদ ইব্ন জুবায়রকে তার কাছে প্রেরণ করা হয়। সাঈদ যখন এ কথা শুনলেন, তখন তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। তবে তিনি প্রতি বছর হজ্জ ও উমরা পালন করতেন। তারপর তিনি পবিত্র মক্কায় আশ্রয় নেন। খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-কাছরী আমীর হওয়া পর্যন্ত সাঈদ সেখানে অবস্থান করেন। জনৈক ব্যক্তি সাঈদকে সেখান থেকে পলায়ন করার জন্যে পরামর্শ দিলেন। সাঈদ তখন বললেন, আল্লাহ্র শপথ, আমি পলায়ন করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র কাছে লজ্জাবোধ করছি। তার তাকদীর থেকে পলায়ন করার জায়গা কি কোথায়ও আছে ? উমর ইব্ন আবদুল আযীযের পরিবর্তে উছমান ইব্ন হায়্যান পবিত্র মদীনার আমীর নিযুক্ত হলো। ইরাকের ইবনুল আশআছের সঙ্গী যারা পবিত্র মদীনায় ছিল তাদেরকে শিকলবন্দ করে হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করা হলো। সাঈদ সম্বন্ধে খালিদ ইব্ন আল-ওয়ালীদ আল-কাছরী অবগত হন। এরপর সে পবিত্র মক্কা থেকে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আতা ইব্ন আবূ রাবাহ, মুজাহিদ ইব্ন জবর, আমর ইব্ন দীনার এবং তালক ইব্ন হাবীবকে প্রেরণ করে। কথিত আছে যে, হাজ্জাজ আল-ওয়ালীদের কাছে সংবাদ প্রেরণ করল যে, পবিত্র মক্কায় কিছু বিদ্রোহী লোক রয়েছে এ জন্য খালিদ এগুলোকে হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করল। তারপর সে আতা ও আমর ইব্ন দীনারকে ক্ষমা করে দেয়। কেননা, তারা ছিলেন পবিত্র মক্কাবাসী। বাকী তিনজনকে প্রেরণ করা হলো। তবে তালক হাজ্জাজের কাছে পৌঁছার পূর্বে রাস্তায় ইন্তিকাল করেন। মুজাহিদকে কারাগারে বন্দী রাখা হয়। তিনি হাজ্জাজের মৃত্যু পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়রকে যখন হাজ্জাজের সামনে দাঁড় করানো হয়, তখন সে তাকে বলল ঃ হে সাঈদ! আমি কি তোমাকে আমার আমানতে অংশীদার করিনি ? আমি কি তোমাকে আমীর নিযুক্ত করিনি ? আমি কি তোমাকে এটা করিনি ? আমি কি তোমাকে ঐটা করিনি ? প্রতিটি ক্ষেত্রে সাঈদ বলেন, হ্যাঁ। তার কাছে যারা উপস্থিত ছিল তারা মনে করল হয়ত তাকে সে ছেড়ে দিবে। এরপর সে তাকে বলল, তাহলে তুমি আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে কেন ? আমীরুল মু'মিনীনের বায়আত প্রত্যাখ্যান করলে কেন ? সাঈদ বললেন, কেননা, ইবনুল আশআছ একথার উপর আমার থেকে বায়আত নিয়েছিল এবং আমার উপর আস্থা স্থাপন করেছিল। এ কথায় হাজ্জাজ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলো ও ফুলে গেল। এমনকি তার চাদর তার কাঁধ থেকে নীচে পড়ে গেল এবং তাকে বলল ঃ দুর্ভাগ্য তোমার, আমি কি পবিত্র মক্কায় আসিনি ? এরপর তুমি ইবনুয যুবায়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করনি ? পবিত্র মক্কাবাসীর থেকে বায়আত গ্রহণ করনি ? আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিকের জন্যে তুমি বায়আত গ্রহণ

করনি? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। আবার সে বলল, তারপর তুমি ইরাকের আমীর হয়ে কূফায় আগমন করলে, আমীরুল মু'মিনীনের জন্যে নতুন করে পুনরায় বায়আত গ্রহণ করলে ? তিনি বললেন 'হ্যাঁ', সে বলল, তুমি এরপর আমীরুল মু'মিনীনের দুইটি বায়আত ভঙ্গ করলে, বস্ত্র বয়নকারীর ছেলে বস্ত্র বয়নকারীর জন্যে একটি বায়আত নিয়ে বসবাস করতে লাগলে ? হে আমার রক্ষিবাহিনী এখনি তার গর্দান কেটে ফেল। বর্ণনাকারী বলেন, তার গর্দান কেটে ফেলা হলো এবং ছোট সাদা মাথাটি নীচে লুটিয়ে পড়ল। আল্লামা আল-ওয়াকিদী প্রায় এরূপ উল্লেখ করেছেন। হাজ্জাজ তাকে বলেছিল, তোমাকে কি এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করি নাই ? তুমি এটা কর নাই ? তুমি ঐটা কর নাই ? ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ আবূ গাস্সান মালিক ইব্ন ইসমাঈল হতে আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ খালাফ ইব্ন খালীফাকে এক ব্যক্তি হতে উল্লেখ করতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ হাজ্জাজ যখন সাঈদ ইব্ন জুবায়রকে হত্যা করল, তার মাথাটি লুটিয়ে পড়ল, তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলল। একবার স্পষ্টভাবে উচ্চারণ, বাকী দুইবার এরূপই বলল, কিন্তু স্পষ্ট হয় নাই। আবূ বাকর আল-বাহিলী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঃ আমি আনাস ইব্ন আবূ শায়খকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ হাজ্জাজের কাছে যখন সাঈদ ইব্ন জুবায়রকে আনা হলো সে বলল, খৃস্টান মহিলার ছেলের প্রতি লা'নত কর। অর্থাৎ খালিদ আল-কাছরীর প্রতি। কেননা, সে তাকে পবিত্র মক্কা হতে প্রেরণ করেছে, আমি কি তার বাড়ী চিনি না ? হ্যাঁ আল্লাহ্র শপথ, সে ঘরটিও চিনি যে ঘরে সে পবিত্র মক্কায় থাকত। তারপর হাজ্জাজ তার প্রতি মুখ করল এবং বলল ঃ হে সাঈদ, তুমি আমার বিরুদ্ধে কেন সংগ্রাম করলে ? তখন তিনি বললেন, আমীরকে মহান আল্লাহ্ সৎবুদ্ধি দান করুন। আমি একজন মুসলমান, একবার শুদ্ধ করি আবার একবার ভুল করি। হাজ্জাজের মন কিছুটা হালকা হলো, তার চেহারা উজ্জ্বল হলো। হাজ্জাজ আশা করল যে, তার বিষয়টি মিটে যাবে। তারপর সে বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করল। তখন সাঈদ বললেন, আমার গর্দানে একটি অঙ্গীকার ছিল। এবার হাজ্জাজ খুব রাগান্বিত হলো এবং হত্যার কাণ্ডটি সংঘটিত হলো।

ইতাব ইব্ন বাশার সালিম আল-আফতাস হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ হাজ্জাজের কাছে সাঈদ ইব্ন জুবায়রকে যখন আনা হলো, তখন সে সওয়ার হচ্ছিল একটা পাকে আরোহীর পাদানে রেখেছিল। সে বলল, আল্লাহ্র শপথ, আমি সওয়ার হব না যতক্ষণ না জাহান্নামে তুমি তোমার ঠিকানা খোঁজ করে নেবে। তার গর্দান কর্তন কর, তার গর্দান কর্তন করা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, 'হাজ্জাজের আকলে তখনই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং সে বলতে লাগল قُيُوْدُنَا قُيُوْدُنَا আমাদের শিকল! আমাদের শিকল!! আশপাশের লোকেরা মনে করল যে শিকলে সাঈদ বন্দী আছে তার কথা হয়ত সে বলছে, তাই তারা সাঈদের পা নলি পর্যন্ত কেটে শিকল বের করে এনে তার কাছে রাখা হলো।

মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমাদেরকে আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খুবাব হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সাঈদ ইব্ন জুবায়রকে হাজ্জাজের কাছে যখন আনয়ন করা হলো। তখন সে বলল, তুমি কি মুসআব ইব্নুল যুবায়রের কাছে পত্র লিখেছিলে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি মুসআবের নিকট পত্র লিখেছিলাম।" সে বলল ঃ না, আল্লাহ্র শপথ, আমি তোমাকে হত্যা করবই। তিনি বললেন, "তাহলে আমি সাঈদ বা ভাগ্যবান যেমন আমার মাতা আমার নাম রেখেছিলেন।" বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে তাঁকে হত্যা করল। হত্যা করার পর হাজ্জাজ মাত্র ৪০ দিন জীবিত ছিল। আর যখন সে ঘুমাত, ঘুমে সে সাঈদকে দেখত যেন তিনি তার সমস্ত কাপড়-চোপড় আঁকড়িয়ে ধরছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি আমাকে কি জন্যে হত্যা করলে ? হাজ্জাজ তখন বলতে লাগল, হায়রে আমার এবং সাঈদের মধ্যে কি হলো ? হায়রে আমার এবং সাঈদ ইব্ন জুবায়রের মধ্যে কি হলো ?

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন ঃ সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন হিশাম আল-আসাদী একজন বিদ্বান তাবিঈ, কূফাবাসী ও বনূ ওয়ালিবার মিত্র ছিলেন। তার শরীরের রং ছিল কালো। তিনি ফাতওয়া লিখতেন না। কিন্তু ইব্‌ন আব্বাস (রা) যখন অন্ধ হয়ে গেলেন, তখন তিনি ফাতওয়া লিখতে লাগলেন। এতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাগান্বিত হলেন। তারপর ইব্‌ন খাল্লিকান তার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পূর্ববৎ উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, সাঈদের হত্যাকাণ্ডটি শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। আর হাজ্জাজ তার পরে রমাযান মাসে মারা যান। কেউ কেউ বলেন, ছয় মাস পরে মারা যান। ইমাম আহমদ (র) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র যখন শহীদ হন, তখন মহান আল্লাহ্‌র যমীনে তাঁর জ্ঞানের মুখাপেক্ষী ছিলেন সকলে। কথিত আছে যে, তার পরে হাজ্জাজ আর কারো উপর যুলুম করতে পারেনি। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, এ বছরকে ফকীহগণের বছর বলে অভিহিত করা হয়। কেননা, এ বছরেই পবিত্র মদীনার সাধারণ ফকীহগণ ইন্‌তিকাল করেন। এ বছরের প্রথম দিকে আলী ইব্‌ন আল-হুসায়ন ইব্‌ন যায়নুল আবিদীন ইন্‌তিকাল করেন। তারপর উরওয়াহ ইব্‌ন আয-যুবায়র ইন্‌তিকাল করেন। তারপর সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব। এরপর আবূ বাকর আবদুর রহমান, ইব্‌নুল হারিছ ইব্‌ন হিশাম। পবিত্র মক্কাবাসিগণের মধ্য হতে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র শহীদ হন। এসব মনীষীর জীবনী আত-তাকমীল নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, এ বছরেই আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক সিরিয়ায় সুলায়মান ইব্‌ন সুরাদাকে কাযী নিযুক্ত করেন। এ বছরেই আল-আব্বাস ইব্‌ন আল-ওয়ালীদ লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। কেউ কেউ বলেন, মাসলামাহ ইব্‌ন আবদুল মালিক লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। পবিত্র মক্কার নায়েব ছিলেন খালিদ আল-কাছরী। পবিত্র মদীনার নাইব ছিলেন উছমান ইব্‌ন হায়্যান, পূর্ণ পূর্বাঞ্চলের নায়েব ছিলেন আল-হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ আর খুরাসানের আমীর ছিলেন কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম। হাজ্জাজের পক্ষ থেকে কূফার নায়েব ছিলেন যিয়াদ ইব্‌ন জারীর, তথাকার কাযী ছিলেন আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ মূসা। আর হাজ্জাজের পক্ষ থেকে বসরার নায়েব ছিলেন আল-জাযাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-হাকামী। তথাকার কাযী ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আযীনাহ্। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

যেসব ব্যক্তিত্ব এ বছর ইনতিকাল করেন

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র

তার পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মদ সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র আল-আসাদী আল-ওয়ালিবী আল-কূফী আল-মাক্কী। কেউ কেউ বলেন, তার কুনিয়ত আবূ আবদুল্লাহ্। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর প্রবীণ সাথীদের অন্যতম। তিনি তাফসীর, ফিকাহ ও অন্যান্য শাস্ত্রের ইমামগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি অধিক নেক আমল করতেন। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের অনেককে দেখেছেন এবং বিরাট একটি দল থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে তাবিঈগণের অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেন। কথিত আছে যে, তিনি মাগরিব ও 'ইশার সালাতের মধ্যবর্তী সালাতে পূর্ণ কুরআন খতম করতেন। তিনি কা'বা শরীফে বসতেন এবং সেখানে কুরআন খতম করতেন। অনেক সময় তিনি কা'বা শরীফের ভিতরে এক রাকআতে কুরআন খতম করতেন। তার থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কা'বা শরীফে একরাতে সালাতে আড়াইবার কুরআন খতম করতেন।

সুফিয়ান আছ-সাওরী আমর ইব্‌ন মায়মূনের মাধ্যমে তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ইন্‌তিকাল করেন। আর মহান আল্লাহ্‌র যমীনে এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না যিনি তার জ্ঞানের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তিনি ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ইব্‌নুল আশআছের সাথে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। যখন হাজ্জাজ সফলকাম হয়, তখন সাঈদ ইস্পাহানে পালিয়ে যান। তারপর তিনি প্রতি বছর পবিত্র মক্কায় দুই বার গমন করেন। একবার উমরার জন্য, অন্য একবার হজ্জের জন্য। কোন কোন সময় তিনি কূফায় প্রবেশ করতেন এবং সেখানে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি খুরাসানে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন না। কেননা, সেখানে কোন ব্যক্তি জ্ঞান সম্বন্ধে তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন না। তিনি বলতেন, আমাকে যে বস্তুটি চিন্তিত করে তুলছে তা হলো আমার জ্ঞান। আমি চাই মানুষ আমার নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করুক। তিনি হাজ্জাজ থেকে লুকিয়ে জীবনের প্রায় বারটি বছর অতিবাহিত করেন। তারপর তাকে খালিদ আল্‌-কাছরী পবিত্র মক্কা হতে হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করেন। এরপর তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

আবূ নুয়ায়ম আল-হুল্‌ইয়াহ্‌ নামক তার কিতাবে বলেন, আবূ হামিদ ইব্‌ন জিবিল্লাহ্‌ ... সালিম ইব্‌ন আবূ হাফসা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রকে যখন হাজ্জাজের কাছে আনয়ন করা হলো, তখন হাজ্জাজ তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলে, "তুমি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র না হয়ে তুমি আশ-শাকী ইব্‌ন কুসায়র।" তিনি বললেন, 'না আমি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র। হাজ্জাজ বলল, তোমাকে আমি অবশ্যই হত্যা করব। সাঈদ বলেন, তাহলে আমি তখন সাঈদ বা সৌভাগ্যবান হবো। যেমন আমার মাতা আমার নাম রেখেছিলেন। হাজ্জাজ বলল, তুমি দুর্ভাগা এবং তোমার মাও দুর্ভাগা। সাঈদ বলেন, এটা সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই। তারপর সে বলল, তোমরা তার গর্দান কর্তন কর। তখন সাঈদ বলেন, আমাকে দুই রাকআত সালাত আদায় করার সময় দাও। হাজ্জাজ বলল, তাকে খৃস্টানদের কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দাও। তিনি বললেন, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌ বলেন, তুমি যেদিকে মুখ ফিরাবে সেদিকেই মহান আল্লাহ্‌ বিরাজমান। সূরায়ে বাকারা আয়াত ঃ ১১৫। হাজ্জাজ বলল, আমি তোমার থেকে আশ্রয় চাই, যেমন আশ্রয় চেয়েছিল মারইয়াম। তিনি বললেন, "মারইয়াম কিসের আশ্রয় চেয়েছিল ? হাজ্জাজ বলল, হযরত মারইয়াম বলেছিলেন, অর্থাৎ "মারইয়াম বললেন ঃ اِنِّى اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

'তুমি যদি মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে আমি তোমা হতে দয়াময়ের শরণ নিচ্ছি' সূরায়ে মারইয়াম ঃ আয়াত ১৮।

সুফিয়ান বলেন ঃ এরপরে সে মাত্র একজনকে হত্যা করতে পেরেছিল। অন্য এক বর্ণনায় আছে সে তাকে বলেছিল "আমি তোমার এ দুনিয়াকে উস্কে দেওয়া জাহান্নামে পরিণত করব। তিনি বললেন ঃ আমি যদি এটা তোমার হাতে আছে বলে জানতাম, তাহলে তোমাকে ইলাহ মনে করতাম। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যখন সে তার হত্যার সংকল্প করল, তখন বলল ঃ তাকে খ্রিস্টানদের কিবলার দিতে ঘুরিয়ে দাও। তখন তিনি বললেন ঃ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ অর্থাৎ তুমি যেদিকে মুখ ফিরাবে সেদিকেই মহান আল্লাহ্‌ বিরাজমান। সূরায়ে বাকারা আয়াত নং-১১৫-। সে বলল ঃ মাটিতে ফেলে দিয়ে তাকে তুমি সজোরে আঘাত কর। তিনি বললেন ঃ অর্থাৎ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى "মৃত্তিকা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এটাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং এটা হতে

পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব।" তখন সে বলল, "তাকে যবহ কর।" সাঈদ বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ لَا تُسَلِّطْهُ عَلٰى اَحَدٍ بَعْدِىْ। অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমার পরে কারোর উপর তুমি তাকে শক্তি দিও না।

তাঁর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে অনেক দুর্বল হাদীস রয়েছে তার অধিকাংশগুলো অশুদ্ধ। এরপর হাজ্জাজকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং তার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। এরপর সে অল্প কিছুদিন বেঁচে ছিল। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করেন। কেউ কেউ বলেন, সে তারপর ১৫ দিন জীবিত ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, ৪০ দিন জীবিত ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, ছয় মাস জীবিত ছিল। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) শহীদ হন। কিন্তু তার বয়স সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মতবিরোধ করেন। কেউ কেউ বলেন তার বয়স ছিল ৪৯ বছর। আবার কেউ কেউ বলেন, তার বয়স ছিল ৫৭ বছর। আবুল কাসিম আল্-লাল্‌কাঈ বলেন, তার শাহাদতের ঘটনা ছিল ৯৫ হিজরীতে। আর ইব্‌ন জারীর (র) উল্লেখ করেন যে, তার শহীদ হওয়ার ঘটনা ছিল এবছর অর্থাৎ ৯৪ হিজরী। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রের কিছু কথা আমি এখানে পেশ করছি। তিনি বলতেন, উত্তম ভয় হলো মহান আল্লাহ্‌কে তুমি এমনভাবে ভয় করবে, যে ভয় তোমার ও তোমার গুনাহের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং তোমাকে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদতে উৎসাহিত করে। আর এই ভয়ই হলো কল্যাণকর। মহান আল্লাহ্‌র যিকির হলো মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত। যে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত করল সে তার যিকির করল ; আর যে তার ইবাদত করল না, সে তার যিকিরও করল না যদিও সে বেশী বেশী করে তাসবীহ ও কুরআন তিলাওয়াত করে। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী ইবাদতগুযার ? তিনি জবাবে বলেন, যে ব্যক্তি গুনাহ হতে বিরত থাকে। যখনই কোন ব্যক্তি তার গুনাহ্ স্মরণ করে সে তখন তার আমলকে নগণ্য মনে করে। হাজ্জাজ তাকে বলেছিল, তোমার জন্য দুর্ভাগ্য, তখন তিনি বলেছিলেন, দুর্ভাগ্য ঐ ব্যক্তির জন্য যে জান্নাত হতে দূরে থাকে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে। সে বলল, তাঁর গর্দান কর্তন কর। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চাই। হে হাজ্জাজ! মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হব। তারপর সে তাকে গর্দান দিয়ে যবাহ করল। এ সংবাদ হাসানের (রা) কাছে পৌঁছার পর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! হে পরাক্রমশালীদের চূর্ণ-বিচূর্ণকারী! হাজ্জাজকে তুমি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও। এরপর হাজ্জাজ মাত্র তিন দিন জীবিত ছিল। তার পেটে কিড়া জন্ম নেয়। দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় এবং এভাবে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হাজ্জাজ যখন সাঈদের হত্যার হুকুম দেয়, তখন সাঈদ হাসি দেয়। হাজ্জাজ বলল, তুমি হাসছ কেন ? সাঈদ বললেন ঃ "আমার প্রতি তোমার হিংসা এবং তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র ধৈর্য দেখে হাস্‌ছি।"

সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব

তার পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মদ সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব ইব্‌ন হাযান ইব্‌ন আবূ ওয়াহব ইব্‌ন আইয ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন মাখযূম আল-কারশী আল-মুদনিফ। সাধারণত তিনি তাবিঈগণের

সরদার ছিলেন। উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতের দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, দুই বছর বাকী থাকতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

আল-হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্-এর পেশকৃত অভিমত যে, তিনি দশজন সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন, তার একটি ধারণা মাত্র। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। তবে তিনি তাদের থেকে মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে তিনি অধিকাংশ সময়ে মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত উমর (রা) হতে তিনি বেশী হাদীস বর্ণনা করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি তার থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি হযরত উছমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত সাঈদ (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হযরত উমর (রা)-এর জামাতা ছিলেন। আর তিনি হযরত উমর (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে সকলের চেয়ে বেশী জ্ঞাত ছিলেন। এভাবে তিনি সাহাবীগণের একটি বড় দল হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাবিঈগণের একটি বড় জামাআত হতেও হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাদের ব্যতীত অন্যদের থেকেও হাদীস বর্ণনা করেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, সাঈদ (রা) বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী উলামায়ে কিরামের অন্যতম। ইমাম যুহরী বলেন, আমি তাঁর কাছে সাতটি বছর উঠাবসা করেছি, তবে তিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট এরূপ জ্ঞান আছে বলে আমি ধারণা করি না। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মাকহূল হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিদ্যা অন্বেষণে আমি পৃথিবীর বহু জায়গায় ভ্রমণ করেছি। কিন্তু, সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব হতে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি আমি আর কাউকে পাই নাই। আওযাঈ (র) বলেন, আয-যুহরী ও মাকহূলকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তোমরা যেসব ফকীহগণের সাথে সাক্ষাত করেছ তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় ফকীহ কে ? তারা জওয়াবে বলেন, সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব। অন্যান্যরা বলেন, তাকে ফকীহগণের ফকীহ বলা হয়। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদের মাধ্যমে মালিক, সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একটি হাদীসের অন্বেষণে কয়েকদিন যাবত ভ্রমণ করতেছিলাম। মালিক বলেন, আমার কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সাঈদ ইব্‌ন আল-মুসায়্যিব এর কাছে লোক প্রেরণ করে তাঁর কাছে হযরত উমর (রা)-এর বিচার ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন। আর রাবী', আশ-শাফিঈ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিবের মুরসাল হাদীস আমাদের কাছে হাসান হিসেবে গণ্য। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল বলেন, সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিবের মুরসাল হাদীসগুলো সহীহ্। তিনি আরো বলেন, সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব তাবিঈগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আলী ইব্‌নুল মাদীনী বলেন, তাবিঈগণের মধ্যে জ্ঞানের দিক দিয়ে সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিবের ন্যায় এত প্রশস্ত আমি আর কাউকে মনে করি না। তিনি আরো বলেন, সাঈদ যদি বলে, এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত আছে, তাহলে এটাই তোমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি আরো বলেন, সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব আমার কাছে তাবিঈগণের শ্রেষ্ঠ।

আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-আজালী বলেন ঃ সাঈদ (র) একজন ফকীহ ও সৎ ব্যক্তি। তিনি কোন উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। তার চারশত দীনার মূল্যমান সামগ্রী ছিল। তিনি তেলের ব্যবসা করতেন। তিনি ছিলেন কানা। আবূ যুরআ বলেন, তাবিঈগণের মধ্যে তার চেয়ে অধিক সম্মানী আর কেউ ছিলেন না। তিনি আবূ হুরায়রাহ্ (রা) সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থা পোষণকারী ছিলেন। আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র) বলেন, তিনি ফকীহগণের ইন্তিকালের বছর ইন্তিকাল করেন। আর এটা হল ৯৪ হিজরীর কথা। তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। মহান আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন।

সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব তাঁর আয় ব্যয় সম্পর্কে একজন অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। দুনিয়ার আসবাবপত্র সম্পর্কে জনগণের মধ্যে খুব পরহেযগার ছিলেন। অনর্থক কথাবার্তা বলা হতে বিরত থাকতেন। হাদীস সম্পর্কে খুব আদব রক্ষা করতেন। একদিন এক ব্যক্তি তার নিকট আগমন করল। তিনি ছিলেন পীড়িত। লোকটি তাকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি উঠে বসলেন ও তাকে হাদীস শুনালেন। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন লোকটি বলল, আপনি সোজা হয়ে উঠে কষ্ট না করুন এটাই আমি চাই। তিনি বললেন, আমি শুয়ে শুয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হাদীস বর্ণনা করাকে খারাপ মনে করি। তাঁর গোলাম বারদ বলেন, ৪০ বছর যাবত আমি দেখেছি যখনই সালাতের জন্য আযান দেওয়া হতো তখনই সাঈদ মসজিদে সালাতের জন্য উপস্থিত থাকতেন।

ইব্‌ন ইদরীস বলেন, সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব সালাতে ইশার উযূ দিয়ে পঞ্চাশ বছর যাবত সালাতে ফজর আদায় করছেন।

সাঈদ বলেন ঃ তোমরা যালিমদের সহায়তায় সুখ-ভোগ করো না এবং অন্তর দিয়ে এগুলোর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে তাতে তোমাদের সৎ আমল নষ্ট হবে না। তিনি আরো বলেন, শয়তান ঐ সব বস্তু হতে নিরাশ হয়ে যায়, যা মহিলাদের পক্ষ থেকে আসে। তিনি আরো বলেন, বান্দাদের কাছে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদতের ন্যায় সম্মানী বস্তু আর কিছুই নেই ; অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ্‌র নাফরমানীর ন্যায় অপমানজনক বস্তু বান্দার কাছে আর কিছুই নেই। তিনি আরো বলেন, একজন ব্যক্তির জন্য তার শত্রুকে মহান আল্লাহ্‌র নাফরমানী করতে দেখা তার জন্যে মহান আল্লাহ্‌র একটি বড় সাহায্য হিসাবে গণ্য। তিনি আরো বলেন, যিনি মহান আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করেন সকল লোকই তার মুখাপেক্ষী হয়। তিনি আরো বলেন, দুনিয়াটা নগণ্য এবং ইহা প্রতিটি নগণ্য বস্তুর দিকেই বেশী আকৃষ্ট। যে ব্যক্তি অসৎ উপায়ে দুনিয়া অর্জন করে এবং অসৎ পথে তা ব্যয় করে সে দুনিয়া হতে বেশী নিকৃষ্ট। তিনি আরো বলেন, যেকোন ভদ্র, বিদ্বান ও মর্যাদাবান ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু ত্রুটি আছে, তবে জনগণের মধ্যে এমন লোকও আছে যার দোষ উল্লেখ করা সমীচীন নয়। তিনি আরো বলেন, যার দোষ থেকে গুণ বেশী, গুণের জন্যই দোষকে বিসর্জন দিতে হয়।

সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব দুই দিরহাম মাহরের বিনিময়ে তার কন্যাকে কাছীর ইব্‌ন আবূ ওদাআর কাছে বিয়ে দেন। কন্যা ছিলেন খুব সুন্দরী, শিষ্টাচারিণী, মহান আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানী এবং স্বামীর অধিকার সম্পর্কে সকলের চেয়ে বেশী ওয়াকিফহাল। তাঁর স্বামীর আর্থিক অবস্থা ছিল অসচ্ছল। সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব পাঁচ হাজার মুদ্রা কেউ কেউ বলেন, বিশ হাজার মুদ্রা প্রেরণ করেন এবং বলেন এটা হতে খরচ কর। এ ব্যাপারে তাঁর ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ। আবদুল মালিক তার ছেলে আল-ওয়ালীদের সাথে সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিবের কন্যার বিয়ের জন্যে প্রস্তাব দেন। কিন্তু, সাঈদ তার কন্যাকে বিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। আবদুল মালিক তার উপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে বেত্রাঘাত করেন। আবদুল মালিকের খিলাফত আমলে আল-ওয়ালীদের প্রতি বায়আত করার বিষয়টি যখন পবিত্র মদীনায় প্রচারিত হলো তখন সাঈদ বায়আত করতে অস্বীকার করায় পবিত্র মদীনার নায়েব হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল তাঁকে বেত্রাঘাত করে ও তাকে পবিত্র মদীনায় প্রদক্ষিণ করায়। তাঁকে তরবারির সামনে উপস্থিত করা হয়। তিনি স্থানটি অতিক্রম করেন। কিন্তু বায়আত করলেন না। যখন তারা তাঁকে তলোয়ারের ভয় দেখাল, তখন তাঁকে একজন মহিলা দেখে বলল, হে সাঈদ! এটা কি অপমান নয় ? সাঈদ বলেন, তুমি তো দেখছো অপমান হতে আমি দূরে

থাকার চেষ্টা করছি। অর্থাৎ যদি আমি তাদের কথা মান্য করি, তাহলে আমি দুনিয়া ও আখিরাতে অপমানিত হব। তিনি তার পিঠে বকরীর কাঁচা চামড়া বহন করতেন। তার ছিল কিছু সামগ্রী, তা দিয়ে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! তুমি তো জানো, আমি তো কৃপণতা কিংবা অর্থের লোভ লালসা, দুনিয়ার মহব্বত এবং পার্থিব সুখ-শান্তি অর্জনের জন্যে এ সম্পদ ধরে রাখিনি। বরং আমি এ সম্পদ দ্বারা বনূ মারওয়ান হতে আমার নিজকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি, যতক্ষণ না আমি মহান আল্লাহ্র সাথে মুলাকাত করব, তখন তিনি আমার ও তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। এ সম্পদ দ্বারা আমি আমার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখছি। তার থেকে তাদের হক আদায় করছি এবং এ সম্পদ দ্বারা বিধবা, ফকীর, মিসকীন, ইয়াতীম ও প্রতিবেশীদের খিদমত করে যাচ্ছি। মহান আল্লাহ্ তা'আলা অধিক পরিজ্ঞাত।

তাল্ক ইব্ন হাবীব আল-আনাযী

তিনি একজন সম্মানিত তাবিঈ। তিনি আনাস (রা), জাবির (রা), ইব্ন যুবায়র (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ও অন্যান্য থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, হুমায়দ আত-তাবীল, আল-আ'মাশ এবং তাওস। তারা ছিলেন তাঁর সম-সাময়িক। আমর ইব্ন দীনার তার প্রশংসা করেন। একের অধিক ইমামগণও তার প্রশংসা করেন। কিন্তু, তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে কিছু আপত্তি পেশ করেন। এ হিসেবে যে, তিনি ইরজা'-এ বিশ্বাস করেন। যারা ইব্নুল আশআছের সাথে সংগ্রাম করেছিল তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলতেন তাকওয়ার মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী কর। তাকে বলা হলো তাকওয়া কি বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তাকওয়া মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র নূরের আলোকে মহান আল্লাহ্র রহমতের প্রতি আশা রেখে আমল করা। মহান আল্লাহ্র নূরের আলোকে মহান আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করে মহান আল্লাহ্র নাফরমানী বর্জন করা। তিনি আরো বলেন, বান্দা মহান আল্লাহ্র অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত করার চেয়ে মহান আল্লাহ্র অধিকারগুলোর পরিধি অনেক বড়। মহান আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ অগণিত এবং বান্দার নিআমতের শুকরগুযারী হতে নিআমতের পরিধি অনেক বড়। তবে তোমরা সকালে ও বিকালে মহান আল্লাহ্র কাছে তাওবা কর। তালক যখন সালাত আদায় করতে বের হতেন, তখন তার সাথে সাদকাহ্ করার জন্যে কিছু সামগ্রী থাকত। আর যদি কোন সামগ্রী সাথে নেওয়া সম্ভব হতো না, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক পুনর্জীবিত করতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে, তার পূর্বে সাদাকাহ প্রদান করবে।" (সূরায়ে মুজাদালাহ ঃ আয়াত নং- ১২) কাজেই মহান আল্লাহ্র সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সাদাকাহ করা অনেক বড় কাজ।

মালিক বলেন, তাল্ক ইব্ন হাবীবকে হাজ্জাজ হত্যা করে এবং এক জামাআত কারীকেও সে হত্যা করে। তাঁদের মধ্যে একজন সাঈদ ইব্ন জুবায়র। ইব্ন জারীর উল্লেখ করেন, খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল কাসরী পবিত্র মক্কা হতে তিন জনকে হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করেছিল। তাঁরা মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং তালক ইব্ন হাবীব। তারপর তালক রাস্তায় ইন্তিকাল করেন এবং মুজাহিদকে বন্দী করা হয় ও সাঈদ ইব্ন জুবায়রকে যবাহ করে শহীদ করা হয়।

—২২

উরওয়াহ্ ইব্নুয যুবায়র ইবনুল আওয়াম

তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আবূ আবদুল্লাহ্ উরওয়াহ্ ইবনুয যুবায়র ইবনুল আওয়াম আল-কারশী আল- আসাদী আল-মাদানী। তিনি একজন সম্মানিত তাবিঈ। তিনি তাঁর পিতা ও চারজন আবদুল্লাহ্ যথা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা), আমীর মুআবিয়া (রা), আল-মুগীরা (রা), আবূ হুরায়রা (রা), তাঁর মাতা আসমা (রা), তাঁর খালা আইশা (রা) এবং উম্মে সালামা (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তাবিঈগণের একটি বড় জামাআত ও তাঁদের ব্যতীত বহু লোকজন তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেন, উরওয়াহ্ বিশ্বস্ত, বহু হাদীস বর্ণনাকারী, যোগ্য ও দক্ষ আলিম। আল- আজালী বলেন, তিনি একজন মাদানী তাবিঈ ও সৎ ব্যক্তি। তিনি কখনও কোন ফিতনার সাথে জড়িত হননি।

আল্লামা আল-ওয়াকিদী (র) বলেন, তিনি একজন ফকীহ, আলিম, হাফিয, বিশ্বস্ত, সুদক্ষ ও সীরাত সম্বন্ধে ওয়াকিহাল। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি কিতাবুল মাগাযী অর্থাৎ মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদকারিগণের গুণগরিমা ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত বিবরণী রচনা করেন। তিনি পবিত্র মদীনার বিশিষ্ট ফকীহগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণও তাকে বহু মাসআলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি ছিলেন জনগণের মধ্যে কবিতার প্রতি অধিক আগ্রহী ও আত্মতৃপ্ত। তার ছেলে হিশাম বলেন, জ্ঞান অর্জন তিনজনের যে কোন একজনের জন্য প্রাপ্য ঃ বংশ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি যাকে তার বংশ মর্যাদায় শোভা বর্ধন করে, কিংবা দীনদার ব্যক্তি যার দ্বীন বা ধর্ম তাকে সব সময় চিন্তায় মগ্ন রাখে কিংবা যিনি বাদশাহর সাথে মিলামিশা করেন। বাদশাহ্ তাকে প্রচুর সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে উপহার দেয়। আর ঐ লোকটি জ্ঞানের বদৌলতে তার থেকে পরিত্রাণ পায় এবং ধ্বংসে পতিত হয় না। তিনি আরো বলেন, উপরোক্ত তিনটি শর্ত উরওয়াহ্ ইব্ন যুবায়র (র) ও উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় বলে আমার জানা নেই। উরওয়াহ্ ইব্নুয যুবায়র (র) প্রতিদিন পবিত্র কুরআনের এক-চতুর্থাংশ পাঠ করতেন এবং রাতের বেলায় সালাতে তা পুনরায় তিলাওয়াত করতেন। তিনি খেজুর পাকার সময় বাগানের দেওয়ালের মুখ জনগণের জন্যে খুলে দিতেন। জনগণ বাগানে ঢুকত এবং খেজুর ভক্ষণ করত। পাকার সময় শেষ হয়ে গেলে পুনরায় মুখ বন্ধ করে দিতেন।

আয-যুহরী (র) বলেন ঃ উরওয়াহ্ এক বিদ্যার সাগর ছিলেন, যার পানি কোন দিনও শুকায় না কিংবা বালতি ও তার তলদেশে কাদা জমাট করে না। উমর ইব্ন আবদুল আযীয বলেন, উরওয়াহ্ থেকে অধিক বিদ্বান আর কেউ নেই। আর যা আমি জানি না তা তিনি জানেন বলেও আমি তাকে মনে করি না। একাধিক ব্যক্তি তাঁকে, পবিত্র মদীনার ঐরূপ সাতজন ফকীহর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা আমার নিকটবর্তী। তিনি উক্ত দশজন ফকীহ্র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের থেকে পবিত্র মদীনার আমীর উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) তার আমলে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। একাধিক উৎস থেকে জানা যায় যে, তিনি দামেশ্কে আল- ওয়ালীদের কাছে একটি প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে সাক্ষাত করেন। যখন তিনি সেখান থেকে ফেরত আসছিলেন, তখন তার পায়ে ক্ষতোৎপাদক রোগ দেখা দেয়। চিকিৎসকগণ তাঁর পা কেটে ফেলার পরামর্শ দেন এবং তাকে একটি সিরাপ বা পানীয় পান করতে বলেন, যার ফলে ক্ষণিকের জন্যে বুদ্ধিমত্তা হারিয়ে যায় এবং কোন প্রকার ব্যথা অনুভূত হয় না। আর তারাও তাঁর পা অনায়াসে কেটে নিতে পারে। তখন তিনি বলেন, যে মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস

রাখে আমি মনে করি না যে, সে এমন পানীয় পান করতে পারে যার দ্বারা ক্ষণিকের জন্যে হলেও তার বুদ্ধিমত্তা হারিয়ে যায়। ফলে সে তার প্রতিপালককে ভুলে যায়। বরং তোমরা এগিয়ে এস এবং তোমরা আমার পা কেটে নাও। তারা তার পা হাঁটু থেকে কেটে নিল, তিনি চুপচাপ ছিলেন, কোন কথা বলেননি এবং কোন উহ-আহ বলেননি। বর্ণিত রয়েছে চিকিৎসকরা তার পা কেটে নিয়েছেন। আর তিনি ছিলেন সালাত আদায়ে নিমগ্ন। সালাতে মগ্ন থাকায় তিনি কোন প্রকার ব্যথা অনুভব করেননি। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। যে রাতে তাঁর পা কেটে ফেলা হয়, মুহাম্মদ নামী তার অত্যন্ত প্রিয় সন্তান ঘরের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। লোকজন তাঁর কাছে প্রবেশ করল ও সমবেদনা জ্ঞাপন করল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! তোমার জন্যেই সকল প্রশংসা। আমার সন্তানেরা ছিল সাত জন, তুমি একজনকে নিয়ে গেছ। তারা এখন বাকী রয়েছে ছয়জন। আর আমার ছিল চারটি অঙ্গ। তার মধ্যে থেকে তুমি একটি নিয়ে গেছ আর বাকী রয়েছে তিনটি। তুমি নিয়ে নিতে পার, কেননা, তুমিই তো প্রদান করেছিলে। আর তুমি যদি এই নেওয়ার দ্বারা আমাকে পরীক্ষা করে থাক তাহলে তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, একাধিক ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেন যে, উরওয়াহ্ ইব্ন যুবায়র (র) যখন আল-ওয়ালীদের কাছে সাক্ষাতের জন্যে দামেশ্কের উদ্দেশ্যে পবিত্র মদীনা ত্যাগ করেন। পবিত্র মদীনার নিকটবর্তী একটি উপত্যকায় তাঁর পায়ে ক্ষতোৎপাদক রোগ দেখা দেয়। আর সেখানেই ছিল তার এ রোগের প্রারম্ভ। তিনি ধারণা করেছিলেন, যে রোগ দেখা দিয়েছে এটা বেশী দিন থাকবে না। তাই তিনি নিশ্চিন্তায় পথ চলতে লাগলেন। যখন তিনি দামেশ্কে পৌঁছেন, তখন দেখা গেল যে, তাঁর পায়ের নলীর অর্ধেক এ রোগ খেয়ে ফেলেছে। তিনি তখন ওয়ালীদের কাছে প্রবেশ করলেন। আল-ওয়ালীদ বিজ্ঞ চিকিৎসকদেরকে উরওয়াহ্ এর চিকিৎসার জন্যে একত্রিত করলেন। চিকিৎসকরা অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, যদি তার পা কেটে ফেলে না দেওয়া হয় তাহলে এ রোগ উরওয়াহ্র উরুর উপরিভাগ পর্যন্ত খেয়ে নেবে এবং ভবিষ্যতে তা সমস্ত শরীরকে গ্রাস করতে পারে ও খেয়ে নিতে পারে। এ তথ্য জানা পর উরওয়াহ্ তার পা কর্তনের সম্মতি প্রদান করলেন। তখন তারা তাকে বললেন, আমরা কি আপনার চেতনা শক্তি বিলুপ্ত করার জন্যে মুরাক্কিদ নামক একটি শরবত পান করতে দেব না ? যার দরুন আপনার চেতনাশক্তি লোপ পেয়ে যাবে তাও আবার ক্ষণিকের জন্যে, আর আপনি কর্তনের কোন ব্যথা অনুভব করবেন না। উরওয়াহ্ বললেন, না, মহান আল্লাহর শপথ, আমি মনে করি না যে, কেউ এ শরবত পান করতে পারে কিংবা এমন কিছু খেতে পারে, যার দ্বারা তার বুদ্ধিমত্তা লোপ পেযে যাবে। তবে যদি আপনাদের এটা করতেই হয়, তাহলে আপনারা তাই করুন আর আমি সালাতে মগ্ন থাকব ও কোন প্রকার ব্যথা অনুভব করব না। এমনকি এ ব্যাপারে কোন খবরও থাকবে না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ চিকিৎসকরা ক্ষত জায়গার উপরাংশের অক্ষত স্থান থেকে পা কেটে নিলেন যাতে ক্ষত কোন জায়গা বাকী না থাকে। আর তিনি ছিলেন সালাতে নিমগ্ন। তিনি কোন প্রকার নড়াচড়াও করেননি। যখন সালাত সমাপ্ত করলেন, আল-ওয়ালীদ তার পায়ের জন্য তার কাছে সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন, উরওয়াহ্ তখন বললেন, হে আল্লাহ্! তোমারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা, আমার চারটি অংগ ছিল তুমি একটি নিয়ে গেছ। যদি তুমি নিয়ে থাক, বাকীও তো রেখে গেছ। আর যদি তুমি আমাকে পরীক্ষা কর, তাহলে তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর। তুমি যদি নিয়েই যাও, তাহলে তুমিই তো আমাকে দান করেছিলে। দামেশ্কে যখন তাঁর কাজ সমাপ্ত হয়, তখন তিনি পবিত্র মদীনায় প্রত্যাবর্তন

করেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমরা কখনও তাকে তার পা এবং সন্তান হারিয়ে যাবার কথা উল্লেখ করতে শুনি নাই। এ ব্যাপারে তিনি কারো কাছে অভিযোগও করেন নাই। তিনি ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে প্রবেশ করেন। উক্ত জায়গার যেখানে তার ক্ষতোৎপাদক রোগ দেখা দিয়েছিল, সেখানে পৌঁছার পর তিনি সূরায়ে কাহফের ৬২নং আয়াতাংশ তিলাওয়াত করেন ঃ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا অর্থাৎ 'আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যখন তিনি পবিত্র মদীনায় প্রবেশ করেন লোকজন এসে তাকে সালাম করল এবং তার পা ও সন্তানের জন্যে সমবেদনা জ্ঞাপন করল। যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, কেউ কেউ বলছে কোন বিরাট পাপের জন্যেই তিনি এ মুসীবতে পতিত হয়েছেন। তখন উরওয়াহ্ এ সম্পর্কে নীচের কবিতাগুলো পাঠ করেন। কবিতাগুলো মাআন ইব্‌ন আওসের রচিত বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন।

"তোমার আয়ুর শপথ, আমার হাত কোন দিনও কোন সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হয়নি। আর আমার পাও কোন সময় আমাকে ব্যভিচারী কাজের দিকে নিয়ে যায়নি। আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি আমাকে ব্যভিচারের প্রতি প্রলুব্ধ করেনি। আমার অভিমত ও আমার বিবেক-বুদ্ধি আমাকে ব্যভিচারের দিকে পথ প্রদর্শন করেনি। আমার জীবিতকালে আমি কোন প্রকার খারাপ কাজের দিকে পা বাড়াইনি। আর এরূপ খারাপ কাজের দিকে আমার মত কোন মানুষ পা বাড়ায় না। আত্মীয়-স্বজনদের জন্য আমার আত্মা কোন দিনও পক্ষপাতিত্ব করেনি। তবে আমার ও আমার পরিবারের কাছে যতদিন মেহমান অবস্থান করে, সেবা শুশ্রূষায় তাকে আমি আমার চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দেই। আমি জানি যে কোন সময় কোন মুসীবত আমাকে এরূপে স্পর্শ করতে পারে। যেমন আমার মত অন্য কোন যুবককে এরূপ মুসীবত স্পর্শ করে থাকে।"

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, "উরওয়াহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন, হে আল্লাহ্! আমার ছিল চারটি ছেলে সন্তান। তুমি একটি নিয়ে গেছ। আর তিনটি বাকী রেখে গেছ।" এ হাদীসটি হিশামও উল্লেখ করেছেন। মাসলামাহ ইব্‌ন মুহারিব বলেন ঃ উরওয়াহ্-এর পায়ে ক্ষতোৎপাদক রোগ দেখা দেয়, তখন তাঁর পা কেটে ফেলা হয়। এ কাজের সময় কেউ তাকে জোর করে ধরে রাখেনি এবং সে রাতে তিনি তার নিয়মিত ওয়াযীফাও বর্জন করেননি। আল-আওযাঈ (রা) বলেন ঃ উরওয়াহ্ (র)-এর পা যখন কেটে ফেলা হয়, তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি তো জান আমি এ পা দিয়ে কোন দিন খারাপ কাজে গমন করিনি। তিনি পূর্ববর্তী দুটি কবিতা আবৃত্তি করেন। উরওয়াহ্ (র) একদিন এক লোককে হাল্‌কাভাবে সালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি তখন তাকে কাছে ডাকেন ও বলেন, হে ভাই! তোমার এরূপ সালাতের প্রয়োজন কি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আছে ? আমি আমার সালাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে সবকিছু চাই এমনকি তার কাছে লবণও চাই। উরওয়াহ্ (র) আরো বলেন ঃ অনেক সময় আমার ধারণকৃত খারাপ কথাই আমাকে প্রচুর সম্মানের অধিকারী করেছে। তিনি তার সন্তানগণকে বলেন ঃ যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে নেক আমল করতে দেখবে, জেনে রাখবে, তার কাছে অন্য একটি নেক আমলও আছে। অন্যদিকে যখন তোমরা কোন এক ব্যক্তিকে খারাপ কাজ করতে দেখবে, তাহলে জেনে রেখো, তার কাছে অন্য একটি খারাপ কাজও আছে। কেননা, একটি নেক আমল অন্য একটি নেক আমলের দিকে ধাবিত করে। অনুরূপভাবে একটি বদ কাজও অন্য একটি বদ কাজের দিকে ধাবিত করে। উরওয়াহ্ (র) যখন তার বাগানে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি বাগান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত সূরায়ে

কাহফের ৩৯নং আয়াতাংশ বারবার পাঠ করতেন ঃ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ। অর্থাৎ 'তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না আল্লাহ্ যা চান তা-ই হয়, আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নাই ?' মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। কেউ কেউ বলেন, "তিনি উমর (রা)-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। বিশুদ্ধ অভিমত হলো এই যে, তিনি হযরত উমর (রা)-এর ইন্তিকালের পর ২৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর প্রসিদ্ধ মতামত অনুযায়ী তিনি ৯৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, ৯০ হিজরীতে। আবার কেউ কেউ বলেন, ১০০ হিজরীতে, আবার কেউ কেউ বলেন, ৯১ হিজরীতে। আবার কেউ কেউ বলেন, ১০১ হিজরীতে। আবার কেউ কেউ বলেন, ৯২ হিজরীতে কিংবা ৯৩ হিজরীতে, কিংবা ৯৪ হিজরীতে কিংবা ৯৫ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ৯৯ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত.।

আলী ইবনুল হুসায়ন (র)

তাঁর পূর্ণ নাম আলী ইবনুল হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব আল-কারশী, আল-হাশিমী। তিনি যায়নুল আবেদীন বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন ক্রীতদাসী। তাঁর নাম ছিল সালামা। তাঁর চেয়ে বড় ছিলেন তার এক ভাই, যার নামও ছিল আলী। পিতার সাথে শাহাদাত বরণ করেন। আলী তাঁর পিতা, চাচা হাসান ইব্ন আলী (রা), জাবির (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), আল-মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা), আবূ হুরায়রা (রা), মু'মিনগণের মাতা সাফিয়্যা (রা), আইশা (রা) ও উম্মে সালামা (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তার থেকে উলামায়ে কিরামের একদল হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ তাঁর ছেলেগণ- যায়দ, আবদুল্লাহ্ ও উমর, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন কারর, যায়দ ইব্ন আসলাম, তার সমসাময়িক তাউস, আয-যুহরী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী, তাঁর সমসাময়িক আবূ সালামা ও আরো অনেক।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন, পারস্যের শেষ সম্রাট ইয়াযদগারদ-এর কন্যা ছিলেন উম্মে সালামা। রাবীউল আবরার নামী কিতাবে আল্লামা যামাখ্শারী (রা) উল্লেখ করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর আমলে ইয়াযদগারদ-এর তিন কন্যা বন্দী হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজনকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) লাভ করেন এবং তার গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেন তার নাম সালিম। দ্বিতীয় কন্যাকে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) লাভ করেন এবং তার গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেন তার নাম ছিল কাসিম। তৃতীয় কন্যাকে হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) লাভ করেন এবং তার গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেন তার নাম ছিল আলী বা যায়নুল আবেদীন। তাই তারা সকলে খালাতো ভাই।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন, কুতায়বা ইব্ন মুসলিম যখন ফিরোয ইব্ন ইয়াযদগারদকে হত্যা করেন, তখন তিনি তার দুই কন্যাকে হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করেন। একটিকে হাজ্জাজ নিজে গ্রহণ করেন এবং অন্যটিকে আল-ওয়ালীদের কাছে প্রেরণ করেন। তার গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেয় তার নাম ছিল ইয়াযীদ নাকিস। ইব্ন কুতায়বা বিশ্বকোষে উল্লেখ করেন যে, যায়নুল আবেদীনের মাতা ছিলেন সিন্ধী মাহিলা। তার নাম ছিল সালামা। কেউ কেউ বলেন, তার নাম ছিল গাযালাহ। যায়নুল আবেদীন তার পিতার সাথে কারবালা ময়দানে অবস্থান করেন। তার বয়স কম হওয়ায় কেউ কেউ বলেন তিনি পীড়িত থাকায় বেঁচে যান। তার বয়স ছিল তখন ২৩

বছর। কেউ কেউ বলেন, তার বয়স ছিল ২৩ বছরের অধিক। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। পর মহান আল্লাহ্ তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখেন। কোন কোন পাপিষ্ঠ তাকে হত্যা করার জন্যে ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়াকে ইঙ্গিত করেছিল, তাকেও আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজ থেকে বিরত রাখেন। এরপর ইয়াযীদ তাকে সম্মান করত, মর্যাদা প্রদান করত এবং নিজের সাথে মজলিসে বসাত। যায়নুল আবেদীনকে ব্যতীত ইয়াযীদ খাদ্য গ্রহণ করত না। তারপর ইয়াযীদ যায়নুল আবেদীন ও তাঁর পরিবারকে পবিত্র মদীনায় প্রেরণ করে। পবিত্র মদীনাতেও যায়নুল আবেদীন সম্মানিত ও মর্যাদাবান ছিলেন।

ইব্ন আসাকির বলেন, দামেশ্কে একটি মসজিদ তৈরী করা হয়েছে, যা মসজিদে যায়নুল আবেদীন নামে প্রসিদ্ধ। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, দামেশ্কে জামে মসজিদের পূর্বদিকে যায়নুল আবেদীনের মাযার অবস্থিত। আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তাকে দ্বিতীয় বার দামেশ্কে আপ্যায়ন করেছিলেন এবং রোমের সম্রাট থেকে প্রাপ্ত পত্রের উত্তর প্রদান কালে, মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে ও পত্র লিখার নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যায়নুল আবেদীন থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, আমি কুরায়শের কোন ব্যক্তিকে তার চেয়ে বেশী পরহেযগার ও মর্যাদাবান দেখি নাই। তাঁর পিতা ইমাম হুসায়ন (রা) যখন শাহাদতবরণ করেন, তখন তিনি তার পিতার সাথে ছিলেন। তিনি পীড়িত ছিলেন এবং তার বয়স ছিল তখন ২৩ বছর। উমর ইব্ন সা'দ বলেন, এ পীড়িত লোকটির কোন ক্ষতি সাধন করো না।

আল্লামা আল-ওয়াকিদী বলেন, তিনি ছিলেন লোকজনের মধ্যে বেশী পরহেযগার, বেশী ইবাদতগুযার এবং মহান আল্লাহ্র ভয়ে বেশী ভীতসন্ত্রস্ত। যখন তিনি চলাফেরা করতেন তিনি গর্ববোধ বা অহংকার করতেন না। তিনি সাদা পাগড়ী বাঁধতেন এবং পিছনের দিকে পাগড়ীর লেজ ঝুলিয়ে দিতেন। তার কুনিয়াত আবুল হাসান। কেউ কেউ বলেন, তার কুনিয়ত আবূ মুহাম্মদ। আবার কেউ কেউ বলেন, তার কুনিয়ত আবূ আবদুল্লাহ্।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেন, তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, আমানতদার, অধিক হাদীস বর্ণনাকারী, মর্যাদাবান, মহান ও পরহেযগার। তার মাতার নাম গাযালাহ। ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদত বরণ করার পর তার উপর কর্তৃত্ব করেন তার গোলাম, যুবায়দ। তার গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেয় তার নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়দ। তিনি ছিলেন ছোট আলী। আর বড় আলী তার পিতার সাথে নিহত হন। একাধিক বর্ণনাকারী উপরোক্ত মন্তব্যটি পেশ করেন।

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব, যায়দ ইব্ন আসলাম, মালিক ও আবূ হাযিম বলেন, আহলে বায়তের সদস্যদের মধ্যে কেউ তাঁর মত ছিলেন না।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী বলেন, আলী ইব্ন হুসায়ন ছিলেন শ্রেষ্ঠ হাশিমী। তাকে আমি বলতে শুনেছি তিনি বলতেন : হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আমাদেরকে ইসলামের ন্যায় ভালবাস। আমরা সম্ভ্রমে লজ্জিত হওয়া পর্যন্ত যেন তোমাদের মহব্বত আমাদের জন্যে সব সময় অক্ষুণ্ণ থাকে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ না তোমরা জনগণের কাছে আমাদের জন্যে হিংসার পাত্র হয়ে উঠবে।

আল-আসমাঈ (র) বলেন, শুধুমাত্র আলী ইব্ন হুসায়ন (যায়নুল আবেদীন)-এর মাধ্যমে ইমাম হুসায়ন (রা)-এর বংশধারা জারী ছিল। তাঁর চাচা হাসানের সন্তানের মাধ্যমে ব্যতীত আলী ইব্ন হুসায়ন বা যায়নুল আবেদীনের কোন বংশধারা বিরাজমান ছিল না। মারওয়ান ইব্ন হাকাম তাকে বলল, যদি আপনি দাসী গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার সন্তান বেশী হবে। তিনি

তখন বললেন, আমার এরূপ সম্পদ নেই যার দ্বারা আমি দাসী খরিদ করব। তখন তিনি তাকে এক লাখ মুদ্রা ধার দেন এবং তার জন্য কিছুসংখ্যক দাসী খরিদ করেন। তারা তার জন্যে সন্তান জন্ম দিল এবং এভাবে তার বংশ বৃদ্ধি পেল। তারপর মারওয়ান যখন মৃত্যু শয্যায় শয্যাগত হয়, তখন সে ওসিয়ত করে যায় যেন তার এ ঋণের অর্থ যায়নুল আবেদীন হতে নেওয়া না হয়। তার থেকেই হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর সমস্ত বংশ দেখতে পাওয়া যায়। আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বাহ্ বলেন, ইমাম যুহরী যায়নুল আবেদীন হতে, তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা হতে শুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন যে, ইমাম যায়নুল আবেদীন একদিন যে ঘরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন সে ঘরটি আগুন লেগে পুড়ে যায়। যখন তিনি সালাত শেষ করেন, তখন পরিবারের সদস্যরা তাকে বলল, আপনি কেন সালাত থেকে বিরত রইলেন না ? তিনি বলেন, আমি এ অগ্নি থেকে অন্য অগ্নি নিয়েই বেশী বিভোর ছিলাম। তিনি যখন উযূ করতেন, তখন বিবর্ণ হয়ে যেতেন। আর যখন সালাতে দাঁড়াতেন ভয়ে কাঁপতে থাকতেন। যখন তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বলেন, তোমরা কি জান, আমি কার সামনে দাঁড়াচ্ছি? এবং কার সামনে চুপি চুপি কথা বলছি ? যখন তিনি হজ্জ করতে মনস্থ করেন ও তালবিয়াহ পড়ার ইচ্ছে করলেন, তিনি কাঁপতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, আমার ভয় হচ্ছে যদি আমি বলি লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা অর্থাৎ " হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে হাযির, হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে হাযির।" যদি আমাকে বলা হয় , লা লাব্বায়কা অর্থাৎ তোমার উপস্থিতি মনযূর করা হবে না। তারপর তারা সকলে তাঁকে তালবিয়াহ পড়ার জন্য উৎসাহিত করল। যখন তিনি তালবিয়াহ পাঠ করলেন, তখন তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন এমনকি সাওয়ারী থেকে নীচে পড়ে গেলেন। তিনি দিবারাত্র এক হাজার রাকআত সালাত আদায় করতেন।

তাঊস বলেন ঃ হাতীমের কাছে সিজদারত অবস্থায় তাকে আমি বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, তোমার নগণ্য বান্দাহ্ তোমার প্রতি উৎসর্গিত, তোমার ভিখারী তোমার প্রতি উৎসর্গিত, তোমার ফকীর তোমার প্রতি উৎসর্গিত।

তাঊস আরো বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি যে মুসীবতেই তার দু'আ কামনা করতাম, সে মুসীবতই আমা হতে দূর হয়ে যেত।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন যে, তিনি ছিলেন রাতের বেলায় বেশী বেশী সাদাকা প্রদানকারী এবং তিনি বলতেন, রাতের সাদাকা প্রতিপালকের ক্রোধকে নির্বাপিত করে, অন্তর ও কবরকে আলোকিত করে এবং কিয়ামতের দিন বান্দা হতে অন্ধকার দূর করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্পদকে দ্বিগুণ করে দেবেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন, কতিপয় লোক পবিত্র মদীনায় খুব সুখে জীবন যাপন করতেন। কিন্তু তারা জানতেন না কোথা হতে তারা জীবনোপকরণ পেতেন এবং কে তাদেরকে এ জীবনোপকরণ সরবরাহ করতেন। তবে আলী ইব্ন হুসায়ন (র) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তারা এ সুযোগ হারিয়ে ফেলে এবং তারা বুঝতে পারে যে, তিনিই ঐ ব্যক্তি যিনি রাতের বেলায় তাদের যাবতীয় সামগ্রী তাদের ঘরে পৌঁছিয়ে দিতেন। তিনি যখন ইন্তিকাল করেন, তখন পরিবারের সদস্যরা তার পিঠে ও হাতে বোঝা বহন করার দাগ দেখতে পেলেন। তিনি বিধবা এবং মিসকীনদের ঘরে রাতের বেলায় বোঝা পৌঁছিয়ে দিতেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি পবিত্র মদীনায় ১০০টি পরিবারের রসদ সরবরাহ করতেন। কিন্তু, তারা তাঁর ওফাত পর্যন্ত সরবরাহকারীকে জানত না। একদিন মুহাম্মদ ইবন উসামা ইব্ন যায়দের ঘরে সেবা শুশ্রূষার

জন্য আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) প্রবেশ করেন। তখন ইব্‌ন উসামা ক্রন্দন করতে লাগলেন। তিনি তখন তাকে বললেন, তুমি কেন কাঁদছ ? তিনি বললেন, ঋণ পরিশোধের জন্য। তিনি বললেন, তোমার ঋণ কত দীনার ? ইব্‌ন উসামা বলেন, ১৫ হাজার দীনার। অন্য এক বর্ণনায় আছে ১৭ হাজার দীনার। আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) বললেন, এ ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমি নিলাম। আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় যেরূপ মান-মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পরেও তার কাছে তাদের সে রূপই মানমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। একদিন এক ব্যক্তি তার নিকট থেকে কিছু দান-খয়রাত গ্রহণ করে, কিন্তু তিনি তাকে উপেক্ষা করছিলেন। মনে হয় যেন তিনি তার কথা শুনছিলেন না। তখন তাঁকে লোকটি বলল, আমাকে আরো কিছু সাহায্য করুন। আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) তাকে বললেন, আমি তোমাকে উপেক্ষা করছি।

তিনি একদিন মসজিদ থেকে বের হন, তখন একটি লোক তাকে গালি দিল। লোকজন তাকে তাড়া করল। আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) বলেন, তাকে তোমরা ছেড়ে দাও। তারপর তিনি তাকে সম্বোধন করেন এবং বলেন, তোমার কাছে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যেসব দোষত্রুটি লুকিয়ে রেখেছেন তা অনেক। তোমার কি কোন প্রয়োজন আছে যা দূর করার জন্য আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি ? লোকটি তখন লজ্জাবোধ করতে লাগল। তারপর তিনি তার গায়ের কালো চাদরটি দিয়ে দেন ও তাকে এক হাজার দিরহাম দেওয়ার হুকুম দেন। এরপর লোকটি যখনই আলী ইব্‌ন হুসায়নকে দেখতেন, তখনই বলতেন, আপনি ত নবীর সন্তান।

ইতিহাসবিদগণ বলেন ঃ একদিন আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) বলেন, চিন্তাধারা একটি দর্পণের ন্যায়, তার মধ্যে মু'মিন বান্দা তার কল্যাণ ও অকল্যাণ দেখতে পায়।

ইতিহাসবিদগণ আরো বলেন, একদিন আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) এবং হাসান ইব্‌ন হাসান (র)-এর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। আর এ দু'জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজমান ছিল। হাসান ইব্‌ন হাসান কিছু কটু কথা বললেন। কিন্তু, আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) চুপ থাকলেন। যখন রাত এল আলী ইব্‌ন হুসায়ন, হাসান ইব্‌ন হাসান-এর বাড়ী গেলেন এবং বললেন, হে চাচাত ভাই! যদি তুমি সত্য বলে থাক মহান আল্লাহ্ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আর যদি তুমি মিথ্যে বলে থাক, তাহলে মহান আল্লাহ্ যেন তোমাকে ক্ষমা করে দেন। তোমার উপর মহান আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। তাঁরপর তিনি ফিরে আসলেন। এরপর হাসান ইব্‌ন হাসান, আলী ইব্‌ন হুসায়ন-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তার সাথে সন্ধি করেন। আলী ইব্‌ন হুসায়নকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হলো, জনগণের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী আশংকাজনক অবস্থায় আছে ? তিনি বললেন, যিনি দুনিয়াকে নিজের জন্য কোন গুরুত্বই দেন না। তিনি আরো বলেন, বন্ধু-বান্ধবদের হারানোই দীনতা। তিনি আরো বলতেন, একটি সম্প্রদায় মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে ইবাদত করে। আর এই ইবাদত গোলামদের ইবাদত। অন্য একটি সম্প্রদায় মহান আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁরই ইবাদত করে। এ হলো ব্যবসায়ীদের ইবাদত। অন্য একটি দল মহান আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। আর তা হলো স্বাধীন সৎ লোকের ইবাদত। একবার তিনি তার ছেলেকে বলেন, ফাসিকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। কেননা, সে তোমাকে এক টুকরো খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে। এমনকি তার চেয়ে কম মূল্যমানের বস্তুর বিনিময়েও তোমাকে বিক্রি করবে। যা সে অর্জন করতে প্রয়াস পাবে। কিন্তু, তা তার জন্য সম্ভব হবে না। তুমি কোন কৃপণ ব্যক্তির সাথে

বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। কেননা, সে তোমাকে তার কাছে রাখা তোমার প্রয়োজনীয় সম্পদের অপমান করবে। কোন মিথ্যুকের সাথেও বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। কেননা, সে মরীচিকার ন্যায় দূরবর্তীতে অবস্থিত লোককে তোমার নিকটে দেখাবে। আর নিকটবর্তীতে অবস্থিত লোককে তোমার থেকে অনেক দূরে দেখাবে। কোন বোকা লোকের সাথেও তুমি বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। কেননা, সে তোমার উপকার করতে গিয়েও তোমার ক্ষতি করে বসবে। কোন সম্পর্কচ্ছেদকারীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না। কেননা, সে মহান আল্লাহ্‌র কিতাবে মালঊন (লা'নতপ্রাপ্ত কিংবা অভিশপ্ত) বলে অভিহিত হয়েছে। সূরায়ে মুহাম্মদ-এর ২২ ও ২৩ নং আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْآ اَرْحَمَكُمْ اُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ -

অর্থাৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে করেন অভিশপ্ত, আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।

আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি লোকজনের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে যেতেন ও যায়দ ইব্‌ন আসলামের মজলিসে উপবিষ্ট হতেন। নাফি' ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুতইম তাকে বলেন ঃ "আল্লাহ্ পাক আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি জনগণের সরদার। শিক্ষিত লোক ও কুরায়শদের মজলিস ডিঙ্গিয়ে আপনি কালো গোলামের মজলিসে গিয়ে কেন উপবিষ্ট হন ?" আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) তাকে বলেন, "একজন মানুষ ঐ জায়গায় বসেন, যেখানে তিনি উপকার লাভ করেন। আর জ্ঞানতো যেখানে থাকে সেখান থেকে অন্বেষণ করতে হয়।" মাসঊদ ইব্‌ন মালিক হতে আল-আ'মাশ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমাকে আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) বলেন, "তুমি কি আমার ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রের মধ্যে একদিন সাক্ষাত করাতে পার ?" আমি বললাম, এতে আপনার কি কাজ হবে ? তিনি বললেন, "আমি তাকে এমন কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যেগুলোর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপকার করবেন, অপকার করবেন না। কেননা, তারা (ইরাকবাসীরা) আমাদেরকে এমন কয়েকটি দোষে দোষারোপ করছেন যেগুলো আমাদের মধ্যে কিছুই নেই।"

ইমাম আহমদ (র) বলেন, "ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আদম ইব্‌ন ওবায়দ হতে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে ছিলাম, তখন আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) ঘরে প্রবেশ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাকে বলেন, বন্ধুর ছেলে বন্ধুকে স্বাগতম। আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আসসূলী বলেন, আল-আ'লা আমাদেরকে আবূ যুবায়র হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে ছিলাম। আলী ইব্‌নুল হুসায়ন (র) তার কাছে প্রবেশ করলেন। তখন জাবির (রা) বলেন, "একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছিলাম। তখন তার কাছে হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নিজের শরীরের সাথে মিলালেন এবং তাকে চুম্বন দিলেন ও নিজের পাশে বসালেন। তারপর তিনি বললেন, আমার এ সন্তানের একটি সন্তান হবে যার নাম হবে আলী, কিয়ামত যেদিন সংঘটিত হবে মহান আল্লাহ্‌র আরশের মধ্য থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন, যেন ইবাদত-গোযারদের সরদার দণ্ডায়মান হন। তখন সে দণ্ডায়মান হবে।" এ হাদীসটি গরীব। ইব্‌ন আসাকির উল্লেখ করেন।

ইমাম যুহরী (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র)-এর সাথে আমার অধিকাংশ সময়ই উঠাবসা ছিল। আমি তার থেকে বেশী ফকীহ আর কাউকে দেখি নাই। তিনি কম হাদীস বর্ণনা করতেন। আর তিনি ছিলেন তার পরিবারের সমসাময়িক সদস্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ইবাদতের দিক দিয়ে উত্তম। তিনি মারওয়ান ও তার ছেলে আবদুল মালিকের কাছে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলেন। তারা তাকে যায়নুল আবেদীন বলে আখ্যায়িত করতেন। অর্থাৎ ইবাদত গোযারদের শোভা। জুওয়ায়রিয়া ইব্‌ন আসমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মীয় পরিচয় দিয়ে তিনি কখনও কারো থেকে এক দিরহামও আত্মসাৎ করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন ও আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ বলেন, "আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, সাঈদ ইব্‌ন খালিদের মাধ্যমে আল-মাকবারী হতে সংবাদ দেন। তিনি বলেন, "একদিন আল-মুখতার আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র)-এর কাছে এক লাখ মুদ্রা প্রেরণ করেন। তিনি তা গ্রহণ করতে খারাপ মনে করলেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করতেও ভয় পেলেন। কাজেই তিনি তার কাছে উল্লিখিত পরিমাণ সম্পদ আমানতস্বরূপ রেখে দিলেন। আল-মুখতার যখন নিহত হয়, তিনি খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের কাছে পত্র লিখে বলেন, আল-মুখতার আমার কাছে এক লাখ মুদ্রা প্রেরণ করেছিল তা আমি গ্রহণ করা কিংবা প্রত্যাখ্যান করা উভয়টাকে খারাপ মনে করছিলাম। এখন তুমি আমার কাছে কোন একজন লোককে প্রেরণ করে এ সম্পদ সরকারী তহবিলে নিয়ে নাও। আবদুল মালিক তার কাছে পত্রের উত্তর প্রেরণ করলেন এবং বললেন, হে চাচাত ভাই! আপনি এটা নিয়ে নিন। আমি আপনার জন্য এটা বৈধ ঘোষণা করলাম। তারপর তিনি তা কবূল করলেন।

আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) বলেন, "দুনিয়ায় জনগণের সরদার হলেন দাতা ও পরহেযগারগণ এবং আখিরাতে সরদার হলেন, দ্বীনদার, মর্যাদাবান, উলামা ও পরহেযগারগণ। কেননা, উলামাই নবীগণের উত্তরাধিকারী। তিনি আরো বলেন, "আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জাবোধ করছি একথা ভেবে যে, আমি আমার কোন ভাইকে দেখব এবং তার জন্যে জান্নাতের দরখাস্ত করব ও দুনিয়ার ব্যাপারে তার জন্যে কৃপণতা করব। যখন কিয়ামতের দিবস সংঘটিত হবে আমাকে বলা হবে, "যখন জান্নাত তোমার হাতে ছিল তুমি ছিলে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কৃপণ! সবচেয়ে বড় কৃপণ! সবচেয়ে বড় কৃপণ!"

ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেন ঃ তিনি ছিলেন অধিকাংশ সময়ে ক্রন্দনকারী। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "ইয়াকূব (আ) ইউসুফ (আ)-এর জন্য ক্রন্দন করতেন এবং তাঁর চোখ সাদা বা দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছিল অথচ তিনি জানতেন না যে ইউসুফ (আ) ইন্‌তিকাল করছেন কি না। অন্যদিকে আমি আমার পরিবারের তের জনের অধিক সদস্যকে আমার সামনে একটি সকাল বেলায় শহীদ হয়ে যেতে দেখেছি। তোমরা কি মনে করছ তাদের শোক আমার অন্তর থেকে কখনও মুছে যাবে?"

আবদুর রাযযাক বলেন, আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র)-এর জন্যে একজন বাদী উযূর পানি ঢালছিল। অমনি তার হাত থেকে পানির পাত্রটি আলী ইব্‌ন হুসায়নের চেহারায় পড়ে যায় এবং তিনি যখমী হন। তিনি তখন বাঁদীটির দিকে মাথা উঠিয়ে দেখলেন। বাঁদীটি বলল, "আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে আলে-ইমরানের ১৩৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ অর্থাৎ মুত্তাকীগণের একটি গুণ হলো তারা ক্রোধ সংবরণকারী। আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) বলেন, আমি ক্রোধ সংবরণকারী। বাঁদীটি বলল, অর্থাৎ তারা মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। বাঁদীটি বলল, وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন। তখন আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) বললেন, তুমি মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত।

আয্-যুবায়র ইব্ন বিকার বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন কুদামাহ আল-লাখমী আমাদেরকে মুহাম্মদ ইব্ন আলীর পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইরাকের একটি সম্প্রদায়ের কিছুসংখ্যক লোক এক জায়গায় বসলেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও উমর (রা) সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং অনেক কথাই তাদের সম্বন্ধে বলেন। তারপর তারা হযরত উছমান (রা)-এর সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন। তখন আলী ইব্নুল হুসায়ন তাদেরকে বললেন, "আমাকে আপনারা সংবাদ দিন, আপনারা কি ঐসব প্রথমোক্ত মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত, যাদের কথা সূরায়ে হাশরের ৮নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ অর্থাৎ "যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে, তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী।" তারা বলল, 'না'। আলী ইব্নুল হুসায়ন (র) বলেন, তাহলে তোমরা কি ঐসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের কথা সূরায়ে হাশরের ৯নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ

অর্থাৎ "মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে।" তারা তখন বলল, 'না'। তিনি তখন তাদেরকে বললেন, তোমরা স্বীকার করেছ এবং নিজেরাই সাক্ষ্য দিয়েছ যে, তোমরা এ সম্প্রদায়েরও অন্তর্ভুক্ত নও এবং ঐ সম্প্রদায়েরও অন্তর্ভুক্ত নও। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা তিন নং সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নও, যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে হাশরের ১০নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন ঃ وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ وَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ "যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।" কাজেই তোমরা আমার এখান থেকে উঠে যাও। আল্লাহ্ যেন তোমাদের মধ্যে বরকত দান না করেন। তোমাদের বাসস্থানকে যেন আল্লাহ্পাক হেরেমের নিকটবর্তী না করেন। তোমরা ইসলাম সম্বন্ধে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছ। তোমরা ইসলামের যোগ্য নও।

একবার এক লোক এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত আলী (রা)-কে কখন উঠানো হবে ? তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ, কিয়ামতের দিন তাকে উঠানো হবে। ইব্ন আবূদ-দুনিয়া বলেন, সাঈদ ইব্ন সুলায়মান হতে আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, আলী ইব্নুল হুসায়ন (র) যখন তার ঘর থেকে বের হতেন, তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! আজকের দিনে আমি আমার ইয্যত-হুরমতকে ঐ ব্যক্তির জন্য সাদাকা করে দিচ্ছি, যে এটাকে হালাল জানে। ইব্ন আবুদ-দুনিয়া আরো বলেন ঃ একদিন তার এক গোলামের হাত থেকে কাবাব সিদ্ধ করা শিক আলী ইব্ন হুসায়ন (র)-এর একটি বাচ্চার মাথায় পড়ে। গোলাম চুলায় কাবাব তৈরী করছিল। ফলে, বাচ্চাটি নিহত হয়। আলী ইব্নুল হুসায়ন (র) দ্রুত এগিয়ে আসলেন এবং বাচ্চাটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন ও গোলামকে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে এটা করনি। তাই তুমি মুক্ত। তারপর তিনি তার সন্তানের দাফন-কাফন শুরু করেন। আল-মাদাইনী বলেন, আমি সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আলী ইব্নুল হুসায়ন (র)

বলতেন "অপমান সহকারে যদি লাল উট আমার ভাগে পতিত হয়, তাহলে এটা আমাকে খুশী করতে পারে না। জুবায়র ইব্‌ন বিকার এ হাদীস অন্য পন্থায়ও বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তির এক সন্তান মারা যায়। সন্তান তার নিজের উপর যুলুম করত। তার পিতা তার এ যুলুমের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল ও মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কাকুতি-মিনতি করল। আলী ইব্‌নুল হুসায়ন (র) লোকটিকে বললেন, "তোমার সন্তানের জন্যে তিনটি উপহার রয়েছে ঃ একটি হলো, কালেমায়ে তায়্যিবার সাক্ষ্য, দ্বিতীয়টি হলো মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর শাফাআত এবং তৃতীয়টি হলো আল্লাহ্ তা'আলার রহমত।

আল-মাদাইনী বলেন, একবার ইমাম যুহরী (র) একটি গুনাহের কাজ করেন। এতে তিনি ভয় পেয়ে যান এবং হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি তার পরিবার ও ধন-সম্পদ ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। তারপর যখন আলী ইব্‌নুল হুসায়ন (র)-এর সাথে তার সাক্ষাত হয়। তখন তিনি তাকে বলেন, হে ইমাম যুহরী! মহান আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তোমার নৈরাশ্য সব জিনিসকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং এটা তোমার গুনাহ্‌র চেয়ে অনেক বড়। ইমাম যুহরী (র) তখন সূরায়ে আনআমের ১২৪ নং আয়াতাংশ পাঠ করেন ঃ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রিসালাতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন, তা তিনিই ভাল জানেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি ভুলক্রমে কোন একটি নিষিদ্ধ খুনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আলী ইব্‌নুল হুসায়ন (র) তাকে তাওবাহ্-ইসতিগ্‌ফার করার হুকুম দেন এবং নিহত ব্যক্তির পরিবারকে নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্যও প্রদান করতে বলে। তিনি তা করেন। ইমাম যুহরী (র) বলতেন, আলী ইব্‌নুল হুসায়ন (র) আমার কাছে কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যক্তি।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না বলেন, "আলী ইবনুল হুসায়ন (র) বলতেন, না জেনে-শুনে যদি কেউ কারো সম্পর্কে কোন কল্যাণের কথা বলে, তাহলে সে না জেনে তার সম্পর্কে অকল্যাণের কথা বলারও সম্ভাবনা থাকে। যদি দুই ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজ একত্রে মিলে করে, তাহলে তাদের অবাধ্যতার দরুন পৃথক হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেন, তিনি তাঁর মাতাকে তাঁর গোলামের সাথে বিয়ে দেন। তিনি তার মাতাকে আযাদ করে দেন এবং তাকে বিয়ে দেন। খলীফা আবদুল মালিক একজন লোক প্রেরণ করে এ ব্যাপারে তাকে তিরস্কার করেন। তখন তিনি তার কাছে পত্র লিখেন ও সূরায়ে আহযাবের ২১নং আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এব আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সাফিয়্যা (রা)-কে আযাদ করেন। তারপর তাঁকে বিয়ে করেন এবং নিজের আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌ন হারিছার সাথে ফুফাতো বোন যায়নাব বিন্‌ত জাহশকে বিয়ে দেন।

ইতিহাসবিদগণ বলেন, শীতের দিনে তিনি মোটা কালো রেশমী কাপড় পরিধান করতেন, যার মূল্য ছিল পঞ্চাশ দীনার। যখন গরমকাল আসত, তখন তা তিনি সাদাকা করে দিতেন। গরমকালে তিনি তালিওয়ালা কাপড় পরিধান করতেন এবং কুরআনের সূরায়ে আ'রাফের ৩২

নং আয়াত তিলাওয়াত করতেন : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِى اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ অর্থাৎ "হে রাসূল, আপনি বলুন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে ?"

বিভিন্ন সনদে আস-সূলী এবং আল-জারীরী ও অন্যান্য অনেকে বর্ণনা করেছেন যে, হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক তার পিতার খিলাফত আমলে এবং তার ভাই আল ওয়ালীদের খিলাফত আমলে হজ্জ করেছেন। একবার তিনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফকালে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার ইচ্ছে করলেন কিন্তু, তিনি তা করতে পারলেন না। তাই তাঁর জন্যে সেখানে একটি মিম্বর রাখা হলো। তিনি তার উপর বসলেন এবং হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন। আর সিরিয়াবাসীরা তাঁর কাছে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁর এ অবস্থার মাঝে দেখা গেল আলী ইব্‌নুল হুসায়ন (র) এগিয়ে আসলেন। যখন তিনি হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার জন্যে নিকটবর্তী হলেন তখন লোকজন তাঁর সম্মানার্থে ও ভয়ে তার থেকে দূরে সরে যায়। আর তিনি নাদুশ-নুদুশ চেহারার অধিকারী ছিলেন এবং একটি সুন্দর কাপড় পরিহিত ছিলেন। সিরিয়াবাসীরা হিশামকে বললেন, তিনি কে ? হিশাম তখন বললেন, আমি তাকে চিনি না। উদ্দেশ্য ছিল তাকে নগণ্য ও হীন বলে প্রকাশ করা যাতে সিরিয়াবাসীরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে।

আল-ফারাযদাক নামী একজন কবি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাকে চিনি। তারা বললেন, তিনি কে ? তখন আল-ফারাযদাক নিম্নে বর্ণিত কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন। "তাকে পবিত্র মক্কার প্রশস্ত ভূমি ও কাদা মাটি চিনে। মহান আল্লাহ্র ঘর ও হেরেম শরীফের এলাকা এবং হেরেমের বাইরের এলাকা তাকে চিনে। তিনি মহান আল্লাহ্র সমস্ত বান্দার উত্তম বান্দার সন্তান। তিনি পরহেযগার, পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিদ্বান। তাকে যখন কুরায়শরা দেখে তখন কুরায়শের মুখপাত্র বলে যে, এ ব্যক্তির মর্যাদা পর্যন্তই মর্যাদার শেষ প্রান্ত। তাঁর কাছেই সম্মানের চূড়া অবস্থিত। যে সম্মান অর্জন করতে এখনকার ইসলামে দীক্ষিত আরব ও অনারব অসমর্থ ছিল। যখন তিনি রুকনে হাতীমকে স্পর্শ করতে আসেন, তখন তাঁর পরিচিত লোকজন তাকে অবরোধ করে ফেলার উপক্রম হয়েছিল। ঈমানী লজ্জাবোধ তাকে আবৃত্ত করে রাখত এবং তার ভয়ে মানুষ তার কাছে সশ্রদ্ধ থাকত। তার সাথে লোকজন তখনই কথা বলত, যখন তিনি মুচকি হাসি হাসতেন। তাঁর হাতে থাকত একটি যষ্টি যার সুগন্ধি ছিল মনোমুগ্ধকর। আর এটা তাঁর মত বীরের করকমলে শোভা পেত। যার ছিল সিংহস্বরূপ সুউচ্চ ও গৌরবময় নাক। যার বংশ ধারা মহান আল্লাহ্র রাসূল (সা) হতে নিঃসৃত। যার মূল ছিল শ্রেষ্ঠ এবং আচার আচরণ ছিল শিষ্টাচারপূর্ণ ও জনপ্রিয়। তার সমুজ্জ্বল আলো হতে হিদায়াতের আলো বিকশিত। যেমন সূর্যের তাপ থেকে মেঘমালা বিকশিত হয়ে থাকে। জনগণ যখন কষ্টে পতিত হতো, তখন তিনি তাদের বোঝা উঠাতেন। আবার তার সুমধুর আচরণের জন্যে তার কাছে জনগণ ও সকল ঐশ্বর্য ভিড় জমাত। যদি তুমি তাকে না চিন তাহলে জেনে রেখো তিনি ফাতিমার সন্তান এবং তার নানার কাছেই মহান আল্লাহ্র নবীগণের আগমন ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তার নানার কাছেই মহান আল্লাহ্র রাসূলগণের শ্রেষ্ঠত্ব আবর্তিত হয়েছে। তার দয়া বিশ্ববাসীকে করেছে ধন্য। আর ধরা থেকে বিলুপ্ত হয়েছে বিভ্রান্তি, দৈন্যতা ও অত্যাচার, অনাচার ও ব্যভিচার। জনগণের অভাব-অনটন দূরীকরণে ছিল তার দুই হস্ত সর্বদা প্রশস্ত ও প্রসারিত। তার দয়ার ভাণ্ডার সকলের জন্যে উন্মুক্ত ও অফুরন্ত। তিনি অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী। যার থেকে রূঢ়তা ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারের কোন আশংকা

নেই। তাকে দুটো বিশেষ গুণ মহিমান্বিত করেছে, তাহলো ধৈর্য ও মর্যাদার সৌন্দর্য। তিনি অংগীকার ভঙ্গ করেননি। অনুপস্থিত বা অবর্তমান থাকাকালেও তিনি সৌভাগ্যবান। যার চত্বর অত্যন্ত প্রশস্ত। সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আর তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের মহৎ ব্যক্তি যাদের সাথে মহব্বত রাখাটাই ধর্মের অংগ। যাদের হিংসা করাটা কুফরীর মধ্যে শামিল। আর তাদের নৈকট্য অর্জন নাজাত লাভের অসীলাও আশ্রয়স্থল। তাদের মহব্বতের মাধ্যমে অকল্যাণ ও মুসীবত দূর করার কামনা করা হয়। আর তাদের মহব্বতের মাধ্যমে ইহসান ও নিআমতের বৃদ্ধির আশা করা হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্র স্মরণের পর প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের স্মরণই সবকিছুর অগ্রে স্থান দেওয়া হয়। আর তাদের মহব্বত উল্লেখ সহকারে কথার সমাপ্তি ঘটানো হয়। যদি পরহেযগার লোকদের মানমর্যাদা সম্পর্কে হিসাব নেওয়া হয়। তাহলে তারা ইমাম হিসেবে গণ্য হবেন। অথবা যদি বলা হয়, ভূপৃষ্ঠে উত্তম ব্যক্তি কারা তাহলে জওয়াবে বলা হয় যে তারাই। কোন দান-খয়রাতকারী ব্যক্তি তাদের মান মর্যাদার গভীরত্ব পর্যন্ত পৌছতে পারে না। কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্মানে ভূষিত হলেও তারা তাদের নিকটেও পৌছতে পারে না। যখন দেশে কোন প্রকার দুর্ভিক্ষ ও বিপর্যয় দেখা দেয়, তখন তারাই দাতা হিসেবে বিবেচিত হন। তার সিংহস্বরূপ দ্রুতগামী বিবেচিত হন, অথচ বিপর্যয় থাকে তুঙ্গে। দুর্নাম তাঁদের চত্বরে প্রবেশ করতে পারে না বা প্রবেশ করতে অস্বীকার করে। তাঁরা খুব ভদ্র ও সম্মানিত এবং সমাজে শক্তিধর হিসেবে বিবেচ্য। তাদের বদান্যতার দরুন অন্যদের মাঝে শূন্যতা হ্রাস পায় না বরং বৃদ্ধি পায়। তারা কাউকে কিছু দান করুক কিংবা নাই করুক অন্যদের কাছে তার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, তাদের মর্যাদায় কেউ পৌছতে পারে না। এমন কে আছে যাদের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার প্রমাণিত হয়নি ? হ্যাঁ, তাদের অগ্রাধিকার প্রমাণিত হয়েছে বার বার। তাই তোমার কোন কথা বা মন্তব্যই তার অনিষ্ট করতে পারে না। যাকে তুমি চিনতেছ না তাকে আরব ও অনারব সকলেই চিনে, তাকে মহান আল্লাহ্ চিনেন এবং তার অগ্রাধিকারকেও মহান আল্লাহ্ চিনেন। এ পরিবার থেকেই অন্যান্য লোকেরা দ্বীন হাসিল করেছে।

বর্ণনাকারী বলেন, উপরোক্ত কবিতাগুলো শুনে হিশাম ভীষণ রাগান্বিত হল এবং পবিত্র মক্কাহ্ মদীনার মাঝামাঝি অবস্থিত উছফান নামক স্থানে ফারাযদুককে বন্দী করার হুকুম দিল। আলী ইব্নুল হুসায়নের কাছে এ সংবাদ পৌছার পর তিনি ১২ (বার) হাজার দিরহামসহ এক ব্যক্তিকে ফারাযদুকের কাছে প্রেরণ করেন কিন্তু তিনি তা কবূল করলেন না এবং বললেন, "আমি যা বলেছি, তা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও সত্যের সাহায্য এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশধরদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি বলেছি। এর পরিবর্তে আমি কোন কিছু বিনিময় গ্রহণ করব না। আলী ইব্নুল হুসায়ন তার কাছে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন এবং তাকে বলতে বললেন, এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তোমার যথার্থ নিয়ত সম্বন্ধে অবগত আছেন। আমি তোমার প্রতি আল্লাহ্র শপথ সহকারে বলছি, তুমি যেন তা কবূল কর। তারপর তিনি তার থেকে তা কবূল করলেন এবং হিশামের বদনাম গাইতে লাগলেন। এই বদনাম গাঁথার কিছু অংশ নীচে উপস্থাপন করা হল। তিনি বলেন, "তুমি আমাকে বন্দী করে রেখেছো, পবিত্র মদীনাও এমন শহরের মধ্যবর্তী জায়গায় যার দিকে জনগণের অন্তর বিশেষ করে তাদের মধ্যে যে তাওবাকারী তার অন্তর আকৃষ্ট হয়, তাওবাকারী যদি উদ্ধত সর্দার না হয়ে থাকে তাহলে সে তার মস্তক ও তীর্যক দৃষ্টি সম্পন্ন দুই চক্ষুকে পরিবর্তন করে অন্যান্যদের দোষত্রুটি প্রকাশ করবে।

আলী ইব্নুল হুসায়ন হতে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন তাঁর সামনে দিয়ে কোন লাশের জানাযা অতিক্রম করতো, তখন তিনি নিম্নে বর্ণিত দুইটি কবিতা আবৃত্তি করতেন ঃ

"লাশের কোন জানাযা যখন আমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তখন আমরা তা দেখে ভয় পেয়ে যাই। আর যখন আমরা হালকা বৃষ্টির মধ্যে চলাফেরা করি, তখন আমরা আনন্দ বোধ করি। আমাদের কাছে লাশের ভয় সাতজন গুহাবাসীর প্রতি একটি আক্রমণাত্মক দলের ভয়ের মতই অনুভূত হয়। যখন তারা জাগ্রত হওয়ার পর আবার নিরুদ্দেশ হয়, তখন তাদের আশেপাশের অঞ্চল শস্য-শ্যামল ও তরুলতায় ভরে যায়।

আল-হাফিয ইব্ন আসাকির মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মুকরী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ, ইমাম যুহরী হতে আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইবাদতগোযারদের সর্দার আলী ইব্নুল হুসায়নকে তার নিজের সম্বন্ধে যাচাই-বাছাই করার উদ্দেশ্যে ও নিজের প্রতিপালকের সাথে মুনাজাতের লক্ষ্যে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, হে আমার আত্মা! এ দুনিয়ায় তুমি কতদিন পর্যন্ত থাকতে পারবে এবং এ দুনিয়ার প্রাসাদে কতক্ষণ তুমি স্থায়ী থাকতে পারবে ? তুমি কি তোমার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে যারা চলে গেছে তাদের থেকে উপদেশ গ্রহণ কর না ? আর তোমার বন্ধু-বান্ধবদের যাদেরকে এ পৃথিবী ঢেকে নিয়েছে তোমার মৃত ভাইদের যাদেরকে তুমি ভয় করছ, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের যারা ভূতলে চলে গেছে, এসব থেকে কি তুমি উপদেশ অর্জন করছ না ? তারা দুনিয়াতে প্রকাশ পাওয়ার পর এখন পৃথিবীর গর্ভে চলে গেছে এবং তাদের সৌন্দর্য পৃথিবীর গর্ভে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে।

তাদের ঘরবাড়ীগুলো খালী পড়ে রয়েছে। তাদের বাড়ীর চত্বরগুলো জনশূন্য হয়ে পড়েছে। তাদেরকে তাদের নিয়তি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে; তারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছে। আর তারা দুনিয়ার জন্যে যে সম্পদ সংগ্রহ করেছিল তাও বিদায় হয়ে গিয়েছে; মাটির নীচের গর্তগুলো তাদেরকে স্বীয় বুকে টেনে নিয়েছে; মৃত্যুর হাত কত যুগের পর যুগকে ধ্বংস করে দিয়েছে; আর এ ভূপৃষ্ঠ স্বীয় মুসীবতের মাধ্যমে কতকিছুকে বিবর্ণ করে দিয়েছে, আর ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা কত কিছুকে ঢেকে নিয়েছে; বিভিন্ন দল ও গোত্রের লোক যাদের সাথে তুমি বসবাস করতে তাদেরকে পরীক্ষাগার (কবর) বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তারপর মৃত্যুর হাত তাদের থেকে ফকীর-মিসকীনদের ক্রিয়া কলাপের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।

তুমি দুনিয়ায় মস্তক অবনতকারী ও হিংসুক ব্যক্তি; দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জনে তুমি লোভী ও বেশী বেশী দুনিয়া অর্জনের প্রতি আকৃষ্ট। তুমি সর্বদা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অন্য মনস্ক হয়ে সকাল-বিকাল অতিবাহিত করছ। তোমার যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে তাহলে তুমি কি জান কি কি বিষয়ে তোমাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে ? এক ব্যক্তি অব্যাহতভাবে দুনিয়া লাভে চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং তার আখিরাতকে ভুলে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে সে ক্ষতিগ্রস্ত। কাজেই দুনিয়ার সমাপ্তি কি তোমার মুখ্য বস্তু ? দুনিয়ার আস্বাদনই কি তোমার পেশাও নেশা ?

অভাব অনটন তোমাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছে। আর তোমার কাছে আখিরাতের ভয় প্রদর্শনকারীও এসে গেছে অথচ তুমি তোমার লক্ষ্য বস্তুর প্রতি উদাসীন এবং বর্তমানের স্বাদগ্রহণের প্রতি আগ্রহশীল ও ভবিষ্যত স্বাদ গ্রহণের প্রতি অন্যমনস্ক। আর তুমি প্রবৃত্তির অনুসারীদের বিপ্লব দেখছ এবং তাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়েছে, তাও তুমি লক্ষ্য করেছ।

মৃত্যু, কবর, মুসীবত ইত্যাদির ভয়ানক অবস্থা উল্লেখ করার মধ্যে এবং খেল তামাশাও দুনিয়ার আস্বাদন থেকে বিরত থাকার মধ্যে কোন এক ব্যক্তির জন্যে রয়েছে ধমক প্রদানকারী। প্রতীক্ষা ও বার্ধক্য চল্লিশের অত্যাসন্নকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। আর যুলুম ও অত্যাচার বৃদ্ধকে ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে বিবেচিত। দুনিয়ায় তোমার আচরণে মনে হয় তোমার জন্যে যেটা ক্ষতিকারক সেটার দিকেই তুমি বেশী আসক্ত। আর হিদায়াতের রাস্তা থেকে বিভ্রান্তিতে পতিত। যে সব সম্প্রদায় চলে গেছে ও যে সব শাসক ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের দিকে লক্ষ্য কর কেমন করে যুগের পরিণতি তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এবং মৃত্যু তাদেরকে অপহরণ করেছে ? দুনিয়ায় তাদের চিহ্নসমূহ মিটে গেছে এবং তাদের সংবাদ দুনিয়ায় বাকী রয়েছে। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মৃত্তিকায় তাদের ধ্বংসাবশেষ বাকী থাকবে। তারা মৃত্তিকায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। তাদের মজলিস ও মাহফিল বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাদের প্রাসাদগুলো খালি হয়ে গিয়েছে। তারা এমন ঘরে প্রবেশ করেছে যেখানে তাদের মধ্যে পরস্পর কোন দেখা সাক্ষাত নেই। কবরের বাসিন্দাদের জন্যে পরস্পর সাক্ষাতের সুযোগও কোথায় ? তুমি যদি লক্ষ্য কর একটি কবরই দেখবে তারা এটাকে খেজুরের পাতার চাটাইয়ের মত বিস্তৃতভাবে বরাবর করেছে। আর এটাকে যেন যুগ বয়ন করেছে। কত শক্তিশালী সৈন্য-সামন্তের অধিকারী ও সাহায্যকারী দ্বারা পরিবেষ্টিত শক্তিধর রয়েছে যারা দুনিয়া অর্জন করেছে এবং দুনিয়ার যা কিছু চেয়েছে তাই অর্জন করেছে। আর দুনিয়ায় প্রাসাদ নির্মাণ করেছে ও পৃথিবীতে জনপদ গড়ে তুলেছে। ঐসব প্রাসাদে ধন-সম্পদ ও মাল-দৌলত সংগ্রহ করেছে, ক্রীতদাসী ও আযাদ রমণীদের সমাহার ঘটিয়েছে।

মৃত্যু যখন এল তার কাছে ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকা সত্ত্বেও তখন তার থাবা ফিরে যায়নি। আর তার নির্মিত প্রাসাদগুলোও তাকে রক্ষা করতে পারেনি। প্রাসাদগুলোর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নদী নালা। আর গড়ে উঠেছে অসংখ্য জনপদ। মৃত্যু তার কোন প্রকার চালাকিতে বিজয় লাভ করার সুযোগ দেয় নাই এবং সৈন্য-সামন্তও তাকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে আসেনি।

মহান আল্লাহ্র তরফ হতে এমন বস্তু এল যাকে কেউ রদ করতে পারে না। এমন আদেশ নাযিল হল যাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র মালিক। তিনি আধিপত্য বিস্তারকারী, অহংকার প্রদর্শনকারী, মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল প্রতাপান্বিত। পরাক্রমশালীদের চূর্ণ-বিচূর্ণকারী, অহংকারকারীদের ধ্বংসকারী, যার সম্মানের সামনে সকল শক্তিধর অবনত এবং যার শক্তিতে প্রতিটি সূক্ষ্ম প্রতিফল প্রদানকারী ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

তিনি মালিক, পরাক্রমশালী, যার হুকুম লংঘন করা যায় না। যিনি প্রজ্ঞাময়, তত্ত্বজ্ঞানী, প্রশাসন পরিচালনাকারী প্রতাপান্বিত, প্রতিটি সম্মানি ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র সম্মানের জন্যই সম্মান পেয়ে থাকে। আর কত শক্তিধর তত্ত্বধারণকারী মহান আল্লাহ্র কাছে নগণ্য। আরশের মালিক মহান আল্লাহ্র ইয্যতের কাছে পরাক্রমশালী বাদশাগণ অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করে, আনুগত্য প্রকাশ করে ও নিজকে অধঃপতিত মনে করে। কাজেই দৌড়াও দৌড়াও, দুনিয়া এবং দুনিয়ার ষড়যন্ত্র হতে দূরে থাক, দূরে থাক। দুনিয়া তোমার জন্য যে জাল বিস্তার করেছে, তার শোভাগুলোকে তোমার ব্যবহারের জন্য বৈধ ঘোষণা করেছে, তার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যকে তোমার সম্মুখে বিকশিত করেছে। আস্বাদিত বস্তুসমূহকে তোমার কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আর তার ধ্বংসকারী উপকরণ ও উপাদানগুলোকে তোমার কাছে লুকিয়ে রেখেছে। এরূপ দুনিয়া থেকে দূরে থাক।

দুনিয়ার যে সব ভয়াবহতা আমি প্রত্যক্ষ করেছি এগুলোর চেয়ে কম ভয়াবহতাকে প্রতিরোধ করার জন্যে আহ্বায়ক রয়েছে এবং এগুলো থেকে পরিত্রাণের হুকুমদাতাও রয়েছে। কাজেই তুমি চেষ্টা করবে, অলসতা করবে না এবং সজাগ থাকবে। কেননা, কিছুদিনের মধ্যে ঘরের বাসিন্দা (প্রত্যেক মানুষ) ঘর অগত্যা ছেড়ে দেবে। কাজেই তুমিও দৌড়াবে, অনবরত দৌড়াবে, মোটেই থামবে না। কেননা, তোমার আয়ু ক্ষণস্থায়ী ও তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর তুমি স্থায়ী ঘরের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। দুনিয়া অন্বেষণ করবে না। কেননা, দুনিয়ার নিআমতসমূহ যদিও তুমি আংশিক অর্জন করেছ, ভবিষ্যতে এগুলো তোমাকে ক্ষতির সম্মুখীন করবে। কাজেই, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এগুলোর জন্য লোভ করতে পারে ? কিংবা কোন দক্ষ ব্যক্তি কি এগুলো নিয়ে খুশী হতে পারে ? বুদ্ধিমান ব্যক্তি এগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত এবং এগুলোর স্থায়িত্বের ব্যাপারে আশান্বিত নন। যে ব্যক্তি রাত্রি জাগরণকে ভয় করে তার চোখ কেমন করে নিদ্রা যেতে পারে। আর যার সমস্ত কাজের মধ্যেই মৃত্যুর হস্তক্ষেপের আশংকা করা যায়, তার আত্মা কেমন করে শান্তি লাভ করতে পারে। সাবধান! এ রকম নয় বরং আমরা আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছি। আর দুনিয়ার আস্বাদন আমাদেরকে এমন বস্তুকে মগ্ন রেখেছে, যেগুলোর থেকে আমাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যে ব্যক্তি যাবতীয় রহস্যের দিন কিংবা কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের স্থানে দণ্ডায়মান হবে বলে বিশ্বাস রাখে, সে কেমন করে জীবনের আস্বাদন উপভোগ করতে পারে ? আমরা যেন অভিমত দিচ্ছি যে, আমাদেরকে কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হতে হবে না। আমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মৃত্যুর পরেও আমাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না। আর অচিরেই দুনিয়াদার দুনিয়ার স্বাদ ভোগ করবে এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য থেকে উপকৃত হবে। বিভিন্ন রকমের বিস্ময়কর ও ভয়াবহতার মাঝে সে বিরাজ করবে। দুনিয়া অন্বেষণেও তা অর্জনে বহু দুর্দশার সম্মুখীন হবে এবং রোগ, ব্যাধি, ব্যথা বেদনা ইত্যাদিকেও সে ভোগ করবে। আমরা কি প্রতিদিন লক্ষ্য করছিনা যে দুনিয়ার আবর্তন আমাদের কাছে সকাল-সন্ধ্যা হিসেবে প্রকাশ পায়। দুনিয়ার মুসীবত ও পেরেশানী আমাদেরকে বিনিদ্রিত রজনী যাপন করতে বাধ্য করছে। আর কত লোককে তুমি দেখবে দুনিয়ার পেরেশানীতে বিনিদ্রিত রজনী যাপন ব্যতীত তার বিকল্প কিছু নেই। সে দুনিয়া নিয়ে হিংসার পাত্র হয়েছে। কিন্তু, সে নিরাপদ নয় তবে তার নাফস দুনিয়া অন্বেষণ থেকে কখনও পিছপা হয় না। যারা দুনিয়াকে স্থায়ী বাসস্থান মনে করে তাদেরকে দুনিয়া প্রতারিত করেছে। আর যে দুনিয়ার প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে তাকে দুনিয়া কোণঠাসা করে রেখেছে। দুনিয়া তাকে তার ছোবল থেকে মুক্ত হতে দেয় না। দুনিয়া ব্যথা বেদনা হতে তাকে রেহাই দেয় না। আর রোগ-ব্যাধি হতে তাকে সুস্থ থাকতে দেয় না এবং দুনিয়া তাকে তার দোষ ত্রুটি থেকে নিষ্কৃতি দেয় না। বরং তাকে ইয্যত, সম্মান ও প্রতিরোধের ধ্বংসের পর এমন খারাপ অবস্থায় নিয়ে আসে, যেখানে থেকে তার বের হবার আর কোন রাস্তা থাকে না। দুনিয়াদার এমন পর্যায়ে পৌঁছে, তখন সে উপলব্ধি করতে পারে যে তার কোন পরিত্রাণ নেই। আর মৃত্যুও তাকে তার ভীতিপূর্ণ জায়গা থেকে রক্ষা করছে না। লোকটি তখন লজ্জিত হয়ে যায়, যখন লজ্জা তাকে আর কোন ফায়দা দেয় না। তাকে তার কবীরা গুনাহ্ ক্রন্দন করতে বাধ্য করে। যখন সে তার অতীত গুনাহের জন্য ক্রন্দন করে এবং তার দুনিয়া যা অতিবাহিত হয়ে গেছে তার জন্য আফসোস করে আর মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে যখন এ ক্ষমা প্রার্থনা তার কোন উপকারে আসেনা এবং মৃত্যু ও বালা মুসীবত নিপতিত হওয়ার সময় তার কোন অজুহাতই তাকে রক্ষা করতে পারে না। তার দুঃখ-দুর্দশা ও পেরেশানী তাকে

ফেরাও করেছে। দুর্ভাগ্যের ভরাডুবিতে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে তার কোন নিষ্কৃতি নেই। ভীতি ও সন্ত্রস্ততা থেকে রক্ষা করারও তার কোন সাহায্যকারী নেই। তার আত্মা মৃত্যুর তত্ত্বকে তার থেকে মনে হয় দূর করে দিয়েছে। কিন্তু, তার কণ্ঠনালী ও আলাজিহ্বা বার বার তাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

এ পর্যায়ে তার সেবা-শুশ্রূষায় ভাটা পড়ে। তার পরিবার-পরিজন তাকে ছেড়ে দেয়, তার স্বজনেরা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে থাকে। তার অসুস্থতায় তারা নিরাশ হয়ে যায়। তারা তাদের হাত দ্বারা তার দুইচক্ষু বন্ধ করে দেয়। তার রূহ বের হবার সময় সে তার পা লম্বা করে দেয়। তার বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনেরা তাকে ছেড়ে চলে যায়।

কত দরদী শোকাহত হয়ে তার জন্য ক্রন্দন করছে। তার শোক প্রকাশে ধৈর্য প্রদর্শন করছে। অথচ সে ধৈর্যধারণকারী নয়। তার জন্য ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন পড়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে কায়মনোবাক্যে তার জন্য প্রার্থনা করেছে এবং তার উল্লেখযোগ্য গুণাবলী বার বার উল্লেখ করছে। আবার কিছুসংখ্যক লোক রয়েছে যারা তার মৃত্যুতে খুশী হয়েছে এবং তার ইন্তিকালের সুসংবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যে যা হবার হয়ে যাবে।

তার স্ত্রীগণ ওড়না ছিড়ে ফেলবে, বাদীরা তাদের গালে মুখে চপেটাঘাত করতে থাকবে; প্রতিবেশীরা তাকে হারিয়ে হাউ মাউ করে কাঁদবে; তার ভাইয়েরা তার বিপদে ব্যথা অনুভব করছে; তারপর তারা সকলে তার কাফনের জন্যে এগিয়ে এল এবং তা সুসম্পন্ন করার জন্য দৌড়িয়ে এল মনে হচ্ছে যেন তাদের মধ্যে এ উপকারী প্রিয় ব্যক্তিটি এবং প্রকাশ্য বন্ধুটি কোনদিনও তাদের মধ্যে ছিলই না।

সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যক্তিটি তার অতিশয় নিকটতম ছিল সে এগিয়ে আসে, তার কাফনের ব্যাপারে আলোচনা করে ও ত্বরা করে। যারা তার কাছে হাযির হয়েছে তারা তাকে গোসল দেওয়ার জন্যে ত্বরা করে। যিনি কবর খোদবে তারা তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাকে দুইটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়। তার জানাযার পিছে পিছে যাওয়ার জন্যে তার ভাই ও আত্মীয়রা তার পাশে একত্রিত হয়েছে।

তার ছোট সন্তানটির দিকে যদি তুমি লক্ষ্য করতে। তার অন্তরের উপর দুঃখের চাপ পড়েছে। পিতার জন্যে ধৈর্য হারানো হতাশ হওয়াকে সে ভয় করছে। অশ্রু তার চোখকে রঙ্গীন করেছে। সে তার পিতার জন্যে রোদন করছে ও বলছে হায়রে যুদ্ধ! হায়রে যুদ্ধ! মৃত্যুর অশুভ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমি এমন একটি দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করছি যা কোন একটি মহিলার জন্য ভয়াবহতা সৃষ্টি করে এবং তাতে কোন একজন দৃষ্টি নিক্ষেপকারীও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বড় বড় সন্তানেরা যুদ্ধের ভয়াবহতায় তাদের উপজীবিকা অর্জনে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে অথচ ছোট ছোট সন্তানেরা ধীরে ধীরে তাকে ভুলে যেতে বসেছে। মহিলাদের অভিভাবক তার জন্যে শোকাহত আর গালের উপর অশ্রুধারার বন্যা যেন প্রবাহিত।

তারপর তাকে তার প্রশস্ত কামরা থেকে বের করে নিয়ে সংকীর্ণ কামরা কিংবা কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। যখন তাকে কবরে স্থাপন করা হয় তখন তার উপরে ইটের ছাউনি দেওয়া হয়। তার যিন্দিগীর আমল তাকে ভীত করে দেয় ও তার অন্যায়গুলো তাকে বেষ্টন করে ফেলে। সব কিছুই যেন তার জন্যে সংকীর্ণরূপ ধারণ করছে। এরপর তার সাথীরা মাটি কুড়িয়ে এনে তার উপর স্তূপ করতে থাকবে। তার জন্যে কাঁদতে ও রোদন করতে থাকবে। তার কাছে

তারা কিছুক্ষণের জন্যে দণ্ডায়মান থাকবে ও তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে এবং নিরাশ হয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে তার অর্জিত সম্পদ আমলের কাছে আমানত রেখে উক্ত জায়গা থেকে প্রস্থান করবে।

তার সাথীরা এমন সাথীর জন্যে কাঁদতে কাঁদতে ফেরত চলল, যার সাথে তার ভাইয়েরা সাবধানতা সহকারে মুলাকাত করেছে। তারা নিরাপদে চারণভূমিতে বিচরণকারী বকরীদের ন্যায় দল বেঁধে প্রত্যাগমন করছে। যেগুলোর রাখাল যেন হাতে ছুরি নিয়ে দুইবাহু বিস্তার করে খালি মাথায় বের হয়ে পড়েছে। বকরীগুলো চরল, বেশ সময় পর্যন্ত, তারপর ফেরত ডাক পড়ল যখন যবাহ্‌কারী তাদের থেকে বিদায়ের মনস্থ করল। বকরীগুলো তাদের চারণভূমিতে পুনরায় আগমন করল, তাদের সঙ্গীর উপর যবাহ্ করার ন্যায় যে মুসীবত অবতীর্ণ হয়েছিল তারা তা ভুলে গেল। আমরা কি জীবজন্তুর আচরণের অনুকরণ করছি না ? কিংবা তাদের নীতিতে চলছি না ? ধ্বংসের আবাস বা কিয়ামতের দিকে ধাবিত হওয়ার বিষয়টি বারবার স্মরণ কর। অতল গহ্বরে ভয়াবহতার মাঝে স্থান লাভ ও পরিত্রাণ লাভ সম্পর্কে উপদেশ গ্রহণ কর।

মৃত ব্যক্তিটিকে একাকী তার কবরে দাফন করা হয়েছে। তার বংশধর ও আত্মীয়রা তার সম্পদ বণ্টন করে নিয়েছে। তার সম্পদকে পুরাপুরি বণ্টন করার জন্যে তারা মনোযোগী হয়েছে। তার সম্পদকে পুরাপুরি বণ্টন করার জন্যে তারা মনোযোগী হয়েছে। তার সম্পদ সম্বন্ধে কোন প্রশংসাকারী কিংবা ধন্যবাদ প্রদানকারী নেই। কাজেই, হে দুনিয়ায় বসবাসকারী! হে দুনিয়ার সম্পদের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টাকারী! এবং যুগের মুসীবতসমূহ থেকে নিজেকে নিরাপদ ধারণাকারী! কেমন করে তুমি এ অবস্থায় নিজেকে নিরাপদ মনে করছ, অথচ তুমি নির্ঘাত দুনিয়ার মুসীবতের শিকার হবে ? তুমি কেমন করে তোমার আয়ুকে নষ্ট করছ অথচ এটাই তোমার মৃত্যুর দিকে প্রত্যাগমনের সেতু স্বরূপ ? তুমি কেমন করে তোমার খাদ্য ভক্ষণের পর তৃপ্তি বোধ করছ অথচ তুমি তোমার মৃত্যুর অপেক্ষা করছ ? তুমি কেমন করে প্রবৃত্তিকে মুবারকবাদ জানাচ্ছ অথচ এটাই তোমার যাবতীয় বালা-মুসীবতের বাহন হিসেবে বিবেচ্য ?

তুমি সফরের জন্যে পাথেয় সংগ্রহ কর নাই, অথচ সফরে বের হবার সময় অতিশয় সন্নিকট। প্রকৃতপক্ষে তুমি সফরের অবস্থায়ই বসবাস করছ। আমার জীবনের জন্য আফসোস। কতবার আমি আমার তাওবা ভঙ্গ করেছি! আমার আয়ুতো শেষ হবার পথে আর ধ্বংস আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার জীবনে আমি যা কিছু করেছি সবই রেকর্ড বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। শক্তিমান মহা ন্যায়বিচারক তার প্রতিদান প্রদান করবেনই। কাজেই, তুমি কতবার তোমার আখিরাতকে দুনিয়া দ্বারা মিশ্রিত করবে, তালি দিবে এবং বিভ্রান্তি ও স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নেবে ? আমি তোমার দৃঢ়তাকে নড়বড়ে দেখছি। হে ধর্ম বা আখিরাতের চেয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য প্রদানকারী! দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা কি তোমাকে এরূপ কাজ করার হুকুম দিয়েছেন ? কিংবা এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ? তোমার সামনে যে কঠিন হিসাব ও অত্যন্ত খারাপ পরিণতি রয়েছে তা কেন স্মরণ করছ না ? যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ সংগ্রহ করছে ও উপভোগ করছে, তার অবস্থা কেন অনুভব করছ না ? আর যে সুউচ্চ আবাস তৈরী করেছে, জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করেছে ও অধিক আয়ু লাভ করেছে তার অবস্থা কেন অবলোকন করছ না ? তাদের ন্যায় লোকেরা কি ধ্বংস হয়ে যায়নি ? আর তাদের আবাসভূমি কি কবরে পরিণত হয়নি ?

যে সম্পদ বাকী আছে তাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে আর দীর্ঘ আয়ুও একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজেই সম্পদও দুনিয়ায় ভরপুর থাকবে না, জনপদও আবাদ এবং স্থায়ী থাকবে

না। যদি হঠাৎ তোমার মৃত্যু তোমার কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে তোমার কি করার আছে ? কল্যাণ অর্জন না করার জন্যে মহান আল্লাহ্র কাছে কি তোমার কোন অজুহাত আছে ? তুমি কি এটাতে খুশী যে, তোমার আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অথচ তোমার ধর্ম এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। অন্যদিকে তোমার সম্পদ পূর্ণতা অর্জন করেছে ?

আলী ইব্নুল হুসায়ন ওরফে যায়নুল আবেদীন কোন্ সালে ইন্তিকাল করেন তা নিয়ে ইতিহাসবিদগণ মতভেদ করেন। অধিকাংশের কাছে প্রসিদ্ধ হলো যে, তিনি এ বছর অর্থাৎ ৯৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এ বছরের প্রথম দিকেই ৫৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তার সালাতে জানাযা পড়া হয় ও তাকে সেখানে দাফন করা হয়। আল-ফাল্লাস বলেন, '৯৪ হিজরীতে আলী ইবনুল হুসায়ন, সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব, উরওয়াহ এবং আবূ বাকর ইব্ন আবদুর রহমান ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, আলী ইব্নুল হুসায়ন ৯২ কিংবা ৯৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আল-মাদাইনী এ কথা বলে অবাক করে দিয়েছেন যে, আলী ইবনুল হুসায়ন ৯৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন ঃ আলী ইব্নুল হুসায়নের জীবনী এখানেই শেষ করা হলো তবে আমি তার কিছু মূল্যবান বাণী এখানে উল্লেখ করব, যেগুলোর দ্বারা আমার বিশ্বাস পাঠকবর্গ খুব উপকৃত হবেন।

হাফ্স ইব্ন গিয়াছ হাজ্জাজ ও আবূ জা'ফরের মাধ্যমে আলী ইবনুল হুসায়ন (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ "শরীরে যখন কোন প্রকার রোগ-ব্যাধি হয় না, তখন সে অহংকার করে ও অকল্যাণের প্রতি আশ্রয় নেয়। যে শরীর খারাপ কাজে প্রলুব্ধ করে ও অহংকার করে, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।"

আবূ বাকর ইব্ন আল-আম্বারী বলেন ঃ আহমদ ইব্ন সালত মুহাম্মদ হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ "আলী ইব্নুল হুসায়ন (র) বলেন ঃ "বন্ধু-বান্ধবদের হারিয়ে ফেলাই হলো প্রকৃত দীনতা।" তিনি আরো বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, যেন তুমি মানুষের চোখে আমার প্রকাশ্যটাকে উত্তম করে দেখাবে। আর মানুষের অন্তরে আমার গোপনীয়তাকে খারাপ করে দেখাবে। হে আল্লাহ্! আমি খারাপ কাজ করছি আর তুমি আমার প্রতি ইহসান করছ বা দয়া দেখাচ্ছ। তারপর যখন আমি পুনরায় খারাপ কাজ করব তুমিও আমার প্রতি পুনরায় ইহসান করবে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এমন ব্যক্তির মহব্বত দান কর, যার রিয্ক তুমি হ্রাস করে দিয়েছ অথচ তুমি আমার প্রতি তোমার মেহেরবানীকে প্রসারিত করে দিয়েছ।

একদিন তিনি তার ছেলেকে বললেন ঃ হে বেটা! পায়খানা ব্যবহার করার কালে পৃথক কাপড় পরিধান করবে। কেননা, আমি লক্ষ্য করেছি যে, মাছি আবর্জনার উপর বসে এবং পরে কাপড়ের উপরেও বসে। তারপর তিনি সতর্ক হলেন এবং বললেন, "আল্লাহ্র রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের একাধিক কাপড় ছিল না। তাই, তিনি উপরোক্ত অভিমত প্রত্যাখ্যান করলেন।

আবূ হামযাহ আছ-ছুমালী বলেন, "একদিন আমি আলী ইবনুল হুসায়ন (রা)-এর দরযায় পৌঁছলাম। তাকে সশব্দে ডাকাটা আমি পসন্দ করলাম না। তাই তার দরযায় বসে পড়লাম। অতঃপর তিনি বের হলেন। আমি তাকে সালাম করলাম ও দু'আ চাইলাম, তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন এবং আমার জন্যে দু'আ করলেন। এরপর তিনি একটি দেওয়ালের দিকে গমন করলেন এবং বললেন, হে আবূ হামযাহ! তুমি কি এ দেওয়ালটি দেখছ ? আমি

বললাম 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, "আমি এটাতে একদিন হেলান দিয়েছিলাম এবং আমি ছিলাম চিন্তাযুক্ত। এমন সময় মনোমুগ্ধকর চেহারা ও চমৎকার পোশাকধারী এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং আমাকে বলছেন, হে আলী ইবনুল হুসায়ন! আমি তোমাকে দুনিয়ার জন্যে অত্যন্ত চিন্তাশীল দেখছি। এটার কারণ কি ? দুনিয়া একটি খাদ্য ভাণ্ডার তার থেকে সৎ ও অসৎ সকলেই খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। আমি বললাম, আপনি যেরূপ বলছেন এ হিসেবে আমি দুনিয়ার জন্যে চিন্তিত নই। তিনি বললেন, তাহলে কি আখিরাতের জন্য দুনিয়ার প্রতি আপনি চিন্তিত ? আখিরাত একটি সত্য অঙ্গীকার। সর্বশক্তিমান মালিক সেখানে বিচার করবেন। আমি বললাম, আপনি যেরূপ বলছেন এ হিসেবেও আমি দুনিয়ার জন্য চিন্তিত নই। তিনি বললেন ঃ তাহলে আপনার চিন্তাটা কিসের জন্যে ? তখন আমি বললাম, "আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর ফিতনাকে ভয় করছি। তিনি আমাকে বললেন, হে আলী! আপনি কি এমন ব্যক্তি দেখেছেন যে, মহান আল্লাহকে ডেকেছে অথচ মহান আল্লাহ্ তাকে দান করেননি ? আমি বললাম 'না'। তিনি আবার বললেন, "আপনি কি এমন ব্যক্তি দেখেছেন, যে মহান আল্লাহ্কে ভয় করে অথচ মহান আল্লাহ্ তার জন্যে যথেষ্ট হননি ? আমি বললাম, 'না'। তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন আমাকে বলা হলো, হে আলী! তিনিই খিযির (আ)। শেষোক্ত কথাটি কোন বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বক্তব্য।

তাবারানী বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-খিযরী উমর ইব্ন হারিছ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আলী ইবনুল হুসায়ন (র) যখন ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর গোসল প্রদানের সদস্যরা তাকে গোসল দেন এবং তারা তার পিঠে কাল কাল দাগ দেখতে পান। তারা জিজ্ঞাসা করলেন এগুলো কি ? তখন বলা হলো, তিনি রাতে আটার বস্তা বহন করতেন এবং পবিত্র মদীনাবাসী ফকীরদেরকে আটা দান করতেন। ইব্ন আইশা বলেন, পবিত্র মদীনাবাসীদেরকে আমি বলতে শুনেছি। তারা বলেন ঃ 'আলী ইবনুল হুসায়ন (র)-এর মৃত্যুর পর আমরা গোপনে সাদাকা কারীকে হারালাম।"

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাম্বল ইব্ন আশকাব ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশারের মাধ্যমে আবূল মিনহাল আত্তাঈ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আলী ইবনুল হুসায়ন (র) যখন মিসকীনকে সাদাকা প্রদান করতেন, তখন সে তা কবূল করত। তারপর তিনি আরো দান করতেন।

আত-তাবারী বলেন ঃ ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়া আল-গুলাবী আল আতাবীর মাধ্যমে উবাই হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আলী ইবনুল হুসায়ন (র) বনূ হাশিমের শ্রেষ্ঠ চার ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন ঃ হে আমার সন্তান! মুসীবতের সময় ধৈর্যধারণ করবে, কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না, তোমার দীনী ভাইকে কোন ব্যাপারে নিরাশ করবে না। তবে যে ক্ষেত্রে তোমার উপকারিতা থেকে ক্ষতির পরিমাণ বেশী। তাবারানীও স্বীয় সনদে নীচে বর্ণিত বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন যে, একদিন আলী ইবনুল হুসায়ন (র) একটি মজলিসে বসেছিলেন। তারপর তাঁর ঘরে একজন আহবায়িকার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি উঠে গেলেন। ঘরে ঢুকলেন। তারপর মজলিসে ফিরে আসলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। কোন ঘটনার জন্যেই কি আহবায়িকা আপনাকে আহ্বান করেছিল ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। মজলিসের লোকজন তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং তারা তার ধৈর্য দেখে অবাক্ হলেন। তারপর তিনি বলেন, আমরা আহলে বায়তের সদস্য। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে যা দান করেছেন তার জন্যে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করি। আর যা তিনি দেন নাই, তার জন্যে মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করি।

আলী ইবনুল হুসায়ন (র) থেকে তাবারানী আরো বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ "যখন কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবেন যে, সম্মানী ব্যক্তিরা যেন দাঁড়িয়ে যান। তখন কিছুসংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে যাবেন। তাদেরকে বলা হবে, আপনারা জান্নাতের দিকে চলুন। তারপর ফেরেশতাগণ তাদের সাথে মুলাকাত করবেন এবং তারা বলবেন, আপনারা কোথায় যান ? তারা বলবেন ঃ জান্নাতের দিকে। ফেরেশতারা বলবেন হিসাবের পূর্বেই ? তারা বলবেন, 'হ্যাঁ'। ফেরেশতারা বলবেন, আপনারা কে ? তারা বলবেন, আমরা আহ্লুল ফায্ল অর্থাৎ সম্মানী ব্যক্তিবর্গ। ফেরেশতারা বলবেন ঃ আপনাদের ফযীলত বা সম্মান কী ? তারা বলবেন, কেউ আমাদের প্রতিকূলে অজান্তে কোন কাজ করলে আমরা তা সহ্য করেছি। আমাদের প্রতি কেউ যুলুম করলে আমরা তাতে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছি। আমাদের প্রতি কেউ কোন খারাপ ব্যবহার করলে আমরা তা ক্ষমা করে দিয়েছি। ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেন, "আপনারা জান্নাতে প্রবেশ করুন। সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম! তারপর একজন আহ্বায়ক আহ্বান করবেন যে, ধৈর্যশীলগণ দাঁড়িয়ে যান। তখন কিছু সংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে যাবেন। তাদেরকে বলা হবে আপনারা জান্নাতের দিকে চলুন। তারপর ফেরেশতাগণ তাদের সাথে মুলাকাত করবেন এবং পূর্বের মত বলবেন। তারা বলবেন, আমরা ধৈর্যশীলদের অন্তর্গত ছিলাম। ফেরেশতারা বলবেন, আপনার কী ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতেন। তারা বলবেনঃ আমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের উপর আমরা ধৈর্যধারণ করেছিলাম এবং মহান আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে বাঁচার জন্যেও আমরা ধৈর্যধারণ করেছিলাম। আর বালা-মুসীবতের ক্ষেত্রেও আমরা ধৈর্যধারণ করেছিলাম। ফেরেশতারা তখন তাদেরকে বলবেন, আপনারা জান্নাতে প্রবেশ করুন। সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার কতই উত্তম! তারপর একজন আহবানকারী আহ্বান করবেন, আল্লাহ্র ঘরের পড়শীরা দাঁড়িয়ে যান। তখন কিছুসংখ্যক লোক দাঁড়াবেন। তারা সংখ্যায় নগণ্য। তাদেরকে বলা হবে আপনারা জান্নাতের দিকে চলুন। তারপর তাদের সাথে ফেরেশতারা মুলাকাত করবেন। তাদেরকেও ফেরেশতারা অনুরূপ বলবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন, আপনারা কেমন করে মহান আল্লাহ্র ঘরের পড়শী বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারলেন ? তখন তারা বলবেন, আমরা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে পরস্পর মিলিত হতাম; মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে আমরা একে অন্যের সাথে মজলিসে উঠা-বসা করতাম; মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য একে অন্যের জন্যে খরচ করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে জান্নাতে প্রবেশ করুন। সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম!

আলী ইবনুল হুসায়ন (র) বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহ্গার তাওবাকারী মু'মিন বান্দাকে পসন্দ করেন। তিনি আরো বলেন ঃ "ভাল কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান" বর্জনকারী মহান আল্লাহ্র কিতাবকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার ন্যায় বিবেচিত। তবে যদি কেউ পরহেযগারীর ন্যায় পরহেযগারী অবলম্বন করে। শাগরিদগণ বলেন ঃ পরহেযগারীর ন্যায় পরহেযগারী-এর অর্থ কি ? তিনি বলেন ঃ পরাক্রমশালী ও আধিপত্য বিস্তারকারী আল্লাহ্কে ভয় করা যে, তিনি তার উপর হামলা করতে পারেন ও তার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করতে পারেন। এক ব্যক্তি সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র)-কে বলেন, "অমুক ব্যক্তি থেকে বেশী পরহেযগার আমি কাউকে দেখি নাই।" সাঈদ (র) তাকে বললেন, তুমি কি আলী ইবনুল হুসায়ন (র)-কে দেখেছ ? তিনি বললেন 'না' সাঈদ (রা) বললেন, "আমি তার থেকে বেশী পরহেযগার আর কাউকে দেখি নাই।"

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ্ ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম যুহরী বলেন, 'একদিন আমি আলী ইব্নুল হুসায়ন (র)-এর কাছে গমন করলাম। তখন তিনি বললেন, হে যুহরী! তুমি কী করছিলে ? আমি বললাম, আমরা সিয়াম নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তারপর আমার ও আমার সঙ্গীদের অভিমত হলো যে, রামাযানের সিয়াম ব্যতীত অন্য কোন ওয়াজিব সিয়াম নেই। তিনি বললেন, "হে যুহরী! তুমি যা বলছ তা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে সিয়াম চল্লিশ প্রকারের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে দশ প্রকার হলো ওয়াজিব যেমন রামাযানের ওয়াজিব সিয়াম; দশ প্রকার হলো হারাম; চৌদ্দ প্রকার সিয়াম যার পালনকারীর ইচ্ছে, যদি তিনি চান সিয়াম পালন করবেন আর যদি চান সিয়াম পালন করবেন না; মান্নতের সিয়াম ওয়াজিব এবং ই'তিকাফের সিয়াম ওয়াজিব। ইমাম যুহরী বলেন, আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্তান! এগুলোকে একটু বিস্তারিত বলুন। তিনি বললেন ঃ ওয়াজিব সিয়াম হলো রামাযান মাসের সিয়াম; ভুলক্রমে অনুষ্ঠিত হত্যার বেলায় গোলাম আযাদ করতে না পারলে একাধারে দুইমাস সিয়াম পালন করা ওয়াজিব; কসমের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে যিনি খাদ্যদানে অপারগ, তার জন্যে তিনদিন সিয়াম পালন করা ওয়াজিব। হজ্জে তামাত্তু'র ক্ষেত্রে যিনি কুরবানী করতে অপারগ অথবা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে কাফ্ফারা স্বরূপ দম আদায়ে অপারগ, তার জন্যে সিয়াম পালন ওয়াজিব। শিকারী শিকারের মূল্য স্থির করবে এবং তা গমের ন্যায় মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। যে সিয়ামে সিয়াম পালনকারী ইচ্ছে করে সিয়াম পালন করবেন কিংবা সিয়াম পালন না করবেন। তা হলো সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করা; রামাযানের পর শাওয়ালের ছয় দিন সিয়াম পালন; আরাফাতের দিন ও আশূরার দিন সিয়াম পালন করা, এগুলোর ব্যাপারে সিয়াম পালনকারী ইচ্ছে করলে সিয়াম পালন করবেন কিংবা সিয়াম পালন করবেন না। শিকারের শাস্তির জন্যে সিয়াম পালন ওয়াজিব। অনুমতির সিয়াম হলো; স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত সিয়াম পালন করবে না। অনুরূপভাবে গোলাম ও বাঁদী তাদের মুনীবের অনুমতি ব্যতীত সিয়াম পালন করবে না। হারাম সিয়াম হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন, তাশরীকের দিনগুলোতে (যুল-হাজ্জাহ্ মাসের ১১,১২,১৩ তারিখ) সন্দেহের দিন– এদিন রামাযানের সিয়াম পালনও নিষেধ করা হয়েছে। সিয়ামে বিসাল/ একাধারে না খেয়ে কয়েকদিন সিয়াম পালন করা) চুপচাপ থেকে সিয়াম পালন করা, গুনাহের কাজের জন্য সিয়াম মান্নত করা এবং সিয়ামুদ-দাহার অর্থাৎ সব সময় সিয়াম পালন করা। মেহমান তার সাথীর অনুমতিক্রমে নফল সিয়াম আদায় করতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের মেহমান হবে সে যেন তাদের অনুমতি ব্যতীত সিয়াম পালন না করেন। মুবাহ সিয়াম হচ্ছে যদি কেউ ভুলে পানাহার করে, তাহলে তার সিয়ামের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। রুগ্ন ও মুসাফিরের সিয়াম সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, তারা সিয়াম পালন করবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তারা সিয়াম পালন করবে না, আবার কেউ কেউ বলেন, যদি তাদের ইচ্ছে হয় সিয়াম পালন করবে আর যদি ইচ্ছে হয় সিয়াম পালন করবে না। তবে আমাদের অভিমত হলো এ দুই অবস্থায়ই সিয়াম পালন করবে না। যদি সফরে ও রুগ্ন অবস্থায় সিয়াম পালন করে তাহলে তা কাযা করতে হবে।

আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আল-হারিস

তাঁর পূর্ণ নাম আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আল-হারিছ ইব্ন হিশাম ইব্ন আল-মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম আল-কারশী আল-মাদানী। তিনি সপ্ত প্রসিদ্ধ ফকীহর অন্যতম। কেউ কেউ বলেন, তার নাম মুহাম্মদ। আবার কেউ কেউ বলেন, তার নাম আবূ বকর। আর তার কুনিয়ত আবূ আবদুর রহমান। বিশুদ্ধ হলো তার নাম ও কুনিয়ত

একই। তার ছেলেমেয়ে ও ভাই-বোন ছিল অনেক। তিনি একজন সম্মানিত তাবিঈ। তিনি যাদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন তারা হলেন ঃ হযরত আম্মার (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা), হযরত আইশা (রা), উম্মে সালামা (রা) ও অন্যান্য। তার থেকে উলামায়ে কিরামের একটি বড় দল হাদীস বর্ণনা করেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন– তার ছেলেগণ সালামা, আবদুল্লাহ্‌, আবদুল মালিক, উমর, তার গোলাম সামী'। অন্যান্যগণ হলেন, আমির আশ-শা'বী, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, আমর ইব্‌ন দীনার, মুজাহিদ, আয-যুহরী।

উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর তার অধিক সালাতের জন্য তাকে বলা হতো কুরায়শদের রাহিব (সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি সিয়ামুদ-দাহার পালন করতেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, আমানতদার, ফকীহ এবং বড় ধরনের বিশুদ্ধ বর্ণনাকারী। আবূ দাউদ (রা) বলেন ঃ তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন একটি রোগের জন্য তিনি চিলুমচিতে হাত রাখতেন। বিশুদ্ধ মতে তিনি এ বছর ইন্‌তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এর পূর্বের বছর। আবার কেউ কেউ বলেন, এর পরের বছর। মহান আল্লাহ্‌ অধিক পরিজ্ঞাত।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন ঃ কোন কোন কবি সাতজন ফকীহকে উল্লেখ করে নিম্নবর্ণিত দুই লাইন কবিতা রচনা করেছেন ঃ

সাবধান ! যে ব্যক্তি ইমামগণের অনুসরণ করে না, সে একজন আলিম হিসেবে ন্যায়ের কাজে অংশগ্রহণ থেকে বহির্ভূত। কাজেই, তাদের অনুসরণ কর, তারা হলেন ঃ উবায়দুল্লাহ্‌, উরওয়াহ্‌, কাসিম, সাঈদ, আবূ বকর, সুলায়মান ও খারিজা।

এ বছরেই আল-ফযল ইব্‌ন যিয়াদ আর-রাকাশী ইন্‌তিকাল করেন। তিনি ছিলেন বসরার পরহেযগারদের অন্যতম। তার রয়েছে বহু গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি বলেন, জনগণ যেন তোমাকে তোমা থেকে অন্য কাজে ব্যস্ত করে না রাখে। কেননা, তাদেরকে ছাড়াই তোমার বিষয়টি তোমার কাছে একনিষ্ঠ বলে পরিচিতি লাভ করবে। তোমার দিবারাতকে অমুক অমুক অনর্থক কাজে লিপ্ত করো না। কেননা, তুমি যা কিছুই কর না কেন, তা তোমার জন্যে রেকর্ড করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন ঃ পুরানো গুনাহের জন্যে নতুন করে ভাবনা থেকে কোন উত্তম দ্রব্যের অন্বেষণ ও অতি দ্রুত উপলব্ধি করার মত কোন বস্তু আমি দেখি নাই।

আবূ সালামা আবূ আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ আয-যুহরী পবিত্র মদীনার একজন অন্যতম ফকীহ ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ইমাম ও প্রখ্যাত আলিম। সাহাবায়ে কিরামের একটি বিরাট জামাআত থেকে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী। তিনি পবিত্র মদীনায় ইনতিকাল করেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আইয আল-ইযদী কর্তৃক বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য প্রখ্যাত আলিম। তার জ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ তিনি বহু মূল্যবান কিতাব রেখে গেছেন। সাহাবায়ে কিরামের একটি জামাআত হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌নুল আশআছের ঘটনার দিন তিনি বন্দী হন। তারপর হাজ্জাজ তাকে মুক্ত করে দেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন খুযায়মা। তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ানের জন্য মিসরের কাযী ছিলেন। তিনি তার পুলিশ সুপারও ছিলেন। তিনি একজন বড় ধরনের আলিম ও ফাযিল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার থেকেও একটি জামাআত হাদীস বর্ণনা করেন।

৯৫ হিজরীর আগমন

এ বছরেই আল-আব্বাস ইব্ন আল-ওয়ালীদ রোমের বিভিন্ন প্রদেশগুলোতে যুদ্ধ করেন এবং বহু দুর্গ তিনি জয়লাভ করেন। এ বছরেই মাসলামাহ ইব্ন আবদুল মালিক রোমের প্রদেশগুলোর একটি প্রদেশ জয় করেন। এটাকে প্রথমত পুড়িয়ে দেন এবং দশ বছর পরে এটাকে পুনঃনির্মাণ করেন। এ বছরেই মুহাম্মদ ইব্ন কাসিম হিন্দুস্তানের মুলতান শহর জয় করেন এবং সেখান থেকে বহু সম্পদ হস্তগত করেন।

এ বছরেই মূসা ইব্ন নুসায়র আন্দুলুসের প্রদেশগুলো হতে আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হলেন। তার সাথে প্রচুর সম্পদ ও তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশনযোগ্য খাবার বহন করা হতো এবং তার সাথে ছিল ত্রিশ হাজার যুদ্ধবন্দী। এ বছরেই কুতায়বা ইব্ন মুসলিম আশ-শাশ-এর শহরগুলোতে যুদ্ধ করেন। তিনি বহু শহর ও প্রদেশ জয় করেন। যখন তিনি সেখানে ছিলেন হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের মৃত্যু সংবাদ তথায় পৌঁছল তখন তিনি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন এবং লোকজনকে নিয়ে মারভ শহরের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন ও কোন এক কবির কবিতা উদাহরণ স্বরূপ আবৃত্তি করেন ঃ "আমার আয়ুর শপথ, হুরানে অবস্থানরত আলে জা'ফরের লোকটি কতই না ভাল। যাকে জনগণের স্নেহের বন্ধন জড়িয়ে রেখেছে। তাকে লক্ষ্য করে আমি বলছি, তোমার জীবিত অবস্থায় আমি তোমার অধীন, আমার জীবনের মালিক আমি নই। আর তোমার মৃত্যুর পর আমার জীবনে কোন প্রকার আয়-উন্নতি নেই।"

এ বছরেই খলীফাহ্ আল-ওয়ালীদ কুতায়বাকে পত্র লিখে জানাল সে যেন তার দুশমনের বিরুদ্ধে তার তৎপরতা বজায় রাখে। আর এ কাজের জন্যে খলীফা তাকে যথাযথ পুরস্কার দান করবেন এবং তার জিহাদ, বিভিন্ন শহর বিজয় ও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। হাজ্জাজ সালাত পরিচালনার জন্যে তার ছেলে আবদুল্লাহ্কে দায়িত্ব প্রদান করেন। অন্যদিকে খলীফা আল-ওয়ালীদ কূফা ও বসরায় সালাত আদায় ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য ইয়াযীদ ইব্ন আবূ কাবশাহকে দায়িত্ব প্রদান করেন। উক্ত দুই শহরের কর আদায়ের জন্যে দায়িত্ব দেওয়া হয় ইয়াযীদ ইব্ন মুসলিমকে। কেউ কেউ বলেন, হাজ্জাজই তাদের দুইজনকে দায়িত্ব দিয়ে যান এবং আল-ওয়ালীদ তাদেরকে নিজ দায়িত্বে বহাল রাখেন। অনুরূপভাবে হাজ্জাজের সকল নওয়াবকে তাদের পালনীয় দায়িত্বে বহাল রাখা হয়। হাজ্জাজ রামাযান মাসের পাঁচ দিন, কেউ কেউ বলেন, তিন দিন বাকী থাকতে ইন্তিকাল করে। আবার কেউ কেউ বলেন, সে এ বছরের শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করে।

আবূ মা'শর ও আল-ওয়াকিদী বলেন, এ বছরেই বাশার ইব্ন আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক লোকজনকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। এ বছরেই রোম ভূখণ্ডে আল-ওয়াযাহী নিহত হন। তার সাথে ছিল তার এক হাজার সাথী-সঙ্গী। এ বছরেই আবূ জা'ফর আল-মানসূর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস জন্মগ্রহণ করেন।

হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ আছ-ছাকাফী-এর জীবনী ও তার ওফাত

তার পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মদ আল হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন আবূ উকায়ল ইব্ন মাসউদ ইব্ন আমির ইব্ন মা'তাব, ইব্ন মালিক, ইব্ন কা'ব ইব্ন আমর ইব্ন সা'দ ইব্ন আওফ ইব্ন ছাকীফ। তিনিই কাসী ইব্ন মুনাব্বিহ ইব্ন বাকর ইব্ন হাওয়াযিন আছ-ছাকাফী। সে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে হাদীস শুনেছে। সে আনাস (রা), সামুরাহ ইব্ন জুনদাব

(রা), আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ও আবূ বুরায়দাহ ইব্ন আবূ মূসা (র) হতে হাদীস বর্ণনা করেছে। আবার তার থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেন তারা হলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা), ছাবিত আল বানানী, হুমায়দ আত-তাবীল, মালিক ইব্ন দীনার, জাওয়াদ ইব্ন মুজালিদ, কুতায়বা ইব্ন মুসলিম ও সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবাহ। উপরোক্ত মন্তব্যটি ইব্ন আসাকির (র)-এর।

বর্ণনাকারী বলেন, দামেশ্কে তার কয়েকটি বাড়ী ছিল। একটির নাম দারুর রাবিয়াহ যা ইব্ন আবুল হাদীদের রাজ-প্রাসাদের নিকটে অবস্থিত। আবদুল মালিক তাকে হিজাযের শাসক নিযুক্ত করেন। সে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয-যুবায়র (রা)-কে হত্যা করে। তারপর তাকে হিজায থেকে বরখাস্ত করে ইরাকের শাসক নিযুক্ত করেন। দামেশ্কে আবদুল মালিকের কাছে একটি প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে আগমন করে। আল্লামা আসাকির আল-মুগীরা ইব্ন মুসলিমের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উবায়কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একদিন আল-হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ আমাদেরকে সম্বোধন করে এবং কবরের কথা উল্লেখ করে। সে বলতে থাকে যে, কবর একাকীর ঘর ও দীনতার ঘর। এরপর সে ক্রন্দন করল এবং আশেপাশের লোকজনও কাঁদলেন। তারপর সে বলে, আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানকে আমি বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি মারওয়ানকে বলতে শুনেছি তিনি তার খুতবাতে বলেন, একদিন হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) তার খুতবাতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন কবর দেখতেন কিংবা তার কাছে কবরের কথা উল্লেখ করা হতো, তখন তিনি কাঁদতেন। সুনানে আবূ দাউদ ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে এ ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আবূ দাউদ আহমদ ইব্ন আবদুল জাব্বারের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইয়াসার জা'ফরের মাধ্যমে মালিক ইব্ন দীনার হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন আমি হাজ্জাজের কাছে প্রবেশ করলাম। সে আমাকে বলল, হে আবূ ইয়াহ্ইয়া! আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণিত একটি উত্তম হাদীস শুনাব ?" তখন আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, আবূ বুরদাহ (রা) আবূ মূসা (রা) হতে আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, যার জন্যে মহান আল্লাহ্র কাছে কোন প্রয়োজন আছে, সে যেন সেই সম্বন্ধে ফরয সালাতের পিছনে মহান আল্লাহ্কে ডাকে বা মহান আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে। অন্যান্য সুনানের কিতাব ও মুসনাদে ফুযালাহ ইব্ন উবায়দ ও অন্যান্য থেকে এ হাদীসটির সাক্ষ্য বা শাহেদ রয়েছে। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, যিনি উল্লেখ করেছেন তার থেকে আমি শুনেছি যে, আল-মুগীরাহ ইব্ন শু'বাহ্ (রা) একদিন তাঁর স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি খিলাল করতে ছিলেন অর্থাৎ দাঁতের মধ্যে যে ময়লা লেগেছিল তা পরিষ্কার করার জন্যে দাঁতকে ঘষতে ছিলেন। আর এটা ছিল দিনের প্রথম বেলায়। আল মুগীরা (রা) বললেন, আল্লাহ্র শপথ, তুমি যদি সকালে খাবার খেয়ে নিতে। তুমি অবশ্যই নীচ গৃহিণী। গত রাতের খাদ্যের কিছু টুকরা যদি তোমার মুখে থেকে থাকে, তাহলে এটা হবে পচা আবর্জনা। তখন তিনি তাকে তালাক দেন। তার স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্র শপথ, তুমি যা উল্লেখ করেছ, এ ধরনের কোন বস্তু আমার মুখে নেই। ভদ্র ঘরের মেয়েরা যেরূপ সকাল বেলায় মিসওয়াক করে থাকে আমিও তদ্রূপ মিসওয়াক করছি। এ মিসওয়াক থেকে আমার মুখে যা কিছু বাকী ছিল তা বের করার জন্যেই আমি ইচ্ছে করছিলাম। আল-মুগীরা তখন হাজ্জাজের পিতা ইউসুফকে বললেন, তুমি তাকে বিয়ে কর। কেননা, সে এখন একটি পুরুষকে গর্ভধারণ করবে যে ভবিষ্যতে জনগণের নেতৃত্ব

দান করবে। তখন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ তাকে বিয়ে করলেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, "আমাকে এ বিষয়ে অবগত করানো হয়েছে যে, যখন ইউসুফ তাকে নিয়ে বাসর ঘর করে এবং তার সাথে সংগম করার পর নিদ্রায় মগ্ন হয়, তখন তাকে নিদ্রার অবস্থায় বলা হয় ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনাকারীকে মহিলাটি কত শীঘ্রই না গর্ভধারণ করল।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন, তার মায়ের নাম ছিল আল ফারিয়া বিন্ত হুমাম ইব্ন উরওয়াহ ইব্ন মাসউদ আছ-ছাকাফী। মহিলাটির স্বামীর নাম ছিল আল-হারিছ ইব্ন কালদা আছ-ছাকাফী। তিনি ছিলেন আরবদের একজন চিকিৎসক। মিসওয়াক সম্বন্ধে তার থেকেই ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-আকদ নামক কিতাবের লিখক উল্লেখ করেন। হাজ্জাজ ও তার পিতা দুই জনেই তাইফে ছেলেমেয়েদেরকে মক্তবে পড়াত। তারপর সে দামেশ্‌কে আগমন করে এবং আবদুল মালিকের উযীর রাওহ ইব্ন যাম্বা'র কাছে অবস্থান করে। একদিন আবদুল মালিক রাওহের কাছে অভিযোগ করেন যে, সেনাবাহিনী তার কথায় সময়মত কোন অভিযানে যাত্রা করে না কিংবা যাত্রা ভঙ্গও করে না। রাওহ তখন বললেন, 'আমার কাছে এক ব্যক্তি আছে এ ব্যাপারে তাকে দায়িত্ব প্রদান করুন। আবদুল মালিক হাজ্জাজকে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করলেন। এখন একজনও যাত্রাকালে কিংবা যাত্রা ভঙ্গকালে আর বিলম্ব করে না। রাওহ ইব্ন যাম্বা'র তাঁবু অতিক্রমকালে হাজ্জাজ দেখল যে, তাঁবুর সৈন্যরা খাওয়া-দাওয়া করছে। সে তাদেরকে প্রহার করল তাদেরকে নিয়ে ঘুরাঘুরি করল এবং তাঁবুটি জ্বালিয়ে দিল। রাওহ এ ব্যাপারে আবদুল মালিকের কাছে অভিযোগ পেশ করল। আবদুল মালিক হাজ্জাজকে বললেন, কেন তুমি এরূপ করলে ? হাজ্জাজ বলল, আমি এটা করি নাই, এটা করেছেন আপনি। কেননা, আমার হাতই আপনার হাত এবং আমার বেতই আপনার বেত। আপনার কোন ক্ষতি হবে না যদি আপনি রাওহকে তার তাঁবুর পরিবর্তে দুইটি তাঁবু দান করেন এবং তাকে এক গোলামের পরিবর্তে দুই গোলাম দান করেন। আমাকে আপনি যে ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে কোন মধ্যস্থতা করবেন না। আবদুল মালিক এরপর থেকে কোন প্রকার মধ্যস্থতা করলেন না এবং হাজ্জাজও তার নিকটবর্তী হতে লাগল।

বর্ণনাকারী বলেন, '৮৪ হিজরীতে ওয়াসিত শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং ৮৬ হিজরীতে তার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। কেউ কেউ বলেন, তারও পূর্বে শেষ হয়। বর্ণনাকারী আরো বলেন, তার আমলেই কুরআনুল কারীমের নুকতার প্রবর্তন করা হয়। হাজ্জাজের কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাকে প্রথমত كُلَيْبٌ বলা হতো, পরে তার নাম দেওয়া হয়েছে হাজ্জাজ। এরূপও উল্লেখ আছে যে, যখন সে জন্ম নেয়, তখন তার পায়খানা ও প্রস্রাবের কোন রাস্তা ছিল না। তারপর রাস্তা তৈরী করা হয়। কিছুদিন যাবত সে দুধ পান করেনি, যতক্ষণ না তাকে এক বছরের বকরীর বাচ্চার রক্তপান করানো হয়। এরপর অস্ত্রধারীর রক্ত দ্বারা তার চেহারা রঙ্গিন করা হয়। তারপর সে দুধ পান করল। তার মধ্যে ছিল তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এবং রক্তপাতের অদম্য স্পৃহা। কেননা, সে ছিল প্রথম ব্যক্তি যে তার চেহারায় মাখানো রক্ত পান করেছিল। কেউ কেউ বলে, তার মাতা নসর ইব্ন হাজ্জাজ ইব্ন ইলাতের অভিকাংখিতা ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, সে ছিল তার পিতার মাতা। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

তার মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম ও বড় ধীশক্তি, তার তলোয়ার ছিল অত্যন্ত খামখেয়ালীপূর্ণ, সে সামান্য সন্দেহের বশে এমন এমন ব্যক্তিদেরকে হত্যা করে ফেলত, যাদেরকে হত্যা করতে মহান আল্লাহ্ বারংবার নিষেধ করেছেন, সে বাদশাহদের মতই রাগান্বিত হয়ে যেত। তার

চিন্তা-ধারার দিক দিয়ে সে ছিল যিয়াদ ইব্‌ন আবীহির ন্যায়। আর চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে যিয়াদ ছিল হযরত উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর ন্যায়। তবে হযরত উমর (রা)-এর সমকক্ষ কিংবা নিকটতরও তারা ছিল না। মিসরের কাযী সুলায়মান ইব্‌ন আনায আত-তাজীবীর জীবনীতে ইব্‌ন আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ছিলেন প্রবীণ তাবিঈগণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ঐ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা আল-জাবীয়াহ নামক স্থানে হযরত উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর খুতবা শুনেছেন। তিনি বড় পরহেযগার ও ইবাদতগুযারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি প্রতি রাতে সালাত ও অন্য অবস্থায় কুরআনুল কারীম তিনবার খতম করতেন।

হাজ্জাজ তার পিতার সাথে মিসরের জামে মসজিদে ছিল। তাদের কাছ দিয়ে উপরোল্লিখিত সুলায়ম ইব্‌ন আনায অতিক্রম করছিলেন। হাজ্জাজের পিতা তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন ও তাকে সালাম করলেন এবং তাকে বললেন, আমি আমীরুল মু'মিনীনের কাছে যাচ্ছি তার কাছে আপনার কোন দরকার আছে নাকি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে তুমি বলবে, তিনি যেন আমাকে কাযীর পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র শপথ, আপনার চেয়ে অধিক উপযুক্ত কাযী আমার জানা নেই। তারপর তিনি তার ছেলে হাজ্জাজের দিকে লক্ষ্য করলেন। তখন তার ছেলে তাকে বলল, হে আমার পিতা! আপনি এমন একটি লোকের সম্মানার্থে দাঁড়ালেন যার প্রয়োজন আপনি নিয়ে যাবেন অথচ আপনি একজন ছাকাফী! তিনি তার ছেলেকে বললেন, হে আমার ছেলে! আল্লাহ্‌র শপথ, আমি মনে করি যে, জনগণ তার প্রতি ও এ ধরনের লোকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে থাকেন। হাজ্জাজ বলল, আল্লাহ্‌র শপথ, আমীরুল মু'মিনীনের জন্যে উনি এবং উনির মত লোকজনের ন্যায় অধিক অপকারী লোক আর কাউকে আমি মনে করি না। তিনি বললেন, কেন হে আমার বৎস? হাজ্জাজ বলল, কেননা, এ ব্যক্তি ও তার ন্যায় ব্যক্তিরা জনগণকে তাদের কাছে একত্রিত করবে। তাদের কাছে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর সীরাত বর্ণনা করবে। তাতে জনগণ আমীরুল মু'মিনীনের সীরাতকে অবজ্ঞা করতে থাকবে এবং উপরোক্ত দুইজনের সীরাতের সামনে আমীরুল মু'মিনীনের সীরাতকে তারা কিছুই মনে করবে না। কাজেই তারা আমীরুল মু'মিনীনকে প্রত্যাখ্যান করবে, তার বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করবে এবং তাকে তারা রাগান্বিত করবে। তারা তার আনুগত্য করবে না। আল্লাহ্‌র শপথ, যদি আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে আমি উনিকে এবং উনির ন্যায় অন্যান্য লোকদেরকে হত্যা করে ফেলব। তখন তার পিতা তাকে বললেন, হে আমার সন্তান! আল্লাহ্‌র শপথ, তাহলে আমি ধারণা করছি পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে হতভাগা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। উপরোক্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে, হাজ্জাজের পিতা খলীফার কাছে একজন সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন এবং সূক্ষ্ম ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পুত্র ভবিষ্যতে কী হবে তার ভবিষ্যদ্বাণী তিনি নির্ভুলভাবে আন্দায করেছেন।

ইতিহাসবিদগণ বলেন, হাজ্জাজের জন্ম ছিল ৩৯ হিজরী। কেউ কেউ বলেন, ৪০ হিজরী। কেউ কেউ বলেন, ৪১ হিজরীতে। তারপর সে একজন বুদ্ধিমান, বিশুদ্ধভাষী, বাগ্মী ও কুরআনুল কারীমের হাফিয হিসেবে যৌবনে পদার্পণ করে। পূর্বেকার কোন কোন লোক বলেন, হাজ্জাজ প্রতি রাতে কুরআন পাঠ করত। আবূ আমর ইব্‌ন আল-আলা বলেন, হাজ্জাজ ও হাসান বসরী হতে অধিকতর বিশুদ্ধ বাগ্মী আমি আর কাউকে দেখিনি। তবে এ দুইজনের মধ্যে হাসান বসরী ছিলেন অধিকতর বিশুদ্ধ বাগ্মী।

আদ-দারা কুতনী বলেন, সুলায়মান ইব্ন আবূ মানীহ্, সালিহ্ ইব্ন সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উকবাহ্ ইব্ন আমর বলেন, আমি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অবলোকন করেছি। একজনের সাথে অন্য জনের বিবেক-বুদ্ধির নিকটবর্তিতা রয়েছে। কিন্তু হাজ্জাজ ও ইয়াস ইব্ন মুআবিয়া। তাদের দুইজনের বিবেকবুদ্ধি জনগণের বিবেকবুদ্ধি থেকে প্রাধান্যের দাবীদার। একথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবদুল মালিক ৭৩ হিজরীতে যখন মুসআব ইবনুয যুবায়রকে হত্যা করে, তখন হাজ্জাজকে তার বড় ভাই আবদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করে। সে তাকে পবিত্র মক্কায় অবরোধ করে এবং ঐ বছরই লোকজনকে নিয়ে হজ্জ পালন করে। কিন্তু, হজ্জের আহকাম পরিপূর্ণভাবে আদায় করা সম্ভব হয়নি। সে ও তার সাথীরা বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করতে পারেনি। অন্যদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) ও তাঁর সাথীরা আরাফাতে অবস্থান করতে পারেনি। অবরোধ অব্যাহত থাকে যতক্ষণ না ৭৩ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে সে বিজয় লাভ করে। তারপর আবদুল মালিক তাকে পবিত্র মক্কা, মদীনা, তাইফ ও ইয়ামানের নায়েব নিযুক্ত করলেন। তার ভাই বাশারের মৃত্যুর পর তাকে আবদুল মালিক ইরাকে স্থানান্তর করেন। সে কূফায় প্রবেশ করে। আর কূফাবাসীদের সাথে তার আচার-আচরণের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাদের সাথে সে বিশটি বছর অতিক্রান্ত করে। এ বিশ বছরে সে বহু বিজয় অর্জন করে, বিভিন্ন ধরনের বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়। তার সেনাবাহিনী হিন্দুস্তানের সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেখানে বিভিন্ন শহর ও প্রদেশ জয় করে। সেনাবাহিনী বিজয় লাভ করতে করতে চীন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তা বিস্তারিতভাবে যথাস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তার সাহসিকতা, বীরত্ব, অগ্রগামিতা, বড় বড় বিষয়ে তার খামখেয়ালীপনা, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি যা কোন প্রশাসকের দোষ ও গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, যেগুলো সম্বন্ধে ইব্ন আসাকির ও অন্যরা বর্ণনা রেখেছেন।

আবূ বাকর ইব্ন আবূ খায়ছামাহ্ ....আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর ইব্ন আখী ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর আল-মাদীনী হতে অর্থের দিক দিয়ে বর্ণনা করেন। একদিন হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের পাশে সালাত আদায় করছিল আর এটা ছিল প্রশাসনিক দায়িত্ব পাওয়ার পূর্বের ঘটনা। হাজ্জাজ ইমামের পূর্বে সিজদায় যেত ও মাথা উঠাত। সালাতের সালাম ফিরানোর পর সাঈদ তার চাদরের কিনারা ধরলেন ও তার নির্ধারিত তাসবীহ্ পড়তে লাগলেন। আর এদিকে হাজ্জাজ তার চাদরের আরেক কিনারা ধরে টানছিল। তাসবীহ্ শেষ হওয়ার পর সাঈদ হাজ্জাজের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তাকে বললেন, "হে চোর। হে খিয়ানতকারী। এভাবে তুমি সালাত আদায় করছ ? আমি আমার এ জুতা তোমার মুখে মারার মনস্থ করছিলাম। হাজ্জাজ সাঈদের কোন প্রতি উত্তর করল না। সে হজ্জ পালন করতে চলে গেল। হজ্জের পর সে সিরিয়ায় ফিরে আসল। তারপর সে হিজাযের নায়েব নিযুক্ত হলো। যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) শহীদ হন, তখন হাজ্জাজ, পবিত্র মদীনার নায়েব হয়ে পবিত্র মদীনায় ফিরে আসে। যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের মজলিস দেখতে পায়। হাজ্জাজ তার কাছে আসল। তাতে লোকজন সাঈদের জন্যে ভয় করতে লাগল। হাজ্জাজ এগিয়ে এসে সাঈদের সামনে বসল এবং সাঈদকে বলল, তুমি কি ঐ ব্যক্তি যে আমাকে এ কথাগুলো বলেছিলে ? তখন সাঈদ আপন হাত নিজের বুকে রেখে বললেন, "হ্যাঁ"। হাজ্জাজ বলল, মহান আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আপনি কতই না

উত্তম শিক্ষক ও প্রশিক্ষক। আপনার সাথে সালাত আদায় করার পর যখনি আমি সালাত আদায় করতাম, তখনি আপনার কথা আমি স্মরণ করতাম। তারপর হাজ্জাজ উঠে দাঁড়াল এবং নিজ কাজে চলে গেল।

আর রায়্যাশী আল-আসমাঈ ও আবূ যায়দ হতে আবূ আমর ইব্ন আল-আলার ভাই, মুআয ইব্ন আল-আলার মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাজ্জাজ যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে হত্যা করে, তখন পবিত্র মক্কা জনগণের কান্নাকাটিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠে। হাজ্জাজ জনগণকে মসজিদে একত্রিত হবার আদেশ দান করে। যখন তারা মসজিদে প্রবেশ করলেন, হাজ্জাজ মিম্বরে দাঁড়াল এবং মহান আল্লাহ্র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে বলল ঃ হে মক্কাবাসীগণ! আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর হত্যাকাণ্ড আপনাদের কাছে একটি বিরাট ঘটনা বলে অনুভূত হয়েছে এটা আমি জানতে পেরেছি। সাবধান! আপনারা জেনে রাখুন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র এ উম্মতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি খিলাফত লাভে আকৃষ্ট হন এবং যাদের হাতে খিলাফত এখন বর্তমানে রয়েছে, তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করেন এবং মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথেও বিরোধিতা করেন ও মহান আল্লাহ্র হেরেমে আশ্রয় নেন। যদি কোন বস্তু নাফরমানদের রক্ষা করতে পারত, তাহলে তা আদম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার হুরমত বা প্রদত্ত শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মধ্যে নিজের রূহ ফুৎকার করে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের দিয়ে তাঁকে সিজদা করিয়েছেন। তাঁকে মহা সম্মানে ভূষিত করিয়েছেন এবং নিজেই জান্নাতে বসবাস করার ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু, তিনি যখন ভুল করলেন, তখন তার ত্রুটির জন্যে তাকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। হযরত আদম (আ) মহান আল্লাহ্র কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বেশী সম্মানিত। আর জান্নাত ও কা'বা থেকে বেশী সম্মানিত। কাজেই আপনারা মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করুন, মহান আল্লাহ্ও আপনাদের স্মরণ করবেন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইসহাক ইব্ন ইউসুফ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আওন, আবূ আস-সিদ্দীক আন-নাজী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ হাজ্জাজ একদিন আসমা বিন্ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঘরে তার পুত্র আবদুল্লাহ্ শহীদ হওয়ার পর প্রবেশ করে এবং বলে, তোমার ছেলেকে এ ঘরে দাফন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করিয়েছেন। আর তোমার ছেলে অন্যায় করেছে। তিনি তখন বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। সে ছিল পিতা-মাতার অনুগত, সিয়াম পালনকারী ও ইবাদতগুযার। আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, বনূ ছাকীফ হতে দুইজন মিথ্যাবাদী উদ্ভুত হবে। দ্বিতীয় জন প্রথম জন থেকে বেশী অনিষ্টকারী, সে হবে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনাকারী। উপরোক্ত হাদীসটি আবূ ইয়া'লা ....আবূ আস সিদ্দীক হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে অবহিত করানো হয়েছে যে, হাজ্জাজ একদিন আসমা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন "এরপর তিনি পূর্বের ন্যায় উল্লেখ করেন। আবূ ইয়া'লা অন্য এক সনদে আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মুসলা হতে নিষেধ করতে শুনেছি। মুছলা হলো যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নেওয়া।

তিনি আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ বনূ ছাকীফ থেকে দুইজন লোক আবির্ভূত হবে– একজন হবে মিথ্যাবাদী এবং অন্য একজন ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনাকারী। হযরত আসমা (রা) বলেন ঃ মিথ্যাবাদীকে তো আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। আর ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনাকারী তুমিই হে হাজ্জাজ!

উবায়দ ইব্‌ন হুমায়দ বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন আল-আওয়াম ইব্‌ন হাওশাব-এর মাধ্যমে সংবাদ দেন। তিনি বলেন, যিনি আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হাজ্জাজ যখন তার ছেলে শহীদ হওয়ায় সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্যে হযরত আসমা (রা)-এর কাছে প্রবেশ করেন, তখন হযরত আসমা (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, বনূ ছাকীফ হতে দুই ব্যক্তি আবির্ভূত হবে– একজন মিথ্যাবাদী ও অন্যজন ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনাকারী। মিথ্যাবাদী হলো ইব্‌ন আবূ উবায়দ অর্থাৎ আল মুখতার। আর ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনাকারী সেটা হচ্ছ তুমি। সহীহ্ মুসলিম শরীফে অন্য সনদে হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে। আসমা ব্যতীত অন্য লোকও রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবূ ইয়া'লা বলেন, "আহমদ ইব্‌ন উমর আল-ওয়াকীঈ, ওয়াকীঈর মাধ্যমে একজন মহিলা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। মহিলাটির নাম ছিল আকীলাহ্। তিনি সালামা বিন্‌ত আল-হুর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, বনূ ছাকীফের মধ্যে একজন রয়েছে মিথ্যাবাদী এবং অন্য একজন রয়েছে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনাকারী। এটা আবূ ইয়া'লার একক বর্ণনা।

ইমাম আহমদ (র) ওয়াকী' হতে, তিনি উম্মে আ'রাব হতে যার নাম তাল্‌হা, তিনি আকীলাহ্ থেকে, তিনি সালামা হতে সালাত সম্পর্কে অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাঊদ ও ইব্‌ন মাজাহ এ হাদীস উল্লেখ করেন। ইব্‌ন উমর (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আবূ ইয়া'লা বলেন .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আসিমা হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সংবাদ দিয়েছেন যে, বনূ ছাকীফে মিথ্যাবাদী ও ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনাকারী জন্ম নেবে। তিরমিযীও এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং এটাকে উত্তম হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, "আমাদেরকে মুসলিম ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন জুরায়জ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি নাফি' হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর যুদ্ধের সময় পৃথকভাবে বসবাস করেন। হাজ্জাজ মিনায় অবস্থান করছিল। কিন্তু, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হাজ্জাজের সাথে সালাত আদায় করতেন না। আছ-ছাওরী মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির থেকে বর্ণনা করেন। তিনি জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হাজ্জাজের কাছে প্রবেশ করতেন কিন্তু তাকে সালাম করতেন না এবং তার পিছনে সালাতও আদায় করতেন না।

ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়হ বলেন, জারীর আমাদেরকে কা'কা' ইবনুল সালাত থেকে সংবাদ দেন। তিনি বলেন, একদিন হাজ্জাজ খুতবা দিল এবং বলল, "আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র মহান আল্লাহ্‌র কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে।" তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ কাজ করতে ক্ষমতা দেননি। তার সাথে তোমাকেও ক্ষমতা দেননি। তুমি যদি চাও, তাহলে আমি বলতে পারি, তুমি একটি ডাহা মিথ্যা বলেছ।"

শাহর ইব্‌ন হাওশাব ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একদিন হাজ্জাজ খুতবা দীর্ঘায়িত করে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) কয়েক বার বলছিলেন, সালাত! সালাত! তিনি তারপর দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। এরপর লোকজনও দাঁড়িয়ে গেল এবং হাজ্জাজ লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করল। যখন সে সালাত শেষ করল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে সে বলল, তুমি এরূপ করলে কেন ? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, "আমরা

তো সালাত আদায় করতে আসি। কাজেই সময়মত সালাত আদায় করতে দাও। তারপর তোমার যা কিছু বলার আছে বলে বেড়াও।"

আল-আসমাঈ বলেন, আমি আমার চাচাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, হাজ্জাজ যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে অবসর গ্রহণ করে তখন সে পবিত্র মদীনায় আগমন করে। পবিত্র মদীনার বাইরে সে একজন বৃদ্ধের সাথে সাক্ষাত করে, এবং পবিত্র মদীনাবাসিগণের অবস্থা সম্পর্কে সে তাকে জ্ঞাত করে। বৃদ্ধ বলল, পবিত্র মদীনাবাসীগণ খুব দুরবস্থায় আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মীয়ের সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে। হাজ্জাজ বলল, তাকে কে হত্যা করেছে? বৃদ্ধটি বলল, পাপী অভিশপ্ত হাজ্জাজ, তার উপর আল্লাহ্র লা'নত ও ধ্বংস পতিত হোক। সে আল্লাহ্র প্রতি খুব কমই তোয়াক্কা করে। এতে হাজ্জাজ ভীষণ রেগে গেল এবং বলতে লাগল। হে বৃদ্ধ! তুমি কি হাজ্জাজকে দেখলে চিনতে পারবে? সে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ্ যেন তার মঙ্গল না করেন এবং তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা না করেন। হাজ্জাজ তখন তার মুখোশ খুলে ফেলল এবং বলল, হে বৃদ্ধ! এখনি তুমি টের পাবে যখন তোমার রক্ত প্রবাহিত হবে। যখন বৃদ্ধ ব্যাপারটি বুঝতে পারল। তখন বলল, আল্লাহ্র শপথ, এটা তো বিস্ময়কর ব্যাপার হে হাজ্জাজ! যদি তুমি আমাকে চিনতে, তাহলে তুমি এ ধরনের কথা বলতে না। আমি হলাম আল-আব্বাস ইব্ন আবূ দাউদ, আমি প্রতিদিন পাঁচবার কুস্তি লড়ি। তখন হাজ্জাজ বলল, যাও, তুমি চলে যাও, আল্লাহ্ যেন তোমার এ পাগলামির আরোগ্য না করেন এবং তোমার এ রোগ দূরীভূত না করেন।

ইমাম আহমদ বলেন, আবদুস সামাদ হাম্মাদ ইব্ন সালামা হতে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ইব্ন আবূ রাফি' ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া খলীফা আবদুল মালিককে বলেন, তুমি কি তাকে একাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে? খলীফা আবদুল মালিক বললেন, এটাতে কোন ক্ষতি নেই। খালিদ বলেন, আল্লাহ্র শপথ, সে অত্যন্ত শক্ত ব্যক্তি। আবদুল মালিক বললেন, কেমন করে? খালিদ বললেন, আল্লাহ্র শপথ, হে আমীরুল মু'মিনীন! যেদিন আমি রামলাহ বিনত যুবায়রকে বিয়ে করেছি, সেদিন থেকে যুবায়রের বংশধর সম্পর্কে আমার অন্তরে যা ছিল তা দূরীভূত হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, সে যেন নিদ্রিত ছিল এবং এখন তাকে জাগিয়ে দেওয়া হলো। কাজেই, খলীফা আবদুল মালিক হাজ্জাজের কাছে পত্র লিখল যে, সে যেন রামলাহর তালাকের ব্যবস্থা করে। আর সে তার তালাকের ব্যবস্থা করল।

সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবাহ বলেন, একবার হাজ্জাজ হজ্জ পালন করে পবিত্র মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে আগমন করে। তার সামনে খাবার হাযির করা হলো। তখন সে তার দারোয়ানকে বলল, "দেখতো কাউকে পাওয়া যায় কিনা যে আমার সাথে খাবার খাবে। দারোয়ান বের হয়ে গেল এবং এক ঘুমন্ত মরুবাসীকে দেখতে পেল। তখন তাকে মৃদু লাথি প্রদান করল এবং বলল, আমীরের ডাকে সাড়া দাও। মরুবাসী লোকটি ঘুম থেকে উঠল এবং হাজ্জাজের কাছে আগমন করল। হাজ্জাজ তাকে বলল, তোমার হাত ধুয়ে এসো, তারপর আমার সাথে খাদ্য গ্রহণ কর। মরুবাসী ব্যক্তিটি বলল, তোমার থেকে যিনি উত্তম আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি। হাজ্জাজ বলল, তিনি কে? লোকটি বলল, তিনি মহান আল্লাহ্। যিনি আমাকে সিয়াম পালন করতে ডেকেছেন, আর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি। হাজ্জাজ বলল, এত তীব্র গরমের মধ্যে তুমি সিয়াম পালন করছ? লোকটি বলল হ্যাঁ। এর থেকে বেশী গরমের দিনেও আমি সিয়াম পালন করেছি। হাজ্জাজ বলল, এখন খেয়ে নাও আগামী দিন না

হয় সিয়াম পালন করবে। লোকটি বলল, যদি তুমি আমার আগামী দিনের জীবিত থাকার নিশ্চয়তা দিতে পার, তাহলে আগামী দিন আমি সিয়াম পালন করব। হাজ্জাজ বলল, এটাতে আমার কোন ক্ষমতা নেই। বৃদ্ধটি বলল, তাহলে তুমি আমাকে কেমন করে ভবিষ্যত কাজের পরিবর্তে যার ক্ষমতা তুমি রাখ না বর্তমানের কাজটি করার জন্যে আমাকে অনুরোধ করছ ? হাজ্জাজ বলল, আমার খাদ্য নিঃসন্দেহে পবিত্র খাদ্য ও মজাদার। বৃদ্ধটি বলল, তবে তুমি কিংবা বাবুর্চি এটাকে পবিত্র ও মজাদার করনি। হ্যাঁ, যদি কেউ এটা খেয়ে শান্তি পায়, তখনি এটা হবে মজাদার।

পরিচ্ছেদ

৭৫ হিজরীতে হাজ্জাজ কেমন করে অতর্কিতে কূফা শহরে প্রবেশ করে, খুত্‌বা প্রদান করে এবং মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করে তা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। জনগণ তাকে অত্যন্ত ভয় করতে লাগল আর সে তাৎক্ষণিকভাবে উমায়র ইব্‌ন যাবীকে হত্যা করে এবং কুমায়ল ইব্‌ন যিয়াদকেও বন্দী অবস্থায় হত্যা করে। তারপর ইবনুল আশআছের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর তার সাথে যেসব সরদার, আমীর, গোলাম ও কারী ছিলেন তাদেরকে সে হত্যা করে। আর সর্বশেষ হত্যা করে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রকে (রা)।

আল-কাযী আল-মাআফী যাকারিয়্যা বলেন, 'আমাদেরকে আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ আল-কালবী.... আসিম হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'জামাজিম আশ্রমের ঘটনার পর হাজ্জাজ ইরাকবাসীদের সম্বোধন করে এবং সে বলে, হে ইরাকের বাসিন্দারা! শয়তান তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে, সে তোমাদের মাংস, রক্ত, কান ও চোখের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। তারপর সে কানের ভিতর, মগয, দীর্ঘ দেহ ও আত্মা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরপর শস্য-শ্যামল ভূমিতে অবতরণ করে সেখানে ক্ষণস্থায়ী বাসা নির্মাণ করে। ডিম পাড়ে, বাচ্চা দেয় বাচ্চা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে ও চলাফেরা করতে থাকে। তারপর সে তোমাদেরকে প্রতারণা ও অবাধ্যতা দিয়ে পরিপূর্ণ করে এবং বিরোধিতার জ্ঞান দান করে। তোমরা তাকে অনুকরণীয়, পথ প্রদর্শক এবং অনুসরণীয় নেতা মেনে নিয়েছ। আর তাকে সুরক্ষিত পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছ। এখন তোমাদেরকে অভিজ্ঞতা কেমন করে উপকার দিবে কিংবা কোন দিক নির্দেশনায় তোমাদেরকে কোন ফায়দা দিবে ? তোমরা কি আহওয়াযে আমার সাথী ছিলে না ? যেখানে তোমরা প্রতারণার ইচ্ছে করেছিলে, বিশ্বাসঘাতকতার মনস্থ করেছিলে, কুফরী করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলে এবং ধারণা করেছিলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ধর্মকে অপদস্থ করবেন এবং তোমাদের খিলাফতকে পর্যুদস্ত করবেন। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তোমাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলাম। আর তোমরা চুপি চুপি সরে পড়ছিলে এবং শীঘ্র শীঘ্র পরাজয় বরণ করছিলে। ইয়াওমুয যাবিয়াহকে স্মরণ কর, আর ইয়াওমুয যাবিয়াহ্ কি তোমরা কি জান ? তা ছিল তোমাদের কাপুরুষতা, পরস্পর বিরোধ, ঝগড়া, অপদস্থতা, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি এবং তোমাদের অন্তরের ভীতি। তোমরা ছিলে দূরবর্তী বাসস্থান থেকে পলায়নকারী উটের ন্যায়। তোমাদের মধ্যে এক ভাই অন্য ভাইয়ের কোন খোঁজ-খবরাদি নিত না। আর কোন বৃদ্ধ তার সন্তানের জন্য দয়া অনুভব করত না। যখন তোমাদের উপর হাতিয়ার প্রয়োগ করা হয়েছিল, তীর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। স্মরণ কর, জামাজিম আশ্রমের দিনের কথা। জামাজিম আশ্রমের দিন কী ? তা কি তোমরা জান ? যেদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল, এমন আঘাত এসেছিল যা মস্তককে তার জায়গা থেকে পৃথক করে দেয় এবং বন্ধুকে বন্ধু থেকে ভুলিয়ে দেয়। হে ইরাকের বাসিন্দাগণ! পাপের কার্যে মত্ত অকৃতজ্ঞগণ! অপমানিত ও

বিশ্বাসঘাতকগণ! ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত ফ্যাসাদিগণ! যদি আমি তোমাদেরকে সীমান্ত পাহারায় প্রেরণ করি, তাহলে তোমরা কর্তব্যকাজ সম্পাদন না করে ফিরে আসবে ও খিয়ানত করবে। যদি তোমাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয় তোমরা গুজব রটাবে। আর যদি তোমরা ভয় পাও নিফাক করবে। মোট কথা, তোমরা কোন নিআমতকেই স্মরণ করছ না এবং কোন ইহ্সানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছ না। তোমাদেরকে কোন ওয়াদা ভঙ্গকারী তুচ্ছ মনে করেনি। কোন পথভ্রান্ত তোমাদেরকে ভ্রান্ত পথে ডাকেনি। তোমাদেরকে কোন পাপী রক্ষা করতে চায়নি। তোমাদেরকে কোন যালিম সাহায্য করতে চায়নি এবং তোমাদেরকে কোন সাহায্যকারী সাহায্য করতে চায়নি; বরং তোমরা তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছ। তার আওয়াযে প্রতি উত্তর করেছ। তার দিকে একাকী কিংবা দলবদ্ধভাবে আরোহী রূপ কিংবা পদব্রজে ধাবিত হয়েছ। হে ইরাকের বাসিন্দারা! কোন হৈচৈকারী হৈচৈ করে নাই কিংবা কোন কা,কা, রব উচ্চারণকারী কা, কা, করে নাই। কোন পাথেয় সংগ্রহকারী পাথেয় সংগ্রহ করে নাই। কোন চিৎকারকারী চিৎকার করে নাই; বরং তোমরা তার অনুসারী ও সাহায্যকারীতে পরিণত হয়েছে। হে ইরাকের বাসিন্দারা! কোন উপদেশ কি তোমাদের উপকারে আসেনি ? বিভিন্ন ঘটনাবলী কি তোমাদের মধ্যে অনুশোচনার উদ্রেক করেনি ? আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে শক্ত হাতে পাকড়াও করেনি ? আল্লাহ্ কি তাঁর তলোয়ারের ধার এবং মর্মন্তুদ শাস্তির স্বাদ তোমাদের আস্বাদন করাননি ?

তারপর সে সিরিয়াবাসীদের দিকে লক্ষ্য করল ও বলল, "হে সিরিয়াবাসীরা! আমি তোমাদের জন্যে উট পাখীর ন্যায় দরদী, যে তার বাচ্চাদেরকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে, তাদের থেকে আবর্জনা দূর করে। তাদের থেকে আক্রমণ প্রতিহত করে, বৃষ্টি থেকে তাদেরকে রক্ষা করে, গুই সাপ থেকে তাদেরকে হিফাযত করে এবং মশা-মাছি থেকে তাদেরকে পাহারা দেয়। হে সিরিয়াবাসীরা! তোমরাই যুদ্ধাস্ত্র, শিলাবৃষ্টি এবং তোমরা পাড়যুক্ত চাদর, সুরক্ষিত চামড়া, তোমরা বন্ধু-বান্ধব, সাহায্যকারী, ছায়াদার বৃক্ষ, উপরে পরিহিত কোট, তোমাদের দ্বারা শহর, জনপদ ও গোত্র বিবর্ণ হয়ে যায়। তোমাদের দ্বারাই শত্রুদের দলের উপর তীর নিক্ষেপ করা হয় এবং যারা অবাধ্য ও পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী তারা তোমাদের দ্বারা পরাজিত হয়।

ইব্ন আবুদ-দুনিয়া বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আত- তামীমী হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমি কুরায়শদের এক বৃদ্ধ থেকে শুনেছি যাকে আবূ বাকর আততামীমী বলা হয়। তিনি বলেন, "হাজ্জাজ তার খুতবাতে বলত, (এবং সে ছিল বয়স্ক) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ) ও তার বংশধরদের মাটি দ্বারা তৈরী করেন। তারপর তাদেরকে ভূপৃষ্ঠের উপর চলাফেরা করতে দেন, তারা পৃথিবীর ফল-মূল ভক্ষণ করে এবং পৃথিবীর নদী-নালা ও জলাশয়ের পানি পান করে। মই ও তাদের চলাচল দ্বারা ভূপৃষ্ঠের উঁচু-নিঁচু দূরীভূত করে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে তাদের দ্বারা আবাদ করেন এবং মৃত্যুর পর তাদেরকে সে ভূমিতে ফেরত প্রেরণ করেন। ভূমি তাদের মাংস ভক্ষণ করে, যেমন তারা ভূমির ফলমূল ভক্ষণ করেছিল। ভূমি তাদের রক্ত পান করে; যেমন তারা ভূমির নদী-নালা ও খাল-বিলের পানি পান করেছিল। ভূমি তাদেরকে টুকরো টুকরো করে তার পেটে ঢুকিয়ে নেয় এবং তাদের হাড়ের জোড়াগুলো পৃথক পৃথক করে ফেলে। যেমন তারা পৃথিবীটাকে মই ও তাদের চলাচল দ্বারা অসমতল থাকলে সমতল করে নিয়েছে।"

একাধিক বর্ণনাকারী হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করে যে, সে তার খুতবায় উপদেশ আকারে বলত, তোমাদের সামনে উপস্থিত প্রত্যেক লোকের সাথে এমন এক লোক বা সত্তা প্রতিনিধিত্ব করে, যে তার নাফসকে স্তব্ধ করেছে, উটের নাকের রশি দ্বারা তাকে বেঁধেছে এবং এ রশি

সহকারে আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে নিজেকে পরিচালিত করছে। আর এ রশি দ্বারা তাকে আল্লাহ্ গুনাহ্ হতে বিরত রেখেছে। আল্লাহ্ এমন ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে তার নাফসকে পরিত্যাগ করেছে। এমন ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে তার নাফসকে দোষারোপ করেছে। এমন ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে তার নাফসকে দুশমন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এমন ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে তার হিসাব অন্যের কাছে যাওয়ার পূর্বে নিজেই তার হিসাব যাচাই করেছে। এমন ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে তার মীযান বা পাল্লার প্রতি লক্ষ্য করেছে। এমন ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে তার হিসাবের প্রতি লক্ষ্য করেছে। এমন ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে তার কার্যক্রমকে ওযন করেছে। এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ রহম করুন, যে আগামীকাল কুরআন শরীফের কোথায় তিলাওয়াত করবে তা চিন্তা করে রাখে। আর আগামীকাল (ভবিষ্যতে) তার পাল্লায় কি দেখবে তা চিন্তা করে। সে তার অন্তরের কাছে ধমক প্রদানকারী ও তার ইচ্ছার কাছে হুকুমদাতা আল্লাহ্‌কে উপস্থিত পায়। আল্লাহ্ এমন ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে তার কার্যকলাপের লাগাম শক্ত করে ধরেছে। যেমন, কেউ তার নিজেব উটের লাগাম শক্ত করে ধরে। যদি এ লাগাম তাকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দিকে পরিচালনা করে, তাহলে সে তার অনুসরণ করে। আর যদি এ লাগাম তাকে আল্লাহ্‌র গুনাহের দিকে প্ররোচিত করে, তাহলে সে তার থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ্ এমন ব্যক্তির উপর রহম করুন, যিনি তার কার্যকলাপে আল্লাহ্ থেকে নিজেকে বেঁধে নিয়েছে। আল্লাহ্ এমন ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে প্রাধান্য লাভ করেছে কিংবা প্রাধান্য লাভ করার চেষ্টা করছে। আর গুনাহ্ ও প্রতারণার কার্যকলাপের সাথে হিংসা পোষণ করছে। যা কিছু আল্লাহ্‌রই কাছে আছে তার প্রতিই তার কামনা বাসনা নিবেদিত ও নিয়োজিত। আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে রহম করুন, আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে রহম করুন, বলতে বলতে সে অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগল।

আল-মাদাইনী (র) আওয়ানা ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আশ্-শা'বী বলেছেন, "আমি হাজ্জাজকে এমন এমন কথা বলতে শুনেছি, যে কথা তার আগে কাউকে বলতে শুনেনি। সে বলত আম্মা বা'দ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হামদ ও রাসূলের না'তের পর সমাচার এই যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার উপর ধ্বংসকে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং আখিরাতের উপর স্থায়িত্বকে লিপিবদ্ধ করেছেন কাজেই যার উপর স্থায়িত্বকে লিপিবদ্ধ করেছেন তার কোন ধ্বংস নেই। আর যার উপর ধ্বংসকে লিপিবদ্ধ করেছেন তার কোন স্থায়িত্ব নেই। তাই তোমাদেরকে বর্তমান দুনিয়া যেন ভবিষ্যতের আখিরাত সম্পর্কে প্রতারিত না করে। আর দুনিয়াবাসীরা যেন দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব দ্বারা আখিরাতের দীর্ঘ স্থায়িত্ব কামনা-বাসনাকে স্তব্ধ করে না দেয়।

আল-মাদাইনী আবূ আবদুল্লাহ্ আছ্-ছাকাফী হতে বর্ণনা করেন। তিনি তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি হাসান বসরী (র)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, একটি বাক্য আমাকে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে যা আমি হাজ্জাজ থেকে শুনেছি। সে এসব উপলক্ষে কথাটি বলেছিল, "যদি কোন ব্যক্তির জীবনের একটি মুহূর্ত অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়, যার জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তাব এ কাজের জন্যে আফসোস প্রলম্বিত হওয়া উচিত।"

কাযী শুরায়ক আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন হাজ্জাজ বলেন ঃ যদি কেউ কোন কাজ সম্পাদনের জন্য কোন মুসীবতের শিকার হয়ে থাকে, তাহলে তাকে আমি তার মুসীবতের গভীরতা অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করে থাকি। তখন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হলো এবং বলল, আপনি আমাকে পুরস্কার প্রদান করুন। কেননা, আমি

নিঃসন্দেহে ইমাম হুসায়নকে হত্যা করেছি। হাজ্জাজ বলল, "তুমি তাকে কেমন করে হত্যা করেছ ?" সে বলল, আমি তার দিকে তীর নিক্ষেপ করে তাকে তীরবিদ্ধ করেছি এবং তলোয়ার দ্বারা তার মাথা কর্তন করেছি। আর তাকে হত্যা করার ক্ষেত্রে আমি আর কাউকে অংশীদার করিনি। তখন সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি এবং সে এক জায়গায় একত্রিত হতে পারো না। এ কথা বলে সে তাকে কিছুই প্রদান করল না।

আল-হায়ছাম ইব্‌ন আদী বলেন, একদিন এক ব্যক্তি হাজ্জাজের কাছে আগমন করে বলল, আমার ভাই ইবনুল আশআছের সাথে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। সে আমার নামও তালিকাভুক্ত করেছিল। তুমি আমার ভাতা বন্ধ করে দিয়েছ এবং আমার ঘর ধ্বংস করে দিয়েছ। হাজ্জাজ বলল, তুমি কি একজন কবির কথা শুন নাই। কবি বলেছিল, "যে ব্যক্তি তোমাকে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করেছে, সে যেন তোমার উপর অনুগ্রহ করেছে। কেননা, অনেক সময় খুজলী রোগে আক্রান্ত উটের গোয়াল সুস্থ উটের রুগ্ন হওয়ার কারণ হয়ে পড়ে। আর বহু লোক পাকড়াও হয়, তার নিকটবর্তী ব্যক্তির অন্যায়ের দরুন। আর যে অপরাধী গুনাহ্‌গার সে নাজাত পেয়ে যায়। লোকটি বলল, আমি তো আল্লাহ্‌কে অন্যরূপ বলতে শুনেছি। আল্লাহ্‌র কথা তোমার এ কবির কথার চেয়ে বেশী সত্য। হাজ্জাজ বলল, আল্লাহ্ কি বলেছেন? লোকটি বলল, সূরায়ে ইউসুফের ৭৮ ও ৭৯নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَالُوْا يَاۤ اَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ - قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلاَّ مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ اِنَّاۤ اِذًا لَّظَالِمُوْنَ -

অর্থাৎ "তারা বলল, হে আযীয! তার পিতা জীবিত রয়েছেন। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ। কাজেই তার স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন। সে বলল, যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আল্লাহ্‌র শরণ নিচ্ছি। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব।" হাজ্জাজ তখন বলল, হে যুবক! তার নাম তালিকাভুক্ত কর, তার ছেলের নামও তালিকাভুক্ত কর এবং যথারীতি ভাতা প্রদান কর। আর একজন আহবায়ককে ঘোষণা করতে নির্দেশ দাও যে, আল্লাহ্ সত্য বলেছেন এবং কবি মিথ্যা বলেছে। আল-হায়ছাম ইব্‌ন আদী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আবদুল মালিক হাজ্জাজের কাছে একটি পত্র লিখেন এবং তাকে আদেশ দেন যে, আসলাম ইব্‌ন আবদুল বিকরীর মাথা আমার কাছে প্রেরণ কর। যখন তার কাছে এ পত্র পৌছল, হাজ্জাজ তখন লোকটিকে নিকটে ডাকল। তখন সে হাজ্জাজকে বলল, "হে আমীর! আপনি তো উপস্থিত বা অবগত আর আমীরুল মু'মিনীন অনুপস্থিত, অনবগত। আর আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে হুজুরাতের ৬নং আয়াতে বলেন ঃ

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ -

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না

কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" তাঁর কাছে যে সংবাদটি পৌঁছেছে তা অসত্য। আর আমি ২৪ জন মহিলার অভিভাবকত্ব করি, তাদের জীবিকা অর্জন করার মত কোন লোক নাই। আর তারা আপনার দরযায় দণ্ডায়মান। তাদেরকে উপস্থিত করানোর জন্য আদেশ দিল। যখন তারা উপস্থিত হলো তাদের মধ্যে একজন বলল, আমি তার খালা, অন্য একজন বলল, আমি তার ফুফু, অন্য একজন বলল, আমি তার বোন, অন্য একজন বলল, আমি তার স্ত্রী, আবার অন্য একজন বলল, আমি তার মেয়ে। এমন সময় আট বছরের অধিক ও দশ বছরের কম বয়সী একটি বালিকা সামনে এগিয়ে আসল। হাজ্জাজ তাকে বলল, তুমি কে ? বালিকা বলল, আমি তার মেয়ে। তারপর সে বলল, আল্লাহ্ আমীরের মঙ্গল করুন, আমি তার সামনে হাযির। এ কথা বলে সে কিছু কবিতা পাঠ করল, যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ হে হাজ্জাজ, আপনি তার মেয়েদের ও ফুফুদের মান-মর্যাদা লক্ষ্য করেননি ? তারা সকলে সারা রাত্রি তার জন্যে রোদন করছে। হে হাজ্জাজ, যদি আপনি তাকে হত্যা করেন, তাহলে আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন যে, আপনি তার হত্যার মাধ্যমে কতজনকে হত্যা করেছেন। তারা হলেন ২৪ জন, হে হাজ্জাজ কে তার পরিবর্তে আমাদের দেখাশুনা করবে ? কাজেই তাকে আপনি ছেড়ে দিন। আর যদি আপনি আমাদের উপর অন্যায় করেন, তাহলে আমাদের গৃহাদি ধসিয়ে যমীন বরাবর করে দিন। হে হাজ্জাজ! হয়তো আমার পিতাকে ছেড়ে দিয়ে আপনি আমাদের উপর একটি নিআমত দান করুন, অন্যথায় আমাদের সকলকে একত্রে মেরে ফেলুন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হাজ্জাজ ক্রন্দন করল এবং বলল, আল্লাহ্র শপথ, আমি তোমাদের উপর কোন প্রকার বিপদ আপতিত করব না এবং তোমাদের উপর কোন প্রকার যুলুমও করব না যাতে তোমরা একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাও। হাজ্জাজ আবদুল মালিকের কাছে পত্র লিখে উল্লিখিত ব্যক্তিটির উক্তি এবং তার কন্যার উক্তি সম্বন্ধে আবদুল মালিককে অবগত করল। তখন আবদুল মালিক হাজ্জাজের কাছে পত্র লিখে আদেশ দিলেন যেন লোকটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তার সাথে ভাল আচরণ করা হয়। বালিকার প্রতি দয়া করা হয় এবং সব সময় তার খোঁজখবর নেওয়া হয়। কথিত আছে, একদিন হাজ্জাজ খুত্বা দিল এবং জনগণকে বলল, হে মানবমণ্ডলী! জেনে রেখো, আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে বিরত থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ আল্লাহ্র আযাব সহ্য করার ধৈর্যধারণ থেকে অনেক সহজ। তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং হাজ্জাজকে লক্ষ্য করে বলল, "দুর্ভাগ্য তোমার হে হাজ্জাজ! কত নির্লজ্জ চেহারা তোমার! এবং কত কম তোমার লজ্জা! যা করার তুমি কর, আর এ ধরনের উচ্চবাক্য তুমি উচ্চারণ কর। তোমার সদ্ব্যবহারের চেষ্টা নিষ্ফল ও ব্যর্থ। হাজ্জাজ তার দেহরক্ষীকে বলল, "তাকে ধরে রেখো।" যখন হাজ্জাজ খুত্বা শেষ করল, তখন ঐ লোকটিকে বলল, কেন তুমি আমার উপর এত ধৃষ্টতা দেখালে ? উত্তরে লোকটি বলল ঃ দুর্ভাগ্য তোমার হে হাজ্জাজ! তুমি আল্লাহ্র প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ, আমি তো তোমার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না। তুমি এমন কোন্ ব্যক্তি যে, তোমার প্রতি আমি ধৃষ্টতা দেখাতে পারব না ? অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ। হাজ্জাজ তখন বলল, তাকে শৃংখলমুক্ত করে দাও। তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আল-মাদাইনী বলেন ঃ ইবনুল আশআছের দুইজন সাথীকে কয়েদী হিসেবে একদিন হাজ্জাজের সামনে আনয়ন করা হলো। হাজ্জাজ তাদেরকে হত্যার হুকুম দিল। তখন তাদের মধ্যে একজন বলল, তোমার প্রতি আমার একটি অনুগ্রহ রয়েছে। হাজ্জাজ বলল, সেটা কি ? লোকটি বলল, একদিন ইবনুল আশআছ তোমার মাতা সম্বন্ধে উল্লেখ করে। তখন আমি তার

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি। হাজ্জাজ বলল, এ ঘটনার ব্যাপারে তোমার কি কোন সাক্ষী আছে ? সে বলল, "হ্যাঁ, আমার এ সাথীটি। হাজ্জাজ তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল। লোকটির সাথী বলল, হ্যাঁ। হাজ্জাজ বলল, ইবনুল আশআছ যা করেছে তা তুমি করলে না কেন ? সে বলল, তোমার প্রতি প্রতিহিংসা আমাকে বিরত রেখেছিল। হাজ্জাজ বলল, কে আছ তোমরা এ ব্যক্তিটিকে তার সত্যবাদিতার জন্যে ছেড়ে দাও আর অপরজনকে তার কাজের জন্যে ছেড়ে দাও। হাজ্জাজের সাথীরা দুইজনকেই ছেড়ে দেয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ ইবনুল আরাবী থেকে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বনূ হুনায়ফার এক ব্যক্তি ইয়ামামা অঞ্চলে একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তার নাম ছিল জাহ্‌দার ইব্‌ন মালিক। হাজ্জাজ সে দেশের নায়েবের কাছে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে ঐ বীর পুরুষটিকে গ্রেফতার করতে না পারায় তাকে তিরস্কার করে। কাজেই নায়েব বীর পুরুষটিকে তীব্রভাবে খোঁজ করতে লাগল। কিছুদিন পর সে তাকে বন্দী করল। পরে তাকে হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করল। তখন হাজ্জাজ তাকে বলল, 'তুমি যা করছিলে, কেন। তুমি এরূপ করছিলে ? বীর পুরুষটি বলল, আমাকে এ কাজ করার জন্য যে বস্তুটি প্ররোচিত করেছিল তা হলো অন্তরের দুঃসাহস, শাসনকর্তার অত্যাচার এবং হাল যামানার কুকুর বা লোভ-লালসা। যদি আমীর আমাকে পরীক্ষা করেন, তাহলে তিনি আমাকে তার সৎসাহায্যকারী ও অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্যে আমাকে সূক্ষ্ম ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্যতম পাবেন। আর আমাকে তার সৎসাহসী প্রজাবর্গের মধ্যে অন্যতম পাবেন। আমি যে কোন সময় কোন অশ্বারোহীর সাথে মুকাবিলা করেছি তাকে পরাস্ত করেছি। হাজ্জাজ তখন তাকে বলল, আমরা তোমাকে একটি কুয়ার কাছে ফেলে দেবো যেখানে থাকবে একটি হিংস্র সিংহ। যদি সেই হিংস্র সিংহটি তোমাকে হত্যা করতে পারে, তোমার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ আমরা বহন করব। আর যদি তুমি তাকে হত্যা করতে পার আমরা তোমাকে ছেড়ে দেবো।" তারপর হাজ্জাজ তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখল। তার ডান হাতটি তার গর্দানের সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল। অন্যদিকে হাজ্জাজ কাসকার নামক স্থানের নায়েবের কাছে পত্র লিখে নির্দেশ দিল, যেন একটি বড় হিংস্র ও ক্ষতিকারক সিংহকে প্রেরণ করে। জাহ্‌দার তার বন্দীশালায় কিছু কবিতা পাঠ করে সে তার স্ত্রী উম্মে আমর সুলায়মার প্রতি দুঃখ প্রকাশ করছে। সে বলছিল, "রাত কি আমাকে এবং উম্মে আমরকে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দিবে না ? এটা নিয়ে হয়তো তুমি চিন্তা করছ এবং আমাকে নিকটে পাওয়ার কামনা করছ! হ্যাঁ (রাত সে সুযোগ দিবে) তুমি নতুন চাঁদকে দেখবে, যেমন আমি তাকে দেখছি। চাঁদ যখন আকাশের উপরিভাগে উঠতে থাকবে, তখন রাত সমাপ্ত হয়ে দিন প্রকাশ পাবে। যখন তোমরা নজদের খেজুর বাগান অতিক্রম করে ইয়ামামার উপত্যকায় পৌঁছবে, তখন হয়তো আমার মৃত্যুর সংবাদ শুনবে। জাহ্‌দারকে তোমরা শুভ কামনা কর। কেননা, ইয়ামানী ধারাল তলোয়ারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য তাকে বাধ্য করা হয়েছে।" হাজ্জাজের কাছে যখন সিংহটি পৌঁছল, তখন তাকে তিনদিন অনাহারে রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। তারপর তাকে একটি বাগানে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং জাহ্‌দারকে শৃংখলাবস্থায় তার ডান হাতকে গর্দানের সাথে বেঁধে রাখা হলো। আর তার বাম হাতে একটি তলোয়ার দেওয়া হলো। সিংহ আর জাহ্‌দারের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দেওয়া হলো। হাজ্জাজ ও তার সাথীরা একটি গ্যালারীতে বসে দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল। জাহ্‌দার সিংহটির দিকে অগ্রসর হলো এবং সে বলছিল, "দুটি সিংহ খুব সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে মুকাবিলা করছে। দুটোই সমুন্নত নাকের অধিকারী। তারা অত্যন্ত কঠিন ও বীরত্বপূর্ণ সংঘর্ষে লিপ্ত। যদি আল্লাহ্ তা'আলা

সন্দেহের পর্দা খুলে দেন, তাহলে বিজয়ী হবে তুরস্কের যথাযোগ্য আবাসের অধিকারী। সিংহটি যখন জাহ্দারের দিকে তাকাল, তখন প্রকটভাবে গর্জন করতে লাগল, হেলে-দুলে চলতে লাগল এবং তার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। যখন সে এক তীর পরিমাণ জায়গায় পৌঁছল, তখন সিংহটি জাহ্দারের উপর প্রচণ্ডভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাহ্দার তলোয়ার দিয়ে তার মুকাবিলা করল এবং তাকে প্রচণ্ড আঘাত করল। তলোয়ারের মাথা তার আলজিভকে ছিদ্র করে ফেলল। প্রচণ্ড বাতাসে উপড়িয়ে ফেলা তাঁবুর ন্যায় সিংহটি প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে মাটিতে মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ল। সিংহের প্রচণ্ড থাবার জন্যে এবং শিকলের প্রবল ঘর্ষণে জাহ্দারও ক্লান্ত হয়ে নিচে পড়ে গেল। তখন হাজ্জাজ ও তার সাথীরা আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিল। আর জাহ্দার বলতে লাগলেন, "হে সুন্দর! তুমি যদি অন্ধকার ও ধূলিময় ভয়াবহতার দিনে আমার দুরবস্থা দেখতে। এগিয়ে এসো এমন এক সিংহের জন্যে যে শৃংখলাবস্থায় ও হাত-পা বন্দী অবস্থায় রয়েছে, যাতে তার কংকনসমূহ তার বের হয়ে পড়ার ক্ষেত্রে আর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। সিংহের থাবাগুলো রুক্ষ হয়ে গেছে, তার দাঁতগুলো যেন কুড়ালের ঝাঁঝরা মুখ কিংবা কাঁচের শলাকার ধারের ন্যায়। সিংহটি দুই চক্ষু নিয়ে উপরের দিকে তাকাচ্ছে। তুমি দেখবে দুই চক্ষুর মধ্যে বাতাসমিশ্রিত ধূলাবালি যেন বাতির শিখার ন্যায় ঝলমল করছে। মনে হয় যেন তার উপর তালিওয়ালা জামা সেলা করে দেওয়া হয়েছে অথবা মোটা রেশমী কাপড়ের টুকরোগুলো তার উপর সংযুক্ত করা হয়েছে। নিশ্চয়ই তুমি জানতে পেরেছ যে, আমি মর্যাদাবান সংরক্ষণের অধিকারী ও মহিমান্বিত সম্প্রদায়ের বংশধরভুক্ত।"

তারপর হাজ্জাজ তাকে ইখতিয়ার দিল. যদি সে চায় তাহলে সে হাজ্জাজের কাছে থাকতে পারে। আর যদি সে চায় তাহলে নিজের দেশে বা শহরে চলে যেতে পারে। সে হাজ্জাজের কাছে থাকাটাই পসন্দ করল। হাজ্জাজ তাকে উত্তম পুরস্কার দিল ও সম্পদ দান করল। তবে হাজ্জাজ একদিন হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশধরের মধ্যে গণ্য করতে অস্বীকার করল। কেননা, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যার সন্তান। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াসার হাজ্জাজকে বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। হাজ্জাজ বলল, তুমি যা বলছ তার সপক্ষে আল্লাহ্র কিতাব থেকে দলীল পেশ করতে হবে অথবা আমি তোমার গর্দান মেরে দেব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে আনআমের ৮৪ ও ৮৫নং আয়াতদ্বয়ে বলেন ঃ

وَوَهَبْنَالَهٗ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهَارُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ - وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ -

অর্থাৎ এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে হযরত নূহ (আ)-কে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাঊদ (আ), সুলায়মান (আ), আয়্যুব (আ), ইউসুফ (আ), মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কেও আর এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি এবং যাকারিয়া (আ), ইয়াহ্ইয়া (আ), ঈসা (আ) ও ইল্ইয়াস (আ)-কেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। তারা সকলে স্বজনদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, ঈসা (আ) ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধরের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তার মাতা মারইয়ামের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আল-হুসায়ন (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যার সন্তান। হাজ্জাজ তখন বলল, তুমি সত্যি বলেছ। এরপর সে তাকে খুরাসানে নির্বাসন দিল।

হাজ্জাজ উত্তম ভাষাজ্ঞান ও উচ্চতর ভাষা জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও কুরআন শরীফের অক্ষরসমূহে ভুল করত। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়া'মার তা অপসন্দ করতেন। তন্মধ্যে একটি ভুল হলো, সে সব সময় ইন্না মাকসূরাহকে ইন্না মাফতুহায়ে পরিবর্তন করত। আর ইন্না মাফতুহাকে ইন্না মাকসীরাহ-এ পরিবর্তন করত এবং সে পড়ত قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ কে رَفْعٌ সহকারে اَحَبُّ اِلَيْكُمْ পড়ত। আল-আসমাঈ ও অন্যরা বলেন, একদিন আবদুল মালিক হাজ্জাজের কাছে একটি পত্র লিখলেন। পত্রে তিনি তাকে আম্স, আল-ইয়াওম ও গাদ অর্থাৎ গতকাল, অদ্য ও আগামীকাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। হাজ্জাজ দূতকে বলল, খুয়ায়লিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া কি তার কাছে উপস্থিত আছে ? দূত বলল, হ্যাঁ। তখন হাজ্জাজ আবদুল মালিকের কাছে লিখল ঃ আম্স্ অর্থ মৃত্যু, আল-ইয়াওম অর্থ আমল এবং গাদান অর্থ আশা-আকাংখা। ইব্ন দারীদ, আবূ হাতিম আস সিজিস্তানীর মাধ্যমে আবূ উবায়দ মা'মার ইব্ন আল-মুছান্না হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাজ্জাজ যখন ইবনুল আশআছকে হত্যা করে, তখন তার কাছে ইরাকের প্রশংসা করা হয় এবং সে ইরাকের লোকজনকে বেশী বেশী ভাতা প্রদান করে। তখন আবদুল মালিক তার কাছে পত্র লিখলেন এবং বললেন, মহান আল্লাহ্র প্রশংসার পর সমাচার এই যে, আমীরুল মু'মিনীনের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি আজকাল একদিনে যা খরচ করছ আমীরুল মু'মিনীন তা সাতদিনেও খরচ করেন না এবং তুমি এক সপ্তাহে যা খরচ করছ আমীরুল মু'মিনীন তা এক মাসেও খরচ করেন না। তারপর তিনি নীচের কবিতাটি আবৃত্তি করলেন, "সব ব্যাপারেই তোমার উচিত মহান আল্লাহ্কে ভয় করা। হে উবায়দুল্লাহ! তুমি মহান আল্লাহ্কে ভয় কর ও তার কাছে কাকুতি-মিনতি কর। মুসলমানদের কর ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পুরাপুরি হিসাব গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য একটি দুর্গ হিসাবে কাজ কর যা তাদেরকে আশ্রয় দেবে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ হবে। হাজ্জাজ তখন আবদুল মালিকের কাছে পত্রেব জওয়াব লিখল, যা নিম্নরূপ ঃ

আমার আয়ুর শপথ। আপনার দূত আমার কাছে আপনার পত্র নিয়ে পৌঁছেছে। পত্রটি কয়েক পৃষ্ঠা কাগজে লিখিত হয়েছে। তারপর ছাপানো হয়েছে, যথাযথভাবে এটাকে ভাঁজ করা হয়েছে। যে পত্রের মধ্যে আমার জন্য রয়েছে নরম কথা ও শক্ত কথা। আমি তার থেকে নসীহত গ্রহণ করেছি। আর নসীহত বুদ্ধিমানের উপকারে আসে। আমার সামনে অনেক সমস্যা এসেছিল, এগুলোকে আমি সমাধান করছি কিংবা কোন সময় যেগুলোকে সাধ্যের বাইরে মনে করেছি তাই এগুলো হতে আমি বিরত থাকছি। যদি তাদের উপর আপনার শাস্তি আপনি আরোপ করেন তাহলে আমার তরফ থেকে তাদের জন্যে কোন উপকার সাধিত হবার লক্ষ্যে আমি এ ব্যাপারে কোন আগ্রহী হই না। এ ব্যাপারে জনগণ খুশী থাকুক কিংবা এটাকে অসন্তুষ্টির কারণ মনে করুক, তাতে কিছু আসে-যায় না। আপনার সন্তুষ্টিই আমার একমাত্র লক্ষ্য। তাদের মধ্যে কারো আমি প্রশংসা করি কিংবা কষ্ট দেই, এমনকি গালি দেই, তাতেও কিছু আসে-যায় না। এমন কতগুলো শহর আমি অতিক্রম করেছি যেগুলোতে শত্রুতার ও বিরোধিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। আপনি জানেন, তার মধ্য থেকে কিছু আমি সহ্য করেছি আর বাকীগুলো নিয়ে ধস্তাধস্তি করছি এমনকি মৃত্যুর কাছাকাছি হয়ে পড়েছি। বিদ্রোহীরা কত গুজব রটিয়েছে, সেগুলো আমি শুনেছি। কিন্তু, আমি আতংকিত হইনি। আমার পরিবর্তে যদি অন্য কেউ প্রশাসক হতো, তাহলে সে ভয়ে ওষ্ঠাগত হতো। বিদ্রোহীরা যখন তাদের কোন একজন সংগ্রামীর মাধ্যমে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, তখন তাদের জন্য আমি শুধু আফসোস করেছিলাম, তবে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকারও ভান করিনি। তাদের

সরদারগণ যদি আমার প্রতিরক্ষার চেষ্টা না করত, তাহলে আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গই নেকড়ে হিসেবে কাজ করত ও অনিষ্ট-সাধন করার জন্যে আমি হাত বাড়াতাম। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তখন আবদুল মালিক হাজ্জাজের কাছে পত্র লিখলেন এবং বললেন, তোমার পসন্দমত কাজ করে যাও। আছ-ছাওরী মুহাম্মদ ইবনু মুসতাওরিদ আল-জামহী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন হাজ্জাজের কাছে একটি চোরকে আনা হলো। হাজ্জাজ তাকে বলল, "যদি তুমি অন্যায় কাজটি না করতে, তাহলে তোমাকে বিচারকের কাছেও আনা হতো না এবং তিনিও তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো হতে একটি অঙ্গকে অকেজো বলে ঘোষণা করতেন না।" লোকটি বলল, "যখন সম্পদ কমে যায়, তখন প্রাণটিও সাহায্যকারীর দিকে ধাবিত হয়।" হাজ্জাজ বলল, সত্যি বলেছ, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি এমন কোন গ্রহণযোগ্য উত্তম অজুহাত পাওয়া যেত যার মাধ্যমে এ দণ্ডবিধিকে বাতিল করা যায়, তাহলে আমি তার জন্য সুযোগ হাতছাড়া করতাম না। হে যুবক! তলোয়ার ধারাল আর তলোয়ার চালনাকারী লোকও নিজের কর্তব্য কাজ সম্পাদন করতে প্রস্তুত। তারপর সে তার হাত কেটে দিল। আবূ বাকর ইব্‌ন মুজাহিদ মুহাম্মদ ইব্‌নুল জাহমের মাধ্যমে আল ফারা' থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাজ্জাজ একদিন আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের সাথে নাশ্‌তা গ্রহণ করেন। যখন তাদের দুইজনের নাশ্‌তা খাওয়া শেষ হলো। তখন আল-ওয়ালীদ (খলীফা) হাজ্জাজকে শরাব পান করতে আহ্বান করল। হাজ্জাজ বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি যা হালাল মনে করেন, তাই আমি হালাল মনে করি। তবে আমি এ শরাব হতে ইরাকবাসীদের ও আমার কার্যপরিষদের সদস্যদেরকে নিষেধ করি। আর আমি সৎ বান্দার কথার বিরোধিতা করাকে অপসন্দ করি। আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে হূদের ৮৮নং আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি আমি তা নিজে করতে ইচ্ছে করি না।

উমর ইব্‌ন শিবাহ তার উস্তাদদের থেকে বর্ণনা করে বলেন, একদিন আবদুল মালিক সম্পদ ব্যয়ে ও রক্তপাতে অতিরিক্ত করার জন্যে তিরস্কার করে হাজ্জাজের কাছে পত্র লিখেন ও বলেন, সমস্ত সম্পদ মহান আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন আর আমরা তার পাহারাদার মাত্র। কারোর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কিংবা কাউকে অনর্থক দান করা একই কথা। আর তিনি পত্রের নিচেরাংশে নিম্নের কয়েকটি লাইন লিখে দেন ঃ যে সব কাজ করা আমি খারাপ মনে করি সেগুলো যদি তুমি প্রত্যাখ্যান না কর, যে বস্তুকে আমি পসন্দ করি তা কার্যে পরিণত করে তুমি আমার সন্তুষ্টি যদি চাও, তোমার মত লোক মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত হয়ে কোন কাজ করতে যদি ভয় কর, তাহলে তুমি ঐ ব্যক্তির ন্যায় কাজ করলে যে দুধ দোহন করে তা নষ্ট করে দেয়। কাজেই তুমি যদি আমার থেকে কোন বিচ্ছিন্ন আকারের অলসতা লক্ষ্য কর, তাহলে জেনে রেখো, এটার উদাহরণ হলো, অনেক সময় পানি পানকারীর গলায় কোন সময় পানি আটকিয়ে যায়। আর যদি তুমি আমার থেকে কোন প্রকার মূর্খের ন্যায় আক্রমণ দেখ, তাহলে মনে রাখবে এ ধরনের সব কাজেরই কর্তা আমি। কাজেই, আমার থেকে যা কিছু সংঘটিত হয় তার তুমি পুনরাবৃত্তি করো না। যদি করে থাক, তবে এখন তা বন্ধ করে দাও। সেই কাজের প্রতিক্রিয়া তুমি একদিন জানতে পারবে। হাজ্জাজ যখন এ পত্রটি পড়ল, তখন পত্রোত্তরে বলল, আল্লাহ্‌র প্রশংসার পর সমাচার এই যে, আমার কাছে আমীরুল মু'মিনীনের একটি পত্র পৌঁছেছে। যেই পত্রে সম্পদ ব্যয়ে ও রক্তপাতে আমার অতিরিক্ত করার অভিযোগ

আনা হয়েছে। আল্লাহ্র শপথ! আমি কোন অপরাধীর শাস্তি প্রদানে মাত্রাতিরিক্ত করিনি এবং অনুগতদের অধিকারও ক্ষুণ্ন করিনি। আমি যা করছি আমীরুল মু'মিনীন যদি তা সীমা লংঘন মনে করেন তাহলে তিনি যেন আমার জন্যে একটি সীমা নির্ধারণ করে দেন। আমি সেই সীমা পর্যন্ত পৌঁছব এবং তা অতিক্রম করব না। হাজ্জাজ পত্রের নিচেরাংশে নিম্ন বর্ণিত কয়েক লাইন কবিতা সংযোজন করে। যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ না করি এবং তোমাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকি, তাহলে আমার সেই দিনের তারকাগুলো অস্ত যাবে না (অর্থাৎ আমি শান্তি পাব না)। তোমার ব্যাপারে হাজ্জাজ যদি কোন ভুল করে ফেলে, তাহলে সকাল বেলাই তার মধ্যে সে ভুলের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কোন নম্রতা প্রদর্শনকারীর সাথে যদি তুমি সন্ধি কর, তাহলে আমিও তার সাথে সন্ধি করি। আর যদি তুমি তার সাথে সন্ধি না কর, তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত। যদি আমি কোন মেহেরবান লোকের নসীহত শুনার জন্যে তার নিকটবর্তী না হই। আর তার শত্রুরা আমাকে যা পরামর্শ দেয় সে অনুযায়ী কাজ করি, তাহলে কে আছে বর্তমানে আমাকে রক্ষা করবে ? আর ভবিষ্যতে আমার সামনে যেসব বিপদ-আপদ আসবে তা কেটে যাওয়ার আশা করবে। বিস্ময়কর ঘটনাবলীর আধার হলো মহাকাল।

ইমাম শাফিঈ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক গায ইব্ন রাবীআকে বলেন, সে যেন হাজ্জাজকে হাজ্জাজ ও আল-ওয়ালীদের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, সে কি দুনিয়ার কোন উল্লেখযোগ্য সম্পদ পেয়েছে বলে মনে করে ? কাজেই তাকে তিনি তার আদেশ মুতাবিক জিজ্ঞাসা করেন। হাজ্জাজ তখন বলল, আল্লাহ্র শপথ, আমার কর্তৃপক্ষের আনুগত্যের ব্যাপারে আমাকে পরীক্ষা করার বদলে লেবানন অথবা সাইবেরিয়ার সমপরিমাণ স্বর্ণ যদি আমার হাতে আসে যা আমি আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করব তা আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ

যে সব হিতসাধনকারী কথাবার্তা এবং দুঃসাহসিক পদক্ষেপ তার থেকে বর্ণিত রয়েছে.....

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্নুল আ'লা আবূ বাকরের মাধ্যমে আসিম হতে বর্ণান করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি হাজ্জাজকে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি। সে বলে, যতদূর সম্ভব আল্লাহ্কে ভয় কর। এর মধ্যে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। শুন এবং আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিকের আনুগত্য কর। এর মধ্যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। আল্লাহ্র শপথ, যদি আমি লোকজনকে মসজিদের এ দরযা দিয়ে বের হতে হুকুম করি, আর তারা অন্য দরযা দিয়ে বের হলো, তাহলে তাদের রক্ত ও মাল আমার জন্যে হালাল হয়ে গেল। আল্লাহ্র শপথ! যদি আমি মুযার গোত্রের বিরুদ্ধে রাবীআ গোত্রকে পাকড়াও করি, তাহলে এটাও আমার জন্যে আল্লাহ্র তরফ থেকে হালাল হয়ে যাবে। আবদে হুযায়লের কোন ওযর আমার কাছে গ্রহণীয় নয়। কেননা, তার কাছে মওজুদ কুরআনটি আল্লাহ্র তরফ থেকে এসেছে বলে সে মনে করে। আল্লাহ্র শপথ, এটা আরবদের রচিত কবিতাসমূহের অংশ বিশেষ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর উপর এটা অবতীর্ণ করেননি। এ দ্বিপ্রহরের তীব্র গরমের অজুহাত আমার কাছে গ্রহণীয় নয়। এরূপ মতবাদের অনুসারীরা মনে করেন তাদের একজনকে পাথর দ্বারা নিক্ষেপ করা হবে, তখন সে আমাকে বলবে, যদি পাথর পতিত হয় তাহলে কোন একটি বড় ঘটনা ঘটবে।

আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী অতীতের ন্যায় বিলুপ্ত করে দেবো। বর্ণনাকারী বলেন, হাজ্জাজের উপরোক্ত মন্তব্য আমি আ'মাশের কাছে উল্লেখ করলাম, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমিও তার থেকে এরূপ শুনেছি।

উপরোক্ত বর্ণনাটি আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ খায়ছামা আসিম ইব্‌ন আবূ নজূদ এবং আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেন। তারা দুইজনে হাজ্জাজকে এটা বলতে শুনেছেন। এ বর্ণনায় আরো সংযুক্ত আছে যে, হাজ্জাজ বলে, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি আমি তোমাদেরকে আদেশ করি যে, এ দরযা দিয়ে বের হও, আর যদি তোমরা অন্য দরযা দিয়ে বের হও, তাহলে তোমাদের রক্ত আমার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। আর যদি আমি কাউকে পাই যে, ইব্‌ন আবদের কিরাআত অনুযায়ী কুরআন পাঠ করে, তাহলে আমি তার গর্দান মেরে দেবো। আর ঐ কিরাআতটিকে শূকরের পাঁজরের হাড় দিয়ে হলেও আমি কুরআন হতে ঘষে মিটিয়ে দিবো।

উপরোক্ত বর্ণনাটি অনুরূপভাবে আবূ বাকর ইব্‌ন আয়্যাশ থেকে অনেকে বর্ণনা করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হাজ্জাজ বলে আল্লাহ্‌র শপথ, যদি আমি আবদ হুযায়লকে নাগালে পাই আমি তার গর্দান মেরে দিবো। এটা হাজ্জাজের একটি দুঃসাহস। (আল্লাহ্ তা'আলা তার অমঙ্গল করুন), মন্দ কথা ও অবৈধ খুন-খারাবীর প্রতি পদক্ষেপ। আমরা সাধারণত ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর কিরাআত গ্রহণ থেকে বিরত থাকি। কেননা, এটা হযরত উছমান (রা)-এর সর্বসম্মতিরূপে প্রণীত মুসহাফের কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকাশ থাকে যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) উছমান (রা) ও তাঁর সমর্থকদের মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবাশ্‌শির আস্‌-সালত ইব্‌ন দীনার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে ওয়াসিত নামক এক শহরের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি। সে বলেছিল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ মুনাফিকদের সরদার। যদি আমি তাকে কোন দিন নাগালের মধ্যে পাই, তাহলে আমি তার রক্ত দিয়ে মাটিতে সেচ দিব। বর্ণনাকারী বলেন, তাকে ওয়াসিতের মিম্বরে দাঁড়িয়ে সূরায়ে সোয়াদের ৩৫ নং আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি। সে তিলাওয়াত করে : وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়। হাজ্জাজ বলে, আল্লাহর শপথ, সুলায়মান পয়গম্বর ছিলেন একজন বড় হিংসুটে। এটা একটি বড় দুঃসাহসিক মন্তব্য যা তাকে কুফরীর দিকে ধাবিত করে। আল্লাহ্ তার অমঙ্গল করুন। তাকে অপমানিত করুন। আল্লাহ্ তাকে রহমত থেকে দূরে রাখুন।

আবূ নুআয়ম বলেন, আল-আ'মাশ আমাদের কাছে ইবরাহীমের মাধ্যমে আলকামা হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন একজন লোক হযরত উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে আগমন করে এবং বলে, আমি আপনার কাছে এমন এক ব্যক্তির নিকট হতে এসেছি, যে কুরআন মুখস্থ (মুসহাফ বহির্ভূত) পাঠ করে। হযরত উমর (রা) ভীত হয়ে পড়েন ও রাগান্বিত হন এবং বলেন, তোমার দুর্ভাগ্য। লক্ষ্য কর, তুমি কি বলছ ? লোকটি বলল, আমি আপনার কাছে সত্য কথা বলছি। হযরত উমর (রা) বললেন, সে লোকটি কে ? লোকটি বলল, তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)। হযরত উমর (রা) বলেন, এ ব্যাপারে তার চেয়ে অধিক হকদার আমি আর কাউকে মনে করি না। এ ব্যাপারে আমি তোমাকে এখনি একটি হাদীস শুনাব। একদিন আমরা হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন প্রয়োজনীয় কাজে অধিক রাত জাগরণ করলাম। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

সাথে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা) ও আমার মধ্যখানে হাঁটছিলেন, যখন আমরা মসজিদে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম, একজন লোক কুরআন পাঠ করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার তিলাওয়াত শুনার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমি অধিক রাত করে ফেলছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন অর্থাৎ চুপ থাক। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ ব্যক্তিটি কিরাআত পাঠ করল, রুকূ করল, সিজদাহ করল, বসল, দু'আা করল ও ইসতিগ্ফার করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে কুরআনকে সতেজ পড়তে চায় যেরূপ অবতীর্ণ হয়েছে সে যেন ইব্ন উম্মে আবদ-এর কিরাআত পাঠ করে। তখন আমার সাথী ও আমি জানতে পারলাম যে, তিনি হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)। এর পরদিন সকালে আমি সুসংবাদ দেবার জন্যে তার কাছে গেলাম। তিনি বললেন, তোমার পূর্বেই আবূ বকর (রা) আমার কাছে এ সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। তখন হযরত উমর (রা) বলেন, যখনি আমরা কোন প্রতিযোগিতা করেছি, তিনি আমাকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেন। এ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত রয়েছে। হাবীব ইব্ন হাস্সান, যায়দ ইব্ন ওয়াহবের মাধ্যমে উমর (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শু'বা যুহায়র, খাদীজ, আবূ ইসহাক ও আবূ উবায়দের মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ হতেও হাদীসটি বর্ণনা করেন। আসিম আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেন। আছ-ছাওরী ও যায়িদাহ আল -আ'মাশ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আবূ দাউদ (র) বলেন, উমর ইব্ন সাবিত, আবূ ইসহাকের মাধ্যমে হুমায়র ইব্ন মালিক হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে সত্তরটি সূরা সংগ্রহ করেছি। আর তখন যায়দ ইব্ন ছাবিত ছিলেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গী ও সাথী। কাজেই, আমি যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে সংগ্রহ করেছি তা পরিত্যাগ করব না। আছ-ছাওরী ও ইসরাফীল আবূ ইসহাক থেকেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে তাবারানী উল্লেখ করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে আমি সত্তরটি সূরা শিখেছি। যায়দ ইব্ন ছাবিত মুসলমান হবার পূর্বে আমি এগুলোকে মযবূত করে শিখেছি। তার মাথায় ছিল চুলের বেণী। সে ছেলেমেয়েদের সাথে খেলা করত। আবূ দাউদ (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হতেও এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং তিনি উকবা ইব্ন আবূ মুআয়তের বকরী চরাবার কাহিনীও উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলছিলেন, তুমি শিক্ষিত যুবক। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে আমি সত্তরটি সূরা সংগ্রহ করেছি। যার একটি সম্পর্কেও কেউ আমার সাথে মতবিরোধ করেনি।

উপরোক্ত হাদীসকে আবূ আয়্যূব আল-আফরিকী ও আবূ আওয়ানা আসিমের মাধ্যমে যুরর হতে ও তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেন, আমি তোমাকে বিনা পর্দায় চলাচল ও তোমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমার গোপনীয় কথাবার্তা শুনবার অনুমতি দিলাম। আর এ হাদীস তাঁর থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।

আত-তাবারানী আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন আল হাদ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বালিশ, মিসওয়াক, জুতা ও গোপন তথ্যের বহনকারী। অন্য এক ব্যক্তি আলকামা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায়

গমন করেছিলাম, তখন আমি আবুদ-দারদা' (রা)-এর কাছে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কোথা হতে এসেছ ? আমি বললাম, আমি কূফাবাসীদের নিকট হতে এসেছি। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কি বালিশ ও মিসওয়াক বহনকারী রয়েছেন ?

আল-হারিছ ইব্ন আবূ উসামা বলেন, আমাদেরকে আবূ ওয়ায়িল হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হুযায়ফা (র) হতে শুনেছি। তিনি বলেন, সেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) দণ্ডায়মান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংরক্ষণকারী সাহাবীগণ জেনে নিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন ওয়াসীলা হিসেবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নৈকট্য অর্জনকারী কে। এ হাদীস হুযায়ফা (রা) হতে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত রয়েছে। যেমন শু'বাহ আবূ ওয়ায়িলের মাধ্যমে হুযাইফাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। আবূ ওয়ায়িল হতে জামি' ইব্ন আবূ রাশিদ, উবায়দাহ্, আবূ সিনান আশ্-শায়বানী, হাকীম ইব্ন জুবায়র ও অন্যান্যগণ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ হুযায়ফা (র) থেকেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসী বলেন, আবূ ইসহাক হতে শু'বাহ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (র)-কে বললাম, আমাদেরকে এমন একটি লোক সম্পর্কে সংবাদ দিন যার সীরাত ও পথ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সীরাত ও প্রদর্শিত পথের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা হলে তাকে আমরা অনুসরণ করব। হুযায়ফা (র) বললেন, আমি আর কাউকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সীরাত ও প্রদর্শিত পথের সাথে ইব্ন উম্মে আবদ হতে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ জানি না। যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরের দেওয়াল ঢেকে রাখবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে সংরক্ষণকারিগণ জেনে নিয়েছেন যে, ইব্ন উম্মে আবদ অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) আল্লাহ্র কাছে ওয়াসীলা হিসেবে তাদের চেয়ে অধিক নৈকট্য লাভ করেছে।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, তিনি হুযায়ফা ইব্ন আল-ইয়ামান (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোপন তথ্যের অধিকারী। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) সম্পর্কে এটাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী। কিন্তু হাজ্জাজ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, ফখর করল, তার সম্বন্ধে নানারূপ কথা রচনা করল, যা অগ্নি ও পাথর গিলে ফেলার সমতুল্য। সে তার প্রতি নিফাকের দুর্নাম ছড়িয়ে দিল এবং তার বর্ণিত কিরআতকে হুযায়লের রচিত কবিতা বলে আখ্যায়িত করল। সে বলল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদের কিরাআত কুরআন হতে শূকরের পাঁজরের হাড় দিয়ে হলেও মুছে দিতে হবে। সে আরো বলল, যদি সে তাকে নাগালের ভিতরে পায়, তাহলে সে তাকে হত্যা করবে। বস্তুত সে অত্যন্ত খারাপ নিয়তের বশবর্তী হয়ে উপরোক্ত সব গুনাহ্ই অর্জন করল।

আফ্ফান বলেন, আমাদেরকে হাম্মাদ (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য আরাক গাছের মিসওয়াক সংগ্রহ করছিলাম। তখন বাতাস তার কাপড় অগোছালো করছিল এবং তার সরু পায়ের নলী দেখা যাচ্ছিল। তাতে উপস্থিত লোকেরা হাসি দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমরা হাসছ কেন ? তারা তখন বলল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদের সরু নলীর জন্যে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, এ সরু নলীগুলো কিয়ামতের দিন পাল্লায় উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী ভারী বলে গণ্য হবে। উপরোক্ত হাদীস জারীর এবং আলী ইব্ন আসিম মুগীরা হতে বর্ণনা করেন। তিনি উম্মে মূসার মাধ্যমে আলী ইব্ন আবূ তালিব

(রা) হতে বর্ণনা করেন। সালামাহ ইব্ন নাহশাল আবূয যা'রা-এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ তোমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাসঊদের অঙ্গীকারকে দৃঢ়ভাবে ধর। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী ও তাবারানী উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর শু'বার মাধ্যমে আবূ ইসহাক থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবুল আহওয়াযকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) ইন্তিকাল করেন। তখন আমি আবূ মূসা ও আবূ মাসঊদের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তাদের একজন অপর একজনকে বলছিলেন, তুমি মনে কর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) তাঁর ইন্তিকালের পর তার মত কাউকে এ পৃথিবীতে রেখে গেছেন ? জবাবে তিনি বলেন, তার সম্বন্ধে যদি কিছু বলি, তাহলে বলতে হয়, যখন আমাদেরকে পর্দার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা হতো, তখন তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হতো। আর যখন আমরা অনুপস্থিত থাকতাম, তখন সে থাকত হাযির। আল আ'মাশ বলেন, তিনিই হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)।

আবূ মুআবিয়া বলেন, আল-আ'মাশ আমাদেরকে যায়দ ইব্ন ওয়াহ্ব থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) আগমন করলেন এবং উমর (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি বললেন, ফিকাহ্ শাস্ত্র কতদূর পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়েছে ? উমর ইব্ন হাফস বলেন, আসিম ইব্ন আলী আমাদেরকে আবূ আতিয়াহ্ হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আবূ মূসা আল-আশআরী বলেন, যতদিন পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং সাহাবীগণের মধ্য হতে এ বিশিষ্ট আলিম অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) আমাদের মধ্যে জীবিত থাকবে, আমাদেরকে কোন বিষয় সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞেস করো না।

জারীর আল-আ'মাশ হতে বর্ণনা করেন। তিনি আমর ইব্ন উরওয়াহ-এর মাধ্যমে আবুল বুখতারী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম হযরত আলী (রা)-কে বললেন, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, কাদের থেকে ? তারা বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ থেকে হাদীস বর্ণনা করুন। তখন হযরত আলী (রা) বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন। তারপর তিনি শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন। তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছেন। আলী (রা) হতে অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ পবিত্র কুরআন শিখেছেন, তারপর তিনি পবিত্র কুরআনের হিফাযত করেন এবং তার হিফাযত যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে যারা তার সম্বন্ধে জানত এবং তার জ্ঞান বুদ্ধি সম্বন্ধে পরিচিত ছিল, তারা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তারা স্বার্থবাদী ও সত্য থেকে বিচ্যুত সদস্যদের থেকে অধিক সত্যবাদী ছিলেন এবং অনুসরণের ব্যাপারে অধিক উপযুক্ত ছিলেন। হাজ্জাজ ও অন্যান্য স্বার্থবাদীদের কথাবার্তা ও বাণীসমূহ ছিল অর্থহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা প্রলাপের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর কিছু কিছু ছিল কুফরী ও ধর্মদ্রোহিতা। হাজ্জাজ ছিল হযরত উছমান (রা)-এর বংশধর ও বনূ উমায়্যার অন্তর্ভুক্ত। তাই সে তাদের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েছিল এবং তাদের বিরোধিতাকে কুফরী মনে করত। আর বিরোধীদের রক্তকে হালাল মনে করত। এ ব্যাপারে কারো কোন তিরস্কার তার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

ভয়াবহ বিষয়াদির মধ্যে একটি হলো, যা আবূ দাঊদ (র) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল আত-তালিকানী বুযায়' ইব্ন খালিদ আয-যাবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি হাজ্জাজকে খুতবা দিতে শুনেছি, সে তার খুতবাতে বলে,

তোমাদের মধ্যে কারোর কাছে তার প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেশী সম্মানিত, না তার খলীফা বেশী সম্মানিত ? তখন আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্র শপথ, আমি তোমার পিছনে আর কখনও সালাত আদায় করব না। আর যদি কোন সম্প্রদায়কে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখতে পাই, তাহলে আমি তাদের সাথে যোগ দিয়ে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। ইসহাক বলেন, তিনি পরে আল-জামাজিম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদতবরণ করেন।

উপরোক্ত হাদীস যদি শুদ্ধ হয়, তাহলে রিসালাতের উপর খিলাফতের মর্যাদাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে সে সরাসরি কুফরী করেছে। অথবা বনূ উমায়্যার খলীফাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে শ্রেষ্ঠ মনে করেও সে কুফরী করেছে।

আল-আসমাঈ বলেন, আবূ আসিম আন-নাবীল আমাদেরকে আবূ হাফস আছ-ছাকাফী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন হাজ্জাজ খুতবা দিল। তারপর সে তার ডানদিকে ফিরল এবং বলল, সাবধান! নিশ্চয়ই হাজ্জাজ কাফির। তারপর চুপ রইল। আবার বলল, "নিশ্চয়ই হাজ্জাজ কাফির। আবার চুপ রইল ও বামদিকে ফিরল এবং বলল, সাবধান। নিশ্চয়ই হাজ্জাজ কাফির। এরূপ সে কয়েকবার করল। তারপর সে বলল, হে ইরাকের বাসিন্দারা! সে লাত ও উয্যা সম্পর্কে কাফির।

হাম্বল ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ হারূন ইব্ন মা'রূফ আমাদেরকে মালিক ইব্ন দীনার হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন হাজ্জাজ খুতবা দিল এবং বলতে লাগল,"হাজ্জাজ কাফির।" আমরা তখন বললাম, কী হলো ? এটার দ্বারা সে কী বুঝাতে চায় ? বর্ণনাকারী বলেনঃ "হাজ্জাজ বুধবার সম্পর্কে এবং বলবান খচ্চর সম্পর্কে কাফির।"

(প্রচলিত কুসংস্কার সম্পর্কে) আল-আসমাঈ বলেন ঃ আবদুল মালিক একদিন হাজ্জাজকে বললেন ঃ দুনিয়ায় এমন কোন ব্যক্তি নেই যে নিজের দোষ-ত্রুটি চিনে না। তাই তোমার নিজের কি দোষ আছে ? হাজ্জাজ বলল, "আমাকে এ কথা প্রকাশ করা থেকে ক্ষমা করুন, হে আমীরুল মু'মিনীন!" খলীফা অস্বীকার করেন। তখন হাজ্জাজ বলল, "আমি বিবাদ সৃষ্টিকারী, বিদ্বেষ পোষণকারী এবং হিংসুক।" আবদুল মালিক বললেন, শয়তানের মধ্যেও এরূপ মারাত্মক ত্রুটি নেই যা তোমার মধ্যে আছে বলে তুমি উল্লেখ করেছ। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, "তাহলে তোমার আর শয়তানের মধ্যে পৈতৃক দিক থেকে আত্মীয়তা রয়েছে।"

মোটের উপর ইরাকবাসীদের অতীত গুনাহ, ইমামগণের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন, তাদের দ্বারা তাদের ইমামগণের পর্যুদস্ততা, তাদের বিরোধিতা, তাদের অবাধ্যতা এবং তাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানা ইত্যাদি পাপাচারের শাস্তি স্বরূপ তাদের মধ্যে হাজ্জাজের আবির্ভাব ঘটে।

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান বলেন ঃ "আমাদেরকে আবূ সালিহ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ্ মুআবিয়া ইব্ন সালিহ্-এর মাধ্যমে শুরায়হ্ ইব্ন উবায়দ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে আগমন করেন এবং তাকে সংবাদ দেন যে, ইরাকের বাসিন্দারা তাদের আমীরের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করেছে। হযরত উমর (রা) রাগান্বিত হয়ে বের হলেন এবং আমাদেরকে সালাত পড়ান। তিনি সালাতে ভুল করেন। লোকজন বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ্! যখন তিনি সালাম ফিরালেন জনগণের প্রতি তিনি মুখ ফিরালেন এবং বললেন ঃ এখান থেকে– সিরিয়াবাসীদের থেকে তাই না ? এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন, তারপর অন্য একজন দাঁড়ালেন, এরপর আমি দাঁড়ালাম। আমি তিন নম্বরে কিংবা চার নম্বরে দাঁড়ালাম। হযরত উমর (রা) বললেন, হে সিরিয়াবাসীরা! ইরাকবাসীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তোমরা তৈরী হয়ে যাও। কেননা, শয়তান তাদের মধ্যে

ডিম পেড়েছে এবং বাচ্চা দিয়েছে। হে আল্লাহ্! তারা তাদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে। তুমিও তাদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো এবং তাদের মধ্যে ছাকাফী যুবকের সত্বর আবির্ভাব ঘটাও। যে তাদের মধ্যে জাহিলিয়াতের ধারা অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করবে। সে তাদের মধ্যে ভাল লোকদেরকে গ্রহণ ও কবূল করবে না। আর তাদের অন্যায় অপরাধও ক্ষমার চোখে দেখবে না। এ হাদীস উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর মুসনাদ কিতাবে আবূ আয়ুবা আল-হিম্‌সী-এর সনদে উমর (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

আবদুর রায্‌যাক বলেন ঃ আমাদেরকে জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান, মালিক ইব্‌ন দীনারের মাধ্যমে হযরত ইমাম হাসান (র) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত হাসান (রা) বলেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি তাদেরকে যেমন করে বিশ্বাস করেছিলাম, তারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, আর আমি তাদেরকে নসীহত করেছিলাম তারা আমার সাথে প্রতারণা করেছিল। তদ্রূপ তুমি তাদের উপর নীচ, হিংসুটে, প্রতারক ছাকাফী যুবককে ক্ষমতা দান করো। যে অন্যায়ভাবে তাদের শাক-সবজি খাবে, যে তাদের স্ত্রীলোকদের চাদর পরবে এবং তাদের মধ্যে জাহিলিয়াতের রীতি-নীতি অনুযায়ী বিচার-আচার পরিচালনা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, হাসান যখন বলছেন, সে সময় কিন্তু হাজ্জাজের আবির্ভাব ঘটেনি। উক্ত হাদীসটি মু'তামির ইব্‌ন সুলায়মানও আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নীচমনা যুবকটি বারবার অন্যায় সংঘটনকারীদের আমীর, স্ত্রীলোকদের চাদর পরিধান করবে, তাদের শাক-সবজি খাবে, তাদের সম্মানিত লোকদেরকে হত্যা করবে ও তার থেকে ভয়ভীতি প্রকট আকার ধারণ করবে। জনগণের নিদ্রাহীনতা বৃদ্ধি পাবে এবং মহান আল্লাহ্ তাকে তার গোষ্ঠীর উপর জয়যুক্ত করবে।

আল-হাফিয বায়হাকী 'দালায়য়িলুন নবুওয়াত' নামক কিতাবে বলেন, আমাদেরকে আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিয .....হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলী (রা) এক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি মরবে না যতক্ষণ না তুমি একজন ছাকাফী যুবকের আবির্ভাব দেখতে পাবে। লোকটি বলল, ছাকাফী যুবকটি কি করবে ? হযরত আলী (রা) বলেন, তাকে কিয়ামতের দিন বলা হবে জাহান্নামের খানকাগুলো থেকে তোমার ন্যায় একটি খানকা আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ লোকটি দুনিয়ায় বিশ বছর কিংবা তারও অধিককাল শাসন করবে। এমন কোন গুনাহ নেই যেটা সে করবে না। এমনকি শেষ পর্যন্ত একটি গুনাহ্ বাকী থাকবে। তার মধ্যে ও তার গুনাহের মধ্যে একটি বন্ধ দরযা থাকবে সেটা ভাঙ্গার পরই সে সেই গুনাহটির শিকার হবে। সে তার অনুগত লোকদের দ্বারা বিদ্রোহী লোকদেরকে হত্যা করাবে।

আত তাবারানী বলেন, আল-কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়্যা.... উম্মে হাকিম বিনত উমর ইব্‌ন সিনান আজ-জাদালিয়া হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আল-আশআছ ইব্‌ন কায়স আলী (রা)-এর কাছে প্রবেশ করার অনুমতি চান। তখন কুম্বার তাকে প্রতিরোধ করে। আল-আশআছ তার নাকে আঘাত করে তাকে রক্তাক্ত করে ফেলে। তখন হযরত আলী (রা) বের হয়ে আসেন এবং বলেন, হে আল-আশআছ! তোমার ও তার মধ্যে কি ঘটনা ঘটছে ? খবরদার! আল্লাহ্‌র শপথ, যদি ছাকাফী যুবকের সাথে তোমার সংঘর্ষ বাধত, তাহলে তোমার নিম্নাংশের ছোট ছোট চুলগুলো কেঁপে উঠত। তাকে বলা হলো, হে আমীরুল মু'মিনীন! ছাকাফী যুবক কে ? তিনি বললেন 'এমন যুবক তাদের শাসক হবে, যার ফলে আরবের কোন একটি পরিবার বাকী থাকবে না যার সদস্যদেরকে সে অপদস্থ করবে না। তাকে বলা হলো, কত বছর সে শাসন করবে। তিনি বললেন, বিশ বছর।

আল-বায়হাকী (র) বলেন, আল-হাকিম ইব্‌ন ..... ইয়াহ্‌ইয়া আল-গানী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয বলেন, 'যদি দুনিয়ার সকলে নিজেদের কদর্যতা প্রকাশ করতে চায়, প্রত্যেকে নিজ নিজ কদর্যতা প্রদর্শন করতে আসে আমরাও হাজ্জাজকে নিয়ে যদি প্রতিযোগিতায় অবতরণ করি, তাহলে আমরাই জয়লাভ করব। আবূ বাকর ইব্‌ন আয়্যাশ আসিম ইব্‌ন আবুন নাজূদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কোন নিষিদ্ধ কাজ বাকী নেই যার শিকার হাজ্জাজ হয়নি।

পূর্বেও এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, বনূ ছাকীফে একজন মিথ্যুক ও অন্য একজন হত্যাযজ্ঞ পরিচালনাকারীর আবির্ভাব ঘটবে। এ হাদীসে উল্লিখিত মিথ্যাবাদী ছিল আল-মুখতার। প্রথমত সে নিজেকে রাফিযী বলে প্রকাশ করে। কিন্তু গোপনে সে ছিল কাফির। আর হত্যাযজ্ঞ পরিচালনাকারী হলো আল-হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ, সে নাসিবী, আলী (রা) ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করত এবং বনূ উমায়্যার মারওয়ান বংশধরদের ভালবাসত। আর সে ছিল আধিপত্য বিস্তারকারী ও অন্যায় পথে বিচরণকারী। সামান্য সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রক্তপাত ঘটানোর জন্যে সে ছিল অগ্রগামী। তার থেকে কদর্যপূর্ণ ও মন্দ বাক্যালাপ বর্ণিত রয়েছে, যেগুলো কুফরী প্রকাশ করে। তার কিছু বর্ণনা পূর্বেও দেওয়া হয়েছে। যদি সেগুলো হতে সে তাওবা করে থাকে ও এগুলো থেকে বিরত থাকে, তাহলে অত্যন্ত ভাল কথা। অন্যথায় সে তার জঘন্য কুকর্মে বহাল বলেই চিহ্নিত থাকবে। কিন্তু, অনেক সময় আশংকা থাকে যে, তার থেকে যেসব কথাবার্তা বর্ণিত হয়েছে এগুলোকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। কেননা, শীআ'রা বিভিন্ন কারণে তার প্রতি অত্যন্ত হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করত। এমনকি অনেক সময় তারা তার কোন কোন কথাকে বিকৃত করে পরিবেশন করত। আর তার থেকে যেসব কথাবার্তা বর্ণনা করা হতো, তার সাথে বিভিন্ন জঘন্য ও কুরুচিসম্পন্ন বাক্যাদি সংযোজন করত। আমরা তার থেকে বর্ণনা পেয়েছি যে, সে মাদকদ্রব্য পরিহার করে চলত ও অধিক সময় পর্যন্ত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করত এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকত। নারীঘটিত কোন কেলেঙ্কারির ঘটনা তার সাথে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি যদিও সে রক্তপাতের ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত অগ্রগামী। আল্লাহ্ তা'আলা সঠিক তথ্য সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, হাজ্জাজের যেসব কাজ বিশুদ্ধরূপে আমাদের কাছে পৌঁছেছে তার রক্তপাত ঘটানোর কাজটি সর্বপ্রধান। আর মহান আল্লাহ্‌র কাছে তার শাস্তি পাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। তবে সে জিহাদ পরিচালনা ও বিভিন্ন শহর জয় করার প্রতি ছিল অত্যন্ত আগ্রহী। পবিত্র কুরআন চর্চাকারীদেরকে বিপুল সম্পদ প্রদানের ব্যাপারে তার বদান্যতা প্রকাশ পেত। সে কুরআন চর্চায় খুব বেশী খরচ করত। যখন সে মারা যায়, তখন সে মাত্র ৩০০ দিরহাম রেখে যায়। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আল-মুআফী ইব্‌ন যাকারিয়া আল জারীরী ওরফে ইব্‌ন তার্রার আল-বাগদাদী বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-কাসিম আল-আম্বারী আওয়ানা ইব্‌নুল হাকাম আল-কালবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হাজ্জাজের কাছে প্রবেশ করেন। যখন তিনি তার সামনে দাঁড়ালেন, হাজ্জাজ তখন তাকে বলল, ছিঃ ছিঃ হে আনাস! একদিন তুমি থাক আলী (রা)-এর সাথে আরেকদিন তুমি থাকো আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের সাথে। আবার অন্য একদিন থাক ইব্‌নুল আশআছের সাথে। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তোমার চামড়া উঠায়ে নিব যেমন করে বকরীর চামড়া উঠায়ে নেওয়া হয়। আর গাছের আঠা যে রকম গুটিয়ে নেওয়া হয়, তোমাকে আমি এমনভাবে গুটিয়ে নিব। হযরত আনাস (রা)

বললেন, আমাকে ? আল্লাহ্ আমীরের প্রতি মঙ্গল করুন। হাজ্জাজ বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাকে, আল্লাহ্ যেন তোমার শ্রবণশক্তি অকেজো করে দেয়। আনাস (রা) বলেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং আমাদেরকে আল্লাহ্র দিকেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্র শপথ, যদি আমার ঘরে ছোট ছেলেমেয়ে না থাকত, তাহলে যে ধরনের হত্যা তুমি আমাকে করতে অথবা যে ধরনের মৃত্যু আমি বরণ করতাম, তাতে আমি কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্বের আশ্রয় নিতাম না। তারপর তিনি হাজ্জাজের কাছ থেকে বের হয়ে গেলেন এবং তাকে হাজ্জাজ যেসব কথাবার্তা বলেছে তার বিবরণ দিয়ে তিনি আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের কাছে একটি পত্র লিখেন। আবদুল মালিক যখন হযরত আনাস (রা)-এর পত্র পাঠ করলেন তিনি রাগে টগবগ করতে লাগলেন, লাল মূর্তি ধারণ করলেন, হাজ্জাজের তরফ থেকে এটাকে ধৃষ্টতা মনে করলেন। আবদুল মালিকের কাছে প্রেরিত আনাস (রা)-এর পত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে। আনাস ইব্ন মালিক হতে আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের প্রতি। আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের পর সমাচার এই যে, হাজ্জাজ আমাকে বাজে কথা বলেছে এবং এমন মন্দ কথা শুনিয়েছে যার যোগ্য আমি নই। সে আমাকে মুখোমুখি পর্যুদস্ত করেছে। আমি আজীবন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমত করেছি ও তাকে সঙ্গ দিয়েছি। তোমার উপর আল্লাহ্র শান্তি ও রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। তারপর আবদুল মালিক ইসমাঈল ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্নুল মুহাজিরকে হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করেন। সে ছিল হাজ্জাজের বন্ধু। তিনি তাকে বললেন, এ দুটি পত্র তুমি গ্রহণ কর এবং ইরাকের দিকে রওয়ানা হয়ে যাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর কাছে গমন কর। তার কাছে আমার পত্রটি হস্তান্তর কর এবং তার কাছে আমার সালাম পৌঁছে দাও। আর তাকে বল ঃ হে আবূ হামযা! অভিশপ্ত হাজ্জাজের কাছে আমি একটি পত্র লিখেছি। যখন সে আমার এ পত্রটি পড়বে তোমার বাঁদী থেকেও তোমার কাছে বেশী অনুগত হয়ে যাবে। আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর কাছে লিখিত আবদুল মালিকের পত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাদিম আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর প্রতি—আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের পর সমাচার এই যে, আমি আপনার পত্রটি পড়েছি এবং হাজ্জাজের বিরুদ্ধে আপনার যে অভিযোগ আছে তা আমি অনুধাবন করেছি। আমি তাকে আপনার উপর আধিপত্য স্থাপন করতে অনুমতি দেইনি এবং আপনার সাথে রূঢ় আচরণ করতেও আমি তাকে আদেশ করিনি। যদি সে তার কাজের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে তার প্রতি আমার শাস্তি ও আপনার প্রতি ইহ্সান ও সাহায্য করার জন্যে আমাকে লিখবেন। শুভেচ্ছান্তে।

আনাস (রা) যখন আমীরুল মু'মিনীনের পত্রটি পড়লেন ও তার পয়গাম সম্বন্ধে অবহিত হলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমীরুল মু'মিনীনকে আমার জন্যে কল্যাণ দান করুন, তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং জান্নাতের মাধ্যমে তাকে প্রতিদান দিন। এ ব্যাপারে তার প্রতি আমার ধারণা এবং আশাও অনুরূপ ছিল। ইসমাঈল ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ হযরত আনাস (রা)-কে বলেন ঃ হে আবূ হামযা! হাজ্জাজ আমীরুল মু'মিনীনের কর্মচারী। তোমার অথবা তোমার পরিবারের দ্বারা তার কাজ চলবে না। তোমার জন্যে যদি সমাজে একটি সুন্দর অবস্থার সৃষ্টি করে তোমাকে প্রদান করা হয়, তাহলে তুমি হাজ্জাজের নিকটবর্তী হও এবং তার সাথে ভাল ব্যবহার কর। ফলে তার সাথে তোমার যিন্দিগী হবে সুখময় ও শান্তিপূর্ণ।" আনাস (রা) বলেন, ইনশাআল্লাহ্, আমি সুমধুর আচরণ করব।

তারপর ইসমাঈল আনাস (রা)-এর কাছ থেকে বের হয়ে গেলেন এবং হাজ্জাজের কাছে প্রবেশ করেন। হাজ্জাজ বলেন, এমন লোকটিকে স্বাগতম যাকে আমি পসন্দ করি এবং তাঁর সাক্ষাতকেও পসন্দ করি। ইসমাঈল তখন বললেন, আল্লাহ্র শপথ, আমিও তোমার সাক্ষাতকে পসন্দ করি। তবে আমি যে কাজ নিয়ে এসেছি তার মধ্যে নয়। হাজ্জাজ বিবর্ণ হয়ে গেল এবং ভয় করতে লাগল। আর বলল, তুমি কি নিয়ে এসেছ ? ইসমাঈল বলেন, যখন আমি আমীরুল মু'মিনীন থেকে বিদায় নেই তখন তাকে আমি তোমার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত দেখেছি এবং তোমার থেকে বহু দূরবর্তী তাকে আমি অনুভব করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হাজ্জাজ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সোজা হয়ে বসল। ইসমাঈল তার কাছে একটি পত্রের খাম নিক্ষেপ করেছিল। হাজ্জাজ পত্রের দিকে একবার তাকাল ও ঘর্মাক্ত বোধ করল। আবার দ্বিতীয় বার ইসমাঈলের দিকে তাকাল। যখন সে পত্রের খাম খুলল, বলতে লাগল আমাকে নিয়ে আবূ হামযার কাছে চল আমি তার কাছে অজুহাত পেশ করব ও তাকে রাযী করাব। ইসমাঈল তাকে বলল, ব্যাপারটি নিয়ে এত তাড়াহুড়া করো না। হাজ্জাজ বলল, কেমন করে তাড়াহুড়া করব না তুমি আমার কাছে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিপদ নিয়ে এসেছ ? আর তা হলো পত্রটির মধ্যে। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে। আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের পক্ষ থেকে আল-হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের প্রতি। আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের পর সমাচার এই যে, তুমি এমন একটি লোক যার দরুন নানা বিষয়াদি প্রকট আকার ধারণ করছে। সেগুলোতে তুমি সিংহভাগ অংশ নিয়েছ ও বস্তুগুলোর শেষ সীমায় পৌঁছেছ। তুমি তোমার সীমা লংঘন করছ। কঠিন বিপদ ডেকে এনেছ। আর এটা আমার উপরে প্রতিফলিত করার তুমি ইচ্ছে করেছ। যদি আমি তোমাকে এগুলোর ব্যাপারে বৈধ মনে করি তাহলে তুমি দৃঢ়পদে অগ্রসর হবে, আর যদি আমি এগুলোকে বৈধ মনে না করি তুমি বাধ্য হয়ে পিছু হটে আসবে। কাজেই, তোমার প্রতি মহান আল্লাহ্র অভিশাপ। তুমি এমন একটি লোক যার দুই চোখ ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন এবং যে রক্তাক্ত দুই পাছার অধিকারী। তুমি কি ভুলে গেছ তাইফে তোমার বাপ-দাদারা কী কাজ করত ? তারা কুয়া খনন করত এবং কুয়ার পাড়ে পিঠের উপর পাথর বহন করত। হে সংগমের সময় যোনিপথ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া স্ত্রীলোকের সন্তান! আল্লাহ্র শপথ, চিতাবাঘ যেমন করে শিয়ালকে ধরে এবং বাজপাখী যেমন করে খরগোশকে ধরে, ঠিক এমনিভাবে আমি তোমাকে কঠিন হস্তে ধরব। আমাদের মাঝে উপস্থিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের একজনের উপর তুমি ঝাঁপিয়ে পড়েছ। তুমি তার প্রতি কোন ইহসান করলে না ও তার কোন অপরাধ ক্ষমা করলে না। এটা মহান আল্লাহ্র উপর তোমার ধৃষ্টতা প্রদর্শন এবং তোমার দায়িত্ব পালনের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। আল্লাহ্র শপথ, যদি ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা কোন ব্যক্তিকে দেখত যে, সে উযায়র ইব্ন আযরী ও ঈসা ইব্ন মারইয়াম-এর খিদমত করছে, তাহলে তারা তাকে সম্মান করত, তা'যীম-তোয়ায করত ও মহব্বত করত। এমনকি যদি ঐ ব্যক্তিকে দেখত, যে উযায়র (আ)-এর গাধার খিদমত করছে কিংবা ঈসা (আ) ও তার সঙ্গীদের খিদমত করছে, তাহলে তারা তারও সম্মান করত এবং তা'যীম করত। আর এটা কেমন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) আট বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাদিম ছিলেন। তাকে তাঁর গোপনীয় কাজ সম্বন্ধে অবহিত করতেন। নিজের ব্যাপারে তিনি তার থেকে পরামর্শ নিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁর অবশিষ্ট সাহাবীগণের মধ্যে সর্বশেষ সাহাবী হিসেবে গণ্য। তুমি যখন আমার এ পত্রটি পড়বে তুমি তার

কাছে তার মোযা ও জুতা থেকে অধিক অনুগত হয়ে যাবে। অন্যথায় আমার তরফ থেকে তোমার কাছে এমন তীরস্বরূপ শাস্তি পৌছবে যা সর্বাবস্থায় মৃত্যু ঘটাতে পারে। আর প্রতিটি বাণীরই একটি অবস্থান-স্থল রয়েছে। অতি সহসায় তুমি সব কিছু জানতে পারবে।

উপরোক্ত পত্রে যে সব বিস্ময়কর ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেগুলো সম্বন্ধে ইব্‌ন তার্রার সমালোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইব্‌ন কুতায়বার ন্যায় অন্যান্য ভাষাবিদগণও এগুলো সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

ইমাম আহমদ বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্দী সুফিয়ানের মাধ্যমে যুবায়র ইব্‌ন আদী হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কাছে আগমন করলাম এবং হাজ্জাজের বিরুদ্ধে তার কাছে অভিযোগ পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি ধৈর্য ধর। কেননা, তোমাদের উপর বর্তমান সংকট থেকে অধিক প্রকট সংকট কোন বছর কিংবা কাল কিংবা দিনে আসবে না। তারপর তোমরা আল্লাহ্-এর সাথে মিলিত হবে। আমি এ হাদীস তোমাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে শুনেছি। এ হাদীস ইমাম বুখারী (র)-ও হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমাদের কাছে এর থেকে অধিক খারাপ যুগ আসবে না। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর বলেন, উপরোক্ত হাদীস অর্থের দিক দিয়ে সাম স্যপূর্ণ হিসেবে অনেকে বর্ণনা করেছেন এবং বলছেন كُلَّ عَامٍ تُرْذَلُوْنَ সব সময় তোমরা কিছু না কিছু অপসন্দ বস্তুর কিংবা হীনতার ও দীনতার সম্মুখীন হবে। এ শব্দটির কোন ভিত্তি নেই। এটা হাদীসের অর্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, পূর্বে আমি হযরত আইশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত كُلَّ يَوْمٍ تُرْذَلُوْنَ বাণীটি مرفوعا وموقوفا একবার উল্লেখ করেছি। ইমাম আহমদ (র) হতে বর্ণিত এক বাণী আমি উপস্থাপন করছি। হাদীসে রয়েছে كُلَّ يَوْمٍ تُرْذَلُوْنَ نَسَمًا خَبِيْثًا প্রতিদিনই তোমরা ইতর লোকের সম্মুখীন হবে। ইমাম আহমদ হতে مرفوع হিসেবে বর্ণিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, ইমাম আহমদের মত লোক ভিত্তিহীন কোন কথা বলেন না। হাসান বসরী (র) হতেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, এর ভিত্তি রয়েছে مرفوع হাদীস হিসেবে কিংবা পূর্বযুগের মনীষিগণের বাণী হিসেবে। যুগে যুগে মানুষ তা বর্ণনা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এ যুগে পৌছেছে। প্রতিদিন আমরা এ হাদীসের কার্যকারিতা লক্ষ্য করছি বরং প্রতিটি ঘণ্টায় এর সুগন্ধি সৌরভিত হচ্ছে বিশেষ করে তৈমুর লংয়ের সংকটের পর। আজকাল আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে দৈন্য লক্ষ্য করছি। যারা চিন্তা-ভাবনা করেন তাদের কাছে বিষয়টি সহজে অনুমেয়।

সুফিয়ান আছ-ছাওরী, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ-এর মাধ্যমে আশ-শা'বী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এমন এক যামানা আসবে যখন লোকজন হাজ্জাজের উপর দরূদ পড়তে থাকবে। আবূ নুআয়ম আবুস সফর হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আশ-শা'বী বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ, তোমরা যদি বেঁচে থাক, তোমরা হাজ্জাজের আকাঙ্ক্ষা করবে। আল-আসমাঈ বলেন, হাসান বসরী (র)-কে বলা হলো আপনি তো বলেছেন اَلْآخِرُ شَرٌّ مِنَ الْاَوَّلِ অর্থাৎ পরবর্তী পূর্ববর্তীর চেয়ে খারাপ। কিন্তু হাজ্জাজের পর এসেছেন হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)। হাসান বললেন, মানুষের একটু স্বস্তি প্রয়োজন।

মায়মুন ইব্‌ন মিহরান বলেন, একদিন হাজ্জাজ হাসান বসরীর কাছে লোক প্রেরণ করে। আর তাকে সে হত্যা করার মনস্থ করে। যখন তিনি হাজ্জাজের সামনে দাঁড়ালেন, তখন তিনি

বললেন, হে হাজ্জাজ! তোমার ও হযরত আদম (আ)-এর মধ্যে কতজন পিতা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে ? সে বলল, বহু পিতা। হাসান বললেন, তারা এখন কোথায় ? হাজ্জাজ বলল, তারা মারা গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, হাজ্জাজ মাথানত করল এবং হাসান বের হয়ে চলে গেলেন।

আয়্যুব আস-সুখতিয়ানী বলেন, হাজ্জাজ হাসানকে হত্যা করার জন্য কয়েকবার ইচ্ছে পোষণ করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তার থেকে রক্ষা করেন। হাসানের সাথে হাজ্জাজের কয়েকটি কথোপকথনের ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেন। তবে হাসান ঐ ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা হাজ্জাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন পসন্দ করতেন না। তিনি ইব্নুল আশআছের সাথীদেরকে আন্দোলন করতে নিষেধ করতেন। তবে তিনি তাদের সাথে একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংগ্রামে বের হয়েছিলেন যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। হাসান বলতেন, হাজ্জাজ একটি গযব। কাজেই, তলোয়ার দিয়ে মহান আল্লাহ্র গযবের মুকাবিলা হয় না। কাজেই, তোমাদের উচিত ধৈর্য ধরা ও শান্ত থাকা এবং মহান আল্লাহ্র কাছে অনুনয়-বিনয় করা। আল-হাসান ইব্ন আল-হাযারের মাধ্যমে ইব্ন দারীদ ইব্ন আইশা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে একজন খারিজী লোককে উপস্থিত করা হলো আর তাকে বলা হলো, তুমি আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা) সম্পর্কে কি বল ? সে তখন তাদের প্রশংসা করল। তাকে হযরত উছমান (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন সে তাঁর প্রশংসা করল। এরপর তাকে বলা হলো, আলী (রা) সম্পর্কে তুমি কী বল ? সে তাঁরও প্রশংসা করল। এভাবে খলীফাদের সম্পর্কে একজন একজন করে জিজ্ঞাসা করা হলো এবং সেও তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে যথাযোগ্য প্রশংসা করল। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান সম্পর্কে কি বল ? সে বলল, এখনি তো সমস্যা দেখা দিল। আমি হাজ্জাজের কোন লোকের কোন দোষ-গুণ সম্পর্কে কিছুই বলব না।

আল-আসমাঈ আলী ইব্ন মুসলিম আল-বাহিলী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন এক খারিজী মহিলাকে হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত করা হলো। হাজ্জাজ তার সাথে কথা বলছিল। কিন্তু, মহিলা তার দিকে নযর করছিল না এবং তার কোন কথারও কোন উত্তর দিচ্ছিল না। তখন তাকে একজন পুলিশ বলল, তোমার সাথে আমীর কথা বলছেন আর তুমি তার থেকে পিছন ফিরে রয়েছ ? মহিলা বলল, আমি আল্লাহ্র কাছে লজ্জাবোধ করছি এমন লোকটির দিকে নযর করতে, যার দিকে আল্লাহ্ নযর করেন না। তারপর মহিলাকে হত্যার হুকুম দেওয়া হলো এবং সে নিহত হলো।

৯৪ হিজরীতে হাজ্জাজ কিভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়রকে হত্যা করেছিল, তাদের দুইজনের মধ্যে কি কথাবার্তা ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছিল তা আমি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

আবূ বকর ইব্ন আবূ খায়ছামা বলেন, আবূ যাফার জা'ফর ইব্ন সুলায়মান বুস্তাম ইব্ন মুসলিমের মাধ্যমে কাতাদা হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন সাঈদ ইব্ন জুবায়রকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তুমি কি হাজ্জাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছ ? তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহ্র শপথ, আমি তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করি নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কুফরী করেছে। কথিত আছে যে, হাজ্জাজ সাঈদ ইব্ন জুবায়রের পর শুধুমাত্র এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে যার নাম ছিল মাহান। অথচ তার পূর্বে অনেক লোককে সে হত্যা করেছিল। তাদের অধিকাংশই ইব্নুল আশআছের সাথে মিলিত হয়ে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল।

আবূ ঈসা আত-তিরমিযী (র) বলেন, আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্ন মুসলিম আল-বাল্খী, আন-নাযর ইব্ন শুমায়লের মাধ্যমে হিশাম ইব্ন হাসান হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি

বলেন, হাজ্জাজ যত লোককে বন্দী করে হত্যা করেছিল তাদের একটি সংখ্যা ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন আর তা হল এক লক্ষ বিশ হাজার। আল-আসমাঈ বলেন, আবূ আসিম উব্বাদ ইব্ন কাছীরের মাধ্যমে কাহদাম হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক খলীফা হওয়ার পর একদিন সকাল বেলা ৮১ হাজার কয়েদীকে ছেড়ে দেন। যারা হাজ্জাজের কয়েদখানায় বন্দী ছিল। আরো কথিত আছে যে, হাজ্জাজের বন্দীশালায় ৮০ হাজার লোক বন্দী ছিল। তাদের মধ্যে ৩০ হাজার ছিল মহিলা। হাজ্জাজের মৃত্যুর পর তার কয়েকখানাগুলো পরিদর্শন করা হলে ৩৩ হাজার লোক এরূপ পাওয়া গেল যাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট অপরাধ কিংবা শাস্তির অভিযোগ ছিল না। যাদেরকে বন্দী করা হয়েছে তাদের মধ্যে এক মরুবাসীকে পাওয়া গেল, যে ওয়াসিত শহরের গোয়াল ঘরের আশেপাশে প্রস্রাব করেছিল। তাদের মধ্যে যে ছাড়া পেয়েছিল, ছাড়া পাওয়ার পর সে একটি কবিতা পাঠ করল। যখন আমরা ওয়াসিত শহর অতিক্রম করলাম, তখন অসংখ্য বার আমরা পড়ে গেলাম এবং সালাত আদায় করলাম।

হাজ্জাজের উপরোক্ত অত্যাচার-অবিচার সত্ত্বেও সে ইরাক থেকে কোন উল্লেখযোগ্য সরকারী কর আদায় করত না। ইব্ন আবুদ দুনিয়া ও ইবরাহীম আল-হারাবী বলেন, আমাদেরকে সুলায়মান ইব্ন আবূ সানাহ, সালিহ্ ইব্ন সুলায়মান হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয বলেছেন, যদি পৃথিবীর সম্প্রদায়গুলো নিজেদের কদর্যতা প্রকাশ করার মনস্থ করে আর প্রত্যেক সম্প্রদায় তার কদর্যতা নিয়ে প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে মাঠে নামে এবং প্রতিযোগিতার জন্য আমরাও হাজ্জাজকে নিয়ে মাঠে নামি, তাহলে আমরাই জয়লাভ করবো। হাজ্জাজ দুনিয়া কিংবা আখিরাত কোনটার জন্যে মঙ্গল বয়ে আনে নাই। সে ইরাকের শাসক নিযুক্ত হয়েছিল। অঞ্চলটি পুরাপুরি আবাদ হওয়া সত্ত্বেও ৪ কোটি মুদ্রা কর আদায়ে ব্যর্থ হয়েছিল। অথচ এ বছর আমার অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ৮ কোটি মুদ্রা কর আদায়ে সক্ষম হয়েছিল। আর যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে আমি আশা করছি যে, এরূপ কর আদায় হবে যেরূপ হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর যুগে আদায় হতো। আর তা হলো ১২ কোটি মুদ্রা।

আবূ বকর ইব্নুল মুকরী বলেন, আমাদের আবূ আরূবা আমর ইব্ন উছমানের মাধ্যমে উছমান থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয আদী ইব্ন আরতাতকে পত্র লিখেন। পত্রে লিখেন যে, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি হাজ্জাজের নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করছ। এখন হতে তুমি আর তার নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করবে না। সে ওয়াকতের পরে সালাত আদায় করত। অন্যায়ভাবে যাকাত আদায় করত। এছাড়াও সে অন্যান্য দিক দিয়ে ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান বলেন, সাঈদ ইব্ন আসাদ যামরার মাধ্যমে রায়্যান ইব্ন মুসলিম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয্ হাজ্জাজের পরিবারবর্গকে ইয়ামানের শাসনকর্তার কাছে প্রেরণ করেন এবং তাকে পত্র লিখে বলেন, আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের পর সমাচার এই যে, আমি তোমার কাছে আবূ উকায়লের বংশধর তথা হাজ্জাজের পরিবার-পরিজনকে প্রেরণ করলাম। তারা কার্যত একটি খারাপ পরিবার। তাদেরকে মহান আল্লাহ্র নিকট হীন মর্যাদা অনুযায়ী পৃথক করে রাখবে। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এ পত্র দ্বারা তিনি তাদেরকে নির্বাসিত করলেন।

আল-আওযাঈ বলেন, আমি আল-কাসিম ইব্‌ন মুখায়মারাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, হাজ্জাজ ইসলামের খোলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে নড়বড়ে করে দিচ্ছিল। এরপর তিনি একটি কাহিনীও বর্ণনা করেন। আবূ বকর ইব্‌ন আয়্যাশ, আসিম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌র ঘোষিত প্রতিটি সম্মানিত বস্তুর সম্মান বিনষ্ট করেছে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ঈসা আর রামলী, আল-আ'মাশ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উলামায়ে কিরাম হাজ্জাজ সম্বন্ধে মতবিরোধ করেন। তারা আল্লামা মুজাহিদকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা কাফির বৃদ্ধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছ ?

ইব্‌ন আসাকির আশ-শা'বী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাজ্জাজ ছিল জাদু ও শয়তানে বিশ্বাসী, মহান আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাসী। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আছ্-ছাওরী, মা'মার ইব্‌ন তাউস তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের ইরাকী ভাইদের জন্যে অবাক হতে হয় যে, তারা হাজ্জাজকে মু'মিন বলে মনে করে। আছ্-ছাওরী ইব্‌ন আওফ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়ায়িলকে হাজ্জাজের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনি কি হাজ্জাজকে জাহান্নামী বলে সাক্ষ্য দেন ? তিনি বলেন, তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণার বিরুদ্ধে আমাকে সাক্ষ্য দিতে বলছ ? আছ্-ছাওরী মানসূর হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইব্‌রাহীমকে হাজ্জাজ কিংবা অন্য কোন আধিপত্য বিস্তারকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে হূদ-এর ১৮ নং আয়াতে কি ঘোষণা দেননি ?

أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ। অর্থাৎ "সাবধান! যালিমদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।" ইব্‌রাহীম তার সম্পর্কে আরো বললেন, "কোন ব্যক্তিকে অন্ধ ঘোষণা করার জন্যে যথেষ্ট যদি হাজ্জাজের ব্যাপারে না জানার ভান করে।"

সালাম ইব্‌ন আবূ মুতী' বলেন ঃ আমি হাজ্জাজ সম্পর্কে আমর ইব্‌ন উবায়দ থেকে বেশী আশাবাদী। কেননা, হাজ্জাজ জনগণকে পৃথিবীতে হত্যা করেছে। আর আমর ইব্‌ন উবায়দ জনগণের জন্য বিভ্রান্তিকর বিদআতের জন্ম দিয়েছে। জনগণ পরস্পরকে হত্যা করেছে।

আয-যুবায়র বলেন ঃ একদিন আমি আবূ ওয়ায়িলের সামনে হাজ্জাজকে গালি দিলাম। তিনি বললেন, "তাকে গালি দিও না। সে কোন এক দিন হয়ত বলেছে, হে আল্লাহ্! আমার প্রতি রহমত কর, আর আল্লাহ্ তাকে রহমত করেছেন। তুমি এমন লোকের সংগ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে, যে বলে, তুমি কি এটা দেখনি ? তুমি কি ঐটা দেখনি ?"

আওফ বলেন, একদিন মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীনের সামনে হাজ্জাজের কথা উত্থাপন করা হলো, তিনি বললেন ঃ আবূ মুহাম্মদ একজন মিসকীন, যদি মহান আল্লাহ্ তাকে আযাব দেন, তাহলে এটা তার গুনাহ্‌র জন্য, আর যদি তাকে মাফ করে দেন, তাহলে এটা তার জন্যে আনন্দের কথা। যদি সে কালবে সালীম নিয়ে মহান আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করতে পারে, তাহলে সে আমাদের থেকে উত্তম। কেননা, তার থেকে উত্তম ব্যক্তিও গুনাহের শিকার হয়ে থাকে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো কাল্‌বে সালীম কি ? তিনি বলেন, "যদি আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে হায়া ও ঈমান কবূল করে নেন, যদি সে এ কথা জানে ও প্রকাশ করে যে, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ সত্য, নিশ্চয়ই কিয়ামত সত্য ও অনুষ্ঠিত হবেই আর যারা কবরে আছে তাদেরকে মহান আল্লাহ্ একদিন কবর থেকে উঠাবেন।"

আবুল কাসিম আল-বাগবী বলেন, আবূ সাঈদ আবূ উসামা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি সুফিয়ান আছ-ছাওরীকে বলেন, আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন যে, আল-হাজ্জাজ এবং আবূ মুসলিম আল-খুরাসানী তারা দুইজনেই জাহান্নামী ? তিনি বলেন, না, যদি তারা তাওহীদ স্বীকার করে।

আর-রায়্যাশী বলেন, আব্বাস আল-আয্‌রাক আস-সারী ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক জুমুআর দিনে হাজ্জাজ এক জায়গা অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় সে কারো ফরিয়াদ শুনতে পেল। তখন সে বলল, এটা কী ? উত্তরে বলা হলো কারাবাসিন্দারা বলছে গরম আমাদেরকে মেরে ফেলল। হাজ্জাজ বলল, তাদেরকে বলে দাও "অপমানিত হয়ে বন্দীশালায় থাক কোন কথা বলবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এ ঘটনার পর হাজ্জাজ এক জুমুআর কম সময় জীবিত ছিল। সমস্ত আধিপত্য বিস্তারকারীদের চূর্ণ-বিচূর্ণকারী আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। কোন কোন ইতিহাসবিদ বলেন ঃ আমি তাকে জুমুআর দিন জুমুআর সালাত আদায় করার জন্য আসতে দেখেছি। আর সে ছিল পীড়ার জন্যে মৃতপ্রায়। আল-আসমাঈ বলেন ঃ হাজ্জাজ যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন জনগণ তার মৃত্যু সন্নিকট জেনে উৎসুক হয়ে উঠে। তখন সে তার খুতবায় বলে, হতভাগা ও মুনাফিকদের একটি দলের মধ্যে শয়তান প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই তারা বলছে, হাজ্জাজ মারা গেছে। হাজ্জাজ মারা গেলে তাতে কি ? হাজ্জাজ কি মৃত্যুর পরে কল্যাণ চায় না ? আল্লাহ্‌র শপথ, যদি পৃথিবীটা এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে আমার জন্যে হয়ে যায় আর আমি মৃত্যুমুখে পতিত না হই। এ কথাটি আমাকে আনন্দ দেয় না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তার নিকৃষ্টতম মাখলূক ইবলীসের জন্যেই অনন্তকাল জীবিত থাকার অনুমতি প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলেছেন (সূরায়ে আ'রাফ ১৫ নং আয়াত) اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ অর্থাৎ যাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আবকাশ দিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁর সৎ বান্দা ডাকলেন এবং বললেন, (সূরায়ে সোয়াদ আয়াত নং ৩৫) هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ অর্থাৎ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়।' আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা দান করেন। তবে তাকে চিরস্থায়ী করেন নাই। মহান আল্লাহ্‌র সৎ বান্দা তার কাজ শেষ হওয়ার পর সৎ ও সহজ মৃত্যু কামনা করেন। (সূরায়ে ইউসুফ আয়াত নং ১০১ - تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ 'তুমি আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর।'

হে মানুষ! তুমি কি ঐরূপ ব্যক্তি হতে চাও, আসলে তোমাদের সকলেই ঐরূপ হতে চাও। আল্লাহর শপথ, আমি যেন তোমাদের প্রতিটি জীবিত লোকের কাছে মৃত এবং প্রতিটি তরুতাজা ঘাসের কাছে শুকনো ঘাস। তারপর তাকে তার কাফনের কাপড়ে স্থানান্তর করা হবে। তা হবে তিনগজ লম্বা ও এক গজ চওড়া। এর পর মাটি তার গোশত খেয়ে নিবে, মাটি তার পুঁজ চুষে নেবে, তার নিকৃষ্ট সন্তান বাড়ী ফিরে যাবে এবং তার নিকৃষ্ট সম্পদ বণ্টন করার কাজে মগ্ন হবে। যারা বুঝে-শুনে তারাই আমার কথা বুঝবে। এরপর সে মিম্বার থেকে নেমে গেল। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল গাস্‌সানী তার পিতা ও দাদার মাধ্যমে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌র দুশমন হাজ্জাজের সাথে আমি শুধুমাত্র কুরআনের মহব্বত এবং কুরআন চর্চাকারীদের মোটা অংকের দান করার

ক্ষেত্রে হিংসা করতাম। মৃত্যুর সময় সে যা বলেছিল এ ক্ষেত্রেও তার প্রতি আমার হিংসা হয়। সে বলেছিল, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, লোকজনেরা মনে করে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না।

আবূ বকর ইব্ন আবুদ্-দুনিয়া বলেন, আলী ইব্ন আল-জা'দ ... মুহাম্মদ ইব্ন আল-মুনকাদির হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ উমর ইব্ন আবদুল আযীয হাজ্জাজের প্রতি হিংসা করতেন। তারপর তিনি মৃত্যুর সময় হাজ্জাজ যে কথাটি বলেছিল, সে কথাটি তিনিও বলেন, 'হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, জনগণ ধারণা করে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে একজন শিক্ষিত লোক হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ হাসানকে বলা হলো যে, হাজ্জাজ মৃত্যুর সময় এরূপ এরূপ বলেছে। তিনি বললেন, সত্যি কি সে এরূপ বলেছে ? উপস্থিত জনগণ বললেন, 'হ্যাঁ', তাতে তিনি বললেন, "তা হলে মাগফিরাত আশা করা যায়।"

আবুল আব্বাস আলমারী আর রায়্যাশীর মাধ্যমে আল-আসমাঈ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন হাজ্জাজের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে নীচের দুটি কবিতা আবৃত্তি করে ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার দুশমনেরা হলফ করে বলছে যে, আমি জাহান্নামের বাসিন্দাদের নিঃসন্দেহে একজন, আর তা প্রচার করার জন্যে তারা অহরহ চেষ্টা করছে। তারা কি অজানা একটি ব্যাপারে শপথ করছে না ? তাদের দুর্ভাগ্য, মহা ক্ষমাকারীর বড় ক্ষমা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বলতে কিছুই নেই।" বর্ণনাকারী বলেন, এ কবিতার ব্যাপারে ইমাম হাসানকে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ, যদি হাজ্জাজ নাজাত পায়, তাহলে এ দুটো কবিতার দ্বারাই সে নাজাত পেয়ে যাবে। কেউ কেউ উপরের দুটো কবিতার সাথে নীচের দুটো কবিতাকেও সংযোজন করেন। "নিশ্চয়ই প্রভুগণ যখন তাদের গোলামকে গোলামী অবস্থায় যৌবনে পদার্পণ করতে দেখেন, তখন তারা তাদেরকে নেককারদের ন্যায় আযাদ করে দেয়। হে আমার সৃষ্টিকর্তা! তুমি এ সম্মানে ঘোষিত হওয়ার সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত। আমিও গোলামীতে বয়োবৃদ্ধ হয়েছি। সুতরাং তুমি আমাকে জাহান্নামের গোলামী থেকে মুক্তি দাও।"

ইব্ন আবুদ্-দুনিয়া বলেন, আমাদেরকে আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আত্-তায়মী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন হাজ্জাজ মারা যায় তার মৃত্যু সম্বন্ধে কেউ অবগত হয়নি। এমন সময় একজন বাঁদী কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসল এবং বলল, খবরদার! খবরদার! নিশ্চয়ই আহার্য প্রদানকারী, ইয়াতীমদের ইয়াতীম হওয়ার জন্যে দায়ী এবং স্ত্রীলোকদের গণহারে বিধবা হওয়ার জন্যে দায়ী, শিরশ্ছেদকারী ও সিরিয়াবাসীদের সরদার ইতোমধ্যে মারা গেছে। তারপর বাঁদী একটি কবিতা পাঠ করল ঃ যারা আমাদেরকে হিংসা করত, তারা আজ আমাদের প্রতি মেহেরবানী করবে। যারা আমাদেরকে ভয় পেত, তারা আমাদেরকে আজ আশ্রয় দেবে।

আবদুর রায্যাক মা'মারের মাধ্যমে ইব্ন তাঊস ও তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাকে কয়েকবার হাজ্জাজের মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। যখন তিনি তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হন, তখন তিনি বলেন ঃ সূরায়ে আনআম আয়াত নং ৪৫

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ 'তারপর যালিম সম্প্রদায়ের মূল উচ্ছেদ করা হলো এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, হাসানকে যখন হাজ্জাজের মৃত্যুর শুভসংবাদ জানানো হয়, তখন তিনি মহান আল্লাহ্র শুক্র বজায় রাখার জন্যে সিজদায় পড়ে যান। তিনি ছিলেন

আত্মগোপনকারী। এরপর তিনি প্রকাশ হয়ে পড়লেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি তাকে আমাদের থেকে নিয়ে গেছো তাই আমাদের থেকে তার কর্ম-পদ্ধতিও নিয়ে নাও।

হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান বলেন, আমি যখন ইব্রাহীম আন-নাখঈকে হাজ্জাজের মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করলাম, তখন তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলেন।

আবূ বাকর ইব্ন আবূ খায়ছামা বলেন ঃ সুলায়মান ইব্ন আবূ শায়খ আমাদেরকে সালিহ্ ইব্ন সুলায়মান হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যিয়াদ ইব্ন আররাবী, ইব্ন আল-হারিছ কারাবাসীদেরকে বলেন ঃ হাজ্জাজ তার বর্তমান অসুস্থতায় অমুক রাত্রে মারা যাবে। তখন সেই রাত উপস্থিত হলে আনন্দে কারাবাসীরা নিদ্রা যায়নি, বসে বসে তারা অপেক্ষা করতে লাগল। তারা মৃত্যুর আহ্বানকারীর আহবান শুনতে পেল। আর এ রাতটি ছিল রামাযান মাসের ২৭ তারিখের রাত। কেউ কেউ বলেন, রামাযান মাসের ৫ দিন বাকী থাকতে হাজ্জাজের মৃত্যু ঘটে। আবার কেউ কেউ বলেন এবছরের শাওয়াল মাসে তার মৃত্যু ঘটে। তখন তার বয়স ছিল ৫৫ বৎসর। কেননা, তার জন্ম ছিল জামাআতের বছর অর্থাৎ ৪০ হিজরীতে। কেউ কেউ বলেন, এর এক বছর পর। আবার কেউ কেউ বলেন, তার এক বছর পূর্বে। হাজ্জাজ ওয়াসিত নামক শহরে মারা যায় এবং তার কবরের চিহ্নকে মুছে ফেলা হয়। কবরের উপর প্রচুর পানি প্রবাহিত করা হয় যাতে কেউ লাশ তুলে নিতে না পারে ও পুড়িয়ে দিতে না পারে। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আল- আসমাঈ বলেন, হাজ্জাজের সবচেয়ে বিস্ময়কর অবস্থা হলো এই যে, মৃত্যুকালে সে ৩০০ দিরহাম রেখে যায়।

আল্লামা আল-ওয়াকিদী বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আমাকে আবদুর রহমান ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন ফারাক-এর মাধ্যমে আমার চাচা হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ ইতিহাসবিদগণ মনে করেন যে, হাজ্জাজ যখন মারা যায়, তখন সে ৩০০ দিরহাম, এক জিলদ কুরআন শরীফ, একটি তলোয়ার, একটি যীন, একটি হাওদাজ ও একশত বন্দকী যুদ্ধ-জামা (বর্ম) রেখে যায়। শিহাব ইব্ন খারাশ বলেন, আমাকে আমার চাচা ইয়াযীদ ইব্ন হাওশাব বলেন, আমার কাছে খলীফা আবূ জা'ফার আল-মুনসূর এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে বলেন, তুমি আমাকে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের ওসিয়ত সম্বন্ধে কিছু বলো। তখন তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন। খলীফা বললেন, তুমি আমাকে এ সম্বন্ধে বলো, তখন আমি বললাম ঃ পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে এটা একটি ওসিয়ত যা হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ ব্যক্ত করেছে যে, সে সাক্ষী দিচ্ছে এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আর এই আল্লাহ্র কোন শরীক নেই। সে আরো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। সে আরো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের আনুগত্য ছাড়া সে আর কিছু বুঝে না। এ আনুগত্যের উপর সে বেঁচে থাকবে, মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং মৃত্যুর পরে জীবিত হয়ে উঠবে। সে নয়শত লোহার জামা সম্পর্কে ওসিয়ত করে। তন্মধ্যে ছয়শতটি হলো ইরাকবাসী মুনাফিকদের জন্যে, যেগুলোর দ্বারা তারা যুদ্ধ করবে। আর তিন শতটি হলো তুর্কীদের। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে আবূ জা'ফর আবুল আব্বাস আত্তুসীর দিকে তাকালেন। তিনি তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, এগুলো ? আল্লাহ্র শপথ, এগুলো একটি দলের সম্পদ, তোমাদের নয়।

আল-আসমাঈ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি স্বপ্নে হাজ্জাজকে দেখলাম। আমি বললাম, মহান আল্লাহ্ তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন ?

সে বলল, আমি যতগুলো হত্যা করেছি প্রত্যেকটি হত্যার বদলে আমাকে একবার করে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, তার এক বছর পর আমি তাকে আবার স্বপ্নে দেখলাম। আমি বললাম, হে আবূ মুহাম্মদ! তোমার সাথে মহান আল্লাহ্ কেমন ব্যবহার করেছেন ? সে বলল, হে মায়ের যোনিস্তম্ভ চোষণকারী! তুমি কি এ সম্পর্কে গত বছর আমাকে জিজ্ঞাসা কর নাই ? কাযী আবূ ইউসুফ বলেন ঃ একদিন আমি হারূনুর রশীদের দরবারে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি দরবারে প্রবেশ করল এবং বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! গতরাতে আমি হাজ্জাজকে স্বপ্নে দেখেছি। খলীফা বললেন ঃ "তুমি তাকে কি অবস্থায় দেখেছ ?" লোকটি বলল, "আমি তাকে খারাপ অবস্থায় দেখেছি। তখন আমি তাকে বললাম, তোমার সাথে মহান আল্লাহ্ কেমন ব্যবহার করেছেন ? সে তখন বলল, 'তোমার মধ্যে আর আমার অবস্থার মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে, হে নিজের মায়ের যোনিস্তম্ভ চোষণকারী! খলীফা হারূনুর রশীদ বললেন, "আল্লাহ্র শপথ, সে সত্য কথা বলেছে। হে আগন্তুক! তুমি হাজ্জাজকে সত্যি সত্যি দেখেছ। কেননা, আবূ মুহাম্মদ জীবিত কিংবা মৃত অবস্থার কোন সময় তার চতুরতাকে বর্জন করে না।

হাম্বল ইব্ন ইসহাক বলেন, হারূন ইব্ন মা'রূফ যামরাহ্ ইব্ন আবূ শূযাবের মাধ্যমে আশআছ আল-খারায হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজকে স্বপ্নে খারাপ অবস্থায় দেখলাম। তখন আমি বললাম, হে আবূ মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছে ? সে বলল, আমার প্রত্যেকটি হত্যার বদলে আমাকে ততবার হত্যা করা হয়েছে। সে বলল, তারপর আমাকে জাহান্নামে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। আমি বললাম, এরপর কি হলো ? হাজ্জাজ বলল এরপর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ উচ্চারণকারী যা আশা করে আমিও তা আশা করছি।

বর্ণনাকারী বলেন, "মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, হাজ্জাজ সম্বন্ধে বলেন, আমি তার মাগফিরাতের আশা রাখি। হাসান এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর বলেন, আল্লাহ্র শপথ, হাজ্জাজ সম্পর্কে ইব্ন সীরীনের আশাবাদের বিরোধিতা আল্লাহ্ অবশ্যই করবেন। আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী বলেন, আবূ সুলায়মান আদ্দারানীকে আমি বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, হাসান বসরী (র) কোন মজলিসে বসলেই হাজ্জাজের কথা উল্লেখ করতেন এবং তার জন্য বদ-দু'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন তিনি তাকে স্বপ্নে দেখেন, তখন হাসান তাকে বলেন, তুমি কি হাজ্জাজ ? সে বলল, হ্যাঁ আমি হাজ্জাজ। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন ? হাজ্জাজ বলল, 'প্রত্যেকটি খুনের বদলেই আমাকে একবার করে খুন করা হয়েছে। তারপর আমাকে একত্ববাদীদের সাথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।' বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে হাসান বসরী তাকে গালি দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

ইব্ন আবুদ্-দুনিয়া বলেন, "হামযা ইব্ন আল আব্বাস সুফিয়ান হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের দরবারে হাজ্জাজ একটি প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে আগমন করে। তার সাথে ছিল মুআবিয়া ইব্ন কুররাহ। আবদুল মালিক মুআবিয়াকে হাজ্জাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তখন মুআবিয়া বলেন, 'যদি আমরা আপনাদের কাছে সত্য বলি, আপনারা আমাদেরকে হত্যা করবেন। আর যদি আমরা আপনাদের কাছে মিথ্যা বলি, তাহলে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্কে ভয় করি। তখন হাজ্জাজ তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আবদুল মালিক তাকে বললেন, তাঁর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ো না। তখন তাকে সিন্ধুর দিকে নির্বাসনে দিল। সেখানেও তাকে নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটানো হয়েছিল।

এ বছরে যে সব ব্যক্তিত্ব ইন্তিকাল করেছিলেন তাদের বিবরণ

ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ আন-নাখ্ঈ

তিনি বলতেন, যখন আমরা কোন জানাযায় হাযির হতাম অথবা কোন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে খবর শুনতাম কিছু দিন যাবত আমাদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা হতো। কেননা, আমরা জানতাম তার উপর এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যার দরুন সে জান্নাতে যাবে অথবা জাহান্নামে যাবে।

তিনি আরো বলতেন, তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের শুধু দুনিয়া সম্বন্ধে পর্যালোচনা করছ। তিনি আরো বলতেন, পরিদর্শন ব্যতীত সিদ্ধান্ত ঠিক হয় না এবং সিদ্ধান্ত ব্যতীতও পরিদর্শন হয় না। তিনি আরো বলতেন, যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে সালাতের প্রথম তাকবীরকে তুচ্ছ করতে দেখবে, তখন তার উন্নতি থেকে তোমার আশা পরিত্যাগ করতে হবে।

তিনি আরো বলতেন, আমি অনেক সময় ত্রুটিপূর্ণ বস্তু দেখি এবং তা পরিহার করি এ ভয়ে যে, এ ত্রুটির দ্বারা হয়ত আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি খুব কাঁদছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি কেন কাঁদছেন ? তিনি বললেন, আমি আয্রাঈলের অপেক্ষা করছি। আমার জানা নেই তিনি কি আমার কাছে জান্নাতের কিংবা জাহান্নামের সংবাদ নিয়ে আসবেন।

আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-হানাফিয়্যা

তাঁর কুনিয়াত আবূ মুহাম্মদ। তিনি তাঁর ভাইদের মধ্যে ছিলেন অগ্রগামী। তিনি ছিলেন একজন বড় আলিম ও ফকীহ। ইমামগণের মতবিরোধ ও ফিকাহ শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী।

আয়্যুব আস-সুখতিয়ানী ও অন্যগণ বলেন, "তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি ইরজা' সম্বন্ধে কথা বলেন। এ সম্বন্ধে তিনি একটি ছোট কিতাব লিখেন ও পরে এ ব্যাপারে লজ্জিত হন। অন্যরা বলেন, তিনি হযরত উছমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত আয-যুবায়র (রা) সম্বন্ধে মৌনতা অবলম্বন করতেন। তাদের প্রশংসাও করতেন না এবং দুর্নামও করতেন না। যখন তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইব্নুল হানাফিয়্যার কাছে এ সংবাদ পৌছে, তখন তিনি তাঁকে প্রহার করেন এবং আহত করেন। আর বলেন, "তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি তোমার দাদাকে ভালবাস না।"

আবূ উবায়দ বলেন, তিনি ৯৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। খলীফা বলেন, "তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের যুগে ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ আয-যুহরী

তাঁর মায়ের নাম ছিল উম্মে কুলছূম বিন্ত উকবা ইব্ন আবূ মুঈত। তিনি মায়ের দিক দিয়ে হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর ভগ্নি। হুমায়দ একজন বড় আলিম ও ফকীহ। তাঁর বর্ণিত বহু রিওয়ায়াত রয়েছে।

মুতার্‌রাফ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আশ-শিখ্খীর

তাঁর জীবনী পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। মুতাররাফ ও অন্যদের জীবনী 'আত্তাকমীল' নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। আর এ বছরেই ওয়াসিত শহরে হাজ্জাজ মারা যায়। তার বিস্তারিত

বর্ণনা উপরে উপস্থাপন করা হয়েছে। আলী ইব্নুল মাদাইনী ও একদল ইতিহাসবিদের মতে এ বছরেই সাঈদ ইব্ন জুবায়র-এর শাহাদত সংঘটিত হয়। আর প্রসিদ্ধ হলো যে, ৯৪ হিজরীতে সাঈদের শাহাদত সংঘটিত হয়। এ তথ্য ইব্ন জারীর ও অন্যরাও পেশ করেছেন। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

৯৬ হিজরীর প্রারম্ভ

এ বছরেই কুতায়বা ইব্ন মুসলিম (র) চীন ভূখণ্ডের কাশগর জয় করেন এবং চীনের সম্রাটের কাছে দূত প্রেরণ করেন। এ দূতগণের মাধ্যমে সম্রাটকে ভীতি প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহ্র শপথ করে তিনি অঙ্গীকার করেন যে, তার শহর দখল করা ব্যতীত তিনি ঘরে ফেরত যাবেন না। তিনি সম্রাটের বিভিন্ন রাজ্য এবং তাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে খতম করে দিবেন। কিংবা তাদের থেকে কর আদায় করবেন কিংবা তারা ইসলামে প্রবেশ করবে। তারপর দূতগণ সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করেন। সম্রাট একটি বিরাট শহরে অবস্থান করেন। কথিত আছে যে, এ শহরের ৯০টি দরযা রয়েছে এবং তা চতুর্দিকে দেওয়াল-ঘেরা। এ শহরটিকে বলা হতো খান বালিক। এটা বড় বড় শহরের অন্যতম। মাঠঘাট, আয়তন ও সহায়-সম্পদ হিসেবে এ শহরটি ছিল একটি অত্যন্ত বড় শহর। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, ভারত সুপ্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও চীন দেশের কাছে এটাকে একটি তিলকের ন্যায় দেখায়। চীনের অধিবাসীরা তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কারোর দেশে ভ্রমণের প্রয়োজন মনে করে না। অথচ অন্যরা তাদের দেশে ভ্রমণের প্রয়োজন মনে করে। তাদের রয়েছে অজস্র সম্পদ ও বিস্তীর্ণ এলাকা। আশেপাশের সমস্ত দেশগুলো চীনের কাছে তার সৈন্য সামন্তের ক্ষমতা প্রচুর থাকার কারণে কর আদায় করে থাকে। বস্তুত যখন দূতগণ চীনের সম্রাটের কাছে প্রবেশ করেন, তখন তারা এটাকে একটি বিরাট সুরক্ষিত দেশ হিসেবে পান, যার রয়েছে অসংখ্য নদীনালা, বাজারঘাট ও সৌন্দর্যের বাহার। তারা তাঁর কাছে এমন একটি সুরক্ষিত ও বিরাট দুর্গে প্রবেশ করেন যা একটি বড় শহরের সমতুল্য। চীনের সম্রাট তাদেরকে বললেন, তোমরা কে ? আর তারা ছিলেন কুতায়বার পক্ষ থেকে হুবায়রার নেতৃত্বে তিনশত জন রাজদূত। সম্রাট তাঁর দোভাষীকে বলেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমরা কে বা কারা এবং তোমরা কি চাও ? তখন তারা প্রতি উত্তরে বললেন, আমরা আমাদের সেনাপতি কুতায়বা ইব্ন মুসলিমের প্রেরিত দূত। তিনি আপনাকে ইসলামের পানে আহ্বান করেছেন। যদি আপনি তার ডাকে সাড়া না দেন ও ইসলাম গ্রহণ না করেন, তাহলে আপনাকে নির্ধারিত হারে কর দিতে হবে। আর যদি কর না দেন, তাহলে আপনার সাথে আমাদের যুদ্ধ বাধবে। এ কথা শুনে সম্রাট ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাদেরকে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করলেন। যখন ভোর হলো তখন তিনি তাদেরকে ডাকলেন এবং তাদেরকে দোভাষীর মাধ্যমে বললেন, দেখি তোমরা কেমন করে তোমাদের মা'বূদের ইবাদত কর। মুসলমানগণ তাদের নিয়মানুযায়ী ফজরের সালাত আদায় করলেন। যখন তারা রুকূ-সিজদা করেন সম্রাট তাদেরকে নিয়ে উপহাস করলেন এবং বললেন, তোমাদের ঘরে তোমরা কি ধরনের পোশাক পরিধান করে থাক ? তখন তারা তাদের পেশাগত পোশাক পরিধান করলেন। সম্রাট তাদেরকে সেখান থেকে নিজ নিজ বাসস্থানে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। এর পরদিন তিনি তাদের কাছে লোক প্রেরণ করে বললেন, তোমরা তোমাদের আমীরের কাছে কি পোশাকে প্রবেশ কর তখন তারা ছাপানো কাপড় পরিধান করলেন, মাথায় পাগড়ী বাঁধলেন, রেশমী চাদর পরিধান করলেন এবং সম্রাটের কাছে প্রবেশ করলেন। সম্রাট তাদেরকে বললেন, তোমরা ফেরত যাও তখন তারা ফেরত গেলেন। সম্রাট

তার সাথীদেরকে বললেন, "এদেরকে তোমরা কেমন দেখলে ?" তারা বলল, এরা তো আগের লোকদের চেহারার মতই মনে হয় বরং এরা তারাই। তৃতীয় দিনে আবার তিনি তাদের নিকট লোক প্রেরণ করলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা কি পোশাকে ও কেমন করে তোমরা তোমাদের দুশমনের মুকাবিলা কর। তখন তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিধান করলেন, মাথায় লোহার টুপি পরিধান করলেন, টুপির নীচে টুপি সংরক্ষণকারী পরিধান করলেন, কোমরে তলোয়ার বাঁধলেন। তীরদানী পিঠে বাঁধলেন এবং তীরদানীর মধ্যে তীর সংগ্রহ করে রাখলেন। তারা তাদের ঘোড়ার পিঠে আরোহ্যণ করলেন এবং পাহাড়ের ন্যায় সুশৃংখল ভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। যখন মুসলমান সৈন্যগণ সম্রাটের নিকটবর্তী হলেন, তখন তারা তাদের তীর ভূমিতে প্রোথিত করলেন। তারপর তারা তাঁর দিকে দৌড়িয়ে অগ্রসর হলেন। তখন তাদেরকে বলা হলো, ফিরে যাও। তারা ফিরে গেলেন এবং তাদের ঘোড়ায় তারা আরোহণ করলেন। তাদের তীর তারা টেনে বের করে নিলেন এবং তাদের ঘোড়া তারা পরিচালনা করতে লাগলেন। ঘোড়া যেন তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। চীনাবাসীদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার হওয়ার কারণে তাদের ফিরে যেতে বলা হয়েছিল। তারা চলে যাওয়ার পর সম্রাট তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাদেরকে কেমন দেখলে ? তখন তারা প্রতি উত্তরে বলল, "তাদের মত এরূপ সুসজ্জিত বাহিনী আমরা আর কোন কালে দেখিনি।" যখন বিকাল বেলা হলো, তখন সম্রাট মুসলিম সৈন্যদের কাছে লোক প্রেরণ করে বললেন, তোমরা আমার কাছে তোমাদের নেতা ও উত্তম লোকটিকে প্রেরণ কর। তারা তখন সম্রাটের কাছে হুবায়রাহকে প্রেরণ করলেন। হুবায়রাহ যখন সম্রাটের কাছে প্রবেশ করলেন। সম্রাট তাকে বললেন, তোমরা আমার দেশের বিশালতা ও প্রকাণ্ডতা দেখলে। আর তোমাদেরকে আমার থেকে রক্ষা করারও যে কেউ নেই তাও দেখলে। অধিকন্তু তোমরা আমার হাতের তালুতে ডিমের ন্যায় অবস্থান করছ। আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। যদি আমার কাছে সত্যি বল তাহলে ভাল কথা, অন্যথায় আমি তোমাকে হত্যা করব। হুবায়রাহ বললেন, প্রশ্ন করুন। সম্রাট বললেন, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে তোমরা যা কিছু করলে, বলত, তোমরা এরূপ কেন করলে ? হুবায়রাহ বললেন, আমাদের প্রথম দিনের পোশাক হচ্ছে আমাদের পরিবার-পরিজন ও চিকিৎসকের কাছে পরিধানযোগ্য পোশাক। আর দ্বিতীয় দিন আমরা যে পোশাক পরিধান করেছি তা আমরা যখন আমাদের আমীরের কাছে গমন করি, তখন তা পরিধান করে থাকি। আর তৃতীয় দিন আমরা যে পোশাক পরেছি তা হলো যখন আমরা শত্রুর মুকাবিলা করি। সম্রাট বললেন, আহ্ কি সুন্দর করে তোমরা তোমাদেরকে সজ্জিত করেছ। এখন তোমরা তোমাদের সাথী কুতায়বার কাছে চলে যাও এবং তাকে বলো সেও যেন আমার দেশ থেকে চলে যায়। কেননা, আমি তার লোভের কথা বুঝেছি এবং তার সাথীদের সংখ্যার স্বল্পতাও আমি অনুধাবন করেছি। অন্যথায় আমি তোমাদের প্রতি এমন সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করব, যারা তোমাদেরকে নির্মূল করে দেবে। হুবায়রাহ তখন তাকে বললেন ঃ আপনি কি কুতায়বাহকে এ কথা বলছেন ? তার সৈন্য সংখ্যা কেমন করে স্বল্প হবে যার প্রথমাংশ আপনার দেশে আর শেষাংশ যায়তুন উৎপাদনের দেশে। আর তিনি কেমন করে লোভী হবেন, যিনি দুনিয়ার সহায়-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো ভোগ না করে আপনার দেশে যুদ্ধ করতে এসেছেন। আর আপনি যে আমাদেরকে হত্যা করার ভয় দেখাচ্ছেন তার ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো এই, আমরা জানি আমাদের একদিন মৃত্যু আছে। তা আসবেই। এ মৃত্যুর মধ্যে আমাদের কাছে সম্মানিত মৃত্যু হলো নিহত হওয়া বা শাহাদতবরণ করা। এ মৃত্যুকে আমরা

খারাপও জানি না, ভয়ও করি না। তখন সম্রাট বললেন, তোমাদের সেনাপতি কি পেলে খুশী হবেন ? তিনি বললেন, আমাদের সেনাপতি শপথ করেছেন যে, আপনার দেশে পদচারণা করা ও আপনার রাজত্বকে ধ্বংস করা এবং আপনাদের দেশ থেকে কর সংগ্রহ ব্যতীত তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন না। সম্রাট বললেন, আমি তার শপথকে রক্ষা করব এবং তাকে আমার দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো। আমি তার কাছে আমার দেশের কিছু মাটি প্রেরণ করব। শাহযাদাদের মধ্য থেকে চারজন গোলামকে প্রেরণ করব। তার কাছে প্রচুর স্বর্ণ, রেশমী কাপড়, অমূল্য চীনা কাপড় যেগুলোর মূল্য সহজে অনুমান করা যায় না, তার কাছে প্রেরণ করব। তারপর তাদের কুতায়বার সাথে সম্রাটের অনেক কথাবার্তা হলো এবং স্থির হলো যে, সম্রাট স্বর্ণের কিছু বড় বড় পাত্র প্রেরণ করবেন, যেগুলোর মধ্যে থাকবে তার দেশের কিছু মাটি যাতে কুতায়বা তা পা দিয়ে মাড়াতে পারবে। তার বংশধরের একদল ছেলেমেয়ে এবং অন্যান্য রাজপরিবারের কিছু ছেলে-মেয়েও প্রেরণ করা হবে যাদের ইচ্ছে করলে কুতায়বা খতম বা হত্যা করতে পারেন আর প্রচুর সম্পদ প্রেরণ করবেন যাতে কুতায়বা তার শপথ রক্ষা করতে পারেন। কথিত আছে যে, সম্রাট তার ছেলে-মেয়েদের এবং অন্যান্য শাহযাদাদের চারশতের একটি দল প্রেরণ করেছিলেন। চীনের সম্রাট কুতায়বার কাছে যা কিছু প্রেরণ করলেন তিনি তা গ্রহণ করলেন। তার কারণ হলো, আমীরুল মু'মিনীন আল ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের মৃত্যুর খবর তার কাছে পৌঁছেছিল, তাতে তিনি সাহস হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে কুতায়বা ইব্ন মুসলিম আল বাহিলীও নব মনোনীত সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের বায়আত বর্জন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তার নিয়ন্ত্রণে প্রচুর সৈন্য সামন্ত থাকায় খিলাফতের দাবীদার হিসেবে তিনি নিজেকে ভাবতে লাগলেন। কিন্তু বিভিন্ন শহর, দেশ ও প্রদেশ বিজয় হওয়ার কারণে তা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। অধিকন্তু এ বছরের শেষের দিকে তিনি নিহত হন। তার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। কথিত আছে যে, তার হাতে কোন ইসলামী ঝাণ্ডা ভেঙ্গে যায়নি। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের অন্যতম। তাঁর আয়ত্তে যে বিরাট সৈন্যদল একত্রিত হয়েছিল কারো ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভব হয়নি।

এ বছরেই মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক আস-সাইফার (গ্রীষ্মকালীন) যুদ্ধ করেন। এ বছরেই আল-আব্বাস ইব্ন আল-ওয়ালীদ রোম ভূখণ্ডে যুদ্ধ করেন। তিনি রোমের শহরগুলোর মধ্য হতে তুলাস ও মারযাবানীন নামক শহরগুলো জয় করেন।

এ বছরেই আমীরুল মু'মিনীন আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (র)-এর হাতে দামেশকের জামি' মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। (মহান আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।) এ মসজিদের জায়গায় পূর্বে একটি গির্জা ছিল। গ্রীক্ কাললদানীরা দামেশ্ক শহর আবাদ করার সময় এটা নির্মাণ করেছিলেন। আর তারাই প্রথম দামেশ্ক শহরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন ও পরিপূর্ণভাবে নির্মাণ করেছিলেন। আর তারাই ছিলেন প্রথম যারা দামেশ্ক শহরকে মনের মত করে নির্মাণ করেছিলেন ও সাজিয়েছিলেন। তারা সাতটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রের ইবাদত/উপাসনা করতো। আর তারা মনে করত যে, দুনিয়ার আকাশে রয়েছে চন্দ্র, দ্বিতীয় আকাশে রয়েছে উতারিদ, তৃতীয় আকাশে রয়েছে যুহরাহ্। চতুর্থ আকাশে রয়েছে সূর্য, পঞ্চম আকাশে রয়েছে আল- মিররীখ, ষষ্ঠ আকাশে রয়েছে আল- মুশতারী, সপ্তম আকাশে রয়েছে যুহল। তারা দামেশ্ক শহরের প্রতিটি দরযায় প্রতিটি নক্ষত্রের এক একটি মূর্তি স্থাপন করেছিল। তাদের দেবতার সংখ্যাও ছিল সাতটি। আর দামেশকের দরযাও তৈরী করা হয়েছিল সাতটি। তাই প্রতিটি দরযায় এক একটি দেবতার মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। বৎসরের মধ্যে প্রতিটি দরযা ও মূর্তির কাছে তারা একবার ঈদ উপযাপন

করত। তারা এদেরকে তাদের পাহারাদার মনে করত এবং তারা নক্ষত্রগুলোর চলাচল, সংযোগ ও বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে নানারূপ মনগড়া মন্তব্য করত। তারা দামেশ্‌ক শহরকে অতি সুন্দর ভিত্তির উপর নির্মাণ করেছিল। আর দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ঝরণার পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ নির্মাণ করেছিল। সেখানে বিভিন্ন ধরনের খাল ও নালা তৈরী করেছিল। যেগুলো উঁচু-নীচু বিস্তীর্ণ এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হতো। দামেশকের প্রতিটি বাড়ীর আঙ্গিনায় পানি প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছিল। তাদের সময়ে দামেশ্‌ক একটি অন্যতম সুন্দর বরং সুন্দরতম শহর হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কেননা, তাতে ছিল মনোমুগ্ধকর ও বিস্ময়কর ব্যবস্থাদি। তারা পূর্বেকার গির্জা ও এখনকার জামি' মসজিদটি দামেস্ক শহরের উত্তর প্রান্তে নির্মাণ করেছিল। আর তারা উত্তর বা ধ্রুবতারার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করত। তাদের মসজিদের মিহরাবও ধ্রুবতারার দিকেই অবস্থিত ছিল এবং তাদের গির্জার দরযা কিবলার দিকেই খুলত। আজকাল মিহরাবের পিছনেই দরযা নির্মিত হয়েছে। যেমন আমরা দৃশ্যত দেখতে পাই। তাদের গির্জা বা মসজিদের দরযা খুব সুন্দরভাবে নকশাদার পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। তার উপরে তাদের ভাষায় অনেক কিছু লিপিবদ্ধ ছিল। গির্জার বাম দিকে ছিল বড় দরযাটির তুলনায় ছোট দুটি দরযা। আর এর বাম দিক বা গির্জার পশ্চিম দিকে ছিল বিরাট একটি প্রাসাদ যার স্তম্ভগুলো বাবুল বারীদ বা ডাক হরকরার দরযার সাথে সংযোজিত ছিল। গির্জার পূর্ব দিকেও একটি রাষ্ট্রীয় প্রাসাদ ছিল যেখানে তাদের সম্রাট থাকতেন। সেখানে আবার দুটি বড় হল ছিল। এগুলোর মধ্যে তারাই বসবাস করতেন যারা পূর্বে দামেস্ক শাসন করতেন। কথিত আছে যে, এ গির্জার সাথে শাসকদের জন্য তিনটি বড় বড় প্রাসাদ ছিল। এ তিনটি প্রাসাদ ও গির্জাকে একটি সুউচ্চ প্রচীর ঘেরাও করে রেখেছিল। প্রাচীরটি বড় বড় সবুজ পাথরের তৈরী। সেখানেই ছিল সেবকদের এবং ঘোড়ার ঘর। আর সেখানেই ছিল সবুজ বর্ণের একটি বিরাট প্রাসাদ যা হযরত আমীর মুআবিয়া (রা) নির্মাণ করেছিলেন।

পূর্বেকার লোকদের পুস্তকাদি হতে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ইব্‌ন আসাকির বলেন ঃ গ্রীকরা দামেশ্‌ক শহর ও এ সব প্রাসাদ নির্মাণের জন্য আঠার বছর যাবত পারদর্শী স্থপতি এবং রাশি চক্রের খোঁজ করছিল। দেওয়ালের ভিত্তি খনন করে তারা অপেক্ষা করতে লাগল। এরপর তাদের ধারণায় এমন এক সময় এসে গেল যখন দুটো নক্ষত্র উদয় হয়েছিল। তখন তারা মনে করতে লাগল যে, এখন যদি গির্জাটি নির্মাণ করা হয়, তাহলে এটা আর কোন দিনও ধ্বংস হবে না এবং এটা উপাসনা থেকেও খালী হবে না। আর এ সময় যে ঘরটি তৈরী করা হবে, তা কোন দিনও বাদশাহ্ ও শাসকের ঘর হিসেবে গণ্য না হয়ে থাকতে পারে না। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, গির্জা কোন সময় উপাসনা থেকে খালী হয় না। কা'ব আল-আহবার (র) বলেন, গির্জার উপাসনা হতে কিয়ামত পর্যন্ত খালী হয় না। তবে সেখানের তৈরী রাজ-প্রাসাদটির নাম হলো খাযরা'। হযরত মুআবিয়া (রা) এটাকে পুনঃনির্মাণ করেন। তা চারশত একষট্টি হিজরীতে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে। তারপর প্রাসাদটি গরীব, মিসকীন ও অসহায় লোকদের বাসস্থান হিসেবে আজ পর্যন্ত বিবেচিত হয়ে আস্‌ছে। আসলে গ্রীকরা দামেশ্‌ক শহরকে যেভাবে আবাদ করেছিলেন সেভাবে তা চার হাজার বছর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যিনি চারটি গির্জার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তিনি হলেন হযরত হূদ (আ)। আর তিনি ছিলেন ইব্‌রাহীম (আ)-এর বহুদিন পূর্বের যুগের। ইব্‌রাহীম (আ) যখন দামেশ্‌ক আগমন করেন, তখন তিনি দামেশকের উত্তরাংশে 'বারযাহ্' নামক স্থানে অবতরণ করেন। তিনি সেখানে তার দুশমনদের একটি দলের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও তাদের উপর জয়লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাদের উপর বিজয় দান করেন। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তিনি বারযা নামক স্থানে অবস্থান করেন। আর ঐ জায়গাটি তার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং পূর্বেকার কিতাবগুলোতেও তার উল্লেখ রয়েছে। যুগে যুগে ইতিহাসবিদগণ আজ পর্যন্ত এ জায়গাটির প্রশংসা করে আসছে। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

দামেশ্‌ক শহরটি ঐ সময় গ্রীকদের দ্বারা উত্তমরূপে আবাদ হয়েছিল। আর তাদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ তাদের সঠিক সংখ্যা জানত না। তারা ছিল হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর শত্রু। ইব্‌রাহীম (আ) তাদের সাথে মূর্তিপূজা, নক্ষত্রপূজা ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপের ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় বিতর্কে উপনীত হয়েছিলেন। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, এ সম্পর্কে আমার লিখিত তাফসীরে ও অত্র পুস্তকের ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাহিনীতে বিস্তারিত বর্ণনা রেখেছি।

বস্তুত গ্রীকরা দামেশ্‌ক শহর আবাদ করছিল। তার মধ্যে প্রাসাদ তৈরী করছিল। তার উপশহর হিসেবে হুরান এলাকা, বিকা, বা'লাবাক ও অন্যান্য শহর গড়ে তোলে। এগুলোতেও বিভিন্ন ধরনের বিস্ময়কর স্থাপত্য গড়ে তোলে। হযরত ঈসা (আ)-এর তিরোধানের প্রায় তিনশত বছর পর সিরিয়াবাসীরা সম্রাট কুসতুনতীন ইব্‌ন কুস্‌তুনতীনের হাতে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। সম্রাট রোমের প্রসিদ্ধ শহর কুস্‌তুন্‌তীনিয়ার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ও শহরটিকে গড়ে তোলেন। তিনিই রোমবাসীদের জন্যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করেন। প্রথমতঃ তিনি, তার সম্প্রদায় ও পৃথিবীর অধিকাংশ বাসিন্দাই ছিলেন গ্রীক। খৃস্টীয় পাদরীরা তাদের জন্যে এমন একটি ধর্ম আবিষ্কার করেন যেটা খৃস্টানদের মূল ধর্মের সাথে মূর্তিপূজার কিছু সংমিশ্রণ ছিল। তারা পূর্বদিকে সালাত আদায় করত। সিয়াম পালনে বাড়াবাড়ি করত। শূকরকে হালাল ঘোষণা করেছিল, তাদের চিন্তা-ধারণা অনুযায়ী তাদের সন্তানদেরকে বড় আমানত শিক্ষা দিয়েছিল, কিন্তু তা ছিল প্রকৃতপক্ষে বড় খিয়ানত ও বহু ধরনের নিকৃষ্ট অপরাধ। আর এগুলো ছিল নগণ্য। আল্লামা ইব্‌ন কাছির (র) বলেন, এ ব্যাপারে আমি পূর্বে বক্তব্য রেখেছি ও বিবরণ দিয়েছি। এ সম্রাট যার প্রতি খৃস্টানদের সরকারী দল সম্পৃক্ত ছিল, তাদের জন্যে দামেশ্‌ক ও অন্যান্য জায়গায় বড় বড় গির্জা তৈরি করেছিল। এমনকি কথিত আছে যে, সে বার হাজার গির্জা তৈরী করেছিল। আর এগুলোর জন্যে বহু গৃহ ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিল। এগুলোর মধ্য হতে একটি বায়তুল লাহমের গির্জা এবং অপরটি কুদসে অবস্থিত কুমামা গির্জা। সেটাকে তৈরী করেছিল উম্মে হায়লানাতাহ আল- গান্দাকানিয়া ও অন্যরা।

বস্তুত দামেশ্‌কে অবস্থিত গ্রীকদের কাছে মহা সম্মানিত গির্জাকে খৃস্টানরা ইউহান্না গির্জায় রূপান্তরিত করেছিল। তারা দামেস্কে এটা ব্যতীত অন্যান্য নতুন অনেক গির্জা তৈরী করেছিল। প্রায় তিনশত বছর যাবত খৃস্টানরা দামেশ্‌ক ও অন্যান্য জায়গায় তাদের ধর্মের উপর স্থায়ী ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করেন। এ পুস্তকের সীরাত পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর যুগে রোমের সম্রাটের কাছে পত্র লিখেছিলেন, যার নাম ছিল হিরাক্লিয়াস। তিনি তাকে মহান আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করেছিলেন। তখন সে আবূ সুফিয়ানের শরণাপন্ন হয়েছিল এবং তার সাথে কথোপকথন হয়েছিল যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনজন সেনাপতি যথা যায়দ ইব্‌ন হারিছাহ, জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব ও ইব্‌ন রাওয়াহাকে সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত বালকায় প্রেরণ করেন। রোমের সম্রাটও তাদের উদ্দেশ্যে বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ

করেন। এ সেনাপতিরা তাদের সাথে আগত সৈন্যদল সহ নিহত হন। তারপর রাসূল (সা) রোমীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে এবং তাবূকের বছর সিরিয়ায় প্রবেশ করতে ইচ্ছে করেছিলেন। কিন্তু তীব্র গরম ও লোকজনের দুরবস্থার দরুন ফেরত আসেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ইন্‌তিকাল করেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সিরিয়ায় সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তাতে দামেশ্‌ক শহর ও আশপাশের এলাকা আক্রান্ত হয়। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন ঃ 'দামেশ্‌ক বিজয়' বর্ণনার সময় আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা রেখেছি।

ইসলামের কর্তৃত্ব যখন তথায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে মহান আল্লাহ্ তাঁর রহমত নাযিল করেন। তথায় তাঁর অনুগ্রহের হাওয়া প্রবাহিত করেন। যুদ্ধের সেনাপতি আবূ উবায়দাহ, কেউ কেউ বলেন, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ তখন দামেশ্‌কবাসীদের জন্যে একটি নিরাপত্তা পত্র লিপিবদ্ধ করে দেন। খৃস্টানদের ক্ষমতা ১৪টি গির্জায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তারা মুসলমানদের থেকে মারিহানা গির্জার অর্ধেক নিয়ে নেন এ যুক্তিতে যে, খালিদ শহরটি পূর্ব দিকের দরযা দিয়ে তলোয়ারের মাধ্যমে জয় করেন। খৃস্টানরা আবূ উবায়দাহ্ (রা) হতে নিরাপত্তা পত্র গ্রহণ করে। কারণ, আবূ উবায়দাহ বাবুল জাবীয়ায় ছিলেন। যা সন্ধির মাধ্যমে বিজয় হয়। প্রথমত ঃ তারা মতবিরোধ করে এবং পরে এ কথার উপরে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, শহরের অর্ধেক সন্ধির মাধ্যমে বিজয় হয়েছিল এবং বাকী অর্ধেক তলোয়ারের মাধ্যমে। তাই মুসলমানগণ এ গির্জার পূর্বাংশ নিয়ে নেন। আবূ উবায়দাহ এটাকে মসজিদে পরিণত করেন। মুসলমানগণ সেখানে সালাত আদায় করেন। এ মসজিদে যিনি প্রথম সালাত আদায় করেন, তিনি হযরত আবূ উবায়দাহ্ ইব্‌নুল জাররাহ (রা)। তারপর পূর্বাংশের এলাকায় সাহাবায়ে কিরাম সালাত আদায় করেন। তাই এ এলাকার নাম ছিল 'মিহরাবুস্ সাহাবাহ'। কিন্তু তার দেওয়াল মিহরাবে মুহান্নির দিকে খোলা ছিল না। তারা ঐ নির্দিষ্ট এলাকায় সালাত আদায় করত। প্রকাশ থাকে যে, খলীফাহ্ আল ওয়ালীদ সামনের দেওয়ালে বিভিন্ন মাযহাবের মিহরাব খুলেছিলেন। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, এ মিহরাবগুলো পরে সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো আল-ওয়ালীদের সৃষ্টি নয়। তিনি মাত্র একটি মিহরাব তৈরী করেছিলেন। যদি তিনি আদৌ কোন মিহরাব সৃষ্টি করে থাকেন, তবে সম্ভবত তিনি এরূপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। খলীফাহ্ শুধু একটি মিহরাবে সালাত আদায় করেছেন। আর বাকী মিহরাবগুলো কিছুদিনের মধ্যে তৈরী হয়ে যায়। প্রত্যেক ইমামের জন্য ছিল একটি মিহ্‌রাব যথা ঃ শাফিঈ, হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী। এ মিহ্‌রাবগুলো আল-ওয়ালীদের পরেই তৈরী করা হয়েছে।

আমাদের পূর্বেকার বহু উলামায়ে কিরাম এ ধরনের মিহরাবগুলোক খারাপ মনে করতেন। তারা এগুলোকে সৃষ্ট বিদআত বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুসলমান এবং খৃস্টানরা এক দরজয় দিয়ে উপাসনালয়ে প্রবেশ করতেন। আর এটা হলো কিবলার দিকে অবস্থিত উচু দরযাটি। তখনকার বড় মিহরাবের জায়গাটি আজকালকার মিহরাবে অবস্থিত। তারপর খৃস্টানরা পশ্চিম দিকে তাদের গির্জা পানে আগমন করত। আর মুসলমানগণ তাদের মসজিদের দিকে আগমন করতেন। মুসলিম সাহাবীগণের সম্মানে ও ভয়ে খৃস্টানরা তাদের কিতাবের কিরাআত উচ্চস্বরে পড়তে পারতেন না এবং তাদের পূজার ঘণ্টাও বাজাতে পারতেন না। আমীর মুআবিয়া (রা) সিরিয়ায় তাঁর খিলাফত আমলে সাহাবায়ে কিরামের নির্মিত মসজিদের সামনে একটি প্রাসাদ তৈরী করেন। সেখানে তিনি একটি সবুজ গম্বুজ তৈরী করেন। আর এই সবুজ গম্বুজের সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার দরুন প্রাসাদটি বিখ্যাত ছিল। আমীর মুআবিয়া (রা) সেখানে ৪০ বছর বসবাস করেন যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর গির্জাটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলমান

এবং খৃষ্টানদের মধ্যে ১৪ হিজরী থেকে ৮৬ হিজরীর যুল-কা'দা মাস পর্যন্ত গির্জাটি সমান দুইভাগে বিভক্ত ছিল। এ বছর শাওয়াল মাসে আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খলীফা মনোনীত হন। তখন তিনি খৃষ্টানদের দখলে অবস্থিত গির্জার অর্ধেক অংশটি অধিগ্রহণ করে মুসলমানদের অংশের সাথে সম্পৃক্ত করার ইচ্ছে পোষণ করেন এবং সম্পূর্ণ গির্জাটাই একটি মসজিদে পরিণত করেন। কেননা, কোন কোন মুসলমান খৃষ্টানদের ইনজীল পড়া শুনে এবং তাদের সালাতে প্রতিধ্বনিত উচ্চস্বর শুনে কষ্টবোধ করতেন। তাই খলীফা খৃষ্টানদেরকে মুসলমানদের থেকে সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে করলেন। আর তাদের জায়গাটিকে মুসলমানদের জায়গার সাথে সম্পৃক্ত করা পসন্দ করলেন। তাতে সবটাই মুসলমানদের জন্য একটি ইবাদতের জায়গা হিসেবে পরিণত হলো এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদটি সম্প্রসারিত হলো। তখন খৃষ্টানদেরকে খলীফা বললেন, তারা যেন এখান থেকে বের হয়ে যায় এবং এটার পরিবর্তে তাদের অন্য এ বহু জায়গা দেওয়া হবে। তাদেরকে আরও চারটি গির্জার কর্তৃত্ব দেওয়া হবে, যা পূর্বেকার অঙ্গীকারনামায় শামিল ছিল না। এগুলো হলো মারইয়ামের গির্জা, পূর্ব দরযার ভিতরে মাসলাবাহ গির্জা, তিলুল জুবন গির্জা, হুমায়দ ইব্‌ন দাররা গির্জা বা সাকাল দরজার কাছে অবস্থিত। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে কঠোরভাবে অস্বীকার করল। তখন খলীফাহ্ তাদেরকে বললেন, সাহাবাগণের যামানায় তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল সে অঙ্গীকার পত্রটি উপস্থাপন কর। তারা অঙ্গীকার পত্রটি উপস্থাপন করল এবং তা আল-ওয়ালীদের সম্মুখে পাঠ করা হলো। দেখা গেল তোমা গির্জাটি যা নদীর ধারে তোমা দরযার বাইরে ছিল তাও পূর্বেকার অঙ্গীকারনামায় শামিল ছিল না। আর এটা মারীহানা গির্জা হতে অনেক বড় বলে পরিচিত। আল-ওয়ালীদ তখন বললেন, আমি এটাকে ধ্বংস করে দেব। এটাকে মসজিদে পরিণত করব। কিন্তু তারা বলল, আমীরুল মু'মিনীন যেন যেসব গির্জার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো আমাদেরকে ছেড়ে দেন, তাতে আমরা খুশী থাকব এবং সন্তুষ্ট চিত্তে গির্জার বাকী অংশ ছেড়ে দেব। খলীফা তাদেরকে উপরোক্ত গির্জাগুলোর কর্তৃত্ব দান করেন এবং তাদের থেকে এ গির্জার বাকী অংশ গ্রহণ করেন। উপরোক্ত তথ্যটি একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়।

আবার এরূপও কথিত আছে যে, আল-ওয়ালীদ যখন এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং খৃষ্টানদের কাছে যা প্রস্তাব করার তা প্রস্তাব করলেন, খৃষ্টানরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। তখন খলীফার কাছে কোন এক ব্যক্তি প্রবেশ করলেন এবং তাকে পরামর্শ দিলেন যেন পূর্ব দিকের দরযা ও আল-জাবিয়া দরযা দিয়ে পরিমাপ শুরু করা হয়। তাহলে তারা দেখতে পাবে যে, গির্জাটি তলোয়ারের মাধ্যমে বিজিত অংশের মধ্যে পতিত হয়। তারপর তারা পূর্ব দিকের দরযা এবং জাবিয়া দরযা দিয়ে পরিমাপ শুরু করে। তখন তারা আর-রায়হান বাজারের প্রায় পাশেই গির্জার অর্ধেক দেখতে পেল। আর গির্জাটি পুরোপুরি তলোয়ারের মাধ্যমে বিজিত অংশে পতিত হলো। তখন খলীফা গির্জাটি নিয়ে নিলেন। আল-ওয়ালীদের আযাদকৃত গোলাম মুগীরা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একদিন আমি আল-ওয়ালীদের দরবারে প্রবেশ করলাম। তাকে খুব চিন্তিত দেখতে পেলাম। তখন আমি তাকে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি চিন্তিত কেন ? তিনি বললেন, মুসলমানগণ সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে তাই মসজিদ তাদেরকে নিয়ে সংকীর্ণরূপ ধারণ করেছে। কাজেই খৃষ্টানদেরকে উপস্থিত করলাম এবং গির্জার বাকী অংশ মসজিদের সাথে শামিল করার জন্যে তাদেরকে অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করলাম যাতে মুসলমানদের জন্যে মসজিদটি সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু, তারা

অস্বীকার করে। মুগীরা বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার কাছে একটি পদ্ধতি আছে, যা দ্বারা আপনার চিন্তা দূরীভূত হবে। খলীফাহ্ বললেন ঃ সেটা কী ? মুগীরা বললেন, যখন সাহাবায়ে কিরাম দামেশক দখল করেন, তখন খালিদ ইব্ন আল-ওয়ালীদ পূর্ব দরযা দিয়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে প্রবেশ করেন। শহরবাসীরা যখন এ কথা শুনল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হযরত আবূ উবায়দাহ্ (রা)-এর কাছে গমন করল এবং তার কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করল। তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দিলেন। তারা তার জন্যে জায়য়ার দরযা খুলে দিল। হযরত আবূ উবায়দাহ্ (রা) ঐ দরযা দিয়ে সন্ধির মাধ্যমে শহরে প্রবেশ করেন। এখন আমরা তাদেরকে প্রদর্শন করব, যে জায়গায় তলোয়ার পৌঁছবে সেটা আমরা নিয়ে নিব। আর যা সন্ধির মাধ্যমে হয়েছে তা আমরা তাদের হাতে ছেড়ে দেব। আমি আশা করি যে, গির্জার সবটুকুই তলোয়ারের মাধ্যমে দখলকৃত জায়গার মধ্যে প্রবেশ করবে। আল-ওয়ালীদ তখন বললেন, আমাকে তুমি চিন্তামুক্ত করেছ, এখন তুমি নিজেই এটারও একটা ব্যবস্থা কর। মুগীরাহ তখন এটার একটা সুব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিলেন। তিনি তখন পূর্ব দরযা থেকে শুরু করে জাবিয়া দরযা পর্যন্ত রায়হান বাজারের দিকে পরিমাপ করলেন। তখন দেখা গেল তলোয়ারের মাধ্যমে বিজিত জায়গাটি প্রায় ৪ গজ বড় পুল অতিক্রম করে গিয়েছে। আর গির্জাটি মসজিদের এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আল-ওয়ালীদ খৃস্টানদের কাছে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, গির্জার সমস্তটাই তলোয়ারের মাধ্যমে বিজিত জায়গার মধ্যে প্রবেশ করেছে, তাই এটা আমাদের জায়গা, তোমাদের নয়। খৃস্টানরা বলতে লাগল আপনি প্রথমত আমাদেরকে প্রচুর সম্পদ এবং বিভিন্ন ভূ-খণ্ড (গির্জা) প্রদান করার প্রস্তাব করেছিলেন আর আমরাও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলাম। এখন এটা আমীরুল মু'মিনীনের দয়া। যদি আমাদের সাথে তিনি সন্ধি করেন এবং এ চারটি গির্জা আমাদের দখলে দিয়ে রাখেন আমরা তার জন্য গির্জার বাকী অংশটুকু সন্তুষ্ট চিত্তে ছেড়ে দিব। আল-ওয়ালীদও এ চারটি গির্জা তাদের দখলে ছেড়ে দেওয়ার শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করেন।

কেউ কেউ বলেন ঃ আল- ওয়ালীদ তাদেরকে মসজিদে রূপান্তরিত গির্জার পরিবর্তে বাবুল ফারাদীসের নিকটে ও হাম্মামুল কাসিমের পাশে একটি গির্জা প্রদান করেন, যাকে তারা মারীহানা নামে অভিহিত করেন। তারা ঐ গির্জার শাহিদটি (বড় মূর্তি) গ্রহণ করল এবং মসজিদে রূপান্তরিত গির্জাটির পরিবর্তে তারা যে গির্জাটি নিল তার মধ্যে শাহিদটি রেখে দিল। তারপর আল-ওয়ালীদ স্থাপনা ধ্বংস করার যন্ত্রপাতি হাযির করার হুকুম দিলেন। আমীর ও সরদারগণ তার কাছে একত্রিত হলো, যাতে ধ্বংসকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। খৃস্টানদের পাদরীরাও তাঁর কাছে আগমন করল এবং তারা বলতে লাগল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা আমাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ পেয়েছি, যে ব্যক্তি এ গির্জার ধ্বংস করবে সে পাগল হয়ে যাবে। আল-ওয়ালীদ তখন বললেন, আমি মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাগল হওয়াটাকে পসন্দ করি। আল্লাহ্‌র শপথ, আমার পূর্বে আর কেউ এটার কিছু ভাঙ্গতে পারবে না। তারপর তিনি পূর্ব দিকের মিনারায় উঠলেন যার মধ্যে ছিল বিভিন্ন স্তম্ভ। আর এ স্তম্ভগুলো ঘড়ি হিসেবে পরিচিত ছিল। সেখানে ছিল একটা ইবাদতখানা। সেখানে থাকতেন তাদের একজন পাদরী। আল-ওয়ালীদ তাকে সেখান থেকে অবতরণের হুকুম দিলেন কিন্তু পাদরী তা অগ্রাহ্য করলেন। তখন আল- ওয়ালীদ পাদরীর গর্দান ধরে ধাক্কাতে ধাক্কাতে তাকে নীচে নিয়ে আসলেন। তারপর আল-ওয়ালীদ গির্জার সবচেয়ে উঁচু জায়গায় আরোহণ করলেন যা সবচেয়ে বড়

বেদীরও উপরে। এটাকে তারা বলত শাহিদ। প্রকৃতপক্ষে শাহিদ ছিল গির্জার সবচেয়ে উপরে একটি বড় মূর্তি। পাদরীরা আল-ওয়ালীদকে বলল, শাহিদ থেকে যেন সতর্কতা অবলম্বন করে এবং শাহিদ থেকে যেন দূরে থাকে। আল-ওয়ালীদ বললেন, "আমি প্রথমেই শাহিদের মাথায় কুড়াল ঠেকাব। এ কথা বলে তিনি আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন এবং এটাকে সজোরে আঘাত করলেন ও এটাকে ধ্বংস করে দিলেন। আল ওয়ালীদের গায়ে ছিল একটি হালকা হলুদ রংয়ের জামা। তিনি জামার ঝুলকে কোমরে পেঁচিয়ে ছিলেন। তারপর তিনি তার হাতে একটি কুড়াল নিলেন এবং এটা দিয়ে পাথরের উপরিভাগে সজোরে আঘাত করলেন ও তা নীচে ফেলে দিলেন। আমীরগণ তা ধ্বংস করার জন্যে এগিয়ে আসলেন। মুসলমানেরা তিন বার তাকবীরধ্বনি দিলেন। জীরুন নামক রাস্তায় খৃষ্টানরা দাঁড়িয়ে সজোরে বিলাপ করতে লাগল। তারা সেখানে সমবেত হয়েছিল। আল-ওয়ালীদ পুলিশ সুপার আবূ নাইল রায়য়াহ আল-গাস্সানীকে হুকুম দিলেন যেন তাদেরকে লাঠিপেটা করে সেখান থেকে ছত্রভঙ্গ করা হয়। তিনি তা করলেন। খৃষ্টানদের এ উপসনালয়ের উন্নতিকল্পে বেদী, নতুন স্থাপত্য শিল্প, স্তরেস্তরে বানানো দর্শকদের গ্যালারী ইত্যাদির ন্যায় নির্মিত সাজসরঞ্জামকে আল-ওয়ালীদ এবং তার সাথী আমীরগণ ধ্বংস করে দেন। তাতে ঐ জায়গাটি সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। তারপর আল-ওয়ালীদ চমৎকার ও বিস্ময়কর রূপরেখার ভিত্তিতে অভিনব চিন্তাধারার মাধ্যমে মসজিদের নির্মাণ কার্য শুরু করলেন। পূর্বে এধরনের কারুকার্যময় নির্মাণকার্য আর প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই।

এ মসজিদ নির্মাণের কার্যে আল-ওয়ালীদ বহু কারিগর, প্রকৌশলী ও কর্মচারীদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন। আর এ কাজের সঠিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন খলীফার ভাই যুবরাজ সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক। কথিত আছে যে, আল-ওয়ালীদ রোমের সম্রাটের কাছে মার্বেল ও অন্যান্য পাথরের বিজ্ঞ কারিগর চেয়ে পত্র লিখেন, যাতে তিনি তার ইচ্ছে অনুযায়ী মসজিদটি তৈরী করার ক্ষেত্রে সক্রিয় সাহায্য করেন। আর তাকে সতর্ক করে দেন যদি তিনি তা না করেন তাহলে তাদের দেশে সৈন্য প্রেরণ করে মুসলমানেরা যুদ্ধ করবেন এবং তার দেশের প্রতিটি গির্জাকে ধ্বংস করে দিবেন। আর কুদসের গির্জাটিকেও ধ্বংস করবেন। যার নাম ছিল কুমামাহ। তিনি আররুহা গির্জার অনুরূপ রোমের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিবেন। কাজেই রোমের সম্রাট তার কাছে প্রায় দুইশত কারিগর প্রেরণ করলেন এবং তার কাছে পত্র লিখে বললেন, আপনি যা করেছেন তা যদি আপনার পিতা বুঝে থাকেন এবং না করে থাকেন, তাহলে এটা হবে আপনার জন্যে লজ্জাকর ব্যাপার। আর যদি তিনি না বুঝে থাকেন এবং আপনি যদি বুঝে থাকেন, তাহলে এটাও হবে তার জন্য লজ্জাকর ব্যাপার। যখন আল-ওয়ালীদের কাছে এ পত্রটি পৌঁছে তখন তিনি এটার জবাব দেওয়ার মনস্থ করেন। আর লোকজনও এটার জন্যে তাঁর কাছে সমবেত হন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কবি ফারাযদাক। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি তার জওয়াব মহান আল্লাহ্র কিতাব থেকে প্রদান করতে পারি। আল-ওয়ালীদ বললেন, ঐটা কী ? হতভাগা! ফারাযদাক বললেন, সূরায়ে আম্বিয়ার ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا অর্থাৎ এবং সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। হযরত সুলায়মান (আ) ছিলেন হযরত দাঊদ (আ)-এর ছেলে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যা বুঝিয়েছিলেন তার পিতাকে তা বুঝাননি। আল-ওয়ালীদ এ যুক্তি পছন্দ করলেন এবং রোমের সম্রাটের কাছে এটা দিয়ে উত্তর প্রদান করলেন। এ সম্পর্কে ফারাযদাক বলেন ঃ "খৃষ্টান ও মুসলিম ইবাদতগুযারদের মধ্যে আমি পার্থক্য লক্ষ্য করছি। খৃষ্টানরা তাদের গির্জার

মধ্যে অবস্থান করছে আর মুসলিম ইবাদতগুযাররা নিশির শেষভাগে এবং যখন উঁচু আকাশে পালকের মত নরম হাল্কা মেঘ বিরাজ করে, তখন তারা ইবাদতে মগ্ন থাকে। তারা সকলেই যখন সালাত আদায় করে তাদের চেহারা থাকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে। তাদের কেউ আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্যে সিজদায় রত থাকে। আবার কেউ কেউ মূর্তির সামনে অবনত মস্তকে রত থাকে। পূজার ঘণ্টা যা শূলবিদ্ধে বিশ্বাসিগণ বাজায় তা বিনিদ্রিত কারীদের কিরাআতের সাথে কী একত্রিত হতে পারে ? আমি বুঝে নিয়েছি তাদের থেকে তার হস্তান্তর যেমন করে বুঝে নিয়েছেন হযরত দাউদ (আঁ) ও হযরত সুলায়মান (আ)। যখন তারা বিচার করছিলেন শস্যক্ষেত্র এবং মেষ সম্পর্কে অভিযোগকারীদের জন্য, যখন বিনাশ করেছিল ও ঝগড়া হয়েছিল এবং কাঁচি দ্বারা পশম কর্তন করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ্ আপনাকে তাদের মসজিদ সম্পর্কে বায়আত গ্রহণ ও হস্তান্তর সম্পর্কে জ্ঞান দান করুন। কেননা, মসজিদে পবিত্র কালাম বা কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। আমরা এমন কোন পিতাকে আমাদের খলীফার চেয়ে উত্তম সন্তান এবং উত্তম হুকুমদাতা হিসেবে জানি না, যাকে পৃথিবী বহন করছে।"

আল-হাফিয আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম দাহীমুদ দামেশ্কী বলেন, "আল-ওয়ালীদ মসজিদের ভিতরের দেওয়াল নির্মাণ করেন এবং দেওয়ালের উচ্চতা বৃদ্ধি করেন।" আল হাসান ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-খাশানী বলেন, "হযরত হূদ (আ) দামেশকের মসজিদের সামনের দেওয়াল তৈরী করেছিলেন।

অন্যরা বলেন, যখন আল-ওয়ালীদ ঘরের সামনের অংশের ছাদের মধ্যখানের গম্বুজ তৈরী করতে ইচ্ছা করলেন, আর এটা ছিল কুব্বাতুন নাসরি অর্থাৎ শকুনের গম্বুজ। এটাও তার অন্য নাম। আর মনে হয় তারা এ গম্বুজটিকে অবয়বের দিক দিয়ে শকুনের সাথে তুলনা করেছিলেন। কেননা, ঘরের সামনে ঝুলানো পর্দা ঘরের ডানে ও বামে শকুনের পাখার মত মনে হয়।

গম্বুজের স্তম্ভগুলো নির্মাণের জন্য মাটি খনন করা হলো এবং খননকারী মাটির নীচে পানি পর্যন্ত পৌঁছল। তারা মিঠা ও পরিষ্কার পানি পান করল। তারপর তারা এ পানিতে আঙ্গুর গাছের লতাপাতা নিক্ষেপ করল এবং পাথর দ্বারা তার উপর নির্মাণ কাজ শুরু করল। যখন স্তম্ভগুলো উপরের দিকে উঠানো হলো ও বৃদ্ধি করা হলো, এগুলোর উপর গম্বুজ তৈরী করা হলো। কিন্তু স্তম্ভ ও গম্বুজ নীচে ধসে পড়ে গেল। তখন আল ওয়ালীদ একজন প্রকৌশলীকে বললেন, আমি চাই তুমি যেন আমার জন্যে এ গম্বুজটি তৈরী কর। প্রকৌশলী বললেন, আমি আপনার জন্যে গম্বুজটি তৈরী করতে পারি, তবে শর্ত হলো আপনি আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবেন যে, আমি ব্যতীত অন্য কেউ এটা নির্মাণ করবেন না। তিনি শপথ করে এ কথা বললেন। প্রকৌশলী তখন আবার স্তম্ভগুলো তৈরী করলেন। তারপর এগুলোকে চাটাই দ্বারা ঢেকে দিলেন। এক বছরের জন্য তিনি অন্যত্র চলে গেলেন। আল-ওয়ালীদও জানতে পারলেন না তিনি কোথায় গিয়েছেন। এক বছর পর তিনি উপস্থিত হলেন। তখন আল-ওয়ালীদ তাকে কাছে ডাকলেন। তার সাথে ছিল বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তারপর প্রকৌশলী চাটাই উপরে উঠিয়ে দেখেন স্তম্ভগুলো নীচের দিকে চলে গেছে এবং জায়গাটি সমতল ভূমিতে পরিণত হয়ে রয়েছে। প্রকৌশলী আল-ওয়ালীদকে বললেন, এ জন্যই আমি এক বছর পর এসেছি। তারপর তিনি এগুলোকে আবার নির্মাণ করেন।

কোন কোন ইতিহাসবিদ বলেন, আল-ওয়ালীদ খাটি স্বর্ণদ্বারা গম্বুজের চূড়া নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। যাতে এর দ্বারা এ নির্মাণ কাজের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রাজমিস্ত্রী বলল, আপনি তা করতে পারবেন না। এ কথার জন্যে আল-ওয়ালীদ তাকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করলেন এবং তাকে বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য! আমি এটা করতে পারব না ? তুমি কি মনে করছ আমি এ কাজে অক্ষম ? যমীনের কর ও বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ আমার কাছে জমা হচ্ছে না ? সে বলল, হ্যাঁ, আমি ব্যাপারটি আপনার কাছে খুলে বলব। আল-ওয়ালীদ বললেন, তাহলে এটা সম্পর্কে আমাকে তুমি বিস্তারিত বলো। রাজমিস্ত্রী বলল, আপনি প্রথমত একটি স্বর্ণের ইট তৈরী করুন। তারপর পরিমাপ করুন আপনার এ গম্বুজ তৈরী করতে কত স্বর্ণের প্রয়োজন হবে। আল-ওয়ালীদ স্বর্ণ হাযির করার জন্যে আদেশ দিলেন। দেখা গেল এক ইট তৈরী করতে হাজার হাজার মুদ্রার স্বর্ণ ব্যয় হয়ে গেল। রাজমিস্ত্রী বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ একটি ইটের ন্যায় হাজার হাজার ইটের প্রয়োজন। যদি আপনার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ থাকে তাহলে আমরা কাজ শুরু করে দিতে পারি। রাজমিস্ত্রীর কথা যখন সঠিক পাওয়া গেল, তখন আল-ওয়ালীদ তাকে পঞ্চাশ দীনার পুরস্কার দিলেন। আর বললেন, তুমি যা বলছ আমি এ ব্যাপারে অপারগ নই তবে এতে অপব্যয় হবে এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সম্পদ বিনষ্ট হবে। আমরা যা ইচ্ছে করেছি তা না করে এ সম্পদ মহান আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করলে এবং দুর্বল মু'মিন মুসলমানদের প্রতিরক্ষায় খরচ করলে এটা হবে উত্তম। তারপর রাজমিস্ত্রীর অভিমত অনুযায়ী আল-ওয়ালীদ কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আল-ওয়ালীদ যখন জামি' মসজিদের ছাদ করতে লাগলেন, তখন ছাদটিকে চাঁদওয়ারী (ঢালু ছাদের নীচে বাইরের দেওয়ালের ত্রিকোণাকার অংশ) করেন। দেওয়ালের ভিতরের দিকটাকে স্বর্ণ দিয়ে সিঁড়ির আকারে কারুকার্যময় করেন। তার পরিবারের একজন তাকে বলল, আপনার পরে আপনি লোকজনকে তাদের প্রতিবছর মসজিদের ছাদের ইট পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রচুর ইটের ব্যাপারে ব্যাপক খরচ করার জন্যে বাধ্য করবেন। ফলে মসজিদ নির্মাণকালে মাটির দর বেড়ে যাবে এবং কারিগরের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে যাবে। তখন আল-ওয়ালীদ আদেশ দিলেন যে, তার দেশের যেখানে সীসা পাওয়া যায় তা যেন এক জায়গায় জমা করা হয় এবং ইটের পরিবর্তে যেন সীসা ব্যবহার করা হয়। আর তাতে ছাদও হালকা হবে। সিরিয়া ও অন্যান্য প্রদেশ হতে সীসা একত্রিত করা শুরু হলো। সারাদেশে সীসা হ্রাস পেয়ে গেল। তবে এক মহিলার কাছে প্রচুর সীসা পাওয়া গেল। রাজ-কর্মচারীরা তার সাথে সীসা খরিদের ব্যাপারে দর-কষাকষি করল। মহিলা বলল, আমি রৌপ্যের বিনিময় ব্যতীত সীসা বিক্রি করব না। রাজ-কর্মচারীগণ আল-ওয়ালীদকে পত্র লিখে জানালেন। তিনি বললেন, রৌপ্যের বিনিময়ে হলেও তার থেকে সীসা ক্রয় কর। যখন তারা তার কাছে এরূপ খরচ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। মহিলাটি বলল, আমার কাছ থেকে তোমরা যা কিনে নিতে চাচ্ছ তা আমি মহান আল্লাহ্র জন্যে সাদাকা করে দিলাম, যা এ মসজিদের ছাদে লাগানো হবে। তারা তখন ছাদে ব্যবহৃত পাতের উপর লিল্লাহ্ শব্দটি লিখে দিলেন। কথিত আছে যে, এ মহিলাটি ছিলেন একজন ইয়াহূদী মহিলা। তার থেকে যে পাতগুলো নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে লিখা হলো, এটা ইয়াহূদী মহিলার দেওয়া।

মুহাম্মদ ইব্ন আয়িয বলেন, আমার উস্তাদদেরকে বলতে শুনেছি তারা বলেন, দামেশ্ক মসজিদের নির্মাণকার্য আমানত আদায়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। জাতীয় কোন ব্যক্তি কিংবা কারিগরের কাছে কোন পয়সা এমনকি লোহার পেরেকের মাথা অতিরিক্ত মনে হতো তা নিয়ে এসে সরকারী তহবিলে রাখা হতো ও তা মসজিদের জন্যে খরচ করা হতো। দামেশকের

একজন উস্তাদ বলেন, জামি' মসজিদ তৈরীর কালে বিলকীস রাণীর ছাদ হতে সংগৃহীত দুটো শ্বেত পাথর লাগানো হয়েছিল। আর বাকী সবগুলো ছিল মর্মর পাথর। কেউ কেউ বলেন, আল-ওয়ালীদ হারব ইব্ন খালিদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মুআবিয়া হতে এক হাজার পাঁচ শত দীনারে যে দুটো সবুজ স্তম্ভ খরিদ করেন তা মসজিদের শকুন মার্কার নীচে লাগানো হয়েছে।

আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম হতে আল্লামা দাহীম বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মারওয়ান ইব্ন জিনাহ তার পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দামেশকের মসজিদে বার হাজার শ্বেত পাথর লাগানো হয়েছিল। দাহীম হতে আবূ কুসাই বর্ণনা করেন। তিনি আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম হতে আর তিনি আমর ইব্ন মুহাজির আল-আনসারী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ইতিহাসবিদগণ বলেছেন, তারা ধারণা করেছেন মসজিদের সামনের দেওয়ালে কারুকার্যের জন্যে আল-ওয়ালীদ যা করেছেন তার পরিমাণ হলো সত্তর হাজার দীনার।

আবূ কুসাই বলেন, দামেশকের মসজিদে চারশত সিন্দুক স্বর্ণ ব্যয় করা হয়েছে। তার প্রতিটি সিন্দুকে ছিল চৌদ্দ হাজার দীনার। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রতি সিন্দুকে ছিল আটাশ হাজার দীনার। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, প্রথম বর্ণনা মুতাবিক মসজিদ নির্মাণে মোট ব্যয় দাঁড়ায় ছাপ্পান্ন লক্ষ দীনার। আর দ্বিতীয় বর্ণনা মুতাবিক মসজিদ নির্মাণে মোট ব্যয় দাঁড়ায় এক কোটি বার লক্ষ দীনার। কেউ কেউ বলেন, মসজিদ নির্মাণের মোট ব্যয় এর চেয়ে অনেক অনেক বেশী। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আবূ কুসাই বলেন, একদিন আল-ওয়ালীদের দেহরক্ষী আল-ওয়ালীদের কাছে প্রবেশ করল ও বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! জনগণ বলাবলি করছে যে, আমীরুল মু'মিনীন বায়তুল মালের রাশি রাশি সম্পদ অন্যায়ভাবে খরচ করছে। তখন জনগণের মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হলো اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ অর্থাৎ এখনি সালাত কায়েম হবে। নির্ধারিত নিয়ম মুতাবিক জনগণ জড় হলেন। আল-ওয়ালীদ মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন, আমার কাছে তোমাদের থেকে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমরা বলছ আল-ওয়ালীদ বায়তুল মালের রাশি রাশি সম্পদ অন্যায়ভাবে খরচ করছে। তারপর আল-ওয়ালীদ বললেন, হে আমর ইব্ন মুহাজির! তুমি উঠ এবং বায়তুল মালের সম্পদ জনগণের সম্মুখে হাযির কর। সমুদয় সম্পদ খচ্চরের পিঠে বহন করে জামি' মসজিদে আনা হলো। তারপর কুব্বাতুন নাসরি-এর নীচে দস্তরখান বিছানো হলো। তার মধ্যে রক্তের ন্যায় টকটকে লাল স্বর্ণ ও খাঁটি রৌপ্য ঢালা হলো। একটি টিলায় পরিণত হলো। এই স্তূপের এক পাশে কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে অপর পাশের কোন ব্যক্তিকে দেখতে পেল না। এতো প্রচুর সম্পদ। তারপর যান্ত্রিক দাঁড়িপাল্লা আনা হলো। সম্পদ ওযন করা হলো। আন্দায করা হলো জনগণের জন্যে আগামী তিন বছরের খাদ্য সম্ভার ও ভরণ-পোষণ সামগ্রী মওজুদ রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় জনগণের আগামী ষোল বছরের ভরণ-পোষণের সামগ্রী রয়েছে, যদি জনগণের প্রতি কোন প্রকার অঘটন না ঘটে। আল-ওয়ালীদ তখন জনগণকে সম্বোধন করে বললেন। আল্লাহ্র শপথ, এ মসজিদ তৈরী করতে আমি বায়তুল মাল হতে একটি দিরহামও খরচ করি নাই। মসজিদ নির্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার আমার নিজস্ব সম্পদ থেকে বহন করা হয়েছে। তারপর লোকজন খুশী হলেন। তারা তাকবীরধ্বনি দিলেন। এ জন্য তারা মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। খলীফার জন্যে তারা দু'আ করলেন এবং কৃতজ্ঞ ও দু'আগুযার হিসেবে তারা প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর আল-ওয়ালীদ তাদেরকে বললেন, হে দামেশকের বাসিন্দাগণ! আল্লাহ্র শপথ! এ মসজিদ তৈরীতে আমি বায়তুল মাল হতে একটি দিরহামও

ব্যয় করি নাই। সব খরচ আমার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে করেছি। তোমাদের কোন সম্পদ আমি হ্রাস করিনি। তারপর আল-ওয়ালীদ বললেন, হে দামেশকের বাসিন্দাগণ! তোমরা তোমাদের চারটি বস্তু নিয়ে অন্য দেশের জনগণের উপর নিজেদের মান-মর্যাদা প্রকাশ ও গর্ব করে থাক। তা হলো, তোমাদের অঞ্চলের হাওয়া, পানি, ফল-ফলাদি ও কবুতর। আর এ চারটির সাথে একটি পঞ্চম যোগ করতে আমি চাই। আর তা হলো জামি' মসজিদ। কেউ কেউ বলেন, দামেশকের মসজিদের কিবলার দিকে তিনটি খাঁটি সোনালী রং-এর কাষ্ঠফলক ছিল। প্রত্যেকটি ফলকের মধ্যে কুরআনের আয়াত ও অন্যান্য লিখা বিদ্যমান ছিল। সেগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ رَبُّنَا اللّٰهُ وَحْدَهُ وَدِيْنُنَا الاِسْلاَمُ وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِبُنْيَانِ هٰذَا الْمَسْجِدِ وَهَدْمَ الْكَنِيْسَةِ الَّتِىْ كَانَتْ فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلْوَلِيْدُ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَ ثَمَانِيْنَ ـ

অর্থাৎ পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে ঃ আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরজীবী, চিরস্থায়ী। তাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তার কোন অংশীদার নেই। তাকে ব্যতীত অন্য কারোর আমরা ইবাদত করি না। আমাদের প্রতিপালক এক আল্লাহ্। আমাদের দ্বীন ইসলাম। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)। এ মসজিদ নির্মাণ এবং যে গির্জায় এ মসজিদটি ছিল এটাকে ৮৬ হিজরীর যুল-কাদাহ মাসে ধ্বংস করার জন্যে যিনি আদেশ দিয়েছেন তিনি হলেন আল্লাহ্র বান্দা, মু'মিনগণের আমীর আল-ওয়ালীদ।

এসব কাঠের ফলকের ৪নং ফলকে লিখা ছিল ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ ـ ثُمَّ النَّازِعَاتُ ثُمَّ عَبَسَ ثُمَّ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ـ

অর্থাৎ প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই প্রাপ্য, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, কর্মফল দিবসের মালিক। আমরা শুধু তোমারই ইবাদত্ করি। শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ। যারা ক্রোধে নিপতিত নয়, পথভ্রষ্টও নয়। তারপর সূরায়ে আন-নাযিআত, তারপর সূরায়ে আবাসা ও সূরায়ে ইযাশ্-শামসু কুব্বিরাত লিখা ছিল।

ইতিহাসবিদগণ বলেন, খলীফা মামূন যখন দামেশকে আগমন করেন, তখন এসব লিখা মুছে ফেলা হয়। ইতিহাসবিদগণ আরো উল্লেখ করেন, মসজিদের মেঝেটা ছিল সম্পূর্ণরূপে রৌপ্য দ্বারা মুড়ানো আর দেওয়ালে এক পুরুষ পর্যন্ত ছিল শ্বেত পাথর। শ্বেত পাথরের উপরে ছিল সোনালী বড় বড় আঙ্গুর লতাপাতা, এ লতা-পাতার উপরে ছিল সোনালী, সবুজ, লাল, নীল ও সাদা রংয়ের মণি পাথর। এগুলোর মাধ্যমে তারা দেশের বড় বড় শহরগুলোর চিত্রাংকন

করেছে। মিহরাবের উপরে ছিল কা'বার চিত্র। আর ডানে-বামে ছিল সকল প্রদেশের চিত্র। দেশের যেসব অঞ্চল সুন্দর সুন্দর ফলে-ফুলে সৌরভিত ছিল এগুলোর নকশাও দেখতে পাওয়া যায়। মসজিদের ছাদ ছিল সিঁড়ির ধাপের ন্যায় স্বর্ণ দ্বারা কারুকার্য খচিত। ছাদের সাথে যে শিকলগুলো ঝুলানো ছিল সেগুলো ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরী। বাতির আলো ছিল বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীগণের মিহরাবে ছিল পাথরের এবং স্ফটিকের পাত্র। কেউ কেউ বলেন, এগুলো ছিল মূল্যবান রত্ন পাথর। আর এগুলো ছিল মুক্তা। এগুলোকে আল-কালীলাহ বলা হতো। যখন বাতি নিভানো হতো তখন এগুলো যেখানে ছিল সর্বত্র আপন আলোকে ঝলমল করে উঠত। যখন আমীন ইব্‌ন রশীদ খলীফার যামানা শুরু হয় আর তিনি স্ফটিক, কেউ কেউ বলেন, মুক্তা বেশী পসন্দ করতেন বিধায় দামেশকের পুলিশ সুপার সুলায়মানের কাছে তার নিকট এগুলো প্রেরণ করার জন্যে লোক পাঠান। পুলিশ সুপার মানুষের ভয়ে এগুলোকে চুপে চুপে খলীফার কাছে প্রেরণ করেন। এরপর যখন আল-মামূন খলীফা হন, তখন আমীনের উপর দোষ চাপানোর জন্যে তিনি এগুলোকে দামেশকে ফেরত পাঠান। ইব্‌নুল আসাকির বলেন, এরপর এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এগুলোর পরিবর্তে কাঁচের পাত্র স্থান পায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এসব পাত্র দেখেছি। এরপর এগুলো ভেঙ্গে যায়। পরে এগুলোর পরিবর্তে আর কিছু তৈরী করা হয়নি।

ইতিহাসবিদগণ বলেন, মসজিদ প্রাঙ্গণের ভিতরের দরযাগুলোতে কোন রকম তালার ব্যবস্থা ছিল না; বরং এ দরযাগুলোর উপরে পর্দা লটকিয়ে রাখা হতো। অনুরূপভাবে সবগুলো দেওয়ালে বড় বড় লতার সীমা পর্যন্ত পর্দা ব্যবহার করা হতো। আর এগুলোর উপরেই আংটির সোনালী পাথরের ন্যায় শোভা পেত। স্তম্ভের মাথাগুলো খাঁটি স্বর্ণ দ্বারা কারুকার্য খচিত ছিল। এগুলোর চতুর্দিক দিয়ে সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। আল-ওয়ালীদ উত্তর দিকের মিনারটি নির্মাণ করেছিলেন যার নাম ছিল মাযিনাতুল আরুস। তবে পূর্বদিকের এবং পশ্চিম দিকের মিনারা দুটো বহু পূর্ব থেকেই শোভা পেতে ছিল। এ উপাসনালয়ের প্রতিটি কোণায় ছিল খুব উঁচু ইবাদতখানা। গ্রীকরা এগুলোকে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে তৈরী করেছিল। তারপর উত্তর দিকের দুটো ধসে পড়ে যায় এবং সামনের দিকের দুটো আজ পর্যন্ত বিরাজ করছে। সাতশত চল্লিশ হিজরীর পর পূর্ব দিকের মিনারের কিছু অংশ পুড়ে যায়। তারপর এটাকে ভেঙ্গে খৃষ্টানদের সম্পদ হতে তা পুনঃ নির্মাণ করা হয়। কেননা, তারাই এটাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। তারপর মিনারটি সুন্দর অবস্থায় বিরাজ করছে। এটার রং সাদা। দাজ্জাল বের হবার পর শেষ যামানায় এটার সিঁড়ি দিয়েই মারইয়াম তনয় হযরত ঈসা (আ) এ পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। এ সম্পর্কে আন-নাওয়াস ইব্‌ন সাময়ান হতে মুসলিম শরীফে একটি বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, তারপর এ মিনারটির উপরিভাগ পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং পুনঃ নির্মাণ করা হয়। আর এটার উপরিভাগ ছিল কাঠের তৈরী। ৭৭০ হিজরীর শেষ ভাগে মিনারটির সম্পূর্ণ অংশ পাথর দ্বারা তৈরী করা হয়। এখনও এটার সম্পূর্ণটা পাথর দ্বারাই তৈরী।

বস্তুতঃ যখন উমায়্যাদের দ্বারা নির্মিত জামি' মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়, তখন এ মসজিদ হতে অধিক সুন্দর এ পৃথিবীতে কোন নির্মাণ কাজই ছিল না। তার থেকে অধিক মনোমুগ্ধকর এবং সুদৃশ্য অন্য কোন নির্মাণ কাজই পৃথিবীতে ছিল না। যখন কোন পরিদর্শক তা পরিদর্শন করতেন, তখন তিনি মসজিদের দিকে, আশপাশের এলাকা ও সারা ভূখণ্ড যেটুকু

জুড়ে মসজিদটি অবস্থিত, দেখে অবাক হয়ে যেতেন। কেননা, এটা এতই সুদৃশ্য, চমৎকার ও বিস্ময়কর ছিল যা কল্পনারও বাইরে। পরিদর্শক কখনও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন না; বরং যখনই তিনি গভীরভাবে নযর করতেন, তখনই এটার মধ্যে এমন এমন সৌন্দর্য দেখতে পেতেন যা অন্য কোন নির্মাণের মধ্যে পাওয়া যায় না। গ্রীকদের যামানা হতেই মসজিদ এলাকায় এমন এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেছে যা জাদুকরদের ভেল্কিবাযীকেও হার মানায়। এ এলাকায় কোন পোকা মাকড় ঢুকতে সাহস করতনা এমনকি কোন সাপ, বিচ্ছু, মাকড়সা, টিকটিকি ইত্যাদি কোন কিছুই প্রবেশ করত না। এমনকি চড়ুই পাখী কিংবা বাবুই পাখীও সেখানে বাসা বাঁধবার জন্যে যেত না কিংবা অন্য কোন পশুপক্ষীও যেগুলো মানুষকে কষ্ট দেয়, সেখানে বাস করার জন্য গমন করত না। অধিকাংশ বিস্ময়কর ঘটনা কিংবা সব বিস্ময়কর ঘটনার মূলে ছিল এ উপাসনালয়ের ছাদকে কেন্দ্র করে। এটাও সপ্ত আশ্চর্যের অন্তর্ভুক্ত। ফাতিমীয়দের যুগে ৪৬১ হিজরীতে শা'বান মাসের ১৫ তারিখ আসরের পর ছাদসহ এ মসজিদটিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয় যা পরে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। দামেস্কে গ্রীক কর্তৃক নির্মিত বিস্ময়কর ও বিষয়াদির মধ্যে এখনও কিছু কিছু বাকী রয়েছে। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

এ সব বিস্ময়কর বস্তুর মধ্যে যেমন এমন একটি স্তম্ভ যা উম্মে হাকীম পুলের কাছে গমের বাজারে অবস্থিত। তার মাথায় ফুটবলের মত কিছু জিনিস রাখা হয়েছে। এ জায়গাটি আজকাল আলাবীয়ীন বলে পরিচিত। দামেশকবাসীরা উল্লেখ করেন যে, জন্তু-জানোয়ারের প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে তার চিকিৎসার জন্য গ্রীকরা এ স্তম্ভটি তৈরী করেছিলেন। যখন তারা কোন জানোয়ারকে এ স্তম্ভটির চতুর্দিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করাতেন, তখন ঐ জানোয়ারের অন্তস্তল খুলে যেত এবং এটা প্রস্রাব করত। আর এ ঘটনা গ্রীকদের আমল থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

আল্লামা ইব্ন তায়মিয়া (র) এ স্তম্ভ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেন, এ স্তম্ভের নীচে একজন আধিপত্য বিস্তারকারী যালিম ও কাফিরকে দাফন করা হয়েছে। তাকে সেখানে আযাব দেওয়া হচ্ছে। যখন তারা জানোয়ারটিকে স্তম্ভটির চতুর্দিক দিয়ে ঘুরায়, তখন জানোয়ারটি আযাবের শব্দ শুনতে পায় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পায়খানা ও প্রস্রাব করতে থাকে। তিনি আরো বলেন, এ জন্যেই ইয়াহূদ, খৃস্টান এবং কাফিরদের কবরের পাশে জন্তু-জানোয়ারকে নিয়ে যাওয়া হয়, যখন এরা তাদের আযাবের শব্দ শুনতে পায়, তখন তাদের প্রস্রাব নির্গত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ স্তম্ভের মধ্যে কোন প্রকার গুপ্ত রহস্য নেই। যে ব্যক্তি মনে করে যে, এ স্তম্ভটি মানুষের উপকার ও অপকার করতে পারে সে নির্লজ্জ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, এটার নীচে রয়েছে গুপ্তধন। আর তার মালিক নিকটে দাফন অবস্থায় রয়েছে। তার মালিক মৃত্যুর পর আবার দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাসী। সূরায়ে মু'মিনূনের ৩৭নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنْ هِىَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ

অর্থাৎ 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা মরি-বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না।' মহা পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা অধিক পরিজ্ঞাত।

বনূ উমায়্যা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামি' মসজিদের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করার জন্য আল-ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তার ভাই সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক নিজের খিলাফত আমলে অহরহ চেষ্টা করছিল। মসজিদের মিহরাবটি পুনরায় তার জন্যে নির্মাণ করা হয়েছিল। উমর ইব্ন আবদুল আযীয যখন খলীফা মনোনীত হন, তখন তিনি মসজিদটিকে স্বর্ণশূন্য করতে মনস্থ করেছিলেন। তিনি স্বর্ণের শিকল, শ্বেত পাথর এবং মর্মর পাথরও খুলে ফেলতে

চেয়েছিলেন। আর এসব কিছু বায়তুল মালে বা সরকারী কোষাগারে প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন এবং সর্বত্র ইটের ব্যবহারকে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। এটা শহরবাসীদের কাছে খারাপ লাগল। তাই শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ খলীফার কাছে আগমন করেন। খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-কাসরী বলেন, আমি আপনাদের পক্ষ হতে খলীফার সাথে কথা বলব। তখন সে খলীফাকে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পরিকল্পনার ব্যাপারে আমাদের কাছে এরূপ এরূপ খবর পৌঁছেছে। খলীফা বললেন, হ্যাঁ। খালিদ বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এটা আপনার জন্যে উচিত হবে না। উমর (রা) বললেন, কেন ? হে কাফির মহিলার সন্তান! তার মাতা ছিল রোমীয় খৃস্টান দাসী। খালিদ বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার মাতা যদিও নিজে কাফির, কিন্তু আমার মত একজন মু'মিন ব্যক্তিকে জন্ম দিয়েছেন। উমর (র) বললেন, তুমি সত্য বলেছ। একথা বলে উমর লজ্জিত হলেন। তারপর তাকে বললেন, তুমি এরূপ কেন বললে, সে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! মসজিদের মধ্যে অধিকাংশই শ্বেত পাথর। আর এগুলোকে মুসলমানগণ তাদের বিভিন্ন দেশ থেকে বহন করে এনেছেন। এগুলো কিন্তু বায়তুল মালের সম্পদ নয়। উমর (র) চুপ হয়ে গেলেন।

ইতিহাসবিদগণ বলেন, ঐ সময় রোম শহর থেকে তাদের সম্রাটের পক্ষ হতে দূত হিসেবে একটি দলের আগমনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। যখন তারা ডাকহরকরাদের দরযা দিয়ে প্রবেশ করে শকুনের নীচে অবস্থিত বড় দরযাটি পর্যন্ত পৌঁছল, তখন তারা মহা সৌন্দর্যময় জামি' মসজিদের সৌন্দর্য দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এমন সৌন্দর্যের কথা পূর্বে আর কোন দিনও শুনা যায়নি। তাদের বড় নেতা বজ্রাহত হয়ে বেহুঁশ অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল। তারা তখন তাকে তাদের অবস্থানের জায়গায় উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং এরূপ আশংকাজনক অবস্থায় সে কিছুদিন অবস্থান করতে বাধ্য হয়। যখন সে চেতনা ফিরে পেল, তখন তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন সে বলল, আমি কোন দিনও ধারণা করি নাই যে, মুসলমানেরা এ ধরনের নযীরবিহীন নির্মাণ কাজ করতে পারবে। আমি ধারণা করতাম যে, এ কাজ সম্পূর্ণ করতে যতদিন লাগবে তাদের আয়ুষ্কাল এর থেকেও সংকীর্ণ হবে। নেতার এরূপ দুরবস্থার কথা যখন উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর কাছে পৌঁছে, তখন তিনি বলেন, ক্রোধ ও হিংসা কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিক। তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর যুগে খৃস্টানরা তাদের থেকে আল-ওয়ালীদ যে গির্জা নিয়ে নিয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি বৈঠক করার জন্যে খলীফার কাছে আরযী পেশ করল। উমর (র) ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন বিধায় আল-ওয়ালীদ জামি মসজিদের জন্যে খৃস্টানদের থেকে যে পরিমাণ ভূমি দখল করে নিয়েছিলেন তা ফেরত দেওয়ার জন্যে তিনি মনস্থ করেন। তারপর উমর (র) বিষয়টি মিটমাট করে নেন। এরপর তিনি লক্ষ্য করেন যে, গির্জাগুলো শহরের বাইরে রয়েছে। এগুলো সাহাবীগণের লিখিত সন্ধিনামার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যেমন কাসীয়ুন নামী বড় একটি গ্রামের পাশে অবস্থিত দায়রে মারান নামক গির্জা, পাদ্রী গির্জা, তোমা গির্জা, যা তোমা দরযার বাইরে, কুরাউল হাওয়াজিয-এ অবস্থিত গির্জাগুলো। উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) তাদেরকে এ গির্জাগুলো ধ্বংস করে দেওয়া কিংবা তাদের থেকে নিয়ে নেওয়া গির্জা ফেরত দান-এর মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া অন্যকথায় এ গির্জাগুলো অক্ষুণ্ন রাখতে হলে মুসলমানদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল তার দাবী খৃস্টানদের ছেড়ে দিতে হবে। তিন দিন আলোচনার পর এ গির্জাগুলো অক্ষুণ্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) তাদেরকে গির্জাগুলো সম্পর্কে একটি নিরাপত্তানামা লিখে দিলেন। খৃস্টানরাও মসজিদকে ছেড়ে দেওয়া গির্জাংশ সম্বন্ধে সন্তুষ্টি পুনরায় ব্যক্ত করল। খলীফা এ সম্পর্কেও তাদেরকে একটি নিরাপত্তানামা লিখে দিলেন।

বস্তুত বনূ উমায়্যা কর্তৃক নির্মিত জামি মসজিদের নির্মাণ কার্য যখন পরিপূর্ণ হয়, তখন পৃথিবীতে সৌন্দর্য ও প্রকৃষ্টতার দিক দিয়ে দ্বিতীয় আর কোনটি তার সমতুল্য ছিল না। কবি আল ফারাযদাক বলেন, দামেশকবাসীরা তাদের দেশে জান্নাতের প্রাসাদসমূহ হতে একটি প্রাসাদে অবস্থান করছেন। আর তা হলো সেখানকার জামি মসজিদ। আহমাদ ইব্‌ন আবুল হাওয়ারী আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিমের মাধ্যমে ইব্‌ন ছাওবান (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর কোন ব্যক্তিরই জান্নাতের প্রতি দামেশ্‌ক থেকে অধিক উৎসাহী হওয়া উচিত নয়। কেননা, দামেশকবাসীরা তাদের জামি মসজিদের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। ইতিহাসবিদগণ বলেন, আমীরুল মু'মিনীন আল-মাহ্‌দী যখন কুদসের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দামেশক পৌঁছেন এবং দামেশকের জামি' মসজিদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি তার লিখক আবূ উবায়দুল্লাহ্‌ আল-আশআরীকে বলেন, বনূ উমায়্যারা আমাদের থেকে তিনটি বিষয়ে অগ্রগামী রয়েছে। একটি হলো দামেশকের মসজিদ, ভূপৃষ্ঠে এর কোন নযীর আছে বলে আমার জানা নেই। দ্বিতীয় হলো তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি। আর তৃতীয় হলো উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। আল্লাহ্‌র শপথ, তার মত ন্যাপরায়ণ শাসক আমাদের মধ্যে আর কখনও হবে না। তারপর যখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে আগমন করেন এবং সাখরার দিকে নযর করেন যা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান তৈরী করেছিলেন। তার লিখককে তিনি বলেন, এটা হলো চতুর্থ। আল-মামূন খলীফা যখন দামেশকে আগমন করেন তার সাথে ছিলেন তাঁর ভাই আল-মু'তাসিম এবং তাঁর কাযী ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আকসাম, যখন তিনি দামেশকের জামি' মসজিদের দিকে তাকান, তখন তিনি বলেন, এটার মধ্যে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক কী ? তার ভাই বললেন, এগুলোর মধ্যে যে সব স্বর্ণ লাগানো হয়েছে। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আকসাম বলেন, "শ্বেত পাথরগুলো সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক।" খলীফা আল মামূন বলেন, "আমি এটার বেনযীর নির্মাণ কাজের সৌন্দর্যতাকে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক মনে করি। তারপর আল-মামূন, কাসিম আত-তামারকে বলেন, "তুমি আমাকে এমন একটি সুন্দর নামের কথা বল যা দিয়ে আমি আমার আদরের মেয়ের নাম রাখতে পারি। আত-তামার বলেন "তার নাম রাখুন দামেস্কের মসজিদ। কেননা, এটি সবচেয়ে সুন্দর বস্তু।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল হাকামের মাধ্যমে আশ-শাফিঈ (র) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "পৃথিবীর বিস্ময়কর বস্তু পাঁচটি ঃ প্রথমটি হলো তোমাদের এ মিনারা অর্থাৎ ইস্কান্দারিয়ায় অবস্থিত যুল-কারনায়নের নির্মিত মিনারা। দ্বিতীয়টি হলো রাকীমের বাসিন্দাগণ। তারা রোমের বারজন সদস্য। তৃতীয়টি হলো বাবি আন্দুলুসের নিকটে অবস্থিত আয়না। যা শহরের দরযায় অবস্থিত। কোন ব্যক্তি এটার নীচে বসে ৩০০ মাইল দূরে অবস্থিত তার সাথীকে দেখতে পায়। কেউ কেউ বলেন, কুসতুনতীনিয়ায় যদি কেউ থাকে তাকে সে দেখতে পাবে। আর চতুর্থটি হলো ঃ দামেশকের মসজিদ। এটার ব্যয়ের পরিমাণ কেউ নির্ধারণ করতে পারে না। পঞ্চমটি হলো ঃ মসজিদে ব্যবহৃত শ্বেত পাথর ও মর্মর পাথর। কেননা, এগুলোর মর্যাদা কেউ নিরূপণ করতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, এ শ্বেত পাথরগুলো মিশ্রিত বস্তু। এর প্রমাণ হলো, এ ধরনের শ্বেতপাথর আগুনে গলে যায়।

ইব্‌ন আসাকির বলেন, "ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবূ লায়ছ লিখক ৪৩২ হিজরীতে দামেশ্‌ক আগমন করে তার একটি পত্রে উল্লেখ করেন ও বলেন ঃ তারপর আমাদেরকে স্থানান্তরের হুকুম দেওয়া হলো। তখন আমি আমার কর্মস্থল থেকে এমন শহরের দিকে স্থানান্তর ও বদলী হলাম যার সৌন্দর্য শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে, যার বাইর ও ভিতরের সৌন্দর্য একাকার হয়ে আছে, যার

খাদ্য-খাদক সুগন্ধে সৌরভিত, রাজপথগুলো প্রশস্ত, আমি যেখানেই যাই সুগন্ধির গন্ধ পাই। আর যেখানেই আগমন করি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পাই। আর যখন তার জামি' মসজিদে পৌঁছি, তখন এমন এমন দৃশ্য চোখে পড়ে যা কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করতে পারে না এবং দর্শনকারী তা উত্তমরূপে চিনতে ও উপলব্ধি করতে পারে না। মূলত এটা হলো যুগের কোষাগার, বিরল, দুষ্প্রাপ্য, বিস্ময়কর ও আশ্চর্যময় বস্তু। আল্লাহ্ তা'আলা এটার মাধ্যমে শিক্ষণীয় স্মরণিকা সুদৃঢ় করেছেন। তার মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যা সব সময়ে বিরাজ করবে এবং কালের চক্রে মুছে যাবে না। ইব্‌ন আসাকির বলেন ঃ দামেশকের জামি' মসজিদ সম্বন্ধে কোন কোন মুহাদ্দিস নিম্নবর্ণিত দীর্ঘ কবিতাগুচ্ছ রচনা করেন এবং তিনি বলেন ঃ

"দামেশকের জামি' মসজিদের সৌন্দর্য খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আর মসজিদে সবুজ রংয়ের সুউচ্চ স্তম্ভগুলো তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। যদি কোন দর্শক তার সৌন্দর্যের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহলে সে তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের আলোকচ্ছটা প্রাণভরে উপভোগ করতে পারবে। তার ভূমি পবিত্র ও বরকতময়। তার অন্বেষণকারী ও প্রেমিক বরকত ও সৌভাগ্য অর্জন করতে হবে সমর্থ। দামেশকের জামি' মসজিদ সৌন্দর্যের আধার। আর তার জন্যেই আশেপাশের শহরগুলো সৌন্দর্যলাভে অন্যান্য শহরগুলো থেকে অগ্রবর্তিতা অর্জন করেছে। তার ভিত্তিপ্রস্তর সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রবর্তকের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে মহান আল্লাহ্ যেন ব্যর্থ না করেন। মসজিদে অবস্থিত সত্যিকার চিহ্নগুলো মসজিদের ফযীলত, সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এ চিহ্নগুলো দর্শককে বিমোহিত করে দেয়। মসজিদটি পুড়ে যাওয়ার পূর্বে ছিল বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকর। কিন্তু অগ্নি তার মসৃণ সমতল ভূমিকে বিকৃত করে দেয়। আর এ অগ্নির দরুনই তার মহামায়া সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু, এ সৌন্দর্যের প্রত্যাবর্তনও আর আশা করা যায় না। আংটির মণি পাথরের সমতুল্য কারুকার্য খচিত পাথরগুলো নিয়ে যদি তুমি গবেষণা ও পর্যালোচনা কর, তাহলে এগুলোর মধ্যেই নির্মাতার নিপুণ পারদর্শিতা সম্পর্কে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা জন্মিবে। এখানের বৃক্ষগুলো সর্বদাই ফল-ফলাদিতে থাকে পরিপূর্ণ, বাতাস এগুলোকে নিয়ে খেলা করতে ভয় পায় না; বরং নির্বিঘ্নে নড়াচড়া করে থাকে। বৃক্ষগুলো যেন নীল পাথরের তৈরী ও সোনালী ভূমিতে। এগুলোকে সযত্নে রোপণ করা হয়েছে। এগুলোর উপকারিতা গ্রহীতাকে বিমোহিত করে ফেলে। বৃক্ষগুলোর মধ্যে বিরাজ করছে বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলাদির বাহার, যা তার নির্ধারিত সময় বা মওসুমে পাকার পর সংগ্রহ করা হয়। ফল সংগ্রহকারী তার ফলগুলো নষ্ট হওয়ার কোন আশংকাবোধ করে না। কেননা, এগুলোকে আমরা খুব যত্ন সহকারে সংগ্রহ করে থাকি। যাতে আমাদের হাতে আমরা কোন প্রকার ব্যথা-বেদনা অনুভব না করি। প্রকাশ থাকে যে, এগুলো শুধুমাত্র বিক্রেতার জন্যেই সংগৃহীত হয় না। এগুলোর নীচে নরম পাথরের সারি সারি টুকরো বিরাজ করছে। সংগ্রহকারীর হাত যেন আল্লাহ্ তা'আলা যখমী না করেন। ধ্বনি লোপকারী স্বীয় কথাবার্তার সময় উত্তমরূপে চতুরতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ধ্বনি লোপ করছে। এমনভাবে যে ধ্বনি লোপকারীর কাজের মধ্যেই তার দক্ষতার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। মসজিদের সুউচ্চ ইমারত ও ছাদের নির্মাণ কাজের প্রতি যদি তুমি চিন্তা-ভাবনা কর, তাহলে এগুলোর কারিগরের দক্ষতা ও নিপুণতা তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে। যদি তুমি তার গম্বুজের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে ইচ্ছে কর, তাহলে গম্বুজের বিভিন্ন অংশের সৌন্দর্য দর্শনে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়ে পড়বে। তার জানালাগুলো দিয়ে বাতাস জোরে

প্রবাহিত হতে পারে। আর ঝড়ের সময় বাতাস খুব প্রকট আকার ধারণ করে। তার মেঝেটা শ্বেতপাথর দ্বারা বিছানো রয়েছে। এগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দৃষ্টিশক্তি আরো প্রশস্ত হয়ে যায়। মসজিদের মধ্যে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সমাবেশগুলো খুবই পসন্দনীয় ক্রিয়াকলাপ। এসব মজলিসে বসলে অন্তর প্রশস্ত হয়। প্রতিটি দরযার কাছেই রয়েছে গোসলখানা ও পবিত্র হওয়ার জায়গা। মানুষ তার প্রতিরোধকারী থেকে হিফাযত অর্জন করেছে। উপকার অর্জন করার জায়গাগুলো থেকে লোকজন উপকার অর্জন করছে। আর উপকারী জায়গাগুলো উপকার থেকে বিরত থাকছে না। সব সময় সর্বত্র পানি প্রবাহের ব্যবস্থা বিরাজ ছিল যখন প্রাকৃতিক উৎস পানির ঘাট থেকে পানি সংগ্রহ ছিল মুশকিল। তার বাজারগুলো ছিল সব সময় লোকে লোকারণ্য এবং রাস্তাগুলো ছিল লোকে ভরপুর। তারা সব সময় ফল-ফলাদি ভক্ষণে ছিল মগ্ন। আর দামেশকের মালপত্র নিয়ে ছিল না তারা ব্যস্ত। যদি তার ভয়াবহ জায়গাগুলো না থাকত, তাহলে দামেশক ছিল যেন তাদের জন্যে এ পৃথিবীতে নগদ জান্নাত। দুশমনের অপসন্দ সত্ত্বেও দামেশক ছিল নিরাপদ জায়গা। আল্লাহ্ তা'আলা দামেশ্‌ককে তার যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে রেখেছেন মুক্ত।

পরিচ্ছেদ

দামেশকের জামি' মসজিদ সম্বন্ধে যেসব হাদীস সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ থেকে বর্ণিত তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আল্লামা কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি সূরায়ে তীনের ১নং আয়াতে উল্লিখিত وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ -এর তাফসীরে বলেন ঃ এর মধ্যে والتين এর অর্থ দামেশকের মসজিদ আর والزيتون -এর অর্থ বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ আর وطور سينين -এর অর্থ যেখানে মহান আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেছেন। তৃতীয় আয়াত وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ অর্থাৎ শপথ এ নিরাপদ নগরীর। আর এটা পবিত্র মক্কা শরীফ। উপরোক্ত হাদীস ইব্‌ন আসাকিরও বর্ণনা করেন। সাফওয়ান ইব্‌ন সালিহ্ ..... আতিয়াহ্ ইব্‌ন কায়সুল কিলাবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কা'বুল আহবার বলেছেন, দামেশকে এমন একটি মসজিদ তৈরী করা হবে যা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও চল্লিশ বছর বাকী থাকবে। আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম.... আবূ আবদুর রহমান আল-কাসিম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাসিয়ুন পাহাড়ের কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন, "তুমি তোমার ছায়া ও স্তম্ভকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পাহাড়কে দান কর।" বর্ণনাকারী বলেন, "সে তাই করেছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় ঐ পাহাড়ের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন, "তুমি যখন আমার আদেশ পালন করেছ আমি তোমার এলাকায় আমার জন্যে এমন একটি ঘর তৈরী করাব যার মধ্যে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পরও চল্লিশ বছর যাবত আমার ইবাদত করা হবে। রাত ও দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে আর আমি তোমার ছায়া ও তোমার স্তম্ভ তোমার কাছে ফেরত দেব।" বর্ণনাকারী বলেন, ঐ পাহাড়টি মহান আল্লাহ্‌র কাছে একজন দুর্বল ও বিনয়ী ব্যক্তির ন্যায় বিবেচিত হয়েছিল।

আল্লামা দাহীম বলেন, মসজিদের চারটি দেওয়ালই হযরত হূদ (আ) তৈরী করেছিলেন, আর দেওয়ালের উপরের অংশে যে মর্মর পাথর লাগানো হয়েছে তা করিয়েছিলেন আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক অর্থাৎ আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক দেওয়ালগুলোকে শ্বেতপাথর ও

কারুকার্যের সীমানা থেকে উপরের দিকে সমুন্নত করেছিলেন। অন্যান্যরা বলেন, হূদ (আ) শুধুমাত্র সামনের দেওয়ালটি তৈরী করেছিলেন।

উছমান ইব্ন আবূল আতিকাহ্ বিশেষজ্ঞগণের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। তারা মহান আল্লাহ্র বাণী সূরায়ে তীনের প্রথম আয়াতে উল্লিখিত والتين -এর তাফসীর সম্বন্ধে বলেন, "তা হলো দামেশকের মসজিদ।"

আবূ বকর আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল-ফারাজ ওরফে ইবনুল বারামী আদ-দামেশকী বলেন, আমাদেরকে .... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবুল মুহাজির বলেন, "বাবুস সাআতের বাইরে একটি বড় পাথর ছিল, এটার উপর কুরবানীর জানোয়ার রাখা হতো। কুরবানীর মধ্যে যেটা গ্রহণীয় হতো অগ্নি এসে এটাকে খেয়ে নিত। আর যেটা গ্রহণীয় হত না সেটা তার নিজ অবস্থায় বাকী থাকত।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, এ পাথরটি বাবুস সাআতের ভিতরে স্থানান্তর করা হয়েছে। আর এটা আজ পর্যন্ত মওজুদ রয়েছে। জনগণের কেউ কেউ মনে করেন এ পাথরটির উপরই হযরত আদম (রা)-এর দুই সন্তান তাদের দুইজনের কুরবানী রেখেছিলেন। একজনের কুরবানী গ্রহণীয় হয়েছিল, আর অপরজনের কুরবানী গ্রহণ করা হয়নি। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

হিশাম ইব্ন আ'ম্মার বলেন, "আল-হাসান ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল হাসানী আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন মি'রাজের রজনীতে ভ্রমণ করানো হয়েছিল, তখন তিনি দামেশকের মসজিদের জায়গায় সালাত আদায় করেছিলেন।" ইব্ন আসাকির বলেন, এ হাদীস মুনকাতা' ও মুনকার অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের মধ্য হতে কোন একজন বর্ণনাকারী বিলুপ্ত। এ হাদীস উল্লিখিত বর্ণনাকারী অথবা অন্য কোন বর্ণনাকারী হতে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত নয়।

আবূ বাকর আল-বারামী বলেন, আমাদেরকে আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল মালিক ইবনুল মুগীরা আল মুক্রী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "এক রাত আল-ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক মসজিদের একটি স্তম্ভের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, "আজকের রাতে এ মসজিদে আমি সালাত আদায় করতে চাই। তাই তোমরা কাউকে এ রাতে এখানে সালাত আদায় করতে দেবে না।" তখন কেউ কেউ খলীফাকে বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! এ মসজিদে প্রতি রাতে খিযির (আ)- সালাত আদায় করে থাকেন।" অন্য এক বর্ণনায় আছে আল-ওয়ালীদ তার সঙ্গীদেরকে বললেন, তোমরা কাউকে এ রাত মসজিদে প্রবেশ করতে দেবে না। তারপর আল-ওয়ালীদ বাবুস সাআতের কাছে আগমন করলেন এবং দরযা খুলবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তার জন্য দরযা খুলে দেওয়া হলো। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, মিহরাবের নিকটে বাবুল খাজরা ও বাবুস-সাআতের মধ্যবর্তী জায়গায় তিনি সালাত আদায় করছেন। তবে তিনি বাবুস সা'ত থেকে বাবুল খাজরার দিকে অধিক নিকটবর্তী ছিলেন। আল-ওয়ালীদ তখন পাহারাদারকে বললেন, "আমি তোমাদেরকে কি হুকুম দেই নাই যে, তোমরা কাউকে আজকের রাতের জন্য এ মসজিদে সালাত আদায় করতে অনুমতি দেবে না ? তখন তাদের কেউ কেউ খলীফা আল-ওয়ালীদকে বলল, "হে আমীরুল মু'মিনীন! ইনিই হযরত খিযির (আ)। প্রতি রাতে তিনি মসজিদে সালাত আদায় করে থাকেন।"

উপরোক্ত ঘটনার সনদ ও শুদ্ধতা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেননা, এ ধরনের ঘটনার দ্বারা হযরত খিযির (আ)-এর অস্তিত্ব কিংবা সেখানে তার সালাত আদায় করার সত্যতা প্রমাণিত হয় না। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

পরবর্তী যুগে এ কথাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, বাবুল মি'যানাতুল গারবিয়াহর কাছে কিবলার দিকে যে কোণটি অবস্থিত তাকে বলা হয় যাবিয়াতুল খিযির। তার কারণ, আমার জানা নেই। তবে এখানে সাহাবীগণের সালাত আদায় করার ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। মসজিদের এ জায়গা এবং অন্যান্য জায়গার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যে এ তথ্যটি যথেষ্ট যে, সাহাবীগণ এ জায়গায় সালাত আদায় করেছেন। প্রথম যে সাহাবী মসজিদে ইমাম হিসেবে সালাত আদায় করেছেন তিনি হলেন হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জার্রাহ্। তিনি ছিলেন সিরিয়ায় প্রেরিত আমীরগণেরও আমীর। আর সাহাবাগণের মধ্যে যে দশজনকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি এ উম্মতের আমীন বা আমানতদার ছিলেন। আর এ মসজিদে মুআয ইব্ন জাবাল ও অন্যান্য সাহাবী সালাত আদায় করেছিলেন। তবে তাঁরা তাতে ঐ সময় সালাত আদায় করেছিলেন যখন আল ওয়ালীদ মসজিদের মধ্যে বর্তমান পরিবর্তন আনেননি। আর এ পরিবর্তন আনার পর হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী তথায় সালাত আদায় করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। হযরত আনাস (রা) ৯২ হিজরীতে দামেস্কে আগমন করেছিলেন এবং ঐ সময় আল-ওয়ালীদ সেখানে মসজিদ তৈরী করছিলেন। আর আনাস (রা) সেখানে সালাত আদায় করেন। হযরত আনাস (রা) আল-ওয়ালীদকে সেখানে দেখেন এবং সালাতকে তার শেষ ওয়াক্তে আদায় করার জন্যে আল-ওয়ালীদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে হযরত আনাস (রা)-এর জীবনীতে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছি, ৯৩ হিজরীতে তার মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছি। আর এ মসজিদে মারইয়াম তনয় হযরত ঈসা (আ) সালাত আদায় করবেন, যখন তিনি শেষ যামানায় আগমন করবেন, যখন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং তার কারণে দুঃখ-দুর্দশা সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আকারে দেখা দিবে। আর জনগণ তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে দামেশকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। মাসীহুল হুদা অর্থাৎ সৎপথ প্রদর্শিত মাসীহ (আ) অবতরণ করবেন। তিনি গুমরাহ মাসীহকে হত্যা করবেন। আর তিনি ফজরের সালাতের সময় দামেশকের পূর্ব মিনারা দিয়ে অবতরণ করবেন। তিনি যখন আগমন করবেন তখন দেখা যাবে সালাতের জন্যে ইকামাত দেওয়া হয়েছে। তখন জনগণের ইমাম তাকে বলবেন, সামনে এগিয়ে আসুন, হে রূহুল্লাহ্! তখন তিনি বলবেন, আপনার জন্যে ইকামাত দেওয়া হয়েছে। তখন ঈসা (আ) এ উম্মতের এক ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করবেন। যার নাম হল হযরত ইমাম মাহ্দী (আ)। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

হযরত ঈসা (আ) জনগণকে নিয়ে সংগ্রাম শুরু করবেন। তিনি আকাবায়ে আফীক নামক স্থানে দাজ্জালকে পাকড়াও করবেন। কেউ কেউ বলেন, বাবে লুদ নামক স্থানে ঈসা (আ) দাজ্জালকে নিজ হাতে হত্যা করবেন। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, সূরায়ে নিসা ১৫৯নং আয়াতের তাফসীর বর্ণনাকালে আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আয়াতটি হলো নিম্নরূপ ঃ

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ـ

অর্থাৎ কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে [হযরত ঈসা (আ)] বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বিশুদ্ধরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, "ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে মারইয়াম তনয় একজন ন্যায়পরায়ণ আদেশদাতা ও ন্যায় বিচারক ইমাম হিসেবে অবতরণ করবেন। তারপর তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন, কর ব্যবস্থা প্রত্যাহার করবেন এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না।

বস্তুতঃ দামেশকের পূর্ব মিনারাহ দিয়ে হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করবেন। আর শহরটি থাকবে দাজ্জালের প্রভাব থেকে সুরক্ষিতা। কাজেই, তিনি মিনারাহ দিয়ে অবতরণ করবেন যে মিনারাটি আমাদের যমানায় খৃস্টানদের সম্পদ দিয়ে তৈরী হয়েছে। তারপর হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ হবে। তিনি তাদের জন্যে হবেন মৃত্যু, ধ্বংস ও হত্যার শামিল। তিনি দুইজন ফেরেশতার কাঁধে ভর দিয়ে অবতরণ করবেন। তাঁর গাঁয়ে থাকবে দুইটি চাদর। একটি বর্ণনায় আছে দুটু চাদরই লাল মাটির দ্বারা রঞ্জিত হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, হালকা হলদে রংয়ে রঞ্জিত হবে। তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা টপটপ করে পড়তে থাকবে। মনে হবে যেন তিনি এ মাত্র গোসলখানা হতে বের হয়ে আসছেন। আর ঐ সময় হবে ফজরের ওয়াক্ত। তিনি মিনারায় অবতরণ করবেন, সালাতের জন্য ইকামাত দেওয়া হবে। আর এ ঘটনাটি ঘটবে দামেস্কের জামি' মসজিদে। মুসলিম শরীফে আন-নাওয়াস ইব্ন সামআন আল-কিলাবী হতে একটি বিশুদ্ধ বর্ণনা এসেছে তা হলো নিম্নরূপ ঃ নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ) পূর্ব দামেশকে সাদা রংয়ের মিনারায় অবতরণ করবেন। এ বর্ণনাটি মনে হয় যেন অর্থের দিক দিয়ে বর্ণনাকারীর উপলব্ধি মুতাবিক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণনা হয়েছে। কেননা, হযরত ঈসা (আ) দামেশকের পূর্ব দিকের মিনারায় অবতরণ করবেন। এ হাদীস বহুল প্রচলিত। বর্ণনাকারী বলেন, এ সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি। কিন্তু, উপরোক্ত বর্ণনা মুতাবিক হাদীস সম্পর্কে আমার জানা হয়নি। এ হাদীসের কিছু শব্দ আর কিছু সংকলন সম্বন্ধে জানার জন্যে মহান আল্লাহ্‌র কাছে তাওফীকের প্রার্থনা করা হয়েছে। এর আলোকেই উপরোক্ত বর্ণনা পেশ করা হলো। তবে শহরের মধ্যে পূর্বপ্রান্তে এটা ব্যতীত আর অন্য কোন মিনারা নেই। আর এটা নিজেই সাদা রংয়ের। সিরিয়ার প্রদেশগুলোতে এর থেকে উত্তম ও সৌন্দর্যময় এবং সুউচ্চ মিনারা আর দ্বিতীয়টি নেই। মহান আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন ঃ বনূ উমায়্যার নির্মিত জামি' মসজিদের মিনারায় হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের ব্যাপারটি অপরিচিত নয়। কেননা, দাজ্জালের ভয়াবহ দুর্যোগটি এত বিস্তৃতি লাভ করবে যে, জনগণ দাজ্জালের ভয়ে শহরের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। দাজ্জাল তাদেরকে সেখানে অবরোধ করবে। শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা ব্যতীত কেউই থাকতে পারবে না। তাও আবার দাজ্জালের অনুচর হিসেবে কিংবা দাজ্জাল কর্তৃক বন্দীকৃত অবস্থায় তার সাথে সঙ্গী হয়ে থাকতে হবে। আর দামেস্ক শহরটি মুসলমানগণের জন্য দাজ্জাল থেকে নিরাপদ জায়গা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। এরূপ পরিস্থিতিতে শহরের বাইরে কে এমন থাকবে যে, সালাত আদায় করবে ? মুসলমানগণ সকলেই শহরের অভ্যন্তরে অবস্থান করবেন। এমন সময় ঈসা (আ) অবতরণ করবেন। সালাতের জন্য ইকামাত দেওয়া হবে এবং তিনি মুসলমানগণের সাথে সালাত আদায় করবেন। তারপর তিনি মুসলমানগণকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য দাজ্জালকে খোঁজ করবেন। জনসাধারণের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, দামেস্কের পূর্ব মিনারার দ্বারা দামেশকের পূর্ব দরযার বাইরে মসজিদে বালাশূর

মিনারাকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ পূর্ব দরযার মধ্যে যে মিনারাটি আছে সেই মিনারাটিকে বুঝানো হয়েছে। উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক পরিজ্ঞাত। তিনি প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে অবগত। তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ের আবেষ্টনকারী। তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ের উপরে সামর্থবান। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপরে প্রতাপান্বিত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু-পরিমাণ কিছুই তার অগোচর নয়।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা (আ)-এর মাথা সংক্রান্ত আলোচনা

ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন, যায়দ ইব্ন ওয়াকিদের উদ্ধৃতিতে তিনি বলেন, দামেশকের জামে' মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে খলীফা ওয়ালীদ আমাকে নির্মাণকর্মীদের পরিদর্শক/তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করলেন। এ সময় আমরা সেখানে এক গুহার/সুড়ঙ্গের সন্ধান পেলাম। এবং ওয়ালীদকে তা অবহিত করলাম। এরপর যখন রাত্রি হলো তখন তিনি আমাদের সাথে উপস্থিত হলেন। এ সময় তার সামনে মোমবাতি জ্বলছিল। তিনি যখন আমাদের আবিষ্কৃত সুড়ঙ্গপথে নীচে নামলেন তখন সেখানে ক্ষুদ্রাকৃতির চমৎকার একটি গির্জা দেখতে পেলেন যার দৈর্ঘ্য তিন গজ এবং প্রস্থ তিন গজ। এরপর সেখানে একটি সিন্দুক পাওয়া গেল। সিন্দুকটি যখন খোলা হলো, তখন তাতে একটি সুগন্ধি পাত্র জাতীয় কৌটার মত পাওয়া গেল। যার ভিতর হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা আলায়হিস সালামের মাথা/শির মুবারক রক্ষিত ছিল। তার উপর লেখা ছিল এটা হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা আলায়হিস সালামের মাথা। এরপর ওয়ালীদের নির্দেশে তা স্বস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। আর তিনি নির্দেশ দিয়ে বললেন, এই স্থানের স্তম্ভটিকে অন্য সকল স্তম্ভ থেকে পৃথক করে নির্মাণ কর। তখন সে অনুযায়ী সে স্থানের উপর 'মাথা' সংরক্ষণের স্তম্ভ নির্মাণ করা হলো। যায়দ ইব্ন ওয়াকীদের উদ্ধৃতিতে একটি বর্ণনায় আছে যে, ঐ স্থানটি ছিল গম্বুজের স্তম্ভসমূহের একটির নীচে অর্থাৎ গম্বুজ নির্মাণের পূর্বে। তিনি আরও বলেন, (মাথাটি যখন আবিষ্কৃত হয়, তখনও পর্যন্ত) মাথাটির চুল ও চামড়া অক্ষত ছিল। ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম বর্ণনা করেন যায়দ ইব্ন ওয়াকিদের সূত্রে। তিনি বলেন, মজলিসে বাজীলার নিকটস্থ সম্মুখবর্তী পূর্বপ্রান্তীয় লীত্বা থেকে বের করার পর আমি হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা আলায়হিস সালামের মাথা প্রত্যক্ষ করেছি। পরবর্তীতে তাকে (বর্তমানে বিদ্যমান) কা'সা স্তম্ভের নীচে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আওযাঈ এবং ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম বলেন, এই স্তম্ভটি হলো রড প্রশস্ত মাথাওয়ালা চতুর্থ স্তম্ভ।

এ ছাড়া আবূ বাকর ইব্নুল বারামী বর্ণনা করেন, আহমাদ ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে সুফয়ান ছাওরী হতে। তিনি বলেন, দামেশকের জামি' মসজিদের এক রাক'আত নামায তিরিশ হাজার রাক'আত নামাযের বরাবর। অবশ্য এটা অতি 'অদ্ভূত' বর্ণনা। আর ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন, আবূ মুসহির সূত্রে.... মুনযির ইব্ন নাফি' হতে তার পিতার উদ্ধৃতিতে আর আরেকটি রিওয়ায়াত অনুযায়ী নামোল্লিখিত এক ব্যক্তির উদ্ধৃতিতে যে (একবার) ওয়াছিলা ইব্ন আসকা' দামেশকের জামে মসজিদের জায়রুওয়ান দ্বারের সংলগ্ন দ্বার দিয়ে বের হলেন। এমন সময় তিনি কা'ব আল আহ্বারের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কোথায় চলেছেন ? কা'ব বললেন, আমি তো বায়তুল মাকদিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছি। একথা শুনে কা'ব তাকে বললেন, আপনি আমার সাথে আসুন, আমি আপনাকে এই মসজিদে এমন একটি স্থান দেখিয়ে দিব, যে ব্যক্তি সে স্থানে নামায পড়ল সে যেন বায়তুল মাকদিসে

নামায পড়ল। এরপর তিনি তাকে খলীফার বের হওয়ার 'আলবাবুল আসফার' হতে হানিয়্যা পর্যন্ত অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তের পুল পর্যন্ত স্থান দেখালেন। তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে নামায পড়ল সে যেন বায়তুল মাকদিসে নামায পড়ল। তখন ওয়াসিলা বললেন, এতো আমার ও আমার গোষ্ঠীর বসার স্থান! কা'ব বললেন, তাহলেও তা এমন মর্যাদাপূর্ণ। তবে এটিও 'অতি অদ্ভুত' ও "অগ্রহণযোগ্য' রিওয়ায়াত। এর উপর নির্ভর করা যায় না। ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক যখন দামেস্কের জামে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। তখন লোকেরা মসজিদের সম্মুখভাগের দেওয়ালে পাথরের একটি ফলক আবিষ্কার করল যাতে খোদাই করে লিখিত একটি পত্র ছিল। প্রথমে তারা সেটি খলীফা ওয়ালীদের কাছে পাঠাল এরপর তিনি সেটিকে রোমকদের কাছে পাঠালেন কিন্তু তারা তার মর্মোদ্ধারে ব্যর্থ হল। তখন তিনি পত্রটিকে দামেস্কে অবস্থানকারী অবশিষ্ট আসবানীয়দের কাছে পাঠালেন। কিন্তু তারাও তার মর্মোদ্ধারে সমর্থ হলো না। এ সময় তাকে ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ-এর সন্ধান দেওয়া হল তখন তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। ওয়াহ্ব যখন তার কাছে আসলেন তখন তিনি তাকে ফলকটির উৎসমূল সম্পর্কে অবহিত করলেন। তারপর লোকেরা তাকে ঐ দেওয়ালে পেল। কথিত আছে, এই দেওয়ালের নির্মাতা হযরত হূদ আলায়হিস সালাম ওয়াহ্ব যখন ফলকটির দিকে তাকালেন, তখন তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে পড়তে লাগলেন– পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি! হে মানব সন্তান, তুমি যদি তোমার অবশিষ্ট আয়ুর স্বল্পতা প্রত্যক্ষ করতে তাহলে নিজের দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে নিরাসক্ত হতে। তুমি অনুতাপের শিকার হবে। যদি তোমার পদস্খলন ঘটে এবং স্বজন-সহচর তোমাকে সাহায্য না করে, প্রিয়জন তোমাকে ছেড়ে যায় এবং সঙ্গী ও নিকটজন তোমাকে ত্যাগ করে যায়। তারপর তোমার অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, তোমাকে আহ্বান করা হয়, কিন্তু, তুমি সাড়া দাও না। আর না তুমি আপনজনদের মাঝে প্রত্যাবর্তনকারী, না তোমার পুণ্যকর্মে অতিরিক্ত পুণ্যযোগকারী। সুতরাং নিজের জন্য আমল কর কিয়ামত দিবসের পূর্বে, অনুতাপ অনুশোচনার পূর্বে, তোমার মৃত্যুকাল আসার পূর্বে, তোমার রূহ কবয হওয়ার পূর্বে। আর তখন তোমার সঞ্চিত কোন অর্থসম্পদ, সন্তান-সন্ততি কিংবা ভাই, কোন উপকার করবে না। তারপর তোমার গন্তব্য মাটির আড়ালে মৃতদের প্রতিবেশীত্বে। কাজেই মৃত্যুর পূর্বে তুমি জীবনকে সুবর্ণ সুযোগ গণ্য কর। তদ্রূপ দুর্বলতার পূর্বে সবলতাকে এবং অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে এবং ক্রোধ সংবরণের কারণে ধৃত হওয়ার পূর্বে, তোমার ও তোমার আমলের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে – আর এটা দাঊদের (আ) যামানায় লিখিত।

ইব্ন আসাকির বলেন, আবূ মুহাম্মাদ নাস সুলামীর সূত্রে......ইব্নুল বারামী হতে তিনি বলেন, আমি আবূ মারওয়ান আবদুর রহমান ইব্ন উমর আল-মাযিনীকে বলতে শুনেছি, খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের খিলাফতকালে দামেস্কের জামে মসজিদ নির্মাণকালে লোকজন একটি স্থান খুঁড়ল, তখন তারা সে স্থানে একটি বন্ধ দরযার সন্ধান পেল। এ সময় তারা দরজাটি না খুলে ওয়ালীদকে জানাল। এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তার সামনে দরযাটি খোলা হল। এ সময় দেখা গেল সেই দরযার অভ্যন্তরে একটি গুহা আর সেই গুহাতে পাথরের তৈরী এক মানব মূর্তি পাথর নির্মিত এক অশ্বে আরোহণ করে বসে আছে। মূর্তিটির এক হাতে ছিল একটি চাবুক আর অপর হাতটি ছিল মুষ্টিবদ্ধ। এরপর খলীফার নির্দেশে মূর্তির মুষ্টিবদ্ধ হাত ভেঙ্গে ফেলা হল তখন তাতে দুটি শস্যদানা পাওয়া গেল, দানাদুটির একটি হল গমের আর অন্যটি যবের। আর তিনি যখন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন

তখন তাকে বলা হলো আপনি যদি এই মূর্তির মুষ্টিবদ্ধ হাত না ভাঙ্গতেন তাহলে এই শহরে কোন গম বা যবে পোকা লাগত না। হাফিয আবূ হামদান আল-ওয়াররাক বলেন, উল্লেখ্য যে, তিনি শত বৎসর আয়ুলাভ করেছিলেন– কোন কোন বৃদ্ধকে আমি বলতে শুনেছি, মুসলমানগণ যখন বিজয়ীর বেশে দামেশককে প্রবেশ করেন তারা এর বর্তমান জামি' মসজিদের একটি স্তম্ভের[১] স্থানে একটি মুষ্টিবদ্ধ হাত প্রসারিতকারী মূর্তি দেখতে পান। এরপর মুষ্টিবদ্ধ হাত ভেঙ্গে তারা দেখতে পান তাতে রয়েছে গমের একটি দানা। তখন তারা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। জবাবে তাদেরকে বলা হলো, এটি একটি গমের দানা। চিকিৎসাবিদগণ একে প্রতিষেধক ওষুধ করে সংরক্ষণ করেছেন যাতে বছরের পর বছর অতিবাহিত হলেও এ শহরের মওজুদ করা গম পোকাক্রান্ত না হয়।

ইব্ন আসাকির বলেন, আমি নিজে এতে মিকলাসাত গির্জার পুলসমূহের উপর লৌহশিক দেখেছি। যা নির্মিত ছিল দামেশকের বড় বাজারস্থ পুলসমূহের উপর, বর্তমান সাবান ও সুগন্ধি বিক্রেতাদের বসার স্থানে। আর মুসলমানগণের দামেশক বিজয়ের দিন মুসলিম ফৌজ সেখানেই সমবেত হয়। আবূ উবায়দাহ্ (সেখানে প্রবেশ করেন) বাব আলজাবিয়া[২] দিয়ে, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ বাবুশ্ শারকী দিয়ে, ইয়াযীদ ইব্ন আস্ সুফ্য়ান বাবুল জাবিয়া আস্ সগীর দিয়ে।

আবদুল আযীয আত্তামীমী বলেন, আবূ নসর আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মুররী হতে তিনি বলেন, আমি দামেশকের একদল প্রবীণ অধিবাসীকে বলতে শুনেছি, দামেশকের জামি' মসজিদের ছাদে একাধিক প্রতিষেধক ওষুধ সংরক্ষিত আছে যা চিকিৎসকগণ ছাদের সামনের দেওয়াল সংলগ্ন অংশে স্থাপন করেছেন। সেখানে সানূনিয়্যাতের[২] প্রতিষেধক বিদ্যমান, ফলে যে সকল ময়লা ও আবর্জনা হতে তাদের উৎপত্তি তার মাধ্যমে তারা সেখানে প্রবেশ করে না এবং বাসা বানায় না, এবং সেখানে কোন কাকও প্রবেশ করে না। এ ছাড়া সেখানে ইঁদুর, সাপ ও বিচ্ছু নাশক প্রতিষেধক বিদ্যমান। ফলে মানুষ সেখানে ইঁদুর ছাড়া এ জাতীয় কোন প্রাণী দেখে নাই। আর সন্দেহ করা হয় যে, ইঁদুর নাশক প্রতিষেধক নিঃশেষ হয়ে গেছে। এমনকি সেখানে মাকড়সা নাশক প্রতিষেধকও বিদ্যমান। ফলে সেখানে মাকড়সা জাল বুনে না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে– ফলে তাতে ধুলাবালি ও ময়লা জমতে পারে না।

হাফিয ইব্ন আসাকির বলেন, আমি আমার দাদা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলীকে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, তিনি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সকল প্রকার কীটনাশকের সন্ধান পেয়েছিলেন, যা তার ছাদে ঝুলানো ছিল। এছাড়া তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জামি' দামেশকে কোন কীটপতঙ্গের অস্তিত্ব ছিল না। এরপর [যখন] চারশ একষট্টি হিজরীর শা'বান মাসের পনের তারিখ অপরাহ্নকালে জামি' দামেশকে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে এই সকল কীটনাশক পুড়ে যায়–আর এ সময় দামেশকে বহুপ্রকার কীটনাশকের প্রচলন ছিল– আর অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়ার পর শুধুমাত্র আলাভীদের বাজারের দিকের স্তম্ভটি অক্ষত ছিল যার মাথায় ছিল বিশাল বলাকৃতির অবয়ব। এই স্তম্ভটি পশুপালের পেশাবের কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। লোকেরা যখন তার চারপাশে কোন পশুকে তিনবার ঘোরাত তখন তার পেট খারাপ হতো। আর আমাদের শায়খ ইব্ন তায়মিয়াহ বলেন, এটা হলো এক মুশরিকের পৃথক কবর। সেখানে সে সমাহিত এবং আযাবপ্রাপ্ত। কোন পশু যখন তার আর্ত চিৎকার শুনে, তখন সে ত্রস্থ আতঙ্কিত হয়, ফলে তার উদরস্থ সবকিছু নড়ে উঠে এবং তার পেট খারাপ হয়। তিনি

১. স্তম্ভটি মিকলাসাত নামক গির্জার স্থানে নির্মিত হওয়ায় 'মিকলাসাত স্তম্ভ' নামে পরিচিত।
২. প্রত্যেকটি তৎকালীন দামেশক শহরের ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশদ্বারের নাম।

বলেন, এ কারণেই পশুপাল যখন সব্জি ইত্যাদি খেয়ে পেট ব্যথায় আক্রান্ত হয়, তখন লোকেরা তাকে ইয়াহূদী ও নাসারাদের সমাধিস্থলে নিয়ে যায়। তখন সেখানে তাদের উদরস্থ সবকিছু আন্দোলিত হয় এবং পেট খারাপ হয়। আর 'আযাবপ্রাপ্তদের আর্তচিৎকার শুনতে পাওয়াই হলো এর কারণ। মহান আল্লাহ্ অধিক জানেন।

মসজিদের দরযায় স্থাপিত ঘড়িসমূহের আলোচনা

কাযী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন যাবর বলেন, জামে' দামেশককে সম্মুখস্থ দরযাকে ঘড়ির দরযা বলা হয়। কেননা বলশকার সেখানে ঘড়ি নির্মাণ করে। সেখানে সে দিনের প্রতিটি ঘন্টা কাজ করত। তাতে তামার তৈরী একাধিক চড়ুই একটি তাম্র সাপ ও একটি কাক ছিল। যখন এক ঘন্টা পূর্ণ হতো সাপটি বেরিয়ে এবং চড়ুই পাখীগুলো কিচিরমিচির করে উঠত এবং কাক ডেকে উঠত এবং পাত্রে একটি কঙ্কর পতিত হত। তখন লোকগণ বুঝতে পারত যে দিনের এক ঘন্টা/ প্রহর অতিবাহিত হয়েছে। এরূপই হতো অন্যান্য ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে। আল্ বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, এটা দুটি বিষয়ের যে কোন একটির সম্ভাবনা ধারণ করে। হয় ঘড়িগুলি জামে' দামেশকের সম্মুখস্থ দরযায় ছিল যা বাবুয্ যিয়াদাহ নামে পরিচিত। তবে বলা হয় যে, এটি জামে' দামেশকের নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর নতুনভাবে নির্মিত। তবে তা কাযী ইব্‌ন যাবরের সময়কালে সেখানে ঘড়িগুলি বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় না। নয়ত বা জামি' দামেশকের পূর্বপ্রান্তের সম্মুখ দরযায় বাবুয্ যিয়াদাহ-এর অনুকরণে আরেকটি দরযা ছিল। আর সেখানেই ঘড়িগুলি ছিল। এসব কিছুর পর বর্তমানে তাকে কানজ বিক্রেতাদের দরযায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এটা হলো জামে দামেশকের পূর্ব দরযা। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, বাবুল ওয়াররাকীন [কানজ বিক্রেতাদের দরযা] এটিও জামি' দামেশকের সম্মুখবর্তী দরযা। এই দরযা দিয়ে প্রবেশকারীদের দিকে সম্পৃক্ত করে এই দরযার নামকরণ করা হয়েছে অথবা তার জামি' দামেশকে ও তার দরযা সংলগ্ন হওয়ার কারণে। সঠিক বিষয় মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

গ্রন্থকার আরও বলেন, আর জামি' দামেশকের চত্বরের আঙ্গিনার মধ্যবর্তীস্থানে প্রবহমান পানির প্রস্রবণ বিশিষ্ট যে গম্বুজ সাধারণ লোকদের কাছে আবূ নুওয়াসের গম্বুজ নামে পরিচিত তার নির্মাণকাল তিনশ' ঊনসত্তর হিজরী। ঐতিহাসিক ইব্‌ন আসাকির জনৈক দামেশকবাসীর হাতের লেখা হতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। আর জামি' চত্বরের পশ্চিমদিকের উঁচু গম্বুজটি যাকে 'আইশার গম্বুজ' বলা হয় তার সম্পর্কে আমি আমাদের শায়খ আয্-যাহাবীকে বলতে শুনেছি যে, তা একশ' ষাট হিজরীর সময়সীমার মধ্যে নির্মিত হয়েছে (খলীফা) মাহ্দী ইব্‌ন মানসূর আল আব্বাসীর যামানায়। লোকেরা একে নির্ধারণ করেছিল জামি' দামেশকের সঞ্চয়ভাণ্ডার ও ওয়াক্‌ফকৃত গ্রন্থসমূহের গ্রন্থগার রূপে। আর মসজিদে আলীর দ্বার সম্মুখস্থ পূর্বদিকের গম্বুজ সম্পর্কে বলা হয় যে, তা নির্মিত হয়েছে একশ' চার হিজরীর সময়সীমায় শাসক আল উবায়দীর শাসনকালে। আর দারাজে-জায়রূনের নিম্নস্থ ফোয়ারাটি নির্মাণ করেন শরীফ ফাখ্‌রুদ্ দাওলা আবূ আলী হামযা ইব্‌নুল হাসান ইবনুল আব্বাস আল-হাসানী। অনুমিত হয় যে, তিনি জামি' দামেশকের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই ফোয়ারাতে তিনি হাজ্জাজের প্রাসাদ হতে বিশা এক পাথরখণ্ড আনিয়ে তা হতে কৃত্রিমভাবে পানি উৎসারিত করেন। আর এটা ছিল চারশ' সতের হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসের সাত তারিখ শুক্রবার রাতে। এ ফোয়ারার চারপাশে কৃত্রিম পুল নির্মাণ করা হয় এবং তার উপরে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীকালে একপাল উট

ভিড়াভিড়ি করে সেই গম্বুজের কাছে গা ঘষাঘষি করায় তা ভেঙ্গে পড়ে। এটা ঘটে চারশ' সাতান্ন হিজরীর সফর মাসে। পরবর্তীতে তা পুনর্নির্মাণ করা হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে পাঁচশ' বাষট্টি হিজরীর শাওয়াল মাসে এক অগ্নিকাণ্ডে তার স্তম্ভসমূহ ছাদসহ ধসে পড়ে। হাফিয ইব্ন আসাকির এসব তথ্য উল্লেখ করেছেন।

আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, আর ফোয়ারার পাত্রটি তার মধ্যস্থলেই ছিল। আমি তাকে অক্ষত দেখেছি। পরবর্তীতে তা অপসারণ করে ফেলা হয়। এ ছাড়া জীরূণের হাওযে অনুরূপ একটি পাত্র ছিল। সাতশ' একচল্লিশ হিজরীতে খৃস্টানদের অগ্নিকাণ্ডের কারণে হাওযটি ধসে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (তার তলদেশের) এই পাত্রটি স্বস্থানে ছিল। এরপর শাজূরান (ফোয়ারা/হাউয) নির্মাণ করা হয়ে যা জীরূন ফোয়ারার পূর্বদিকে অবস্থিত। এটি নির্মিত হয় পাঁচশ' হিজরীর পর– আমার ধারণা মতে– পাঁচশ' চৌদ্দ হিজরীতে। সুমহান আল্লাহ্ অধিক জানেন।

জামি' উমাবীতে কিরাআতে সাব'আর সূচনা

আবূ বাকর ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করেন, আবূ আব্বাস মূসা ইব্ন 'আমির আল্ মুররী সূত্রে ..... হাস্সান ইব্ন আতিয়্যাহ্ হতে তিনি বলেন, অধ্যয়ন বা পাঠ গ্রহণ ইসলামে নব উদ্ভাবিত একটি বিষয়। এর উদ্ভব ঘটান হিশাম ইব্ন ইসমাঈল আল-মাখযূমী। একবার তিনি খলীফাহ্ আবদুল মালিকের দরবারে আগমন করেন। কিন্তু, আবদুল মালিক তাকে তাঁর সাক্ষাৎ হতে বিরত রাখেন। একদিন সকালে ফজরের নামাযের পর তিনি দামেশকের জামি' মসজিদে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি কাউকে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনে প্রশ্ন করেন, এটা কী ? তখন তাকে জানানো হলো সে আবদুল মালিক 'খায্রা'তে তিলাওয়াত করছেন, তখন হিশাম ইব্ন ইসমাঈল তিলাওয়াত করেন। আর আবদুল মালিক হিশামের কিরাআত অনুসরণ করে তিলাওয়াত করতে থাকেন, এ সময় তার এক আযাদকৃত গোলামও তার কিরাআতের অনুকরণে তিলাওয়াত করে। তখন তার আশেপাশে মসজিদে যারা উপস্থিত ছিল তারা সকলেই এই কিরাআত/তিলাওয়াত পসন্দ করে এবং তার কিরাআতের অনুকরণে তিলাওয়াত শুরু করে। দামেশকের খতীব হিশাম ইব্ন আম্মার বর্ণনা করেন আয়্যূব ইব্ন হাসসান সূত্রে খালিদ ইব্ন দাহকান হতে তিনি বলেন, দামেশকের মসজিদে সর্বপ্রথম যিনি নতুন ধারার কিরাআতের প্রচলন করেন, তিনি হলেন, হিশাম ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন মুগীরা আল্-মাখ্যূমী। আর ফিলিস্তীনে নতুন ধারার কিরাআত উদ্ভাবন করেন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুর রহমান আল-জারাশী। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, এই হিশাম ইব্ন ইসমাঈল ছিল পবিত্র মদীনার নাইব বা প্রশাসক। ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের জন্য বায়আত করা হতে বিরত থাকার কারণে এই ব্যক্তিই সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাবকে তার পিতার মৃত্যুর পূর্বে বেত্রাঘাত করেছিল। পরবর্তীকালে খলীফা ওয়ালীদ তাকে পবিত্র মদীনার শাসক পদ হতে অপসারণ করে 'উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করেন। যেমনটি আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

উল্লেখ্য যে, এই নব উদ্ভাবিত কিরাআতের সূচনাকালে দামেশকে শীর্ষস্থানীয় তাবিঈগণের একাধিক জামাআত উপস্থিত ছিল। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন হিশাম ইব্ন ইসমাঈল ও তার আযাদকৃত দাস রাফি', ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল মুহাজির—যিনি খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের ছেলেদের শিক্ষাগুরু ছিলেন এবং খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক ও তার উভয় আবদুর রহমান ও মারওয়ানের নাইবরূপে আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত

হয়েছিলেন আর বিচারকমণ্ডলীর মাঝে এতে উপস্থিত ছিলেন আবূ ইদরীস আলখাওলানী, নুসায়র ইব্ন আওস আল-আশ্'আরী ইয়াযীদ ইব্ন আবুল হামদানী, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আলমুহারিবী, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন লাবীদ আল-আঙ্গাদী। আর ফিকাহবিদ মুহাদ্দিছ ও শীর্ষস্থানীয় ক্বারী ও হাফিযে কুরআনের মধ্যে ছিলেন হযরত মুআবিয়ার আযাদকৃত দাস আবূ আবদুর রহমান আলকাসিম ইব্ন আবদুর রহমান, মাকহূল, সুলায়মান ইব্ন মূসা আল আশদাক, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলা ইব্ন যাবর, আবূ ইদরীস আল-আসগার আবদুর রহমান ইব্ন ইরাক, আবদুর রহমান ইব্ন 'আমির আল-ইয়াহ্সাবী যিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমিরের ভাই, ইয়াহ্য়া ইবনুল হারিছ আদ্দামারী, আবদুল মালিক ইব্ন নু'মান আল-মুর্রী, আনাস ইব্ন আনাস আল উমরী, সুলায়মান ইব্ন বাযীগ আলকারী, সুলায়মান ইব্ন দাউদ আল খুশানী, ইরান অথবা হিরান ইব্ন হাকীম আলকুরাশী, মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ ইব্ন আবূ যুবয়ান আল-আয্দী, ইয়াযীদ ইব্ন উবায়দাহ্ ইব্ন আবুল মুহাজির, আব্বাস ইব্ন দীনার ও অন্যগণ। এভাবেই ইব্ন আসাকির তাদের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, কারো কারো হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এদের সমাবেশ অপসন্দ করেছেন, এবং এর সমালোচনা করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের সমালোচনার কোন উপযুক্ত কারণ নেই। তারপর তিনি আবূ বাকর ইব্ন আবূ দাউদ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনুল 'আলা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি যাহ্হাক ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আরূবকে 'কুরআনের এই নব অধ্যয়ন-এর সমালোচনা করে বলতে শুনেছি, আমি তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের সান্নিধ্য পেয়েছি। কিন্তু, পবিত্র কুরআনের এই নব পাঠপদ্ধতি দেখিনি বা শুনিনি। ইব্ন আসাকির বলেন, যাহ্হাক ইব্ন আবদুর রহমান ছিয়াশি হিজরীর শেষদিকে উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর খিলাফতকালে দামেশকের আমীর (প্রশাসক) ছিলেন।

পরিচ্ছেদ

দামেশকের (এই বিখ্যাত) জামি' মসজিদের নির্মাণকালের সূচনা হয়েছিল ছিয়াশি হিজরীর শেষ ভাগে। এ বছরেরই যুল-কা'দাহ্ মাসে তার স্থানে যে গির্জাটি ছিল তা ভেঙ্গে ফেলা হয়। গির্জা ভাঙ্গার কাজ শেষ হওয়ার পর মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। আর এ মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় দশ বছরে। অর্থাৎ ছিয়ানব্বই হিজরীতে। আর এ বছরেই তার নির্মাতা খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক ওফাত লাভ করেন। আর তার কিছু নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত ছিল যা তার ভাই সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক পূর্ণ করেন। আর ইয়া'কূব ইব্ন সুফয়ানের এই বক্তব্য– আমি হিশাম ইব্ন 'আম্মারকে দামেশকের মসজিদের এবং এই গির্জার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, খলীফাহ্ ওয়ালীদ খৃস্টানদের বলেন, ভেবে দেখ তোমরা কী সিদ্ধান্ত নিবে। হয় আমরা বলপূর্বক তূমা'-এর গির্জা দখল করব অথবা সমঝোতার ভিত্তিতে দাখিলার গির্জা নিয়ে নিব। তবে আমি সে ক্ষেত্রে তূমা-এর গির্জা ভেঙ্গে ফেলব। হিশাম বলেন, তূমা-এর গির্জাটি দাখিলারটির চেয়ে বড় ছিল। তিনি বলেন, তারা দাখিলার গির্জাটি ভাঙ্গতে দিতে সম্মত হল এবং ওয়ালীদ তাকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। হিশাম বলেন, ঐ গির্জার দরযার স্থানে বর্তমান মসজিদের কিব্লা, অর্থাৎ মিহ্রাব—যেখানে নামায পড়া হয়। তিনি বলেন, ছিয়াশি হিজরীতে ওয়ালীদের খিলাফতকালের সূচনালগ্নেই এই গির্জা ভেঙ্গে ফেলা হয়। এরপর সাতবছর যাবত তার নির্মাণ চলতে থাকে এমনকি তার নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই ওয়ালীদ ইন্তিকাল করেন। তারপর খলীফাহ্ হিশাম তা পূর্ণ করেন– এতে

(ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফয়ানের বক্তব্যে) একাধিক সঠিক ও উপকারী তথ্য রয়েছে, তবে তাতে ভুলও রয়েছে। আর সেই ভুল হল তার এই বক্তব্য যে, তারা এই মসজিদ নির্মাণে সাত বছর ব্যয় করেছে। আসলে সঠিক হলো দশ বছর। কেননা, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, খলীফাহ্ ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক এ বছরে অর্থাৎ ছিয়ানব্বই হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিক ইব্‌ন জারীর এ বিষয়ে জীবনীগ্রন্থ প্রণেতাদের ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আর এই মসজিদের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন খলীফা ওয়ালীদের ভাই সুলায়মান, হিশাম নয়। আল্লাহ্‌ই অধিক জানেন, তিনি সুমহান।

আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, ইব্‌ন আসাকিরের স্বলিখিত হস্তলিপি হতে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে, যা ইতোপূর্বে বিগত হয়েছে– এরপর এই মসজিদে একাধিক নতুন স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। তন্মধ্যে এর চত্বরের গম্বুজত্রয় যাদের আলোচনা বিগত হয়েছে। বলা হয় পূর্বদিকের গম্বুজটি নির্মিত হয়েছে– মুসতানসির আল-উবায়দির আমলে চারশ' পঞ্চাশ হিজরীতে। এতে তার নাম এবং ঐ দ্বাদশ ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল যাদেরকে রাফিযীরা তাদের ইমাম বলে দাবী করে থাকে। আর তার চত্বরে স্থাপিত স্তম্ভদ্বয় নির্মিত হয়েছিল জুমুআহ্‌র রাতসমূহে আলোকসজ্জার জন্য। শহরের কাযী আবূ মুহাম্মাদের নির্দেশে চারশ' একচল্লিশ হিজরীর রমাযান মাসে এই স্তম্ভদ্বয় নির্মাণ করা হয়।

জামি' দামেশ্‌কের নির্মাতা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের জীবন চরিত এবং এ বছরে তার ওফাতের আলোচনা

তিনি হলেন, ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ইবনুল হাকাম ইব্‌ন আবুল আস ইব্‌ন উমায়্যাহ্ ইব্‌ন আবদ শাম্‌স ইব্‌ন আবদ মানাফ। তার উপনাম আবুল আব্বাস আলউমাবী। পিতার মৃত্যুর পর ছিয়াশি হিজরীর শাওয়াল মাসে তার ওয়াসিয়াত মুতাবিক তার অনুকূলে খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করা হয়। তিনি তার পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং ঘোষিত যুবরাজ। তার মাতা ওয়ালাদাহ্ বিনত্ আল আব্বাস ইব্‌ন হাযন ইবনুল হারিছ ইব্‌ন যুহায়র আল-আব্‌সী। খলীফা ওয়ালীদের জন্ম পঞ্চাশ হিজরীতে। তার পিতামাতা তাকে বিলাসিতায় প্রতিপালন করেছিল। তাই সে বিশেষ কোন শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়াই বেড়ে উঠেছিল। আর সে বিশুদ্ধভাবে আরবী বলতে পারত না। সে ছিল দীর্ঘকায়, তবে গাত্রবর্ণ ছিল বাদামী। তার শরীরে বসন্তের অস্পষ্ট চিহ্ন ছিল। তার নাক ছিল চ্যাপ্টা। হাঁটার সময় দাম্ভিকতার সাথে হাঁটত। সে দেখতে সুশ্রী ছিল, আবার বলা হয় কুশ্রী। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে তার দাড়ির সম্মুখভাগে পাক ধরেছিল। সে হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দের দেখা পেয়েছিল এবং হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক হতে হাদীস শ্রবণ করেছিল। সে যখন তাঁর কাছে এসেছিল, তখন তাঁকে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, যেমন হযরত আনাসের জীবনীতে বিগত হয়েছে। এছাড়া সে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব হতে হাদীস শ্রবণ করেছে এবং যুহ্‌রী ও অন্যদের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছে।

বর্ণিত আছে, তার পিতা আবদুল মালিক তার জীবদ্দশায় ওয়ালীদকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করতে গিয়েও বিরত হলেন। কেননা, সে বিশুদ্ধ আরবী বলতে পারত না। এরপর ওয়ালীদ তার কাছে একদল আরবী ভাষা ও ব্যাকরণবিদের সমাবেশ ঘটাল এবং তারা এক বছর কাল তার কাছে অবস্থান করে তাকে শিক্ষা দিল। বলা হয় ছয় মাস। কিন্তু সে পূর্বের চেয়ে অজ্ঞ অবস্থায় শিক্ষা সমাপন করল। তখন আবদুল মালিক বললেন, সে যথেষ্ট চেষ্টা

করেছে এখন আমরা তাকে নিরুপায় ভাবতে পারি। বর্ণিত আছে, মৃত্যুকালে তার পিতা আবদুল মালিক তাকে ওসিয়াত করে বললেন, আমার মৃত্যুর পর বসে বসে অশ্রুপাত করো না, আর মেয়েদের ন্যায় মাতম করো না। নিজেকে সংযত ও সংহত রাখবে এবং আমার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করে আমার থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আমাকে নিয়ে আর ভাববে না। এরপর লোকদের বায়আতের আহ্বান জানাবে। যে তার মাথা ঝাঁকিয়ে তাতে অস্বীকৃতি জানাবে তার প্রত্যুত্তর তুমি তরবারি দিয়ে দিবে। লায়ছ বলেন, আটানব্বই হিজরীতে ওয়ালীদ রোমদেশে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং এ বছরে লোকদেরকে হজ্জও করায়। অন্যরা বলেন, এর পূর্বের বছর তিনি রোম আক্রমণ করেন এবং পরের বছর মালতিয়া ও অন্যান্য দেশ আক্রমণ করেন। তার আংটির সীল-মোহর ছিল, "আমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করি।" কারও মতে তা ছিল 'ওয়ালীদ! অবশ্যই তুমি মৃত্যুবরণকারী'। বলা হয় মৃত্যুকালে তার সর্বশেষ কথা ছিল সুবহানাল্লাহ্ ওয়াল হামদু লিল্লাহ্, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। ইবরাহীম ইব্ন আবূ আবলা বলেন, একদিন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কয়দিনে কুরআন খতম কর ? আমি বললাম, এত এত দিনে। তখন তিনি বললেন, কিন্তু তোমাদের আমীরুল মু'মিনীন তো তার সকল ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিন দিনে মতান্তরে সাতদিনে খতম করেন। ইবরাহীম বলেন, খলীফা ওয়ালীদ রমাযান মাসে সতের বার কুরআন খতম করতেন। তিনি আরও বলেন, খলীফা ওয়ালীদের তুলনা কোথায় ? তিনি হলেন দামেশকের জামে মসজিদের নির্মাতা, মাঝে মাঝে তিনি আমাকে রৌপ্য খণ্ড দিতেন আর আমি তা বায়তুল মাকদিসের[১] কারীদের মাঝে বন্টন করে দিতাম।

ইব্ন আসাকির নির্ভরযোগ্য সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন খলীফা ওয়ালীদ জামি' দাশেক হতে তার বাবে-আসগার (ক্ষুদ্রতম দরযা) দিয়ে বের হয়ে দেখলেন, এক ব্যক্তি পূর্ব দিকের মিনারার কাছে কিছু একটা খাচ্ছে। তখন তিনি লোকটির কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং দেখতে পেলেন, সে মাটি দিয়ে রুটি খাচ্ছে। তখন তিনি তাকে বললেন, কেন তুমি এমন করছ ? সে বলল, অল্পে তুষ্টির কারণে আমি এমন করছি, হে আমীরুল মু'মিনীন! তখন ওয়ালীদ তার মজলিসে গিয়ে লোকটিকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার এরূপ আচরণের নিশ্চয় কোন রহস্য আছে, হয় তুমি আমাকে তা অবহিত করবে অন্যথায় আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিব। তখন সে বললো, তাহলে শুনুন, আমীরুল মু'মিনীন! আমি ছিলাম ভাড়ার বিনিময়ে মাল বহনকারী মুটে। একবার আমি মালামাল বহন করে 'মারাজুস সফর' হতে কাসওয়া অভিমুখে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমার পেশাবের বেগ হলো, তখন আমি পেশাব করার জন্য একটি গোলাকার গর্তের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়ে একটি সুড়ঙ্গ দেখতে পেয়ে তা খনন করলাম। এবং গুপ্তধনের সন্ধান পেলাম। এরপর আমি তা দ্বারা আমার সকল বস্তা ও থলে পূর্ণ করলাম এবং আমার বাহনসমূহ হাঁকিয়ে অগ্রসর হলাম। এমন সময় আমার সাথে একটি খাবার ভরতি থলে পেলাম। তখন আমি লোভের বশবর্তী হয়ে তা থেকে খাবার ফেলে দিলাম এবং মনে মনে বললাম আমি তো অচিরেই (আমার গন্তব্য) কাসওয়ায় পৌঁছে যাচ্ছি। এরপর আমি ঐ গুপ্তধন দ্বারা খাবার থালাটি ভরার জন্য ঐ গর্তের কাছে ফিরে আসলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা-সাধনার পরও আমি আর স্থানটির সন্ধান পেলাম না। তারপর নিরাশ হয়ে আমি আমার বাহনগুলোর উদ্দেশ্যে ফিরে আসলাম। কিন্তু, আমি তার কোনও হদিছ পেলাম না এবং ফেলে দেওয়া সেই

১. কারী দ্বারা এখানে বিশুদ্ধ কুরআন পাঠে দক্ষ ও বিজ্ঞ আলিমগণ উদ্দেশ্য।

খাবারও খুঁজে পেলাম না। তখন আমি নিজের [লোভের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ] শাস্তির জন্য এই শপথ করলাম (যতদিন জীবিত থাকব) আমি সব সময় রুটি ও মাটি ছাড়া আর কিছু খাব না। একথা শোনার পর খলীফা তাকে বললেন, তোমার কি পোষ্য পরিজন আছে ? সে বলল জী হ্যাঁ! তখন খলীফা তার জন্য বায়তুল মাল হতে ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন।

ইব্ন জারীর বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, (লোকটির) ঐ সকল বাহন পথ চলে বায়তুল মালে এসে পৌঁছেছিল। তখন বায়তুল মালের প্রহরী তা গ্রহণ করে তা সেখানে সংরক্ষণ করেছিল। বর্ণিত আছে, ওয়ালীদ তাকে বলেছিলেন তোমার আহরিত সেই সম্পদ আমাদের কাছে পৌঁছেছে। যাও গিয়ে তোমার উটগুলো নিয়ে যাও। এছাড়া একথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি তাকে সেই সম্পদের একাংশ দিয়েছিলেন যা তার ও তার পোষ্যপরিজনের খোরাকের জন্য পর্যাপ্ত ছিল। নুমায়র ইব্ন আবদুল্লাহ্ আশ্‌শা'নানী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক বলেন, মহান আল্লাহ্ যদি পবিত্র কুরআনে লূত সম্প্রদায়ের উল্লেখ না করতেন, তাহলে আমার এ ধারণা হতো না যে, কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে এই কাজ করতে পারে।

[আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, খলীফা ওয়ালীদ একথা দ্বারা এই কুৎসিত ও জঘন্য স্বভাব এবং নিন্দনীয় অশ্লীল কর্ম হতে নিজের নিঃসম্পর্কতার কথা ঘোষণা করেছেন। আর এই কুকর্মের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা লূত সম্প্রদায়কে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদান করেছেন এবং এমনসব দৃষ্টান্তমূলক আযাবে পাকড়াও করেছেন তার নযীর পূর্ববর্তী কোন সম্প্রদায়ের ইতিহাসে নেই। আর এটা হলো পুংমৈথুন যার শিকার হয়েছে বহুসংখ্যক রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমারা, ব্যবসায়ী, সাধারণ লোক, লিখক, ফিকাহবিদ, কাযী ও অন্যরা। তবে আল্লাহ্ পাক যাদেরকে রক্ষা করেছেন তাদের কথা ভিন্ন। পুংমৈথুনের ক্ষতি ও অপকার গণনা করে শেষ করা যায় না। এ কারণেই এই কুকর্মে লিপ্তদের জন্য বিভিন্ন প্রকার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। পুংমৈথুনের শিকার হওয়ার চেয়ে নিহত হওয়া শ্রেয়। কেননা, তা তাকে এমন বিকৃতরুচির শিকার করে যার কোন সংশোধন প্রত্যাশা করা যায় না। তবে যদি মহান আল্লাহ্ কারও সংশোধন চান তাহলে তা ব্যতিক্রম। কাজেই, প্রত্যেকের কর্তব্য হলো আপন সন্তানদের শৈশবে ও কৈশরে [পুংমৈথুনের অভিশাপ হতে] রক্ষা করা এবং মহান আল্লাহ্র রাসূলের যবানে অভিশপ্ত এই সকল শয়তানের সাহচর্য হতে বাঁচিয়ে রাখা। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে হিফাযাত করুন। আমীন!

এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, পুংমৈথুনের শিকার ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত কিনা? তবে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত বা রায় হলো পুংমৈথুনের শিকার ব্যক্তি যদি বিশুদ্ধরূপে খাঁটি তাওবা করে এবং আল্লাহ্‌ভিমুখিতা ও সংশোধনপ্রাপ্ত হয়, তার পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে নেয়, বিভিন্ন প্রকার বন্দেগী ও আনুগত্য দ্বারা নিজেকে তা হতে পবিত্র করে নেয় এবং পরবর্তীতে স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করে এবং স্বীয় প্রতিপালকের সাথে নিজের আচরণকে একান্ত ও একনিষ্ঠ করে নেয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে এবং জান্নাতবাসী হবে। কেননা, আল্লাহ্ তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের পাপ ক্ষমা করে থাকেন।

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

আর যারা নিবৃত্ত না হয়, তারাই যালিম, (৪৯ : ১১)

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

কিন্তু সীমালঙ্ঘন করার পর কেউ তাওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (৫ ঃ ৩৯)।

কিন্তু যে পুংমৈথুনের শিকার শৈশবের চেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় আরও বেপরওয়া হয়ে উঠে, তার তাওবা দুঃসাধ্য, অসম্ভব। কোন বিশুদ্ধ তাওবা কিংবা তার অতীত পাপকর্ম মোচনকারী কোন নেক আমলের সে উপযুক্ত হবে এ সম্ভাবনাও সদূরপরাহত। উপরন্তু তার বেঈমান অবস্থায় মৃত্যুর আশঙ্কা বিদ্যমান। যেমন বহুজনের ভাগ্যে ঘটেছে। যারা তাদের এই সকল পাপপঙ্কিলতাসহ মৃত্যুবরণ করেছে। দুনিয়া ত্যাগের পূর্বে তা হতে পবিত্রতা অর্জন করতে পারেনি। আর কারও কারও নিকৃষ্টতম মৃত্যু ঘটেছে এমনকি এই পাপাসক্তি তাকে অমার্জনীয় মহাপাপ শিরকে নিপতিত করেছে। আর পুংমৈথুনে অভ্যস্ত এবং অন্যান্য যৌন বিকারগ্রস্তদের বহু ঘটনা রয়েছে যার উল্লেখ এ পরিচ্ছেদের কলেবর বৃদ্ধি করবে। আমাদের উদ্দেশ্য একথা বর্ণনা করা যে, পাপাসক্তি, অবাধ্যতা, প্রবৃত্তিপরায়ণতা বিশেষত যৌন প্রবৃত্তি মানুষকে মৃত্যুকালে শয়তানের সহযোগীরূপে অপদস্থতার শিকার করে। ফলে ঈমানের দুর্বলতার সাথে সে যখন এই অপদস্থতার শিকার হয়, তখন তা তাকে মন্দ পরিণতি বা ঈমানশূন্য মৃত্যুর শিকারে পরিণত করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا –আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক (২৫ ঃ ২৯)।

এমনকি পুংমৈথুনে লিপ্ত হয়নি এমন অনেকেও ঈমানশূন্য মৃত্যুর কবলে পতিত হয়েছে, যারা এর চেয়ে লঘুপাপে জড়িত ছিল। আর ঈমানহীন মৃত্যু হতে মহান আল্লাহ্ আমাদের আশ্রয় দান করুন– সে পতিত হবে না আল্লাহ্র সাথে যার ভিতরের ও বাইরের সম্পর্ক ঠিক আছে, বিশুদ্ধ আছে এবং যে তার কথায় ও কাজে সত্যপন্থী। কেননা, এটা অশ্রুতপূর্ব যেমন আবদুল হক আল-ইশবীলী (সেভিলীয়) উল্লেখ করেছেন। আসলে ঈমানহীন মৃত্যু তার ভাগ্যে ঘটে, যার অভ্যন্তরের 'আকীদা ও সকল বাহ্যিক আমল নষ্ট হয়ে গেছে এবং নির্দ্বিধায় সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত এবং অপরাধ সংঘটনে দুঃসাহসী। আর কখনও তার এ অবস্থা প্রচল হয়ে দেখা দেয় এবং তাওবার পূর্বে তার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়।

সারকথা এই যে, পুংমৈথুন হলো মহা অনাচার ও জঘন্যতম পাপাচার। পূর্ববর্তী আরবদের মাঝে এর কোন পরিচয়, প্রচলন ছিল না। যেমন, একাধিক নির্ভরযোগ্য আরব ঐতিহাসিক তা উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক বলেছেন, যদি না আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে লূত আলায়হিস সালামের সম্প্রদায়ের কাহিনী বর্ণনা করতেন, তাহলে আমি ধারণা করতে পারতাম না যে, কোন পুরুষ অন্য পুরুষে উপগত হতে পারে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ -

"তোমরা যাদেরকে লূত সম্প্রদায়ের কর্মে লিপ্ত দেখবে তাদের 'কর্তা' ও 'কৃত' উভয়কে হত্যা করবে।" সুনান সংকলকগণ হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইব্ন হিব্বান ও অন্যরা তাকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। পুংমৈথুনকারীকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তিনবার অভিশাপ করেছেন। আর এই পাপ ছাড়া অন্য কোন পাপকাজে তিনি তিনবার অভিশাপ করেননি। উপরন্তু, এ ক্ষেত্রে তিনি 'কর্তা' ও 'কৃত' উভয়কে হত্যা করার নির্দেশ

দিয়েছেন। কারণ, তাদের স্বভাব ও রুচি-বিকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ পৈশাচিকতার কারণে **মানবসমাজে** তাদের থাকার কোন অধিকার নেই। আর যে এ জাতীয় বিকৃত যৌনাচারের স্তরে **পৌঁছে** গেছে তার বেঁচে থাকার মাঝে কারও কোন কল্যাণ নেই। বরং আল্লাহ্ পাক যখন **সকলকে** তাদের থেকে নিষ্কৃতি ও স্বস্তি দিবেন, তখন সকলের জীবিকা ও ধার্মিকতার বিষয়টি **সংশোধিত** হবে। এছাড়া লা'নত বা অভিশাপ হলো বিতাড়ন ও বিদূরণ। আর যে মহান আল্লাহ্ হতে, তাঁর রাসূল (সা) হতে, তার নাযিলকৃত কিতাব হতে এবং তাঁর সৎ বান্দাদের নিকট হতে বিদূরিত ও বিতাড়িত, তার মাঝে ও তার নৈকট্যে ও সাহচর্যে কোন কল্যাণ নেই। আর আল্লাহ্পাক যাকে সন্ধানী দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা এবং আলোকিত বিবেক ও বিচক্ষণতা দান করেছেন, সে মানুষের অবয়ব ও মুখাকৃতি হতে তাদের কর্মের ধারণা লাভ করে। কেননা, মানুষের মুখাবয়বে, চোখে এবং কথায় তাদের কর্মের প্রকার ও প্রকৃতি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা এই অপকর্মের উল্লেখ করে তাকে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ করেছেন। তিনি বলেন—

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ـ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ـ

"তারপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি (সেই) জনপদকে উল্টিয়ে উপর-নীচ করে দিলাম এবং তাদের উপর প্রস্তর-কঙ্কর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শনাদি রয়েছে" (১৫ ঃ ৭৩-৭৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ـ وَلَوْنَشَاءُ لَاَرَيْنَا كَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَا هُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ـ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ـ

"যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন না ? আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারবে, তবে তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি জেনে নিব তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি" (৪৭ ঃ ২৯-৩১)।

এ ছাড়া এ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসসমূহ। আর পুংমৈথুনকারীর স্বভাব ও রুচি-বিকৃতি ঘটেছে, ফলে সে পুরুষে উপগত হয়েছে আর আল্লাহ্ তার অন্তরকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন এবং তার বিষয়কে বিপরীতমুখী করে দিয়েছেন। পরিণামে তার সংশোধন ও সুমতি সদূর পরাহত। তবে যে তাওবা করে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারপর সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র। আর প্রকৃত তাওবাকারীর বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ পাক সূরা তাওবার শেষাংশে উল্লেখ করে বলেছেন— اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ অর্থাৎ তাওবাকারী হলো ইবাদতকারিগণ। কাজেই তাওবাকারী বা পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত ব্যক্তিকে ইবাদত-বন্দেগী এবং আখিরাতের উদ্দেশ্যে আমলের জন্য তৎপর হতে হবে। অন্যথায় নফস বা মানবচিত্ত হলো অস্থির ও নিত্যনতুন

অভিপ্রায়-প্রবণ তুমি যদি তাকে ন্যায় ও সত্যে ব্যস্ত না রাখ, তাহলে সে তোমাকে অসত্য ও অন্যায়ে লিপ্ত করবে। কাজেই, তাওবাকারীকে অবশ্যই তার যে সকল সময় নাফরমানীতে অতিবাহিত হয়েছে তা পরিবর্তন করে আনুগত্যে ব্যয় করতে হবে। এবং তাতে যে অবহেলা ও শিথিলতা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এবং পূর্বেকার অন্যায় ও পাপের পথের পদক্ষেপসমূহকে ন্যায় ও কল্যাণের পথের পদক্ষেপে পরিণত করতে হবে। উপরন্তু, নিজের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতিটি উচ্চারণ এবং প্রতিটি ভাবনা ও কল্পনাকে [পাপ ও অন্যায় হতে] রক্ষা করতে হবে। একবার এক ব্যক্তি জুনায়দ (রহ)-কে বলল, আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, এমনভাবে তাওবাহ্ করবে যেন পুনরায় গোনাহের কোন ইচ্ছা বাকী না থাকে, এমন আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন করবে যা অহংবোধ বা সম্মানবোধ দূর করে দেয়, মহান আল্লাহ্র প্রতি এমন আশা পোষণ করবে যা তোমাকে কল্যাণের বিভিন্ন পথে চলতে সদা তটস্থ করে রাখে এবং অন্তরের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে "মহান আল্লাহ্ তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন"– এই বিশ্বাস বজায় রাখবে। কাজেই এগুলি হলো তাওবাকারীর বৈশিষ্ট্য। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রশংসাকারী সিয়াম পালনকারী রুকূ ও সিজদাকারী। কাজেই, দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার ভাষ্য মতে এগুলো তাওবাকারীর বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা যখন বললেন, اَلتَّائِبُوْنَ অর্থাৎ তাওবাকারী তখন যেন কেউ প্রশ্ন করল, কারা তারা ? তখন বলা হলো, তারা হলো ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী আয়াতের শেষ পর্যন্ত। অন্যথায় তাওবা করার পর তাওবাকারী যদি মহান আল্লাহ্র নৈকট্যের মাধ্যম গ্রহণ ও অবলম্বন না করে, তাহলে সে দূরত্বে ও পশ্চাতে অবস্থান করবে, নৈকট্যে ও সম্মুখে নয়। যেমন কেউ কেউ আনুগত্য ছেড়ে নিষিদ্ধ নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে মহান আল্লাহ্র ব্যাপারে প্রতারিত হয়ে থাকে। কেননা, আনুগত্য ছেড়ে নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়া কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে হারামে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে গুরুতর। প্রকৃত তওবাকারী সেই ব্যক্তি যে নিষিদ্ধ বিষয়াদি এড়িয়ে চলে এবং নির্দেশিত বিষয়াদি পালন করে, সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করে। আর সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহ্ তা'আলাই হলেন একমাত্র সাহায্যকারী ও তাওফীক দাতা। আর তিনি অন্তর্যামী।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, খলীফা ওয়ালীদ বিশুদ্ধ আরবী বলতে পারতেন না। যেমন, একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীদ তার খুতবাতে এই আয়াত يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةُ! হায় আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো। পড়তে গিয়ে ব্যাকরণগত ভুল করল [তা হরফকে যবরের পরিবর্তে পেশ দিয়ে পড়ল] তখন উমর ইব্ন আবদুল আযীয বললেন, হায়! এই মৃত্যু যদি তোমার ভাগ্যে ঘটত এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমার থেকে স্বস্তি দিতেন! সে পবিত্র মদীনাবাসীকে সম্বোধন করে বলত, ইয়া আহলুল মদীনা।[১] খলীফা আবদুল মালিক একদিন কুরায়শের এক ব্যক্তিকে বলল ঃ তুমি তো বেশ চৌকস ব্যক্তি, তবে তুমি অশুদ্ধ আরবী না বললে বেশ হতো। তখন সে বলল, আপনার ছেলে ওয়ালীদ সেও তো অশুদ্ধ আরবী বলে। তখন আবদুল মালিক বলল, কিন্তু আমার ছেলে সুলায়মান বিশুদ্ধ আরবী বলে। তখন লোকটি বলল, আমার ভাই অমুক সেও বিশুদ্ধ আরবী বলে। ইব্ন জারীর বলেন, উমর সূত্রে আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাদাইনী হতে তিনি বলেন, শামবাসীদের কাছে ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক ছিলেন সর্বোত্তম খলীফা। তিনি দামেশকে বহু মসজিদ নির্মাণ করেছেন, বহু

১. সঠিক হলো ইয়া আহ্লাল-মাদীনাহ্ বলা।

মিনার স্থাপন করেছেন, সাধারণ লোক এবং কুষ্ঠরোগীদের উদার হস্তে দান করেছেন, জনসাধারণকে বলেছেন, তোমরা লোকদের কাছে প্রার্থনা করো না। এ ছাড়া তিনি প্রত্যেক প্রতিবন্ধীকে একজন সেবক এবং প্রত্যেক অন্ধকে একজন পথপ্রদর্শক দান করেছেন। তার খিলাফতকালে তিনি বহু বিশাল বিজয়ের অধিকারী হয়েছেন। রোম আক্রমণের প্রতিটি অভিযানকালে তিনি তার ছেলেদের পাঠাতেন। তাঁর আমলে তিনি ভারত, সিন্ধু, স্পেন এবং পারস্য দেশের বহু অঞ্চলে বিজয় অর্জন করেন। এমনকি তার প্রেরিত সেনাবাহিনী চীন ও অন্যান্য দেশেও প্রবেশ করে। আলী আল-মাদাইনী বলেন, এসর সত্ত্বেও তিনি সব্জি বিক্রেতার কাছে যেতেন এবং সব্জির আটি হাতে ধরে বলতেন, এটা তুমি কত দিয়ে বিক্রি করবে। তখন সে বলত এক পয়সায়। এরপর তিনি বলতেন, তার মূল্য বাড়িয়ে বলো, তাহলে তুমি লাভবান হবে। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, হাফিযে কুরআনগণের সমাদর ও সম্মান করতেন এবং তাদের পক্ষে তাদের ঋণসমূহ পরিশোধ করতেন। ঐতিহাসিকগণ আরও বলেন, খলীফা ওয়ালীদের চিন্তা-ভাবনা আবর্তিত হতো ভবন ইত্যাদি নির্মাণ নিয়ে। আর তার প্রজারাও ছিল তেমন। একজনের সাথে অন্যজনের সাক্ষাৎ হলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করত, তুমি কী নির্মাণ করেছো ? তুমি কী গড়েছো? আর তার ভাই সুলায়মানের চিন্তা-ভাবনা ছিল রমণীকেন্দ্রিক। ফলে তার আমলে প্রজাদের অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। কারও সাথে কারও সাক্ষাৎ হলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করত, তুমি কতজন রমণী বিবাহ করেছো ? তোমার কাছে কতজন দাসী-বাঁদী রয়েছে ? আর হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের চিন্তা-ভাবনা ছিল কুরআন তিলাওয়াত এবং সালাত ও ইবাদত-বন্দেগী নিয়ে। আর সে সময় প্রজাদের অবস্থাও তেমন ছিল। একজনের সাথে অন্যজনের সাক্ষাৎ হলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করত, তোমার দৈনিক ওযীফা কী পরিমাণ ? প্রতিদিন তুমি কতটুকু তিলাওয়াত কর ? গতরাতে তুমি কত রাকআত নামায পড়েছো ?

[বলা হয় যে প্রজারা রাজার অনুসারী, অনুবর্তী হয়ে থাকে। রাজা যদি মদ্যপ হয়, তাহলে মদের প্রসার ঘটে, সে যদি পুংমৈথুনকারী হয়, তাহলে প্রজারাও তার অনুসারী হয়। সে যদি কৃপণ ও লোভী হয়ে থাকে, তাহলে প্রজারাও তদ্রূপ, সে যদি লোভী, অত্যাচারী ও নিপীড়ক হয় তাহলে প্রজারা তদ্রূপ, আর সে যদি ধার্মিক, আল্লাহ্ভীরু, সদাচারী ও অনুগ্রহশীল হয়, তাহলে তার প্রজারাও তদ্রূপ হয়। আর এটা বহু যুগের এক যুগে এবং বহুজনের একজনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত।]

ওয়াকিদী বলেন, খলীফা ওয়ালীদ ছিলেন পরাক্রমের অধিকারী প্রতাপশালী শাসক। ক্রুদ্ধ হলে অপ্রতিহত, নাছোড় স্বভাবের একরোখা এবং অধিক আহার ও রমণকার্যে অভ্যস্ত এবং তালাক প্রদানে সিদ্ধহস্ত। বলা হয় অগণিত দাসী-বাঁদী ব্যতীত তিনি (৬৩) তেষট্টিজন নারীকে বিবাহ করেন। অবশ্য আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, সে হলো ফাসিক শাসক ওয়ালীদ ইব্ন যায়িদ, জামি' দামেশকের নির্মাতা ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক নয়। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

গ্রন্থকার আরও বলেন, খলীফা ওয়ালীদ জামি' দামেশক নির্মাণ করেন আমাদের পূর্বোল্লিখিত 'ধরণে', তৎকালীন পৃথিবীতে তার কোন তুলনা ছিল না। এছাড়া তিনি বায়তুল মাকদিসের সাখরা নির্মাণ করে তার উপর গম্বুজ গড়ে তোলেন এবং মসজিদে নববীকে পুনর্নির্মাণ করে এত সম্প্রসারিত করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও তাঁর সাথীদ্বয়ের কবর সম্বলিত হুজরাখানি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এছাড়াও তার আরও বহু সুকীর্তি রয়েছে। আর তার ওফাত সংঘটিত হয় এ বছরের জুমাদাল উখরা মাসের পনের

তারিখ শনিবার। ইব্‌ন জারীর বলেন, সকল জীবন-চরিত সংকলক এ ব্যাপারে একমত। তবে উমর ইব্‌ন আলী আল-ফাল্‌লাস এবং একদল ঐতিহাসিক বলেন, তার ওফাত সংঘটিত হয় এ বছরের রবীউল আওয়াল মাসের পনের তারিখ শনিবার ছিচল্লিশ কিংবা তেতাল্লিশ কিংবা উনপঞ্চাশ কিংবা চুয়াল্লিশ বছর বয়সে। তার ওফাত হয় দায়রে মারান নামক স্থানে। এরপর লোকদের কাঁধে তার শবদেহ বহন করা হয় এবং তাকে বাবুস সাগীর নামক সমাধিতে সমাধিস্থ করা হয়। কারও কারও মতে তাকে সমাহিত করা হয় বাবুল ফারাদীস নামক সমাধিক্ষেত্রে। ইব্‌ন আসাকির তা বর্ণনা করেছেন। আর তার জানাযার নামায পড়ান উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয [কেননা, তার ভাই সুলায়মান তখন আল-কুদ্‌স্ শরীফে অবস্থান করছিল। কারও মতে তার জানাযার নামায পড়ান তার ছেলে আবদুল আযীয] কারও মতে তার জানাযার নামায পড়ান তার ভাই সুলায়মান। তবে সঠিক হল উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন। আর তিনিই তাকে কবরে নামান এবং নামানোর সময় তিনি বলেন, তাকে কোন শয্যা ও বালিশ ছাড়াই আমরা কবরে নামাচ্ছি। আর তুমি তোমার 'প্রিয় অর্জন' পশ্চাতে রেখে এসেছ, প্রিয়জন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছ, মাটিতে বসবাস শুরু করেছ এবং হিসাবের মুখোমুখি হয়েছ। আর এখন তুমি তোমার পূর্বে প্রেরিত নেক আমলের মুখাপেক্ষী এবং পরিত্যক্ত ধনসম্পদের অমুখাপেক্ষী। একাধিক সূত্রে হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয হতে বর্ণিত যে, তিনি যখন ওয়ালীদকে তার কবরে শুইয়ে দিলেন, তখন সে তার কাফনের মাঝে নড়ে উঠল এবং তার পা দুটি (ভাঁজ করে) গলা বরাবর গুটিয়ে আনল। প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তার খিলাফতকাল ছিল নয় বছর আট মাস। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

আল-মাদাইনী বলেন, খলীফা ওয়ালীদের উনিশজন ছেলে সন্তান ছিল। তারা আবদুল আযীয, মুহাম্মদ, আব্বাস, ইবরাহীম, তাম্‌মাম, খালিদ, আবদুর রহমান, মুবাশ্‌শির, মাসরূর আবূ উবায়দাহ্, সাদকা, মানসূর, মারওয়ান, আনবাসা, উমর, রূহ, বিশর, ইয়াযীদ, ইয়াহ্‌ইয়া। এদের মধ্যে আবদুল আযীয ও মুহাম্মদের মা হলেন তার পিতৃব্য আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ানের কন্যা উম্মুল বানীন, আর আবূ উবায়দার মা হলেন ফাযারিয়া। এছাড়া তার অন্য সকল ছেলেরা হলেন বিভিন্ন দাসীর গর্ভজাত। আল-মাদাইনী বলেন, তার মৃত্যুতে কবি জারীর শোক গাথায় আবৃত্তি করেছিল ঃ

يَا عَيْنُ جُوْدِى بَدمعٍ هَاجَهُ الذِّكْرِ * فما لَد معك بعدَ اليَوْمِ مدخرُ

হে আমার চক্ষু, অশ্রুবর্ষণে উদার হও, প্রিয়জনের স্মরণ যাকে উদ্বেলিত করেছে, আজকের পর আর তোমার অশ্রু সঞ্চিত রাখা নিষ্প্রয়োজন।

اِنَّ الخليفةَ قد وَارتْ شمائله * غَبْرَاءُ مُلْحَدَة فى جولها زور

খলীফার বদান্য স্বভাবকে আবৃত করেছে এমন ধূসর-সমাধি যার পার্শ্বদেশে বক্রতা রয়েছে।

أَضْحى بَنُوْه وقد جَلَّتْ مُصيبتهم * مثل النُّجوم هَوى من بَيْنها القَمَرُ

মহা বিপর্যয়গ্রস্ত তার ছেলেদের অবস্থা হয়েছে ঐ তারকাপুঞ্জের ন্যায় যাদের মধ্য হতে চন্দ্র খসে পড়েছে।

كانُوا جَمِيْعًا فلم يَدفع منيته * عَبْدُ العزيز وَلاَ روح وَلا عُمَرُ

তারা সকলেই ছিল কিন্তু আবদুল আযীয, রূহ কিংবা উমর কেউই তার মৃত্যু রোধ করতে পারল না।

খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের খিলাফত কালে আরও যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন যিয়াদ ইব্ন হারিছ আত্তামীমী আদ্-দিমাশকী। তার বাড়ী ছিল ছাকাফীদের প্রাসাদের পূর্ব পার্শ্বে। তিনি হাবীব ইব্ন মাসলামা আল ফিহ্রী হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তার রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের বিষয়বস্তু হলো, যে ব্যক্তির কাছে সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলার পর্যাপ্ত আহার রয়েছে তার অন্যের কাছে কিছু চাওয়া নিষেধ এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গনীমত বিষয়েও তার রিওয়ায়াত বিদ্যমান। কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, তিনি সাহাবী কিন্তু সঠিক কথা হলো তিনি একজন তাবেঈ। তার থেকে আতিয়াহ্ ইব্ন কায়স, মাকহূল এবং ইউনুস ইব্ন মায়সারাহ্ ইব্ন হালবাস হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এ সত্ত্বেও তার ব্যাপারে আবূ হাতিম বলেছেন, তিনি অজ্ঞাতপরিচয় শায়খ। তবে ইমাম নাসাঈ ও ইব্ন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেছেন যে, জুমুআহ্র দিন দামেশ্কের পাশে মসজিদে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন নামায বিলম্বিত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর আল্লাহ্ কোন নবী পাঠাননি—যিনি তোমাদেরকে এই জুমুআর নামায এই সময়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইব্ন আসাকির বলেন, তখন খাযরায় প্রবেশ করিয়ে তার শিরশ্ছেদ করা হলো। আর তা হলো ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের শাসনামলে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন উছমান

তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন পবিত্র মদীনার কাযী এবং সম্ভ্রান্ত, সদাচারী, বদান্য ও প্রশংসাভাজন। আর আল্লাহ্ অধিক জানেন।

সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের খিলাফত

তার ভ্রাতা ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিকের মৃত্যুর দিনই তার অনুকূলে খিলাফতের বায়আত গৃহীত হয়। আর এটা ছিল ছিয়ানব্বই হিজরীর জুমাদাল্ উখ্রা মাসের পনের তারিখ শনিবার। ভাইয়ের মৃত্যুকালে সুলায়মান রামালায় অবস্থানরত ছিল। পিতার ওসিয়ত মুতাবিক ভাইয়ের মৃত্যুর পর সেই সিংহাসনের নির্ধারিত উত্তরাধিকারী ছিল।

অবশ্য ওয়ালীদ তার মৃত্যুর পূর্বকালে তার ভাই সুলায়মানকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর পদ হতে সরিয়ে পদটি তার ছেলে আবদুল আযীযের জন্য নির্ধারিত করতে চেয়েছিল। আর তার গভর্নর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ তাকে এ ব্যাপারে প্ররোচনা ও নির্দেশনা দিয়েছিল। তদ্রূপ সেনাপতি কুতায়বা ইব্ন মুসলিম এবং বিশিষ্ট লোকদের একটি দলও তাকে একই পরামর্শ দিয়েছিল। কবি জারীর ও অন্যরা এ প্রসঙ্গে কবিতাও রচনা করেছে। কিন্তু বিষয়টি সুসংহত হওয়ার পূর্বেই ওয়ালীদ মৃত্যুবরণ করেন। তখন সুলায়মানের অনুকূলে বায়আত গৃহীত হয়। ফলে কুতায়বা ইব্ন মুসলিম শঙ্কিত হন এবং সুলায়মানের অনুকূলে বায়আত না করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন সুলায়মান তাকে অপসারণ করে ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবকে প্রথমে ইরাক তারপর খোরাসানের গভর্নর প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এরপর দশ বছর পর সে তাকে তার পদে পুনর্বহাল করে এবং হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের স্বজন পরিজনকে শাস্তিদানের জন্য তাকে নির্দেশ প্রদান করেন। আর ইতিপূর্বে হাজ্জাজই ইয়াযীদকে খোরাসানের গভর্নর পদ হতে অপসারণ করেছিল। এবছরের রমযান মাসের তেইশ তারিখে সুলায়মান পবিত্র মদীনার গভর্নরের পদ হতে উছমান ইব্ন হায়্যানকে অপসারণ করে। এবং আবূ বাকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হায্মকে তার গভর্নর নিয়োগ করেন যিনি একজন আলিম ছিলেন।

এদিকে কুতায়বা ইব্ন মুসলিমের কাছে যখন সুলায়মানের খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সংবাদ পৌঁছিল। তখন তিনি তার বরাবর একটি পত্র লিখলেন। এতে তিনি প্রথমে সুলায়মানকে তার ভ্রাতৃ বিয়োগে সান্ত্বনা দিলেন এবং খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে অভিনন্দন জানালেন। তারপর তাতে নিজের ত্যাগ তিতিক্ষা সমরকুশলতা, এবং শত্রুদের হৃদয়ে তার ভীতির কথা এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার নেতৃত্বে সে সকল নগর, জনপদ ও দেশে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন তার কথা উল্লেখ করলেন। এরপর তিনি উল্লেখ করলেন, যদি তিনি খোরাসানের গভর্নর পদ হতে অপসারিত না হন, তাহলে তার জন্যও তিনি তার ভাই ওয়ালীদের অনুরূপ আনুগত্য ও হিতাকাঙ্ক্ষা পোষণ করবেন। এ পত্রে তিনি ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের সমালোচনা করলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় একটি পত্র লিখলেন। এতে তিনি তার সমরকুশলতা ও বিজয়সমূহের কথা এবং শত্রু শাসক ও পারসিকদের অন্তরে তার ভীতির কথা উল্লেখ করলেন। এবং এতেও ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের সমালোচনা করলেন। আর তাতে শপথ করে বললেন, সুলায়মান যদি তাকে অপসারিত করে ইয়াযীদকে নিয়োগ করে তাহলে তিনি সুলায়মানকে খলীফার পদ থেকে অপসারিত করবেন। এরপর তিনি তৃতীয় একপত্র লিখলেন যাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে সুলায়মানের আনুগত্য প্রত্যাহার করে নিলেন এবং ডাকদূতের মাধ্যমে পত্রগুলো প্রেরণ করলেন। আর তিনি দূতকে বলে দিলেন, প্রথমে তুমি প্রথম পত্রটি তাকে অর্পণ করবে। যদি সে তা পাঠ করে ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবকে অর্পণ করে তাহলে তুমি তাকে দ্বিতীয় পত্রটি অর্পণ করবে। তারপর যদি সে তা পাঠ করে ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের কাছে অর্পণ করে তবে তাকে তৃতীয় পত্রটি অর্পণ করবে। পরবর্তীতে সুলায়মান যখন প্রথম পত্রটি পাঠ করল ঘটনাক্রমে ইয়াযীদ তখন সুলায়মানের কাছে উপস্থিত ছিল তখন সে তা ইয়াযীদের কাছে অর্পণ করল ফলে সেও তা পড়ল। এরপর ডাকদূত তাকে দ্বিতীয় পত্রটি অর্পণ করল, এবং সে তা পাঠ করে ইয়াযীদের কাছে অর্পণ করল। এরপর ডাকদূত তাকে তৃতীয়পত্রটি অর্পণ করল। সুলায়মান তখন দেখল সে পত্রে তাকে অপসারণের হুমকি রয়েছে এবং তার কাছে বায়আত প্রত্যাহার করা হয়েছে, ফলে ক্রোধে তার চেহারা বিবর্ণ হল। তারপর সে তা নিজ হাতে ধরে রাখল ইয়াযীদের কাছে অর্পণ করল না। তারপর সে ডাকদূতকে শাহী মেহমানখানায় আপ্যায়নের নির্দেশ প্রদান করল। রাত্রিকালে ডাকদূতকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন দিল এবং খোরাসানের গভর্নর পদে কুতায়বার পুনর্বহালের ফরমান সম্বলিত পত্র অর্পণ করল। আর ঐ ডাকদূতের সাথে তাকে তার পদে বহাল রাখার জন্য আরেকজন ডাকদূত প্রেরণ করল। তারপর উভয় দূত যখন খোরাসানে পৌঁছল তখন তারা জানতে পারল যে, কুতায়বা খলিফার আনুগত্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তখন সুলায়মানের ডাকদূত তার পত্র কুতায়বার ডাকদূতের কাছে অর্পণ করল। এরপর সুলায়মানের ডাকদূত ফিরে আসার পূর্বেই তাদের কাছে কুতায়বার নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছল।

কুতায়বা ইব্ন মুসলিমের হত্যাকাণ্ড

এই হত্যাকাণ্ডের পটভূমি হলো সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিককে খিলাফতের পদ হতে অপসারণ এবং তার আনুগত্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়ে কুতায়বা ইব্ন মুসলিম তার অধীনস্থ ফৌজ ও সৈনিকদের সমবেত করলেন। এরপর তিনি তাদের সামনে তার উচ্চ মনোবল, বিজয় ও তাদের ব্যাপারে ন্যায়-ইনসাফের কথা এবং তাদেরকে বিপুল অর্থসম্পদ প্রদানের কথা উল্লেখ করে সকলকে তার আনুগত্যের আহ্বান জানালেন। তার কথা ও বক্তব্য শেষ হলো। কিন্তু, কেউ তার আহ্বানে সাড়া দিল না। তখন তিনি তাদেরকে গোত্র গোত্র ও দল দল করে ভর্ৎসনা

ও নিন্দা করতে লাগলেন। তখন সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেল **এবং এর**পর তার বিরোধিতায় তৎপর হলো এবং তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে লাগল। ওয়াকী' **ইব্‌ন** আবূ সূদ নামক এক ব্যক্তি তাকে হত্যার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করল। প্রথমে সে তার **পক্ষে** বহু সংখ্যক লোক সমবেত করল। এরপর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাকে হত্যা করল। এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো এ বছরের যুল্‌হাজ্জাহ্ মাসে। এসময় কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিমের সাথে তার এগার ছেলে ও ভাতিজা নিহত হয়। তাদের মাঝে একমাত্র যিরার ইব্‌ন মুসলিম জীবিত ছিল। তার মা ছিল গার্‌রা বিন্‌ত যিরার ইব্‌নুল কা'কা' ইব্‌ন মা'বদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুরারাহ্, তার মাতুলেরা তাকে রক্ষা করে। এছাড়া আমর ইব্‌ন মুসলিম সে সময় জাওয্‌জানের প্রশাসক ছিল। আর কুতায়বার সাথে আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ্, উবায়দুল্লাহ্, সালিহ্, ইয়াসার নিহত হয় এরা মুসলিমের ছেলে (অর্থাৎ কুতায়বার ভ্রাতা) এবং এদের ছেলে চারজন নিহত হয়, যাদের প্রত্যেককে হত্যা করে ওয়াকী' ইব্‌ন সূদ।

কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাসীন ইব্‌ন রাবীআ আবূ হাফস আল বাহিলী সর্বোত্তম ও নেতৃস্থানীয় আমীরদের অন্যতম। উপরন্তু, তিনি ছিলেন গুণী ও খ্যাতিমান বিশিষ্ট সেনানায়ক, দুঃসাহসী, সমরকুশলী বিজেতা এবং দূরদর্শিতার অধিকারী। তার হাতে অগণিত মানুষ হিদায়াত লাভ করেছিল এবং তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য মেনে নিয়েছিল। এছাড়া তিনি বহু বড় বড় নগর জনপদ ও দেশ ও ভূ-খণ্ড জয় করেছিলেন। যা ইতোপূর্বে বিশদ ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর মহান আল্লাহ্ নিশ্চয় তার চেষ্টা-সাধনা এবং ত্যাগ ও জিহাদকে নিষ্ফল করবেন না।

কিন্তু, তিনি একটি মাত্র পদস্খলনের শিকার হলেন, আর তাতেই তার অকাল মৃত্যু হলো। এমন একটি কাজ করলেন যাতে তিনি অপদস্থ হলেন, ইমামের আনুগত্য প্রত্যাহার করে নিলেন, ফলে মৃত্যু তার দিকে দ্রুত ধাবিত হলো। মুসলমানদের জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হলেন ফলে জাহিলিয়াতের মৃত্যুর শিকার হলেন। কিন্তু তার আমলনামায় এত পরিমাণ নেক আমল রয়েছে যা দ্বারা 'নিশ্চয়' আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং পুণ্যসমূহ দ্বিগুণ করবেন। আল্লাহ্ তাকে ছাড় দিবেন এবং ক্ষমা করবেন এবং শত্রুর মুকাবিলায় তিনি যা কিছু সহ্য করেছেন তার থেকে তা কবুল করবেন। তিনি নিহত হন খোরাসানের দূরতম প্রান্ত ফারগানাতে। এ বছরের যুল্-হাজ্জাহ্ মাসে। তখন তার বয়স ছিল আটচল্লিশ বছর। তার পিতা ছিলেন আবূ সালিহ্ মুসলিম যিনি হযরত মুসআব ইব্‌ন যুবায়রের সাথে নিহত হয়েছিলেন। তিনি দশ বছর খোরাসানের গভর্নর ছিলেন। এ সময়ে তিনি নিজে যেমন প্রভূত কল্যাণ অর্জন করেছেন, তেমনি প্রজাদের মাঝেও প্রভূত কল্যাণ বিস্তার করেছেন। কবি আবদুর রহমান ইব্‌ন জুমানা আল বাহিলী তার মৃত্যুতে শোকগাঁথা রচনা করে বলেন ঃ

كأن أبا حفص قتيبة لم يسر * بجيش إلى جيش ولم يعل منبرا

আবূ হাফস কুতায়বা যেন কোন দিন কোন ফৌজ নিয়ে ফৌজ অভিমুখে অগ্রসর হননি এবং কখনও কোনও মিম্বরে আরোহণ করেননি।

ولم تخفق الرايات والقوم حوله * وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا

যোদ্ধারা তাকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যেন যুদ্ধ ঝাণ্ডাসমূহ আন্দোলিত হয়নি এবং লোকেরা যেন তার অনুগত কোন ফৌজ দেখেনি।

وَعَتْه المنايا فاستجاب لِرَبِّه * وراح إلى الجنَّاتِ عِفًا مُطَهَّرًا

মৃত্যুরা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। তখন তিনি স্বীয় রবের আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং পবিত্র ও সচ্চরিত্র অবস্থায় জান্নাতের দিকে ধাবিত হলেন।

فما رُزِئَ الإِسْلاَمُ بعد مُحَمَّدٍ * بِمِثْلِ أَبِى حَفْصٍ فبكيه عَبْهرًا

আবূ হাফসের মৃত্যুতে ইসলামের যে ক্ষতি হয়েছে মুহাম্মদ (সা)-এর মৃত্যুর পর আর ইসলামের এতবড় ক্ষতি হয়নি। কাজেই 'আবহার' তুমি তার শোকে কাঁদ।

কবিতার শেষ পঙ্ক্তিতে কবির অসংযত আবেগের প্রকাশ ঘটেছে। 'আবহার' তার ছেলের নাম। ওয়াকী ইব্‌ন সূদের হাতে কুতায়বার নিহত হওয়ার এই ঘটনায় কবি তিরিম্মাহ বলেন ঃ

لَوْلاَ فَوَارِس مَذحِجٍ ابنة مَذْحِجِ * والأَزْد زَعْزَعَ واستبيح العَسْكَرُ

وَتَقَطَّعَتْ بهم البِلاَدُ ولم يؤبْ * مِنْهم إلى أهل العراقِ مُخْبِرُ

استضلعت عقد الجماعة وازدرى * أمر الخليفة وَاستحل المُنكر

قَوْمٌ همو قتلوا قتيبة عنوة * والخيل جامحة عليها العثيرُ

এক সম্প্রদায় তারা কুতায়বাকে জোরপূর্বক হত্যা করল আর অশ্বদল তখন অবাধ্য ও ধূলিধূসরিত।

بِالْمرج مَرْجَ الصين حيث تَبَيَّنَتْ * مُضَرُ العراقِ من الأعز الأَكْبَرُ

খোরাসানের চীন সংলগ্ন উর্বর ভূ-খণ্ডে যেখানে মুযার গোত্র স্পষ্টরূপে আবিষ্কার করল কে সবচে' শ্রেষ্ঠ ও সম্মানী ঃ

إذ حَالَفَتْ جَزَعًا وَرِبِيْعة كُلُّهَا * وتفرقت مُضَرُ ومَنْ يَتَمَضَّرُ

যখন আতঙ্কে গোটা রাবী'আহ্ গোত্র মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ হলো আর মুযার ও সাথে অবস্থানকারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

وتقدمَتْ أزد العراق وَمذْحج * للمَوْتِ يجمعها أبوها الأَكْبَرُ

ইরাকের আযদ গোত্র ও মাযহিজ গোত্র মৃত্যুর জন্য অগ্রসর হলো, যারা একই পিতৃপুরুষের বংশধর।

قَحْطَانُ تضرب رَأْس كل مرجج * تَحْمِى بصائر هُنَّ إِذْ لا تبصرُ

এরা বানূ কাহতান প্রত্যেক অস্ত্রসজ্জিতের মাথায় আঘাত করে।

১. আবহার দ্বারা উদ্দেশ্য নার্গিস বা ইয়াসমীন ফুল।

والأَزْدُ تعلم أن تحت لوائها * مُلْكًا قراسية ومَوْتُ أحْمَرُ

আযদ গোত্র জানে তার ঝাণ্ডা তলে রয়েছে বিরাট সাম্রাজ্য এবং লাল মৃত্যু।

فبعِزِّنا نصر النبي محمد * وبِنَا تَثْبت في دمشق المنبرُ

আমাদের শক্তি ও প্রতাপেই নবী মুহাম্মদ (সা) বিজয় লাভ করেছেন এবং আমাদের শক্তিতেই দামেশকের সিংহাসন সুস্থির রয়েছে।

ইব্ন জারীর এই কবিতাকে অতি বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন এবং আরও বহু কবিতা পঙ্ক্তি উল্লেখ করেছেন। ইব্ন খাল্লিকান বলেন, কবি জারীর কুতায়বা ইব্ন মুসলিমের শোকগাথা রচনা করেছেন। মহান আল্লাহ্ কুতায়বাকে রহম করুন, তার সাথে উদার ও মহৎ আচরণ করুন, তাকে সম্মানিত আশ্রয় দান করুন এবং ক্ষমা করুন।

نَدِمْتُمْ على قتل الأمير ابن مُسْلِم * وأنتم إذا لاَ قَيْتُم الله أنْدَمُ

আমীর ইব্ন মুসলিমকে হত্যা করে তোমরা অনুতপ্ত হয়েছ আর যখন তোমরা মহান আল্লাহ্র সম্মুখীন হবে, তখন আরও অনুতপ্ত হবে।

لَقَدْ كنتم من غَزْوَه في غنيمة * وانتم لمَنْ لاَ قَيْتُمُ اليَوْمَ مَغْنَمُ

তার নেতৃত্বের যুদ্ধাভিযানে তোমরা গনীমত লাভ করতে কিন্তু আজ তোমরা যে শত্রুর সাক্ষাৎ পাবে তাদের গনীমতে পরিণত হবে।

عَلَى أنه أفضى إلى حُوْر جَنَّةٍ * وتطبق بالبَلْوى عليكم جَهَنَّمُ

তবে তিনি তো জান্নাতের হূরদের সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন। আর তোমরা অচিরেই জাহান্নামের মহাবিপদে আবদ্ধ হবে।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন, তার ছেলে ও বংশধরদের অনেকে বিভিন্ন নগরের প্রশাসকের দায়িত্ব লাভ করেন। এদের মধ্যে 'উমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন কুতায়বা ইব্ন মুসলিম অন্যতম। ইনি ছিলেন বদান্য ও প্রশংসাভাজন। তার মৃত্যু হলে কবি আবূ আমর আশজা' ইব্ন আমর আসসুলামী আল্ মুররী যিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন, তিনি একটি শোকগাথা রচনা করেন। তিনি আবৃত্তি করেন ঃ

مَضى ابن سَعيدٍ حيث لَمْ يَبْقَ مَشْرِقٌ * ولاَ مَغْرب إلا له فيه مَادِحُ

ইব্ন সাঈদ মৃত্যুবরণ করেছেন এমন অবস্থায় যে, সকল স্থানে তার প্রশংসাকারী বিদ্যমান।

وَمَا كنت أدري ما فواضل كَفِّه * على الناس حتى غَيَّبَتْه الصَّفائحُ

সমাধি প্রস্তর তাকে অদৃশ্য করার পূর্বে আমি জানতে পারিনি মানুষের প্রতি তার দান ও অনুগ্রহ কী পরিমাণ।

وَأصْبَحَ في لحدٍ من الأرْض ضَيِّقٍ * وكانت به حَيًّا تضيق الضَّحَاضحُ

তিনি 'আজ' ভূগর্ভের এক সংকীর্ণ সমাধিতে শায়িত অথচ তার জীবদ্দশায় বিশাল জলভাগও ছিল সংকীর্ণ।

سَأَبْكِيك ما فاضت دُمُوْعِي فَإن تنضب * فَحَسْبك مِنِّيْ ما تجر الجوانح

যতোদিন আমার চোখে অশ্রু প্রবাহিত হবে ততদিন আমি তোমার শোকে কেঁদে যাব। আর যদি তা শুকিয়ে যায়, তাহলে আমার অন্তরে যে শোক ও বেদনা সুপ্ত আছে, তাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

فما أنا من رُزْئى وإن جل جازع * ولابسرُوْرٍ بعد موتك فَارِحُ

তোমার মৃত্যুর পর আমি আমার কোন শোকেই কাতর হব না এবং কোন আনন্দেই উৎফুল্ল হব না।

كأن لم يمت حَىٌّ سِوَاكَ ولم تقم * على أحَدٍ إلا عليك النَّوائحُ

অবস্থা এমন যেন তুমি ছাড়া অন্য কেউ কোন দিন মৃত্যুবরণ করেনি এবং তুমি ছাড়া অন্য কারও শোকে মাতমকারিণীরা বিলাপ করেনি।

لئن حَسُنَتْ فِيكَ المراثى وذكرها * لقد حسنت من قبل المدائح

আজ যদি তোমার ব্যাপারে শোকগাথা ও তার উল্লেখ সুন্দর হয়ে থাকে, তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা, ইতোপূর্বে তোমার ব্যাপারে স্তুতিগাথাও সুন্দর হয়েছিল।

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, নিঃসন্দেহে এই শোকগাঁথাটি বেশ সুন্দর। আর এতে বীরত্ব ও শৌর্য- বীর্যের প্রকাশ রয়েছে। আর তা 'হামাসা' অধ্যায়ে বিদ্যমান। এরপর তিনি বাহিলা গোত্র সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, এরা আরবের অতি ইতর গোত্র। তিনি বলেন, কোন মজলিসে আমাকে রিওয়ায়াত করা হয়েছে যে (একবার) আশ্‌'আছ ইব্‌ন কায়স বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমাদের (সকল সম্ভ্রান্ত ও ইতর) রক্ত কি সমমর্যাদা সম্পন্ন। তিনি বললেন : نَعَمْ ! لوقتلت رجلاً من باهلة لقتلتك হ্যাঁ! তুমি যদি বানূ বাহিলার কোন ব্যক্তিকেও হত্যা কর, তাহলেও আমি তোমাকে হত্যা করব। জনৈক আরবকে বলা হলো, বাহিলা গোত্রের সদস্য হয়ে কি তুমি জান্নাতে প্রবেশ করতে আগ্রহী ? জবাবে সে বলল, হ্যাঁ! আমি তাতে সম্মত আছি, তবে শর্ত হলো জান্নাতবাসীরা যেন বিষয়টি জানতে না পারে। জনৈক আরব এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোন্ গোত্রের লোক। সে বলল, বানূ বাহিলার। তখন সে তার জন্য সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করতে লাগল। এরপর লোকটি বলল, আমি তোমাকে আরেকটি বাড়তি তথ্য দিব। তা হলো আমি তাদের বংশজাত নই, তাদের সাহচর্যে অবস্থানকারী আযাদকৃত দাস। একথা শুনে আরব লোকটি তার হাতে-পায়ে চুমু খেতে লাগল। সে বলল, এটা আপনি কেন করছেন ? সে বলল, কেননা (আমার নিশ্চিত বিশ্বাস) আখিরাতে বিনিময়রূপে জান্নাত প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তোমাকে দুনিয়াতে এই বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছেন।

তারপর ইব্‌ন জারীর বলেন, এ বছরের মিসরের আমীর ও শাসক কুর্‌রা ইব্‌ন শারীক আল আব্‌সী ওফাতপ্রাপ্ত হন। আল বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, ইনি হলেন কুর্‌রা ইব্‌ন শারীক যিনি খলীফা ওয়ালীদের পক্ষ হতে মিসরের আমীর ও প্রশাসক ছিলেন। ইনিই আল ফায়ূম-এর জামি' মসজিদ নির্মাণ করেন। আর এ বছর লোকদের হজ্জ পরিচালনা করেন আবূ বাকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হায্‌ম। যিনি পবিত্র মদীনার প্রশাসক ছিলেন। আর এ সময় পবিত্র মক্কার প্রশাসক ছিলেন আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন উসায়দ। আর ইরাকের যুদ্ধ ও সালাতের দায়িত্বে ছিল ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব, আর খারাজ-কর আদায়ের দায়িত্বে সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান। এছাড়া ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের নাইবরূপে বসরার দায়িত্বে ছিল সুফ্‌য়ান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল্ কিন্‌দী আর কাযী ছিল আবদুর রহমান ইব্‌ন উযায়নাহ। কূফার কাযী ছিল আবূ বকর ইব্‌ন আবূ মূসা এবং খোরাসানের সমরকর্তা ছিল ওয়াকী ইব্‌ন সূদ। আর সুমহান আল্লাহ্ই সর্বাধিক জানেন।

৯৭ হিজরীর সূচনা

এ বছরেই সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক কনস্ট্যান্টিনোপল অভিমুখে মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন এবং এ বছরেই তিনি তার ছেলে দাউদকে 'সাইফা'-এর আমীর নিয়োগ করলে তিনি المرأة। দুর্গ জয় করেন। ওয়াকিদী বলেন, এ বছরেই মাসলামাহ্ ইব্‌ন আবদুল মালিক আল-ওয়ায্‌যাহিয়াহ্ রাজ্যের ভূ-খণ্ডে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন এবং ওয়ায্‌যাহিয়ার শাসক আল-ওয়ায্‌যাহ নির্মিত দুর্গ জয় করেন। এছাড়া মাসলামাহ্ এ বছর বারজামা নামক ভূ-খণ্ড আক্রমণ করে তা জয় করেন এবং তার সাথে আল-হাদীদ ও অন্যান্য কয়েকটি দুর্গ এবং সারার অঞ্চল জয় করেন এবং রোমক ভূ-খণ্ডে শীত যাপন করেন। এ বছরে উমর ইব্‌ন হুবায়রাহ্ আল-ফাযারী সমুদ্র পথে রোমক ভূ-খণ্ড আক্রমণ করেন এবং সেখানে শীত যাপন করেন। এ বছরে মূসা ইব্‌ন নুসায়রের ছেলে আবদুল আযীয নিহত হন এবং হাবীব ইব্‌ন আবূ উবায়দ আল-ফিহ্‌রীর সাথে তার কর্তিত মস্তক আমীরুল মু'মিনীন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের সামনে পেশ করা হয়। এছাড়া এ বছর খলীফা সুলায়মান ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে তার নিজের শাসনাধীন ইরাক অঞ্চলের সাথে খোরাসানের শাসনভার অর্পণ করেন। আর এর কারণ হল যে কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম ও তার ছেলেদের হত্যা করে ওয়াকী' ইব্‌ন আবূ সূদ যখন কুতায়বার মাথা সুলায়মানের কাছে পাঠাল, তখন সে তার কাছে বিশেষ স্থান লাভ করল এবং খলীফা সুলায়মান তাকে খোরাসানের গভর্নর নিয়োগের ফরমান লিখে পাঠালেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব আবদুর রহমান ইব্‌ন আহতামকে খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের কাছে পাঠাল তার কাছে ওয়াকী' ইব্‌ন সূদের সমালোচনা করে খোরাসানের শাসন পরিচালনা করে। খোরাসানের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা তুলে ধরতে। তখন দূর্ত ও চতুর ইব্‌ন আহতাম সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের সাক্ষাতে উপস্থিত হল এবং তার সাথে অব্যাহতভাবে তার কৌশল ও চতুরতা প্রয়োগ করতে থাকল। পরিশেষে, খলীফা ওয়াকী'কে খোরাসানের গভর্নর পদ হতে অপসারণ করে ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবকে ইরাকের সাথে খোরাসানেরও গভর্নর নিযুক্ত করলেন এবং ইব্‌ন আহ্‌তামের সাথে তার ফরমান পাঠালেন। ইব্‌ন আহতাম সাতজনের প্রহরায় ইয়াযীদের কাছে এসে উপস্থিত হয় এবং তাকে ইরাকের সাথে খোরাসানের শাসক নিযুক্ত হওয়ার ফরমান অর্পণ করে। ইতিপূর্বে ইয়াযীদ তাকে এই 'কর্মের' জন্য এক লক্ষ দিরহাম প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু কার্য সিদ্ধির পর সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। এদিকে খলীফার ফরমান পাওয়ার পর ইয়াযীদ তার ছেলে মুখাল্‌লাদকে খোরাসানে পাঠাল আর তার সাথে আমীরুল মু'মিনীনের পত্র যার বিষয়বস্তু হল যে, কায়স গোত্র দাবী করছে যে কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম খলীফার আনুগত্য প্রত্যাহার করেননি। আর আনুগত্য প্রত্যাহারের অপরাধে যদি ওয়াকী' তার পিছু নিয়ে থাকে এবং তার প্রতি উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করে থাকে, আর তিনি প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য প্রত্যাহার না করে থাকেন তাহলে ওয়াকী'কে বন্দী করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তখন কুতায়বার ছেলে মুখাল্‌লাদ অগ্রসর হল এবং তার পিতার আগমনের পূর্বেই ওয়াকী'কে পাকড়াও করে শাস্তি প্রদান করে এবং বন্দী করে রাখে। তাই কুতায়বার হত্যাকারী ওয়াকী' ইব্‌ন আবূ সূদের শাসনকাল ছিল নয় বা দশ মাস। তার ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের আগমন ঘটে এবং তিনি খোরাসানের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেখানে অবস্থান করেন। আর বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি একাধিক নাইব বা প্রশাসক নিযুক্ত করেন ইব্‌ন জারীর যাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন, এরপর ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব অগ্রসর হয়ে জুরজান আক্রমণ করেন। আর সে সময় প্রাচীর বেষ্টিত সুরক্ষিত কোন শহর ছিল না, তা ছিল কতক পাহাড় ও উপত্যকার সমষ্টি। তার রাজা ছিল 'সুল' নামক এক ব্যক্তি। আক্রমণের মুখে সে গিয়ে সেখানের একটি দুর্গে আশ্রয় নেয়। কারও কারও মতে সেখানের এক হ্রদের দ্বীপে। এরপর মুসলমানরা তাকে সেই দ্বীপ থেকে বন্দী করে আনে এবং বহু জুরজানবাসীকে হত্যা করে। এ সময় তারা অনেককে বন্দী করে এবং গনীমত লাভ করে। ইব্ন জারীর বলেন, এ বছরেই সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক হজ্জ পরিচালনা করেন। আর এর পূর্বের বছরের আলোচনায় নানা দেশের নাইব বা প্রশাসকদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তবে এ বছরেই ওয়াকী' ইব্ন সূদ খোরাসানের গভর্নর পদ হতে অপসারিত হন এবং ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরা ইরাকের সাথে তার শাসনভার গ্রহণ করেন। এ বছর যে সকল খ্যাতিমান ও বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত তাদের অন্যতম ঃ

হাসান ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব[১]

তিনি আবূ মুহাম্মদ আল-কারশী আল-হাশিমী। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে দাদার উদ্ধৃতিতে 'মারফূ' রূপে রিওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীসখানি ঃ

مَنْ عال أهل بيت من المسلمين يومهم وليلتهم غفر الله له ذنوبه ـ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পরিবারকে একদিন এক রাতের খোরাক যোগান দিবে আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।" এছাড়া তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর সূত্রে আলী (রা) হতে বিপদকালীন দু'আ বিষয়ে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তার স্ত্রী ফাতিমাহ্ বিন্ত হুসায়ন হতে রিওয়ায়াত করেছেন। আর তার থেকে তার ছেলে আবদুল্লাহ্ এবং একদল রাবী রিওয়ায়াত করেছেন।

এরপর তিনি আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের কাছে প্রতিনিধি দল নিয়ে উপস্থিত হন, তখন আবদুল মালিক তাকে সম্মান- সমাদর করেন। তাকে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন এবং এককভাবে হযরত আলীর সাদকার অভিভাবক নিযুক্ত করেন। ইব্ন আসাকির সুন্দরভাবে তার জীবন চরিত উপস্থাপন করেছেন। তার সম্পর্কে তিনি এমন সব গৌরবময় কীর্তির উল্লেখ করেছেন, যা তার নেতৃত্ব ও আভিজাত্যের প্রমাণ। বর্ণিত আছে (একবার) খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক পবিত্র মদীনায় তার গভর্নরকে লিখে পাঠাল, হাসান ইব্ন হাসান ইরাকবাসীর সানে পত্র বিনিময় করেছেন। তোমার কাছে যখন আমার এই পত্র পৌঁছবে তখন তুমি তাকে লোক সমক্ষে দাঁড় করিয়ে একশ' চাবুক মারবে। আর তুমি দেখো, আমি তাকে হত্যা করব। তখন সে তার পশ্চাতে দূত পাঠাল। এসময় আলী ইব্নুল হুসায়ন (রা) তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের দু'আ শিখিয়ে দিলেন, আর তিনি পবিত্র মদীনার গভর্নরের কাছে প্রবেশ কালে তা পড়লেন। ফলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রক্ষা করলেন। আর তা (দু'আটি) হলো- "সহনশীল ও মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি সাত আসমানের রব্ব, যমীনের রব্ব, মহান আরশের রব্ব।" তিনি পবিত্র মদীনায় ইন্তিকাল করেন। তার আম্মা ছিলেন খাওলা

১. তারীখুল ইসলাম ৩/৩৫৬, তারীখুল বুখারী ২/২৮৯, তাহযীব ইব্ন আসাকির ৪/১৬৫, তাহযীবুত্ তাহযীব ২/২৬৩, তাহযীবুল কামাল-২৫৫, আল জারহু ওয়াত্ তা'দীল ২য় ভাগ ৫ম ভলিউম, ৫-খুলাসা তাহযীবুত্ তাহযীব-২৭, তাবাকাত ইব্ন সা'দ ৫/৩১৯, তাবাকাত খালফিয়া ২০৪৫, আল ইবার ১/১৯৬, আল মা'আরিফ ২১২, মুসআব রচিত কুরায়শের নসব-৪৬।

বিন্ত মানযূর আল ফাযারী। একদিন তিনি জনৈক রাফিযীকে বললেন, "আল্লাহ্র কস তোমাকে হত্যা করা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম।" লোকটি তাকে বলল, আপ আমার সাথে পরিহাস করছেন। তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ্র কসম, এটা আমার পরিহ নয়, আন্তরিক কথা।" তাদের আরেকজন তাকে বলল, আল্লাহ্র রাসূল কি একথা বলেনি مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা ? তখন তিনি বললে অবশ্যই, তবে তিনি যদি (আলীর জন্য) খিলাফত চাইতেন, তাহলে লোকদের সম্বোধন কর বলে যেতেন, হে লোক সকল! তোমরা জেনে রাখ এ হলো আমার পর তোমাদে কর্তৃত্বাধিকারী। সেই তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক। কাজেই, তোমরা তার কথা শোন এবং তাকে মান্য কর। আল্লাহ্র কসম, যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আলীকে এ বিষয়ের জন্য মনোনীত করে থাকেন, তারপর আলী তা বর্জন করেন, তাহলে তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রথম নির্দেশ বর্জনকারী হলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে একথাও বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমাদের যদি আংশিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাও প্রদান করা হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা বিপরীত দিক হতে তোমাদের হাত-পা কর্তন করব। তারপর তোমাদের কোন তাওবা কবূল করব না। সর্বনাশ হোক তোমাদের! তোমরা আমাদেরকে আমাদের নিজেদের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলেছ, ধ্বংস হোক তোমাদের! 'আমল ছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্ক যদি কোন কাজে আসত, তাহলে তা তার বাবা-মায়ের কাজে আসত। আমাদের ব্যাপারে তোমাদের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তো আমাদেরকে তা না জানিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাদের প্রতি অন্যায় করেছেন এবং আমাদের থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়কে গোপন করেছেন। আল্লাহ্র কসম, আমার আশঙ্কা যে, আমাদের মাঝে যে নাফরমান তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে, যেমনভাবে আশা করি, আমাদের মাঝে যে সৎকর্মশীল তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হবে। সর্বনাশ হোক তোমাদের, আমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করি, তাহলে সে আনুগত্যের কারণে আমাদের তোমরা ভালবাসবে, আর আমরা যদি আল্লাহ্র অবাধ্য হই, তাহলে তাঁর অবাধ্যতার কারণে আমাদেরকে ঘৃণা করবে।

মূসা ইব্ন নুসায়র আবু আবদুর রহমান আল্ লাখমী[১]

তিনি লাখ্ম গোত্রের মাওলা বা আযাদকৃত দাস, তিনি ছিলেন তাদের এক স্ত্রীলোকের মাওলা। কারও মতে অবশ্য তিনি বানূ উমায়্যার মাওলা। তিনি মরক্কো জয় করেন এবং সেখান হতে অগণিত ধন-সম্পদ গনীমত রূপে লাভ করেন। সেখানে তার সাহসিকতা ও বীরত্বের বহু প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। বলা হয়, তিনি কিছুটা খোঁড়া ছিলেন। তার জন্ম তারিখ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি উনিশ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্ব পুরুষগণ হীনুত্তাম্রের অধিবাসী। মতান্তরে বিল্লা অঞ্চলের আরাশা এলাকার অধিবাসী। হযরত সিদ্দীকে আকবরের খিলাফতকালে তার পিতা শামের 'জাবালুলখালীল' হতে বন্দী হন। তার পিতার নাম ছিল নাসুর। পরবর্তীতে তা নুসায়রে (ক্ষুদ্রতাজ্ঞাপক) পরিবর্তন করা হয়। তিনি হযরত তামীম-আদ্দারী হতে রিওয়ায়াত করেছেন। তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন তার ছেলে আবদুল আযীয ও ইয়াযীদ ইব্ন মাসরূক আলয়াহ্সাবী। এছাড়া তিনি হযরত মুআবিয়ার নৌযোদ্ধারূপে সমুদ্রাভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এসময় তিনি সাইপ্রাস আক্রমণ করেন এবং

১. আল বায়ানুল মুগরিব ১/৪৬, বুগয়াতুল মুলতামিস ৪৪২, তারীখুল ইসলাম ৪/৫৮, তারীখুল উলামাউল আন্দালুস ২/১৮, জাযওয়াতুল মুকতাবিস ৩১৭, আলহুল্লাতুল বাররা, ৩০, শাযারাতুয্যাহাব ১/১১২, আল ইবার ১/১১৬, আননুজুম আয্যাহিরা ১/২৩৫, নাফহুত্তীব ১/২২৯-২৮৩, ওফায়াতুল আ'য়ান ৫/৩১৮।

সেখানে তিনি আলমাগূসা, বানিস ও অন্যান্য দুর্গ নির্মাণ করেন। হযরত মুআবিয়া সাতাইশ হিজরীতে সাইপ্রাস জয় করার পর তিনি সেখানে হযরত মুআবিয়ার নিযুক্ত প্রশাসক ছিলেন। তিনি যাহ্হাক ইব্ন কায়সের সাথে রাহিতের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করেন। তারপর যখন যাহ্হাক নিহত হন তখন মূসা ইব্ন নুসায়র আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর মারওয়ান যখন মিসরে প্রবেশ করেন তখন তিনি তার সাথে ছিলেন, এসময় মারওয়ান তাকে তার ছেলে আবদুল আযীযের কাছে রেখে যান। তারপর আবদুল মালিক যখন ইরাকের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি ইব্ন নুসায়রকে তার ভাই বিশর ইব্ন মারওয়ানের ওয়াযীর নিয়োগ করেন।

আমাদের আলোচিত মূসা ইব্ন নুসায়র বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও সমরকুশলী। ইমাম বাগাবী বলেন, মূসা ইব্ন নুসায়র উনাশি হিজরীতে আফ্রিকার শাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসময় তিনি বহু দেশ, নগর, জনপদ ও অঞ্চল জয় করেন। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি আন্দালুস জয় করেন। আর তা ছিল নগর, জনপদ ও সবুজ শ্যামল শস্যভূমিতে পূর্ণ ভূখণ্ড। এসময় তিনি সেখান হতে এবং অন্যান্য দেশ হতে বহু মানুষকে বন্দী করেন এবং বিশাল বিপুল সম্পদ গনীমতরূপে লাভ করেন, বিশেষত অগণিত স্বর্ণ ও মূল্যবান রত্নসমূহ। আর এসব বিজয়কালে তিনি যে বিপুল সংখ্যক দ্রব্য সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, উপায় উপকরণ ও গবাদি পশু লাভ করেন তার হিসাব উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এছাড়া তিনি বহু সংখ্যক (সম্ভ্রান্ত বংশীয়) নারী ও শিশুদের যুদ্ধবন্দী রূপে লাভ করেন। এমন কি তার সম্পর্কে বলা হয়েছে শত্রুদের থেকে এত বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তার মত আর কেউ অর্জন করতে পারেনি। মরক্কোবাসী[১] তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তিনি তাদের মাঝে দীন ও কুরআনের প্রসার ঘটান। তিনি যখন কোন স্থানে রওয়ানা হতেন, তখন তার সাথে সফর সামগ্রীর আধিক্য এবং নির্ধারিত বাহনসমূহ তা বহনে অক্ষম হওয়ায় তা চাকার গাড়িতে বহন করা হতো।

এ সময় ইসলামের বিজয়াভিযান অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হয়। একদিকে মূসা ইব্ন নুসায়র মরক্কোতে বিজয়াভিযান পরিচালনা করছিলেন। আর অন্যদিকে ইসলামী সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে বিজয়াভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কুতায়বা ইব্ন মুসলিম। আল্লাহ্ ইসলামের এই মহান দুই যোদ্ধাকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। এরা উভয়ে বহু দেশ, অঞ্চল ও ভূখণ্ড জয় করেন। তবে মূসা ইব্ন নুসায়র যে অভাবনীয় ও অকল্পনীয় গনীমত লাভ করেন কুতায়বা তা লাভ করেননি। এমনকি বর্ণিত আছে, মূসা যখন আন্দালুস জয় করলেন, তখন এক ব্যক্তি এসে তাকে বলল, আমার সাথে কয়েকজন লোক পাঠান। তাহলে আমি আপনাকে বিশাল এক ধনভাণ্ডারের সন্ধান দিতে পারব। তখন তিনি তার সাথে কয়েকজন লোক পাঠালেন। লোকদেরকে নিয়ে সে একস্থানে উপনীত হয়ে বলল, তোমরা এই স্থান খনন কর, তখন তারা সে স্থান খনন করল এবং শেষে একটি বিশাল ও সুদৃশ্য কক্ষে পৌছল। সেখানে তারা যে বিপুল পরিমাণ মণি-মানিক্য ও মূল্যবান রত্নসমূহ রক্ষিত দেখতে পেলো, তা তাদেরকে হতবুদ্ধি করে দিল। আর স্বর্ণের পরিমাণের কথা তো ভাষায় প্রকাশ করাই দুষ্কর। সে স্থানে তারা এমন সব মূল্যবান ও সুদৃশ্য গালিচা পেল যা স্বর্ণের তার দিয়ে বোনা এবং তার সাথে মূলবান মুক্তোদানা জড়ানো, কোনটি আবার অন্য কোন মূল্যবান রত্ন এবং অনন্য সুদৃশ্য ও স্বচ্ছ নীলকান্ত মণি দিয়ে মোড়া। সেদিন এক অদৃশ্য ঘোষকের ঘোষণা শোনা গেল, হে মুসলমানগণ! তোমাদের জন্য জাহান্নামের একটি দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। কাজেই তোমরা তোমাদের সাবধানতা

১. এখানে মরক্কো (আলমাগরিব) দ্বারা উদ্দেশ্য বর্তমান মরক্কো ও তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ।

অবলম্বন করে। বর্ণিত আছে, তারা এই গুপ্ত ধনভাণ্ডারের মাঝে হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের (স্বর্ণ) খাঞ্চাও লাভ করেছিল যাতে তিনি আহার করতেন। আবূ মুআবিয়া মাআরিক ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ইব্ন মূসা ইব্ন নুসায়র আননুসায়রী নামক মূসা ইব্ন নুসায়রের অধস্তন এক ব্যক্তি তার যুদ্ধাভিযানসমূহের বিশদ বিবরণ সংকলন করেছেন।

হাফিয ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন, খলীফা ওয়ালীদের খিলাফতকালে মূসা ইব্ন নুসায়র যখন দামেশকে আগমন করলেন, তখন উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাকে প্রশ্ন করলেন সমুদ্রাভিযানে তার দেখা সবচে আশ্চর্যজনক বিষয় সম্পর্কে। তিনি বললেন, একবার আমরা এক নির্জন দ্বীপে পৌঁছে সেখানে ষোলটি কলস দেখতে পেলাম। এদের প্রতিটিতে হযরত সুলায়মান ইব্ন দাউদের আঙটির সীলমোহর দিয়ে মুখ বন্ধ করা ছিল। ইব্ন নুসায়র বলেন, আমি নির্দেশ দিলাম। ফলে চারটি কলস বের করা হলো, এরপর নির্দেশ দিলাম এগুলির একটি ছিদ্র করা হলো। অকস্মাৎ তার ভিতর থেকে এক শয়তান (দুষ্ট জিন) মাথা ঝাড়া দিয়ে বের হয়ে বলতে লাগল, শপথ ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে নবুওয়াত দ্বারা সম্মানিত করেছেন। এরপর আর আমি কোন দিন পৃথিবীতে কোন বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করব না। ইব্ন নুসায়র বললেন, এরপর সেই শয়তান চারদিকে তাকিয়ে বলল, কী ব্যাপার আমি তো হযরত সুলায়মানের সাম্রাজ্য ও তার জাঁকজমক দেখতে পাচ্ছি না। এরপর সে ভূগর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইব্ন নুসায়র বললেন, এরপর আমি অবশিষ্ট তিনটি কলস পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলাম এবং তা ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

ঐতিহাসিক আস্‌সাম'আনী ও অন্যরা ইব্ন নুসায়রের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন যে, এরপর তিনি মরক্কোর দূরতম প্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলস্থ 'আন্‌নুহাস' শহর অভিমুখে যাত্রা করলেন। তারা যখন সেই শহরের নিকটবর্তী হলেন, তখন বেশ দূর হতে তার দেওয়াল ও ঝুলবারান্দাসমূহ তাদের দৃষ্টিগোচর হলো। শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে তারা সেখানে অবতরণ করলেন। তারপর মূসা ইব্ন নুসায়র একশ জন অশ্বারোহী সহ তার একজন একান্ত সহচরকে পাঠালেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন নগর প্রাচীরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে দেখতে তাতে কোন দ্বার কিংবা প্রবেশস্থল আছে কিনা। বর্ণিত আছে, সেই ব্যক্তি একদিন একরাত এই শহর প্রাচীর প্রদক্ষিণ করল, তারপর ইব্ন নুসায়রের কাছে ফিরে এসে তাকে অবহিত করল যে, সে তাতে কোন দ্বার কিংবা প্রবেশস্থল দেখতে পায়নি। তখন তার নির্দেশে তারা তাদের সাথের সকল দ্রব্য সামগ্রী একটার উপরে একটা রেখে স্তূপ বানাল, কিন্তু নগর প্রাচীরের শীর্ষে পৌঁছতে পারল না। এরপর তার নির্দেশে কয়েকটি সিঁড়ির মত বানান হলো এবং তারা তাতে আরোহণ করল। বর্ণিত আছে, ইব্ন নুসায়র এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, সে নগর প্রাচীরে আরোহণ করল। সে ভিতরে যা দেখল তাতে আত্মসংবরণ করতে না পেরে প্রাচীরাভ্যন্তরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এটাই ছিল তার শেষ কর্ম। আরেকজনেরও অনুরূপ অবস্থা হলো। এ অবস্থা দেখে লোকেরা তাতে আরোহণ হতে বিরত থাকল, ফলে এই শহরের অভ্যন্তরে কী বিদ্যমান তাদের কারও পক্ষে আর তা জানা সম্ভব হলো না। অতঃপর সেই শহর ত্যাগ করে তার নিকটবর্তী এক হ্রদের দিকে অগ্রসর হলো। বর্ণিত আছে পূর্বে উল্লিখিত কলসগুলি তারা এই হ্রদেই পেয়েছিল এবং এক ব্যক্তিকে তার প্রহরায় নিযুক্ত পেয়েছিল। ইব্ন নুসায়র তাকে প্রশ্ন করেন, কে তুমি ? তখন সে বলে, জিন সম্প্রদায়ের একজন। আমার পিতা এই হ্রদে বন্দী, হযরত সুলায়মান (আ) তাকে বন্দী করেছেন। তাই আমি বছরে একবার তাকে দেখতে আসি। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন,

তুমি কি কখনও কাউকে এই শহরে প্রবেশ করতে কিংবা এই শহর হতে বের হতে দেখেছ ? সে বলল, না, তবে এক ব্যক্তিকে আমি দেখেছি যিনি প্রতি বছর এই হ্রদে এসে কয়েকদিন 'ইবাদত- বন্দেগীতে কাটান, তারপর চলে যান এবং তার পর আর তদ্রূপ করেন না। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন তা কী ? তারপর ইব্‌ন নুসায়র আফ্রিকায় ফিরে আসেন। আর এ বর্ণনার যথার্থতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ অধিক জানেন। আর এর দায় সেই বহন করবে যে প্রথমে তা উল্লেখ ও বর্ণনা করেছে।

তিরানব্বই হিজরীতে আফ্রিকার অধিবাসীরা অনাবৃষ্টির কবলে পড়ল। মূসা ইব্‌ন নুসায়র তাদেরকে নিয়ে ইসতিস্‌কার নামায পড়লেন। ইসতিস্‌কার পূর্বে তিনি তাদেরকে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি লোকদের মাঝে বের হলেন এবং অমুসলিম যিম্মীদের মুসলমানদের নিকট হতে পৃথক করে নিলেন এবং গবাদিপশু ও তাদের শাবকদের পৃথক করে দিলেন। তারপর সকলকে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করার নির্দেশ দিয়ে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মহান আল্লাহ্‌র পাক দরবারে (কাকুতি-মিনতি সহ) দু'আ করতে লাগলেন। তিনি নেমে আসলেন। তাকে বলা হল আপনি তো আমীরুল মু'মিনীনের জন্য দু'আ করলেন না! তিনি বললেন, এখানে এক আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে স্মরণ করা অশোভনীয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বর্ষণসিক্ত করলেন।

খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের খিলাফতকালের শেষ সময়ে মূসা ইব্‌ন নুসায়র প্রতিনিধি দল নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। কোন এক জুমুআহ্‌র দিনে তিনি যখন মিম্বরে উপবিষ্ট তখন মূসা দামেশকে প্রবেশ করেন। দামেস্কে প্রবেশকালে মূসা সুদৃশ্য অবয়বে সুন্দর পোশাক পরিধান করেন। তার সাথে তিরিশজন তরুণ ছিল, যারা তার হাতে বন্দী রাজপুত্র এবং স্পেনীয় বংশোদ্ভূত ছিল। এদের প্রত্যেককে তিনি রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। আর তাদের সাথে ছিল তাদের অনুগামী সেবক অনুচরবর্গ ও মহা জাঁকজমক। দামেশকের জামে' মসজিদে লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদানকালে খলিফা ওয়ালীদ তাদের রেশমী পোশাক, মূলবান রত্নালঙ্কার ও দৃষ্টিনন্দন সাজশয্যা দেখে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। এরপর মূসা ইব্‌ন নুসায়র আগমন করে ওয়ালীদকে মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় সালাম করলেন এবং তার সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন তখন তারা মিম্বরের ডানে বামে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে গেল। এসময় খলীফা ওয়ালীদ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যে সামর্থ ও সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি দান করেছেন সেজন্য তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং সুদীর্ঘ দু'আ ও হামদ শোকরে মগ্ন হলেন এমনকি জুমুআর সময় অতিবাহিত হওয়ার উপক্রম হল। এরপর তিনি মিম্বর হতে নেমে লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন এবং নামায শেষে মূসা ইব্‌ন নুসায়রকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাকে মূল্যবান পুরস্কারে পুরস্কৃত করলেন এবং অনেক কিছু প্রদান করলেন। তদ্রূপ মূসা ইব্‌ন নুসায়রও খলীফার জন্য তার সাথে বহু মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে এসেছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলো হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের খাবারের খাঞ্চা যাতে তিনি খেতেন। এটি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মিশ্রণে তৈরী ছিল আর এতে মুক্তা ও মূল্যবান রত্নের তিনটি তাক ছিল যার কোন তুলনা ছিল না। আন্দালুসের টলেডো শহরে আরও বহু ধনভাণ্ডারের সাথে তিনি (ইব্‌ন নুসায়র) তা পেয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি তার ছেলে মারওয়ানকে এক ফৌজের সেনাপতি করে যুদ্ধে পাঠালেন। সে একলক্ষ যুদ্ধবন্দী লাভ করল। এছাড়া তিনি তার

ভাতিজাকেও আরেকটি ফৌজের সেনাপতি করে যুদ্ধে পাঠালেন। তখন সেও বর্বরদের[১] একলক্ষ যুদ্ধবন্দী লাভ করল। এরপর খলীফা ওয়ালীদের কাছে তার পত্র পৌঁছল এবং তিনি তাতে একথা উল্লেখ করে পাঠালেন যে, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ হলো চল্লিশ হাজার যুদ্ধবন্দী। তখন লোকেরা বলল, লোকটা নির্বোধ নাকি ? কোথা হতে সে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ চল্লিশ হাজার বন্দী পায় ? এ কথা মূসার কানে পৌঁছলে তিনি তার লব্ধ গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ চল্লিশ হাজার বন্দী পাঠিয়ে দিলেন, আর ইসলামের ইতিহাসে মূসা ইব্‌ন নুসায়রের ন্যায় এত বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দী কোন সেনাপতি লাভ করেছেন বলে শোনা যায়নি।

তিনি যখন আন্দালুস জয় করেন, তখন তার যুদ্ধাভিযানসমূহে বহু আশ্চর্যজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। এসময় তিনি বলেন, যদি লোকেরা আমার সঙ্গ দিত, তাহলে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমি রোম নগর জয় করতাম। তা হলো তৎকালীন ফরাসী সাম্রাজ্যের বৃহত্তম নগর। তারপর আমি বলছি মহান আল্লাহ্ আমাকে তা জয় করার সৌভাগ্য দান করবেন ইনশাআল্লাহ্। আর তিনি খলীফা ওয়ালীদের সাক্ষাতে আগমন করেন। আমাদের পূর্বোল্লিখিত যুদ্ধবন্দী ও উপঢৌকন ছাড়া আরও ত্রিশ হাজার যুদ্ধবন্দী সাথে নিয়ে আসেন। আর এটা ছিল মরক্কোতে তার পরিচালিত শেষ বিজয়াভিযানে অর্জিত গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ। এসময় তিনি এত বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ, উপহার-উপঢৌকন, মণিমুক্তা ও হিরা-জহরত সাথে নিয়ে আসেন, যা বর্ণনাতীত। এরপর তিনি দামেশকে অবস্থান করতে থাকেন। এমনকি ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের মৃত্যু হয়ে যায় এবং তার ভাই সুলায়মান খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক পূর্ব থেকেই তার প্রতি রুষ্ট ছিলেন। ফলে তিনি মূসাকে বন্দী করেন এবং তার কাছে বিপুল পরিমাণ সম্পদ দাবী করেন। এভাবে তিনি সুলায়মানের হাতে বন্দী থাকেন। এরপর সুলায়মান এ বছর যখন হজ্জ পরিচালনার উদ্দেশ্যে যান, তখন ইব্‌ন নুসায়রকেও বন্দী অবস্থায় সাথে নিয়ে নেন, তিনি পবিত্র মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। মতান্তরে ওয়াদিল কুরায়। এসময় তার বয়স ছিল প্রায় আশি। অবশ্য এও বলা হয় যে, ইব্‌ন নুসায়র নিরানব্বই হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন। মহান আল্লাহ্ তাকে অনুগ্রহ ও ক্ষমা করুন এবং তাকে উপযুক্ত ফযীলত ও মরতবাহ্ দান করুন। আমীন।

৯৮ হিজরীর সূচনা

এ বছর আমীরুল মু'মিনীন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক কনসট্যান্টিনোপল আক্রমণের জন্য সেখানে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর পশ্চাতে তার ভাই মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে আরেকটি মুসলিম বাহিনী রওয়ানা করেন। তখন সুলায়মান বিশাল এক ফৌজ নিয়ে কনস্‌ট্যান্টিনোপল অভিমুখে অগ্রসর হন। সেখানে (পৌঁছার পর) সেখানে অবস্থানরত সৈন্যরা তার চারপাশে জড়ো হয়। মাসলামা ইব্‌ন আবদুল মালিক তার ফৌজের প্রত্যেক সিপাহীকে নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে দুই 'মুদ[২] পরিমাণ খাদ্যশস্য (গম) বহন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি যখন গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন, তখন সকলে তাদের বহনকৃত খাদ্যশস্য একত্র করল। এভাবে খাদ্যশস্যের স্তূপ পবর্ত প্রমাণ হয়ে উঠল। তখন মাসলামাহ্ তার ফৌজকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা এই খাদ্যশস্য সঞ্চিত রাখ এবং এদেশে যা পাওয়া যায় তা খাও, চাষাবাদের জমিতে ফসল ফলাও আর নিজেদের জন্য কাঠের বাড়ীঘর নির্মাণ করে নাও।

১. উত্তর আফ্রিকায় বসবাসকারী তৎকালীন মানবগোষ্ঠী বিশেষ।

২. খাদ্যশস্য পরিমাপের পরিমাণ বিশেষ।

ইনশাআল্লাহ্ এই দেশ জয় না করে আমরা এখান থেকে ফিরে যাব না। মাসলামা ইলয়ূন নামক এক খৃষ্টানের সাথে যোগাযোগ করলেন, এবং রোমক ভূখণ্ড জয়ের ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করার জন্য তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন। প্রথম প্রথম তার পক্ষ হতে আন্তরিকতা প্রকাশ পেল। এরপর রোম সম্রাটের মৃত্যু হলো। এরপর ইলয়ূন মাসলামার পত্র নিয়ে রোমক রাজধানীতে প্রবেশ করল। উল্লেখ্য যে, এসময় রোমকগণ মাসলামার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল ইলয়ূন যখন তাদের কাছে পৌঁছল, তখন তারা তাকে প্রস্তাব দিল, আপনি তাকে আমাদের থেকে ফিরিয়ে দিন। আমরা আপনাকে আমাদের সম্রাটরূপে বরণ করে নেব। তখন সে সেখান হতে বের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রের কৌশল অবলম্বন করতে লাগল এবং মুসলমানদের সেই বিশাল খাদ্যস্তূপ জ্বালিয়ে দিতে সমর্থ হলো। মহান আল্লাহ্ তাকে অপদস্থ করুন। আর তা সে এভাবে সম্পন্ন করেছিল। সেনাপতি মাসলামাকে সে বলল, শত্রুরা যতদিন এই খাদ্যস্তূপ দেখবে ততদিন তারা বুঝবে যে, আপনি তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ মীআদী লড়াই করবেন। আপনি যদি তা পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলেন, তাহলে তারা তাদের বিরুদ্ধে আপনার চূড়ান্ত আক্রমণের দৃঢ়সংকল্পের ব্যাপারে নিশ্চিত হবে এবং অতিদ্রুত এই নগর আপনার হাতে তুলে দিবে। তখন মাসলামা নির্দেশ দিলেন এবং সেই পর্বতপ্রমাণ খাদ্যস্তূপ পুড়িয়ে ফেলা হলো। এদিকে ইলয়ূন মুসলিম ফৌজের বেশ কিছু সাজসরঞ্জাম নিয়ে রাতের অন্ধকারে জাহাজযোগে পলায়ন করল। এরপর কনস্ট্যান্টিনোপলে পৌঁছে পরদিন সকালেই সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং ঘোরতর শত্রুতার প্রকাশ করল। এরপর সে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করল এবং রোমকগণ তার নেতৃত্বে সমবেত হলো। এদিকে মুসলমানগণ নিদারুণ খাদ্যসংকটে পতিত হলেন, এমনকি তারা মাটি ছাড়া আর সবকিছু খেতে বাধ্য হলেন। এভাবে নিদারুণ অনাহারে- অর্ধাহারে মুসলমানদের সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। অবশেষে তাদের কাছে সুলায়সান ইব্ন আবদুল মালিকের ওফাত এবং উমর ইব্ন আবদুল আযীযের খলীফা হওয়ার সংবাদ পৌঁছল। তারা তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে শামে ফিরে চললেন। আর এ সময়কালে তারা নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেছিলেন। কিন্তু, মাসলামাহ ইব্ন আবদুল মালিক কনস্ট্যান্টিনোপলে সুউচ্চ সুপ্রশস্ত আঙিনা সম্পন্ন ও অত্যন্ত দৃঢ় ও মযবুত একটি মসজিদ নির্মাণ না করে ফিরলেন না। ওয়াকিদী বলেন, সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন তিনি প্রথমে বায়তুল মাকদিসে কিছুকাল অবস্থান করে অতঃপর কনস্ট্যান্টিনোপল অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে চাইলেন। তখন মূসা ইব্ন নুসায়র তাকে পরামর্শ দিলেন প্রথমে কনস্ট্যান্টিনোপল পৌঁছার পথে যে সকল শহর, দুর্গ ও জনপদ রয়েছে সেগুলি জয় করতে এবং সবশেষে কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ করতে। এভাবে করলে তিনি সেখানে পৌঁছার পূর্বেই সেখানকার কেল্লাসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং শত্রুর প্রতিরোধশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে। ইব্ন নুসায়র সুলায়মানকে বললেন, আপনি যদি তা করতে পারেন, তাহলে আপনার ও তার মাঝে কোন বাধা থাকবে না এবং কনস্ট্যান্টিনোপলবাসীরা নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। এরপর সুলায়মান তার ভাই মাসলামার পরামর্শ চাইলেন। তিনি তখন সুলায়মানকে পথিমধ্যেই শহর জনপদের পরিবর্তে সরাসরি আক্রমণ করে কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করার পরামর্শ দিলেন। কেননা, কনস্ট্যান্টিনোপল যখন আপনি জয় করবেন, তখন অন্যান্য নগর ও দুর্গসমূহ আপনা আপনিই আপনার অধীনে এসে যাবে। এ কথা শুনে সুলায়মান বললেন, এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। এরপর তিনি শাম ও জাযীরা-আরব উপদ্বীপ হতে সৈন্য সমবেত করতে শুরু করলেন, এবং এভাবে তিনি একলক্ষ বিশ হাজার স্থল-সেনা এবং একলক্ষ বিশ হাজার নৌসেনা প্রস্তুত করলেন।

তাদের জন্য তিনি বিশেষ ভাতা নির্ধারণ করলেন এবং বিপুল সম্পদ ব্যয় করলেন। তিনি তাদের কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ এবং তা জয় করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের কথা অবহিত করলেন। এরপর সুলায়মান যখন বায়তুল মাকদিস হতে দামেশকে প্রবেশ করলেন, তখন কনস্ট্যান্টিনোপল অভিমুখী মুসলিম ফৌজ যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সেখানে সমবেত ছিল। সুলায়মান তার ভাই মাসলামাকে ফৌজের সালার নিযুক্ত করে ফৌজের উদ্দেশ্যে বললেন, মহান আল্লাহ্‌র বরকতের প্রত্যাশা নিয়ে তোমরা রওনা হয়ে যাও, আর তোমরা মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, ধৈর্য অবলম্বন করবে এবং পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষা ও ইনসাফ করবে। এরপর সুলায়মান গিয়ে 'মারাজ্-দাবাক' নামকস্থানে অবস্থান নিলেন। তখন তার কাছে বহু স্বেচ্ছাযোদ্ধা এসে জড়ো হলো। শুধু আল্লাহ্‌র কাছেই তাদের বিনিময়ের প্রত্যাশা ছিল। এভাবে তার কাছে এমন বিশাল এক ফৌজ সমবেত হলো, ইতোপূর্বে যার মত আর দেখা যায়নি। তারপর তিনি মাসলামাকে ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি ইলয়ুন রূমী আল-মার'আশীকে তার সাথে নিলেন। এরপর তারা অগ্রসর হয়ে কনস্ট্যান্টিনোপলের উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করলেন, প্রথমে মাসলামা কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করলেন এবং তার কঠোর অবরোধের মুখে তার অধিবাসীরা তাকে জিযয়া প্রদানের প্রস্তাব দিল। কিন্তু, তিনি শক্তি প্রয়োগ করে তা জয় করার মনোভাবে অনড় রইলেন। তখন তারা বলল, তাহলে আমাদের কাছে ইলয়ুনকে পাঠান আমরা তার সাথে পরামর্শ করি। তখন মাসলামা তাকে তাদের কাছে পাঠালেন। তারা তাকে বলল, আপনি এই ফৌজকে কৌশলে আমাদের থেকে সরিয়ে দিন। তাহলে আমরা আপনাকে পুরস্কৃত করব এবং আমাদের সম্রাটের আসনে বরণ করে নিব। সে তখন মাসলামার কাছে ফিরে বলল, তারা আপনার জন্য নগরদুর্গের দ্বার উন্মুক্ত করতে সম্মত হয়েছে, তবে আপনি তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে না গেলে তারা তা করবে না। তার একথা শুনে মাসলামা বললেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে তুমি আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তখন সে শপথ করে বলল, সে নিজেই তার হাতে শহরের সকল চাবিকাঠি ও ধনসম্পদ তুলে দিবে। এরপর মাসলামা যখন তার ফৌজ নিয়ে দূরে সরে গেলেন, তখন তারা মুসলমানদের আক্রমণে ভেঙ্গে যাওয়া নগর প্রাচীর মেরামত করে পুনরায় অবরোধের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করল। আর ইলয়ুন মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত করুন।

ইব্ন জারীর বলেন, এ বছরেই সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক তার ছেলে আয়্যুবের অনুকূলে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তার মৃত্যুর পর সেই হলো পরবর্তী খলীফা। আর এটা ছিল তার ভাই মারওয়ান ইব্ন আবদুল মালিকের মৃত্যু পরবর্তী ঘটনা। এ সময় তিনি তার ভাই ইয়াযীদের পরিবর্তে তার ছেলে আয়্যুবকে খলীফা নির্ধারণের ব্যাপারে তৎপর হন এবং ভাই ইয়াযীদের বিপদাপদের প্রতীক্ষায় থাকেন, কিন্তু তার ছেলে আয়্যুবই তার পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করে। তখন সুলায়মান তার চাচাতো ভাই উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে তার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যান। আর কী উত্তম নির্বাচনই না তিনি করেছিলেন। এছাড়া এ বছরেই 'সাকালিবা' শহর জয় হয়। ওয়াকিদী বলেন, এদিকে এ বছর মাসলামা যখন অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক ফৌজ নিয়ে অবস্থান করছিলেন তখন বুরজান সম্প্রদায় অতর্কিতে তার ফৌজের উপর আক্রমণ করে। এ সময় খলীফা সুলায়মান তার সাহায্যার্থে ফৌজ পাঠান এবং মাসলামাহ্ বীরবিক্রমে বুরজানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেন এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পর্যুদস্ত করেন। আ এ বছরেই ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব [তৎকালীন] চীনা ভূখণ্ড কাহাসতান[১] আক্রমণ করেন এবং তার চতুর্পাশ্বে অবরোধ আরোপ করে প্রচণ্ড লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এবং শেষ পর্যন্ত তা জয় করেন।

১. খোরাসানের প্রাচীন নাম।

এ সময় তিনি সেখানে বিদ্যমান চার হাজার তুর্কী যোদ্ধাকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেন এবং সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ দ্রব্যসামগ্রী ও আসবাবপত্র লাভ করেন যার আধিক্য, মূল্য ও সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। এরপর তিনি সেখান থেকে জুরজান অভিমুখে অগ্রসর হন। তখন জুরজানের শাসক দায়লামীদের সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা তাদের সাহায্যে অগ্রসর হয়। ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হন এবং তারাও তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এ সময় মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সাবরা আলজু'ফী যিনি বীর অশ্বারোহী ও অপ্রতিহত যোদ্ধা ছিলেন তিনি দায়লাম-রাজের উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেন এবং মহান আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন। উল্লিখিত এই ইব্ন আবূ সাবরা একদিন এক তুর্কী বীর অশ্বারোহীর সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হন। প্রথমে তুর্কী বীর তাকে আঘাত করে তার শিরস্ত্রাণে তরবারি বসিয়ে দেয় আর ইব্ন সাব্রা তার তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করেন। এরপর তিনি যখন মুসলমানদের কাছে ফিরলেন তখন তার তরবারি দিয়ে রক্ত টপকাচ্ছিল আর তুর্কীযোদ্ধার তরবারি তার শিরস্ত্রাণে গেঁথে ছিল। তখন ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব তার দিকে তাকিয়ে বললেন, এর চেয়ে অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য আর আমি দেখিনি, কে এই ব্যক্তি ? লোকেরা বলল, এ হলো ইব্ন আবূ সাব্রা। তখন ইয়াযীদ বললেন, সে কত উত্তম লোক হতো যদি তার পানাসক্তি না থাকত। এরপর ইয়াযীদ জুরজান অবরোধে বদ্ধপরিকর হন এবং তার শাসককে অবরোধের মাধ্যমে কোণঠাসা করে ফেলেন, অবশেষে সে সাত লক্ষ দিরহাম, চার লক্ষ দীনার, দুই লক্ষ কাপড়, চারশ' গাধা বোঝাই জাফরান, চারশ' ব্যক্তি যাদের প্রত্যেকের মাথার উপর একটি করে ঢাল আর ঢালের উপর একটি পরিধেয় জুব্বা, একটি রূপার পানপাত্র এবং একটি রেশমী বস্ত্র ছিল—এসবের বিনিময়ে ইয়াযীদের সাথে সন্ধি করে। এই শহরে সাঈদ ইবনুল আস ছিলেন। সন্ধির ভিত্তিতে তিনি তা জয় করেন এই শর্তে যে, এই শহরবাসীরা কোন বছর এক লক্ষ দিরহাম (ভূমি)কর আদায় করবে এবং কোন বছর দুই লক্ষ দিরহাম আবার কোন বছর তিন লক্ষ দিরহাম এবং কোন বছর বিরত থাকবে। তারপর তারা কর আদায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিল এবং মুরতাদ হয়ে গেল। তখন ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে সাঈদ ইবনুল আসের যামানার সন্ধির শর্তসমূহ মেনে নিতে তাদেরকে বাধ্য করলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এ ছাড়াও ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব অন্যান্য সূত্র হতে বিপুল ধনরত্ন লাভ করেন। এগুলির মাঝে মূল্যবান রত্নাদি খচিত একটি রাজমুকুট ছিল। তখন তার দিকে নির্দেশ করে তিনি বললেন, তোমরা কি এমন কারও কথা জান, যে এই রাজমুকুটের ব্যাপারেও নিস্পৃহ ? তারা বলল, না, আমরা জানি না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি এক ব্যক্তিকে জানি যার ও যার মত লোকদের সামনে যদি এই রাজমুকুট পেশ করা হয়, তাহলে তারা এর ব্যাপারে নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত থাকবে। এরপর তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াসি' যিনি ফৌজের একজন যোদ্ধা ছিলেন তাকে ডাকালেন এবং তাকে রাজ-মুকুটটি গ্রহণ করতে বললেন, তখন তিনি বললেন, তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তখন ইয়াযীদ বললেন, আমি শপথ করে বললাম, অবশ্যই তোমাকে তা নিতে হবে। এ কথা বলার পর তিনি তা নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। তখন ইয়াযীদ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, তার অনুসরণ করে দেখতে যে, তিনি রাজমুকুটটি কী করেন। এরপর মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াসি' এক প্রার্থীকে অতিক্রমকালে সে তার কাছে কিছু চাইল। তখন তিনি তাকে সেই রাজমুকুট দিয়ে চলে গেলেন। ইয়াযীদ তখন ঐ প্রার্থীকে ডেকে পাঠিয়ে তার থেকে ঐ রাজমুকুট নিয়ে নিলেন এবং তার পরিবর্তে তাকে অনেক ধনসম্পদ দান করলেন।

আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাদাইনী বলেন, আবূ বাকর আল হুযালী বলেন, শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের কোষাগার রক্ষক ছিল। লোকেরা অভিযোগ করল যে, ইব্‌ন হাওশাব একশ' দীনারের একটি থলে আত্মসাৎ করেছে। তখন ইয়াযীদ তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে তখন তার সত্যতা স্বীকার করল এবং থলেটি হাযির করল। ইয়াযীদ তাকে বললেন, ওটা তোমার নিজের কাছে রাখ। তারপর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারীকে ডেকে গালমন্দ করলেন। কবি কাতামী আলকালবী এ প্রসঙ্গে বলেন, মতান্তরে কবিতা পঙক্তিগুলি সিনান ইব্‌ন মুকাম্মিল আন-নুমায়রীর ঃ

لقد بَاعَ شَهْرُ دِيْنَه بِخَرِيْطَةٍ * فَمَنْ يَأْمَنُ الْقُرَاء بَعْدَكَ يَاشَهْرُ

সামান্য এক থলের বিনিময়ে শাহ্‌র তার দীন বিকিয়ে দিয়েছে। হে শাহ্‌র! তোমার এই কাণ্ডের পর কারীদের আর কে বিশ্বাস করবে!

أَخَذْتَ بِه شَيْئًا طَفِيْفًا وَبِعْتَه * من ابن جونبو ذان هٰذَا هُوَ الغدْرُ

তার বিনিময়ে তুমি সামান্য বস্তু গ্রহণ করেছো, আর তা বিক্রি করেছো জুনবুযান ছেলের কাছে, আর এটাই হলো বিশ্বাসঘাতকতা। কবি মুররা ইব্‌ন নাখঈ বলেন ঃ

يا ابن المُهَلَّبِ مَا أَردْتَ إلى امرىءٍ * لَوْلاك كَانَ لَصالح القُرَّاءِ

ইব্‌ন জারীর বলেন, বর্ণিত আছে জুরজান অভিমুখে যুদ্ধাভিযানকালে ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাবের সাথে এক লক্ষ বিশ হাজার যোদ্ধা ছিল, যার ষাট হাজার ছিল শামের ফৌজ। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করুন। জুরজান বিজয়ের পর এ সকল অঞ্চলসমূহে নিরাপত্তা ও স্বাভাবিকতা ফিরে আসে এবং পথসমূহে চলাচল শুরু হয়। অথচ ইতোপূর্বে এই সকল পথ ছিল ভীতিপ্রদ। এরপর ইয়াযীদ খোযিস্তান আক্রমণে বদ্ধপরিকর হন এবং এর ভূমিকা স্বরূপ তিনি তার পূর্বে নেতৃস্থানীয় চার হাজার যোদ্ধার একটি ঝটিকা বাহিনী প্রেরণ করেন। তারপর তারা যখন শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হলো, তখন প্রচণ্ড লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের চার হাজার যোদ্ধা শহীদ হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। এ ঘটনার পর ইয়াযীদ এ দেশ জয়ের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর হন এবং এই উদ্দেশ্যে তা অবরোধ করেন। অবশেষে তার শাসক আসবাহ্‌বায বিপুল সম্পদের বিনিময়ে প্রতিবছর সাত লক্ষ দিরহাম এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ও দাসের বিনিময়ে তাঁর সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। আর এ বছর ওফাতপ্রাপ্ত বিশিষ্টগণের অন্যতম হলেন ঃ

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা

ইনি ছিলেন ইসলামের যথার্থতার জীবন্ত প্রমাণ মহান ইমাম। ইনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের গৃহশিক্ষক ও দীক্ষাগুরু ছিলেন। বহু সংখ্যক সাহাবা হতে তার বহু রিওয়ায়াত বিদ্যমান। এছাড়া আরও যারা উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে রয়েছেন আবূ হাফ্‌স আন্‌নাখ্‌ঈ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা। আমাদের রচিত আত্‌তাক্‌মীল গ্রন্থে আমরা তাদের জীবনী উল্লেখ করেছি। আর সুমহান আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

৯৯ হিজরীর সূচনা

এ বছর সফর মাসের দশ তারিখ [মতান্তরে বিশ তারিখ] শুক্রবার আমীরুল মু'মিনীন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের ওফাত সংঘটিত হয়। এ সময় তার বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ

বছর, কারও মতে তেতাল্লিশ, কারও মতে তার বয়স তখন চল্লিশ অতিক্রম করেনি। আর তার খিলাফতকাল ছিল দুই বছর আট মাস। আবূ আহমাদ আল-হাকিম দাবী করেন, তিনি এ বছর রমাযান মাসের সতের তারিখ শুক্রবার ওফাত লাভ করেন এবং তার খিলাফতের মেয়াদ ছিল তিন বছর তিন মাস পাঁচদিন। আর তার নিজের বয়স উনচল্লিশ বছর। তবে অধিকাংশের বক্তব্যই সঠিক আর তা হলো প্রথমে উল্লিখিত বক্তব্যটি। আর আল্লাহ্ অধিক জানেন। তার পূর্ণ পরিচয় হলো তিনি সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ইবনুল হাকাম ইব্ন আবুল আস ইব্ন উমায়্যাহ্ ইব্ন আবদ্ শামস আল-কুরাশী আল-উমাবী, তার উপনাম আবূ আয়্যুব। পবিত্র মদীনায় বানূ জুযায়লা গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর শামে তার পিতার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। 'ইফকের ঘটনা সম্পর্কীয় হাদীস তিনি তার পিতা ও পিতামহের সূত্রে হযরত আইশাহ্ (রা)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আসাকির তা রিওয়ায়াত করেছেন। তার ছেলে আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন সুলায়মান সূত্রে [তার থেকে] আর তিনি নিজে আবদুর রহমান ইব্ন হুনায়দা হতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, (একবার) তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের সাথে গাবা পর্যন্ত গেলেন। আবদুর রহমান বলেন, কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম। ইব্ন উমর আমাকে বললেন, তোমার কী হলো ? [নির্বাক কেন] সে বলল, আমি মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। তখন ইব্ন উমর বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান! তুমি কিসের আকাঙ্ক্ষা কর ? সে বলল, এই উহুদ পাহাড় যদি আমার জন্য এমন স্বর্ণে পরিণত হতো, যার পরিমাণ আমি জানব এবং তার যাকাত প্রদান করব, তাহলে আমি তা অপসন্দ করতাম না, অথবা সে বলল, তাহলে আমি আশঙ্কা করতাম না যে, তা আমার ক্ষতি করবে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্যুহলী আবূ সালিহ্ সূত্রে ... ইমাম যুহরী হতে ইব্ন উমরের উদ্ধৃতিতে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন আসাকির বলেন, তার বাসভবন ছিল বর্তমান 'জীরূন' উযূখানার গোটা চত্বর জুড়ে। এছাড়া বাবুস্ সাগীর সংলগ্ন করে তিনি বিশাল একটি বাড়ী নির্মাণ করেন 'দারাব্ মুহরিয্' নামে প্রশস্ত গলি পথের স্থলে এবং তাকে খলীফার বাসভবন নির্ধারণ করেন। তাতে তিনি সেখানে বিদ্যমান 'সবুজ গম্বুজের' অনুকরণে একটি হলুদ গম্বুজ নির্মাণ করেন। ইব্ন আসাকির বলেন, খলীফা সুলায়মান ছিলেন বিশুদ্ধভাষী, ন্যায়পরায়ণ এবং অভিযানপ্রিয়। তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধের জন্য মুসলিম ফৌজ রওনা করিয়েছিলেন, যার ফলে অবরোধের তীব্রতার কারণে কনস্ট্যান্টিনোপলবাসী বাধ্য হয়েছিল সেখানে জামে মসজিদ নির্মাণের সুযোগ দিয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করতে।

আবূ বাকর আস সূলী বর্ণনা করেন যে, একবার খলীফা আবদুল মালিক তার ছেলে ওয়ালীদ, সুলায়মান, মাসলামাহ্ সকলকে ডেকে তার সামনে উপস্থিত করলেন। তিনি তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করতে বললেন। তখন তারা সকলেই সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করল। এরপর তাদেরকে কবিতা আবৃত্তি করতে বললেন, এবারও তারা সুন্দরভাবে আবৃত্তি করে শোনাল কিন্তু তারা কবি আ'শার কোন পঙ্ক্তি আবৃত্তি বা বর্ণনা করল না। তাই তিনি তাদেরকে ভর্ৎসনা করে বললেন, এবার তোমাদের প্রত্যেকে আমাকে আরব কবিদের রচিত কোমলতম পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে শোনাও, তবে অশ্লীল কোন পঙ্ক্তি নয়। হে ওয়ালীদ প্রথমে তুমি বল! তখন ওয়ালীদ বললেন/আবৃত্তি করলেন ঃ

مَا مَرْكَبٌ وَرَكُوبُ الْخَيْلِ يُعْجِبُنِيْ * كَمَرْكَبٍ بَيْنَ دُمْلُوجٍ وَخَلْخَالِ

'কোন বাহন কিংবা অশ্বারোহণ আমাকে মুগ্ধ করে না যেমন মুগ্ধ করে কাঁকন ও নূপুরের মধ্যবর্তী (রমণী) বাহন।'

এ পঙ্ক্তি শুনে আবদুল মালিক বললেন, কবিতা কি এর চেয়ে কোমল হয় ? সুলায়মান তুমি বল এবার। তিনি বললেন ঃ

حَبَّذَا رَجْعُهَا يَدَيْهَا إِلَيْهَا * فِي يَدِيْ دِرْعِهَا تَحِلُّ الإِزَارَا

'কি মনোহর তার হাত দুটিকে তার দিকে ফিরিয়ে নেয়া, তার 'কামিস' আমার করায়ত্ত আর হাত তার ছায়া-বন্ধন খুলতে ব্যস্ত।'

এ পঙ্ক্তি শুনে তিনি বললেন, তুমি পারলে না। মাসলামাহ্ এবার তুমি বল। তখন মাসলামাহ্ তার পিতাকে ইমরুল কায়সের এই পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে শোনালেন ঃ

وَمَا ذَرِفَتْ عَيْنَاكَ إِلاَّ لِتَضْرِبِى * بِسَهْمَيْكَ فِى أَعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّلِ

'তোমার আঁখিযুগল তো এ কারণেই অশ্রুসিক্ত হয়েছে যাতে তুমি তোমার শরদ্বয় আমার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডের গভীরে বিদ্ধ করতে পার।'

এই পঙ্ক্তি শুনে আবদুল মালিক বললেন, ইমরুল কায়স মিথ্যাচার করেছে। সে সঠিক বলেনি। তার চক্ষুদ্বয় যদি প্রেম-যাতনায় অশ্রুসিক্ত হয়ে থাকে তাহলে তো সাক্ষাৎ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকল না। প্রেমিকের কর্তব্য হলো প্রেমাস্পদের উপেক্ষাভিমান মেনে নিয়ে তাকে ভালবাসা নিবেদন করা। এরপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে এই কাঙ্ক্ষিত কবিতা পঙ্ক্তি আবিষ্কারের জন্য তিন দিন সময় দিলাম। তোমাদের মধ্যে যে তা আমার কাছে পেশ করবে বিনিময়ের/পুরস্কারের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই গৃহীত হবে। অর্থাৎ সে যা চাবে তাই পাবে। এরপর তারা সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। ইতোমধ্যে সুলায়মান একদিন তার অনুচর-সহচর পরিবেষ্টিত হয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় উট হাঁকিয়ে নেওয়া এক বেদুইন আরবকে তিনি আবৃত্তি করতে শুনলেন ঃ

لَوْ ضَرَبُوْا بِالسَّيْفِ رَأْسِيْ فِى مَوَدَّتِهَا * لَمَالَ يَهْوِى سَرِيْعًا نَحْوَهَا رَأْسِ

'যদি তারা তাকে ভালাবাসার 'অপরাধে' আমার মাথা তরবারির আঘাতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাহলে আমার সে বিচ্ছিন্ন মাথাও তারই দিকে দ্রুত ধাবিত হবে।'

এই কবিতা পঙ্ক্তি শুনে সুলায়মান নির্দেশ দিলেন। ফলে বেদুঈনকে বন্দী করা হলো। তারপর তিনি তার পিতার কাছে এসে বললেন, আমি আপনার কাঙ্ক্ষিত কবিতার পঙ্ক্তি নিয়ে এসেছি। তিনি বললেন, শোনাও আমাকে। তখন সুলায়মান তাকে পঙ্ক্তিটি আবৃত্তি করে শোনাল। তিনি শুনে বললেন, বেশ ভাল! এটা তুমি কোথায় পেলে। তখন তিনি তার পিতাকে বেদুঈনের বৃত্তান্ত খুলে বলল। আবদুল মালিক বললেন, তোমার প্রয়োজন বর্ণনা কর, তবে তোমার বেদুঈনকে ভুলে যেও না। তখন সুলায়মান বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পর আপনি খলীফারূপে ওয়ালীদকে মনোনীত করেছেন, আমি চাই তারপর আপনি আমাকে খিলাফতের উত্তরসূরীরূপে নির্ধারণ করবেন। তখন আবদুল মালিক তার সে আবেদন মনযূর করলেন এবং একাশি হিজরীতে তাকে হজ্জ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করলেন এবং বখশিশ স্বরূপ এক লক্ষ দিরহাম প্রদান করলেন। সুলায়মান তখন তা ঐ কবিতা পঙ্ক্তির আবৃত্তিকারী বেদুইন আরবকে দিয়ে দিলেন। পরবর্তীকালে যখন ছিয়াশি হিজরীতে তার পিতা ইন্তিকাল করলেন এবং তার ভাই ওয়ালীদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন তিনি তার সার্বক্ষণিক সহযোগী ও উপদেষ্টা নিয়োজিত হলেন। তিনিই ওয়ালীদকে জামি' দামেশক নির্মাণের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন। আর তার ভাই ওয়ালীদ যখন ছিয়ানব্বই হিজরীর জুমাদাল্ উখ্রা মাসের পনের তারিখ শনিবার মৃত্যুবরণ করেন, তিনি রামলায়[১] অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন সেখান থেকে আগমন করলেন, তখন আমীর–উমারা ও নেতৃস্থানীয়

১. আলকুদসের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ফিলিস্তীনের একটি শহর।

লোকেরা তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বর্ণিত আছে তারা সকলে বায়তুল মাকদিসে তার কাছে গিয়ে বায়আত গ্রহণ করেছিল এবং তিনি আল্‌কুদ্‌সে অবস্থানের সংকল্প করেছিলেন। এ সময় বিভিন্ন প্রতিনিধি দল বায়তুল মাকদিসে তার কাছে আসে। কিন্তু, সেখানে তারা কোন আড়ম্বর বা আনুষ্ঠানিকতা দেখতে পেল না। মসজিদ চত্বরে একটি গম্বুজের নীচে যা উত্তর দিক থেকে 'আস্‌সাখরা' সংলগ্ন ছিল, তিনি সেখানে উপবেশন করতেন। আর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এসে নির্ধারিত কুরসীতে উপবেশন করতেন এবং তাদের মাঝে ধনসম্পদ বণ্টন করা হতো। তারপর তিনি দামেশকে আগমনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর দামেশকে প্রবেশ করলেন এবং জামি' দামেশকের অবশিষ্ট নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন।

তার খিলাফতকালেই 'মাকসূরাহ্' নতুনভাবে নির্মিত হয়। তিনি তার চাচাতো ভাই উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে সহযোগী ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করেন এবং তাকে বলেন, আপনি তো দেখছেন এমন এক গুরুদায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে যা আঞ্জাম দেওয়ার পর্যাপ্ত জ্ঞান আমার নেই। কাজেই, আপনি প্রজাদের যে স্বার্থরক্ষা অপরিহার্য মনে করবেন তার নির্দেশ দিবেন এবং তা ফরমানরূপে লিখিত হয়ে যাবে। আর এরই ফলে হাজ্জাজের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসকদের অপসারণ করেন এবং কয়েদীদের কয়েদখানা হতে বের করেন এবং বন্দীদের মুক্ত করে দেন, ইরাকে দান ও বখশিশ প্রদান করেন এবং নামাযকে তার প্রথম ওয়াক্‌তে ফিরিয়ে আনেন। অথচ ইতোপূর্বে তারা ওয়াক্‌তের শেষ পর্যন্ত তা বিলম্বিত করত। এ ছাড়া উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পরামর্শ মুতাবিক তিনি আরও অনেক উত্তম কার্যক্রমের প্রচলন ঘটান। এ সময় তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন। সেখানে তিনি শাম, আরব উপদ্বীপ জাযিরা ও মাওসিল অধিবাসীদের মধ্য হতে স্থলপথে প্রায় একলক্ষ বিশ হাজার যোদ্ধা প্রেরণ করেন এবং মিসর ও আফ্রিকাবাসী সৈনিক দিয়ে এক সহস্র যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করেন উমর ইব্‌ন হুবায়রার নেতৃত্বে। আর উভয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন তার ভাই মাসলামাহ্ ইব্‌ন আবদুল মালিক। সাথে ছিল তার ছেলে দাঊদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক ও তার পরিবারভুক্ত একদল যোদ্ধা। আর এসবই ছিল মূসা ইব্‌ন নুসায়রের পরামর্শে যখন তিনি মরক্কো হতে তার কাছে আগমন করেছিলেন। তবে বিশুদ্ধ মত হলো মূসা তার ভাই ওয়ালীদের খিলাফতকালে আগমন করেছিলেন। সর্ব বিষয় আল্লাহ্ই সর্বাধিক জানেন।

ইব্‌ন আবুদ্ দুন্‌ইয়া বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম আল-কূফী বর্ণনা করেন, জাবির ইব্‌ন 'আওন আলআসাদী হতে তিনি বলেন, খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক সর্বপ্রথম যে কথা বলেন, তা হলো সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, তিনি যা ইচ্ছা করেন, যা ইচ্ছা উন্নত করেন, যা ইচ্ছা অবনত করেন, যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন। এই দুন্‌ইয়া (পার্থিব জগত) প্রতারণার নিবাস, মিথ্যার আবাস, পরিবর্তনের সৌন্দর্য। এখানে তুমি কাঁদতে কাঁদতে হাসবে আর হাসতে হাসতে কাঁদবে, নির্ভয়কে ভীত করবে এবং ভীতকে নির্ভয় করবে। এর বিত্তশালী বিত্তশূন্য হয়ে যায় আর নিঃস্ব বিত্তবান হয়ে যায়। সে বহুচারিণী দুনিয়াবাসীরা তার ক্রীড়নক। হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে অগ্রদূত/পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ কর এবং ফায়সালাকারীরূপে তাকে মেনে নাও এবং তাকে তোমাদের অগ্রনায়ক করে নাও। কেননা, তা পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবকে রহিতকারী, তারপর আর কোন আসমানী কিতাব তাকে রহিত করবে না। হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় এই কুরআন শয়তানের চক্রান্ত ও হিংসা-দ্বেষ দূরীভূত করে যেমনভাবে প্রভাত-কিরণ রাতের শেষপ্রহরের অন্ধকার বিদূরিত করে। ইয়াহ্‌য়াহ্ই ইব্‌ন মুঈন বলেন, হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মাদ সূত্রে .... মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়স হতে তিনি বলেন,

আমি সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিককে তার খুতবায় বলতে শুনেছি, সকল কালামের উপর কালামুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তেমন, যেমন সকল মাখলুকের উপর খালিকের শ্রেষ্ঠত্ব। হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন হাযিম হতে তিনি বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক আমাদেরকে প্রত্যেক জুমুআর দিন তার খুতবায় এ কথা বলতেন, দুনইয়াবাসীরা তো এক মহাযাত্রার পূর্বক্ষণে রয়েছে। অথচ এখনও তাদের সংকল্প স্থির হয়নি। এমনকি তাদের এ অবস্থায়ই মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও প্রতিশ্রুতি উপস্থিত হয়ে যাবে। তদ্রূপ তার সুখ-শান্তি ক্ষণস্থায়ী, সর্বদা বিপদাপদের আশঙ্কা এবং দুনিয়াবাসীদের অনিষ্টাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ - مَا أَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ -

'তুমি বল তো, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি ?' (২৬ ঃ ২০৫-২০৭)

আসমাঈ বর্ণনা করেন, খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের আঙুটিতে একথা খোদিত ছিল, 'আমি একনিষ্ঠ ও আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি' আবূ মুসহির বর্ণনা করেন, আবূ মুসলিম সালাম ইব্‌ন আল-আয়্যার আল-ফাযারী হতে। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন সুলায়মান বিন আবদুল মালিকের জন্য মহান আল্লাহ্‌র রহমত প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন, তিনি তার খিলাফতের সূচনা করেছেন একটি কল্যাণ দ্বারা এবং তার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন একটি কল্যাণ দ্বারা। তিনি তার সূচনা করেছেন সালাতসমূহকে যথাসময়ে আদায় করা দ্বারা এবং তার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে খলীফা নির্ধারণ করে। বিশেষজ্ঞ আলিম ও ইতিহাসবেত্তাগণ এ বিষয়ে একমত যে, তিনি খলীফা থাকা অবস্থায় সাতানব্বই হিজরীতে হজ্জ পরিচালনা করেন। হায়ছাম ইব্‌ন সাদী বলেন, শা'বী বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক হজ্জ করলেন, হজ্জ মৌসুমে অগণিত মানুষের সমাবেশ দেখে তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে বললেন, আপনি কি এই জনসমুদ্র দেখছেন না, আল্লাহ্ ছাড়া যাদের সঠিক সংখ্যা গণনা করা এবং রিযিক প্রদান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আজ এরা আপনার প্রজা; কিন্তু কাল এরা আল্লাহ্‌র কাছে আপনার বিচারপ্রার্থী। একথা শুনে সুলায়মান কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর বললেন, আমি আল্লাহ্‌রই সাহায্য চাই। ইব্‌ন আবুদ্ দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেন, ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল সূত্রে 'আতা ইবনুস্ সাইব হতে, তিনি বলেন, কোন এক সফরে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের সাথে এক সফরে ছিলেন, হঠাৎ তারা তীব্র ঝড় বৃষ্টির সাথে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমকের মাঝে পড়লেন, এমনকি তারা ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এমন সময় উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয হাসতে লাগলেন, তাকে হাসতে দেখে সুলায়মান বললেন, হে উমর! আপনি হাসছেন কেন ? আপনি কি দেখছেন না আমরা কী অবস্থায় রয়েছি ? তখন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয তাকে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এগুলো তার দয়া ও অনুগ্রহের কতিপয় নিদর্শন/ চিহ্ন যাতে আপনি যেমন দেখছেন কত তীব্রতা ও কঠোরতা বিদ্যমান। এখন আপনি ভেবে দেখুন তাহলে তাঁর ক্রোধও অসন্তুষ্টির নিদর্শন কেমন হতে পারে ? তার অন্যতম একটি মূল্যবান কথা হল, নীরবতা হল আকলবুদ্ধির ঘুম আর সরব হওয়া তার জাগ্রত অবস্থা।

এটা ছাড়া ঐটা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। একবার এক ব্যক্তি তার সাক্ষাতে প্রবেশ করে, তারপর সে তার সাথে কথা বলে। তার কথা তাকে মুগ্ধ করে। এরপর তিনি তার আকলবুদ্ধি যাচাই করেন। কিন্তু, প্রশংসনীয় কিছু পেলেন না। বললেন, মানুষের আকলবুদ্ধির তুলনায় বাকপারঙ্গমতা ধোঁকা আর বাক্‌পারঙ্গমতার তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান হওয়া ত্রুটি ও কদর্যতা। আর সর্বোত্তম অবস্থা হল উভয়টি একরকম হওয়া। তিনি আরও বলেন, যে বুদ্ধিমান সে তার জীবিকা অন্বেষণের চেয়ে সত্য কথনের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী। তিনি এও বলেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে সে সুন্দরভাবে চুপও থাকতে পারে। তবে যারা সুন্দরভাবে চুপ থাকতে পারে তাদের প্রত্যেকে কিন্তু সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে না। একবার তার এক বন্ধুর মৃত্যুতে সান্ত্বনা লাভের জন্য তিনি এই কবিতার পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করেন ঃ

وَهَوَّنَ وَجْدِى فى شراحيل أنَّنى * متى شئت لا قيت امرأً ماتَ صاحبه

শারাহীলের ব্যাপারে এই বিষয়টি আমার মনবেদনা লাঘব করেছে যে, আমি যখন ইচ্ছা এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই যার বন্ধুর মৃত্যু ঘটেছে।

তার রচিত আরও দুটি কবিতার পঙ্‌ক্তি ঃ

ومن شيمِىْ ألا أفارق صَاحِبِىْ * وان مَلَّنِىْ إلا سَأَلْتُ له رُشْدًا

সঙ্গীকে ত্যাগ না করা আমার স্বভাব নয় যদিও সে আমার প্রতি বিরক্ত হয় আর আমি সর্বদা তার কল্যাণ কামনা করি।

وَإِنْ دام لى بالوُدِّ دُمْت وَلَمْ اَكف * كأخر لا يَرْعى ذِمامًا وَلاَ عَهْدًا

'সে যদি আমার সাথে সদ্ভাব বজায় রাখে তাহলে আমিও তার প্রতি সদ্ভাব বজায় রাখি, আমি ঐ ব্যক্তির মত নই, যে কোন প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার রক্ষা করে না।'

কোন এক রাত্রে খলীফা সুলায়মান তার সেনা শিবিরে গানের সুর শুনলেন। তদন্ত শেষে গায়কদেরকে তার সামনে উপস্থিত করা হলো। সুলায়মান বললেন, নর ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিতে ঘোটকীর যৌনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, উটের আহ্বানে উটনীর যৌনাকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, পাঁঠার ডাকে ছাগীর যৌনাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়, আর পুরুষের গান শুনে নারীর মিলন-আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এরপর তিনি তাদেরকে খোজা বানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। বর্ণিত আছে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তা তো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃতিকরণ, আপনি তাদেরকে নির্বাসন দিন। তখন তিনি তাদেরকে নির্বাসিত করলেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে তিনি তাদের একজনকে খোজা করেন, তারপর গানের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তাকে বলা হয় তা হলো পবিত্র মদীনায়। তিনি পবিত্র মদীনায় তার গভর্নর আবূ বাকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাযমকে এই নির্দেশ লিখে ফরমান পাঠালেন যে, তিনি যেন তার ওখানে বিদ্যমান সকল হিজড়া গায়কদের খোঁজা বানিয়ে দেন।

ইমাম শাফিঈ (রা) বলেন, একবার এক বেদুঈন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের সাক্ষাতে প্রবেশ করে তাকে ফালুযাজ[১] খাওয়ার পরামর্শ দিল এবং বলল, তা মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করে। তিনি বললেন, একথা যদি সঠিক হতো, তাহলে আমীরুল মু'মিনীনের মাথা হওয়া উচিত ছিল খচ্চরের মাথার ন্যায়। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক অতিমাত্রায় ভোজন বিলাসী ছিলেন। এ বিষয়ে তার সম্পর্কে অদ্ভুত কিছু ঘটনা বর্ণিত আছে। [বাহ্যত যা অবাস্তব বলেই মনে হয়]। যেমন বর্ণিত আছে যে, একদিন সকালে

১. ময়দা, পানি ও মধু মিশিয়ে তৈরী হালুয়া বিশেষ। মূল শব্দটি ফারসী।

সুলায়মান চল্লিশটি ভুনা মুরগী, চুরাশিটি চর্বিযুক্ত বৃক্ক (কিডনী) এবং আশিটি রুটি খেলেন, এরপর পুনরায় সকলের সাথে সাধারণ দস্তরখানে অভ্যাসমাফিক স্বাভাবিক খাবার খেলেন। আরেকদিন তিনি তার সহচরদের নিয়ে এক ফলবাগানে প্রবেশ করলেন। বাগান রক্ষক পূর্ব নির্দেশ মাফিক তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ফল পেড়ে রেখেছিলেন। সকলে তৃপ্তিভরে খেল। এমনকি বিরক্ত হয়ে গেল। কিন্তু, সুলায়মান দ্রুতগতিতে সেই ফল খেতে থাকলেন। এরপর তিনি আস্ত একটি ভুনা বকরী আনিয়ে খেলেন। তারপর পুনরায় ফল খেতে মনোযোগী হলেন, এরপর তিনি দুটি ভুনা মুরগী খেলেন। এরপর পুনরায় ফল খেলেন। তারপর বিশাল এক পানপাত্র ভর্তি ছাতু-ঘিও চিনি মিশ্রিত খাবার খেলেন এবং খলীফার গণভবনে ফিরে আসলেন। এরপর তার নিয়মিত দস্তরখানের খাবার পরিবেশন করা হলো এবারও তার খাওয়ার কোন দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেল না। বর্ণিত আছে যে, এই অতি ভোজনের পর জরাক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশ্য তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এও বলা হয়ে থাকে যে, তার মৃত্যুশয্যা গ্রহণের কারণ চারশ' ডিম এবং দুই ঝুড়ি ডুমুর ভক্ষণ। মহান আল্লাহ্ অধিক জানেন।

ফযল ইব্ন আবুল মুহাল্লাব উল্লেখ করেছেন যে, কোন এক জুমুআর দিন খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক একজোড়া হলুদ পোশাক পরলেন। তারপর তা খুলে তার পরিবর্তে একজোড়া সবুজ পোশাক পরলেন এবং একটি সবুজ পাগড়ী মাথায় বাঁধলেন। সবুজ গালিচার মধ্যস্থলে বিছানো সবুজ বিছানায় উপবেশন করলেন। আয়নায় তাকালেন, নিজের দেহ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন এবং উভয় বাহু অনাবৃত করে বললেন, আমিই হলাম যুবক খলীফা। আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি আয়নায় বারবার তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা ছিলেন নবী, আবূ বকর ছিলেন সিদ্দীক, উমর ছিলেন ফারূক। উছমান ছিলেন লজ্জাশীল, আলী ছিলেন বীর, মুআবিয়া ছিলেন বিচক্ষণ, ইয়াযীদ ছিলেন ধৈর্যশীল, আবদুল মালিক ছিলেন দক্ষ প্রশাসক, ওয়ালীদ ছিলেন স্বেচ্ছাচারী, আর আমি হলাম যুবক বাদশাহ। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এ ঘটনার পর একমাস মতান্তরে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, জ্বরাক্রান্ত হওয়ার পর উযূ করার জন্য তিনি জনৈকা বাঁদীকে ডেকে পাঠান। বাঁদী এসে তাকে উযূর পানি ঢেলে দিয়ে আবৃত্তি করে শোনাল ঃ

أنت نعمَ المتاع لو كنتَ تبقى * غير أن لا بقاء للإنْسان

'আপনি অতি উত্তম 'উপকরণ' যদি আপনি স্থায়ী হতেন। তবে মানুষের কোন স্থায়িত্ব নেই।'

أنت خِلْوٌ منَ العيوب ومما * يكره الناس غير أنك فان

'আপনি ত্রুটি হতে এবং মানুষের অপসন্দনীয় বিষয়সমূহ হতে মুক্ত, তবে আপনি শেষ হয়ে যাবেন।'

বর্ণনাকারিগণ বলেন, তিনি তাকে ধমক দিয়ে [অন্যদের উদ্দেশ্যে] বললেন, সে আমাকে আমার নিজের [মৃত্যুর] ব্যাপারে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তারপর তিনি তার মাতুল ওয়ালীদ ইব্ন আব্বাস কা'কা' আল আনসীকে পানি ঢেলে দিতে বললেন এবং নিজে আবৃত্তি করলেন ঃ

قَرِّبْ وَضُوْءَكَ يا وَلِيْدُ فإنَّما * دُنياك هذه بلغة ومَتَاعُ

'হে ওয়ালীদ! তোমার উযূর পাত্র কাছে আন, তোমার এই পার্থিব জীবন তো ন্যূনতম ভোগ উপকরণ।

فَاعْمَلْ لنفسك فى حَياتك صالحًا * فالدَّهْر فيه فرقة وجِمَاعُ

'নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে এ জীবনে নেক আমল করে যাও, আর কালের গর্ভে মিলন ও বিরহ সুপ্ত রয়েছে।'

বর্ণিত আছে, এ সময় বাঁদী যখন তার কাছে তশতরী নিয়ে আসে, জ্বরের প্রকোপে কাঁপতে লাগল। তিনি বললেন, অমুক বাঁদী কোথায়। সে বাঁদী বলল, সে জ্বরাক্রান্ত। তিনি বললেন, তাহলে অমুক কোথায় ? সে বলল, সেও জ্বরাক্রান্ত, এ সময় সুলায়মান কানসারীন ভূখণ্ডের মারাজদাবাক অবকাশ যাপন কেন্দ্রে অবস্থান করছিলেন। তিনি তার মাতুলকে নির্দেশ দিলে তিনি তাকে উযূ করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি লোকদেরকে নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে বের হলেন। খুতবা প্রদানকালে তাকে স্বরভগ্নতা পেয়ে বসল। তিনি নামার পূর্বেই জ্বরাক্রান্ত হলেন এবং পরবর্তী জুমুআর দিনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বলা হয়, তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহম করুন।

তিনি শপথ করেছিলেন যে, তিনি মারাজ দাবাক ত্যাগ করবেন না যতক্ষণ না তার কাছে কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের সংবাদ আসে অথবা তার মৃত্যু আসে। কিন্তু তিনি তার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহান আল্লাহ্ তাকে রহম করুন এবং তাকে সম্মান দান করুন। বর্ণনাকারীরা বলেন, তিনি তার মৃত্যুশয্যায় আক্ষেপ করে আবৃত্তি করতে লাগলেন ঃ

إن بنى صغار * أفلح من كان له كِبَارُ

'আমার ছেলেরা সব ছোট, যার ছেলেরা বড় সেই সফলকাম।' উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয তাকে বলতেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! প্রকৃত সফলকাম মু'মিনগণ। তারপর তিনি আবৃত্তি করতেন ঃ

إن بنى صِبْيَة صَيْفِيُّوْن * قد أفلح من كان له رِبْعِيُّوْن

'আমার ছেলেরা গ্রীষ্মকালীন শাবক, ভাগ্যবান সে যার ছেলেরা বসন্তকালীন'[১]

বলা হয় যে, এই কবিতার পঙ্‌ক্তিদ্বয়ই ছিল তার জীবনের শেষ কথা। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে তার সর্বশেষ কথা ছিল, হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে সম্মানজনক আশ্রয়স্থল চাই। এরকথা উচ্চারণ করার পর তিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ইব্‌ন জারীর রিওয়ায়াত করেছেন. রজা' ইব্‌ন হায়ওয়া হতে তিনি বানূ উমায়্যার শ্রেষ্ঠ আস্থাভাজন উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি বলেন, মৃত্যুশয্যায় সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক তার এক অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে খলীফা নির্ধারণের ব্যাপারে আমার পরামর্শ চাইল। আমি তাকে বললাম, খলীফার জন্য কবরে নিরাপদ থাকার উপায় হলো সৎ ব্যক্তিকে মুসলমানদের কর্তৃত্ব অর্পণ করে যাওয়া। তারপর তিনি তার ছেলে দাঊদকে পরবর্তী খলীফারূপে মনোনয়নের জন্য আমার পরামর্শ চাইলেন। তখন আমি তাকে বললাম, সে এখন কনস্ট্যান্টিনোপলে, আপনার থেকে বহুদূরে, আপনি তার সম্পর্কে জানেন না যে, সে জীবিত নাকি মৃত ? তিনি বললেন, আপনি কাকে ভালো মনে করেন। আমি বললাম, আমীরুল মু'মিনীন আপনিই ভেবে দেখুন। তিনি বললেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে আপনি কেমন মনে করেন ? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাকে 'ভাল' জানি। তিনি গুণী মুসলমান। কল্যাণ ও কল্যাণশ্রেয়ীদের ভালবাসেন। কিন্তু, আমার আশঙ্কা আপনার ভাইয়েরা তাতে সন্তুষ্ট হবে না। তা মেনে নেবে না। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তা এমনই হবে। এ সময় কয়েক ব্যক্তি পরামর্শ দিলেন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পরবর্তী খলীফারূপে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিককে নির্ধারণ করতে, যাতে বানূ মারওয়ান তা মেনে নেয়। তখন এই

১. অর্থাৎ তারা এখনও প্রাপ্তবয়স্ক ও কর্মক্ষম হয়ে উঠেনি।

ফরমান লেখা হলো– বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। এ হলো আল্লাহ্র বান্দা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের পক্ষ হতে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের অনুকূলে লিখিত ফরমান/পত্র, আমি তাকে আমার পরবর্তী খলীফারূপে এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিককে তার পরবর্তী খলীফারূপে নির্ধারণ করলাম। কাজেই, তোমরা সকলে তার আনুগত্য কর এবং তাকে মান্য কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং পরস্পর মতভেদ করো না। মতভেদ করলে তোমাদের শত্রুরা তোমাদেরকে পরাজিত করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠবে। এরপর তিনি এই ফরমান মোহারাঙ্কিত করে, সিপাহী প্রধান কা'ব ইব্ন হামিদ আল আবসীর কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দিলেন, আমার গোষ্ঠীর স্বজন- পরিজনদের সমবেত করে তাদেরকে নির্দেশ দাও, তারা এই সীলমোহরকৃত ফরমান মেনে নিয়ে বায়আত করুক। আর তাদের কেউ অস্বীকৃতি জানালে তাকে হত্যা কর। এরপর খলীফার নির্দেশমাফিক তারা সমবেত হলো। তাদের একদল খলীফার কাছে প্রবেশ করে তাকে সালাম করল। তখন তিনি বললেন, এই পত্র হলো তোমাদের প্রতি আমার ফরমান/নির্দেশনামা। কাজেই, যাকে আমি তাতে খলীফা মনোনীত করেছি তোমরা তার কথা শোন, তার আনুগত্য কর এবং তার অনুকূলে বায়আত কর। তারা এক একজন করে বায়আত করল। রজা ইব্ন হায়ওয়া বলেন, এরপর সকলে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রস্থান করল। উমর ইব্ন আবদুল আযীয আমার কাছে এসে বলল, আল্লাহ্র দোহাই এবং আপনার সাথে আমার শ্রদ্ধাও ভালবাসার দোহাই, আপনি আমাকে এই ফরমানের বিষয়বস্তু অবহিত করুন। যদি তা আমার অনুকূলে লিখিত হয়ে থাকে, তাহলে আমি এখনই তা হতে ইসতিফা দিতে পারব, এমন কোন পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার পূর্বে যা আমি সামাল দিতে পারব না যেমনটি এখন পারব। তখন আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্র কসম! আপনাকে আমি তার একটি বর্ণও অবহিত করব না। তিনি বলেন, এরপর হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক তার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে রজা! আপনার সাথে আমার বেশ পুরাতন শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান। আপনি আমাকে এই বিষয়টি অবহিত করুন– যদি তা আমার অনুকূলে হয়, তাহলে পূর্বেই আমি তা জানতে পারলাম, আর যদি তা অন্যের অনুকূলে হয়ে থাকে, তবে আমার মতো এ ব্যাপারে আর কেউ নির্বিকার হবে না।

আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমীরুল মু'মিনীন আমার কাছে যা গোপন করেছেন তার একটি বর্ণও আমি আপনাকে অবহিত করব না। রজা ইব্ন হায়ওয়া বলেন, এরপর আমি সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে ফিরে গিয়ে দেখলাম, তার অন্তিম মুহূর্ত অত্যাসন্ন। তাকে যখন মৃত্যু-যন্ত্রণা পেয়ে বসছিল, আমি তাকে কেবলামুখী করে দিচ্ছিলাম। আর তিনি যখন চেতনা ফিরে পাচ্ছিলেন, তখন বলছিলেন, হে রজা! এখনও তার সময় হয়নি, এর যখন তৃতীয় বার তার মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হলো, তখন তিনি বললেন, হে রজা! এখন হতে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। রজা বলেন, তখন আমি তাকে কিবলামুখী করে দিলাম এবং তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আল্লাহ্ তাকে অনুগ্রহ করুন। রজা বলেন, তখন আমি তাকে একটি সবুজ চাদরে আবৃত করে সে ঘরের দরযা বন্ধ করে দিলাম এবং কা'ব ইব্ন হামিদের কাছে দূত প্রেরণ করলাম। তিনি লোকদেরকে দাবাক-এর মসজিদে সমবেত করলেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে বললাম, এই ফরমানে যার অনুকূলে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, তোমরা তার আনুগত্যের অঙ্গীকার কর। তারা বলল, আমরা অঙ্গীকার করলাম। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা আরেকবার বায়আত (অঙ্গীকার) কর। তখন তারা তাও করল। তারপর আমি তাদেরকে বললাম! এবার তোমরা তোমাদের নতুন

খলীফার হাতে বায়আত গ্রহণ করার প্রস্তুতি নাও। কেননা, সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক মৃত্যুবরণ করেছেন। এরপর আমি তাদেরকে সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের 'ফরমান' পাঠ করে শোনালাম। আমি যখন উমর ইব্ন আবদুল আযীযের নাম উল্লেখ করলাম, তখন বানূ মারওয়ানের চেহারাসমূহ বিবর্ণ হয়ে গেল। এরপর আমি যখন পড়লাম তার পরবর্তী খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক, তখন তারা কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলো। এ সময় হিশাম ঘোষণা দিল, আমরা কখনও তার হাতে বায়আত করব না। আমি তখন বললাম, আল্লাহ্র কসম! তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করতে বাধ্য হব। যাও বায়'আত করে নাও। এদিকে লোকজন উঠে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে গেল আর তিনি ছিলেন মসজিদের পিছনের অংশে। তিনি যখন বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন, তখন [বিপদগ্রস্তের দু'আ] ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লেন। আর তিনি পায়ে ভর দিয়ে হেঁটে যাবার মত অবস্থায় ছিলেন না। ফলে, সকলে মিলে তাকে ধরে মিম্বরে উঠিয়ে বসিয়ে দিল। এ সময় তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তখন রজা ইব্ন হায়ওয়া বললেন, তোমরা কি উঠে গিয়ে আমীরুল মু'মিনীনের হাতে বায়'আত করবে না ? তখন সকলে উঠে গিয়ে তার হাতে বায়'আত করল। তারপর হিশাম আসলেন এবং বায়'আত করার জন্য মিম্বরে উঠে বলতে লাগলেন, ইন্না লিল্লাহি .... রাজিউন। তখন উমর ইব্ন আবদুল আযীযও বললেন, হ্যাঁ ইন্না লিল্লাহ্.... রাজিউন যেহেতু আমার এবং তোমার মাঝে এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হলো। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে মর্মস্পর্শী খুতবা প্রদান করলেন এবং অবশিষ্ট লোকজন তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করল। তার খুতবার একাংশ হলো, হে লোক সকল! আমি কোন বিদ'আতের উদ্ভাবক নই, আমি সুন্নাতের অনুসারী। আর তোমাদের আশেপাশের/ চতুর্দিকের শহর ও জনপদের অধিবাসীরা যদি তোমাদের ন্যায় আনুগত্য প্রকাশ করে, তাহলে আমি তোমাদের শাসক, আর যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে আমি তোমাদের শাসক নই। এরপর তিনি মিম্বর হতে নামলেন, আর লোকেরা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের দাফন-কাফনের ব্যবস্থায় মশগূল হলো। ইমাম আওযাঈ বলেন, খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের গোসল ও কাফন পরানো শেষ হতে না হতেই মাগরিবের নামাযের সময় হলো। তখন উমর ইব্ন আবদুল আযীয মাগরিবের নামায পড়ালেন। তারপর তিনি সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের জানাযার নামায পড়ালেন এবং মাগরিবের পর তাকে দাফন করা হলো। এরপর উমর ইব্ন আবদুল আযীয যখন প্রস্থান করলেন, তখন খলীফার বিশেষ বাহনাদি তার কাছে আনা হলো, কিন্তু তিনি তাতে আরোহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে নিজের বাহনে আরোহণ করলেন। এরপর সকলের সাথে দামেশকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। লোকেরা তাকে খলীফার নির্ধারিত বাসভবনে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু, তিনি বললেন, আবূ আয়্যূবের (সুলায়মানের) বাসভবন খালি হওয়া পর্যন্ত আমি আমার নিজ গৃহেই অবস্থান করব। তখন সকলে তার এ সিদ্ধান্ত পসন্দ করল। এরপর তিনি খলীফার পত্র-লিখককে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে দিয়ে ঐ ফরমানের প্রতিলিপি লেখাতে লাগলেন। সে অনুযায়ী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা তার অনুকূলে বায়'আত করবে। রজা ইব্ন হায়ওয়া বলেন, তার চেয়ে বিশুদ্ধভাষী কাউকে আমি দেখিনি।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক নিরানব্বই হিজরীর সফর মাসের দশ তারিখ শুক্রবার কানসারীন ভূখণ্ডের 'দাবাকে' ইনতিকাল করেন, যা ছিল খলীফা ওয়ালীদের ইনতিকালের দু'বছর নয় মাস কুড়ি দিনের মাথায়। তার ইনতিকালের ব্যাপারে এটাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত। তবে কারো কারো মতে সফরের বিশ তারিখে। তারা

বলেন, তার খিলাফতকাল ছিল দুই বছর আট মাস। আর কেউ কেউ বলেন, দু'বছর আট মাসের পাঁচ দিন কম। আর সঠিক বিষয় মহান আল্লাহ্ জানেন। আল হাকিম আবূ মুহাম্মাদ বলেন, সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক নিরানব্বই হিজরীর রমযান মাসের সতের তারিখ শুক্রবার ইন্তিকাল করেন। ইব্ন আসাকির তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা অত্যন্ত অদ্ভুত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক তার সম্পূর্ণ বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। আর তাদের মতে মৃত্যুকালে সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক চল্লিশ বছর অতিক্রম করেছিলেন। কারো কারো মতে এ সময় তার বয়স ছিল তেতাল্লিশ, কারও মতে পঁয়তাল্লিশ। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক ছিলেন দীর্ঘকায়, সুদর্শন, ফর্সা ও ছিপছিপে গড়নের। তার মুখমণ্ডল ছিল সুশ্রী, ভ্রূদ্বয় সংযুক্ত। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার অধিকারী। অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল আরবীতে কথা বলতেন। ধর্মপরায়ণতা, কল্যাণমুখিতা, সত্য ও সত্যাশ্রয়ীদের এবং পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসারীদের প্রতি ভালবাসা ও আন্তরিকতা এবং ইসলামী বিধি-বিধানের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রোম সাম্রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলের উদ্দেশ্যে মুসলিম ফৌজের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে দিয়ে তিনি যখন দামেস্ক হতে মারাজে দানকের উদ্দেশ্যে বের হন তখন তিনি শপথ করেন যে তিনি দামেশকে ফিরবেন না যতদিন না কনস্ট্যান্টিনোপল জয় সম্পন্ন হয় কিংবা তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর তিনি যেমন আমরা উল্লেখ করলাম, সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এভাবে এই নেক নিয়্যতের দ্বারা মহান আল্লাহ্র পথে তিনি সার্বক্ষণিক প্রহরার নেকী হাসিল করলেন। কাজেই, তিনি ইনশাআল্লাহ্ তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদের নেক আমলের ছাওয়াব কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মহান আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

হাফিয ইব্ন আসাকির শারাহীল ইব্ন উবায়দা ইব্ন কায়স আল-উকায়লীর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করেছেন তার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ

মুসলিম ফৌজের প্রধান সেনাপতি মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক যখন তার অবরোধ দ্বারা কনস্ট্যান্টিনোপলবাসীকে কোণঠাসা করে ফেললেন এবং তাদের চলাচলের পথে ফৌজী প্রহরা বসালেন এবং তথাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও অঞ্চলসমূহ দখল করে নিলেন। তখন রোম সম্রাট ইলয়ূন বুরজান অধিপতির কাছে মাসলামার বিরুদ্ধে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে লিখে পাঠান— নিজেদের ধর্মের প্রতি আহ্বান এই মুসলমানদের একমাত্র ভাবনা। সর্বপ্রথম তাদেরকে যারা তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। তারপর পর্যায়ক্রমে নৈকট্যের ক্রমানুসারে। তারা যখন আমার থেকে তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে অবসর হবে, তখন তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। কাজেই, সে সময়ের জন্য তুমি যে করণীয় স্থির করেছো তা এখনই করে ফেল। এই বার্তা পেয়ে বুরজানের হতভাগা শাসক কৌশল ও ধোঁকার আশ্রয় নিল। সে মাসলামার কাছে প্রস্তাব দিয়ে লিখে পাঠাল, রোম সম্রাট ইলয়ূন আপনার বিরুদ্ধে আমার সাহায্য প্রার্থনা করে আমার কাছে পত্র প্রেরণ করেছে। কিন্তু আমি আপনার সাথে রয়েছি, আপনি আমাকে আমার করণীয় সম্পর্কে আদেশ করুন। তখন মাসলামা তার কাছে লিখে পাঠালেন, আমি তোমার কাছে কোন যোদ্ধা বা যুদ্ধসরঞ্জাম চাই না, তবে তুমি রসদ সরবরাহ করে আমাদেরকে সাহায্য কর। কেননা, আমাদের রসদে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তখন সে এর উত্তরে লিখল, অমুক অমুক স্থানে আমি আপনাদের জন্য বিশাল রসদসম্ভার পাঠালাম, আপনি তা ক্রয় ও গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক পাঠিয়ে দিন। তখন মাসলামাহ্র ফৌজের যারা সেখানে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতে চাইল, তাদের সকলকে সেখানে যাওয়ার অনুমতি

দিলেন। বহুসংখ্যক যোদ্ধা সেখানে গমন করল। সেখানে গিয়ে তারা বিশাল রসদ সম্ভারের সমাহার দেখতে পেল যার মাঝে বিভিন্ন প্রকার পণ্য, দ্রব্য ও খাদ্য সামগ্রী ছিল। তারা তা ক্রয় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু, সেই নরপিশাচ যে তাদের জন্য সেখানকার পাহাড়ের আড়ালে অতর্কিতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেনাদল লুকিয়ে রেখেছিল তারা তা অনুভব করতে পারল না। এমন সময় হঠাৎ তারা একযোগে বেরিয়ে মুসলিম যোদ্ধাদের আক্রমণ করল। এবং তাদের বহু সংখ্যককে হত্যা করল আর অনেককে বন্দী করল। তাদের স্বল্পসংখ্যকই মাসলামার কাছে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন। এ ঘটনার পর মাসলামাহ্ তার ভাই খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিককে তা অবহিত করে পত্র লিখলেন। তিনি বিপুলসংখ্যক যোদ্ধার বিশাল এক বাহিনী পাঠালেন। যার সঙ্গে ছিলেন উল্লিখিত এই শারাহীল ইব্ন উবায়দা। আর তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন প্রথমে কনস্ট্যান্টিনোপল-উপসাগর পার হয়ে বুরজান রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার, তারপর মাসলামার কাছে ফিরে আসার। তারা ঐ সকল উপসাগর ও প্রণালী পাড়ি দিয়ে প্রথমে বুরজান ভূখণ্ডে গমন করলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। আল্লাহ্র হুকুমে মুসলমানগণ তাদেরকে পরাজিত করলেন এবং তাদের বিপুলসংখ্যক যোদ্ধাকে হত্যা করলেন, বহুসংখ্যককে বন্দী করলেন এবং মুসলিম বন্দীদের উদ্ধার করলেন। এরপর তারা এসে মাসলামার সাথে মিলিত হলেন। এরপর তারা তার তত্ত্বাবধানে অবস্থান করলেন। অবশেষে রোমকদের ধূর্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিজেদের রসদ স্বল্পতার কারণে পরবর্তী খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাদের সকলকে ফিরিয়ে আনলেন। আর ফিরে আসার পূর্বে তারা সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উপযুক্ত ছাওয়াব ও বিনিময় দান করুন।

উমর ইব্ন আবদুল আযীয-এর খিলাফত

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এ বছরের অর্থাৎ নিরানব্বই হিজরীর সফর মাসের দশ কিংবা বিশ তারিখ শুক্রবার সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের মৃত্যুর দিনে তারই ফরমানে নিজের অজ্ঞাতসারে উমর ইব্ন আবদুল আযীয [খিলাফতের জন্য] মনোনীত হন এবং তার খিলাফতের অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করা হয়। যেমন, আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তার প্রথম পদক্ষেপ থেকে তার সাথে আল্লাহ্ভীতি, ধর্মপরায়ণতার, বিলাসবিমুখতা, সচ্চরিত্র ও চারিত্রিক পবিত্রতার লক্ষণসমূহ পরিস্ফুট হয়ে উঠে, যেমন তিনি খলীফার জন্য নির্ধারিত সুসজ্জিত বাহনে আরোহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং নিজের পূর্বের বাহনে আরোহণ করেই এ পর্বের ইতি টানেন। তদ্রূপ খলীফার রাজকীয় বাসভবনের পরিবর্তে তিনি নিজের বাসগৃহকেই বেছে নেন। বর্ণিত আছে, খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিয়ে বলেন, হে লোক সকল, আমার মন অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যখনই যে কোন মান-মর্যাদা বা শান-শওকত লাভ করে, তখনই সে তার চেয়ে উৎকৃষ্টতরের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। তাই যখনই আমাকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, তখন থেকেই আমার মন তার চেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্টতরের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে আর তা হলো জান্নাত। কাজেই, তোমরা আমাকে আমার এ আকাঙ্ক্ষা পূরণে সাহায্য কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে রহম করুন। ইনশাআল্লাহ্ তাঁর ওফাতের আলোচনায় অচিরেই তাঁর জীবনী আসছে। এ বছর উমর ইব্ন আবদুল আযীয যে সকল ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার অন্যতম হলো তিনি রোমক ভূখণ্ডে অবস্থানরত কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধকারী মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক ও তার অধীনস্থ মুসলিম ফৌজকে ফিরিয়ে আনেন। কেননা, এ সময় তারা প্রতিকূল ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। তাদের রসদ সংকট দেখা দেয়। কেননা, তাদের সংখ্যা

ছিল বিপুল। তাই তিনি তাদের শামে ফিরে আসার লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময় তিনি তাদের জন্য বিপুল পরিমাণ রসদ সামগ্রী এবং বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট তাযী ঘোড়া পাঠান। যোদ্ধারা খলীফার এ আচরণে অত্যন্ত প্রীত হন।

এ বছরেই ইসলামের শত্রু তুর্কীরা[১] আযারবাইজান আক্রমণ করে বহুসংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে। তখন উমর ইব্ন আবদুল আযীয হাতিম ইব্ন নু'মান আলবাহিলীর নেতৃত্বে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজ প্রেরণ করেন। তিনি ঐ তুর্কীদেরকে নিধন করেন এবং তাদের অতি অল্পসংখ্যকই পলায়ন করে বাঁচতে সক্ষম হয়। এ সময় তিনি তাদের বন্দীদের খানাসিরায় অবস্থানরত খলীফার কাছে পাঠান। অধিক ব্যস্ত থাকার কারণে মুআয্যিনগণ তাদের আযানের পর পুনরায় তাকে নামাযের ওয়াকতে নৈকট্য এবং সংকীর্ণতার কথা স্মরণ করিয়ে দিত, যাতে তিনি পূর্ববর্তী খলীফাদের ন্যায় নামায বিলম্বিত না করেন। আর তারা এটা তাঁর নির্দেশেই করত। মহান আল্লাহ্ অধিক জানেন। এ প্রসঙ্গে ইব্ন আসাকির জারীর ইব্ন উছমান আররাহবী আল-হিমসীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি (জারীর) বলেন, আমি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের মুআযযিনদের নামাযের সময় এই বলে সালাম করতে শুনেছি। আস্সালামু আলায়কা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সালাতে আসুন! কল্যাণে আসুন, সালাতের সময় ঘনিয়ে এসেছে।

এ বছরই উমর ইব্ন আবদুল আযীয ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবকে ইরাকের গভর্নর পদ হতে অপসারণ করেন এবং আদী ইব্ন আরতাআ আল-ফাযারীকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করে প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি হাসান বসরী (র)-কে বসরার কাযীর পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তা হতে অব্যাহতি চাইলে উমর তাকে অব্যাহতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে হাসান বসরীর স্থলে প্রখ্যাত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি ইয়াস ইব্ন মুআবিয়াকে নিয়োগ করেন। এছাড়া তিনি কূফা ও তার সংলগ্ন ভূখণ্ডের জন্য আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন খাত্তাবকে গভর্নর নিয়োগ করে প্রেরণ করেন এবং আবুয্ যিনাদকে তার কাতিব বা ব্যক্তিগত সচিবের পদ প্রদান করেন। আর আমির আশ-শা'বীকে তার কাযী নিয়োগ করেন। ওয়াকিদী বলেন, হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের খিলাফতকাল পর্যন্ত আমির কূফার কাযী পদে বহাল ছিলেন। আর তিনি জার্রাহ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হাকামীকে খোরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেন। এ সময় পবিত্র মক্কার প্রশাসক ছিলেন আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসায়দ, আর পবিত্র মদীনার দায়িত্বে ছিলেন, আবূ বাকর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হায্ম। তিনি এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন। মিসরের গভর্নর পদ হতে আবদুল মালিক ইব্ন আবূ ওদাআকে অপসারণ করে আয়্যূব ইব্ন শুরাহ্বীলকে তার স্থলঅভিষিক্ত করেন। আর ফাতাওয়ার দায়িত্ব প্রদান করেন জা'ফর ইব্ন রাবীআ ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব, এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরকে। তাই এরা তিনজনই সকলকে ফাতওয়া প্রদান করতেন। আফ্রিকা ও মরক্কো অঞ্চলের জন্য তিনি ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল মাখযূমীকে গর্ভনর নিয়োগ করেন। ইনি ছিলেন উত্তম স্বভাবের মানুষ। মরক্কো তার শাসনাধীন থাকাকালে বহুসংখ্যক বর্বর ইসলাম গ্রহণ করে। আর সবকিছুর সঠিক জ্ঞান মহান আল্লাহ্র কাছে। এ বছর প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে যারা ইনতিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন ঃ

১. তুর্কী দ্বারা এখানে তাতারী বা মঙ্গোলিয়ান উদ্দেশ্য।

হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল হানাফিয়্যাহ্[১]

বিশিষ্ট তাবিঈ। বলা হয় তিনিই সর্বপ্রথম ইরজা[২] বিষয়ে কথা বলেন। আবূ উবায়দের এই বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পঁচানব্বই হিজরীতে ইন্‌তিকাল করেন। খলীফা উল্লেখ করেছেন, তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খিলাফতকালে ইন্‌তিকাল করেন। আর আমাদের শায়খ যাহাবী আল'আলাম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ বছর ইন্‌তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক জানেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহায়রীয ইব্‌ন জুনাদা ইব্‌ন উবায়দ[৩]

ইনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহায়রীয ইব্‌ন জুনাদা ইব্‌ন উবায়দ আল-কুরাশী আল-জুমাহী আলমাক্কী। বায়তুল মাকদিসে দীর্ঘ মীআদে ই'তিকাফকারী বিশিষ্ট তাবিঈ। ইনি মুয়ায্‌যিন আবূ মাহযূরার সৎ পিতা হতে এবং উবাদাহ্ ইব্‌নুস সামিত, আবূ সাঈদ ও মুআবিয়া প্রমুখ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন খালিদ ইব্‌ন মা'দান, মাকহূল হাসসান ইব্‌ন আতিয়্যাহ্, যুহরী ও অন্যরা। একাধিক ইমাম তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন এবং একদল তার প্রশংসা করেছেন। এমনকি রাজা' ইব্‌ন হায়ওয়া তো তার সম্পর্কে বলেছেন, পবিত্র মদীনাবাসী যদি তাদের আবিদ ইব্‌ন উমরকে নিয়ে আমাদের সাথে বড়াই করে, তাহলে আমরাও আমাদের আবিদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহায়রীযকে নিয়ে তাদের সাথে গর্ব করতে পারি। তার এক ছেলে বলেন, তিনি প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করতেন। তার জন্য বিছানা বিছানো হতো। কিন্তু তিনি তাতে ঘুমাতেন না। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তিনি ছিলেন বাক্‌সংযমী এবং গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা পরিহারকারী। তিনি সর্বদা সৎ কাজের আদেশ দিতেন ও মন্দ কাজে নিষেধ করতেন এবং কখনও নিজের কোন সদগুণের উল্লেখ করতেন না। কোন এক আমীরের পরনে রেশমের পোশাক দেখে তিনি তার সমালোচনা করলেন। সেই ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, আমি তো এঁদের [ভয়ের] কারণে তা পরিধান করি। তখন ইব্‌ন মুহায়রীয তাকে বললেন, কোন মাখলুকের প্রতি তোমার ভয়কে আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়ের সমকক্ষ করো না। ইমাম আওযাঈ (র) বলেন, যদি কেউ কাউকে অনুসরণ করতে চায়, তাহলে তার মত ব্যক্তির অনুসরণ করুক। কেননা, এমন উম্মতকে আল্লাহ্ গোমরাহ্ করতে পারেন না যাদের মাঝে তার মত ব্যক্তি বিদ্যমান। কেউ কেউ বলেন, তিনি খলীফা ওয়ালীদের খিলাফতকালে ইন্‌তিকাল করেন।

---

১. পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

২. মতবাদ বিশেষ। যার অনুসারীরা কোন মুসলমানের ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করে না বরং তাদের ফায়সালাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিলম্বিত করে। তাদের ভাষ্য হলো, ঈমান থাকা অবস্থায় কোন নাফরমানী কোন ক্ষতি করে না এবং কাফির অবস্থায় কোন আনুগত্য কোন উপকার করে না। –অনুবাদক

৩. আল-ইসাবা ৬৬৩৩, আল-ইসতীআব ১৬৫২ উসদুলগাবা, ৩/২৫২, তারীখুল ইসলাম ৪/২১, তারীখুল বুখারী ৫/১৯৩ তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায ১/৬৪, তাহযীবুল আসমা ওয়াললুগাত প্রথম ভাগ প্রথম অংশ ২৮৭, তাহযীবুত তাহযীব ৬/৩২, তাহযীবুল কামাল পৃঃ ৩৪০, আলজারহ ওয়াত্‌তা'দীল দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় ভলিউম ১৬৮, আল হিলইয়াহ্ ৫/১৩৮, খুলাসাতু তাহযীবুত তাহযীব ২১৪, শাজারাতুয যাহাব ১/১১৬, তাবাকাতে ইব্‌ন সা'দ ৭/৪৪৭, তালকাতু খলফিয়্যা ২৭৫৩, তাবাকাতুল হুফফায আল্লামা সুয়ূতী ২৭, আলইবার ১/১১৭ আল ইকদুছ ছামীন ৫/২৪৬, আলমা'রিফা ওয়াত তারিখ ২/৩৩৫-৩৬৪-ক

খলীফা ইব্ন খায়্যাত বলেন, তিনি হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। ইমাম যাহাবী আল আ'লাম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ বছরই ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক জানেন।

একবার ইব্ন মুতায়রীয কাপড় খরিদ করার জন্য এক কাপড় বিক্রেতার দোকানে প্রবেশ করলেন। দোকানদার বেশী দাম চাইল। পার্শ্ববর্তী দোকানদার তাকে বলল, দুর্ভাগ্য তোমার! ইনি হলেন ইব্ন মুহায়রীয, তুমি দাম কমাও। একথা শুনে ইব্ন মুহায়রীয তার গোলামের হাত ধরে বলল, চল যাই, আমরা আমাদের অর্থের বিনিময়ে কাপড় খরিদ করতে এসেছি, ধার্মিকতার বিনিময়ে নয়। তিনি উঠে সে দোকানদারকে ছেড়ে চলে গেলেন।

মাহমূদ ইব্ন লাবীদ ইব্ন উক্বা[১]

তিনি আবূ নাঈম আল আনসারী আল আশহালী। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তার উদ্ধৃতিতে একাধিক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু সেগুলো সব হাদীসে মুরসালের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সাহাবী। ইব্ন আবদুল বারর বলেন, তিনি মাহমূদ ইব্ন রাবী'আ হতে উত্তম। বলা হয়, তিনি ছিয়ানব্বই হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মতান্তরে, সাতানব্বই হিজরীতে। ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ বছরই ইন্তিকাল করেন। আর নিশ্চিত বিষয় মহান আল্লাহ্ অধিক অবগত।

নাফি' ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত্ইম[২]

ইব্ন আদী ইব্ন নাওফিল আল-কুরাশী আন-নাওফিলী আল-মাদানী। তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তার পিতা হতে এবং হযরত উছমান, আলী, আব্বাস, আবূ হুরায়রা আইশা ও অন্যদের থেকে।

তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন একদল তাবেঈ এবং অন্যগণ। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং আবিদ, তিনি পায়ে হেঁটে হজ্জে যেতেন। তাঁর বাহনকে তাঁর সাথে সাথে টেনে নেওয়া হতো। একাধিক ঐতিহাসিক বলেন, তিনি নিরানব্বই হিজরীতে পবিত্র মদীনায় ইন্তিকাল করেন।

কুরায়ব ইব্ন মুসলিম[৩]

ইব্ন আব্বাসের মাওলা বা আযাদকৃত দাস। একদল সাহাবা এবং অন্যদের থেকে তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর সংগ্রহে এক বোঝা পরিমাণ বইপত্র ছিল। তিনি ছিলেন উত্তম ও ধার্মিক খ্যাতিমান নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তি।

---

১. আল-ইসাবা ৬/৪২, আল-ইয়াতীআর ৮৩০, উসদুল গাবা ৫/১১৭, তারীখুল ইসলাম ৪/৫২, আত্তারীখুল কাবীর ৭/৪২০, তাহযীবুত্ তাহযীব ৪/২৬, তাহযীবুল আসমা ওয়াল নূগাত ১/২/৮৪, তাহযীবুত তাহযীব ১০/৬৫, তাহযীবুল কামাল ১৩১০, আল্জারহ্ ওয়াত তাদীল ৮/২৮৯, আল জামউ বায়না রিজালুস সহীহায়ন ২/৫০৫, খুলাসাতু তাহযীবুল কামাল ৩১৭, শাজারাতুল যাহাব ১/১১২, তাবাকাতু ইব্ন সা'দ ৫/৭৭, তাবাকাতু খালীফা ২০৩৯, আল ইবার ১/১১৫, মিরআতুল জিনান ১/২০০, তাজরীদু আসমাউস সাহাবা ৬৮৭।

২. তারীখুল ইসলাম ৪/৬২; তারীখুল বুখারী ৮/৮২, তাহযীবুল আসমা ওয়াললুগাত প্রথম অংশ, প্রথম খণ্ড ১২১, তাহযীবুত তাহযীব ১০/৪০৪, তাহযীবুল কামাল ৪০৫, আলজারহ ওয়াত্তা'দীল প্রথম অংশ চতুর্থ ভলিউম ৪৫১; খুলাসাতু তাহযীবুত তাহযীব ৩৯৯, শাজারাতুয যাহাব ১/১১৬; তাবাকাতু ইব্ন সা'দ ৫/২০৫, তাবাকাতু খালীফা ২০৫, আলইবার ১/১১৭, আল মা'আরিফ ২৮৫, আলমা'রিফাতু ওয়াত্তারীখ ১/৩৬৪, ৫৬৫।

৩. তারীখুল ইসলাম ৪/৪৮, তারীখুল বুখারী ৭/২৩১, তাহযীবুত্তাহযীব ৮/৪৩৩, তাহযীবুল কামাল ১১৪৬-১১৬১, আল জারহ ওয়াত্ তা'দীল ২য় অংশ, ৩য় ভলিউম ১৬৮; খুলাসাতু তাহযীবুত তাহযীব ৩২২, শাজারাতুয্ যাহাব ১/১১৪; তাবাকাতু ইব্ন সা'দ ৫/২৯৩, তাবাকাতু খালীফা ২৫৩৮ আলমা'রিফাতু ওয়াত্তারীখ ১/৩৬৩।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন মুতইম[১]

কুরায়শের সম্ভ্রান্ত আলিমগণের অন্যতম। তাঁর বহু রিওয়ায়াত বিদ্যমান। তার চার বছর বয়সে নবী সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লামা একবার কুলি করে তার মুখে [বরকতের উদ্দেশ্যে] পানি ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। এ ঘটনা তিনি স্মরণ করতে পারতেন। তিরানব্বই বছর বয়সে তিনি পবিত্র মদীনায় ইন্তিকাল করেন।

মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার[২]

আবূ আবদুল্লাহ্ আলবাসরী দুনিয়াত্যাগী ফকীহ। তাঁর যামানায় তাঁর চেয়ে গুণী কোন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন একাধারে আবিদ, আল্লাহ্ভীরু অতি বিনীত, পার্থিব মোহমুক্ত এবং অত্যধিক নামাযী। বর্ণিত আছে, একবার তাঁর বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। নামাযে থাকা অবস্থায় তিনি তা অনুভব না করেই নির্বাপিত করলেন। জীবনী গ্রন্থসমূহে তার বহু গুণের উল্লেখ রয়েছে। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, একবার মসজিদের একাংশ ভেঙ্গে পড়ল। মসজিদ সংলগ্ন বাজারের লোকেরা ভীত শঙ্কিত হয়ে পড়ল। কিন্তু মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার সে সময় মসজিদের অভ্যন্তরে নামাযে মশগুল, ফিরে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করলেন না। তার ছেলে বলেন, আমি তাঁকে সিজদারত অবস্থায় বলতে শুনেছি, কবে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করে আপনার সাক্ষাৎ পাব। এরপর তিনি দু'আয় যেতেন, তারপর বলতেন, কবে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করে আপনার সাক্ষাৎ পাব। তিনি যখন নামাযের বাইরে থাকতেন, তখনও মনে হতো যেন তিনি নামাযে আছেন। ইতোপূর্বে তার জীবনী উল্লিখিত হয়েছে।

হানাশ ইব্‌ন আমর আস্‌সান আনী[৩]

আফ্রিকা ও মরক্কো অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন, বিজয়ী মুজাহিদ রূপে আফ্রিকাতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। একদল সাহাবা হতে তাঁর বহুসংখ্যক রিওয়ায়াত বিদ্যমান।

---

১. তারীখুল ইসলাম ৪/৫০, তারীখুল বুখারী ১/৫২, তাহযীবুত্ তাহযীব ৯/৯১, তাহযীবুল কামাল ১১৮১ পৃঃ, আলজারহ ওয়াত্ তা'দীল তৃতীয় ভলিউম ২য় অংশ ২১৮, খুলাসাতু তাহযীবুত তাহযীব ৩৩০, তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ ৫/২০৫, তাবাকাতু খালীফা ২০৬৪, আলমা'রিফাতু ওয়াত্তারীখ ১/৩৬৩।

২. তারীখুল ইসলাম ৪/৫৪, ২০৩, তারীখুল বুখারী ৭/২৭৫, তাহযীবুল আসমা ওয়াললুগাত ২য় খণ্ডের প্রথম অংশ ৯৩, তাহযীবুত তাহযীব ১০০/১৪০, তাহযীবুল কামাল ১৩২৯, আল জুরহ ওয়াত্তা'দীল প্রথম অংশ, চতুর্থ ভলিউম ১৮, আল হিলইয়াহ্ ২/২৯০, খুলাসাতু তাহ্যীবুত্ তাহযীব ৩৭৬০, আযযুহদু (ইমাম আহমাদ) ২৪৮, শাজারাতুয্ যাহাব ১/১১৯, তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ ৭/১৮৬, তাবাকাতু খলীফা ১৬৭২, তাবাকাতুল ফুকাহা (শীরাযী) ৮৮, আলইবার ১/১২০, আর ইকদুছ ছামীন ৭/১৯২, আল মা'আরিফ ২৩৪, আলমা'রিফা ওয়াত্তারীখ ২/৮৫।

৩. তারীখুল ইসলাম ৩/২৪৬, ৩৬১, তারীখুল বুখারী ৩/৯৯, তাহযীবুত তাহযীব ৩/৫৭, তাহযীবু ইব্‌ন আসাকির ৫/১৪, তাহযীবুল কামাল ৩৪৩, আল জুরহ ওয়াততা'দীল ২য় অংশ ১ম ভলিউম ২৯১, শাজারাতুয্‌যাহাব ১/১১৯, তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ ৫/৫৩৬, তাবাকাত ফুকাহাউল ইয়ামান ৫৭, আল-ইবার ১/১১৯, আল-মারিফা ওযাত্তারীখ ২/৫৩০।

খারিজা ইব্ন যায়দ[1]

ফিক্হশাস্ত্রবিদ ইবনুয যাহ্হাক আল-আনসারী আল-মাদানী। তিনি পবিত্র মদীনায় ফাতওয়া প্রদান করতেন। তিনি পবিত্র মদীনার বিশিষ্ট ফকীহগণের অন্যতম। ফারাইয ও সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ে তিনি বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ঐ সপ্ত ফকীহগণের একজন যাঁদের রায়ই ফাতওয়ার কেন্দ্রবিন্দু।

হিজরী শততম বর্ষ

ইমাম আহমাদ বলেন, আলী ইব্ন হাফ্স সূত্রে নাঈম ইব্ন দাজাজা হতে। তিনি বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ হযরত আলীর (রা) সাক্ষাতে প্রবেশ করলেন। হযরত আলী তাকে বললেন, আপনিই কি এ কথার কথক যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لاَ يأتى على الناس مائةُ عامٍ وَعلى الارض نَفْس منفوسة

'ভূপৃষ্ঠে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী কোন প্রাণী থাকা অবস্থায় একশ' বছর অতিবাহিত হবে না।' তিনি তো বলেছেন ঃ

لا يأتى على الناس مائه عامٍ وعلى الأرض نَفْس منفوسة مِمَّنْ هو حى ،
وإن رخاء هذه الأمة بعد المائة ـ

'আজ যারা জীবিত তাদের মাঝের কোন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী মানুষ (জীবিত) থাকা অবস্থায় লোকদের একশ' বছর অতিবাহিত হবে না। আর এই উম্মতের বিত্ত ও বিলাসের সূচনা হবে একশ বছর পরে।'

হাদীসখানি ইমাম আহমাদের একক বর্ণনা। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ্র একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আলী তাঁকে বলেন, হে ফাররূখ! তুমিই কি এ কথার কথক যে, আজ যারা জীবিত একশ' বছর আসতে না আসতেই ভূপৃষ্ঠে তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। আর এই উম্মতের বিত্ত ও বিলাসের সূচনা হবে একশ বছরের পর ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তো একথা বলেছেন ঃ

لا يأتى على الناس مائة سنة وعلى الأرضِ عين تَطْرِف

'ভূপৃষ্ঠে কোন সক্রিয় চক্ষুর অস্তিত্ব থাকা অবস্থায় মানুষের একশ' বছর অতিবাহিত হবে না।' তুমি এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারোনি। তিনি তো তাদেরকে বুঝিয়েছেন যারা আজ জীবিত। হাদীসখানি ইমাম আহমাদের একক বর্ণনা। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের উদ্ধৃতিতে এভাবেই হাদীসখানি এসেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ঐ কথায় সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আসলে তিনি তা দ্বারা তাঁর শতাব্দীর জনগোষ্ঠীর বিলুপ্তির কথা বুঝিয়েছেন।

১. তারীখুল ইসলাম ৩/৩৬২, তারীখুল বুখারী ৩/২০৪, তাযকিরাতুল হুফফায ১/৮৫, তাহযীব ইব্ন আসাকির ৫/২৭, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ১ম অংশ ১ম খণ্ড ১৭২, তাহযীবুত তাহযীব ৩/৭৪, আলজরহ ওয়াত্তা'দীল ২য় অংশ ১ম ভলিউম ৩৭৪, আল-হিলইয়া ২/১৮৯, খুলাসাতু তাহযীবুত তাহযীব ৯৯, শাজারাতুয যাহাব ১/১১৮, তাবাকাত ইব্ন সা'দ ৫/২৬২, তাবাকাতুল হুফ্ফাজ (সুয়ূতী), ৩৫, তাবাকাত খলীফা ২১৮৫, তাবাকাতুল ফুকাহা (শিরাযী) ৬০, আল-ইবার ১/১১৯, আল-মাআরিফ ২৬০, আল-মারিফা ওয়াত্তারীখ ১/৩৭৬, ৫৬৭, আন-নজুম আয্-যাহিরা ১/২৪২, ওয়াফিয়াতুল আইয়ান ২/২২৩।

এ বছরেই ইরাকের হারূরিয়্যা অঞ্চল হতে খারিজীদের একটি দল বিদ্রোহ করে। তখন আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্ন আবদুল আযীয কূফার নায়েব আবদুল হামীদের কাছে এক লিখিত ফরমানে তাঁকে নির্দেশ দেন তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করার, তাদের সাথে কোমলতা অবলম্বন করার এবং দেশে কোন বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করার। কিন্তু পরবর্তীতে তারা যখন বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তখন আবদুল হামীদ তাদের বিরুদ্ধে ফৌজ প্রেরণ করেন। কিন্তু হারূরীরা তাদেরকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে। খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয আবদুল হামীদকে তার ফৌজের ব্যাপারে ভর্ৎসনা করে পাঠালেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জাযীরা হতে তার চাচাতো ভাই মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিককে ডেকে পাঠান। মহান আল্লাহ্ তাকে বিজয় দান করলেন। উমর ইব্ন আবদুল আযীয খাওয়ারিজ প্রধান বুসতামের নিকট দূত পাঠিয়ে প্রশ্ন করলেন, কিসে তোমাকে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করেছে ? যদি তুমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে তা করে থাক, তাহলে তোমার চে আমি সে বিষয়ের অধিক উপযুক্ত। তুমি সে বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত নও। আস, আমি তোমার সামনে যুক্তি উপস্থাপন করি এবং তুমি আমার সামনে যুক্তি উপস্থাপন কর। এরপর যদি তুমি সত্যের সন্ধান পাও, তাহলে তার অনুসরণ করবে। আর তুমি যদি কোন সত্য উপস্থাপন করতে পার, তাহলে আমরা তা গ্রহণের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করব। এ প্রস্তাবের পর সে খলীফার কাছে তার একদল অনুসারীকে পাঠাল। তিনি তাদের মধ্য থেকে দু'জনকে বেছে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের বিরোধিতার কারণ কি ? তারা বলল, আপনার পরবর্তী খলীফারূপে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিককে নিয়োগ করা। তখন তিনি বললেন, আমি কখনও তাকে নিয়োগ করিনি। তাকে তো অন্য এক ব্যক্তি নিয়োগ করেছেন। তারা দুইজন বলল, তাহলে কিভাবে আপনি আপনার পরবর্তীতে উম্মতের দায়িত্বপ্রাপ্ত রূপে মেনে নিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে তিন দিন অবকাশ দাও। বর্ণিত আছে, এ সময় উমর ইব্ন আবদুল আযীয বানূ উময়্যাকে কর্তৃত্বমুক্ত এবং শাহী ধনসম্পদ হতে বঞ্চিত করতে পারেন এই আশঙ্কায় তারা তার খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করে। আর আল্লাহ্ অধিক জানেন।

এ বছরেই উমর ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন হিশাম আলমুআয়তী এবং হিমসবাসী আমর ইব্ন কায়স আল-কিন্দী সাইফা আক্রমণ করেন। এছাড়া এ বছরেই খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) উমর ইব্ন হুরায়রাকে আল-জাযীরার প্রশাসক নিয়োগ করেন এবং ইব্ন হুরায়রা সেদিকে অভিযান করেন। এ বছরেই ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে ইরাক হতে উপঢৌকন বহন করে আনে। এ সময় বসরার গভর্নর আদী ইব্ন আরতাআ তাকে মূসা ইব্ন ওয়াজীহ এর সাথে পাঠান। উল্লেখ্য যে, উমর ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব ও তার পরিবারের সদস্যদের অপসন্দ করতেন এবং বলতেন, এরা স্বেচ্ছাচারী আর এদের মত লোকদের আমি পসন্দ করি না। এরপর সে (ইয়াযীদ) উমর ইব্ন আবদুল আযীযের সাক্ষাতে প্রবেশ করে, তিনি তার কাছে বায়তুল মালের প্রাপ্য ঐ সকল অর্থ সম্পদ সমর্পণ করতে বললেন, যার সম্পর্কে সে সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেছিল যে, তা তার কাছে গচ্ছিত রয়েছে। সে বলে তা দ্বারা শত্রুদেরকে ভয় দেখানোর জন্য আমি তা লিখেছিলাম। আর সুলায়মান ও আমার মাঝে কোন অঙ্গীকার ছিল না। আর আপনি নিজেও তো তার কাছে আমার অবস্থান সম্পর্কে জানেন। উমর তাকে বললেন, এসব কোন কিছুই আমি তোমার থেকে শুনতে চাই না। আর মুসলমানদের অর্থ সম্পদ অর্পণ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ছি না। এরপর তিনি তাকে কয়েদ করার নির্দেশ দেন এবং উমর ইব্ন

আবদুল আযীয তার পরিবর্তে জাররাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হাকামীকে খোরাসানের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠান। এ সময় ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের ছেলে মুখাল্লাদ ইব্ন ইয়াযীদ এসে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে শাসন কর্তৃত্ব দান করে এই উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই আমরা যেন কোন মতেই আপনার কারণে দুর্ভাগ্যের শিকার না হই। কোন্ অপরাধে আপনি তাকে কয়েদ করে রাখবেন ? তার যামিনদার রূপে আপনি কি আমার সাথে সন্ধি করবেন ? উমর বলেন, তার থেকে যা কিছু তলব করা হয়েছে তার সবটুকু আদায় করা ব্যতীত আমি তোমার সাথে কোন সন্ধি করব না। এবং মুসলমানদের যে অর্থ-সম্পদ তার কাছে রয়েছে তার সবটুকু ছাড়া তার থেকে কোন কিছু গ্রহণ করব না। তখন সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার দাবীর সপক্ষে কোন প্রমাণ থাকলে আপনি তা পেশ করুন, অন্যথায় তার শপথ গ্রহণ করুন কিংবা তার যামিনদাররূপে আমার সাথে সন্ধি করুন। তিনি বললেন, আমি তো তার কাছে যা কিছু রয়েছে তার সবটুকু ব্যতীত গ্রহণ করব না। এরপর মুখাল্লাদ ইব্ন ইয়াযীদ উমরের কাছ থেকে বের হয়ে আসে এবং কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাঁর সম্পর্কে উমর ইব্ন আবদুল আযীয বলতেন, সে তার পিতার চেয়ে উত্তম। এরপর এদিকে খলীফা নির্দেশ দিলেন ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবকে একটি পশমী জুব্বা পরিয়ে একটি উটে আরোহণ করিয়ে পাপাচারী ও অপরাধীদের নির্বাসনস্থল দাহলিক দ্বীপে নির্বাসিত করতে। তখন লোকেরা তার এই নির্বাসন দণ্ড স্থগিত করার জন্য সুপারিশ করে। তিনি তাকে পুনরায় জেলে ফিরিয়ে দিলেন। ইয়াযীদের এই বন্দীদশা বহাল থাকা অবস্থাতেই উমর মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ সময় সে জেল থেকে পলায়ন করে। সে জানত, এটাই তার মৃত্যুশয্যা এবং তা জানাবার জন্যই তার কাছে পত্র লিখেছিল। যেমন একটু পরেই আসছে। আর আমার ধারণা, তার জানা ছিল যে, উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে বিষপান করান হয়েছে।

এ বছরেই রমাযান মাসে এক বছর পাঁচ মাস পর উমর ইব্ন আবদুল আযীয জাররাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হাকামীকে খোরাসানের গভর্নর পদ হতে অপসারণ করেন। তাকে অপসারণ করার কারণ সে নওমুসলিমদের থেকে জিয্য়াহ্ কর উসূল করত এবং বলত, তোমরা তো জিয্য়াহ্ কর হতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছ। এর ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত থাকে এবং তাদের ধর্মে বহাল থেকে জিয্য়াহ আদায় করতে থাকে। তখন উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাকে লিখে পাঠালেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে প্রেরণ করেছেন, কর উসূলকারীরূপে নয়। এ সময় তিনি তাকে অপসারণ করে তার পরিবর্তে আবদুর রহমান ইব্ন নুআয়ম আল কুশায়রীকে যুদ্ধ পরিচালনায় দায়িত্ব এবং আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্কে কর উসূলের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। এছাড়া এ বছর উমর ইব্ন আবদুল আযীয তার সকল গভর্নর ও শাসকদের ন্যায় ও কল্যাণের নির্দেশ প্রদান করে এবং অন্যায় ও অনিষ্ট হতে নিষেধ করে পত্র প্রেরণ করেন। এতে তিনি তাদের সামনে ন্যায় ও সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তাঁর ও তাদের মাঝের সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং তাদেরকে মহান আল্লাহ্র শাস্তি ও প্রতিকারের ভয় দেখান। আবদুর রহমান ইব্ন নুআয়ম আল-কুশায়রীকে তিনি যে সকল পত্র প্রেরণ করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটির ভাষ্য হলো। পর কথা হলো, তুমি আল্লাহ্র (পরিপূর্ণ অনুগত) বান্দা হয়ে যাও, তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে যাও। আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করো না। কেননা, সকল মানুষের চেয়ে মহান আল্লাহ্ তোমার ঘনিষ্ঠতর এবং

তোমার কাছে তাঁর প্রাপ্য অধিকতর। আর তোমাকে মুসলমানদের হিত সাধন এবং তাদের প্রাপ্য হক পূর্ণ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাদের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। তোমাকে যে আমানত অর্পণ করা হয়েছে তা প্রত্যর্পণ করবে। অসত্য ও অন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া হতে সাবধান থাকবে। কেননা, মহান আল্লাহ্র কাছে কোন কিছু গোপন থাকে না। মহান আল্লাহ্ হতে বিমুখ হয়ে কোন পথ অবলম্বন করো না। কেননা, মহান আল্লাহ্র দিকে যাওয়া ছাড়া মহান আল্লাহ্ হতে বাঁচার কোন আশ্রয়স্থল নেই। এছাড়া তিনিও তার গভর্নরদের কাছে এ জাতীয় বহু উপদেশনামা লিখেন। ইমাম বুখারী তার সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয আদী ইব্ন আদীকে লিখে পাঠালেন, ঈমানের কতক বিধি-বিধান, সীমারেখা এবং পথ ও পন্থা রয়েছে। যে ব্যক্তি এসব পূর্ণ করল, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করল। আর যে তা পূর্ণ করল না, সে ঈমানও পূর্ণ করল না। মহান আল্লাহ্ যদি আমাকে হায়াত দেন, তাহলে আমি তোমাদেরকে তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিব আর যদি আমি মারা যাই, তাহলে জেনে রাখো আমি তোমাদের সাহচর্যের জন্য লালায়িত নই।

বানূ আব্বাসের খিলাফতের প্রচারণার সূচনা

এ বছরেই বানূ আব্বাসের অনুকূলে খিলাফতের প্রচারণা সূচিত হয়। আশ্শারা ভূখণ্ডে অবস্থানরত মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস তার পক্ষ হতে মায়সারাহ্ নামক এক ব্যক্তিকে ইরাকে প্রেরণ করেন এবং আরেকটি দলে মুহাম্মাদ ইব্ন খুনায়ছ ও আবূ ইকরিমা আসসাররাজ যিনি আবূ মুহাম্মাদ আস-সাদিক নামেও পরিচিত, ইবরাহীম ইব্ন সালামার মামা হায়্যান আল্আত্তারকে খোরাসানে প্রেরণ করেন। খোরাসানের তৎকালীন শাসক ছিলেন আল-জাররাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হাশেমী যদিও তিনি রমযানে অপসারিত হন। তিনি তার প্রেরিত এই ব্যক্তিদেরকে তার ও তার পরিবারবর্গের দিকে আহ্বানের নির্দেশ দেন। তখন তারা যাদের সাথে সম্ভব সাক্ষাৎ করেন। তারপর তাদের আহ্বানে সাড়া দানকারীদের পত্রসমূহ নিয়ে ইরাকে অবস্থানরত মায়সারার কাছে গমন করে। মায়সারা তখন সে সকল পত্র মুহাম্মাদ ইব্ন আলীর কাছে প্রেরণ করেন এবং ইব্ন আলী তাকে শুভ লক্ষণ বিবেচনা করে পুলকিত হন। তাকে এ বিষয়টি আনন্দিত করে যে, মহান আল্লাহ্ তার এই প্রাথমিক উদ্যোগেকে পূর্ণতা দান করেন এবং প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তা দান করেন। যার কারণ বানূ উমায়্যার শাসন কর্তৃত্বে দুর্বলতা ও অযোগ্যতার চিহ্নসমূহ প্রকট হয়ে দেখা দেয়। বিশেষতঃ হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর। যেমন সামনে তার বিবরণ আসছে।

এদিকে এই কার্যক্রমের জন্য আবূ মুহাম্মাদ সাদিক, মুহাম্মাদ ইব্ন আলীর জন্য দ্বাদশ দূত নিয়োগ করেন্য। তারা হলেন, সুলায়মান ইব্ন কাছীর আল খুযাঈ, লাহিয ইব্ন কুরায়য আত্তামীমী, কাহতাবা ইব্ন শাবীব আত্তাঈ, মূসা ইব্ন কা'ব আত্তামীমী, বানূ আমর ইব্ন শায়বান ইব্ন যুহাল-এর সদস্য আবূ দাঊদ খালিদ ইব্ন ইবরাহীম, কাসিম ইব্ন মুশাজি' আত্তামীমী আবূ মুআয়ত পরিবারের মাওলা আবূন নাজম ইমরান ইব্ন ইসমাঈল মালিক ইব্ন হায়ছাম আল খুযাঈ, তালহা ইব্ন যুরায়ক গাল খুযাঈ, বানূ খুযাআর মাওলা আবূ হামযাহ্ আমর ইব্ন আ'য়ান বানূ হানীফার মাওলা আবূ আলী আল-হারাবী শিবল ইব্ন তাহমান, এবং বানূ খুযাআর আরেকজন মাওলা ঈসা ইব্ন আয়ান। এছাড়া তিনি এ কাজের সহযোগী রূপে আরও সত্তর জন লোক নির্বাচন করেন। এরপর মুহাম্মাদ ইব্ন আলী তাদের উদ্দেশ্যে একখানি বিশদপত্র লিখে পাঠান যা ছিল তাদের অনুসরণ ও পথচলার আদর্শ দৃষ্টান্ত এবং পন্থা ও পথনির্দেশ।

এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন পবিত্র মদীনার প্রশাসক আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম। আর অন্যান্য অঞ্চলের প্রশাসকদের কথা এর পূর্ববর্তী বছরের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে। তবে এ বছর যারা প্রশাসক পদ থেকে অপসারিত হয়েছিল বা যারা নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল তাদের কথা ভিন্ন। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন। উমর ইব্ন আবদুল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর মুসলমানদের স্বার্থে ব্যস্ত থাকায় হজ্জ করতে পারেননি। তবে, তিনি পবিত্র মদীনায় ডাকদূত পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দিতেন, আমার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামাকে সালাম পৌছে দিও। অচিরেই তা বর্ণনা সূত্রসহ উল্লিখিত হবে ইনশাআল্লাহ্। এ বছরে যে সকল প্রখ্যাত ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন ঃ

সালিম ইব্ন আবুল জা'দ আলআশজাঈ[১]

তিনি বানূ আ'শজা-এর কূফাবাসী মাওলা, যিয়াদ, আবদুল্লাহ্, উবায়দুল্লাহ্ ইমরান ও মুসলিমের ভাই। ইনি একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী। ইনি হযরত ছাওবান, জাবির, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর, নুমান ইব্ন বাশীর ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন কাতাদাহ আ'মাশ প্রমুখগণ। আর তিনি বিশিষ্ট গুণী অভিজাত ও আস্থাভাজন ব্যক্তি।

আবূ উমামা সাহল ইব্ন হানীফ[২]

তিনি বানূ আওস গোত্রের সদস্য পবিত্র মদীনাবাসী এবং আনসারী। ইনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামার মদীনা তায়্যিবাতে অবস্থানকালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর দর্শন লাভ করেন। তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তার পিতা সাহ্ল ইব্ন হানীফ হতে এবং হযরত উমর, উছমান, যায়দ ইব্ন ছাবিত, মুআবিয়া ও ইব্ন আব্বাস (রা) হতে। আর তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ইমাম যুহরী, আবূ হাযিম এবং আরও একদল রাবী। তার সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেন, তিনি নেতৃস্থানীয় আনসার আলিমগণের অন্যতম এবং বদরযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীর সন্তান। ইয়ুসুফ ইব্ন মাজিশূন বর্ণনা করেন উত্বাহ ইব্ন মুসলিম হতে। তিনি বলেন, হযরত উছমান ইব্ন আফফান (রা) যখন সর্বশেষ বার জুমুআর নামাযের উদ্দেশ্যে বের হলেন, তখন লোকেরা (বিদ্রোহীরা) তাকে বেষ্টন করে নামায পড়াতে দিল না। নামায পড়ালেন আবূ উমামা সাহ্ল ইব্ন হানীফ, ঐতিহাসিকগণ বলেন, তিনি একশ' হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন।

---

১. আত্তারীখ আস্সগীর ১/২১১, ২১২, আত্তারীখ আলকাবীর ৪/১০৭, তারীখুল ইসলাম ৩/৩৬৯, তাহযীবুত্ তাহযীব ৩/৪৩২. তাহযীবুল কামাল ৪৬০, আল-জারহ্ ওয়াত তাদীল ৪/১৮১, খুলাসাতু তাহযীবুল কামাল ১৩১ শাজারাতুয যাহাব ১/১১৮, তাবাকাতু ইব্ন সা'দ ৬/২৯১, তাবাকাতু খালীফা ১৫৬, আল-ইবার-১৮৯/৯।

২. আল-ইসাবা ৪/৯, আলই-সতীআব ৮২, উসদুল গাবাহ্ ৩/৪৭০, তারীখুল ইসলাম ৪/৭১, তাহযীবুত তাহযীব ১/২৬৩, তাহযীবু ইব্ন আসাকির ৩/৭, খুলাসা তাহযীবুল কামাল ৩৮, তাবাকাতু ইব্ন সা'দ ৬/৮২, তাবাকাতু খালীফা ৬৫৪-২১৭৬ আল-ইবার ১/১১৮, মিরআতুয্-যামান ১/২০৭, আলমা'রিফা ওয়াত তারীখ ১/৩৭৫, মাশাহীরু উলামা আল-আমসার ১৩৯।

আবূয্ যাহিরিয়্যাহ্ হুদায়র ইব্ন কুরায়ব আল হিম্মাসী[১]

তিনি একজন বিশিষ্ট তাবিঈ। তিনি আবূ উমামা সুদা ইব্ন আজলান ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুসর হতে হাদীস শুনেছেন। বলা হয়, তিনি সাহাবী হযরত আবুদ দারদা'র সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তবে বিশুদ্ধ মত হলো হযরত আবূদ দারদা' ও হুযায়ফাহ্ সূত্রে তার রিওয়ায়াত মুরসাল। তার শহরের একদল রাবী তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইব্ন মুঈন ও অন্যান্য হাদীস সমালোচকগণ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। শিহাব ইব্ন খিরাশ সূত্রে আবূয যাহিরিয়্যাহ্ হতে কুতায়বাহ যে রিওয়ায়াত করেছেন তাই তার সূত্রে বর্ণিত সবচেয়ে গরীব (অদ্ভুত) রিওয়ায়াত। তিনি বলেন, একবার আমি বায়তুল মাক্দিসের সাখরাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলাম ইত্যবসরে মসজিদের তত্ত্বাবধায়কগণ এসে আমাকে ভিতরে রেখে দরযা বন্ধ করে দিল। এরপর ফেরেশতাদের তাসবীহ্ শুনে আমি জেগে উঠলাম এবং আতঙ্কে লাফ দিলাম।

আমি তখন দেখতে পেলাম ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, এরপর আমি তাদের সারিতে ঢুকে গেলাম। আবূ উবায়দাহ্ ও অন্যরা বলেন, ইনি একশ' হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

আবূত্-তুফায়ল আমির ইব্ন ওয়াছিলাহ[২]

ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর আল-লায়ছী আল-কিনানী। ইনি সাহাবী এবং সর্বসম্মতিক্রমে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামাকে দেখা মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামাকে তার বাঁকামাথা বিশিষ্ট লাঠি দিয়ে রুকনে কা'বা স্পর্শ করতে দেখেছি। এছাড়া তিনি নবী পাকের দৈহিক বিবরণ উল্লেখ করেছেন এবং হযরত আবূ বাকর, উমর, আলী, মুআয ও ইব্ন মাসউদ হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যুহরী, কাতাদা, আমর ইব্ন দীনার, আবূয্যুবায়র এবং তাবিঈদের একটি দল।

তিনি ছিলেন হযরত আলীর সমর্থক ও সহযোগী। তাঁর সাহচর্যে তিনি তার সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু মুখতার ইব্ন আবূ উবায়দের সাহচর্য অবলম্বনের কারণে কেউ কেউ তার সমালোচনা করেছে। বলা হয় তিনি তার ঝাণ্ডাবাহক ছিলেন। বর্ণিত আছে, হযরত আলীর শাহাদতের পর তিনি একবার হযরত মুআবিয়ার সাক্ষাতে প্রবেশ করলেন। তখন মুআবিয়া তাকে প্রশ্ন করলেন, আলীকে হারানোর পর তুমি কেমন দুঃখ পেয়েছো ? তিনি বলেন, নিঃস্ব

১. আততারীখুস সগীর ৩০১, তারীখুল ইসলাম ৫/১৯৪, তারীখুল বুখারী ৯৮/৩ তারীখুল ফাসাবী ২/৪৪৮, ৩/২০৩, তাহযীবুত তাহযীব ২/২১৮, তাহযীব ইব্ন আসাকির ৪/৯৩,-৯৫, তাহযীবুল কামাল ২৪১, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল ৩/২৯৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/১০০, খুলাসাতু তাহযীবুল কামাল ৯৭, তাবাকাতুল খলীফা ৩১১।

২. আলইসাবা ৪/১১৩, আল ইসতীআব ১৩৪৪, উসদুল গাবা ৩/১৪৫, ৬/২৭৯, তারীখুল বুখারী ৬/৪৪৬, তারীখে বাগদাদ ১/১৯৮, তাহযীবু ইব্ন আসাকির ৭/২০৩, তাহযীবুল কামাল ৬৪৭, ১৬২৩, আলজারহ ওয়াত তা'দীল ৬/৩২৮, জামহারাতু আনসাবুল আরব ১৮৩, আলজামউ বায়না রিজালীস সহীহায়ান ১/৩৭৮, খাযানাতুল আদাব ৪/৪১, ২/৯১,. খুলাসাতু তাহ্যীবুল কামাল ১৫৭, শাজারাতুয্ যাহাব ১/১১৮, তাবাকাতু ইব্ন সা'দ ৫/৪৫৭, ৬/৬৪, তাবাকাতু খালীফাহ্ ১৭৬, ৮৪১, ২৫১৯, আল-ইবার ১/১১৮, ১৩৬, আল-ইকদুছ ছামীন ৫/৮৭, মিরআতুল জিনান ১১/২০৭, আলমুসতাদরাক ৩/৬১৮।

বৃদ্ধা ও অক্ষম বৃদ্ধের শোক। তিনি বলেন, তার প্রতি তোমার ভালবাসা কেমন ? উত্তরে আবূ তুফায়ল বলেন, যেমন ভালবাসা ছিল হযরত মূসা (আ)-এর মায়ের তাঁর প্রতি। আর আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছেই অবহেলার অনুযোগ করছি। বলা হয়, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আট বছর পেয়েছেন এবং একশ' হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কারও মতে একশ' সাত হিজরীতে। সঠিক বিষয় মহান আল্লাহ্ জানেন। তার ব্যাপারে মন্তব্য করে ঐতিহাসিক মাসলামাহ্ ইব্ন হাজ্জাজ বলেন, সর্বমতে তিনি সর্বশেষে মৃত্যুমুখে পতিত সাহাবী। আর তিনি ইনতিকাল করেন একশ' হিজরীতে।

আবূ উছমান আন্ নাহদী[1]

তাঁর নাম আবদুর রহমান ইব্ন মুল্ আল-বাসরী। তিনি জাহিলিয়্যাতের যুগ পেয়েছিলেন এবং জাহিলিয়্যাতে দু'বার হজ্জ করেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে তাঁর দর্শন লাভ করেননি। নবী পাকের হায়াতে তাঁর নিয়োজিত যাকাত উসুলকারীদের কাছে তিনি তিন বছর যাকাত আদায় করেন। হাদীস শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় এ ধরনের [অর্থাৎ জাহিলিয়্যা ও ইসলামী যুগ উভয়ের সাক্ষী] ব্যক্তিকে মুখযারিম বলা হয়। হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি পবিত্র মদীনায় হিজরত করেন। তারপর তাঁর থেকে এবং হযরত আলী ইব্ন মাসঊদ ও আরও অনেক সাহাবা থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়া তিনি দীর্ঘ বার বছর হযরত সালমান ফারিসীর (রা) সাহচর্যে অবস্থান করেন। এমনকি, তাকে দাফনও করেন। তার থেকে একাধিক তাবিঈ ও অন্যগণ হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলেন, আয়্যূব, হুমায়দ আত্‌তাবীল, সুলায়মান ইব্ন তিররিখান আত্‌তায়মী।

আসিম আল আহ্‌ওয়াল বলেন, আমি তাকে (আবূ উছমানকে) বলতে শুনেছি, আমি জাহিলিয়্যাতের প্রতিমা ইয়ানুসের সাক্ষাৎ পেয়েছি। এটা ছিল সীসা নির্মিত প্রতিমা বিশেষ যাকে একটি হাওদাবিহীন নর উটের পিঠে বহন করা হত। উটটি যখন তাকে নিয়ে কোন উপত্যকায় পৌঁছে বসে যেত। তখন তারা বলত, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য এই উপত্যকা মনোনীত করেছেন এবং এরপর তারা সেখানে অবস্থান করত। আসিম বলেন, একবার তাকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে পেয়েছেন ? তখন আমি তাকে বলতে শুনলাম, হ্যাঁ, আমি তার সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তাঁর (উসুলকারীদের) কাছে তিনবার যাকাত আদায় করেছি। কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করিনি। আর পরবর্তীকালে আমি ইয়ারমূক, কাদিসিয়্যা, জালূলাহ্ ও নাহাওয়ানদের যুদ্ধে শরীক হয়েছি। আবূ উছমান দিনে রোযা রাখতেন এবং রাত্রিকালে নামায পড়তেন। আর এ দুটি আমল তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে করতেন– কখনও তরক করতেন না। এত অধিক নামায পড়তেন যে মাঝে মাঝে তিনি চেতনা হারাতেন। তিনি সর্বমোট আটবার হজ্জ ও উমরাহ্ করেন। সুলায়মান আত্‌তায়মী বলেন, আমার তো মনে হয় না তার কোন পাপ করার সুযোগ ছিল। কেননা, তার দিন কাটত রোযা রেখে আর রাত কাটত নামায পড়ে। কেউ কেউ বলেন, আমি

---

১. আল-ইসাবা ৬৩৭৯, আল ইসতীআব ১৪৬১, উসদুল গাবা ৩/৩২৪, তারীখুল ইসলাম ৪/৮২, তারীখে বাগদাদ ১০/২০২, তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায ১/৬১, তাহযীবুত্ তাহযীব ৬/২৭৭ তাহযীবুল কামাল ৬৩২, আলজারহু ওয়াত্‌তাদীল ২য় অংশ ২য় ভলিউম ৩৮৩, খুলাসাতু তাহযীবুত্‌তাহযীব ২৩৫, শাজারাতুয যাহাব ১/১১৮, তাবাকাতু ইব্ন সা'দ ৭/৯৭, তাবাকাতুল হুন্নাত, (সুয়ূতী রচিত) ২৫, ২৬, তাবাকাতু খালীফা ১৬৭, আল ইবার ১/১১৯, আলমাআরিফ ৪২৬, ১ম অংশ ২য় খণ্ড ৭৯।

আবূ উছমান আন-নাহদীকে বলতে শুনেছি, আমার বয়স একশ' তিরিশ বছর হয়েছে। এ সময়ের মাঝে আমি সবকিছুকে পরিবর্তিত হতে দেখেছি শুধু আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যতিক্রম। আমি তাকে অপরিবর্তিত পেয়েছি। ছাবিত আল বুনানী বলেন, আবূ উছমান সূত্রে, তিনি বলেন, আমি ঐ সময়ের কথা জানি, যখন আমার রব আমাকে স্মরণ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, কিভাবে আপনি তা জানেন ? তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো বলেছেন ঃ "فَاذْكُرُوْنِي أَذْكُرْكُمْ" 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ **করব।' ২ ঃ ১৫২**

কাজেই, আমি যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করি, তখন তিনিও আমাকে স্মরণ করেন। **বর্ণনাকারী** বলেন, আমরা যখন মহান আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতাম, তখন তিনি বলতেন, **আল্লাহ্র** কসম! মহান আল্লাহ্ আমাদের দু'আ কবূল করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ –আর তোমাদের রব ইরশাদ করেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।

এ বছরেই আবদুল মালিক ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীয মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইবাদত-বন্দেগী এবং লোক সংসর্গ বর্জনে তিনি তার পিতাকেও ছাড়িয়ে যান। তার সাথে তার পিতার অনেক উত্তম আলোচনা এবং উপদেশমালা সংরক্ষিত আছে।

১০১ হিজরীর সূচনা

এ বছরেই ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব জেলখানা হতে পলায়ন করে যখন তার কাছে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের মৃত্যুশয্যা গ্রহণের সংবাদ পৌঁছে। গোপনে সে তার অনুচরদের কোন এক স্থানে অশ্বদলসহ তার সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করতে বলে, কারও মতে উট দলসহ। তারপর সে সুযোগ বুঝে জেলখানা থেকে পলায়ন করে আর এ সময় তার সাথে একটি দল এবং তার স্ত্রী আতিকা বিন্ত ফুরাত আল আমিরিয়্যা ছিল। সে যখন তার অনুচরদের কাছে পৌঁছে গেল, তখন তার নির্ধারিত বাহনে আরোহণ করে রওয়ানা হয়ে গেল। এ সময় সে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের নামে একটি পত্র লিখল- আল্লাহ্র কসম! আপনার মৃত্যুশয্যার খবর নিশ্চিতভাবে জানার পরই আমি জেলখানা থেকে বের হয়েছি। আমি যদি আপনার জীবিত থাকার আশা করতাম, তাহলে জেলখানা থেকে বের হতাম না। কিন্তু আমি (আপনার পরবর্তী খলীফা) ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিককে ভয় করি। তিনি আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক বলতেন, আমি যদি খলীফা হই, তাহলে ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের কোন না কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে দিব। আর এর কারণ হলো, ইব্ন মুহাল্লাব যখন ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিল তখন সে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের শ্বশুরকুল আকীল পরিবারকে শাস্তি দিয়েছিল। এরা হলো হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের পরিবার। ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, তার নিহত ফাসিক ছেলে ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ এ স্ত্রীরই গর্ভজাত সন্তান যেমনটি সামনে আসছে। হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছল যে, ইব্ন মুহাল্লাব জেলখানা হতে পালিয়েছে, তখন তিনি এই বলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্ ! সে যদি এই উম্মতের কোন অনিষ্ট চায়, তাহলে আপনি তাদেরকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং তার চক্রান্তকে তারই বিরুদ্ধে কার্যকর করুন। এরপর উমর ইব্ন আবদুল আযীযের অবস্থার ক্রমাবনতি হতে থাকে এবং অবশেষে তিনি হামা ও হালবের মধ্যবর্তী দায়র সামআনের খানাসারা নামক স্থানে শুক্রবার দিন ইন্তিকাল করেন। কারো কারো মতে বুধবার। এটা ছিল এ বছরের অর্থাৎ একশ' এক হিজরীর রজব মাসের পঁচিশ তারিখ। আর এ সময় তাঁর বয়স ছিল ঊনচল্লিশ বছর কয়েক মাস। কারো কারো মতে চল্লিশ বছর কয়েক মাস। মহান আল্লাহ্ অধিক জানেন।

একাধিক ঐতিহাসিক যেমন উল্লেখ করেছেন, সে মতে তার খিলাফতকাল ছিল দুই বছর পাঁচ মাস, চার দিন। আর তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিচারক এবং আল্লাহ্ভীরু ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। মহান আল্লাহ্র ব্যাপারে (তাঁর বিধি-বিধান কার্যকরকরণে) কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া তিনি করতেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহম করুন।

খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীযের জীবনী[১]

তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ান ইব্নুল হাকাম ইব্ন আবুল আস ইব্ন উমায়্যাহ্ ইব্ন আবদ শামস ইব্ন আবদ মানাফ, আবূ হাফস আল কুরাশী আল উমাবী। যিনি আমীরুল মু'মিনীন উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তার মা উম্মু আসিম লায়লা, যিনি আসিম ইব্ন উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর কন্যা। তাকে বানূ মারওয়ানের আশাজ্জ[২] বলা হত। একথা প্রচলিত ছিল, আশাজ্জ এবং নাকিস হলো বানূ মারওয়ানের সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ। আর ইনিই হলেন সেই আশাজ্জ। আর নাকিসের আলোচনা অচিরেই আসছে। উমর ইব্ন আবদুল আযীয বিশিষ্ট তাবিঈ। তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আনাস ইব্ন মালিক ছায়িব ইব্ন ইয়াযীদ এবং ইউসুফ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম হতে। আর এই ইউসুফ অল্প বয়স্ক সাহাবী। এছাড়া তিনি বহু বিশিষ্ট তাবিঈ হতেও হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

তদ্রূপ তার থেকেও তাবিঈগণের একদল এবং অন্যগণ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, একমাত্র উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) ব্যতীত অন্য কোন তাবিঈর কথাকে আমি প্রমাণরূপে গণ্য করি না। তাঁর চাচাতো ভাই খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের পর তারই নির্দেশ মুতাবেক তার খিলাফতের অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করা হয় যেমনটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়, তিনি জন্মগ্রহণ করেন একষট্টি হিজরীতে। আর এটাই সেই বছর যে বছর হযরত হুসাইন ইব্ন আলী মিসরে নিহত হন। একাধিক ঐতিহাসিক এই মত ব্যক্ত করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বলেন, তিনি জন্মগ্রহণ করেন তেষট্টি হিজরীতে, কারো মতে উনষাট হিজরীতে, সর্বাধিক জানেন মহান আল্লাহ্। তাঁর একদল ভাই ছিল, তবে তার সহোদর ভাই হলেন আবূ বাকর, আসিম ও মুহাম্মদ। আবূ বাকর ইব্ন আবূ খায়ছামা বলেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন মুঈন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র, লায়ছ হতে। তিনি বলেন, আমার কাছে পৌঁছেছে যে, ইমরান ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন শুরাহবীল ইব্ন হাসান বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি উমর ইব্ন আবদুল আযীয যে রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন, সে রাত্রে অথবা যে রাত্রে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সে রাত্রে স্বপ্ন দেখল যে, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করছে, তোমাদের কাছে কোমলস্বভাব ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে এবং মুসল্লীগণের মাঝে নেক আমল প্রকাশের সময় এসেছে। আমি প্রশ্ন করলাম, তিনি কে ? সেই ঘোষক অবতরণ করে এবং মাটিতে ع - م - ر এই তিনটি হরফ লিখে।

---

১. ইব্নুল আছীর ৫/৬৬, ৮৫, আল আগানী ৯/২৫৪, আত্তারীখুল কাবীর ৬/১৭৪, তারীখুল ইসলাম ৪/১৬৪, তারীখুল খুলাফা ২২৮, তারীখু খালীফা ৩২১-৩২২, তারীখুল ফাসাবী ১/৫৬৮, তাহযীবুত্তাহযীব ৩/২,৮৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাম ১/১১৮, তাহযীবুত্তাহযীব ৭/৪৭৫, তাহযীবুল কামাল ১০১৭, আল জারহু ওয়াত্তা'দীল ৬/১২২, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৫/২৫৩ খুলাসাতু তাহযীবুত্ তাহযীব ২৮৪। আজারী সংকলিত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের জীবন চরিত এবং ইব্নুল জাওযী সংকলিত তাঁর জীবন চরিত দ্রষ্টব্য।

২. মাথায়, মুখমণ্ডলে বা কপালে ক্ষত (চিহ্ন) রয়েছে যার।

আদম ইব্ন ইয়াস আমাদেরকে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের মাওলা আবূ আলী ছারওয়ান হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (একবার) উমর ইব্ন আবদুল আযীয তার পিতার আস্তাবলে প্রবেশ করলেন। একটি ঘোড়ার আঘাতে তার মাথায় ক্ষত সৃষ্টি হল। তার পিতা তার রক্ত মুছে দিয়ে বলতে লাগলেন, যদি তুমি বনী উমায়্যার 'আশাজ্জ' হয়ে থাক তাহলে তুমি সৌভাগ্যবান। হাফিয ইব্ন আসাকির তা রিওয়ায়াত করেন, হারূন ইব্ন মারফূ' সূত্রে যামরার উদ্ধৃতিতে। নাঈম ইব্ন হাম্মাদ বর্ণনা করেন যিমাম ইব্ন ইসমাঈল সূত্রে আবূ কুবায়ল হতে যে, (একবার) শৈশবে উমর ইব্ন আবদুল আযীয কাঁদতে লাগলেন। তার মায়ের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। তিনি লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছ কেন ? তিনি বললেন, আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করে। তার এ উত্তর শুনে তার আম্মাও কেঁদে ফেললেন। শৈশবেই তিনি কুরআন হিফ্য সম্পন্ন করেন। যাহ্হাক ইব্ন উছমান আল-খিযামী বলেন, শিক্ষাদীক্ষার জন্য তাঁর পিতা তাকে সালিহ্ ইব্ন কায়সানের হাতে সোপর্দ করেন। তারপর তার পিতা আবদুল আযীয যখন হজ্জ করেন, তখন পবিত্র মদীনায় তার সাথে সাক্ষাৎ হয়। এ সময় তিনি তাকে ছেলের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, সালিহ্ বলেন, আমি (এ পর্যন্ত) এমন কাউকে দেখিনি যার অন্তরে মহান আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব এই বালকের অন্তরের চেয়ে অধিক বদ্ধমূল। ইয়া'কূব ইব্ন সুফয়ান বলেন, একদিন উমর ইব্ন আবদুল আযীয জামাআতের নামায থেকে পিছিয়ে পড়লেন। তখন তার শিক্ষক সালিহ্ ইব্ন কায়সান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিসে ব্যস্ত ছিলে ? তখন তিনি বলেন, আমার কেশবিন্যাসকারিণী আমার কেশ পরিচর্যা করছিল। তিনি তাকে বললেন, তোমার কাছে এর গুরুত্ব কি নামাযের চেয়ে বেশী হয়ে গেল। এরপর তিনি তার পিতাকে বিষয়টি অবহিত করে পত্র লিখলেন- উল্লেখ্য এ সময় তিনি মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। তার পিতা একজন দূত প্রেরণ করলেন, যে এসে তার সাথে কোন কথা না বলে তার মাথার চুল চেঁছে দিল। উমর ইব্ন আবদুল আযীয হাদীস শ্রবণ করতে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্র দরসে প্রায়শই যেতেন। এসময় উবায়দুল্লাহ্র কাছে একথা পৌঁছল যে, তিনি হযরত আলীর সমালোচনা করেন। এরপর যখন উমর আসলেন, তখন উবায়দুল্লাহ্ তাকে এড়িয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। উমর বসে তার অপেক্ষা করতে লাগলেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি রাগতভাবে উমরের দিকে মনোনিবেশ করে বলেন, তোমার কাছে কবে এ তথ্য পৌঁছেছে যে, সন্তুষ্ট হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা বদর যোদ্ধাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, উমর তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলেন, আমি প্রথমত মহান আল্লাহ্র দরবারে তারপর আপনার কাছে ওযরখাহী করছি। আল্লাহ্র কসম, আমি এর পুনরাবৃত্তি ঘটাব না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হতে তাকে কখনও হযরত আলী সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ কোন আলোচনা করতে শোনা যায়নি। আবূ বাকর ইব্ন আবূ খায়ছামা বর্ণনা করেন, তার পিতার সূত্রে .... দাউদ ইব্ন আবূ হিনদ হতে তিনি বলেন, একবার উমর ইব্ন আবদুল আযীয এই দরযা দিয়ে এসময় তিনি মসজিদে নববীর একটি দরযার দিকে ইঙ্গিত করলেন- আমাদের কাছে প্রবেশ করলেন। উপস্থিত লোকদের এক ব্যক্তি বলল, ফাসিক (আবদুল আযীয) আমাদের কাছে তার এই ছেলেকে পাঠিয়েছে ফারাইয ও সুনান শিখতে, তার দাবী হলো তার এই ছেলে খলীফা হয়ে উমর ইব্নুল খাত্তাবের পন্থা অনুসরণ করার পূর্বে ইন্তিকাল করবে না। দাউদ বলেন, আল্লাহ্র কসম, তার মৃত্যুর পূর্বে আমরা তার মাঝে এর বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করেছি।

যুবায়র ইব্ন বাক্কার বলেন, আমাকে আতাবী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীযের মাঝে সর্বপ্রথম যে সুবোধ ও ভাল দিক প্রকাশ পেয়েছিল তা হলো ইল্ম্ ও

আদবের প্রতি তার আগ্রহ ও আসক্তি। তার বয়ঃসন্ধিক্ষণে তার পিতা যখন মিসরের শাসক নিযুক্ত হন, তিনি তাকে শাম হতে নিজের সাহচর্যে মিসরে নিয়ে যেতে চাইলেন। তিনি বললেন, আব্বাজান, এছাড়া অন্য কিছু কি আপনি অনুমোদন করবেন ? যা আমার ও আপনা উভয়ের জন্য অধিক উপকারী হবে ? তার পিতা বললেন, তা কি ? তিনি বললেন, আপনি আমাকে পবিত্র মদীনায় প্রেরণ করুন। সেখানে গিয়ে আমি ফকীহদের দরসে শরীক হব এবং তাদের থেকে ইলম ও আদব শিক্ষা করব। তার এ প্রস্তাব শুনে পিতা তাকে পবিত্র মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তার সেবা-যত্নের জন্য সেবক অনুচরদের একটি দলও সাথে পাঠালেন। এসময় তিনি প্রজ্ঞাবান ও প্রবীণ কুরায়শদের সাহচর্যে থাকতেন এবং তাদের নবীন ও তরুণদের এড়িয়ে চলতেন। এভাবে তিনি পবিত্র মদীনায় অবস্থান করতে থাকলেন। এমনকি, তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এরপর যখন তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার চাচা আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তার নিজ ছেলেদের সাথে একাত্ম করে নিলেন এবং তাদের অনেকের চেয়ে অনেক বিষয়ে তাকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং তার কাছে নিজ কন্যা ফাতিমার বিবাহ দিলেন যার ব্যাপারেই কবি বলেছেন ঃ

بِنْتُ الْخَلِيْفَةِ والخليفة جَدُّها * أختُ الخلائف والخليفة زوجُها

'তার বাপ খলীফা দাদা খলীফা, খলীফা তার ভাইগণ এবং পতিও।'

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ছাড়া আর কোন নারী আজ পর্যন্ত এই গুণে গুণান্বিত হতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

আতাবী বলেন, নিরবচ্ছিন্ন আরামপ্রিয়তা, এবং গর্বিত ভঙ্গিতে হাঁটা ব্যতীত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের হিংসুকদের সমালোচনার কিছুই নেই। (আর তাও খিলাফত পূর্বকালে)। আহনাফ ইব্ন কায়স বলেন, পরিপূর্ণ গুণবান ঐ ব্যক্তি যার স্খলনসমূহ গণনা করা যায়। কেননা, স্খলনের সংখ্যা কম হলেই তা গণনা করা যায়। আমাদের জানা মতে উমর ইব্ন আবদুল আযীযও তার ভাইগণ তাদের বাপ হতে যে অর্থ-সম্পদ, দ্রব্যসামগ্রী, বাহন ইত্যাদির উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন, তা অন্য কেউ লাভ করেনি। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। একদিন তিনি ঝুঁকে ঝুঁকে হেঁটে তার চাচা আবদুল মালিকের সাক্ষাতে গেলেন। তিনি বললেন, হে উমর, তোমার কী হয়েছে তুমি এমন অস্বাভাবিক ভাবে হাঁটছো! তিনি বললেন, আমি আহত। তিনি বললেন, তোমার শরীরের কোন্ অংশে আঘাত। তিনি বললেন, আমার উরু সন্ধিস্থলে। তখন আবদুল মালিক রূহ ইব্ন যানবা'কে বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমার বংশের কোন ব্যক্তি যদি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতো তাহলে এরূপ জবাব দিতে পারত না। বর্ণনাকারীরা বলেন, তার চাচা আবদুল মালিক যখন মারা যান, তখন তিনি সত্তর দিন তার পরিধেয় কাপড়ের নীচে 'মুসুহ'[১] পরিধান করেন। আবদুল মালিকের পর ওয়ালীদ যখন খলীফা হন, তখন তিনিও তার সাথে তার পিতার ন্যায় সৌহার্দমূলক আচরণ করতে লাগলেন। এ সময় তিনি তাকে ছিয়াশি হিজরী হতে তিরানব্বই হিজরী পর্যন্ত পবিত্র মক্কা, মদীনা ও তাইফের প্রশাসক নিয়োগ করেন। এছাড়া তিনি খলীফার নাইব রূপে ঊননব্বই ও নব্বই হিজরীতে হজ্জ পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে একানব্বই হিজরীতে খলীফা ওয়ালীদ এবং বিরানব্বই বা তিরানব্বই হিজরীতে উমর ইব্ন আবদুল আযীয হজ্জ পরিচালনা করেন।

---

১. পশমী কাপড় বিশেষ যা সাধারণত খৃস্টান যাজকগণ পরিধান করতেন।

পবিত্র মদীনার প্রশাসক থাকাকালীন সময়ে তিনি খলীফা ওয়ালীদের নির্দেশে মসজিদে নববীর পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেন। তখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রওযাহ মুবারক মসজিদের ভিতরে চলে আসে। এছাড়া এসময় তিনি অত্যন্ত সদাচারী এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি কোন কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হলে তার সঠিক সমাধান বের করার জন্য পবিত্র মদীনার শীর্ষস্থানীয় ফকীহগণকে একত্র করতেন। এদের দশজনকে তিনি নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। তাঁদের সকলের কিংবা উপস্থিতদের মতামত না গ্রহণ করে তিনি কোন বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা করতেন না। তাঁরা হলেন, উরওয়া, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উত্বাহ্, আবূ বাকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্নুল হারিছ ইব্ন হিশাম, আবূ বাকর ইব্ন সুলায়মান ইব্ন খায়ছামা, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হায্ম, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্, আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমির ইব্ন রাবী'আ এবং খারিজাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন ছাবিত। তিনি সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিবের কথার বাইরে যেতেন না। আর সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব কোন খলীফা বা আমীরের দরবারে যেতেন না। কিন্তু তিনি পবিত্র মদীনায় অবস্থানরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে যেতেন। ইব্রাহীম ইব্ন আবলাহ্ বলেন, একবার আমি পবিত্র মদীনায় আগমন করলাম, সেখানে সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব ও অন্যগণ ছিলেন। এসময় একদিন উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাদের সকলকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আহ্বান করলেন (এবং তারা সকলে উপস্থিত হলেন)।

ইব্ন ওয়াহ্ব বলেন, লায়ছ সূত্রে কাদিম আল বারবারী হতে যে, একবার তিনি রাবী'আ ইব্ন আবূ আবদুর রহমানের সাথে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের পবিত্র মদীনায় অবস্থানকালীন কোন বিষয় ফায়সালা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন রাবী'আ তাকে বললেন, তুমি যেন বলতে চাও, তিনি ভুল করেছেন। শপথ ঐ সত্তার যার করায়ত্তে আমার প্রাণ তিনি কখনও ভুল করেননি। একাধিক সূত্রে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন কোন ইমামের পিছনে নামায পড়িনি যার নামায এই যুবকের নামাযের চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামার নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। একথা তিনি বলেছিলেন উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে উদ্দেশ্য করে যখন তিনি পবিত্র মদীনার প্রশাসক ছিলেন। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, তিনি রুকূ'-সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করতেন। কিয়াম ও বৈঠককে লঘু বা সংক্ষিপ্ত করতেন। অন্য একটি বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি রুকূ'-সিজদায় দশ দশ বার তাসবীহ পাঠ করতেন। ইব্ন ওয়াহব বলেন, লায়ছ সূত্রে আবুন্ নাযর আলমাদানী হতে তিনি বলেন, একবার আমি সুলায়মান ইব্ন ইয়াসারকে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছ থেকে বের হতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি উমরের কাছ থেকে বের হলেন ? তিনি বললেন হ্যাঁ। আমি বললাম, তাকে কি আপনারা জ্ঞান দান করেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! তিনি আপনাদের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী। মুজাহিদ বলেন, আমরা উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে আসলাম তাকে কিছু শিখানোর উদ্দেশ্যে; কিন্তু পরবর্তীতে আমরাই তার থেকে শিখতে লাগলাম। মায়মূন ইব্ন মাহ্রান বলেন, তৎকালীন আলিমগণ (জ্ঞানবিচারে) উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে শিষ্যতুল্য ছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় মায়মূন বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয ছিলেন আলিমদের শিক্ষক। লায়ছ বলেন, ইব্ন উমর ও ইব্ন আব্বাসের সাহচর্য পাওয়া এক ব্যক্তি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের জ্ঞানের স্তর বর্ণনা করেছেন যাকে তিনি জাযীরার প্রশাসক বানাতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, যখনই আমরা কোন বিষয়ের জ্ঞান অন্বেষণ করতাম, তখনই আমরা উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে সে

জ্ঞানের উৎস ও শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে সর্বাধিক অবহিত পেতাম। আলিমগণ ছিল তাঁর শিষ্যতুল্য। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাঊস বলেন, (একবার) আমি আমার পিতা ও উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে ইশার নামাযের পর হতে ফজর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে দেখলাম। তারপর তারা যখন বিচ্ছিন্ন হলেন, তখন আমি বললাম। আব্বাজান! কে এই ব্যক্তি ? তিনি বললেন, ইনি উমর ইব্ন আবদুল আযীয। ইনি এই উমায়্যা বংশের সজ্জন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর বলেন, একবার আমি উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে বললাম, আপনার আল্লাহ্‌ভিমুখিতার সূচনা কিভাবে হলো? তিনি বলেন, একবার আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করতে উদ্যত হলাম। সে বলল, ঐ রাতের কথা স্মরণ করুন যার (পরবর্তী) সকাল হলো কিয়ামত দিবস।

ইমাম মালিক বলেন, তিরানব্বই হিজরীতে উমর ইব্ন আবদুল আযীয যখন পবিত্র মদীনার প্রশাসক পদ হতে অপসারিত হন, তখন সেখান হতে বের হওয়ার সময় তিনি সেদিকে ফিরে তাকালেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তার মাওলা মুযাহিমকে বললেন, হে মুযাহিম, আমার আশঙ্কা হয় ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হলাম কিনা যাদেরকে (আবর্জনারূপে) পবিত্র মদীনা নির্বাসিত করেছে। অর্থাৎ পবিত্র মদীনা তার আবর্জনা বের করে দিবে যেমনভাবে হাপর (গলিত) লোহার আবর্জনা বের করে দেয় এবং তার নির্ভেজাল অংশকে আরও খাঁটি করে।"[১] আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, তিনি পবিত্র মদীনা হতে বের হলে তার নিকটবর্তী সুওয়ায়দা নামক স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। তারপর দামেস্কে তার চাচাত ভাইদের কাছে আগমন করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন, ইসমাঈল ইব্ন আবূ হাকীম হতে তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে বলতে শুনেছি, আমি যখন পবিত্র মদীনাহ্ ত্যাগ করলাম তখন (সেখানে) আমার চেয়ে অধিক ইল্‌ম সম্পন্ন কেউ ছিল না। এরপর আমি যখন শামে আগমন করলাম, তখন (অনেক কিছু) বিস্মৃত হলাম। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন আফ্‌ফান সূত্রে.... যুহরী হতে। তিনি বলেন, কোন এক রাত্রে আমি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের সাথে সারা রাত জেগে তাকে হাদীস বর্ণনা করলাম। আমার বর্ণনা শেষে তিনি বললেন, আপনি আমাকে যা কিছু বর্ণনা করলেন, তার সবই আমি ইতোপূর্বে শ্রবণ করেছি। তবে কিছু আমার স্মরণ আছে আর কিছু বিস্মৃত হয়েছি। ইব্ন ওয়াহ্‌ব বলেন, লায়ছ সূত্রে ..... যুহরী হতে তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (আমাকে) বলেন, কোন এক দ্বিপ্রহরে খলীফাহ্ ওয়ালীদ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তার কাছে প্রবেশ করে দেখলাম, তিনি বিষণ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি আমাকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন এবং আমি বসলাম। এরপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত কী, যে খলীফাদের সমালোচনা করে তাকে কি হত্যা করা হবে ? তখন আমি চুপ থাকলাম। এরপর তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তখনও আমি চুপ থাকলাম। এরপর তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে কি (কাউকে) হত্যা করেছে ? তিনি বললেন, না, তবে গালমন্দ করেছে। তখন আমি বললাম, তাহলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। আমার এ জবাব শুনে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে অন্দরমহলে চলে গেলেন। এ সময় ইব্‌নুর রায়্যান আস্‌সায়্যাফ আমাকে বললেন, আপনি এখন চলে যান। উমর বলেন, আমি তখন সেখান হতে বের হয়ে আসলাম। (আর আমার মনের অবস্থা তখন এমন যে,) ফেরার পথে কোন বায়ু প্রবাহিত হলেই মনে হচ্ছিল যে, হয়ত কোন দূত আমাকে অনুসরণ করছে, যে আমাকে তার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। উছমান বিন যাব্‌র বলেন, একবার খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক উমর ইব্ন

১. এটি একটি হাদীস।

আবদুল আযীযকে সাথে নিয়ে তার সেনা ছাউনিতে আগমন করলেন। সেখানে ছিল বিপুল সংখ্যক সৈন্যদল, তাদের বাহন ঘোড়া, উট ও খচ্চরের পাল এবং অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ ইত্যাদি। তখন (গর্ব প্রকাশার্থে) সুলায়মান তাকে প্রশ্ন করলেন, হে উমর! আমাদের এই সমরশক্তি ও সৈন্যদলের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী ? তিনি বললেন, আমি তো এমন দুনিয়া (পার্থিব উপায়-উপকরণ) দেখছি। যার একাংশ একাংশকে গ্রাস করছে। আর এসব কিছু সম্পর্কে আপনিই জিজ্ঞাসিত হবেন। এরপর তারা যখন সেনা ছাউনির আরও নিকটবর্তী হলেন, তখন হঠাৎ একটি কাক সুলায়মানের তাঁবু হতে মুখে এক গ্রাস খাবার নিয়ে উড়াল দিল এবং একবার কা-কা রবে ডেকে উঠল। তখন সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে বলেন, হে উমর এটা কী ? তিনি বললেন, আমি জানি না। এরপর তিনি (উমর) বলেন, আপনার কী ধারণা হয়ত বা সে বলছে, এসব কোথা হতে এসেছে এবং সে এসব কোথায় নিয়ে যাবে ? সুলায়মান তাকে বলেন, কী আশ্চর্যজনক কথা তোমার! তখন উমর বলেন, আপনি ঐ ব্যক্তি হতে আশ্চর্যবোধ করুন, যে মহান আল্লাহ্‌কে জানার পর তার নাফরমানী করে, যে শয়তানকে চেনার পর তার আনুগত্য করে এবং যে দুনিয়ার (ক্ষণস্থায়িত্ব) অবস্থা জানার পর তার প্রতি আসক্তি বোধ করে।

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক এবং উমর ইব্ন আবদুল আযীয আরাফায় অবস্থানকালে মানুষের আধিক্য দেখতে পেলেন। উমর তাকে বললেন, আজ এরা আপনার শাসিত প্রজা আর আগামীকাল আপনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। অন্য একটি বর্ণনার ভাষ্য হলো। কিয়ামতের দিন এরা আপনার প্রতিপক্ষ/বিবাদী একথা শুনে সুলায়মান কেঁদে বলেন, আমরা আল্লাহ্‌রই সাহায্য প্রার্থনা করছি। এছাড়া এও বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তারা সেই বৃষ্টি ও বজ্রের কবলে পতিত হলেন, তখন সুলায়মান ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। উমর হেসে ফেলেন। সুলায়মান তাকে বলেন, এ অবস্থায় তুমি হাসছ ? তখন তিনি বলেন, হ্যাঁ। এ হলো মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের চিহ্ন ও নিদর্শন, এতেই আমাদের এ অবস্থা! তাহলে ভেবে দেখুন, তার ক্রোধ ও শাস্তির নিদর্শন দেখলে সে সময় আমাদের কী অবস্থা হতে পারে। ইমাম মালিক উল্লেখ করেন, একবার সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক এবং উমর ইব্ন আবদুল আযীয বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন। কথার এক পর্যায়ে সুলায়মান তাকে বলে বসলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। উমর (রা) বলেন, আপনি আমাকে বলছেন, আমি মিথ্যা বলেছি ? আল্লাহ্‌র কসম! মিথ্যাবাদীর ক্ষপিত করে এই উপলব্ধি হওয়ার পর হতে আমি কখনও মিথ্যা বলিনি। এরপর উমর সুলায়মানের সাহচর্য ত্যাগ করে মিসরে চলে যাওয়ার সংকল্প করলেন। কিন্তু সুলায়মান তাকে সেই সুযোগ দিলেন না। এরপর তিনি তার কাছে লোক পাঠিয়ে তার সাথে সন্ধি করে নিলেন এবং তাকে বলেন, যখনই আমি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছি, তখনই (সে ব্যাপারে পরামর্শের জন্য) আমার মনে তোমার কথা উদিত হয়েছে। আর ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে যখন তার অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হলো। তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে তার পরবর্তী খলীফারূপে মনোনীত করলেন। পরবর্তীতে তার উপর ভিত্তি করেই খিলাফতের সুষ্ঠুরূপ প্রকাশ পেল। আর প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

পরিচ্ছেদ

আবূ দাউদ তায়ালিসী বর্ণনা করেন, আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ সালামা আলমাজিশূন সূত্রে দীনার হতে। তিনি বলেন, ইব্ন উমর বলেন, হায় আশ্চর্য! লোকেরা বলে, দুনিয়া ততদিন শেষ হবে না, যতদিন উমর বংশধরদের এক ব্যক্তি মুসলমানদের শাসন-কর্তৃত্ব

লাভ করবে। যিনি উমরের ন্যায় শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। রাবী বলেন, তারা মনে করতেন, এই ব্যক্তি বিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর। রাবী বলেন, তার চেহারায় ক্ষতচিহ্ন ছিল। কিন্তু তিনি সেই ব্যক্তি নন। সেই ব্যক্তি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। তার আম্মা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌নুল খাত্তাবের ছেলে আসিমের কন্যা। বায়হাকী বর্ণনা করেন, হাকিম সূত্রে .... নাফি' হতে। তিনি বলেন, আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, ইবনুল খাত্তাব বলেন, মুখমণ্ডলে ক্ষতচিহ্ন বিশিষ্ট আমার এক অধস্তন সন্তান শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করবে, এরপর সে পৃথিবীকে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার দ্বারা পূর্ণ করে দেবে। এরপর নাফি' তার নিজের পক্ষ হতে বলেন, আমার ধারণা, সে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ছাড়া আর কেউ নয়। মুবারক ইব্‌ন ফুযালা তা রিওয়ায়াত করেছেন উবায়দুল্লাহ্‌র সূত্রে নাফি' হতে। তিনি বলেন, উমর বলতেন, হায় যদি আমি জানতে পারতাম উমরের অধস্তন বংশধর কে এই ব্যক্তি যার মুখমণ্ডলে চিহ্ন থাকবে, যিনি পৃথিবীকে ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন ? ওয়াহায়ব ইব্‌ন ওয়ারদ বলেন, একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলাম, এক ব্যক্তি যেন বাবে বানূ শায়বাহ দিয়ে প্রবেশ করে বলতে লাগল, হে লোক সকল! তোমাদের উপর কিতাবুল্লাহ্‌র শাসন প্রতিষ্ঠা করা হলো। আমি তখন প্রশ্ন করলাম, কে তা করলেন। তখন লোকটি তার নখের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আমি তখন সেখানে ع - م - ر (উমর) লেখা দেখতে পেলাম। ওয়াহায়ব বলেন, এরপরই উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের অনুকূলে বায়আত গৃহীত হয়। বাকীয়্যা বর্ণনা করেন, 'ঈসা ইব্‌ন আবূ রাযীন সূত্রে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয হতে যে, (স্বপ্নযোগে) তিনি (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামাকে সবুজ উদ্যানে দেখতে পেলেন, তখন নবী করীম (সা) তাকে বলেন, "অচিরেই তুমি আমার উম্মতের শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করবে। তখন তুমি রক্তপাত হতে নিজেকে বিরত রেখো, রক্তপাত হতে নিজেকে বিরত রেখো। মানুষের মাঝে তোমার নাম উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। তবে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে তোমার নাম জাবির।" আবূ বাকর ইব্‌নুল মুকরি বলেন, আবূ আরূবাহ্ হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ সূত্রে ... রিয়াহ ইব্‌ন উবায়দাহ্ সূত্রে তিনি বলেন, একবার উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয নামাযে বের হলেন, এক বৃদ্ধ তার হাতে ভর দিয়ে চলতে লাগল। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই বৃদ্ধ লোকটির সৌজন্যবোধ নেই। এরপর নামায শেষে তিনি যখন পুনরায় ভিতরে (দারুল খিলাফতে) প্রবেশ করলেন, আমি তার পিছে পিছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্ আমীরুল মু'মিনীনের কল্যাণ করুন। এই বৃদ্ধ কে যে আপনার হাতে ভর দিয়ে আসল ? তিনি বলেন, হে রিয়াহ! তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি বলেন, রিয়াহ্ তোমাকে তো একজন ভাল লোকই গণ্য করি! তিনি হলেন 'আমার ভাই' খাযির তিনি আমার কাছে এসে আমাকে জানালেন যে, অচিরেই আমি এই উম্মতের শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করব এবং তাদের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ অবলম্বন করব।

ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফয়ান বর্ণনা করেন, আবূ উমায়র সূত্রে .... আবূ আনবাস হতে তিনি বলেন, একবার আমি খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়ার সাথে বসা ছিলাম, সেখানে নকশা করা চাদর পরিচিত এক যুবক আসল এবং খালিদের হাত ধরে বলল, আমাদেরকে পর্যবেক্ষণকারী কোন চক্ষু আছে কি ? আবূ আনবাস বলেন, আমি বললাম, মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের দুইজনকে পর্যবেক্ষণকারী দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণকারী শ্রবণশক্তি নিয়োজিত আছে। আবূ আনবাস বলেন, একথা শুনে সেই তরুণের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল এবং সে খালিদের হাত ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমি প্রশ্ন করলাম, কে এ ? খালিদ বলল, এ হলো

খলীফার ভাতিজা উমর ইব্ন আবদুল আযীয। মহান আল্লাহ্ যদি তোমাকে দীর্ঘজীবী করেন, তাহলে অবশ্যই তুমি তাকে সুপথপ্রাপ্ত শাসকরূপে দেখতে পাবে। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার কাছে পূর্ববর্তীদের ইতিহাস ও বক্তব্যসমূহের একটা ভাল সংগ্রহ ছিল। এছাড়া তিনি জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের চর্চা করতেন। ইতোপূর্বে সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের জীবনী আলোচনার সময় আমরা উল্লেখ করেছি যে, যখন তার অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হলো, তখন তিনি তার ছেলেদের একজনকে পরবর্তী খলীফারূপে নির্ধারণ করতে চাইলেন। কিন্তু তার নেক ওয়াযীর রজা ইব্ন হায়ওয়া তাকে তা থেকে বিরত রাখেন। তার প্রচেষ্টায়ই মূলত তিনি (সুলায়মান) পরবর্তী খলীফারূপে উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে নিয়োগ করেন। আর রজা ইব্ন হায়ওয়া তাকে সমর্থন করেন। তখন সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক তার ফরমান লিখালেন এবং তাকে সীলমোহর দ্বারা আবদ্ধ করলেন। সুলায়মান এবং রজা ইব্ন হায়ওয়া ব্যতীত উমর ইব্ন আবদুল আযীয কিংবা বানূ মারওয়ানের কেউই এ বিষয়টি আঁচ করতে পারল না। তারপর তিনি সিপাহী প্রধানকে নির্দেশ দিলেন সকল আমীর-উমারা এবং বানূ মারওয়ানের এবং অন্যদের নেতৃস্থানীয় সকলকে উপস্থিত করতে। তাঁরা উপস্থিত হয়ে সীলমোহরকৃত ফরমানে যা বিদ্যমান তা মেনে সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে বায়আত করেন। তারপর প্রস্থান করেন। এরপর খলীফা মৃত্যুমুখে পতিত হলে রজা ইব্ন হায়ওয়া তাদেরকে পুনরায় ডেকে পাঠালেন। তারা খলীফার মৃত্যু সম্পর্কে জানার পূর্বে এই ফরমান মেনে নিয়ে দ্বিতীয়বার বায়আত করল। এরপর তিনি তাদের সামনে তা খুলে তাদেরকে পাঠ করে শোনালেন। দেখা গেল তাতে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের অনুকূলে বায়আতের নির্দেশ বিদ্যমান। তখন সকলে তাকে এনে মিম্বরে বসালেন। তারপর তাঁর হাতে বায়আত হলো। এভাবে তার অনুকূলে বায়আত অনুষ্ঠিত হলো।

এই ধরনের কাজের বৈধতার ব্যাপারে ইমামগণ মতবিরোধ করেছেন- যে কোন ব্যক্তি কোন লিখিত ওয়াসিয়াত করল এবং সাক্ষীদেরকে তা না শুনিয়ে তাদেরকে সে ব্যাপারে সাক্ষী বানাল, তারপর তারা এর অনুকূলে সাক্ষী দিল এবং সে সাক্ষীর ভিত্তিতে সেই ওয়াসিয়াত কার্যকর করা হলো– একদল উলামা একে বৈধ রায় দিয়েছেন। কাযী আবুল ফারাজ আল মুআফী ইব্ন যাকারিয়্যা আল-জারীরী বলেন, হিজাযবাসী অধিকাংশ আলিম এই ধরনের ওয়াসিয়াতকে অনুমোদন করেছেন, সে অনুযায়ী ফায়সালা করাকে বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। আর এ রায়/মত বর্ণিত হয়েছে সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে। আর এটাই ইমাম মালিক, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা আল-মাখযূমী মাকহূল, নুমায়র ইব্ন আওস, যুরআহ্ ইব্ন ইবরাহীম, আওযায়ী সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয এবং তাদের সাথে একমত পোষণকারী শামীয় ফকীহগণের মায্হাব বা মত। খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আবূ মালিক তার পিতা এবং তার ফৌজী কাযীদের থেকে অনুরূপ সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন। এছাড়া এটা লায়ছ ইব্ন সা'দ এবং তার সাথে ঐকমত্য পোষণকারী মিসর ও মরক্কোবাসী ফকীহ্গণের মত এবং বসরার কাযী ও ফকীহগণেরও মত। আর কাতাদা সাওওয়ার ইব্ন আবদুল্লাহ্ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন হাসান, মু'আয ইব্ন মু'আয আল আম্বরী এবং তাদের অনুসারী আলিমগণ থেকেও এই মতই উদ্‌ধৃত হয়েছে। উপরন্তু বহু সংখ্যক আহলে হাদীস আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে আবূ উবায়দ এবং ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়ায়হি অন্যতম।

আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, ইমাম বুখারী তার সহীহ্ গ্রন্থে বিষয়টির প্রতি সযত্ন হয়েছেন। মুআফী বলেন, ইরাকের একদল ফকীহ অবশ্য এর বৈধতা মানতে সম্মত নন।

তন্মধ্যে রয়েছেন ইররাহীম, হাম্মাদ এবং হাসান। আর সেটাই ইমাম শাফেঈ ও আবূ ছাওরের মাযহাব। মু'আফী বলেন, এটা আমাদের শায়খ আবূ জা'ফরের বক্তব্য। তবে ইমাম শাফেঈর কোন কোন ইরাকী শিষ্য প্রথম মত গ্রহণ করেছেন। পরিশেষে আল জারীরী বলেন, আমরাও প্রথম মতটিকেই গ্রহণ করছি। ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে উমর ইব্ন আবদুল আযীয যখন সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের দাফন শেষে ফিরলেন, তখন তার আরোহণের জন্য খলীফার বিশেষ বাহনসমূহ আনা হলো। কিন্তু তিনি তাতে আরোহণ না করে আবৃত্তি করলেন ঃ

فَلَوْ لاَ التُّقى ثُمَّ النُّهى خشية الرَّدى * لعاصيت فى حُبِّ الصبا كُلَّ زَاجِرِ

'যদি আল্লাহ্ভীতি, বিবেকবুদ্ধি আর মৃত্যু ভয় না থাকত, তাহলে বিনোদন আসক্তিতে আমি সকল নিষেধকারীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতাম।'

قَضى ما قضى فيما مَضى ثم لا تَرى * له صبوة أخرى الليالى الغوابر

'অতীতে সে যেটুকু বিনোদন লাভ করার করে নিয়েছে এরপর আর তুমি তার মাঝে কোন বিনোদনাসক্তি দেখবে না।'

তারপর তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ যা চান (তাই হয়)। তিনি ব্যতীত (কারও) কোন শক্তি নেই। আমার খচ্চর নিয়ে আস। এরপর তিনি খলীফার সেই সকল বিশেষ বাহন নিলামে বিক্রয়ের নির্দেশ দিলেন। আর এগুলি ছিল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট জাতের মূল্যবান অশ্ব। এগুলি বিক্রির পর তিনি তার মূল্য বায়তুল মালে জমা দিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তাঁর অনুকূলে বাইআত গ্রহণের এবং তার খিলাফতের দায়িত্ব সুস্থির ও সুনিশ্চিত হওয়ার পর তিনি যখন খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের দাফন থেকে ফিরলেন, তখন তাকে বেশ বিষণ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। তাঁর এ অবস্থা দেখে তার মাওলা (আযাদকৃত দাস) তাকে বলে, আপনার কী হয়েছে ? আপনাকে এমন বিষণ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে কেন ? এখন তো এমন থাকার সময় নয়। তিনি তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, কী বলছ তুমি! কীভাবে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হব না, অথচ এই বিশাল ব্যাপ্ত ইসলামী সাম্রাজের পূর্ব-পশ্চিমে এই উম্মতের এমন সদস্য নেই, যে আমার কাছে তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করার জন্য দাবী করছে না। সে বিষয়ে সে আমার কাছে লিখুক কিংবা না লিখুক আবেদন করুক কিংবা না করুক। ঐতিহাসিকগণ আরো বলেন এরপর তিনি তার স্ত্রী ফাতিমাহ্ বিন্ত আবদুল মালিককে ইচ্ছাধিকার প্রদান করেন, ইচ্ছা হলে এই শর্তে তিনি তার সাহচর্যে অবস্থান করতে পারেন যে, তার সান্নিধ্য সময় কাটানোর তার আর অবকাশ নেই ; অন্যথায় তিনি তার পিতৃগৃহে নিয়ে অবস্থান করতে পারেন। স্বামীর একথা শুনে ফাতিমাহ্ কেঁদে ফেলেন এবং তার কান্নায় তার বাঁদীরাও কেঁদে উঠল। ফলে তখন তার গৃহে কান্নার রোল পড়ে গেল। অবশ্য তিনি পরিশেষে সর্বাবস্থায় স্বামীর সাহচর্যকেই গ্রহণ করলেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আমীরুল মু'মিনীন আমাদের জন্য একটু অবসর গ্রহণ করুন। তিনি আবৃত্তি করলেন ঃ

قد جاء شغل شاغل * وعَدَلْتَ عن طرق السَّلامَة

মহাব্যস্ততার আবির্ভাব হয়েছে আর তুমি নিরাপদ পথ থেকে সরে এসেছ ঃ

ذهب الفراغ فلا فرا * غ لنا إلى يوم القيامةً

অবসর অতীত হয়েছে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আর আমাদের কোন অবসর নেই।

যুবায়র ইব্ন বাক্কার বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন সালাম সূত্রে সালাম ইব্ন সুলায়ম থেকে। তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে মিম্বরে আরোহণ করার পর সর্বপ্রথম যে খুতবা প্রদান করলেন, তাতে তিনি প্রথমে মহান আল্লাহ্র হাম্দ ও ছানা বর্ণনার পর বললেন, হে মানবমণ্ডলী! যে আমাদের সাহচর্য অবলম্বন করবে, সে যেন পাঁচটি বিষয় অবলম্বন করে, অন্যথায় সে যেন আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১. সে আমাদের কাছে ঐ (অক্ষম) ব্যক্তির প্রয়োজন তুলে ধরবে যে নিজে তা তুলে ধরতে পারে না। ২. সে তার সাধ্যমত আমাদেকে কল্যাণ কাজে সহযোগিতা করবে। ৩. সে আমাদেরকে ঐ সকল কল্যাণের সন্ধান দিবে যে ওলির সন্ধান আমাদের কাছে নেই। ৪. সে আমাদের কাছে পরচর্চা (গীবত) করবে না। ৫. সে তার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ে প্রবৃত্ত হবে না।

তার একথার মর্ম উপলব্ধি করে চাটুকার কবি ও বক্তারা সরে পড়ল। আর ফকীহ্ ও যাহিদগণ তার সাহচর্য অবলম্বন করল এবং তারা বলল, এই ব্যক্তি তার কথার বিপরীত কাজ করার পূর্বে আমরা তাকে ত্যাগ করতে পারি না।

সুফয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ্ বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয যখন খলীফা হলেন, তখন তিনি মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, রজা ইব্ন হায়ওয়া এবং সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্র কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, তোমরা তো দেখছ আমাকে কী দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে এবং আমার উপর কী গুরু দায়িত্ব আপতিত হয়েছে। তোমাদের কাছে এর কী সমাধান রয়েছে ? তখন মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব বললেন, আপনি বৃদ্ধকে পিতা, যুবককে ভাই এবং শিশুকে ছেলে মনে করুন। তারপর পিতার সাথে সদাচার/পুণ্যাচার করুন, ভাইয়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন এবং ছেলের সাথে স্নেহসুলভ আচরণ করুন। আর রজা ইব্ন হায়ওয়া বলেন, মানুষের জন্য তাই অনুমোদন করবেন যা আপনি নিজের জন্য অনুমোদন করেন। যে আচরণ আপনার কাছে অপ্রিয় তাদের প্রতি সে আচরণ করবেন না। আর একথা বিশ্বাস করুন যে, আপনি হলেন মরণশীল প্রথম খলীফা। আর সালিম বলেন, সকল বিষয় ও কর্তৃত্বকে এক ও অভিন্ন করুন এবং তাতে পার্থিব কামনা-বাসনা ও চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে সংযম অবলম্বন করুন এবং সংযমের শেষ সীমা নির্ধারণ করুন মৃত্যুকে।

এ সকল উপদেশ শুনে উমর বলেন, মহান আল্লাহ্র সাহায্য ও অনুগ্রহ ব্যতীত কারও (এসবের) কোন শক্তি-সামর্থ নেই।

অন্য এক বর্ণনাকারী বলেন, একদিন উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) লোকদের সম্বোধন করে বললেন, এসময় অশ্রুতে তিনি বাক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের আখিরাতকে ঠিক করে নাও, তাহলে মহান আল্লাহ্ তোমাদের দুনিয়াকে ঠিক করে দিবেন। তোমরা নিজেদের গোপন বিষয়গুলি সংশোধন করে নাও, মহান আল্লাহ্ তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়কে সংশোধন করে দিবেন। আল্লাহর কসম! তার এক বান্দা তো এমন রয়েছে যার ও আদমের (আ) মাঝে জীবিত কোন পিতৃপুরুষের অস্তিত্ব নেই, তিনি তো তার জন্য মৃত্যুর শিকড়ের বিস্তার ঘটিয়েছেন। অপর এক খুতবায় তিনি বলেন, কত মযবূত আবাসস্থল সামান্য সময়ের ব্যবধানে বিরানে পরিণত হয়, কত ঈর্ষণীয় আবাস গ্রহণকারী সামান্য সময়ের ব্যবধানে প্রবাসীতে পরিণত হয়। মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে রহম করুন। কাজেই, তোমরা তোমাদের কাছের সর্বোত্তম বাহনে দুনিয়া থেকে সর্বোত্তম ভাবে প্রস্থান কর। দুনিয়াতে মানব সন্তানকে হঠাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাকদীর বা নির্ধারণ দ্বারা আহবান করে বলেন এবং তাকে মৃত্যুবাণ দ্বারা বিদ্ধ করেন, পরিণামে তিনি তার দুনিয়া হরণ করেন এবং তার আবাস-নিবাসকে অন্যের কাছে হস্তান্তরিত করেন। দুনিয়া যে পরিমাণ কষ্ট দেয়/দুঃখ দেয়, সে পরিমাণ আনন্দ দেয় না। সে

সামান্য আনন্দ দেয় এবং অনেক দুঃখ দেয়। ইসমাঈল ইব্‌ন আয়্যাশ বলেন, আমর ইব্‌ন মুহাজির থেকে। তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয যখন খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে হামদ ও ছানার পর বললেন, হে মানবমণ্ডলী! পবিত্র কুরআনের পর কোন কিতাব নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা-এর পর কোন নবী নেই। আর আমি বিচারক নই–বাস্তবায়নকারী এবং আমি উদ্ভাবক নই– অনুসারী। অত্যাচারী শাসক থেকে পলায়নকারী ব্যক্তি অত্যাচারী নয় বরং অত্যাচারী শাসকই হলো নাফরমান। শুনে রাখ, মহান স্রষ্টার অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি তাতে বলেছিলেন, আমি তো তোমাদের কারও চেয়ে উত্তম নই, বরং আমি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে ভারাক্রান্ত। তোমরা শুনে রাখ, মহান আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে কোন মাখলুকের আনুগত্য বৈধ নয়। শুনে রাখ, আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে দিলাম।

আহমাদ ইব্‌ন মারওয়ান বলেন, আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আল-হুলওয়ানী সূত্রে .... সাঈদ ইব্‌নুল আসের ছেলে থেকে। তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর সর্বশেষ প্রদত্ত খুতবায় হাম্‌দ ও ছানার পর তিনি বললেন, আসল কথা হলো, তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি এবং এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হয়নি। তোমাদের জন্য এক প্রতিশ্রুতি স্থান ও কাল বিদ্যমান। তোমাদের মাঝে বিচার ও ফায়সালা করার জন্য মহান আল্লাহ্ তাতে হাযির হবেন।

কাজেই, যে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং এমন জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়েছে যার ব্যপ্তি আসমান-যমীন বরাবর, সে নিঃসন্দেহে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমরা কি জান না, ঐ ব্যক্তি ছাড়া কেউ ভবিষ্যতে নিরাপদ নয়, যে শেষ দিনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছে, তাকে ভয় করেছে এবং স্থায়ীর বিনিময়ে অস্থায়ীকে, অসীমের বিনিময়ে সসীমকে, অধিকের বিনিময়ে অল্পকে, নিরাপত্তার বিনিময়ে ভয়কে বিক্রি করেছে/বিসর্জন দিয়েছে। তোমরা কি লক্ষ্য কর না, তোমরা মৃতদের থেকে রেখে দেওয়া অর্থ-সম্পদ ভোগ করছ, আর তা তো অচিরেই তোমাদের মৃত্যুর পর অবশিষ্টদের হয়ে যাবে। এমনভাবে চলতে থাকবে পরিশেষে তোমরা চূড়ান্ত উত্তরাধিকারীর সমীপে উপনীত হবে। তারপর দেখ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তোমরা তোমাদেরই একেকজনকে মহান আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে বিদায় করে দিচ্ছ যে, সে আর ফিরছে না। সে তার আয়ুষ্কাল পূর্ণ করেছে। ফলে, তোমরা তাকে ভূ-পৃষ্ঠের এক ফাটলে বিছানা ও শয্যাহীন অবস্থায় রেখে অদৃশ্য করে দিচ্ছ। সে তার প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মাটিতে শায়িত অবস্থায় হিসাবের মুখোমুখি হয়েছে। আর সে তার আমলে দায়বদ্ধ, যা কিছু রেখে গেছে তাতে তার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যা সে সামনে পাঠিয়েছে (অর্থাৎ নেক আমল) তাতে তার প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই তোমরা চূড়ান্ত বিচার ও ফায়সালার পূর্বে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমাদের মৃত্যু আসার পূর্বে তার ব্যাপারে সাবধান হয়ে যাও। শুনে রাখ, আমি একথা বলছি- এরপর তিনি তার চাদরের প্রান্ত তার মুখমণ্ডলে রাখলেন এবং নিজে কাঁদলেন, শ্রোতাদেরকে কাঁদালেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদেরকে একথা বলছি, অথচ তোমাদের কারও পাপ আমার চেয়ে বেশী বলে আমার জানা নেই। কিন্তু তা (খিলাফত)/সেগুলো মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ন্যায় সঙ্গত বিধান। তিনি তাতে তার আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেছেন। আর আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। একথা বলে তিনি তার আস্তিন তার মুখমণ্ডলে রাখলেন এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন, এমনকি তার দাড়ি ভিজে গেল। এরপর মৃত্যুর পূর্বে তিনি আর কোন মজলিসে আসেননি। মহান আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আবূ বকর ইব্‌ন আবুদ্ দুন্‌য়া উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামাকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে বললেন, "উমর কাছে আস, আমি তার খুব কাছে আসলাম এমনকি তার শরীরের সাথে লেগে যাওয়ার আশংকা করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি যখন মুসলমানদের শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করবে, তখন এ দুইজনের ন্যায় আমল করবে। তখন আমি দেখলাম তাকে ঘিরে দুই প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তখন প্রশ্ন করলাম, তাঁরা কে ? তিনি বলেন, এ আবূ বাকর (রা), এ উমর (রা) আর আমরা বর্ণনা করেছি যে, তিনি সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরকে বলেছিলেন, আমাকে উমর ইব্‌নুল খাত্তাবের শাসক চরিত লিখে দিন, যাতে আমি সে অনুযায়ী আমল করতে পারি। তখন সালিম তাকে বলেন, আপনি তা করতে পারবেন না। তিনি বললেন, কেন ? সালিম বলেন, আপনি যদি সে অনুযায়ী আমল করতে পারতেন, তাহলে উমরের চেয়ে উত্তম হতেন। কেননা, তিনি কল্যাণ কাজে অনেক সহযোগী পেতেন। কিন্তু আপনি এমন কাউকে পাবেন না, যে আপনাকে কল্যাণ কাজে সাহায্য করবে। বর্ণিত আছে যে, তার আংটির খোদিত নকশা ছিল এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তার কোন শরীক নেই। অন্য এক বর্ণনায় আছে– তা ছিল আমি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি। আরেক বর্ণনায় আছে, তা ছিল ওয়াফাদারী কঠিন। একদিন তিনি নেতৃস্থানীয় লোকদের সমবেত করে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, ফাদাক ছিল মহান আল্লাহ্‌র রাসূলের হাতে। তিনি তাকে সেভাবে রাখতেন যেভাবে মহান আল্লাহ্ তাকে দেখিয়েছিলেন। তারপর আবূ বাকর ও উমরও সে অবস্থায়ই তা বহাল রাখলেন। আসমা'য়ী বলেন, আমি জানি না তিনি উছমানের ব্যাপারে কী বলেছেন। তিনি বললেন, তারপর মারওয়ান তাকে ব্যক্তি-মালিকানায় বণ্টন করল এবং আমি তার একাংশ লাভ করলাম। আর ওয়ালীদ ও সুলায়মান আমাকে তাদের অংশদ্বয় প্রদান করলেন। বায়তুল মালে ফিরিয়ে দেওয়ার মত এর চেয়ে মূল্যবান কোন সহায়-সম্পত্তি আমার নেই। এখন আমি তাকে বায়তুল মালে ঐ অবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি, যে অবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র রাসূলের জীবদ্দশায় ছিল। রাবী বলেন, লোকেরা তখন অন্যায় ভাবে গৃহীত ও আত্মসাতকৃত সকল ভূসম্পত্তির আশা ছেড়ে দিল। এরপর তিনি বানূ উমায়্যার একদল/অনেক সদস্যের সহায়-সম্পত্তি বায়তুল মালে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন এবং এগুলোকে 'অন্যায়ভাবে গৃহীত অর্থ সম্পদ' নাম দিলেন। তখন এসকল অর্থ-সম্পদের অধিকারীরা তার প্রিয়পাত্রদের মাধ্যমে তার কাছে সুপারিশ করল এবং এ ব্যাপারে তারা তাঁর ফুফু ফাতিমা বিন্‌ত মারওয়ানকে মাধ্যম বানাল। কিন্তু কোন কিছুতেই কোন ফল হল না। (তিনি তার ঘোষণা ও সিদ্ধান্তে অবিচল থাকলেন) এবং তিনি তাদেরকে বললেন, তিনি যেন আমাকে আমার সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে দেন, অন্যথায় আমি পবিত্র মক্কায় চলে যাব। তাঁর ফুফু তার (মধ্যস্থতাকারী) অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ালেন। এ সময় উমর বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি তোমাদের মাঝে পঞ্চাশ বছরও শাসনকার্য পরিচালনা করি, তাহলেও আমি তোমাদের মাঝে আমার কাঙ্ক্ষিত ন্যায়শাসন প্রতিষ্ঠা করতে থাকব। আর এই বিষয়টি আমি চাই-ই।

ইমাম আহমাদ বলেন, আবদুর রায্‌যাক সূত্রে .... ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্‌বিহ থেকে, তিনি বলেন, এই উম্মতের যদি কোন মাহদী (সুপথপ্রাপ্ত সুশাসক) থেকে থাকেন তাহলে তিনি হলেন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। তাঁর সম্পর্কে কাতাদা, সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব এবং আরো একাধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঊস বলেন, নিঃসন্দেহে তিনি সুপথপ্রাপ্ত খলীফা। তবে তিনি ন্যায় ও ইনসাফ পরিপূর্ণ করতে পারেননি।

সম্পদের ব্যাপারে উদার, নিযুক্ত প্রশাসক ও গভর্নরদের প্রতি কঠোর, নিঃস্ব দরিদ্রদের প্রতি দয়ার্দ্র। ইমাম মালিক বর্ণনা করেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন হারমালাহ্ সূত্রে সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব থেকে যে, তিনি বলেন, খলীফা হলেন আবূ বকর (রা) এবং দুই উমর। তখন তাকে প্রশ্ন করা হলো আবূ বকর ও উমর তাদের দুই জনকে তো আমরা চিনলাম, কিন্তু আরেকজন উমর তিনি কে ? তিনি বললেন, যদি তুমি বেঁচে থাক, তাহলে অচিরেই তার সাক্ষাৎ পাবে, এ বলে তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে উদ্দেশ্য করলেন। অন্য এক বর্ণনায় তার থেকে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, সে হলো বানূ মারওয়ানের 'আশাজ্জ' (মুখমণ্ডলে ক্ষতচিহ্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি)। সুফ্‌য়ান ছাওরীর সহচর উববাদ আস্-সাম্মাক বলেন, আমি ছাওরীকে বলতে শুনেছি, খলীফা হলেন পাঁচজন, আবূ বকর, উমর, উছমান, আলী এবং উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। আবূ বকর ইব্‌ন আয়্যাশ, শাফিঈ এবং একাধিক ইমাম থেকেও এরূপ মন্তব্য উদ্‌ধৃত হয়েছে। এছাড়া এ ব্যাপারে সকল শীর্ষস্থানীয় আলিম একমত যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয হলেন সুপথপ্রাপ্ত খলীফা, হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকদের অন্যতম একজন। আর একাধিক ইমাম তাকে ঐ দ্বাদশ ইমামের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যাদের ব্যাপারে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,

لا يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى يكون فيهم اثنى عشر خليفة كلهم من قُرَيْشٍ -

'এই উম্মতের শাসন-কর্তৃত্বের বিষয়টি সঠিক থাকবে তাদের মাঝে বারজন খলীফার আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত যাদের প্রত্যেকে হবে কুরায়শী।'

তিনি তার সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালে সুশাসন প্রতিষ্ঠার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। অন্যায়ভাবে গৃহীত অর্থ-সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং প্রত্যেক প্রাপকের কাছে তার প্রাপ্য পৌঁছে দিয়েছেন। প্রতিদিন তার ঘোষক ঘোষণা করত, ঋণগ্রস্তরা কোথায় ? বিবাহে ইচ্ছুকগণ কোথায়? নিঃস্ব দরিদ্ররা কোথায় ? ইয়াতীমরা কোথায় ? এরা সকলে আসুক, এদের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে আলিমগণ মত বিরোধে লিপ্ত হয়েছেন, কে উত্তম উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, নাকি মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফ্‌য়ান ? এরপর কেউ কেউ (খিলাফতকালীন) জীবন চরিত, ন্যায়পরায়ণতা, পার্থিব নির্মোহতা এবং ইবাদতপরায়ণতার কারণে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। আর অন্যরা ইসলামের অগ্রবর্তিতা ও নবী সাহচর্যের কারণে হযরত মুআবিয়াকে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছেন। এমনকি তাদের কেউ বলেছেন, মুআবিয়ার (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালামের সাহচর্যের একটি দিনও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, তার গোটা জীবনকাল ও স্বজন-পরিজন থেকে উত্তম। ইব্‌ন আসাকির তার তারীখে (ইতিহাসগ্রন্থ) উল্লেখ করেছেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয তার স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত আবদুল মালিকের একটি বাঁদীর গুণমুগ্ধ ছিলেন। একবার তিনি তার কাছে বাঁদীটি চেয়েছিলেন। কিন্তু ফাতিমা তাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তারপর তিনি যখন খলীফা হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী বাঁদীটিকে সুন্দর পোশাকে সুগন্ধি মাখিয়ে তাকে [দান করে] তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তিনি যখন তাঁকে বাঁদীর সাথে নির্জনে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিলেন, তখন উমর বাঁদীটিকে এড়িয়ে গেলেন। তখন বাঁদী তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাকে উপেক্ষা

করলেন। তখন বাঁদী (অবাক হয়ে) প্রশ্ন করল, হে জনাব! আমার প্রতি আপনার যে আগ্রহ প্রকাশ পেত, তা কোথায় ? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার প্রতি আমার আগ্রহ অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু এখন আমার নারীতে কোন আসক্তি নেই। এমন এক গুরুতর বিষয় আমার কাছে এসেছে, যা আমাকে তোমার থেকে এবং অন্যদের থেকে নিরাসক্ত করে ফেলেছে। তারপর তিনি তাকে তার বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং জানতে চাইলেন কোথা থেকে তাকে আনা হয়েছে। সে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! মরক্কো দেশে আমার পিতা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধে লিপ্ত হন। তখন মূসা ইব্‌ন নুসায়র তার সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এরপর আমাকে এক অপরাধে ধরে আনা হয় এবং মূসা আমাকে খলীফা ওয়ালীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আমাকে তার ভগ্নী ও আপনার স্ত্রী ফাতিমাকে দান করলেন এবং অবশেষে ফাতিমা আমাকে আপনার জন্য উপহার স্বরূপ পাঠালেন। বাঁদর এই বৃত্তান্ত শুনে উমর ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো তোমার কারণে অপদস্থতা ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিলাম। তারপর তিনি বাঁদীকে সসম্মানে তার স্বদেশ ও স্বজনদের কাছে ফেরত পাঠাবার নির্দেশ দেন।

তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত আবদুল মালিক বলেন, একদিন আমি উমরের সাক্ষাতে গিয়ে দেখলাম তিনি তার জায়নামাযে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। আর তার গণ্ডদ্বয় বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আপনার কী হয়েছে ? তিনি বলেন, ফাতিমা! আল্লাহ্ তোমার বোধোদয় করুন! এই উম্মতের কী গুরুদায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি, তা একবার ভেবে দেখ। তাই আমাকে ভাবতে হয় ক্ষুধার্ত দরিদ্রের কথা, মুমূর্ষু রোগীর কথা, বস্ত্রহীন কষ্টে নিপতিতের কথা, পিতৃহীন বিপর্যস্তের কথা, নিঃসঙ্গ বিধবার কথা, নির্যাতিত-নিপীড়িতের কথা, আশ্রয়হীন ও বন্দীর কথা। অতি বৃদ্ধের কথা। বহুপোষ্য ভারাক্রান্ত অভাবীর কথা এবং এদের ন্যায় সকল অসহায় ও বিপন্নদের কথা, যারা আমার সাম্রাজ্যের দিকদিগন্তে এবং দূরতম প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। আর আমি একথাও জানি যে, আমার মহান ও পরাক্রমশালী প্রতিপালক কাল কিয়ামতের দিন আমাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। আর তাদের পক্ষে আমার প্রতিপক্ষে হবেন স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম। আমার আশঙ্কা যে, তাঁর সাথে বিবাদকালে আমার কোন যুক্তি প্রমাণই গৃহীত হবে না। তাই নিজের প্রতি করুণাবশত আমি কাঁদছি।

মায়মূন ইব্‌ন মাহ্‌রান বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয আমাকে একটি অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করে বললেন, তোমার কাছে যদি আমার কোন অন্যায় ফরমান সম্বলিত পত্র পৌঁছে, তবে তুমি তা মাটিতে ছুঁড়ে মারবে। তিনি একবার তার জনৈক গভর্নরকে লিখলেন, মানুষের উপর তোমার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যদি তোমাকে কোন অন্যায়-অত্যাচারে প্ররোচিত করে, তাহলে তোমার উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বকে স্মরণ কর এবং তাদের প্রতি তোমার কর্তৃত্বের নিঃশেষতা ও তোমার প্রতি তাদের অভিযোগের স্থায়িত্বের কথা স্মরণ কর। আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী বর্ণনা করেন, জারীর ইব্‌ন হাযিম সূত্রে ঈসা ইব্‌ন আসিম থেকে। তিনি বলেন, (একবার) উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয আদী ইব্‌ন আদীকে লিখে পাঠালেন– নিঃসন্দেহে ইসলামের কতক পথ ও পন্থা এবং বিধি-বিধান রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলো পূর্ণরূপে পালন করে, সে ঈমানকে পূর্ণ করে। আর যে তা পূর্ণরূপে মানল না, সে ঈমানকে পরিপূর্ণ করল না। আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে আমি তোমাদের সামনে তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করব,

যাতে তোমরা সে অনুযায়ী আমল করতে পার। আর যদি আমি মরে যাই তাহলে জেনে রাখ, আমি তোমাদের সাহচর্যের জন্য লালায়িত নই। ইমাম বুখারী এই রিওয়ায়াতকে তার সহীহ্গ্রন্থে তা'লীক বা সনদবিহীন পরিচ্ছেদ শিরোনামরূপে আস্থার সাথে উল্লেখ করেছেন।

ঐতিহাসিক আসসূলী উল্লেখ করেছেন যে, (একবার) উমর ইব্ন আবদুল আযীয তার এক গর্ভনরের কাছে লিখলেন, তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর। কেননা, তা ছাড়া অন্য কিছু (আমল) গৃহীত হয় না এবং মুত্তাকী ছাড়া অন্যরা দয়াপ্রাপ্ত হয় না এবং তাকওয়ার ভিত্তি ছাড়া কাউকে বিনিময় দেওয়া হয় না। তাকওয়ার কথা বলে উপদেশ দানকারীর সংখ্যা অনেক। কিন্তু সে অনুযায়ী আমলকারীর সংখ্যা অল্প। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, তার কথাও তার 'আমলের' মধ্যে গণ্য, তখন সংশ্লিষ্ট ও উপকারী বিষয় ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তার কথা হ্রাস পাবে। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করবে, সে দুন্য়াতে সামান্যকেই যথেষ্ট মনে করবে। তিনি বলেন, আর যে তার কথাকে 'আমলের' অন্তর্ভুক্ত গণ্য করবে না, তার পাপসমূহ বৃদ্ধি পাবে। যে ব্যক্তি না জেনে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তা তাকে যতটুকু সংশোধন করবে তার চেয়ে অধিক নষ্ট করবে।

একদিন এক ব্যক্তি তার সাথে কথা বলে তাঁকে ক্রুদ্ধ করল। তিনি তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু পরে নিজেকে সংযত করে লোকটিকে বলেন, তুমি তো আমাকে শাসকের ক্ষমতা দ্বারা বিভ্রান্ত করতে চেয়েছ, যাতে আমি তোমার সাথে দুর্ব্যহার করি, যার বদলা তুমি আমার থেকে নেবে কাল কিয়ামতের দিন। যাও! মহান আল্লাহ্ তোমাকে অব্যাহতি দিন, তোমার সাথে বিবাদ করার আমার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলতেন, আল্লাহ্র কাছে প্রিয়তম বিষয়সমূহ হলো চেষ্টায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, প্রতিশোধের সামর্থ সত্ত্বেও ক্ষমা করা এবং শাসনকার্যে কোমলতা অবলম্বন করা। যে কোন ব্যক্তি (মুসলমান) অপর ব্যক্তির প্রতি দুনয়াতে দয়ার্দ্র ও কোমল আচরণ করে আল্লাহ্পাক কিয়ামতের দিন তার প্রতি কোমল ও দয়ার্দ্র আচরণ করবেন।

একবার তার শিশু ছেলে সমবয়সী বালকের সাথে খেলতে বের হলো। খেলার সময় আরেকটি বালক তার মাথায় আঘাত করে ক্ষত সৃষ্টি করল। সকলে সেই আঘাতকারী বালককে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে নিয়ে আসে। তিনি কোলাহল শুনে তাদের কাছে বেরিয়ে আসেন। এক ক্ষুদ্রাকৃতির স্ত্রীলোক বলতে লাগল, সে আমার ছেলে! সে পিতৃহীন। উমর তাকে আশ্বস্ত করে বলেন, তুমি শান্ত হও/ উদ্বিগ্ন হয়ো না। তারপর উমর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কি রেশন প্রদান করা হয় ? সে বলল, না। তিনি নির্দেশ দিলেন, তাকে অনাথ শিশুদের তালিকাভুক্ত করে নাও। এ সময় তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত আবদুল মালিক তাঁকে বলেন, আপনি তার সাথে এরূপ সদাচার করছেন, অথচ সে আপনার ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে! আল্লাহ্পাক যেন তার উপযুক্ত (শাস্তির) ব্যবস্থা করেন। আবারও সে আপনার ছেলের মাথা ফাটাবে। তখনি তিনি স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে বলেন, সে পিতৃহীন, আর তোমরা তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছো।

মালিক ইব্ন দীনার বলেন, লোকেরা (আমার সম্পর্কে) বলে বেড়ায় মালিক যাহিদ/ নির্মোহ! আমার কাছে কোন্ নির্মোহতা আছে ? প্রকৃত নির্মোহ হলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (রহ)। দুন্ইয়ার তামাম ভোগ-উপভোগের উপকরণ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু, তিনি তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তাঁর পরিধেয় ছিল একটি মাত্র

জামা। ফলে যখন তা ধুয়ে দেওয়া হতো তিনি তখন তা শুকানো পর্যন্ত বাড়ীতে বসে অপেক্ষা করতেন। একবার এক সংসারবিরাগী যাজকের সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি তাকে বলেন, মহান আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ করুন! আমাকে উপদেশ দিন, সে বলল, আপনি কবির এই উপদেশ গ্রহণ করুন ঃ تجرد من الدنيا فإنك إنما + خَرَجْتَ إلى الدنيا وأنت مُجَرَّدُ

'দুনইয়া হতে খালি হাত (নিঃসম্পর্ক) হয়ে যাও। কেননা, তুমি তো দুনইয়ায় এসেছো খালি হাত (নিঃস্ব) অবস্থায়।' মালিক ইব্ন দীনার বলেন, এ কবিতার পঙ্ক্তিটি তাকে মুগ্ধ করত, তাই তিনি বারবার তা আবৃত্তি করতেন এবং এর মর্ম যথার্থভাবে কার্যে পরিণত করেছিলেন। বর্ণনাকারিগণ বলেন, একদিন তিনি তাঁর স্ত্রীর সাক্ষাতে প্রবেশ করে নিজের জন্য কিছু আঙুর কেনার উদ্দেশ্যে তার কাছে একটি পূর্ণ দিরহাম বা খুচরা পয়সা চাইলেন। কিন্তু তিনি তার কাছে পেলেন না। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, আপনি গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি অথচ আপনার আঙুর কেনার সঙ্গতি নেই! উমর বলেন, আজ এ অবস্থা মেনে নেওয়া আমার কাছে কাল জাহান্নামের আগুনের বেড়ী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার চেয়ে সহজ। বর্ণনাকারিগণ বলেন, তাঁর গৃহ-প্রদীপ স্থাপিত ছিল তিনটি নলের উপর যেগুলোর অগ্রভাগে ছিল মাটি। তারা বলেন, একদিন তিনি তাঁর সেবককে তাঁর জন্য এক টুকরা গোশ্‌ত ভুনা করতে পাঠালেন, সে দ্রুত তা ভুনা করে তাঁর কাছে নিয়ে আসল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তা কোথায় ভুনা করেছ ? সে বলল, রন্ধনশালায়। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় রন্ধনশালায় ? সে বলল, হ্যাঁ! তিনি বলেন, তুমি তা খেয়ে নাও, আসলে ওটা আমার রিযিক নয়, ওটা তোমার রিযিক। একবার তাঁর খাদেমগণ গণরন্ধনশালায় তার জন্য পানি গরম করল। তিনি তার বিনিময়ে এক দিরহামের খড়ি/জ্বালানি কাঠ কিনে দিলেন। তার স্ত্রী তাঁর সম্পর্কে বলেন, খলীফা থাকা অবস্থায় তিনি কখনও জানাবাতগ্রস্ত[১] হননি।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, আবূ সালাম আলআসওয়াদ সম্পর্কে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে এ তথ্য পৌঁছল যে, তিনি হযরত ছাওবানের উদ্‌ধৃতিতে হাউযে কাওছার সম্পর্কিত হাদীসখানি রিওয়ায়াত করে থাকেন। তিনি তার কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে ডাক বিভাগের বাহনে আরোহণ করিয়ে উপস্থিত করলেন, এরপর তিনি তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বলেন, হে আবূ সালাম! আমরা আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি। কিন্তু, আমি চেয়েছি সরাসরি আপনার মুখ থেকে হাদীসখানি শুনতে। তিনি বলেন, আমি ছাওবানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

حَوْضِي ما بَيْنَ عدن إلى عَمَّان البلقاء ، مَاؤُه أشد بياضا من اللَّبن ، وأحلى من العَسَل ، أكوابُه عدد نجوم السماء ، مَنْ شرب منه شربةً لم يظمأْ بعدها أبدًا ، وأوَّلُ النَّاس وُرُوْدًا عليه فُقَرَاءُ المهاجرين ، الشُّعْثُ رؤوسًا ، الدُّنسُ ثيابًا ، الذين لا ينكحون المتنعمات ـ ولا تفتح لهم السُّدَد ـ

আমার হাওয [ইয়ামানের] এডেন হতে নিয়ে [শামের (তৎকালীন)] বাল্‌কা অঞ্চলের আম্মান পর্যন্ত [দূরত্ব নিয়ে] বিস্তৃত হবে। তার পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্ট,

১. বীর্যস্খলনজনিত অপবিত্রতা, যার কারণে গোসল ফরয হয়।

আর তার পেয়ালার সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সংখ্যা বরাবর। তার থেকে একবার যে পান করবে সে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। সর্বপ্রথম তাতে পান করতে আসবে দরিদ্র মুহাজিরগণ। যাদের মাথার চুল অবিন্যস্ত ও ধুলামলিন, কাপড়চোপড় ময়লাযুক্ত, যারা বিলাসী নারীদের বিবাহ করে না, আর তাদের জন্য বদ্ধ দরযা খোলা হয় না। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয বলেন, কিন্তু আমি তো বিলাসী নারীকে বিবাহ করেছি, সে হলো খলীফা-তনয়া ফাতিমা বিন্‌ত আবদুল মালিক। কাজেই, আমি অবশ্যই মাথায় পানি দিব না যাতে মাথার চুল অবিন্যস্ত ও ধুলামলিন হয় এবং ভালভাবে ময়লাযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার কাপড় ছাড়ব না। বর্ণনাকারীগণ বলেন, তাঁর ব্যক্তিগত একটি প্রদীপ ছিল যার আলোয় তিনি নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ লিখতেন এবং একটি প্রদীপ ছিল বায়তুল মালের যার আলোতে তিনি মুসলমানগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি লিখতেন। এর আলোতে তিনি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে একটি বর্ণও লিখতেন না। প্রতিদিন সকালে তিনি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন তবে পরিমাণ দীর্ঘ করতেন না। তার (বিশেষ) সিপাহী সংখ্যা ছিল তিনশ' জন এবং প্রহরীর সংখ্যা তিনশ' জন। তার স্বজনদের এক ব্যক্তি তাকে কিছু আপেল হাদিয়া দিল। তিনি সেই আপেলের ঘ্রাণ শুঁকে তা বহনকারীর মাধ্যমে ফেরত পাঠালেন এবং তাকে বলে দিলেন, তুমি তাকে বলবে, তুমি তার হাদিয়া যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছো। জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌র রাসূলও তো হাদিয়া গ্রহণ করতেন। তা ছাড়া এ ব্যক্তি তো আপনার স্বজনগণের অন্তর্ভুক্ত। একথা শুনে তিনি বলেন, হাদিয়া আল্লাহ্‌র রাসূলের জন্য হাদিয়াই ছিল। কিন্তু আমাদের জন্য তা উৎকোচে পরিণত হয়েছে। বর্ণনাকারিগণ বলেন, তিনি তাঁর গভর্নরদের মোটা অংকের ভাতা প্রদান করতেন। তাদের এক্কেকজনকে তিনি মাসে একশ' থেকে দু'শ' দীনার পর্যন্ত মাসোহারা দিতেন। আর এর সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলতেন, তারা যদি ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ পায়, তাহলে স্বাচ্ছন্দ্যে মুসলমানগণের কাজের জন্য অবসর হতে পারবে। তারা তাকে বলল, গভর্নরদের জন্য আপনি যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে থাকেন, তার সমপরিমাণ যদি নিজের পোষ্যদের জন্যও ব্যয় করতেন, তাহলে তো বেশ হতো। তিনি বলেন, আমি যেমন তাদেরকে প্রাপ্য কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করব না, অন্যের প্রাপ্য হকও তাদেরকে প্রদান করব না। ফলে, তার পোষ্য পরিজন খুব কষ্টে দিন কাটাত। তিনি এ কথা বলে তার কৈফিয়ত দিতেন যে, পূর্ব যুগের বহু সলফেসালেহীন এই অবস্থায় কালাতিপাত করেছেন। কোন একদিন হযরত আলীর এক অধস্তনকে তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমি এ বিষয়ে লজ্জাবোধ করি যে, আপনি আমার দরযায় দাঁড়াবেন আর আপনাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। তাদের অন্য এক ব্যক্তিকে তিনি বলেন, মহান আল্লাহ আপনাদেরকে দীনের যে সম্মান দান করেছেন, তারপর আপনাদেরকে দুনইয়া দ্বারা কলুষিত করতে আমি অনাগ্রহ এবং আল্লাহ্ হতে লজ্জাবোধ করি। তিনি এ কথাও বলেন, আমরা বানূ উমায়্যা এবং আমাদের চাচাতো ভাইয়ের দল বানূ হাশিমের অবস্থা ছিল পালাক্রমিক। একবার অবস্থা আমাদের অনুকূল হতো একবার প্রতিকূল। একবার আমরা তাদের আশ্রয় গ্রহণ করতাম। আরেকবার তারা আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করত। অবশেষে রিসালাতরূপী সূর্যের উদয় হলো তখন তা সকল চালুকে অচল করে দিল, সকল বিরোধীকে বাক্‌হীন করে দিল এবং সকল সবাক্ (প্রতিদ্বন্দ্বীকে) নির্বাক করে দিল।

আহমাদ ইব্‌ন মাওয়ান বর্ণনা করেন, খাত্তাবের ভাইয়ের ছেলে আবূ বাকর সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্‌ন উয়ায়নার মেষপালক মূসা ইব্‌ন আয়মান হতে তিনি বলেন, হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল

আযীযের খিলাফতকালে মেষ, সিংহ ও অন্যান্য হিংস্রপ্রাণী একই চারণভূমিতে অবস্থান করত। এরপর একদিন একটি নেকড়ে একটি মেষের পিছু নিল। তখন আমি ইন্না লিল্লাহ পড়ে ভাবলাম, আমার তো মনে হয় মহান আল্লাহ্র সেই নেক বান্দাহ্ ইনতিকাল করেছেন। তিনি বলেন, আমরা দিন গণনা করে হিসাব করে দেখলাম, তিনি সেই রাত্রেই ইন্তিকাল করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য এক রাবীও হাম্মাদ হতে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাম্মাদ) বলেন, তিনি কিরমান অঞ্চলে মেষ চরাতেন, এরপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অন্য সূত্রেও এই বর্ণনার এক 'শাহিদ' বা সমর্থক রিওয়ায়াত বিদ্যমান।

তাঁর উল্লেখযোগ্য দু'আ হলো, হে আল্লাহ্! কতক লোক এমন অতীত হয়েছেন যারা আপনার আদেশ-নিষেধের বিষয়ে আপনার আনুগত্য করেছেন। হে আল্লাহ্! আপনার আনুগত্যের পূর্বেই আপনি তাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন। কাজেই, আপনি আমাকেও তাওফীক দান করুন। আরেকটি দু'আ হলো হে আল্লাহ্! উমর তো এর উপযুক্ত নয় যে, আপনার রহমত তার নাগাল পাবে, তবে আপনার রহমতের পক্ষে উমরের নাগাল পাওয়া সম্ভব। এক ব্যক্তি তাকে বলল, আল্লাহ্ আপনাকে ততদিন জীবিত রাখুন, যতদিন জীবন আপনার জন্য কল্যাণকর হয়। তিনি বলেন, এটা এমন বিষয় যার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে। তুমি বরং এভাবে বল, আল্লাহ্ আপনাকে নেক হায়াত দান করুন এবং নেক্কারগণের সাথে মৃত্যু দান করুন। জনৈক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল হে আমীরুল মু'মিনীন! কী অবস্থায় আপনার সকাল হলো ? তিনি বলেন, ধীর, পূর্ণ উদর ও পাপ কলুষিত এবং মহান আল্লাহ্র কাছে ভিখারী অবস্থায় আমার সকাল হলো। একবার এক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনার পূর্বেকার খলীফাদের জন্য খিলাফত ছিল অলঙ্কার আর আপনি হলেন খিলাফতের অলঙ্কার/ অহঙ্কার। আপনার দৃষ্টান্ত কবির ভাষ্যের ন্যায়—

وإذا الدُّرُّ زانَ حُسْنَ وُجُوْهٍ * كانَ لِلدُّرِّ حسنُ وجهك زَيْنَا

'সচরাচর মোতি মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যকে শোভামণ্ডিত করে, কিন্তু আপনার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য যেন মোতির শোভা বৃদ্ধি করেছে।'

বর্ণনাকারী বলেন, এ পঙ্ক্তি শুনে উমর সেই ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। রজা ইব্ন হায়ওয়াহ্ বলেন, কোন এক রাত্রে আমি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কাছে আলোচনারত ছিলাম। আমাদের তেলের বাতি নিস্তেজ হয়ে গেল। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! বাতিটি ঠিক করার জন্য আমি কি আপনার খাদিমকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিব ? তিনি বললেন, না, তাকে ঘুমাতে দাও। আমি তার উপর এক সাথে দুটি কাজ চাপিয়ে দিতে চাই না। আমি বললাম, তাহলে আমি গিয়ে তা ঠিক করে দিই। তিনি বলেন, না! অতিথিকে কাজে লাগানো শিষ্টতার পরিচায়ক নয়। তারপর নিজে উঠে গিয়ে তা ঠিক করলেন এবং তাতে নতুন তেল ঢেলে তারপর আসলেন। এরপর তিনি বলেন, আমি যখন উঠে গেলাম, তখনও আমি উমর ইব্ন আবদুল আযীয, আবার যখন ফিরে এসে বসলাম, তখনও উমর ইব্ন আবদুল আযীয। এছাড়া তিনি বলতেন, তোমরা মহান আল্লাহ্র প্রদত্ত অনুগ্রহ ও নিআমতের কথা অধিক স্মরণ কর। কেননা, তাঁর স্মরণই তাঁর কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। তিনি বলতেন, আত্মম্ভরিতার আশঙ্কা আমাকে তা অধিক স্মরণ করা থেকে বিরত রাখে। একবার তাঁর কাছে সংবাদ আসল যে, তার জনৈক বন্ধু ইন্তিকাল করেছেন। তিনি তার স্বজনদের কাছে আসলেন তার ব্যাপারে তাদেরকে

সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। এ সময় তারা মৃতের শোকে তার সামনে বিলাপ কান্না শুরু করল। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা এই মাতম করা হতে নিবৃত্ত হও! তোমাদের এই মৃত ব্যক্তি তোমাদের রিয্‌ক্ দিতেন না। আর যিনি তোমাদেরকে রিয্‌ক দেন তিনি তো চিরঞ্জীব। আর তোমাদের এই মৃত ব্যক্তি তোমাদের কবরের কোন গর্ত পূর্ণ করেননি, তিনি তো তার নিজের কবরের গর্ত পূর্ণ করেছেন। শুনে রাখ, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে কবরগর্ত রয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম, তাকে তা পূরণ করতেই হবে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, তখনই তার ধ্বংসের এবং তার অধিবাসীদের মৃত্যুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যে গৃহ কোন হাসি-আনন্দে পূর্ণ হয়, সে গৃহই আবার অশ্রুতে পূর্ণ হয়। লোকেরা সমবেত হতে না হতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে চলতে থাকবে অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলাই পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী হবেন। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কাঁদতে চায়, তাহলে নিজের জন্য কাঁদুক। কেননা, আজ তোমাদের মৃত ব্যক্তির যে পরিণতি হয়েছে একদিন না একদিন সকল মানুষের এই একই পরিণতি হবে।

মায়মূন ইব্‌ন মাহরান বলেন, একবার আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের সাথে কবরস্থানে যেয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বলেন, হে আবূ আয়্যূব! এগুলি আমার পিতৃপুরুষদের সমাধি। আজ তাদের অবস্থা এমন যেন তারা কোন দিন দুনিয়াবাসীর সাথে বসবাস ও ভোগবিলাস করেননি। তুমি কি তাদেরকে দেখছ না তারা ভূগর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর তাদের পূর্বে বহু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসমূহ বিগত হয়েছে এবং তাদের জীর্ণতা আরও দৃঢ় হয়েছে ? এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে গেলেন। তারপর হুঁশ ফিরে পেয়ে বলেন, চল, আমরা চলে যাই। আল্লাহ্‌র কসম! ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারী কারও কথা আমি জানি না, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে তার ছাওয়াবের অপেক্ষমাণরূপে এই কবরের বাসিন্দা হয়েছে।

আরেক বর্ণনাকারী বলেন, একবার উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) এক ব্যক্তির জানাযায় হাযির হলেন। তার দাফন শেষে তিনি তার সঙ্গীদের বলেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার প্রিয়জনদের কবর যিয়ারত করে আসি। তিনি তাদের কবরে এসে কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে লাগলেন। তখন যেন মাটি থেকে শোনা গেল, হে উমর! আমাকে কি তুমি জিজ্ঞাসা করবে না তোমার প্রিয়জনদের সাথে আমি কী আচরণ করেছি ? উমর বলেন, আমি বললাম, তুমি তাদের সাথে কী আচরণ করেছ ? সে বলল, আমি কাফনকে ছিন্নভিন্ন করেছি, মৃতদেহকে গ্রাস করেছি, চোখের অক্ষি গোলকদ্বয়কে নিশ্চিহ্ন করেছি এবং মণিদ্বয়কে গ্রাস করেছি। হাতের কব্জিদ্বয়কে তার নিম্নার্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি এবং নিম্নার্ধদ্বয়কে উর্দ্ধার্ধদ্বয় থেকে, উর্দ্ধার্ধদ্বয় থেকে স্কন্ধদ্বয় থেকে, স্কন্ধদ্বয়কে মেরুদণ্ড থেকে, পায়ের পাতাদ্বয়কে গোছাদ্বয় থেকে, গোছাদ্বয়কে উরুদ্বয় থেকে, উরুদ্বয়কে উরুমূল থেকে এবং উরুমূলকে মেরুদণ্ডের (নিম্নাংশ) থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি। এরপর তিনি প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন, সে বলল, হে উমর আমি কি তোমাকে এমন কাফনের সন্ধান দিব না যা কখনও জীর্ণ হয় না ? তিনি বললেন, তা কি ? সে বলল, তা হল তাক্‌ওয়া ও নেক আমল।

একবার তিনি তার জনৈক সহচরকে বলেন, আজকের রাত্রি আমি চিন্তাভাবনা করে বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়েছি। সে বলল, কিসের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে কাটিয়েছেন হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি বলেন, কবর ও কবরবাসীর ব্যাপারে। যদি তুমি দাফনের তিন দিন

পর কবরে মৃতের পরিণতি দেখতে, তাহলে তার সাহচর্যে দীর্ঘ অন্তরঙ্গতা লাভ করার পরও তার নিকটবর্তী হতে তুমি নিঃসঙ্গতা ভীতি বোধ করতে। সেখানে তুমি এমন এক গৃহ দেখতে পেতে যেখানে বিষাক্ত পোকামাকড় বিচরণ করছে এবং কীট-প্রত্যঙ্গ আসা-যাওয়া করছে। সেখানে পুঁজ প্রবাহিত হচ্ছে, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং পরিচ্ছন্ন, সুগন্ধিময় ও সুন্দর কাফন নোংরা ও জীর্ণ হয়ে আছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। মুকাতিল ইব্‌ন হায়্যান বলেন, (একবার) আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পিছে নামায পড়লাম। তিনি এই আয়াত পড়লেন– وَقِفُوْهُم إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ তারপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে (৩৭ ঃ ২৪)।

এরপর তিনি বারবার তা পড়তে লাগলেন। কিন্তু, তিনি তা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারলেন না। তার স্ত্রী ফাতিমা বিনত আবদুল মালিক বলেন, তার চেয়ে অধিক সালাত-সাওমের পাবন্দ এবং মহান আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত কাউকে আমি দেখিনি। ইশার নামাযের পর তিনি বসে কাঁদতেন এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হতো। এরপর তিনি একটু সংযত/ সতর্ক হতেন এবং আবার কাঁদতে থাকতেন। এমনকি তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হতো। ফাতিমাহ্ বলেন, যখন তিনি আমার পাশে বিছানায় শায়িত অবস্থায় থাকতেন, তখন তিনি আখিরাতের কোন বিষয় স্মরণ করতেন এবং চড়ুই যেমন পানিতে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে, তেমনিভাবে (আখিরাতের ভয়ে) গা ঝাড়া দিয়ে (কেঁপে) উঠতেন এবং উঠে বসে কাঁদতে থাকতেন। তার এরূপ অস্থিরতা দেখে দয়াবশত আমি তার শরীরে লেপ জড়িয়ে দিতাম। আর তখন আমি বলতাম, হায়! যদি আমাদের মাঝে এবং খিলাফতের মাঝে দুই পূর্বাচলের দূরত্ব হতো! আল্লাহ্‌র কসম, খিলাফতের সংস্পর্শে আসার পর থেকে আমরা কোন আনন্দের দেখা পাইনি।

আলী ইব্‌ন যায়দ বলেন, হাসান বসরী এবং উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয-এর ন্যায় দুই ব্যক্তিকে আমি দেখিনি, তাদেরকে দেখলে মনে হতো জাহান্নামকে যেন শুধু তাদের দুইজনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, কান্নার আধিক্যের কারণে আমি তার চক্ষু দিয়ে অশ্রুর পরিবর্তে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখেছি। বর্ণনাকারিগণ বলেন, তিনি যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন এই আয়াত পড়তেন ঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ -

'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্— যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন' (সূরা আরাফ ঃ ৫৪)।

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرٰى أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُوْنَ

'তবে কি জনপদবাসীরা ভয় করে না যে আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে রাত্রে যখন তারা ঘুমন্ত থাকবে' (৭ ঃ ৯৭) এবং এ জাতীয় আয়াতসমূহ। প্রত্যেক রাত্রে তার ফকীহ সহচরগণ তার কাছে সমবেত হতেন এবং তারা মৃত্যু ও আখিরাত ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনা করতেন না। এরপর তারা সকলে এমনভাবে কাঁদতেন যেন তাদের মাঝে কোন জানাযা রয়েছে।

আবূ বাকর আসসূলী বলেন, হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয কবির এই পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করতেন ঃ

فَمَا تَزَوَّدَ مِمَّا كَان يَجْمَعُهُ * سِوى حَنُوْطٍ غَدَاةَ الْبَيْنِ فِى خِرَقٍ

বিচ্ছেদের প্রভাতে নিজের সঞ্চিত কোন কিছুকেই সে পাথেয়রূপে গ্রহণ করতে পারেনি, শুধু কয়েক টুকরা ছিন্ন কাপড়ের ভাঁজে সামান্য সুগন্ধি ব্যতীত।

وغير نَفحة أعْوادٍ تُشَبُّ له * وَقلَّ ذلك من زادٍ لمُنْطلقٍ

এবং কয়েকটি প্রজ্বলিত সুগন্ধি কাঠির ধূম্র-সুগন্ধি। আর কোন পথচারীর জন্য পাথেয়রূপে এটা সত্যিই সামান্য।

بأيما بَلَدٍ كانت مَنِيَّته * إن لا يسر طائعًا فِى قَصْدها يُسق

যে শহরে তার মৃত্যু লেখা আছে, যদি স্বেচ্ছায় সে তার উদ্দেশ্যে পথ না চলে, তাহলে তাকে সেদিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে।

কোন এক জানাযার সাথে পথ চলতে গিয়ে তিনি কিছুসংখ্যক লোককে দেখলেন তারা এক ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে ধুলা ও রোদ থেকে নিজেদেরকে আড়াল করল। তখন তিনি কেঁদে আবৃত্তি করলেন—

مَنْ كان حين تصيب الشَّمْسُ جَبْهَتَه * أو الغبار يخافُ الشَّيْنَ والشَّعَثَا

যে ব্যক্তি রৌদ্রক্লিষ্ট কিংবা ধুলামলিন হওয়ার সময় খুঁতযুক্ত ও অবিন্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা বোধ করে।

ويألفُ الظِّلَّ كى تَبْقى بَشَاشَتُه * فَسَوْف يَسْكن يَومًا راغمًا جَدَثًا

এবং তার মুখমণ্ডলের উদ্ভাস অপরিবর্তিত থাকার জন্য সে ছায়া পসন্দ করে কিন্তু অচিরেই একদিন সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কবরের বাসিন্দা হবে,

فى قَعْرِ مُظْلمة غَبْرَاءَ مُوْحِشَةٍ * يُطِيْلُ فِىْ قَعْرِها تحت الثرى اللَّبثا

ধূলিধূসর ভীতিপ্রদ অন্ধকার গহ্বরে সে থাকবে সেই গহ্বরের তলদেশে সে মাটির নীচে দীর্ঘকাল অবস্থান করবে।

تَجَهَّزِىْ بِجهازٍ تَبْلُغِيْنَ به * يَا نَفْسُ قَبْلَ الرَّدى لَمْ تُخْلَقى عَبَثًا

হে আমার নফস (চিত্ত)! (অনন্তকালের সফরের জন্য) মৃত্যুর পূর্বে পর্যাপ্ত পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত করে নাও, তোমাকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।

এই কবিতা পঙ্ক্তিগুলো আল-আজারী أَدَبُ النُّفُوس গ্রন্থে ঈষৎ বৃদ্ধিসহ উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, আবূ বাকর সূত্রে আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল আ'লা ইব্ন আবূ উমরার এক ছেলে থেকে তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) দুর্বিনীত রোম সম্রাটকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য তাকে দূত হিসেবে পাঠাতে চাইলেন। আবদুল আ'লা তাকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার সাথে যাওয়ার জন্য আমার একজন ছেলেকে অনুমতি দিন। উল্লেখ্য যে, আবদুল আ'লার দশ ছেলে ছিল। তিনি তাকে বলেন, তুমিই বল তোমার কোন্ ছেলে তোমার সাথে যাবে। আবদুল আ'লা বলেন, আবদুল্লাহ্। উমর তাকে বলেন, তোমার ছেলে আবদুল্লাহ্কে আমি অপসন্দনীয় ও ঘৃণ্য ভঙ্গিতে হাঁটতে দেখেছি। আর

আমার কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে যে, সে কবিতা রচনা করে। তখন আবদুল আ'লা তাকে বলেন, তার হাঁটার ভঙ্গিমা তার জন্মগত ত্রুটি। আর কবিতা সে রচনা করে তা দ্বারা নিজের শোকে মাতম প্রকাশের জন্য। তখন উমর তাকে বলেন, আবদুল্লাহ্‌কে আমার কাছে আসতে বল। আর তুমি নিজের সাথে অন্য কাউকে নিয়ে যাও। আবদুল আ'লা সন্ধ্যাকালে তার ছেলে আবদুল্লাহ্‌কে তার কাছে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে আবৃত্তি করতে বলেন। সে তাকে পূর্বোক্ত কয়েকটি পঙ্‌ক্তিসহ নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি আবৃত্তি করে শোনাল ঃ

تَجَزَّىْ بِجِهَازٍ تَبْلُغِيْنَ بِهِ * يا نَفْس قَبْلَ الرَّدى لم تخلقى عبثًا

হে আমার নফস! (অনন্তকালের সফরের জন্য) মৃত্যুর পূর্বেই পর্যাপ্ত পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত করে নাও, আর তোমাকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।

وَلاَ تَكَدّىْ لِمَنْ يَبْقٰى وَتَفْتَقِرِىْ * إِنَّ الرَّدَى وَارِثُ الْبَاقِىْ وَمَا وَرِثَا

যে বেঁচে থাকবে অহেতুক তার জন্য কষ্ট করো না এবং দারিদ্র্য অবলম্বন করো না। আর যে বেঁচে থাকবে এবং সে যার উত্তরাধিকারী হবে উভয়ের চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী মৃত্যু।

وَاْخش حَوَادِثَ صَرْفَ الدَّهْرِ فِى مَهَلٍ * وَاسْتَيْقِظى لاَ تكونِى كَالَّذِىْ بحثا

عَنْ مُدْيَةٍ كان فيها قَطْعُ مدَّتِه * فَوَافَتْ اَلْحَرث موفورًا كما حَرَثَا

কালের ধীর আবর্তনের দুর্যোগ দুর্বিপাককে ভয় কর এবং সজাগ থাক, আর ঐ ব্যক্তির মত হয়ো না যে এমন তরবারির সন্ধান করেছে যা তার কাল হয়েছে। সে তার কর্মের পূর্ণ প্রতিফল লাভ করেছে।

لاَ تَأْمِنِى فجع دَهْرٍ مُتْرِف خَتَّلْ * قد استوى عنده من طاب أو خبثا

বিলাসিতা সৃষ্টিকারী বিশ্বাসঘাতক কালের আঘাতকে বিশ্বাস করো না। তার কাছে ভাল-মন্দ সকলে বরাবর।

يا رُبَّ ذى أَمَلٍ فيه على وَجَلٍ * أَضْحى به آمنا أمسى وقد حَدَثا

من كان حين تُصِيْبُ الشمس جبهته * أو الغبار يخاف الشَّيْنَ أو الشَّعثا

যে ব্যক্তি রৌদ্রক্লিষ্ট কিংবা ধুলামলিন হওয়ার সময় খুঁতযুক্ত ও অবিন্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা বোধ করে।

وَيَأْلَفُ الظِّلَّ كَىْ تَبقى بَشَاشَتهُ * فَكَيْفَ يسكن يَوْمًا رَاغمًا جَدَثَا

এবং তার মুখমণ্ডলের উদ্ভাস/চমক অপরিবর্তিত থাকার জন্য সে ছায়া পসন্দ করে। কিন্তু অচিরেই সে একদিন অনিচ্ছায় কবরের বাসিন্দা হবে।

قَفْراء موحشة غَبْراء مُظْلمة * يُطِيْلُ تَحْتَ الثَّرى مِنْ قَعْرِها اللَّبثا

নির্জন ভীতিপ্রদ এবং ধূলিধূসর অন্ধকার গৃহে সে বাস করবে, যার তলদেশের মাটির নীচে সে দীর্ঘকাল অবস্থান করবে।

ইব্‌ন আবুদ দুনইয়া এই পঙ্‌ক্তিগুলি উল্লেখ করেছেন আর উমর তার উদ্‌ধৃতিতে তা আবৃত্তি করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক জানেন। আর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয প্রায়শই এই পঙ্‌ক্তিগুলি আবৃত্তি করতেন এবং কাঁদতেন।

ফযল ইব্ন আব্বাস আলহালাবী বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) প্রায়শই এই পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করতেন—

لاَ خَيْرَ فِى عَيْشِ اِمْرِىءٍ لم يَكُنْ لَهُ * مِنَ اللّٰهِ فِى دَارِ الْقَرَارِ نَصِيْبُ

ঐ ব্যক্তির বেঁচে থাকার মাঝে কোন কল্যাণ নেই, আখিরাতে যার জন্য মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন অংশ নির্ধারিত হয়নি।

কেউ কেউ এর সাথে আরেকটি চমৎকার পঙ্‌ক্তি সংযোজন করেছেন ঃ

فَإِنْ تُعْجِبُ الدُّنْيَا اناسًا فَإِنَّهَا * مَتَاعٌ قَلِيْلٌ والزَّوَالُ قَرِيْبُ

দুন্‌য়া যদি (তার মোহ দ্বারা) কতক মানুষকে মুগ্ধ করে থাকে তাহলে জেনে রাখ তা অতি সামান্য ভোগ্য সামগ্রী যার বিলুপ্তি অত্যাসন্ন।

ইব্‌নুল জাওযী তার নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিসমূহ আবৃত্তি করেছেন-

أَنَا مَيْت وَعَزَّ مَنْ لاَ يَمُوْتُ * قَدْ تَيَقَّنْتُ أَنَنِى سَأَمُوتُ

আমি মরণশীল আর মরণশীল নয় এমন কে আছে ? আমি নিশ্চিত জানি যে, অচিরেই আমি মৃত্যুবরণ করব।

لَيْسَ مُلْك يُزِيْله الـموتُ ملكًا * إنما الـمُلْكُ مُلْكُ مَنْ لا يموتُ

মৃত্যু যে বাদশাহীকে বিলুপ্ত করে দেয় তাতো কোন বাদশাহী নয়, প্রকৃত বাদশাহী তার যার কোন মৃত্যু নেই।

تُسَرُّ بِمَا يَفْنى وتفرح بُالـمنى * كما اغْتَرَّ بَاللَّذاتِ فِى النوم حالِمُ

তুমি তো ধ্বংসশীল রাজত্বে আনন্দিত এবং অলীক কল্পনায় উৎফুল্ল যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে আনন্দ উপভোগ করে প্রতারিত হয়।

نهارُك يا مَغْرُورُ سَهْوٌ وَغْفلةٌ * وَلَيلك نَوْمٌ والرَدَّى لك لازِمُ

হে প্রবঞ্চিত! তোমার দিন কাটে ভুল ও অসতর্কতায় আর রাত কাটে নিদ্রায় অথচ তোমার মৃত্যু অপরিহার্য।

وَسَعْيُكَ فِيمَا سوف تكره غِبَّه * كَذٰلِكَ فِى الدُّنْيَا تَعِيْشُ البَهائِمُ

আর তোমার চেষ্টা-সাধনা এমন বিষয়ে যার পরিণাম অচিরেই তোমার কাছে অপ্রিয় হবে আর এভাবে দুনয়াতে বাস করে চতুষ্পদ প্রাণী।

মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয নিজেকে তিরস্কার করে বলেন ঃ

أَيَقْظَانُ أَنْتَ الْيَوْمَ أم اَنْتَ نائِم * وَكَيْفَ يُطِيْقُ النوم حَيْرَانُ هَائِمُ

তুমি কি আজ ঘুমন্ত না জাগ্রত আর যে হতবুদ্ধি ও উদভ্রান্ত সে কিভাবে ঘুম পাড়াবে ?

فلو كُنْتَ يَقْظَانُ الغَدَاةِ لَحرَّقَتْ مَحَاجِرَ عَيْنَيْكَ الدُّمُوْعُ السَّوَاجِمُ

তুমি যদি প্রভাতকালে জাগ্রত হতে, তাহলে অশ্রুর অঝোর ধারা তোমার চক্ষুকোটরদ্বয়কে জ্বালিয়ে দিত।

أصبحتَ فِى النَّوْمِ الطَّوِيْلَ وقَدْ دَنَتْ * إليك أمورُ مفظعات عَظَائِم

তুমি দীর্ঘ নিদ্রায় অচেতন হয়ে আছ অথচ বিরাট সব ভয়ানক বিষয়সমূহ তোমার নিকটবর্তী হয়েছে।

تَكْدَحُ فِيْمَا سَوْفَ تَكْرَهُ غِبَّه * كذالك فِى الدُّنْيَا تَعِيْشُ الْبَهائِمُ

তুমি তো এমন সকল বিষয়ে কষ্ট স্বীকার করছ অচিরেই তুমি যার পরিণাম অপসন্দ করবে। আর দুনয়াতে এভাবে বেঁচে থাকে চতুষ্পদ প্রাণী।

فَلاَ أَنْتَ فِى النـوام يَومًا بسالِمٍ * ولا أنت فِى الإيْقاظ يقظانُ حَازِمُ

আ না তুমি ঘুমন্তদের মাঝে কোন একদিন নিরাপদ, আর না জাগ্রতদের মাঝে আত্মপ্রত্যয়ী।

ইব্ন আবুদ দুনয়া তার সূত্রে ফাতিমা বিনত আবদুল মালিকের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ফাতিমা) বলেন, কোন এক রাত্রে ঘুম থেকে জেগে উমর ইব্ন আবদুল আযীয বলতে লাগলেন, আজ রাত্রে আমি এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখলাম। আমি বললাম, আমাকে তা অবহিত করুন। তিনি বলেন, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এরপর তিনি ফজরের নামায পড়িয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তাকে (স্বপ্নের কথা) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলতে লাগলেন, আমি দেখলাম, আমাকে এক প্রশস্ত সবুজ ভূখণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেন তা সবুজ গালিচা। সেখানে আমি একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম যেন তা রৌপ্য নির্মিত। এরপর সেখান থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে ঘোষণা করল, কোথায় মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ কোথায় রাসূলুল্লাহ্ ? এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আগমন করে ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। এরপর আরেকজন বের হয়ে ঘোষণা করলেন, আবূ বকর সিদ্দীক কোথায় ? তিনি এসে প্রবেশ করলেন। তারপর আরেকজন বের হয়ে ঘোষণা করলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব কোথায় ? তিনি এসে প্রবেশ করলেন, অতঃপর আরেক ব্যক্তি বের হয়ে ঘোষণা করলেন, উছমান ইব্ন আফ্ফান কোথায় ? তিনি এসে প্রবেশ করলেন। তারপর আরেকজন বের হয়ে ঘোষণা করলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব কোথায় ? তিনি এসে প্রবেশ করলেন। তারপর আরেকজন বের হয়ে ঘোষণা করলেন উমর ইব্ন আবদুল আযীয কোথায় ? আমি উঠে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আমার পিতৃপুরুষ উমর ইবনুল খাত্তাবের পাশে বসলাম, আর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বাম পাশে আর আবূ বকর তাঁর ডান পাশে ছিলেন। তাঁর (আবূ বকর) ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাঝে এক ব্যক্তি ছিলেন। আমি আমার পিতৃপুরুষকে প্রশ্ন করলাম, ইনি কে ? তিনি বললেন, ইনি হযরত ঈসা ইব্ন মারইয়াম। এরপর আমি এক অদৃশ্য ঘোষককে ঘোষণা করতে শুনলাম, হে উমর ইব্ন আবদুল আযীয! তুমি তোমার বর্তমান অবস্থাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তার উপর সুস্থির থাক। এরপর আমাকে যেন বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো। ফলে আমি বের হয়ে আসলাম। আমি পিছন ফিরে তাকালাম, দেখতে পেলাম হযরত উছমান (রা) একথা বলতে বলতে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আসছেন, প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমার রব, যিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। এরপর দেখলাম তাঁর পিছে আলী। তিনি বলছেন, প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমার রব, যিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন।

পরিচ্ছেদ

নবুওয়াতের প্রমাণসমূহের বর্ণনায় আমরা ঐ হাদীস উল্লেখ করেছি যা ইমাম আবূ দাঊদ তার সুনান গ্রন্থে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দীর শেষে এই উম্মতের মাঝে তাদের দীনের একেকজন সংস্কারক পাঠাবেন।' এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রেখে একদল আলিম বলেন, ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল এদের গণ্যতম যেমন ইবনুল জাওযী ও অন্যান্যগণ উল্লেখ করেছেন যে, উমর ইব্ন আবদুল আযীযের আবির্ভাব হয়েছিল প্রথম শতাব্দীর শেষে। আর একক নেতৃত্ব, ব্যাপক ও সর্বজনীন শাসন-কর্তৃত্ব এবং ন্যায় ও সত্যের বাস্তবায়নে তার চেষ্টা ও তৎপরতার কারণে তিনি এ সংস্কারক হওয়ার সবচেয়ে অধিক উপযুক্ত। তার শাসক চরিত ছিল হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের শাসক চরিতের সদৃশ। আর বহু ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সাদৃশ্য অবলম্বন করেছেন। শায়াখ আবুল ফারাজ ইব্নুল জাওযী উমর ইবনুল খাত্তাব ও উমর ইব্ন আবদুল আযীযের জীবন চরিতকে একত্রে সংকলন করেছেন। আর আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর জীবন চরিতকে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থাংশে এবং তার 'মুসনাদ'কে বিশাল একটি গ্রন্থাংশে উল্লেখ করেছি। আর উমর ইব্ন আবদুল আযীযের জীবন চরিতের উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা এখানে উল্লেখ করলাম যা তার জীবন চরিতে অনুল্লিখিত বিষয়েরও প্রমাণ। ফিক্হশাস্ত্র শিক্ষা, ইলমের প্রচার এবং কুরআন অধ্যয়নের জন্য যারা বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে দিমাশকের পাশে মসজিদে ই'তিকাফে মগ্ন হতেন উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) তাদেরকে বায়তুল মাল হতে বাৎসরিক একশ দীনার ভাতা প্রদান করতেন। আর তিনি তার গভর্নরদের যথাযথভাবে সুন্নাত অবলম্বনের নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, সুন্নাত যদি তাদের সংশোধন না করে, তাহলে আল্লাহ্ও যেন তাদের সংশোধন না করেন। তিনি সকল অঞ্চলে এই ফরমান পাঠান যে, কোন ইয়াহূদী, খৃস্টান কিংবা অন্য কোন যিম্মী তাদের বাহনে যীন বা গদি ব্যবহার করবে না এবং জুব্বা, আলখিল্লা বা পাজামা (অর্থাৎ মর্যাদাপ্রকাশক কোন পরিধেয়) পরিধান করবে না। তাদের কেউ সংযুক্ত অগ্রভাগ বিশিষ্ট চামড়ার বেল্ট ছাড়া পথে বের হবে না। তাদের মধ্যে যাদের গৃহে কোন অস্ত্র পাওয়া যাবে তাদের থেকে তা নিয়ে নেওয়া হবে। তিনি আরও লিখেন, আহলে কুরআন ব্যতীত অন্য কাউকে যেন কোন কাজের দায়িত্ব প্রদান করা না হয়। কেননা, তাদের কাছে যদি কোন কল্যাণ না থাকে, তাহলে অন্যদের কাছে কল্যাণ না থাকার সম্ভাবনা আরও অধিক। এছাড়া তিনি তার গভর্নরদের লিখতেন, তোমরা নামাযের সময় ব্যস্ততা পরিহার করবে, কেননা, যে তাতে অবহেলা করে সে ইসলামের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে আরও অধিক অবহেলাকারী হবে। কখনও কখনও তিনি তার কোন গভর্নরকে উপদেশনামা লিখে পাঠাতেন আর সে তার দায়িত্বে অব্যাহতি প্রদান করে সরে দাঁড়াত। কখনও বা তাদের কেউ তার উপদেশের তীব্র প্রভাবের কারণে গভর্নরের দায়িত্ব থেকে নিজেকে অপসারিত করে দেশান্তরে সফরে বেরিয়ে পড়ত। আর এর কারণ হলো উপদেশ যখন উপদেশদাতার অন্তর থেকে বের হয়, তখন তা উপদেশ গ্রহণকারীর অন্তরে প্রবেশ করে। অনেক ইমাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, উমর ইব্ন আবদুল আযীযের নিয়োগকৃত সকল গভর্নর ও প্রশাসক নির্ভরযোগ্য ছিলেন। হযরত হাসান বসরী তার কাছে সুন্দর সব উপদেশ লিখে পাঠিয়েছিলেন। আমরা যদি তার সব উল্লেখ করতে যাই তাহলে এই পরিচ্ছেদ দীর্ঘায়িত হবে। তবে এমন বিষয় উল্লেখ

করেছি যাতে সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। একবার তিনি তার জনৈক গভর্নরকে লিখলেন, ঐ রাত্রিকে স্মরণ কর যা কিয়ামতের জন্ম দিবে এবং তার সকালে কিয়ামত শুরু হবে। কী ভীষণ বিভীষিকাময় হবে সে রাত! কি ভীষণ বিভীষিকাময় হবে সে সকাল। আর নিঃসন্দেহে তা কাফিরদের জন্য অতি কঠিন দিন হবে। অন্য এক গভর্নরকে তিনি লিখেন, আমি তোমাকে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের জাহান্নামীদের দীর্ঘ বিনিদ্র অবস্থার কথা স্মরণ করাচ্ছি। সাবধান থেকো আল্লাহ্‌বিমুখতা যেন পৃথিবীতে তোমার অন্তিম অবস্থা না হয় এবং তোমার ব্যাপারে (আমাদের) নিরাশার কারণ না হয়। বর্ণনাকারিগণ বলেন, তখন এই গভর্নর তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে আগমন করলেন। উমর তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কী হয়েছে ? তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পত্র পেয়ে আমি নিজেই গভর্নরের দায়িত্ব থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম। আর কোন দিন আমি কোন শাসনভার গ্রহণ করব না।

পরিচ্ছেদ

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর অন্যায়ভাবে গৃহীত বা আত্মসাতকৃত সকল অর্থসম্পদ যথার্থ প্রাপককে ফিরিয়ে দেন। যেমন আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, এমনকি তিনি তার হাতের একটি আংটিও ফিরিয়ে দেন। তিনি তার ব্যাপারে বলেন, ওয়ালীদ অসঙ্গতভাবে তা আমাকে দিয়েছেন। এছাড়া তিনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ বিলাসের সকল উপকরণ খাদ্য, পরিধেয় ও ভোগ উপকরণ বর্জন করেন। এমনকি তিনি তার অনিন্দ্য সুন্দরী স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত আবদুল মালিকের একান্ত সান্নিধ্যও বর্জন করেন। বলা হয়, তিনি তার স্ত্রীর সকল অলঙ্কার বায়তুল মালে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ অধিক জানেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তার বাৎসরিক উপার্জন ছিল চল্লিশ হাজার দীনার! কিন্তু এ আয়ের প্রায় সকল উৎস বায়তুল মালে ফিরিয়ে দেন। এমনকি তার বাৎসরিক আয় চারশ' দীনারে নেমে আসে। আর খলীফারূপে তার ভাতা ছিল তিনশ' দিরহাম। তার বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সন্তান ছিল। এদের মাঝে আবদুল মালিক ছিলেন সবচেয়ে গুণসম্পন্ন। কিন্তু, তিনি পিতার জীবদ্দশায় তার খিলাফতকালে মারা যান। তার গুণ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি তার পিতার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তার মৃত্যুতে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মাঝে কোন শোক বা দুঃখ প্রকাশ পেল না। এ সময় তিনি বলেন, আল্লাহ্ যে বিষয়কে অনুমোদন করেছেন আমি তা অপসন্দ করি না। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তার কাছে উচ্চমূল্যের অতি কোমল পরিধেয় জামা আনা হলে তিনি সে সম্পর্কে বলতেন, কাপড়টি বেশ সুন্দর যদি তা অমসৃণ না হতো। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে তিনি মোটা কাপড়ের তালিযুক্ত জামা পরিধান করতেন, যথেষ্ট ময়লাযুক্ত না হলে তিনি তা ধোয়াতেন না। আর তার এ পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে বলতেন, তা বেশ ভালই যদি তা মসৃণ না হতো। এ সময় তিনি মোটা (খস্‌খসে) পশমী জুব্বা পরিধান করতেন। আর বাতি ছিল অগ্রভাগে মাটির প্রলেপযুক্ত তিনটি নলের উপর। তার খিলাফাতকালে তিনি নিজের জন্য গৃহ বা অন্য কিছু নির্মাণ করেননি। নিজের কাজ নিজে করতেন। তিনি বলেন, যখনই আমি দুনয়ার কোন কিছু ত্যাগ করেছি, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তার বিনিময়ে তার চেয়ে উত্তম কিছু দান করেছেন। এ সময় তিনি অতি সাধারণ খাবার গ্রহণ করতেন এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করতেন না। নিজেকে তার অনুগামী করতেন না এবং তার আকাঙ্ক্ষাও করতেন না। এমনকি আবূ সুলায়মান

আদ্‌দারানী বলেন, হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয হযরত ওয়াইস কারনীর চেয়ে দুনিয়া বিরাগী ছিলেন। কেননা, তিনি যাবতীয় ভোগ-বিলাসের উপকরণসহ দুনিয়ার মালিক হয়েছিলেন। এরপরও তাতে নির্মোহ ও নিরাসক্ত ছিলেন। আর ওয়াইস যদি উমরের ন্যায় দুনিয়ার সবকিছুর মালিক হতেন, তাহলে তার অবস্থা কি হতো তা আমরা জানি না। আর যিনি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তিনি ঐ ব্যক্তির মত নন, যিনি পরীক্ষায় অংশ নেননি। এছাড়া মালিক ইব্‌ন দীনারের উক্তি উল্লিখিত হয়েছে, প্রকৃত যাহিদ, দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয। আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে বায়তুল মাল থেকে কোন ভাতা প্রদান করা হতো না। তার জীবন চরিত বর্ণনাকারিগণ উল্লেখ করেছেন (একবার) তিনি একজন বাঁদীকে [তাকে] পাখা দিয়ে বাতাস করার নির্দেশ দিলেন যাতে তিনি ঘুমাতে পারেন, তখন তাকে বাতাস করার সময় বাঁদী নিজেই ঘুমিয়ে গেল। বাঁদীর এ অবস্থা দেখে তার হাত থেকে পাখা নিয়ে তিনিই তাকে বাতাস করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, তুমিও অনেক গরম সহ্য করেছো। একবার এক ব্যক্তি তাকে দুআ করে বলল, ইসলামের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি বললেন, বরং বল, আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ ইসলামকে উত্তম বিনিময় দান করুন। [কেননা, আমি ইসলামের উপকার করিনি, ইসলাম বরং আমার উপকার করেছে] বলা হয়, তিনি তার সাধারণ পরিধেয় কাপড়ের নীচে অমসৃণ পশমী জামা পরতেন এবং রাতে যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন নিজের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিতেন। তারপর সকালবেলায় একস্থানে তা আবৃত করে রাখতেন। ফলে, কেউ এ বিষয়ে কিছু জানত না। আবৃত অবস্থায় তা দেখে সকলে ভাবত এটা তার কোন প্রিয় সম্পদ বা রত্ন। এরপর তিনি যখন ইন্‌তিকাল করলেন, তখন তারা তা অনাবৃত করে দেখল তাতে একটি অমসৃণ পশমী জুব্বা এবং একটি বেড়ি।

অধিক কান্নার ফলে তার চোখ থেকে রক্তাশ্রু প্রবাহিত হতো। বলা হয় একবার তিনি এক ছাদের উপর আরোহণ করে এত বেশী কাঁদলেন যে, তার অশ্রু ছাদের পরনালা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। মন নরম হওয়ার জন্য এবং অশ্রু অধিক হওয়ার জন্য তিনি নিয়মিত ডাল খেতেন। তিনি যখন মৃত্যুকে স্মরণ করতেন, তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকম্পিত হতো। একবার এক ব্যক্তি তার কাছে তিলাওয়াত করে وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ 'এবং যখন শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাদেরকে তার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে' (সূরা ফুরকান ঃ ১৩)।

তখন তিনি ভীষণ কাঁদলেন। তারপর উঠে গিয়ে স্বগৃহে প্রবেশ করলেন এবং লোকজন সকলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি প্রায়ই বলতেন, হে আল্লাহ্ রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্ তাকে সংশোধন করুন, যার সংশোধনে উম্মতে মুহাম্মদীর সংশোধন রয়েছে। আর তাকে বরবাদ করুন যার বরবাদিতে উম্মতে মুহাম্মাদীর সংশোধন রয়েছে। তিনি বলেন, সর্বোত্তম ইবাদত হলো ফরয বিধানসমূহ আদায় করা এবং হারাম বিষয়সমূহ পরিহার করা। তিনি আরও বলেন, যদি মুসলমান সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান না করে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান না করে, যাতে সে নিজের বিষয়ের মীমাংসা করতে পারে, তাহলে কল্যাণ— কর্মে একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান থাকবে না, এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তে উপদেশ প্রদানকারী এবং হিতাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। তিনি বলেন, দুনিয়া মহান আল্লাহ্র প্রিয় পাত্রগণের শত্রু এবং মহান আল্লাহ্র শত্রুদের

বন্ধু/মিত্র। এরপর সে মহান আল্লাহ্র মিত্রগণের দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় নিপতিত করে। আর শত্রুদের বিচ্ছিন্ন, প্রতারিত করে মহান আল্লাহ্ হতে দূরে সরিয়ে দেয়। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি সফলকাম যে অন্যায় কলহ-বিবাদ, ক্রোধ ও লোভ হতে আত্মরক্ষা করতে পারে। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, তোমার সম্প্রদায়ের নেতা, শ্রেষ্ঠ কে ? সে বলে, আমি। তিনি বলেন, তুমি যদি তেমন হতে তাহলে তা বলতে না। তিনি বলেন, সবচেয়ে দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। তিনি বলেন, কোন বান্দার ঐ প্রয়োজনে অবশ্যই কল্যাণ নিহিত রয়েছে, যার ব্যাপারে সে মহান আল্লাহ্র কাছে বারবার (অধিক) প্রার্থনা করেছে, সে প্রয়োজন সে লাভ করুক বা না করুক। তিনি বলেন, তোমার জ্ঞানকে লেখার বৃত্তে আবদ্ধ করে রাখ। তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন, তোমার ছেলেকে সবচেয়ে বড় ধর্মজ্ঞান/ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দাও। তা হলো অল্পে তুষ্টি এবং অন্যকে কষ্ট দান থেকে বিরত থাক। একবার তার কাছে এক ব্যক্তি বাক্‌কুশলতার পরিচয় দিয়ে চমৎকারভাবে কথা বলল, তখন তিনি বলেন, এটাই হলো বৈধ জাদু। আর আবূ হাযিমের সাথে তার কথোপকথনের বর্ণনা বেশ দীর্ঘ। খলীফা হওয়ার পর তিনি যখন দেখলেন, যে, কৃচ্ছ্রতার কারণে তার চেহারা বিবর্ণ এবং অবস্থা পরিবর্তিত, তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, ইতোপূর্বে আপনার পরিধেয় কি পরিচ্ছন্ন ছিল না ? আপনার চেহারা কি দীপ্তিময় ছিল না ? আপনার খাবার কি সুস্বাদু ছিল না ? আপনার বাহন কি আরামপ্রদ ছিল না? উমর জবাব দেন, আপনি কি আমাকে আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেননি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেছেন— اِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ عَقَبَةً كَئُوْدًا لَا يَجُوْزُهَا إِلَا كل ضَامِرٍ مَهْزُوْلٍ "তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে এক দুর্গম গিরিপথ, শীর্ণকায় ছিপছিপে গড়নের (প্রশিক্ষিত) বাহনই তা অতিক্রম করতে পারবে।" এরপর তিনি কেঁদে ফেলেন এবং বেহুঁশ হয়ে পড়েন। পরে তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে বলেন, তিনি তার এই অচেতন অবস্থায় দেখলেন যে কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে এবং চার খলীফার প্রত্যেককে ডাকা হলো, তারপর তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলো। তারপর তিনি এই চারজন এবং তার নিজের মধ্যবর্তী সময়ের খলীফাদের কথা উল্লেখ করলেন, কিন্তু তাদের ব্যাপারে কী রায় হল তা তিনি বলতে পারলেন না। তারপর তাকে ডাকা হলো এবং জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। এরপর তিনি একাকী হলো, এক প্রশ্নকারী তাকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাকে সে ব্যাপারে অবহিত করেন। তারপর তিনি প্রশ্নকারীকে বলেন, তুমি কে ? সে বলে, আমি হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ। আমার প্রতিপালক আমাকে প্রত্যেক হত্যার শাস্তিস্বরূপ একবার করে হত্যা করেছেন। তারপর আমি তার প্রতীক্ষা করছি যার প্রতীক্ষা করে থাকে একত্ববাদীরা। এছাড়াও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের বহু গুণাগুণ ও সুকীর্তি বিদ্যমান। আমরা যা উল্লেখ করলাম আশা করি তাই যথেষ্ট। আর সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ মহান আল্লাহ্র। তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং অতিউত্তম কর্ম বিধায়ক। তিনি ব্যতীত আমাদের কোন শক্তি নেই, সামর্থ নেই।

তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত আলোচনা

তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল যক্ষা বা ক্ষয় রোগ। অবশ্য এও বর্ণিত আছে, তাঁরই এক মাওলা (আযাদকৃত দাস) তার খাদ্যে বা পানীয়ে বিষ প্রয়োগ করে (তাকে হত্যা করে।) এ জন্য তাকে

এক হাজার দীনার প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই বিষের প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাকে অবহিত করা হয় যে, তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, যে দিন আমাকে বিষ পান করানো হয়েছে, সেদিনই আমি তা বুঝতে পেরেছি। এরপর তিনি তার ঐ গোলামকে ডাকলেন, যে তাকে বিষ পান করিয়েছিল। তিনি তাকে বলেন, নির্বোধ! কিসে তোমাকে এ কাজে প্ররোচিত করেছে ? সে বলল এক হাজার দীনার যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, তুমি তা নিয়ে আস। তখন সে তা উপস্থিত করল এবং তিনি তা বায়তুল মালে জমা করে দিলেন। এরপর তাকে বলেন, এমন স্থানে চলে যাও, যেখানে কেউ তোমাকে দেখবে না। এরপর সেখানে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করবে। এ সময় উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-কে বলা হলো, আপনি চিকিৎসা গ্রহণ করুন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, যদি শুধুমাত্র আমি আমার কান স্পর্শ করলে কিংবা কোন সুগন্ধির ঘ্রাণ নিলেই আরোগ্য লাভ করতাম, তাহলেও আমি তা করতাম না। তাকে বলা হলো এই যে আপনার ছেলেগণ। উল্লেখ্য যে, তারা বার জন। আপনি কি তাদের জন্য কোন ওসিয়ত করবেন না, তাদের তো তেমন কিছুই নেই ? তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

اِنَّ وَلِىِّ يَ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ 'আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্— যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন' (৭ ঃ ১৯৬)।

আল্লাহ্র কসম! আমি তাদেরকে কারো হক/প্রাপ্য দিয়ে যেতে পারি না। আর তারা দুই অবস্থার বাইরে নয়, হয় সৎ, তাহলে মহান আল্লাহই তো সৎলোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অন্যথায় অসৎ, তাহলে আমি তাদেরকে তাদের পাপাচারে সহযোগিতা করতে পারি না। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাহলে আমি কোন পরওয়া করি না যে, তারা কোন্ বধ্যভূমিতে ধ্বংস হলো। আরেক রিওয়ায়াতে আছে, তাহলে কি আমি তাদের জন্য এমন উপকরণ রেখে যাব যা দ্বারা তারা মহান আল্লাহ্র নাফরমানীতে সহযোগিতা লাভ করবে এবং মৃত্যুর পরও আমি তার পাপাচারের ভাগী হব ? এটা আমার দ্বারা হবে না। এরপর তিনি তার সন্তানদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে বিদায় জানিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। এ কথা বলে তাদেরকে ওসিয়ত করলেন, যাও! মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে রক্ষা করুন এবং আমার মৃত্যুর পর সর্বোত্তম তত্ত্বাবধান করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা উমর ইব্ন আবদুল আযীযের জনৈক ছেলেকে মহান আল্লাহ্র পথে (জিহাদের জন্য) আশিটি অশ্ব যুদ্ধ-সরঞ্জামসহ দান করতে দেখেছি। আর সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক তার সন্তানদের জন্য বিপুল অর্থ-সম্পদ রেখে যাওয়া সত্ত্বেও তার জনৈক ছেলে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের ছেলেদের কাছে প্রয়োজনে প্রার্থনা করত। আর এর কারণ ছিল উমর তার সন্তানদের মহান আল্লাহ্র দায়িত্বে সঁপে দেন। আর সুলায়মান ও অন্যরা তাদের সন্তানদের নিজেদের রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদের হাওয়ালা করেন। ফলে, তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তানদের ভোগ-বিলাস এবং প্রবৃত্তিপরায়ণতায় তা নিঃশেষ হয়ে যায়। ইয়াকূব ইব্ন সুফ্য়ান বর্ণনা করেন আবূ নু'মান সূত্রে ..... আয়্যূব থেকে। তিনি বলেন, মৃত শয্যায় উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে বলা হলো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি পবিত্র মদীনায় গমন করেন আর এরপর আল্লাহ্ আপনাকে মৃত্যু দান করেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা এবং হযরত আবূ বাকর ও উমরের সাথে চতুর্থ কবরে সমাধিস্থ হওয়ার সৌভাগ্য আপনি লাভ করতে পারেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! জাহান্নামের শাস্তি আমি সহ্য করতে পারবো না। এছাড়া মহান আল্লাহ্ আমাকে যে সর্বপ্রকার শাস্তি প্রদান করেছেন তা আমার কাছে মহান আল্লাহ্ আমার অন্তরের এ কথা জানার চেয়ে বেশী প্রিয় যে, আমি ঐ স্থানের উপযুক্ত। তার জীবনী রচয়িতারা বলেন, তার এই অসুস্থতা দেখা দিয়েছিল হিম্সের অন্তর্ভুক্ত দায়র সামআন নামক স্থানে। আর তার অসুস্থতা বিশ দিন স্থায়ী হয়েছিল। তার অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হলে তিনি উপস্থিতদের বলেন, আমাকে উঠিয়ে বসাও। তারা তাকে উঠিয়ে বসায়। এসময় তিনি বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু, আমি তা পালনে অবহেলা করেছি। আমাকে আপনি নিষেধ করেছেন, কিন্তু আমি তা অমান্য করেছি। (একথা তিনি তিনবার বললেন, এরপর বললেন) কিন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তারপর তিনি মাথা উঠিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। উপস্থিতগণ বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তো অত্যন্ত তীব্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। আমি তো এমন উপস্থিতদের দেখতে পাচ্ছি যারা মানুষ নয় আবার জিনও নয়। তারপর তৎক্ষণাৎ তিনি ইন্তিকাল করলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, এসময় তিনি তাঁর আপনজনদের বলেন, তোমরা আমাকে একা থাকতে দাও। তারা একে একে বের হয়ে আসলেন, আর মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক ও তার ভগ্নী ফাতিমা বিন্ত আবদুল মালিক দরযায় বসে থাকলেন। তারা তাকে বলতে শুনলেন, স্বাগতম! এই সকল নূরানী মুখমণ্ডলের অধিকারিগণকে—যারা মানুষও নন, জিনও নন। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন—

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

'এ হলো আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য, যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য' (২৮ ঃ ৮৩)।

এরপর তার কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে গেল। তারা ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন তিনি কিবলামুখী হয়ে চক্ষু বন্ধ করে ইনতিকাল করেছেন।

আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বাহ্ বলেন, আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল আযীয দারাওয়ারদী সূত্রে .... .. আবদুল আযীয ইব্ন আবূ সালামা হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযকে যখন কবরে নামানো হলো, তখন প্রচণ্ড ঝড়ো বায়ু প্রবাহিত হলো। তখন সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত একটি পত্র পাওয়া গেল। তখন লোকেরা সেটা পড়ে দেখল, তাতে লেখা রয়েছে, 'পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে—এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা পত্র।' তখন তারা সেই পত্রটিকে তার কাফনের মাঝে প্রবেশ করিয়ে তার সাথে সমাধিস্থ করল। আবদুস সামাদ ইব্ন ইসমাঈলের জীবন চরিতে ইব্ন আসাকির ভিন্ন একটি সূত্রে উমায়র ইব্ন হাবীব আস-সুলামীর উদ্ধৃতিতে রিওয়ায়াত করেছেন, উমায়র বলেন, বনূ উমায়্যার শাসনামলে (একবার) আমি এবং আরও আটজন যোদ্ধা রোমকদের হাতে বন্দী হলাম। রোম সম্রাট আমাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল। তখন আমার সঙ্গীরা নিহত হলেন। আমার ব্যাপারে সম্রাটের উপদেষ্টা এক পাদ্রী

সুপারিশ করল। তখন সে আমাকে তার কারণে মুক্ত করে দিল। এরপর সেই পাদ্রী আমাকে নিজ গৃহে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলাম তার এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী কন্যা রয়েছে। তখন সে তাকে আমার সামনে এই শর্তে নিবেদন করল যে, সে তার সকল অর্থ-সম্পদে আমাকে শরীক করবে এবং আমি তার সাথে তার ধর্ম গ্রহণ করব। কিন্তু আমি অস্বীকার করলাম। এরপর তার কন্যা একান্তে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে নিজেকে নিবেদন করল। কিন্তু আমি বিরত থাকলাম। তখন সে বলল, কিসে তোমাকে বিরত রাখছে ? আমি বললাম, আমার দীন আমাকে বাধা দিচ্ছে। একজন রমণী কিংবা অন্য কিছুর মোহের কারণে আমি আমার দীন ত্যাগ করতে পারি না। তখন সে আমাকে বলল, তুমি কি তোমার দেশে ফিরে যেতে চাও ? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, এই তারকা দেখে দেখে রাত্রিকালে পথ চলবে আর দিনের বেলা আত্মগোপন করে থাকবে। এভাবে (চলতে থাকলে) তুমি তোমার স্বদেশে পৌঁছে যাবে। উমায়র বলেন, এভাবে আমি চলতে শুরু করলাম। তিনি বলেন, চতুর্থ দিবসে আমি যখন আত্মগোপন করে ছিলাম হঠাৎ তখন একদল অশ্বারোহীর আবির্ভাব হলো। তখন আমি আশঙ্কা করলাম হয়তবা এরা আমার সন্ধানে বের হয়েছে। কিন্তু অকস্মাৎ আমি দেখলাম এরা আমার নিহত সঙ্গী আর তাদের সাথে অন্যরাও রয়েছেন। এরা সকলেই ধূসর বর্ণের বাহনে সওয়ার হয়ে আছেন। আমাকে দেখে তারা বললেন, উমায়র ? আমি বললাম, হ্যাঁ উমাইর। এরপর আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা কি নিহত হওনি ? তারা বলল অবশ্যই! কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা শহীদদের পুনর্জীবিত করেছেন এবং তাদেরকে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের জানাযায শরীক হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। উমায়র বলেন, এরপর তাদের একজন আমাকে বলল, হে উমায়র! আমাকে তোমার হাত দাও। তখন সে আমাকে তার বাহনে তার পিছে বসিয়ে নিল। এ অবস্থায় আমরা খানিকটা পথ চললাম। তারপর সেই বাহন আমাকে নিয়ে একটি লাফ দিল। তখন আমি অক্ষত অবস্থায় আল-জাযীরায় অবস্থিত আমার বাড়ীর নিকটে গিয়ে পতিত হলাম।

রজা ইব্ন হায়ওয়াহ্ বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাঁর মৃত্যুর পর আমাকে তার গোসল ও কাফনের দায়িত্ব পালনের ওসিয়ত করেছিলেন। এ সময় আমি যখন তার কাফনের বন্ধন খুলে তার মুখমণ্ডলের দিকে তাকালাম। দেখলাম তা কাগজের ন্যায় শুভ্রোজ্জ্বল। তিনি আমাকে অবহিত করেছিলেন ইতোপূর্বে তিনি যে সকল খলীফাকে দাফন করেছিলেন তিনি তাদের মুখমণ্ডলের বন্ধন খুলে দেখেছিলেন, তাদের মুখমণ্ডল ছিল মলিন। ইউসুফ ইব্ন মাহিকের জীবনীতে ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা যখন উমর ইব্ন আবদুল আযীযের কবরের মাটি সমান করছি এমন সময় উপর থেকে আমাদের কাছে একটি পত্র পতিত হয়। তাতে এ কথা ছিল— পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে— এটা উমর ইব্ন আবদুল আযীযের জন্য জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তার সনদ। তিনি তা রিওয়ায়াত করেছেন ইবরাহীম ইব্ন বাশ্শার সূত্রে উবাদা ইব্ন আমর থেকে ..... ইউসুফ ইব্ন মাহিকের উদ্ধৃতিতে। এই বর্ণনাতে তীব্র অভিনবত্ব (যথেষ্ট অগ্রহণযোগ্যতা) রয়েছে। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন। এছাড়া তার অনুকূলে বহু শুভ স্বপ্ন দৃষ্ট হয়েছে। তার জন্য সাধারণ বিশেষ সকলেই আফসোস করেছেন। বিশেষত আলিমগণ, যাহিদগণ এবং আবিদগণ। এছাড়া কবিরাও তার মৃত্যুতে শোক গাথা রচনা করেছেন। এ সকল শোক কাব্যের অন্যতম একটি নিম্নে দেওয়া গেল—যা আবৃত্তি করেছেন আবূ আমর আশ্-শায়বানী আর রচনা করেছেন কুছানয়্যার আয্যা—

عَـمَّتْ صَنَـائِعُـهُ فَـعَمَّ هَلاَكُـهُ * فَـالنَّاسُ فِـيـهِ كُلُّهُمْ مَـأْجُـورُ

তার সদাচার ও সুকীর্তি সর্বজনীন, তাই তার মৃত্যুও হয়েছে সর্বজনীন। সকল মানুষ তার মৃত্যুতে সমব্যথী (-র ছাওয়াব লাভকারী)।

وَالنَّاسُ مَأْتَمُهُم عَلَيْهِ وَاحِدُ * فِى كُلِّ دَارٍ رَنَّةٌ وَزَفِيْرُ

তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশে সকলে অভিন্ন। প্রত্যেক গৃহেই শোনা যায় কান্নার সুর এবং বেদনার দীর্ঘশ্বাস।

يُثْنِى عَلَيْكَ لِسَانُ من لم تُوْلِه * خَيْرًا لأَنَّكَ بِالثَّنَاءِ جَدِيْرُ

আপনি যাকে কোন কল্যাণ দান করেননি, সেও আপনার প্রশংসারত। কেননা, আপনি প্রশংসার উপযুক্ত।

رَدَّتْ صَنَائِعُهُ عليه حَيَاتَه * فَكَأَنَّه مِنْ نَشْرِهَا مَنْشُوْرُ

তার সুকীর্তিসমূহ যেন তাকে পুনর্জীবিত করেছে, সেগুলির কারণে আজ যেন তিনি পুনর্জীবন লাভ করেছেন।

কবি জারীর উমর ইব্ন আবদুল আযীযের মৃত্যু-শোকে আবৃত্তি করেছেন—

يَنْعَى النُّعَاةُ أَمِيْرَ المؤمنين لَنَا * يا خَيْرَ من حجَّ بَيْتَ اللّهِ وَاعْتَمَرا

মৃত্যু ঘোষকগণ আমাদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের মৃত্যু ঘোষণা শোনাল, হে হজ্জ-ওমরা পালনকারীদের সর্বোত্তম জন।

حملت أمرًا عَظِيْمًا فَاصْطَلَعْتَ به * وَسِرْتَ فِيْهِ بِأَمْرِ اللّهِ يا عُمَرا

আপনি সফলতার সাথে এক গুরুভার বিষয়ের দায়িত্ব বহন করেছেন এবং তাতে হে উমর! আপনি আল্লাহ্র নির্দেশ মত চলেছেন।

الشمسُ كَاسِفَةٌ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ * تبكى عليك نُجُوْمُ الليلِ والقمرا

সূর্য আবৃত, উদিত নয়। আপনার শোকে চন্দ্র ও রাতের তারকারা সব ক্রন্দনরত।

তাঁর মৃত্যুশোকে কবি মুহারিব ইব্ন দিছার আবৃত্তি করেন—

لو أَعْظَمَ الموتُ خَلْقًا أن يُوَاقِعَه * لِعَدْله لم يُصِبْكَ الموتُ يا عمر

ন্যায়পরায়ণতার কারণে কোন সৃষ্টিকে আলিঙ্গন করতে মৃত্যু যদি সমীহ বোধ করত, তাহলে হে উমর তোমাকে মৃত্যু স্পর্শ করত না।

كَمْ مِنْ شَرِيْعَةِ عَدْلٍ قد نعشت لهم * كَادَتْ تَمُوْتُ وأخرى مِنك تنتظر

শরীআতের কত ন্যায়সঙ্গত বিধান আপনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, আর অন্যান্য সব বিধান আপনার অপেক্ষায় ছিল—

يا لَهْفَ نَفْسِى ولَهْفَ الوَاجِدِيْنَ مَعِىْ * على العدول التى تغتالها الحُفَرُ

হায়, আমার আক্ষেপ এবং আমার সাথে শোকার্তদের আক্ষেপ ঐ সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের জন্য যাদেরকে কবরসমূহ অতর্কিতে অদৃশ্য করে দেয়।

ثلاثة ما رأتْ عَيْنِي لهم شبهًا * تَضمُّ أعظمهم فِي الْمَسْجِدِ الحُفَرُ

তাঁরা এমন তিনজন আমার চোখ যাদের সদৃশ কাউকে দেখেনি। যাদের অস্থিসমূহকে কবর মসজিদে ধারণ করে রেখেছে।

وأنْت تتبعهم لم تألُ مُجْتَهِداً * سَقْيًا لها سُنن بالحَقّ تفتقر

আর আপনি তাদের অনুসরণে চেষ্টায় কোন ত্রুটি করেননি

لو كنتُ أملك والاقدار غالبة * تأتي رواحًا وتبيانًا وتبتكرُ

صَرَفْتُ عن عمر الخيراتِ مَصْرَعَهُ * بدَيْر سمعان لكن يغلب القدرُ

যদি আমি সক্ষম হতাম, তাহলে বহু কল্যাণের বাহক উমর থেকে দায়রে সামআন নামক স্থানে মৃত্যুকে প্রতিহত করতাম। কিন্তু তাকদীর অপ্রতিহত, তার আগমন কখনও সন্ধ্যায় কখনও প্রভাতকালে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, হিমস ভূখণ্ডের দায়রে সামআন অঞ্চলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এদিন ছিল বৃহস্পতিবার মতান্তরে শুক্রবার। আর এটা ছিল একশ' এক কিংবা দুই হিজরীর রজব মাসের ছয় কিংবা ছাব্বিশ মতান্তরে একুশ তারিখ। এ সময় তাঁর জানাযার নামায পড়ান তার চাচাতো ভাই মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক, মতান্তরে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক। আবার কারো মতে তার ছেলে আবদুল আযীয। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল উনচল্লিশ বছর কয়েক মাস। কারো মতে চল্লিশ বছর কয়েক মাস। আবার বলা হয় এক চল্লিশ বছর। কারো মতে আরো অধিক। এছাড়া বলা হয়, তিনি তেষট্টি বছর জীবিত ছিলেন, কিংবা ছত্রিশ বছর, কিংবা সাঁইত্রিশ বছর, কিংবা আটত্রিশ বছর কিংবা ত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যবর্তী সময়ে। মা'মার থেকে আবদুর রায্যাক সূত্রে আহমাদ বলেন, তিনি পঁয়তাল্লিশ বছরের মাথায় ইন্তিকাল করেন। ইব্ন আসাকির মন্তব্য করে বলেন, এটা বিভ্রান্তিকর। প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ অর্থাৎ উনচল্লিশ বছর কয়েক মাস। আর তাঁর খিলাফতকাল ছিল দুই বছর পাঁচ মাস চার দিন। আবার বলা হয় দুই বছর পাঁচ মাস চৌদ্দ দিন কিংবা আড়াই বছর।

উমর ইব্ন আবদুল আযীয বাদামী গাত্র বর্ণের অধিকারী। সুন্দর ও তীক্ষ্ণ চেহারা ছিপছিপে গড়ন ও সুদৃশ দাড়ির অধিকারী। তার চক্ষুদ্বয় ছিল কোটরাগত, কপালে আঘাতের ক্ষতচিহ্ন। তার চুলে ঈষৎ পাক ধরেছিল এবং তিনি খেযাব ব্যবহার করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা অধিক জানেন।

পরিচ্ছেদ

উমর ইব্ন আবদুল আযীয যখন খলীফা মনোনীত হলেন, তখন সিপাহী প্রধান (গার্ড অফ অনার প্রদানের উদ্দেশ্যে) তার কাছে আসল বর্শা নিয়ে তার সামনে সামনে চলার জন্য। আর এটা ইতোপূর্বের খলীফাদের অভিষেক অনুষ্ঠানের অংশ ছিল। এসময় উমর তাকে বলেন, তোমার সাথে আমার কি কাজ ? তুমি সরে যাও। আমি মুসলমানদের সাধারণ এক ব্যক্তি। এরপর তিনি অগ্রসর হলেন এবং লোকেরা সকলে তার সাথে অগ্রসর হয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। এসময় তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন আর লোকজন তাকে কেন্দ্র করে সমবেত হলো।

তিনি উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলেন, "হে লোকসকল! আমার নিজের কোন মত কিংবা দাবী এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন পরামর্শ ছাড়াই আমাকে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এখন আমি আমার অনুকূলে তোমাদের (পূর্বকৃত) বায়আতের বাধ্যবাধকতা অপসারণ করে নিচ্ছি। এখন তোমরা পুররায় চিন্তাভাবনা করে নিজেদের জন্য এবং নিজেদের কর্তৃত্ব অর্পণের জন্য উপযুক্ত লোক নির্বাচন করে নাও। সকলে সমস্বরে চিৎকার করে বলল, আপনাকেই আমরা আমাদের জন্য এবং আমাদের কর্তৃত্ব অর্পণের জন্য মনোনীত করলাম। আমরা সকলে আপনাকে মেনে নিলাম। এরপর তাদের আওয়াযসমূহ স্তিমিত হলো। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হাম্‌দ ও ছানার পর বলেন, "আমি তোমাদেরকে তাক্ওয়া অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করছি। কেননা, তাক্ওয়া বা আল্লাহ্ভীতি হলো সবকিছুর বিকল্প। কিন্তু আল্লাহ্ভীতির কোন স্থলবর্তী/বিকল্প নেই। মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর। কেননা, তা সকল পার্থিব স্বাদ ও ভোগের কথা ভুলিয়ে দেয়। (ফলে পার্থিব মোহ থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়)। মৃত্যু আসার পূর্বে তার জন্য সুন্দরভাবে প্রস্তুতি নাও। আর এই উম্মত তাদের রব্বের ব্যাপারে, কিংবা কিতাবের ব্যাপারে কিংবা নবীর ব্যাপারে বিরোধে লিপ্ত হয়নি। তারা বিরোধে লিপ্ত হয়েছে অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্র কসম, আমি অন্যায়ভাবে কাউকে কিছু দিব না এবং কারও প্রাপ্য থেকে কাউকে বঞ্চিত করব না। তারপর তিনি উচ্চস্বরে বলেন, হে মানবমণ্ডলী! যে আল্লাহ্র আনুগত্য করে তার আনুগত্য তোমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। আর যে আল্লাহ্র অবাধ্য হয়, তার আনুগত্য নিষ্প্রয়োজন। তোমরা আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ আমি আল্লাহ্র আনুগত্য করব। আর আমি যদি আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত হই, তাহলে আমার আনুগত্য করার কোন প্রয়োজন নেই তোমাদের।" তারপর তিনি মিম্বর হতে নেমে ভিতরে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি খলীফার দরবারে যে সকল পর্দা টানানো হতো, তা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং যে সকল ফরাশ বা গালিচা বিছানো হতো, তা বিক্রি করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তা বিক্রি করা হয় এবং তিনি তার মূল্য বায়তুল মালে জমা করে দেন। তারপর তিনি একটু বিশ্রামের উদ্দেশ্যে গেলেন। তার ছেলে আবদুল মালিক এসে বলে, ইয়া আমীরাল মু'মিনীন! আপনি কি করতে চাচ্ছেন ? তিনি বলেন, বৎস! আমি একটু বিশ্রাম নিতে চাই। সে বলল, অন্যায়ভাবে গৃহীত অর্থ-সম্পদ প্রাপকদের ফিরিয়ে না দিয়েই আপনি বিশ্রাম করবেন। তিনি বলেন সুলায়মানের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় আমি গত রাতে ঘুমাতে পায়নি। আমি যখন যুহরের নামায পড়ব, তখন এ সকল অর্থ-সম্পদ তাদের প্রাপককে ফিরিয়ে দিব। তাঁর ছেলে তাঁকে বলে, কে আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিবে যে, আপনি যুহর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন ? তিনি বলেন, বাবা তুমি আমার কাছে আস। সে তার কাছে আসল, আর তিনি তার কপালে চুমু খেয়ে বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমার ঔরসে এমন সন্তান পয়দা করেছেন, যে আমাকে আমার দীনের ব্যাপারে সহযোগিতা করে। এরপর তিনি তার (অতি প্রয়োজনীয়) বিশ্রামগ্রহণ ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন। তার নির্দেশে ঘোষক ঘোষণা করল, শুনে নাও, কোন মাযলূমের কোন দাবী থাকলে সে তা উত্থাপন করুক। হিম্‌সবাসী জনৈক (অমুসলিম) যিম্মী দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া আমীরাল মু'মিনীন! আমি আপনার কাছে মহান আল্লাহ্র বিধান প্রার্থনা করছি। তিনি বলেন, কোন্ ব্যাপারে বল ? সে বলল, আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক আমার ভূ-সম্পত্তি যবর দখল করে নিয়েছেন। এ সময় আব্বাস বসা ছিলেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয তাকে বলেন, আব্বাস!

এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী ? আব্বাস বলেন, হ্যাঁ! আমীরুল মু'মিনীন ওয়ালীদ আমাকে তা জায়গীর স্বরূপ দান করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে আমার অনুকূলে ফরমান লিখে দিয়েছিলেন। উমর বলেন, হে যিম্মী! তোমার বক্তব্য কী এখন ? সে বলল, ইয়া আমীরাল মু'মিনীন! আমি আপনার কাছে কিতাবুল্লাহ্‌র বিধান চাই। উমর বলেন, হ্যাঁ, কিতাবুল্লাহর নির্দেশ ওয়ালীদের নির্দেশের চেয়ে অনুসরণের অধিক উপযুক্ত/ যোগ্য। যাও! আব্বাস তুমি তাকে তার ভূ-সম্পত্তি ফিরিয়ে দাও। আব্বাস তা ফিরিয়ে দিলেন। এরপর লোকেরা একের পর এক তাদের আত্মসাতকৃত হকসমূহের অভিযোগ উত্থাপন করতে লাগল। তার কাছে যে যে হকের দাবী উত্থাপিত হলো তিনি তার সব প্রকৃত প্রাপককে ফিরিয়ে দিলেন। দাবীকৃত সেই হক/প্রাপ্য তার নিজের দখলে হোক কিংবা অন্যের দখলে। এমনকি বানূ মারওয়ান ও অন্যদের দখলে অন্যায়ভাবে যে সকল অর্থ-সম্পত্তি ছিল, তিনি তা তাদের থেকে উদ্ধার করলেন। বানূ মারওয়ান তাদের দখলের এসকল অর্থ-সম্পদ রক্ষার্থে সকল নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্যগ্রহণ করে। কিন্তু তা তাদের কোন উপকারে আসেনি। অবশেষে, তারা তাদের ফুফু এবং উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের ফুফু ফাতিমা বিন্‌তে মারওয়ানের কাছে এসে তাদের সাথে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কৃত আচরণের অভিযোগ করে যে, তিনি তাদের সব অর্থ-সম্পদ বাযেয়াপ্ত করেছেন এবং তার দরবারে তাদেরকে অপমানিত হতে দেখেও তার কোন প্রতিকার করেননি। বানূ উমায়্যার এই সম্মানিতা নারী পূর্ববর্তী খলীফাদের কাছে বিশেষ সমীহের পাত্রী ছিলেন। তার কোন প্রয়োজন তাদের কাছে অপূর্ণ থাকত না। তারা সকলে তাকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযও তার খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব হতে তাঁর সাথে অনুরূপ আচরণ করতেন। ভাতিজাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি তার বাহনে আরোহণ করে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের কাছে গেলেন। তিনি উমরের সাক্ষাতে প্রবেশ করলেন। উমর তাকে যথাযথ খাতির সম্মান করলেন। কেননা, তিনি তার আপন ফুফু। আরামদায়ক বসার জন্য তাকে বালিশ এগিয়ে দিলেন। এরপর তিনি তার সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি তাকে তার অভ্যাসের বিপরীত রাগান্বিত অবস্থায় দেখলেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয তাকে বলেন, ফুফুজান! আপনার কী হয়েছে ? তিনি বলেন, আমার ভাতিজারা তোমার খিলাফতকালে অপমান-অপদস্থতার শিকার। তুমি তাদের অর্থ-সম্পদ নিয়ে অন্যদের হাতে তুলে দিয়েছ। তোমার উপস্থিতিতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তুমি তার কোন প্রতিকার করোনি। উমর হেসে ফেলেন এবং বুঝতে পারলেন তিনি তার প্রতি অপ্রসন্ন তার জ্ঞান-বুদ্ধিতে বার্ধক্যের প্রভাব পড়েছে। এরপর তিনি তার সাথে পুনরায় কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কিন্তু তার ফুফুর রাগ দূর হয়নি। তিনি যখন এ অবস্থা দেখলেন তখন তার সাথে কোমলতা পরিহার করে বললেন, ফুফু আম্মা! আপনার জানা উচিত যে, মৃত্যুকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে এক পরিপূর্ণ পানির উৎসের সন্ধান দিয়ে গেছেন। তাঁরপর এক ব্যক্তি সেই উৎসের তত্ত্বাবধান করলেন, কিন্তু তিনি তার থেকে কিছু হ্রাস করলেন না, এমনকি ইন্‌তিকাল করে গেলেন। এরপর সেই পানির উৎসের তত্ত্বাবধান করলো আরেক ব্যক্তি তিনিও তার থেকে কিছু হ্রাস করলেন না। এমনকি ইন্‌তিকাল করলেন, এরপর সেই পানির উৎসের দায়িত্ব লাভ করলেন তৃতীয় এক ব্যক্তি। ইনি তার সাথে একটি সংযোগ খাল খনন করলেন। তারপর থেকে এ উৎসের তত্ত্বাবধায়কেরা একের পর এক খাল খনন

করতে থাকলেন। এমনকি পানির সেই মূল উৎসধারা শুকিয়ে নিঃশেষ করে ফেলল। তাতে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট থাকল না। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ যদি আমাকে জীবিত রাখেন, তাহলে আমি এই উৎসধারার পূর্বপ্রবাহ ফিরিয়ে আনব। এতে যে আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে আমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট। আর যে আমার প্রতি অপ্রসন্ন হবে আমিও তার প্রতি অপ্রসন্ন। শাসকের নিকটাত্মীয় একান্তজনদের পক্ষ থেকে যদি অন্যায় ও যুল্ম হয়, আর তিনি যদি তার প্রতিকার ও সুবিচার না করেন, তাহলে তিনি অন্যদের মাঝে বিদ্যমান দূরবর্তী অন্যায়-অনাচার কীভাবে দূর করতে সক্ষম হবেন ? একথা শোনার পর তার ফুফু বলেন, ঠিক আছে, তাহলে তারা যেন তোমার উপস্থিতিতে অপমানজনক কথা না শোনে! উমর বলেন, কে তাদেরকে অপমানজনক কথা বলে ? কেউ হয়ত তার অন্যায়ভাবে গৃহীত হকের পক্ষে অভিযোগ উত্থাপন করে। তখন আমি তার সেই হক/প্রাপ্য ফিরিয়ে দিই। ইব্ন আবুদ্ দুন্ইয়া, আবূ নুআয়ম এবং অন্য জীবনী সংকলকগণ এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আর মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন আমি তার কাছে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম তাঁর গায়ের জামাটি ময়লাযুক্ত। আমি ফাতিমাকে বললাম, তোমরা কি আমীরুল মু'মিনীনের গায়ের জামাটি ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে পার না ? ফাতিমা বলেন, আল্লাহ্র কসম, তার তো এছাড়া দ্বিতীয় কোন জামা নেই। এসময় উমর কেঁদে ফেলেন, তার কান্না দেখে স্ত্রী ফাতিমাও কেঁদে ফেলেন এবং তাদেরকে কাঁদতে দেখে বাড়ীর সকলেই কেঁদে ফেলেন। এরা কেউ বুঝে উঠতে পারলেন না কেন তারা কাঁদলেন। তারপর যখন অশ্রু সংবরণ করলেন, তখন ফাতিমা উমরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কাঁদলেন কেন? তিনি বলেন, আমি ঐ দিনের কথা স্মরণ করলাম যেদিন জিন-ইনসান আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং তাদের একদল জান্নাতে যাবে এবং আরেকদল জাহান্নামে। তারপর তিনি চিৎকার করে অচেতন হয়ে গেলেন।

একবার বায়তুল মাল থেকে তার কাছে বণ্টনের উদ্দেশ্যে মিশক আনা হলো। তিনি নাক বন্ধ করে তা নাড়াচাড়া করলেন। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, মিশকের তো ঘ্রাণই আসল। যখন তার অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হলো, তখন তিনি তার সন্তানদের ডেকে পাঠালেন। উল্লেখ্য যে, তার ছেলেদের সংখ্যা ছিল দশাধিক (বারজন)। এসময় তাদের দিকে তাকিয়ে তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তারপর তিনি বলেন, আমার এই সকল যুবক ছেলেদের জন্য আমার প্রাণান্ত আকুতি বিদ্যমান। উমর ইব্ন আবদুল আযীয প্রায়শই এই পঙ্ক্তিগুলি আবৃত্তি করতেন—

يُرى مُسْتَكِينًا وهو للقول ماقت * به عَنْ حديث القوم ماهو شاغلهُ

তাকে ভীত বিনম্র দেখা যায় আর সে কথাবার্তা অপসন্দ করে, তার অবস্থা তাকে লোকদের কথাবার্তা/ আলোচনা থেকে বেখবর করে রেখেছে।

وَازْعجه عِلْمٍ عن الجَهْلِ كُلِّه * وما عالم شَيْئًا كمن هو جاهِلُه

জ্ঞান তাকে সকল মূর্খতার ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত করেছে। আর কোন বিষয় সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তি সে সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় নয়।

عَبُوْسُ عن الجُهَّال حين يراهمُ * فَلَيْسَ له منهم خَدِيْن يُهَازِلُهُ

মূর্খদের যখন দেখতে পান, তখন তিনি তাদের প্রতি বিমর্ষ হয়ে যান, তাদের মধ্যে তার এমন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সাথে তিনি রস-পরিহাস করবেন।

تَذَكَّر ما يَبْقى من العيش فارعوى * فأشغله عن عاجلِ العَيْشِ اجلُه

অনন্ত জীবনের কথা স্মরণ করে তিনি বিরত হলেন আর পরকালের জীবন তাকে ইহকালের জীবন থেকে বিমুখ করেছে।

ইব্‌ন আবুদ্ দুন্‌য়া বর্ণনা করেছেন, মায়মূন ইব্‌ন মাহরান হতে। তিনি বলেন, মৃত্যু শয্যায় আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের সাক্ষাতে প্রবেশ করলাম। এসময় তার কাছে সাবিক আলবার্‌বারী ছিল। সে তাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিল। তার আবৃত্তিকৃত শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি হলো ঃ

فَكَمْ من صحيحٍ بات للموت امِنًا * أَتَتْهُ المنايا بغتةً بعد ما هَجَعْ

কত সুস্থ মানুষ মৃত্যু শঙ্কামুক্ত হয়ে রাত্রি যাপন শুরু করে। তারপর নিদ্রিত অবস্থায় অতর্কিতে মৃত্যু তাকে আক্রমণ করে।

فلم يَسْتطع إِذْ جاءه الموتُ بغتةً * فرارًا ولاَ مِنْهُ بِقُوَّته امتنعْ

এভাবে যখন অতর্কিতে মৃত্যু তার দুয়ারে হানা দেয়, সে তখন তার থেকে পলায়ন করতে পারে না কিংবা নিজ শক্তিতে আত্মরক্ষা করতে পারে না।

فأصبحَ تبكيه النّسَاءُ مُقَنّعًا * ولاَ يَسْمَعُ الدَّاعِيْ وإن صوتَه رفعْ

এরপর তাকে আবৃত করে নারীরা তার শোকে কাঁদতে থাকে আর যত উচ্চস্বরেই আহবান করা হোক সে কারও আহবান শোনে না।

وَقُرِّبَ من لَحْدٍ فصار مقيْلُهُ * وفارق ما قد كانَ بالأمْسِ قَدْ جَمَعْ

এরপর তাকে মাটির গর্তে শুইয়ে দেওয়া হয় এবং সেটা তার বিশ্রামস্থল হয়ে যায়। আর গতকাল পর্যন্ত সে যা কিছু সঞ্চয় করেছিল তার সব ছেড়ে আসে।

فلا يترك اَلْموتُ الغنى لِمَالِهِ * وَلاَ مُعْدِمًا فِى المَالِ ذَا حَاجَةٍ يدَعْ

আর ধনাঢ্যতার কারণে কোন ধনীকে মৃত্যু ছাড়ে না, আবার কোন নিঃস্ব অভাবীকেও না।

রজা ইব্‌ন হায়ওয়াহ্ বলেন, আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তার কাছে উমর ইব্‌নুল ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক এসে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের প্রতি কটাক্ষ করে অভিযোগ উত্থাপন করে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই লৌকিকতা প্রদর্শক ব্যক্তি তো মুসলমানদের সাথে খিয়ানত করে যতসম্ভব মূল্যবান মণি-মুক্তা ও হীরা জাওহার সংগ্রহ করে তার গৃহের দুটি কক্ষে সঞ্চয় করেছে। সেই কক্ষ দুটি এ অবস্থায় তালাবদ্ধ রয়েছে। তখন ইয়াযীদ তার ভগ্নী ও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের স্ত্রী ফাতিমাহ বিন্‌ত আবদুল মালিকের কাছে দূতের মাধ্যমে বলে পাঠালেন, আমার কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে যে, উমর দুটি তালাবদ্ধ কক্ষে বেশ কিছু মণি-মুক্তা

ও মূল্যবান রত্নাদি রেখে গেছেন। ফাতিমা দূত পাঠিয়ে তাকে জানালেন, সম্মানিত ভ্রাতা! উমর তো কোন কিছুই রেখে যাননি, তবে শুধু এই রুমালে যা আছে তা এবং তিনি দূতের সাথে এই রুমালটিও ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইয়াযীদ সেই রুমালের বন্ধন খুললেন, তাতে একটি মোটা কাপড়ের তালিযুক্ত জামা, একটি অমসৃণ চাদর এবং একটি জীর্ণ মোটা কাপড়ের জুব্বা পেলেন। এসব দেখে ইয়াযীদ তার দূতকে বললেন, তুমি গিয়ে ফাতিমাকে বলো, আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিনি, এটা আমার উদ্দেশ্যও নয়, আমি তাকে ঐ কক্ষ দুটির মধ্যে কী আছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। ফাতিমা তাকে বলে পাঠালেন, শপথ ঐ সত্তার যিনি আমাকে বিধবা করেছেন, তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আমি ঐ কক্ষ দুটিতে প্রবেশ করিনি। কেননা, আমি জানতাম তিনি তা অপসন্দ করতেন। এগুলি কক্ষ দুটির চাবি, আপনি এসে তাতে যা আছে তা নিয়ে বায়তুল মালে স্থানান্তরিত করুন। ইয়াযীদ, উমর ইব্নুল ওয়ালীদকে সাথে নিয়ে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের গৃহে প্রবেশ করলেন। এরপর তাদের উপস্থিতিতে একটি কক্ষ খোলা হল, দেখা গেল তাতে একটি চামড়ার মোড়া এবং মোড়ার কাছে চারটি বিছানো পাকা ইট এবং একটি পিতলের জগ রয়েছে। উমর ইব্নুল ওয়ালীদ বলল, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন। তারপর দ্বিতীয় কক্ষটি খোলা হলো। সেখানে পাওয়া গেল, কঙ্কর বিছানো জায়নামায এবং কক্ষের ছাদের সাথে সংযুক্ত একটি শিকল যার প্রান্তভাগে মানুষের মাথা ঘাড় পর্যন্ত প্রবেশ করে এরূপ আকৃতির একটি বেড়ির মত উপকরণ, তিনি যখন ইবাদতে নিস্তেজ হয়ে পড়তেন কিংবা নিজের কোন পাপের কথা স্মরণ করতেন, তখন সেই বেড়ি তিনি নিজের গলায় পরাতেন, কখনও বা তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে ঘুম দূর করার জন্য তা গলায় প্রবেশ করাতেন। এছাড়া তারা সেখানে একটি তালাবদ্ধ সিন্দুক পেলেন, তখন তা খুলে তাতে একটি পাত্র/ কৌটা পাওয়া গেল। আর সেটা খুলে পাওয়া গেল একটি অমসৃণ পশমী জুব্বা এবং অনুরূপ একটি খাটো পায়জামা। এসব দেখে ইয়াযীদ ও তার সাথীরা কান্না সংবরণ করতে পারলেন না। ইয়াযীদ বললেন, আমার ভাই আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। আপনার বাইরের অবস্থা যেমন পরিচ্ছন্ন ও নির্মল ছিল, তেমনি আপনার ভিতরের অবস্থাও নির্মল, নিষ্কলুষ। তখন (অভিযোগ উত্থাপনকারী) উমর ইব্ন ওয়ালীদ লজ্জিত ও অনুশোচনাদগ্ধ হয়ে একথা বলতে বলতে বের হয়ে আসল, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তো শুধু তাই বলেছি যা আমাকে বলা হয়েছে।

রজা ইব্ন হায়ওয়াহ্ বলেন, যখন তাঁর অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হয়, তখন তিনি বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! আপনার ফায়সালার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট করুন এবং আপনার তাকদীর ও নির্ধাণে আমার জন্য বরকত প্রদান করুন যাতে আপনি যা ত্বরান্বিত করেছেন তার জন্য আমি বিলম্বকরণ পসন্দ না করি এবং আপনি যা বিলম্বিত করেছেন তার জন্য ত্বরান্বিতকরণ পসন্দ না করি। একথা বলতে বলতে তিনি ইনতিকাল করলেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ্র ফায়সালাকৃত নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত আমার বিষয়াদিতে আমার কর্তৃত্ব খেয়ালখুশীতে পরিণত হয়েছে।

শুআয়ব ইব্ন সফওয়ান বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণ করলেন। হযরত সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর লিখলেন– উমর! পর কথা হলো, তোমার পূর্বেও অনেকে খিলাফতের এবং প্রজা শাসনের কর্তৃত্ব লাভ করেছে, এরপর তারা সকলেই ইন্তিকাল করেছে, যেমন তুমি প্রত্যক্ষ করেছ। আর তারা তাদের সেবক, অনুচর, বংশধর ও প্রজা সমাবেশের মাঝে থাকার পর নিঃসঙ্গ ও একাকী অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করেছে।

এরপর যে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে তারা পালিয়ে বেড়াত, তাও ভোগ করেছে, যে চক্ষু দিয়ে তারা দৃষ্টি নন্দন সব কিছু অবলোকন করত তা ফুঁড়ে গিয়েছে। আর কোমল বালিশ ও শয্যা এবং খাটপালঙ্ক ও সেবকদের সেবা ভোগের পর তাদের গ্রীবাসমূহ বালিশবিহীন অবস্থায় সমাহিত হয়েছে। তাদের ঐ সকল পেট ও উদরসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়েছে যা সকল প্রকার অর্থ-সম্পদ এবং খাদ্য সম্ভারেও তৃপ্ত হতো না। আমি উত্তম সুঘ্রাণের অধিকারী হওয়ার পর তারা পুঁতিগন্ধময় মরদেহে রূপান্তরিত হয়েছে। এমনকি জীবিত অবস্থায় যে সকল নিঃস্ব দরিদ্রদের তারা ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত, তাদের কারও পাশে যদি এদেরও কেউ অবস্থান করে, তাহলে সেও তাদের দুর্গন্ধে টিকতে না পেরে ঘৃণায় দূরে সরে যাবে। অথচ তারা ইতোপূর্বে তাদের সুগন্ধি ও মসৃণ ও মূল্যবান পরিধেয়ের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। আসলে তারা তাদের পার্থিব উদ্দেশ্য ও প্রবৃত্তি চরিতার্থকরণে অপব্যয় করত। কিন্তু, আল্লাহ্র পথে ও তার নির্দেশে অর্থব্যয়ে কৃপণতা করত। এখন তুমি যদি কাল কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পার যে, তারা কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ ও দায়বদ্ধ থাকবে, আর তুমি কোন কিছুর দায়ে আবদ্ধ ও দায়বদ্ধ থাকবে না। তাহলে তা কর। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য গ্রহণ কর। মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কারো কোন শক্তি নেই ঃ

ومـا مَلِكٌ عـمّـا قليلٍ بِسَـالِمٍ * وَلَوْ كـثـرتْ أحـراسُـه وَمَـوَاكِـبُـهُ

কোন রাজা-বাদশাহ্ ক্ষণিকের তরেও (মৃত্যুর কবল থেকে) নিরাপদ নয়, যদিও তার প্রহরী ও সহচর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

وَمَنْ كَانَ ذَا بَابٍ شَدِيْدٍ وَحَاجِبٍ * فعَمَّا قَلِيْلٍ يَهْجُرُ الْبَابَ حَاجِبُهُ

আর যে রুদ্ধদ্বার ও দ্বাররক্ষীর অধিকারী (সে জেনে রাখুক) অচিরেই তার দ্বাররক্ষী তার দ্বার ত্যাগ করবে।

وَمَا كَانَ غَيْرُ الْمَوْتِ حتى تفرقت * إلى غيره أعوانه وحبائِبُهُ

আর শুধু মৃত্যুর আগমন হলেই তার সহযোগী ও প্রিয়পাত্ররা তাকে ফেলে অন্যের সহযোগী ও প্রিয়পাত্রে পরিণত হবে।

فَأَصْبَحَ مَسْرُوْرًا به كل حاسدٍ * وَأَسْلَمَه أصحابُهُ وَحَبَائِبُهُ

তার এ পরিণতিতে প্রত্যেক শত্রু উৎফুল্ল হবে আর তার সহচর ও প্রিয়জনরা তাকে অমোঘ পরিণতির হাতে তুলে দিবে।

অবশ্য এই কবিতা পঙ্ক্তিগুলি তার নয়। ইব্ন আবুদ্ দুন্য়া কিতাবুল ইখলাসে আসিম ইব্ন আমির সূত্রে .... মায়মূন ইব্ন মাহরান হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন ভাইদের একটি দলের উপস্থিতিতে উমর ইব্ন আবদুল আযীয কথা বলেন। তার মুখে বেশ সাবলীল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুন্দর উপদেশমূলক কথা আসতে লাগল। এ সময় তিনি তার এক সহচরের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলেন, তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা দেখে তিনি তার কথা শেষ করে দিলেন। আমি তখন তাকে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আপনার উপদেশ দান অব্যাহত রাখুন। আমি আশা করি যে তার, দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তার শ্রোতা এবং অবগতি লাভকারীদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। আমার একথা শুনে তিনি আমাকে

বলেন, আবূ আয়্যুব! তুমি এখন আমার থেকে দূরে সরে যাও। মানুষকে উপদেশ প্রদানে ক্ষতির দিক রয়েছে যা থেকে উপদেশদাতাও নিষ্কৃতি পায় না। আর মু'মিনের জন্য কথার চেয়ে কাজ বেশী যরূরী। ইব্ন আবুদ্ দুন্ইয়া তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেন, আমরা এমন কতক লোককে প্রশাসক নিয়োগ করতে চাইলাম যাদেরকে পুণ্যবান ও সজ্জন গণ্য করতাম। তারপর যখন আমরা তাদেরকে নিয়োগ করলাম, দেখলাম তারা পাপাচারী। পাপাচারে লিপ্ত হতে লাগল। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কি কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যায় না! আবদুর রায্যাক বর্ণনা করে বলেন, আমি মা'মারকে উল্লেখ করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আদী ইব্ন আরতাআ সম্পর্কে আপত্তিকর কিছু তথ্য জানার পর উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) তাকে লিখলেন, পর কথা হলো, তোমার ব্যাপার আমাকে ধোকাগ্রস্ত করেছে। আলিমগণের সাথে তোমার উঠাবসা এবং মাথার পিছনে তোমার কাল পাগড়ী ঝুলিয়ে দেওয়া। তুমি যেমন তোমার বাহ্যিক অবস্থাকে সুন্দর করে প্রকাশ করেছ, তেমনি আমরাও তোমার প্রতি সুধারণা পোষণ করেছি। অবশ্য এখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তোমার অনেক কৃতকর্মের খবর অবহিত করেছেন।

ইমাম তাবারানী, দারা কুতনী এবং একাধিক আলিম উমর ইব্ন আবদুল আযীয পর্যন্ত প্রলম্বিত তাদের বর্ণনা সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, (একবার) তিনি তাঁর জনৈক গভর্নরকে লিখলেন– পর কথা হলো, আমি তোমাকে বিশেষভাবে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বনের, তাঁর রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের এবং তাঁর নির্দেশ পালনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের। এছাড়া সুন্নাত বিরোধী বিদআতপন্থীরা তাঁর পর যা কিছুর উদ্ভব ঘটিয়েছে তা বর্জনের। তারপর তুমি জেনে রাখ, এমন কোন বিদ্আত নেই যে, তার পূর্বে তার অসারতা সাব্যস্তকারী প্রমাণ বিদ্যমান নেই। সুতরাং তুমি সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর। কেননা, সুন্নাত যিনি প্রবর্তন করেছেন তিনি জানেন তার বিরোধিতায় কি বক্রতা, বিচ্যুতি, নির্বুদ্ধিতা, ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি রয়েছে। আর সুন্নাতের অনুসারী পূর্ববর্তীরা বিষয়াদির রহস্য উদ্ঘাটনে অধিক সক্ষম ছিলেন। কঠিন আমলে অধিক পারঙ্গম ছিলেন। আর তাদের কাজ ছিল অধিক সঠিক। আর তোমরা নিজেদের উপর (বিদআতের) যে বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছ, তাতে যদি কোন ভাল দিক থাকত, তাহলে তারা তা গ্রহণের অধিক উপযুক্ত হতেন এবং তার দিকে দ্রুততর গতিতে ধাবিত হতেন। কেননা, প্রত্যেক কল্যাণে তারাই সর্বাগ্রবর্তী। আর তুমি যদি একথা বল তাদের পরও তো কোন কোন কল্যাণের উদ্ভব হয়েছে, তাহলে জেনে নাও, তার উদ্ভব ঘটিয়েছে এমন ব্যক্তি যে মু'মিনদের পথের পরিবর্তে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে এবং তাদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তাদের প্রতি তার অন্তর বিমুখ হয়েছে। তার ব্যাপারে তারা যথেষ্ট বলেছেন এবং পর্যাপ্ত বর্ণনা করেছেন। যে তাদের থেকে পিছিয়ে থাকবে, সে অবহেলাকারী আর যে তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে চাইবে, সে অশিষ্টতা প্রদর্শনকারী। কতক লোক তাদের দীনকে সংক্ষিপ্ত করেছে। ফলে তারা অচল হয়ে পড়েছে। আবার কতক লোক লালসাগ্রস্ত হয়েছে। ফলে তারা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করেছে।

আবদুল আযীযের ছেলেকে আল্লাহ্ রহম করুন। কি চমৎকার তাঁর এই বক্তব্য যা নিঃসৃত হয়েছে এমন এক অন্তর থেকে যা সুন্নাতের অনুগমন এবং সাহাবায়ে কিরামের অবস্থার প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ ছিল। ফকীহ বা অন্যদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে আছে যে এমনভাবে বলতে পারে। কাজেই আল্লাহ্ তাঁকে অনুগ্রহ করুন এবং ক্ষমা করুন।

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেছেন, হাফিয ইয়া'কূব ইব্ন সুফ্য়ানের সূত্রে .... উমর ইব্ন আবদুল আযীয থেকে। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পর তাঁর খলীফাগণ কতক সুন্নাত[১] প্রবর্তন করেছেন। তা গ্রহণ করা আল্লাহ্র কিতাবের সত্যায়ন এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের বাস্তবায়ন। তার অবয়ব-আকৃতিতে কোন পরিবর্তন করা কিংবা তার বিরোধীদের রায় সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা কারো দায়িত্ব নয়। কাজেই, যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী বিধানের অনুসরণ করবে, সে হিদায়াত লাভ করবে। আর যে তার সাহায্যে দেখতে চাইবে সে দেখতে পাবে। আর যে তার বিরোধিতা করে মু'মিনগণের পথ পরিহার করে ভিন্নপথ অবলম্বন করবে, তাকে আল্লাহ্ সেই পথেই চালিত করবেন এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করবেন। আর প্রত্যাবর্তনস্থল রূপে তা অতি নিকৃষ্ট।

কোন একদিন উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাঁর ঘোষককে নির্দেশ দিলেন। সে 'আস্সালাতু জামিআহ্' (নামায হতে যাচ্ছে) এই ঘোষণা দিয়ে লোকদের মসজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিল। এরপর লোকজন মসজিদে সমবেত হয় এবং তিনি তাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা প্রদান করলেন। তিনি তাঁর খুত্বায় বলেন, এখন আমি তোমাদেরকে একথা অবহিত করার জন্যই সমবেত করেছি যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার সামনে আসন্ন আল্লাহ্র সাক্ষাৎ এবং আখিরাতকে বিশ্বাস করে কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করে না এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না। সে নির্বোধ, আর যে তা অবিশ্বাস করে, সে কাফির। একথা বলার পর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

أَلاَ إِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ 'শুনে রাখ, তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে সংশয়গ্রস্ত' (সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ৫৪)।

আর এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে' (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৬)।

ইব্ন আবুদ্ দুন্ইয়া তার সম্বন্ধে বর্ণনা করেন যে, তিনি (একবার) তার ছেলেদেরকে তাদের একজন গৃহশিক্ষকসহ তাইফ পাঠালেন, যাতে সেই শিক্ষক তাদেরকে সেখানে শিক্ষাদান করতে পারেন। এরপর উমর তার কাছে লিখলেন, আপনি কী মন্দ শিক্ষা দিয়েছেন! মুসলমানদের ইমামরূপে আপনি এমন এক বালককে অগ্রবর্তী করেছেন, যে এখনও নিয়্যত জানেনি– কিংবা যে এখনও নিয়্যতের আওতায় পড়েনি।[১] ইব্ন আবুদ দুন্ইয়া তার সংকলিত 'নিয়্যত' অধ্যায়ে তা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের এক মাওলা হতে 'কোমলতা ও কান্না'– অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, হে বৎস! তোমার কথা শোনা হলো এবং তোমার আনুগত্য করা হলো এতেই কল্যাণ নিহিত নেই। কল্যাণ হলো যে, তুমি তোমার প্রতিপালক থেকে গাফিল থাকার পর তার আনুগত্য করবে। হে বৎস! আজ সকালে বেলা বাড়া পর্যন্ত কাউকে আমার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দিও না। কেননা, আমার আশঙ্কা যে, এ সময় আমি তাদের কথা বুঝতে পারব না এবং তারাও আমার অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবে না। তার মাওলা তাকে বলল, গতকাল রাত্রে আপনাকে আমি ভীষণ কাঁদতে

১. সুন্নাত শব্দের অর্থ এখানে পথ, পন্থা, তরীকা, পদ্ধতি ইত্যাদি।

দেখলাম, ইতোপূর্বে আমি আপনাকে এমনভাবে কাঁদতে দেখিনি। বর্ণনাকারী বলেন, উমর কেঁদে ফেলেন, তারপর বলেন, বৎস! তখন আমি আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করেছিলাম। ইব্‌ন আবুদ্ দুন্‌ইয়া বলেন, তারপর তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন এবং বেশ খানিকটা বেলা হওয়া পর্যন্ত হুঁশ ফিরে পেলেন না। তিনি বলেন, এরপর হতে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে আমি হাসতে দেখিনি। একদিন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّ لَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا ـ

'তুমি যে কোন অবস্থায় থাক এবং তুমি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কোন কাজ কর– আমি তোমাদের পরিদর্শক' (১০ ঃ ৬১)। এবং ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন, এমনকি, বাড়ীর অন্যান্য সকলে সে কান্নার আওয়ায শুনতে পেল। তার স্ত্রী ফাতিমা বিনত আবদুল মালিক আসলেন এবং স্বামীর কান্না দেখে বসে কাঁদতে লাগলেন– এরপর তাদের দুইজনের কান্না দেখে বাড়ীর অন্যরাও কাঁদতে লাগল। এ সময় তার ছেলে আবদুল মালিক সকলের এ অবস্থায় সেখানে আসলেন এবং তার পিতার উদ্দেশ্যে বললেন, আব্বাজান! আপনি কাঁদছেন কেন ? তিনি বললেন, বৎস! ভাল কারণেই আমি কাঁদছি। তোমার পিতা কামনা করেছে যদি সে দুনিয়াকে না চিনত এবং দুনিয়া তাকে না চিনত, তাহলে কত ভাল হতো। আল্লাহ্‌র কসম, হে বৎস! আমার আশঙ্কা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর আমি না জাহান্নামবাসী হয়ে যাই!

এছাড়া ইব্‌ন আবুদ্ দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেন, আবদুল আ'লা ইব্‌ন আবূ আবদুল্লাহ্ আল আম্বরী হতে তিনি বলেন, (একবার) আমি জুমুআর দিন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযকে তৈলাক্ত কাপড় পরিহিত অবস্থায় বের হতে দেখলাম। এ সময় তার পিছনে এক হাবশী হাঁটছিল। তারপর তিনি যখন লোক সমাবেশে পৌঁছে গেলেন, তখন হাবশী ফিরে আসল। আর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয যখন দুই ব্যক্তির কাছে পৌঁছতেন, তখন বলতেন, এভাবে মহান আল্লাহ্ তোমাদের দুইজনকে রহম করুন। অবশেষে তিনি মিম্বরে আরোহণ করে খুত্‌বা শুরু করলেন। খুত্‌বায় তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে- ৮০ ঃ ১ । এরপর তিনি বলেন, আর সূর্যের কী অবস্থা হবে ? এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ আর জাহান্নামের আগুন যখন উস্‌কে দেওয়া হবে, এবং জান্নাত যখন নিকটবর্তী করা হবে- (৮১ ঃ ১২-১৩) ।

এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং মসজিদে উপস্থিত সকলেই কাঁদতে লাগল এবং সকলের সমস্বরে কান্নার শব্দ মসজিদে প্রতিধ্বনিত ও প্রকম্পিত হতে লাগল। এমনকি আমার মনে হলো তার সাথে সাথে মসজিদের দেওয়ালসমূহও যেন কাঁদছে। একবার জনৈক বেদুঈন আরব তার সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! প্রয়োজন আমাকে আপনার দ্বারস্থ করেছে। এখন আমি আমার চেষ্টার চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছি। আর আল্লাহ্ আপনাকে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। তখন উমর কেঁদে ফেলেন এবং তাকে বলেন, তোমার পোষ্য

সংখ্যা ক'জন। তখন সে বলল, আমি এবং আমার তিন কন্যা। তখন তিনি তার জন্য তিনশ' দিরহাম এবং তার কন্যাদের জন্য একশ' দিরহাম করে ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন। এছাড়া নিজের পক্ষ থেকে তাকে অতিরিক্ত একশ' দিরহাম প্রদান করলেন এবং তাকে বলেন, যাও, আপাতত এটা খরচ করে প্রয়োজন পূরণ কর। এরপর আমরা যখন সকলকে ভাতা প্রদান করব, তখন তুমিও তাদের সাথে তোমার নির্ধারিত ভাতা গ্রহণ করো।

একবার জনৈক আযারবায়জানবাসী এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার সামনে এই অবস্থানকে মহান আল্লাহর সামনে আপনার আগামীকালের অবস্থানের সাথে তুলনা করুন। যেদিন বাদী-বিবাদীদের আধিক্য মহান আল্লাহ্কে আপনার থেকে অমনোযোগী করতে পারবে না– যেদিন আপনি আমলের কোন ভরসা ছাড়া এবং পাপমুক্তির কোন সনদ ছাড়া তাঁর মুখোমুখি হবেন। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে উমর ভীষণ কাঁদলেন। তারপর তাকে বলেন, তোমার প্রয়োজন কী। তখন সে বলল, আযারবায়জানে নিয়োজিত আপনার গভর্নর আমার থেকে জোরপূর্বক বার হাজার দিরহাম আদায় করে তা বায়তুল মালে জমা করেছে। উমর বলেন, এই মুহূর্তে সেখানকার গভর্নরের নামে তার অনুকূলে ফরমান লিখে দাও, সে যেন তার প্রাপ্য বার হাজার দিরহাম ফিরিয়ে দেয়। তারপর ডাক বিভাগের বাহনের সাথে তাকে স্বদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা কর। ইব্ন আয়্যাশের মাওলা যিয়াদ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, কোন এক হিমশীতল রাত্রে আমি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের দরবারে হাযির হলাম। প্রবেশ করে আমি সেখানে বিদ্যমান একটি উনুনে আগুন পোহাতে লাগলাম। তখন আমীরুল মু'মিনীন উমরও এসে আমার সাথে ঐ উনুনে আগুন পোহাতে লাগলেন। এ সময় তিনি আমাকে বলেন, হে যিয়াদ ? আমি বললাম, জী বলুন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি বললেন, আমাকে কিছু (কাহিনী) শোনাও। আমি বললাম, আমি কিছু শোনাতে পারব না। তিনি বললেন, কথা বল, তখন আমি বললাম, 'যিয়াদ'। তিনি বললেন, "তার কী হয়েছে ?" আমি বললাম, সে নিজে যদি জাহান্নামে প্রবেশ করে, তাহলে যে জান্নাতে প্রবেশ করবে সে তার কোন উপকারে আসবে না। এবং সে যদি জান্নাতে প্রবেশ করে, তাহলে যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে সে তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার এ কথা শুনে তিনি বলেন, তুমি সত্য বলেছ। তারপর তিনি এত বেশী কাঁদলেন যে, তার অশ্রুতে উনুনের অঙ্গার নিভে গেল। একবার যিয়াদ আল-আবদী তাঁকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি নিজেকে গুণ-বর্ণনায় ব্যাপৃত করবেন না, আপনি বরং তাকে ব্যাপৃত করুন, আপনি যে গুরুতর অবস্থায় আছেন তা থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে। তারপর যিয়াদ তাকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি আমাকে বলুন ঐ ব্যক্তির অবস্থা কেমন, যার একজন ঘোর-কলহপ্রবণ প্রতিপক্ষ রয়েছে? তিনি বলেন, তার অবস্থা শোচনীয়। যিয়াদ তাকে বলেন, যদি তার প্রতিপক্ষ এরূপ দুইজন ঘোর-কলহপ্রবণ ব্যক্তি হয় ? তিনি বলেন, তাহলে তো তার অবস্থা আরও শোচনীয়। যিয়াদ বলেন, আর যদি তার প্রতিপক্ষের সংখ্যা তিনজন হয় ? তিনি বলেন, তাহলে তো তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। যিয়াদ বলেন, আল্লাহ্র কসম! হে আমীরুল মু'মিনীন! উম্মতে মুহাম্মাদীর [বর্তমান কালে জীবিত] এমন কেউ নেই যে, আপনার প্রতিপক্ষ নয়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যে, আমি কামনা করতে লাগলাম যে, যদি আমি তাকে এ বিষয়ে কিছু না বলতাম, তাহলেই ভাল হতো। একবার উমর ইব্ন আবদুল আযীয আদী ইব্ন আরতাআ এবং বসরাবাসীদের কাছে এই মর্মে

পত্র প্রেরণ করেন– তার কথা হলো, এমন কতক লোক রয়েছে যারা এই শরাবপানে আসক্ত অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। এই শরাবের নেশায় তারা এমনসব বিষয়ে লিপ্ত হয় যা তারা করে থাকে তাদের আকলবুদ্ধি লোপ পাওয়ার সময় এবং বিবেক ও বিবেচনা বোধ নিষ্ক্রিয় হওয়ার সময়। ফলে, তারা এ সময় রক্তপাত ঘটায়, ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং অবৈধ উপার্জনে প্রবৃত্ত হয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তার পরিবর্তে অনেক হালাল পানীয়ের অবকাশ রেখেছেন। কাজেই, তোমাদের কেউ যদি নাবীয বা তাড়ি বানায় সে যেন চামড়ার মশ্‌কেই বানায়। আর আল্লাহ্‌র হালালকৃত পানীয় পান করে হারাম পানীয় পরিহার করে চলে। আমাদের এই সতর্কীকরণের পর যদি আমরা কাউকে হারাম পানীয় পান করতে দেখি, তাহলে আমরা তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করব। আর মহান আল্লাহ্‌র হারামকৃত বিষয়কে যে লঘু গণ্য করবে, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোরতর।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের খিলাফত

তার ভাই খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিকের এক ফরমান দ্বারা তার অনুকূলে এই মর্মে বায়আত গৃহীত হয়েছিল যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পর তিনিই শাসন কর্তৃত্বের অধিকার হবেন। তারপর যখন এ বছর অর্থাৎ একশ' এক হিজরীর রজব মাসে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ইন্তিকাল করলেন, তখন সকলে ব্যাপকভাবে তার কাছে বায়আত করল। এ সময় তার বয়স ঊনত্রিশ বছর। দায়িত্ব গ্রহণের পর এ বছরের রমযান মাসে তিনি পবিত্র মদীনার প্রশাসক পদ থেকে আবূ বাকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযমকে অপসারণ করেন এবং নতুন প্রশাসকরূপে আবদুল রহমান ইব্‌ন যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়সকে নিয়োগ করেন। ফলে তার মাঝে এবং আবূ বাকর ইব্‌ন হাযমের মাঝে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এমনকি এই পর্যন্ত গড়ায় যে, আবূ বাকর ইব্‌ন হাযম তার বিরুদ্ধে সংশোধনমূলক একটি শাসন ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করে।

এ ছাড়া এ বছর বুসতাম খারিজীর অনুসারী খারিজীদের মাঝে এবং কূফার সেনাবাহিনীর মাঝে লড়াই সংঘটিত হয়। খারিজীদের সংখ্যা ছিল কম, আর কূফার সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় দশ সহস্র অশ্বারোহী। তা সত্ত্বেও খারিজীরা তাদেরকে পর্যুদস্ত করার উপক্রম হয়। তখন তারা পারস্পরিক ভর্ৎসনার মাধ্যমে একে অন্যকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে খারিজীদের বিধ্বস্ত করে এবং তাদের সকলকে হত্যা করে। তাদের সকল বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে তারা নির্মূল করে। এ বছরেই ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব বিদ্রোহ করে এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের বায়আত প্রত্যাহার করে বসরায় নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এ জন্য তাকে দীর্ঘ অবরোধ ও লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তারপর সে যখন তার কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন সে তার অধিবাসীদের মাঝে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং অর্থসম্পদ অকাতরে ব্যয় করে। এ সময় সে বসরার গভর্নর আদী ইব্‌ন আরআসাকে বন্দী করে। কেননা, সে বসরায় অবস্থানকারী মুহাল্লাব পরিবারের সদস্যদের বন্দী করে যখন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের বন্দীখানা থেকে পলায়ন করে– যেমন আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব যখন গভর্নরের প্রাসাদের দখল লাভ করল, তখন আদী ইব্‌ন আরতাআকে হাযির করা হলো। এ সময় সে হাসতে হাসতে প্রবেশ করল। তখন ইব্‌ন মুহাল্লাব তাকে বলল, তোমার হাসি দেখে আমি আশ্চর্য বোধ করছি। কেননা, প্রথমত তুমি নারীদের ন্যায় যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেছ,

আর এখন তোমাকে ক্রীতদাসের ন্যায় টেনে-হেঁচড়ে আমার সামনে হাযির করা হয়েছে। তখন আদী বলল, আমি এ জন্য হাসছি যে, আমার জীবনের নিরাপত্তা তোমার জীবনের নিরাপত্তার সাথে অভিন্ন সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে, আর আমার পিছনে এক পশ্চাদ্ধাবনকারী রয়েছে, যে আমাকে ছেড়ে দিবে না। ইব্ন মুহাল্লাব বলল, সে কে ? সে বলল, তারা হলো শামে অবস্থানরত বানূ উমায়্যার সেনাবাহিনী। আর তারা তোমাকেও ছেড়ে দিবে না। কাজেই, সমুদ্রের ঢেউ তোমার উপর আছড়ে পড়ার পূর্বেই আত্মরক্ষা কর। কেননা, তখন তুমি অব্যাহতি চাইলেও তোমাকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। তখন ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব তার কথার উত্তর দিল। তারপর তাকে এবং তার স্বজন-পরিজনকে বন্দী করল। এদিকে বসরায় ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের কর্তৃত্ব সুসংহত হলো এবং সে বিভিন্ন দিকে তার প্রতিনিধি ও নায়িবদের প্রেরণ করল। এ সময় সে আহ্ওয়াযে প্রশাসক নিয়োগ করল এবং একদল যোদ্ধাসহ তার ভাই মুদরিক ইব্ন মুহাল্লাবকে খোরাসানের প্রশাসক নিয়োগ করে পাঠাল। এদিকে খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে তার এ সকল তৎপরতার সংবাদ পৌঁছল। তিনি তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বসরা অভিমুখে তার ভাতিজা আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিককে চার হাজার যোদ্ধাসহ প্রেরণ করলেন। আববাসের নেতৃত্বাধীন এই বাহিনী ছিল শামের নিয়মিত বাহিনীতে অবস্থানরত তার চাচা মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিকের অনুবর্তী অগ্রবর্তী বাহিনী স্বরূপ। এদিকে ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের কাছে যখন তার বিরুদ্ধে প্রেরিত খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পৌঁছল, সে বসরা ত্যাগ করল এবং তার ভাই মারওয়ান ইব্ন মুহাল্লাবকে তার স্থলবর্তী করল। বসরা থেকে বের হয়ে সে ওয়াসিত-এ অবস্থান গ্রহণ করল। সেখানে সে তার অনুসারী আমীরদের কাছে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ চাইল। তখন তারা রায় প্রদানে মতবিরোধে লিপ্ত হলো। তাদের কেউ কেউ তাকে আহওয়ালে গিয়ে সেখানকার পাহাড়ের চূড়ায় আত্মরক্ষা করতে পরামর্শ দিল। তখন সে বলল, তোমরা তো দেখছি আমাকে পাহাড় চূড়ায় অবস্থানগ্রহণকারী পাখী বানাতে চাচ্ছ। আর ইরাকীগণ তাকে পরামর্শ দিল আল জাযীরায় গিয়ে সেখানকার সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করতে এবং জাযীরাবাসীকে সমবেত করে তাদের সাহায্যে শামবাসীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এ বছর যখন অতিবাহিত হয়, তখন ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব ওয়াসিতে অবস্থানরত আর শামের ফৌজ তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়।

এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন পবিত্র মদীনার আমীর আবদুর রহমান ইব্ন যাহ্হাক ইব্ন কায়স। এ সময় পবিত্র মক্কার আমীর আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসায়দ, কূফার আমীর আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্নুল খাত্তাব আর তার কাযী আমির শা'বী, এছাড়া বসরার আমীর ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের বায়আত প্রত্যাহার করে নিজেই তার শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এ বছরই উমর ইব্ন আবদুল আযীয রিবঈ ইব্ন হিরাশ এবং আবূ সালিহ আস্সাম্মান ইন্তিকাল করেন। আবূ সালিহ আস্সাম্মান নির্ভরযোগ্য ও সত্যনিষ্ঠ আবিদ। আমাদের সংকলিত 'আত্তাক্মীল' গ্রন্থে আমরা তার জীবনী উল্লেখ করেছি। মহান আল্লাহ্ অধিক জানেন।

১০২ হিজরীর সূচনা

এ বছরেই মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তার প্রেক্ষাপট হলো ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব তার ছেলে মুআবিয়াকে ওয়াসিত-এ নিজের স্থলবর্তী করে সেখান থেকে ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হয়। এ সময় তার অগ্রবর্তী বাহিনীতে তার ভাই আবদুল মালিক ইব্ন মুহাল্লাব ছিল। অবশেষে ইব্ন মুহাল্লাব যখন আকার নামক স্থানে পৌঁছল, তখন মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক এক অপ্রতিরোধ্য ও বিশাল বাহিনী নিয়ে সেখানে উপনীত হলেন। এ সময় দুই বাহিনীর অগ্রবর্তী সেনারা প্রথমে মুখোমুখি হলো তারা প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হলো। এ সময় বসরার সৈনিকরা শামের সৈনিকদের পরাজিত করল। তারপর শামবাসীরা পারস্পরিক ভর্ৎসনার মাধ্যমে একে অন্যকে যুদ্ধে আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করল। তখন তারা একযোগে আক্রমণ করে বসরাবাসীদের পরাজিত করল এবং তাদের একদল বীর ও সাহসী যোদ্ধা হত্যা করল, তন্মধ্যে অন্যতম হল মানতূফ। সে ছিল বানূ বাকর ইব্ন ওয়াইলের মাওলা প্রসিদ্ধ বীর। এ প্রসঙ্গে কবি ফারাযদাক বলেন–

تَبْكِى على المنتوف بكر بن وائل * وتنهى عن ابنى مسمع من بكاهُمَا

'মানতূফের শোকে বকর ইব্ন ওয়াইল কাঁদছে আর মুসমি'-এর দুই ছেলের শোকে কান্নাকারীকে নিষেধ করছে।'

জাহমিয়্যাদের শুরু, ছাওরীদের মাওলা জা'দ ইব্ন দিরহাম হামদানী যাকে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল কাসরী ঈদুল আযহার দিন যবাহ করেছিল– সে এর জবাবে আবৃত্তি করল–

نبكى على المنتوف فى نَصْرِ قومِه * وليتنا نبكى الشائد ين أياهما

আপন সম্প্রদায়কে সাহায্য করার ক্ষেত্রে আমরা মানতূফের শোকে কাঁদছি। হায়!

أراد فناء الحَى بكر بن وائلٍ * فعز تميم لو أصيب فناهُمَا

বকর ইব্ন ওয়াইল শত্রু গোত্রের আঙিনায় আক্রমণ করতে চাইল।

فلا لقيا رُوجًا من الله ساعةً * ولا رقأتْ عينا شجىٍّ بَكاهما

সুতরাং তারা দু'জন যেন ক্ষণিকের জন্যও আল্লাহ্ থেকে স্বস্তি লাভ না করে এবং তাদের দুইজনের শোকে কান্নাকারীর চক্ষুদ্বয় যেন অশ্রুশূন্য না হয়।

أ فى الغش نبكى إن بكينا عَلَيْهما * وقد لقيا بالغش فينا رداهما

'আমরা যদি তাদের দুইজনের শোকে কাঁদি তাহলে কি প্রতারণার শিকার হব, অথচ প্রতারণার কারণেই তারা দুইজন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে।'

মাসলামাহ্ এবং তার ভাতিজা আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ যখন ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের ফৌজের নিকটবর্তী হলেন তখন সে তার অনুগামী যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা প্রদান করে এবং তাদেরকে শামবাসীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে। আর ইয়াযীদের সাথে ছিল একলক্ষ বিশ হাজার যোদ্ধা। যারা তার পূর্ণ আনুগত্য এবং কুরআন-সুন্নাহর বিধান কার্যকরকরণে তার হাতে বায়আত করেছিল। এছাড়া বায়আতকালে তারা এ বিষয়েও অঙ্গীকার করেছিল যে, কোন

বিদেশী শক্তি তাদের দেশ পদদলিত করবে না এবং তাদের উপর ফাসিক হাজ্জাজের শাসন-বিধানের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না এবং এ সকল শর্তে যারা তাদের কাছে বায়আত প্রস্তাব করবে তারা তা গ্রহণ করবে, আর যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আর এ সময় হযরত হাসান বসরী (রহ) লোকজনকে সংযত থাকার এবং গোলযোগ-বিশৃঙ্খলা পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং এ বিষয়ে তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। এর কারণ হলো ইব্‌ন আশআছ-এর সময়ে দীর্ঘ ও ব্যাপক লড়াই সংঘটিত হয়েছিল এবং সে কারণে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। তাই এ সময় হযরত হাসান বসরী (রা) লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা প্রদান করতে লাগলেন এবং তাদেরকে উপদেশমূলক কথা বলে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে লাগলেন। বসরার তৎকালীন প্রশাসক আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাল্লাবের কাছে যখন এ সংবাদ পৌছল, তখন সে লোকদের সমাবেশে খুত্‌বা দিয়ে তাদেরকে দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিল। তারপর সে হাসান বসরীর নাম উল্লেখ না করে বলল, আমার কাছে এ সংবাদ পৌছেছে যে, লৌকিকতার এই বিভ্রান্ত শায়খ লোকজনকে নিরুৎসাহিত করছে। সাবধান! আল্লাহ্‌র কসম, সে যেন অবশ্যই ক্ষান্ত হয় অন্যথায় আমি তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এভাবে সে হাসান বসরীকে হুমকি দিল। এদিকে হযরত হাসান যখন তার বক্তব্য জানতে পারলেন, তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ যদি তার [দুর্ব্যবহার দ্বারা] অপদস্থতার দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেন, তাহলে আমি তা অপসন্দ করব না। পরবর্তীতে অবশ্য আল্লাহ্ তাকে তার থেকে নিরাপদ রেখেছিলেন, এমনকি তাদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়েছিল তার তা ঘটেছিল এভাবে। উভয় বাহিনী যখন মুখোমুখি হল তখন তারা সামান্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হলো। এরপর লড়াই তীব্র আকার ধারণ করতে না করতেই ইরাকীবাহিনী দ্রুত পলায়ন করতে লাগল। কারণ, তাদের কাছে এ সংবাদ পৌছেছিল যে, তারা যে পুল/সেতু পার হয়ে এখানে এসেছে তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ খবর শোনামাত্র তারা পরাজয় মেনে নিয়ে পলায়ন করতে লাগল। এ অবস্থা দেখে ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব বলল, লোকদের কী হলো ? পলায়ন করার মত তো কিছু ঘটেনি। তাকে বলা হলো, তাদের কাছে এ সংবাদ পৌছেছে যে, যে সেতু পার হয়ে তারা এখানে পৌছেছে তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে সে বলল, আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন! তারপর সে পলায়নোদ্যতদের ফিরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তার পক্ষে সম্ভব হলো না। তখন সে তার সহযোদ্ধাদের একটি দল নিয়ে অবিচলভাবে লড়াই অব্যাহত রাখল। কিন্তু এদেরও কেউ কেউ তার অজ্ঞাতসারে সটকে পড়তে লাগল। অবশেষে, তার সাথে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সহযোদ্ধা থাকল। এ সত্ত্বেও সে তার সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকল এবং শত্রু বাহিনীর যে অশ্বারোহী যোদ্ধাদের সম্মুখীন হতে লাগল তাদেরকেই পরাজিত করতে লাগল। তার আক্রমণের তীব্রতার মুখে শামীয় যোদ্ধারা তার ডানে-বামে সরে যেতে লাগল। ইত্যবসরে তার ভাই হাবীব ইব্‌ন মুহাল্লাব নিহত হলো, ফলে তার ক্রোধ ও জিঘাংসা আরও বৃদ্ধি পেল। এ সময় সে তার একটি ধূসর বর্ণের ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। পরিশেষে সে, আর কোনও উপায় না দেখে পরাজয় অবধারিত বুঝতে পেরে মাসলামা ইব্‌ন মালিককে হত্যার উদ্দেশ্যে একরোখাভাবে তার দিকে অগ্রসর হলো। সে যখন মাসলামার মুখোমুখি পৌছল, তখন শামী অশ্বারোহীরা তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে। এ সময় তারা তার সাথে

তার ভাই মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাল্লাব এবং সামায়যা 'নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবকে যে ব্যক্তি হত্যা করে, তার নাম আল-কাহ্ল ইব্ন আয়্যাশ, সেও ইব্ন মুহাল্লাবের পাশে নিহত হয়। হত্যার পর তারা ইয়াযীদের মাথা মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে নিয়ে আসে। তিনি তা খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মুআয়তের সাথে তার ভাই আমীরুল মু'মিনীন সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেন। আর মাসলামাহ্ ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের ফৌজের অবশিষ্টাংশের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন। এ সময় তিনি তাদের মধ্য থেকে তিনশ' জনকে বন্দী করে কূফায় প্রেরণ করেন এবং তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চেয়ে তার ভাইয়ের কাছে দূত প্রেরণ করেন। তাদের হত্যার নির্দেশ নিয়ে তার পত্র আসে। এরপর মাসলামাহ্ তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং হীরায় অবস্থান গ্রহণ করেন।

এদিকে ওয়াসিত-এ অবস্থানরত ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের ছেলে মুআবিয়ার কাছে যখন তার পিতার পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে, তখন সে তার কাছে বিদ্যমান তিরিশজন বন্দীকে হত্যা করে। এদের অন্যতম হলেন উমর ইব্ন আবদুল আযীযের নাইব / নিয়োগকৃত প্রশাসক আদী ইব্ন আরতাআ, তার ছেলে, মুসমি'এর দুই ছেলে মালিক ও আবদুল মালিক এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের একটি দল। তারপর সে বিভিন্ন প্রকার ধন-সম্পদের ভাণ্ডারসমূহ নিয়ে বসরায় আগমন করে এবং তার সাথে তার চাচা মুফায্যাল ইব্ন মুহাল্লাবও সেখানে আগমন করে। এভাবে বসরায় মুহাল্লাব পরিবারের সকল সদস্য সমবেত হয়। এ সময় তারা যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করে এবং পূর্ণতম সমরসজ্জা গ্রহণ করে যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পরে তারা তাদের স্বজন-পরিজন ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম সবসহ কিরমানের পার্বত্য অঞ্চলে গমন করে এবং সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে। এ সময় ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের একদল সহযোদ্ধাও তাদের সাথে যোগ দেয়। তারা সকলে মিলে মুফায্যাল ইব্ন মুহাল্লাবকে তাদের আমীর/ সেনাপতি মনোনীত করে। এদিকে মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক মুহাল্লাব পরিবারের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য হিলাল ইব্ন মা'জূর মুহারিবীর নেতৃত্বে একদল ফৌজ প্রেরণ করলেন। বলা হয় তারা মুদরিক ইব্ন যাব্ আলকালবী নামক অপর এক ব্যক্তিকে তাদের আমীর / সেনাপতি মনোনীত করেছিল। এরপর হিলাল ইব্ন মা'জূর তাদেরকে অনুসরণ করে কিরমানের পার্বত্য অঞ্চলে পৌঁছে তাদের মুখোমুখি হলেন। সেখানে উভয় বাহিনী তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত হলো। এ সময় মুফায্যালের সহযোদ্ধাদের একদল নিহত হলো এবং তাদের নেতৃস্থানীয় একদল বন্দী হলো এবং বাকীরা পরাজিত হলো। তারপর হিলাল বাহিনী মুফায্যালকে অনুসরণ করে তাকে হত্যা করল এবং তার মাথা মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে পাঠানো হলো। এ ছাড়া এ সময় ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের সহযোদ্ধাদের একটি দলও আগমন করল। শামের আমীর থেকে তাদের জন্য নিরাপত্তা-পত্র গ্রহণ করা হলো। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মালিক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন আশতার আন্নাখঈ। এরপর তারা যুদ্ধবন্দী নারী, শিশু, অস্ত্রশস্ত্র এবং ধন-সম্পদ মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে পাঠালেন। এদের সাথে ছিল মুফায্যাল এবং আবদুল মালিক ইব্ন মুহাল্লাবের মাথা। মাসলামাহ্ এই মাথা দুটির সাথে নয়জন সুন্দর বালককে তার ভাই খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে পাঠালেন। ইয়াযীদ এদের শিরশ্ছেদের নির্দেশ দিলেন। এরপর তাদের মাথাসমূহ দামেশকে জনসমক্ষে প্রদর্শন করা হলো। কিছুদিন পর সেগুলি হলবে প্রেরণ করা হলো এবং সেখানেও জনসমক্ষে প্রদর্শন করা হলো। এ

সময় মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক শপথ করলেন, অবশ্যই তিনি মুহাল্লাব পরিবারের নারী-শিশুদের বিক্রি করবেন। জনৈক আমীর তার কসম পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে একলক্ষ দিরহাম মূল্যে খরিদ করলেন। তারপর সসম্মানে তাদেরকে আযাদ করে দিলেন। পরবর্তীতে মাসলামাহ্ সেই আমীর থেকে কোন মূল্য গ্রহণ করলেন না। ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের মৃত্যুতে কবিরা একাধিক শোকগাথা রচনা করেছে, যা ইব্ন জারীর উল্লেখ করেছেন।

ইরাক ও খোরাসানের প্রশাসকরূপে মাসলামাহ্

মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক মুহাল্লাব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করেন সে বছরেই তার ভাই খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক লিখিত ফরমান প্রেরণ করে তাকে কূফা, বসরা ও খোরাসান অঞ্চলের প্রশাসক নিয়োগ করলেন। মাসলামাহ্ কূফা ও বসরায় তার স্থলবর্তী উপপ্রশাসক নিয়োগ করলেন এবং তার জামাতা সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন হারিছ ইবনুল হাকাম ইব্ন আবুল আসকে খোরাসানে প্রেরণ করলেন যার উপাধি ছিল 'খুযায়নাহ্'। তিনি সেখানে গমন করলেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের অবিচলতা ও বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করলেন। এছাড়া তিনি এ সময় মুহাল্লাব পরিবারের নায়েবদের শাস্তি প্রদান করলেন এবং তাদের থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আদায় করলেন। এ সময় তাদের কেউ কেউ শাস্তির কঠোরতার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

তাতারী[১] ও মুসলমানদের মাঝে সংঘটিত একটি যুদ্ধ তাতারী সম্রাট খাকান কূরসোল নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সুগদ্ অঞ্চলে এক ফৌজ প্রেরণ করে। এ সময় সে অগ্রসর হয়ে মুসলিম অধ্যুষিত 'কাসরুল বাহিলী' অবরোধ করে। তখন সমরকন্দের প্রশাসক উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুতাররিফ চল্লিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তাদের সাথে সন্ধি করেন এবং সন্ধির সত্যতার প্রমাণস্বরূপ সতেরজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বন্ধকস্বরূপ তাদের হাতে তুলে দেন। এরপর উছমান তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানান। তখন তার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে চার সহস্র যোদ্ধা নিয়ে মুসায়্যাব ইব্ন বিশর আররিয়াহী নামক এক ব্যক্তি তাতারীদের অভিমুখে অগ্রসর হন। কিছুদূর পথ অতিক্রম করার পর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দেন এবং তাদেরকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে জানান তিনি শত্রু অভিমুখে যাচ্ছেন শাহাদত লাভের উদ্দেশ্যে। তার এ কথা শোনার পর এক হাজারের অধিক যোদ্ধা ফিরে যায়। এরপর প্রত্যেক মনযিলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দিতে থাকেন এবং তার সহযোদ্ধাদের অনেকে ফিরে যেতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তার সাথে মাত্র সাতশ' যোদ্ধা অবশিষ্ট থাকে। তখন তিনি এদেরকে নিয়ে অগ্রসর হন এবং "কাসরে বাহিলী" অবরোধকারী তাতারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য সুবিধামাফিক অবস্থান গ্রহণ করেন। এদিকে সেখানে অবরুদ্ধ মুসলমানগণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তারা শত্রুদের সামনে তাদের স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা করবেন, তারপর সেখান থেকে নেমে তাদের সর্বশেষজন শহীদ হওয়া পর্যন্ত লড়াই করে যাবেন। মুসায়্যিব তাদেরকে সে দিনের জন্য অবিচল থাকতে বলেন, তারা তাই করে। আর এদিকে মুসায়্যিব প্রতীক্ষায় থাকেন। অবশেষে যখন রাতের শেষ প্রহর ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি ও তার সহযোদ্ধারা তাকবীরধ্বনি

১. এখানে আরবীতে তুর্কী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু অনুবাদ তাতারী করা হলো।

দেন। এ সময় তারা তাদের সাংকেতিক শ্লোগান নির্ধারণ করেন– ইয়া মুহাম্মাদ– এরপর তারা একযোগে তাতারীদের উপর তীব্র আক্রমণ করেন। এ আক্রমণে তারা তাদের বহু যোদ্ধাকে হত্যা করেন এবং বহুসংখ্যক বাহন/ পশু আহত করেন। আর অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কা সামলে এবার তাতারীরাও তাদেরকে আক্রমণ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই করে। এ অবস্থায় অধিকাংশ মুসলমান যোদ্ধা পলায়ন করেন এবং মুসলিম সেনাপতি মুসায়্যিবের অশ্ব তার পশ্চাদদেশে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তিনি এবং তার সঙ্গী বীরেরা পদাতিক যোদ্ধায় পরিণত হন এবং এ অবস্থায়ও তারা শত্রুর বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ আক্রমণ চালিয়ে যান আর এই মুষ্টিমেয় যোদ্ধার দল মুসায়্যিবকে ঘিরে অবিচলভাবে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন এবং অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে বিজয় দান করেন। এ সময় মুশরিকরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তাদের সামনে থেকে পলায়ন করে অথচ তাদের সংখ্যা ছিল বিপুল। এ সময় মুসায়্যিবের ঘোষক ঘোষণা করে, তোমরা কোন শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করো না, তোমরা কাসরে বাহিলী এবং তার অধিবাসীদের উদ্ধার কর। তখন তারা তাদেরকে সফরের বাহন সরবরাহ করে এবং ঐ সকল তাতারীদের সেনা ছাউনি, সকল অর্থ-সম্পদ ও মূল্যবান বস্তু অধিকার করে। এরপর তারা 'কাসরে বাহিলীতে' অবরুদ্ধ মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসে। পরদিন যখন তাতারীরা ফিরে এসে সেখানে কোন জনমানবের চিহ্ন দেখল না, তখন তারা মনে মনে ভাবল, গতকাল আমরা যাদের মুখোমুখি হয়েছিলাম তারা মানুষ ছিল না, তারা ছিল জিন। আর এ বছর যে সকল প্রখ্যাত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন ঃ

যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম আল হিলালী[১]

তিনি আবুল কাসিম মতান্তরে আবূ মুহাম্মাদ আল খোরাসানী। ইনি বলখ, সমরকন্দ ও নিশাপুরে অবস্থান করতেন। তিনি বিশিষ্ট তাবেঈ। হযরত আনাস, ইব্ন উমর, আবূ হুরায়রা এবং তাবিঈগণের এক দল থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। অবশ্য কারও কারও মতে সাহাবীগণের কারও থেকে তিনি সরাসরি কোন হাদীস শুনেননি, এমনকি [কনিষ্ঠতম সাহাবী] ইব্ন আব্বাস থেকেও না। যদিও তার সম্পর্কে একথা বর্ণিত আছে যে, তিনি সাত বছর তার সাহচর্যে ছিলেন। যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। ছাওরী বলেন, তোমরা চার ব্যক্তি থেকে তাফসীর শিক্ষা কর। মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে ইমাম শু'বাহ্ ইব্ন আব্বাস থেকে তার হাদীস শোনার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, আসলে যাহ্হাক সাঈদ সূত্রে ইব্ন আব্বাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন সাঈদ আল কাত্তান বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। তবে ইব্ন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন। তিনি তার সম্পর্কে বলেন, তিনি কোন সাহাবী থেকে সরাসরি কোন রিওয়ায়াত শ্রবণ করেননি। আর যে ব্যক্তি দাবী করে যে, তিনি ইব্ন আব্বাসের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন সে বিভ্রান্তি ও ভুলের

---

১. তারীখুল ইসলাম ৪/১২৫, তারীখুল বুখারী ৪/৩৩২, তাহযীবুত্ তাহযীব ৪/৪৫৩, তাহযীবুল কামাল পৃঃ ১৬৮, আলজারহ ওয়াত্ তা'দীল ১ম অংশ ২য় ভলিউম ৪২৮, খুলাসাতু তাহযীবুত তাহযীব ১৭৭, শাজারাতুয্ যাহাব ১/১২৪, তাবকাতু ইব্ন সা'দ ৬/৩০০, ৭/৩৬৯ তাবকাতু খালীফা ২৯৫০,তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন, মিরআতুল জিনান ১/২১৩, আলমুগীনী ফী আয্যুআফা ১/৩১২, আন্নুজূম আয্যাহিরা ১/২৪৮.

শিকার। তার সম্পর্কে বলা হয়, তার মা তাকে দুই বছর গর্ভে ধারণ করেছিলেন এবং তিনি যখন তাকে প্রসব করেন তার এই নবজাতকের দাঁত গজিয়ে গিয়েছিল। তিনি শিশুদেরকে অবৈতনিকভাবে শিক্ষা দিতেন। বলা হয়, তিনি একশ' পাঁচ হিজরীতে আবার কারো কারো মতে একশ' ছয় হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ অধিক অবগত।

আবুল মুতাওয়াক্কিল আন্নাজী

তাঁর নাম আলী ইবনুল বাসরী। তিনি একজন উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন নির্ভরযোগ্য ও বিশিষ্ট তাবেয়ী। আশি বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহম করুন।

১০৩ হিজরীর সূচনা

এ বছরেই ইরাকের গভর্নর উমর ইব্ন হুবায়রাহ্ আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশে খোরাসানের প্রশাসক পদ থেকে সাঈদ খুযায়নাকে অপসারণ করেন এবং তার স্থলে সাঈদ ইব্ন আমর আলজুরায়শীকে নিয়োগ করেন। এই সাঈদ ইব্ন আমর প্রসিদ্ধ বীরদের একজন। তার বীরত্ব ও যুদ্ধকুশলতায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাতারীরা সুগদ অঞ্চল থেকে পিছু হটে চীনা ভূখণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এ ছাড়া এ বছরেই খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক, আবদুর রহমান ইব্ন যাহ্হাক ইব্ন কায়সকে একই সাথে পবিত্র মক্কা ও মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন। আবদুর রহমান আলওয়াহিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আন্নাযরীকে তাইফের নাইব বা প্রশাসক নিয়োগ করেন। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন 'আমীরুল হারামায়ন' আবদুর রহমান ইব্ন যাহ্হাক ইব্ন কায়স। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক জানেন। এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম ঃ

ইয়াযীদ ইব্ন আবূ মুসলিম

তিনি আবুল আলা' আল মাদানী, আতা ইব্ন ইয়াসার আল্-হিলালী, আবূ মুহাম্মাদ আলকাস্ আলমাদানী, মাইমূনার মাওলা। এ ছাড়া তিনি সুলাইমান, আবদুল্লাহ্ এবং আবদুল মালিকের ভাই, আর এদের প্রত্যেকে তাবেঈ। আর তিনি একাধিক সাহাবী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং একাধিক 'হাদীস সমালোচক' তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। বলা হয়, তিনি একশ' তিন কিংবা চার হিজরীতে অশীতিপর বৃদ্ধ অবস্থায় আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তিকাল করেন। কারো কারো মতে তিনি একশ' হিজরীর পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।

মুজাহিদ ইব্ন জুবায়র আল-মাক্কী[১]

তার পূর্ণ পরিচয় আবুল হাজ্জাজ আল কুরাশী আলমাখযূমী সাইব ইব্ন আবূস সাইব আল- মাখযূমীর মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম, প্রথম সারির তাবিঈ ও মুফাস্সিরগণের অন্যতম। তিনি ইব্ন আব্বাসের খোজা শিষ্যদের বিশিষ্ট একজন। তার কালে তিনিই ছিলেন

---

১. আলইসাবা ৮৩৬৩, তারীখুল ইসলাম ৪/১৯০, তারীখুল বুখারী ৭/৪১১, তায্কিরাতুল হুফ্ফায ১/৮৬, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ১ম অংশ ২য় খণ্ড ৮৩, তাহযীবুত্ তাহযীব ১০/৪২, তাহযীবুল কামাল পৃঃ ১৩০৬, আলজারহু ওয়াত্ তা'দীল প্রথম অংশ ৪র্থ ভলিউম ৩১৯, আল হিলইয়া ৩/২৭৯, খুলাসাতু তাহযীবুত্ তাহযীব ৩৬৯, শাজারাতুয্ যাহাব ১/১২৫, তাবাকাত ইব্ন সা'দ ৫/৪৬৬, তাবাকাতুল হুফ্ফায– আস্সুয়ূতী- পৃঃ ৩৫, তাবাকাত খলীফা আল ইকদুছ্ছামীন ৭/১৩২, আল মাআরিফ ৪৪৪, আলমা'রিফা ওয়াত্তারীখ ১/৭১১।

তাফসীর শাস্ত্রের সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। এমন কি তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, ইল্‌ম্ দ্বারা যদি কেউ মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সন্ধান করে থাকে, তবে মুজাহিদ এবং তাউস তা করেছেন। মুজাহিদ বলেন, একবার ইব্‌ন উমর আমার রেকাব ধরে বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা হয় আমার ছেলে সালিম এবং গোলাম নাফি' যদি তোমার মত জ্ঞান ধারণ করতে পারত। বলা হয় তিনি ইব্‌ন আব্বাসকে তিরিশ বার সম্পূর্ণ কুরআন শুনিয়েছেন [প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ]। অবশ্য কেউ কেউ বলেন দুইবার। প্রতিটি আয়াত শেষে থেমেছেন এবং তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। সিজদারত অবস্থায় একশ' এক কিংবা দুই কিংবা তিন কিংবা চার হিজরীতে মুজাহিদ মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। আর আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ

মুজাহিদ বিশিষ্ট ও আলিম সাহাবীগণের সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। যেমন ইব্‌ন উমর, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আমর, আবূ সাঈদ ও রাফি' ইব্‌ন খাদীজ। এছাড়া তার থেকে বহু তাবেঈ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেন, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম সূত্রে আবূ বাকর ইব্‌ন আয়্যাশ থেকে। তিনি বলেন, আমাকে আবূ ইয়াহ্‌ইয়া অবহিত করেছেন যে, তিনি মুজাহিদকে বলতে শুনেছেন, ইব্‌ন আব্বাস আমাকে বলেছেন, তুমি কখনও ওযূ ছাড়া ঘুমাবে না। কেননা, রূহসমূহকে যে অবস্থায় কব্‌য করা হবে সে অবস্থায়ই পুনরুত্থিত করা হবে। ইমাম তাবারানী আল্লাহ্ তা'আলার এই কথার ادْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ মন্দের মোকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা ২৩ : ৯৬ – ব্যাখ্যায় তার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এর অর্থ হলো সাক্ষাতের সময় তাকে সালাম করবে। কারও মতে অবশ্য এর উদ্দেশ্য হলো মোসাফাহাহ্ বা করমর্দন। আমর ইব্‌ন মুররাহ্ তার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, সাবধান হও! পাপের জন্য আল্লাহ্ পাকড়াও করবেন না।

ইব্‌ন আবূ শায়বাহ্ রিওয়ায়াত করেছেন আবূ উমামা সূত্রে মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, পবিত্র মদীনায় এক অভাবী পরিবার ছিল। একবার তাদের কাছে একটি বকরীর মাথা থাকা অবস্থায় তারা আরও কিছু খাদ্যদ্রব্য পেল। তখন তারা বলল, আমরা যদি মাথাটি এখন আমাদের চেয়ে অভাবী কোন পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিই, তাহলে ভাল হবে। তখন তারা তা পাঠিয়ে দিল। এরপর মাথাটি পবিত্র মদীনার এক পরিবার থেকে আরেক পরিবারে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে প্রথমে যারা তা পাঠিয়েছিল তাদের কাছে ফিরে এলো। ইব্‌ন আবূ শায়বাহ্ রিওয়ায়াত করেছেন আবুল আহওয়াস সূত্রে মুজাহিদ থেকে তিনি বলেন, যখনই কোন মু'মিনের মৃত্যু হয়, তখনই তার শোকে আসমান-যমীন চল্লিশ দিন কাঁদে। فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ তারা নিজেদেরই জন্য সুখ-শয্যা রচনা করে ৩০ : ৪৪। এই আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ কবরে। এ ছাড়া ইমাম আওযাঈ রিওয়ায়াত করেন আবাদা ইব্‌ন আবূ লুবানা সূত্রে মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, বানূ ইসরাঈলের একলক্ষ লোক হজ্জ করত। তারা হারাম শরীফের চত্বরে পৌঁছত নিজেদের পাদুকা খুলে। নগ্নপদে হারামে প্রবেশ করত। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আলকাত্তান বলেন, এই আয়াতের يَا مَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ হে মারইয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ৩ : ৪৩– ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, তুমি প্রশান্তি ও স্থিরতা সন্ধান কর। অপর আয়াত وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ তোমার আহ্বানে তাদের

মধ্যে যাকে পার পদস্খলিত কর– এর ব্যাখ্যায় তিনি (মুজাহিদ) বলেন, গীত-সঙ্গীত দ্বারা। আর وَأَنْكَالاً وَجَحِيمًا এবং শৃঙ্খল ও প্রজ্বলিত অগ্নি– এ আয়াতে শৃঙ্খল শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন 'বেড়ী' দ্বারা। لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই –মুজাহিদ বলেন, এখানে উদ্দেশ্য কলহ-বিবাদ/ বিবাদ-বিসম্বাদ। আর এই আয়াতে ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিআমত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে (১০২ ঃ ৮) -এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, পার্থিব জীবনের প্রতিটি ভোগ ও আনন্দোপকরণ সম্বন্ধে। আবুল বাদী'অ বর্ণনা করেন জারীর সূত্রে মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, ইবলীস বারবার চিৎকার করেছে— ১. যখন সে অভিশপ্ত হয়েছে, ২. যখন তাকে দুনিয়াতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, ৩. যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হন এবং ৪. যখন পবিত্র মদীনায় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ নাযিল হয়। আর বলা হতো যে, اَلرَّنَّةُ (চিৎকার) এবং اَلنَّخْرَةُ (নাকডাকানি) শয়তান থেকে হয়ে থাকে। কাজেই, যে তা করে সে অভিশপ্ত। ইব্ন নাজীহ أَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছ নিরর্থক ? ২৬ ঃ ১২৮। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কবুতরের ঘর। এবং أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ তোমরা যা উপার্জন কর তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর ২ ঃ ২৬৭। এর ব্যাখ্যায় বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য। লায়ছ বর্ণনা করেন মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তারপর অবিচলিত থাকে ৪১ ঃ ৩০। এর অর্থ হলো তারা তাদের ঈমানে অবিচল থেকেছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্র সাথে কোন কিছু শরীক করেনি। ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ বর্ণনা করেন সুফয়ান সূত্রে মুজাহিদ থেকে। وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। ১১২ ঃ ৪ তিনি বলেন, এখানে সমতুল্য কেউ দ্বারা ভার্যা উদ্দেশ্য। লায়ছ বলেন, মুজাহিদ থেকে, তিনি বলেন, হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের সাথে কথা বলেছিল যে পিপীলিকা, তার আকৃতি ছিল বিশালাকার নেকড়ে সদৃশ।

ইমাম তাবারানী আবূ নাজীহ সূত্রে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আদ সম্প্রদায়ের শিশুরা দু'শ' বছর বয়সে পৌঁছার পূর্বে বয়ঃপ্রাপ্ত হতো না। তিনি বলেন– سَأَلَ سَائِلٌ এক ব্যক্তি চাইল— এর মর্মার্থ হলো এক আহ্বায়ক আহ্বান করল। لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ তাদেরকে আমি প্রচুর বারিবর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম যা দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম। ৭২ ঃ ১৭ অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা সে ব্যাপারে আমার ইল্মে ফিরে আসে। لاَ يشركون بى شيئًا আমার সাথে কোন শরীক করবে না ২৪ ঃ ৫৫। মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ আমাকে ব্যতীত কাউকে ভালবাসবে না। اَلَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّئَاتِ যারা মন্দ কাজের ফন্দি আঁটে ৩৫ ঃ ১০। মুজাহিদ বলেন, তারা হলো যারা ইবাদত-বন্দেগী লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে। قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ মু'মিনগণকে বল, তারা যেন ক্ষমা করে তাদেরকে যারা মহান আল্লাহ্র দিবসগুলোর প্রত্যাশা করে না ৪৫ ঃ ১৪। মুজাহিদ বলেন, তারা ঐ সকল লোক যারা জানে না যে, মহান আল্লাহ্

তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন নাকি করেননি। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, ذكرهم بأيم الله আর তাদেরকে মহান আল্লাহ্‌র দিনগুলো দ্বারা উপদেশ দাও ১৪ ঃ ৫। মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ও শাস্তির দিনসমূহ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَإِلَى الرَّسُوْلِ। তা উপস্থিত কর মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট ৪ ঃ ৫৯। মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ তোমরা তা রাসূলের হায়াতে তায়্যিবাতে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের নিকট উপস্থিত করবে। আর তিনি যখন ইন্‌তিকাল করবেন, তখন তাঁর সুন্নাতের নিকট উপস্থিত করবে।

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন। মুজাহিদ বলেন, প্রকাশ্য অনুগ্রহ হলো, ইসলাম, কুরআন, রাসূল ও রিয্‌ক্, আর অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ হলো তিনি যে দোষ-ত্রুটি ও পাপসমূহ গোপন রেখেছেন। হাকাম বর্ণনা করেন মুজাহিদ থেকে, তিনি বলেন, কয়েকজন স্ত্রীলোক যখন পবিত্র মক্কায় সুলায়মান আলায়হিস সালামের কাছে আগমন করল, তখন তারা শুষ্ক ও বড় বড় জ্বালানি কাঠ দেখতে পেল। তখন তারা সুলায়মান আলায়হিস সালামের গোলামকে (ক্রীতদাস-সেবক) বলল, তোমার মুনীব কি জানেন এই জ্বালানি কাঠের ধোঁয়ার ওযন কতটুকু ? তখন সে বলল, আমার মুনীবের কথা বাদ দিন। আমি নিজেই জানি তার ধোঁয়ার ওযন কতটুকু কাজেই, ভেবে দেখুন আমার মুনীব কতটুকু জানেন ? তারা বলল, তার ওযন কতটুকু ? তখন গোলাম বলল, জ্বালানোর পূর্বে জ্বালানি কাঠের ওযন নেওয়া হবে এবং জ্বালানোর পর তার ছাই ওযন করা হবে, এ দুয়ের যে ব্যবধান, তাই হলো ধোঁয়ার ওযন। আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি ঃ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ যারা এ ধরনের আচরণ থেকে নিবৃত্ত হয় না, তারাই যালিম (৪৯ ঃ ১১)।

এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, (প্রতিদিন) সকালে এবং সন্ধ্যাকালে যে তাওবা করে না, সে যালিম। তিনি আরও বলেন, এমন কোন দিন নেই যেদিন দুনিয়া থেকে অতিবাহিত হওয়ার সময় একথা বলে না, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের থেকে স্বস্তি দান করেছেন। তারপর সেই দিনকে গুটিয়ে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সীলমোহর করে দেওয়া হয়। যাতে করে আল্লাহ্ তা'আলা নিজে তার সীলমোহর ভাঙ্গতে পারেন। এছাড়া মুজাহিদ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ 'তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন।' আল্লাহ্ তা'আলার এই উক্তির ব্যাখ্যায় বলেন, الحكمة দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য জ্ঞান ও উপলব্ধি। তিনি বলেন, অর্থাৎ যখন ধর্মজ্ঞান ও উপলব্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার এই মহাবাণী وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ 'এবং ভিন্নপথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে' (৬ ঃ ১৫৩)। এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, এখানে ভিন্নপথ দ্বারা উদ্দেশ্য বিদআত ও সংশয়সমূহ। তিনি আরও বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো উত্তম রায় বা মত অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসরণ। তিনি বলেন, আমি জানি না আমার জন্য কোন্ নিয়ামত উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলার আমাকে ইসলামের পথ দেখানো, নাকি কুপ্রবৃত্তিসমূহ থেকে রক্ষা। একটি বর্ণনায় তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে কর্তৃত্বাধিকারিগণ হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ। আর কখনওবা তিনি বলেছেন, তাঁরা আল্লাহ্‌র দীনে জ্ঞানবুদ্ধি ও সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ।

بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে (১৩ : ৩১)। মুজাহিদ বলেন, قَارِعَةٌ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য ঝটিকা বাহিনীর আক্রমণ।

وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ এবং এমন অনেক কিছু সৃষ্টি করেন যা তোমরা অবগত নও (১৬ : ৮)। মুজাহিদ বলেন, এখানে উদ্দেশ্য কাপড়ে সৃষ্ট কীট। وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে (১৯ : ৪)। মুজাহিদ বলেন, এখানে অস্থি দ্বারা উদ্দেশ্য মাঢ়ীর দাঁতসমূহ। আর সূরার অন্য স্থানে বিদ্যমান حَفِيًّا শব্দের অর্থ দয়ার্দ্র। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল বর্ণনা করে বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হাতিমের স্বহস্তে লিখিত 'কিতাবে' পেয়েছি। তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন বিশর ইব্নুল হারিছ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়ামান সূত্রে মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র আনুগত্যের পথে উহুদ পাহাড় পরিমাণ অর্থ-সম্পদও ব্যয় করে, তবু সে অপচয় বা অপব্যয়কারী বিবেচিত হবে না। আর আল্লাহ্ তা'আলার এই মহাবাণী وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ যদিও তিনি মহাশক্তিশালী ১৩ : ১৩-এর الْمِحَالِ শব্দের অর্থ শক্রতা।

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ কিন্তু, তাদের মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না (৫৫ : ২০)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, উভয়ের মাঝে মহান আল্লাহ্ নির্ধারিত এক অন্তরাল রয়েছে, ফলে মিঠা পানি নোনা পানিতে মিশ্রিত হয় না এবং নোনা পানি মিঠা পানিতে মিশ্রিত হয় না। ইব্ন মানদা বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন হামীদ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল কুদ্দূস সূত্রে উল্লেখ করেছেন আ'মাশ থেকে। তিনি বলেন, মুজাহিদ যখনই কোন আশ্চর্যজনক কোন বস্তুর কথা শুনতেন। তখনই সেখানে গিয়ে তা প্রত্যক্ষ করতেন। আ'মাশ বলেন, তিনি হাযরামাউত গিয়ে বারহূত কূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, এছাড়া তিনি বাবিল শহরে গমন করেন। সে সময়ে তার এক বন্ধু সেখানকার প্রশাসক। মুজাহিদ তাকে বলেন, আমাকে হারূত মারূত দেখানোর ব্যবস্থা কর। আ'মাশ বলেন, সে জনৈক জাদুকরকে ডেকে বলে, একে নিয়ে যাও, হারূত-মারূত দেখিয়ে নিয়ে আস। তখনই ইয়াহূদী বলল, এই শর্তে যে, তুমি তাদের সামনে আল্লাহ্কে ডাকবে না। মুজাহিদ বলেন, সে আমাকে একটি প্রাচীন দুর্গে নিয়ে যায়। তারপর তা থেকে একটি পাথর সরিয়ে আমাকে বলে, তুমি আমার পা ধরে থাক। এরপর সে আমাকে নিয়ে নীচে নামতে থাকে এবং অবশেষে বিশাল এক গুহায় গিয়ে পৌঁছি, এমন সময় আমি দেখতে পেলাম বিশালাকায় পাহাড় আকৃতির হারূত মারূতকে মাথা নীচের দিকে করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আমি যখন তাদেরকে দেখতে পেলাম তখন বলে ফেললাম, আল্লাহ্ মহান ও পবিত্র—যিনি তোমাদের দুইজনের স্রষ্টা। মুজাহিদ বলেন, আমার একথা শুনে, তারা দুইজন এমনভাবে প্রকম্পিত হলো যেন পৃথিবীর সব পাহাড়- পর্বত একযোগে ধসে পড়ল। মুজাহিদ বলেন, তখন আমি এবং ইয়াহূদী উভয়ে বেহুশ হয়ে গেলাম। এরপর ইয়াহূদী আমার পূর্বেই হুশ ফিরে পেল। আমার হুশ ফেরার পর সে আমাকে বলল, চল! তুমি তো নিজের ও আমার ধ্বংস ডেকে এনেছিলে।

ইব্ন ফুযায়ল বর্ণনা করেন লায়ছ সূত্রে মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে হাযির করা হবে। ধনী, অসুস্থ এবং ক্রীতদাস। মুজাহিদ বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ধনীকে বলবেন, কিসে তোমাকে আমার ইবাদত বন্দেগী থেকে বিরত রাখল , অথচ সে উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে

অধিক অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন ফলে আমি আপনার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছি। হযরত সুলায়মানকে (আ) তার সাম্রাজ্যসহ হাযির করা হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে বলবেন, তুমি অধিক ধনাঢ্য ও ব্যস্ত ছিলে নাকি এই ব্যক্তি ? সে বলবে, হে আমার রব, অবশ্যই এই ব্যক্তি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, একে যে সাম্রাজ্য, অর্থ-বিত্ত ও ব্যস্ততা দেওয়া হয়েছিল, তা তাকে আমার ইবাদত-বন্দেগী থেকে বিরত রাখেনি। মুজাহিদ বলেন, এরপর অসুস্থকে হাযির করে জিজ্ঞাসা করা হবে, কিসে তোমাকে আমার ইবাদত বন্দেগী থেকে বিরত রাখল অথচ তার জন্যই আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি! তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমার শরীরের রোগব্যাধি আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছে। ব্যাধিগ্রস্ত ও অসুস্থ অবস্থায় হযরত আয়্যুব (আ)-কে হাযির করা হবে। তারপর আল্লাহ্ পাক তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি কি অধিক ব্যাধি ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিলে, না এই ব্যক্তি। সে বলবে, অবশ্যই এই ব্যক্তি। তিনি বলবেন, একে তো তার রোগ-ব্যাধি ও দুর্দশা আমার ইবাদত-বন্দেগী থেকে বিরত রাখেনি ? এরপর তৃতীয় জনকে (ক্রীতদাসকে) হাযির করে আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, কিসে তোমাকে আমার ইবাদত-বন্দেগী থেকে বিরত রাখল, অথচ সে জন্যই আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি ? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনি আমাকে যে সকল মুনীবের অধীনস্থ করেছেন, তারা তাদের কর্তৃত্ব বলে আমাকে আপনার ইবাদত-বন্দেগী থেকে বিরতে রেখেছে। তখন ক্রীতদাস অবস্থায় হযরত ইউসুফ (আ)-কে হাযির করা হবে। তারপর আল্লাহ্ পাক তাকে (ঐ ক্রীতদাসকে) প্রশ্ন করবেন, তোমার দাসত্ব ও অসহায়ত্ব কি তীব্রতর ছিল, না এর ? সে বলবে, হে রব! অবশ্যই এর দাসত্ব তীব্রতর। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, এর দাসত্ব ও অসহায়ত্ব কিন্তু একে আমার ইবাদত- বন্দেগী থেকে বিরত রাখেনি। হুমায়দ রিওয়ায়াত করেন আ'রাজ সূত্রে মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, সফরে আমি ইব্ন উমরকে সঙ্গ দিতাম। আমি যখন বাহনে উঠতে চাইতাম তখন তিনি আমার রেকাবী ধরে রাখতেন। এরপর আমি উঠে বসলে তিনি আমার কাপড় টেনে ঠিক করে দিতেন। একবার আমাকে দেখে তাঁর মনে হলো, যেন আমি বিষয়টি অপসন্দ করেছি। তখন তিনি আমাকে বললেন, মুজাহিদ তুমি দেখছি সংকীর্ণমনা। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, ইব্ন উমরের সাহচর্যে থেকে আমি তার খিদমত করতে চাইতাম, কিন্তু তিনিই আমার খিদমত করতেন।

ইমাম আহমাদ (রা) বর্ণনা করেন, আবদুর রায্যাক মুজাহিদ থেকে তিনি বলেন, মালাকুল মাওতের জন্য সমগ্র পৃথিবীকে একটি তশতরীর ন্যায় বানানো হয়েছে, সে তার যেখান থেকে ইচ্ছা গ্রহণ করে। আর তার কতক সহযোগী নির্ধারণ করা আছে, যারা ওফাত দান করে। তারপর সে তাদের থেকে রূহসমূহ কবয করে নেয়। মুজাহিদ আরও বলেন, হযরত আদম (আ) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন তাকে বলা হলো, ধ্বংসের জন্য নির্মাণ কর। মৃত্যুর জন্য জন্ম দাও। কুতায়বা রিওয়ায়াত করেছেন জারীর সূত্রে মুজাহিদ থেকে। وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয় (২ ঃ ১৫৯)। তিনি বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, নাফরমান মানবসন্তানকে পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রাণীকুল এবং মহান আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা এমনকি সাপ-বিচ্ছুরা পর্যন্ত অভিশাপ করে। তারা বলে, মানব সন্তানের পাপাচারের কারণে আমরা আজ অনাবৃষ্টি কবলিত। মতান্তরে আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, নাফরমান বান্দাদের কবরে কীটপতঙ্গ প্রেরণ করা হবে (তাদেরকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে),

যেহেতু তাদের পাপাচারের কারণে তারা কষ্ট ভোগ করত। আর তাদের কবরের সাপ-বিচ্ছু ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ হলো তাদের ঐ সকল মন্দ কর্ম ও পাপাচার যা তারা দুনিয়াতে করত এবং তার স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করত। শেষ পর্যন্ত তা তাদের জন্য আযাবে পরিণত হয়েছে। আমরা মহান আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوْدٌ 'মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ' (১০০ ঃ ৬)। এ আয়াতের الكنود। শব্দকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন الكفور। বা অতি অকৃতজ্ঞ শব্দ দ্বারা। ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন উমর ইব্ন সুলায়মান সূত্রে মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হালাল ও বৈধ বিষয় থেকে সঙ্কোচবোধ করে না, তার ভার লঘু হয়ে যায় এবং মন স্বস্তি পায়। আমর ইব্ন যারওয়াক বর্ণনা করেন শু'বাহ্ সূত্রে মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ এবং মনে করেছিল আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না, (২১ ঃ ৮৭)। আয়াতের মমার্থ হলো আমি [তাকে] তার অপরাধের কারণে শাস্তি নির্ধারণ করব না। এই অভিন্ন/ একই বর্ণনা সূত্রে তিনি বলেন, اَلزُّخْرُفُ। শব্দের অর্থ আমি ভালভাবে জানতাম না অবশেষে আমি তা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদের কিরাআতে بَيْتًا مِنْ زُخْرُفٍ এর স্থলে بَيْتًا مِنْ ذَهَبٍ শুনে বুঝতে পারলাম এ আয়াতে زُخْرُفٌ হলো স্বর্ণ। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ বর্ণনা করেন, খালফ ইব্ন খলীফা সূত্রে মুজাহিদ থেকে [তিনি বলেন] আল্লাহ্ তা'আলা পিতার সংশোধন দ্বারা ছেলের সংশোধন করেন। তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, ঈসা আলায়হিস সালাম বলতেন, মু'মিনের জন্য শুভ পরিণাম ! কি উত্তমভাবে আল্লাহ্ পাক তার উত্তরসূরীদের মাঝে তার অভাব পূরণ করে দেন। ফুযায়ল ইব্ন আয়ায বলেন উবায়দ আল-মুকতিব সূত্রে মুজাহিদ থেকে যে, আল্লাহ্ তা'আলার এই মহাবাণীতে وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ। এবং তাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, (২ঃ ১৬৬)। لأَسْبَابُ। দ্বারা উদ্দেশ্য, ঐ সকল সম্পর্ক যা তাদের পরস্পরের মাঝে দুনয়াতে বিদ্যমান ছিল। সুফয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ্ রিওয়ায়াত করেন সুফয়ান আছ্ছাওরী সূত্রে মুজাহিদ থেকে, আল্লাহ্ তা'আলার এই মহাবাণী ঃ لاَ يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَّلاَ ذِمَّةً তারা কোন মু'মিনের সাথে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না (৯ ঃ ১০) সম্পর্কে বলেন, এখানে إِلٌّ। দ্বারা মহান আল্লাহ্ উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ্ তা'আলার এই উক্তি بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ [যদি তোমরা মু'মিন হও] তবে আল্লাহ্ অনুমোদিত যা বাকী থাকবে, তা তোমাদের জন্য উত্তম, (১১ ঃ ৮৬)। এখানে بَقِيَّتُ اللّٰهِ। দ্বারা উদ্দেশ্য মহান আল্লাহ্র আনুগত্য। আর আল্লাহ্ তা'আলার মহাবাণী ঃ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান (৫৫ ঃ ৪৬)। প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ হলো ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি যখন নাফরমানীতে উদ্যত হয়, তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করে। ফুযায়ল ইব্ন আয়ায বর্ণনা করেন, মানসূর সূত্রে মুজাহিদ থেকে سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে। এখানে সিজদার চিহ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য খুশূ' বা বিনম্রতা। আল্লাহ্ তা'আলার এই মহাবাণী ঃ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ এবং মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। (২ ঃ ২৩৮) এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, اَلْقُنُوْتُ। [قَانِتِيْنَ শব্দের মূল] শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহ্র ভয়ে স্থিরতা, বিনম্রতা, দৃষ্টি অবনমন ও কোমলতা। আর [কল্যাণ যুগের] কোন আলিম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তিনি যতক্ষণ নামাযে থাকতেন

ততক্ষণ পূর্ণ খুশূ' ও বিনম্রতা বজায় রাখতেন। দৃষ্টি অসংযত করতে, এদিক-সেদিক ফিরে দেখতে, কঙ্কর ইত্যাদি নাড়তে, কিংবা কোন অনর্থক নাড়াচাড়া করতে এমনকি মনে মনে দুনিয়ার কোন কথা ভাবতেও রহমানের ভয়ে তটস্থ থাকতেন।

আবদল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল বর্ণনা করেন আবূ আমর সূত্রে .... মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, 'আর যখন তারা নামাযে দাঁড়াত, তখন তারা যেন প্রাণহীন দেহ। আ'মাশ বর্ণনা করেন মুজাহিদ থেকে তিনি বলেন, মানুষের হৃৎপিণ্ড/অন্তর হলো হাতের তালুর ন্যায়, সে যখন কোন পাপ করে তখন তা এভাবে সংকুচিত হয়- একথা বলে তিনি তার কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভাঁজ করলেন। এমনকি একটি একটি করে সবগুলো আঙ্গুল ভাঁজ করলেন, (মুজাহিদ বলেন) তারপর তার মোহর করে দেওয়া হয়। আর এটাকে তারা আল্লাহ্ তা'আলার মহাবাণীতে বিদ্যমান اَلرَّانُ। মরিচা গণ্য করতেন। كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ না! এটা সত্য নয়, তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়েছে (৮৩ ঃ ১৪)।

কাবীসাহ্ রিওয়ায়াত করেন সুফয়ান আছ্ছাওরী সূত্রে ... মুজাহিদ থেকে। بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّأَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে (২ ঃ ৮১)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, পাপসমূহ অন্তরকে পরিবেষ্টন করে। যেমন, নির্মিত প্রাচীর কোন বস্তুকে বেষ্টন করে রাখে। এরপর যখনই সে কোন পাপ করে, তখন তা একটু উঁচু হয় এমনকি তা অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে নেয়। তা এমন [মুষ্টিবদ্ধ হাতের ন্যায়] হয়ে যায়। একথা বলে তিনি তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করলেন। তারপর বলেন এটাই হলো অন্তরের মরিচা বা জং। আর আল্লাহ্ তা'আলার এই মহাবাণী ঃ يُنَبَّؤُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গিয়েছে (৭৫ ঃ ১৩)। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এখানে بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ দ্বারা উদ্দেশ্য বান্দার সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ আমল। আর وَإِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো (৯৪ ঃ ৮)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, পার্থিব ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে আপনি যখন সালাতের দিকে ধাবিত হবেন, তখন আপনার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে তার প্রতি নিবিষ্ট করুন।

মানসূর সূত্রে মুজাহিদ থেকে সূরা ফজরে اَلنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (স্থির প্রশান্ত চিত্ত) এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। তিনি বলেন, তা হলো ঐ নফস বা চিত্ত যা নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ্ তার প্রতিপালক। তারপর তাঁর নির্দেশ ও আনুগত্যে সমর্পিত হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক বর্ণনা করেন লায়ূছ সূত্রে মুজাহিদ থেকে। যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখনই তার সামনে তার সহচরদের (অবস্থা) পেশ করা হয়। সে যদি যিক্রকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তাকে যাকিরদের দেখানো হয়। যদি সে আমোদ-প্রমোদকারী গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তাকে তাদেরকেই দেখানো হয়। ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন হাশিম ইব্ন কাসিম সূত্রে ... মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, ইবলীস বলে মানব সন্তান অন্যসব বিষয়ে আমাকে অক্ষম করতে পারলেও তিনটি বিষয়ে কিছুতেই আমার সাথে পেরে উঠবে না। তার একটি হলো অন্যায়ভাবে অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং অক্ষেত্রে তা ব্যয় করা।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ইব্ন নুমায়র সূত্রে। তিনি বলেন, আ'মাশ বলেন, আমি যখন মুজাহিদকে দেখতাম, তখন আমার মনে হতো তিনি এমন এক পথচারী যার একমাত্র বাহন গাধাটি হারিয়ে যাওয়ায় তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। লায়ছ সূত্রে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষায় বাড়াবাড়ি করে, সে দীনকে হেয়/অপদস্থ করে। আর যে নিজেকে অবনমিত বিনয়ী করে, সে দীনকে সম্মানিত করে। শু'বা বলেন, হাকাম সূত্রে মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, তিনি (মুজাহিদ) আমাকে প্রশ্ন করেন, হে আবুল গাযী! বলতো নূহ আলায়হিস সালাম কতদিন পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলেন ? তিনি বলেন, আমি বললাম, নয়শত পঞ্চাশ বছর। তখন তিনি বললেন, এরপর থেকে মানুষের আয়ুষ্কাল ও দেহাকৃতি হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের স্বভাব-চরিত্রের অধোপতন ঘটেছে। আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা বর্ণনা করেন, আবূ আলিয়াহ সূত্রে .. মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, প্রকৃত জ্ঞানীগণ বিদায় নিয়েছেন আর শিক্ষার্থিগণ অবশিষ্ট রয়েছেন। তোমাদের মাঝে বিদ্যমান 'মুজতাহিদ' হলো তোমাদের পূর্ববর্তীগণের মাঝে বিদ্যমান খেলোয়াড়ের ন্যায়। ইব্ন আবূ শায়বাহ্ আরও বর্ণনা করেন ইব্ন ইদরীস সূত্রে ... মুজাহিদ থেকে। তিনি বলেন, মুসলমান যদি তার অপর মুসলমান ভাইয়ের কোন ক্ষতি না করত, অবশ্য তার থেকে লজ্জাবোধ তাকে নাফরমানী থেকে বিরত রাখতো। তাহলে তাতে তার কল্যাণ হতো। তিনি বলেন, প্রকৃত ফকীহ (ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন) হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্কে ভয় করে। যদিও তার ইলম কম হয়। আর জাহিল ও মূর্খ সে যে আল্লাহ্র নাফরমানী করে যদিও তার ইল্ম বেশী হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, বান্দা যখন সর্বান্তকরণে আল্লাহ্মুখী হয়, তখন আল্লাহ্ সকল মু'মিনের অন্তরকে তার অভিমুখী করে দেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার এই মহাবাণী : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ আর তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ (৭৪ : ৪)। একে তিনি রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করে বলেন, আয়াতের মর্মার্থ হল তোমার আমল সংশোধন কর। وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ আর আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রার্থনা কর (৪ : ৩২)। এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, এখানে আল্লাহ্র অনুগ্রহ দ্বারা পার্থিব কোন কিছু উদ্দেশ্য নয়। وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ আর যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে (৩৯ : ৩৩)। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এরা হলো ঐ সকল লোক যারা কুরআনকে অনুসরণ করে এবং তদনুযায়ী আমলও করে। তিনি বলেন, কুরআন তার অনুসারীকে বলে, আমি তোমার সাথে আছি যতক্ষণ তুমি আমার অনুসরণ করবে আর যদি তুমি আমার চাহিদা অনুযায়ী আমল না কর, তাহলে আমি তোমাকে [আমাকে অনুসরণ করা থেকে] পিছিয়ে দিব। وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না, (২৮ : ৭৭)। এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হলো দুনিয়া থেকে আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করে নাও। আর তা হলো দুনিয়াতে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করে আমল করা। দাউদ ইব্ন মুহবির বলেন, উব্বাদ ইব্ন কাছীর সূত্রে .... মুজাহিদ থেকে তিনি বলেন (একবার) আমি ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, বায়তুল্লাহ্র হজ্জকারী কোন্ হাজীগণ সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে বড় বিনিময়ের অধিকারী ? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারবে, খাঁটি নিয়্যত, পূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধি, হালাল বা বৈধ অর্থব্যয়। এরপর আমি ইব্ন আব্বাসকে তা শোনালাম। তখন তিনি বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। আমি বললাম, তার নিয়ত যদি খাঁটি হয় আর অর্থ ব্যয় যদি বৈধ উপার্জনপ্রসূত হয়, তাহলে জ্ঞানবুদ্ধির স্বল্পতা তার কী ক্ষতি করবে ? তিনি

বলেন, হে আবূ হাজ্জাজ, তুমি আমাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করেছ, যা আমি আল্লাহ্র রাসূলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, শপথ ঐ সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, বান্দা কর্তৃক আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য সুষ্ঠু জ্ঞানবুদ্ধির চেয়ে উত্তম কিছু নেই। যদি জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে করা না হয়, তাহলে আল্লাহ্ কোন বান্দার নামায রোযা কিংবা অন্য কোন নেক আমল কবুল করেন না। আর যদি কোন জাহিল ইবাদত-বন্দেগীতে মুজতাহিদদের ছাড়িয়েও যায়, তাহলে যতটুকু গড়বে তার চেয়ে বেশী বিগড়াবে। আল-বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, এই হাদীসে আকল-বুদ্ধির উল্লেখ এবং তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে 'মারফূ' রূপে রিওয়ায়াত করা হাদীসকে মুনকার ও মাওযূ' অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য ও জাল সাব্যস্ত করে। উল্লিখিত গুণত্রয়ের রিওয়ায়াতটি ইব্ন উমর থেকে মাওকূফ রূপে বর্ণিত। তার এই বক্তব্য থেকে, যে ব্যক্তি তিনটি গুণের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে পারবে ইব্ন আব্বাসের মন্তব্য তিনি সত্য বলেছেন। আর এ রিওয়ায়াতের পরবর্তী অংশ হাদীসে মারফূ' কিংবা মাওকূফ কোন ভাবেই সাব্যস্ত হয়নি। আর এর রাবী দাউদ ইব্ন মুহবির-এর উপনাম আবূ সুলায়মান। হাকিম বলেন, এই ব্যক্তি বাগদাদে একদল নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে একাধিক জাল হাদীস রিওয়ায়াত করেছে। তার থেকে হারিছ ইব্ন আবূ উসামা সেগুলো রিওয়ায়াত করেছেন। 'কিতাবুল আকল' নামে তার গ্রন্থ সংকলন রয়েছে। তার এই কিতাবের অধিকাংশই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নামে জাল করা হয়েছে। আর আকল-বুদ্ধির উল্লেখ সম্বলিত এই মারফূ' রিওয়ায়াতটিও সম্ভবত ঐ সকল জাল রিওয়ায়াতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জানেন। এছাড়া ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল তাকে 'মিথ্যাবাদী' সাব্যস্ত করেছেন।

মুসআব ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস[১]

তিনি একজন বিশিষ্ট তাবেঈ। মূসা ইব্ন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আত্তামীমী। তাঁর সততার কারণে তাকে আল মাহ্দী উপাধি প্রদান করা হয়। নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের অন্যতম। মহান আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

১০৪ হিজরীর সূচনা

এ বছরেই খোরাসানের নায়েব সাঈদ ইব্ন আমর আল-হারাশী সাগদ্বাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং খজনাদাহ্বাসীকে অবরোধ করেন। এ সময় তিনি বহুসংখ্যক শত্রু হত্যা করেন। এ ছাড়া তাদের থেকে বিপুল অর্থসম্পদ জব্দ করেন এবং বিরাট সংখ্যককে দাসরূপে যুদ্ধবন্দী করেন। তিনি খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন আবুল মালিককে এ বিষয়ে লিখিতভাবে অবহিত করেন। কেননা, তিনিই তাকে এর দায়িত্ব প্রদান করেন। এ বছরের রবীউল আওয়াল মাসে খলীফা ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক হারামায়নের গভর্নর পদ থেকে আবদুর রহমান ইব্ন যাহ্হাক ইব্ন কায়সকে পদচ্যুত করেন। আর এর কারণ ছিল, এ সময় আবদুর রহমান ফাতিমাহ্ বিনত হুসায়নের কাছে বিবাহের পয়গাম পাঠায়। কিন্তু তিনি তার এ প্রস্তাবে

১. তারীখুল ইসলাম ৪/২০৪, তারীখুল বুখারী ৭/৩৫০, তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ১ম অংশ ২য় খণ্ড ৯৫, তাহযীবুত তাহযীব ১০/১৬০, তাহযীবুল কামাল ১৩৩৩, আল জারহ ওয়াত তা'দীল প্রথম অংশ ৪র্থ ভলিউম ৩০৩, খুলাসাতু তাহযীবুত তাহযীব ৩৭৭, শাজারাতুয্যাহাব ১/১২৫, তাবাকাত ইব্ন সা'দ ৫/১৬৯, ৬/২২২, তাবাকাতু খালীফা ২০৮২, আল-ইবার ১/১২৫, আলমা'আরিফ ২৪৪।

অস্বীকৃতি জানান। তখন সে এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করে এবং তাকে হুমকি প্রদান করে। তখন তিনি (ফাতিমা) খলীফা ইয়াযীদের কাছে দূত পাঠিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এরপর খলীফা তাইফের নায়েব আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আন্‌নযরীর কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে পবিত্র মদীনার নায়েব নিয়োগ করেন এবং তাকে নির্দেশ প্রদান করেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন যাহ্‌হাককে এমন সশব্দ ও ভীষণ প্রহার করতে যে তিনি যেন দামেশকে তার আসনে হেলান দিয়ে বসে তার শব্দ শুনতে পান। এছাড়া তিনি তাকে ইব্‌ন যাহ্‌হাক থেকে চল্লিশ হাজার দীনার উসুল করার নির্দেশ দেন। এদিকে আবদুর রহমানের কাছে যখন এ সংবাদ পৌছে তখন সে মাসলামাহ্ ইব্‌ন আবদুল মালিকের আশ্রয় গ্রহণের জন্য দামেশকে রওয়ানা হয়ে যায়। এরপর খলীফার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে সে বলে, আপনার কাছে আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। মাসলামাহ্ বলেন, তোমার সবপ্রয়োজন পূর্ণ করা হবে, যদি তুমি ইব্‌ন যাহ্‌হাক না হয়ে থাক। সে বলে, আল্লাহ্‌র কসম, সেটাই আমার প্রয়োজন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তাহলে আমি তা গ্রহণ করব না এবং তাকে ক্ষমাও করব না। এরপর তিনি তাকে পবিত্র মদীনায় ফেরত পাঠান, আবদুল ওয়াহিদ তাকে গ্রহণ করেন এবং প্রহার করেন। এরপর তিনি তার সমুদয় অর্থসম্পদ যব্দ করেন এবং তাকে শুধু পরিধেয় এক বস্ত্রে ছেড়ে দেন। সে পবিত্র মদীনাবাসীর কাছে হাত পাততে শুরু করে। অথচ ইতোপূর্বে সেই তিন বছর কয়েক মাস পবিত্র মদীনার শাসন পরিচালনা করে। ইমাম যুহরী তাকে একটি সুপরামর্শ প্রদান করেন। তিনি তাকে জটিল ব্যাপারে আলিমগণের সাহায্য গ্রহণের কথা বলেন। কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে সে সাধারণ মানুষের ঘৃণা এবং কবিদের নিন্দার পাত্রে পরিণত হয়। এরপর তার শেষ পরিণতি হয় এই।

এছাড়া এ বছর উমর ইব্‌ন হুবায়রাই সাঈদ ইব্‌ন আমর আল্‌হারাশীকে অপসারণ করেন। এর কারণ সে ইব্‌ন হুবায়রার নির্দেশকে কোন গুরুত্ব দিত না। ইব্‌ন হুবায়রাহ্ তাকে অপসারণ করে তার সামনে উপস্থিত করে শাস্তি প্রদান করে এবং তার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ জব্দ করে। এমনকি সে তাকে হত্যার নিদেশ প্রদান করে, পরে অবশ্য তাকে ক্ষমা করে। আর মুসলিম ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন যুরআ আলকিলাবীকে খোরাসানের প্রশাসক নিয়োগ করে। তখন মুসলিম সেখানে গিয়ে এমন বহু অর্থ সম্পদ উদ্ধার করে যা সাঈদ ইব্‌ন আমর আল হারাশীর সময়ে খোয়া গিয়েছিল। এ বছরেই আর্মেনিয়া ও আযারবায়জানের নায়েব জার্‌রাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল হাকামী তুর্কিস্তান আক্রমণ করেন। এ সময় তিনি বালানজার জয় করেন এবং তুর্কী যোদ্ধাদের পরাজিত করেন। তিনি তাদেরকে এবং তাদের নারী-শিশুদের পানিতে নিমজ্জিত করেন এবং এদের বহুসংখ্যককে যুদ্ধবন্দী করেন। এ সময় তিনি বালান্‌জার সংলগ্ন অধিকাংশ দুর্গ জয় করেন এবং তাদের অধিকাংশ অধিবাসীকে নির্বাসিত করেন। এরপর তিনি তাতারী সম্রাট খাকানের মুখোমুখি হন। তখন তাদের মাঝে প্রচণ্ড ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং শেষ পর্যন্ত খাকান পরাজিত হয়। এ সময় মুসলমানগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের বিপুলসংখ্যক যোদ্ধাকে হত্যা করে। এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন তাইফ এবং হারামায়নের আমীর আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আননায্‌রী। এ সময় ইরাক ও খোরাসানের নাইব উমর। আর ঘোরাসানে তার নাইব মুসলিম ইব্‌ন সাঈদ। এ বছরেই সাফ্‌ফাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস। সাফ্ফাহ্ তার উপাধি। তিনি বানূ আব্বাসের প্রথম খলীফা ইরাকবাসীদের একটি দল গোপনে তার পিতার কাছে বায়আত করে। আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, তাদের অন্যতম হলেন -

খালিদ ইব্ন সা'দান আল কিলাঈ[১]

ইনি একজন বিশিষ্ট তাবিঈ। একদল সাহাবী থেকে তার একাধিক রিওয়ায়াত বিদ্যমান। তিনি তৎকালীন মুষ্টিমেয় ও প্রসিদ্ধ উলামা ও ইমামগণের অন্যতম। তিনি প্রতিদিন রোযা রাখতেন এবং রোযা থাকা অবস্থায় প্রতিদিন চল্লিশ হাজার বার তাসবীহ্ পাঠ করতেন। তিনি হিমস্বাসীর ইমাম ছিলেন। রমযান মাসে তারাবীহ্র নামাযে প্রতিরাত্রে তিনি দশ পারা তিলাওয়াত করতেন। জাওয্জানী তার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কারো নিন্দার মাধ্যেমে আল্লাহ্র প্রশংসা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সেই সকল প্রশংসাকে নিন্দায় পরিণত করবেন। ইব্ন আবুদ্ দুন্ইয়া তার থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, প্রত্যেক বান্দার চারটি চক্ষু রয়েছে। দুটি হলো চর্মচক্ষু যা দ্বারা সে তার পার্থিব বিষয়সমূহ অবলোকন করে। আর দুটি হলো অন্তর্দৃষ্টি যা দ্বারা সে তার পারলৌকিক বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করে। আর মহান আল্লাহ্ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তার অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত করে দেন। তখন সে তা দ্বারা তার আখিরাতের বিষয় অবলোকন করে। ফলে সে অদৃশ্য ভাবেই অদৃশ্য [পারলৌকিক] বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। আর মহান আল্লাহ্ যখন বান্দার জন্য তার বিপরীত কিছু চান, তখন বান্দার অন্তর্দৃষ্টিকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেন। ফলে, তুমি তাকে দেখবে সে তাকাচ্ছে। কিন্তু উপকৃত হচ্ছে না। কিন্তু সে যখন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে, তখন উপকার লাভ করে। তিনি বলেন, অন্তর্দৃষ্টি হলো আখিরাত অবলোকনের জন্য আর চর্মচক্ষু হলো দুনিয়া দর্শনের জন্য। এ ছাড়াও তার বহু গুণ ও কীর্তি বিদ্যমান। মহান আল্লাহ্ তাকে রহম করুন।

আমির ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস আল-লায়ছ[২]

তিনি বিশিষ্ট নির্ভরযোগ্য তাবিঈ। তার পিতা ও অন্যদের থেকে তিনি বহু হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

---

১. তারীখুল ইসলাম ৪/১০৯, তারীখুল বুখারী ৩/১৭৬, তাহযীবুত তাহযীব ১১৮, তাহযীব ইব্ন আসাকির ৫/৮৯, তাহযীবুল কামাল, ৩৬৫, তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/৮৭, আলজারহ ওয়াত্তা'দীল ২য় অংশ ১ম ভলিউম ৩৫১, আল-হিলইয়া, ৫/২১০, খুলাসাতু তাহযীবুত তাহযীব ১০৩, যায়লুল মুযায়য়াল ৬৩২, শাজারাতুয্ যাহাব ১/১২৬, তাবাকাত ইব্ন সা'দ ৭/৪৫৫, তাবাকাত খলীফা ২৯২৮। তাবাকুতুস সুয়ূতী ৩৬, আল-ইবার ১/১২৬ আলমা'আরিফ ৬২৫, আলমা'রিফা ওয়াততারীখ ২/৩৩২, আন্নুজূম আয্যাহিয়া ১/২৫২।

২. তারীখুল ইসলাম ৪/১৩০, তারীখুল বুখারী ৬/৪৪৯, তাহযীবুত্ তাহযীব ৫/৬৩, তাহযীবুল কামাল, ৬৪১,. আলজারহ্ ওয়াত্তা'দীল ১ম অংশ ৩য় ভলিউম ৩২১, খুলাসাতু তাহযীবুত তাহযীব ১৮৪, শাজারাতুয যাহাব ১/১২৬, তাবাকাত ইব্ন সা'দ ৫/১৬৭, তাবাকাত খলীফা ২০৭৯ আল- ইবার ১/১২৬, আলমা'আরিফ ২৪৪, আলমা'রিফাতু ওয়াত্তারীখ ১/৩৬৮।

আমির ইব্ন শারাহীল আশ্‌শা'বী[১]

একটি মত অনুযায়ী তিনি এ বছর ইনতিকাল করেন। শা'বী ছিলেন হামাদান অঞ্চলের অধিবাসী/ হামাদান গোত্রীয়। তার উপনাম আবূ আমর। তিনি কূফার মহাজ্ঞানী আলিম এবং হাফিযে হাদীস, ইমাম, বহু শাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী। তিনি বেশ কয়েকজন সাহাবীর সাহচর্য পেয়েছেন এবং তাদের থেকে এবং তাবিঈগণের একটি জামাআত থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া তার থেকেও একদল তাবিঈ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ মুজলিয বলেন, আমি ইমাম শা'বীর চেয়ে বিজ্ঞ ফকীহ দেখিনি। মাকহূল বলেন, সুসাব্যস্ত সুন্নাত সম্পর্কে তার চেয়ে জ্ঞানী কাউকে আমি দেখিনি। দাউদ আলআওদী বলেন, (একবার) শা'বী আমাকে বলেন, আমার সাথে এখানে আস আমি তোমাকে একটি জ্ঞান দান করি। বরং বলা যায় তা জ্ঞানের শীর্ষ। আমি বললাম, আপনি আমাকে কোন্ জ্ঞান শেখাবেন। তিনি বলেন, যদি তোমাকে এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয় যা তুমি জান না, তাহলে বল, আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত। কেননা, তা উত্তম জ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি ইয়ামানের দূরতম অঞ্চল থেকে এমন একটি শব্দ শেখার জন্য সফর করে আসে যা ভবিষ্যত জীবনে তার উপকার করবে, তাহলেও আমি তার এই দীর্ঘ সফরকে সার্থক মনে করব। আর যদি সে দুনিয়ার কামনা-বাসনার প্রিয়বস্তুর সন্ধানে এই মসজিদের বাইরেও বের হয়, তাহলে আমি তার এই অতি সংক্ষিপ্ত সফরকেও অর্থহীন ও শাস্তিস্বরূপ গণ্য করব। তিনি বলেন, জ্ঞানের কথা/বাণী চুলের ন্যায় অসংখ্য। কাজেই, প্রত্যেক বিষয়ের সর্বোত্তম জ্ঞান আহরণ কর।

আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মূসা আল-আশআরী[২]

ইনি শা'বী (র)-এর পূর্বে কূফার কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। আর শা'বী (র) উমর ইব্ন আবদুল আযীযের খিলাফতকালে কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু এ দায়িত্ব পালন করেন।

---

১. আল-ইক্‌লীল ৮/১৪৫, আখবারুল কুসাত ২/৪১৩, তারীখুল ইসলাম, ৪/১৩০, তারীখুল বুখারী ৬/৪৫০, তারীখুল বুখারী আস্‌সাগীর ১/২৪৩-২৫৩-২৫৪, তারীখে বাগদাদ, ১২/২২৭, তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায ১/৭৪, তাহযীব ইব্‌ন আসাকির ৭/১৪১, তাহযীবুল কামাল ৬৪২, আলজারহ ওয়াত্‌তা'দীল ১ম অংশ ৩য় ভলিউম ৩২২, আল-জামৃউ বায়না রিজালুস সহীহায়ন ৩৭৭, আল-হিলইয়া ৪/৩১০, খুলাসাতু তাহযীবুত্-তাহযীব ১৮৪, সিমতুল লাআলী ৭৫১, শাজারাতুয্ যাহাব ১/১২৬, তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ ৬/২৪৬, তাবাকাতুল হুফ্‌ফায সুয়ূতী ৩৭, তাবাকাতু খালীফা ১১৪৪, তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যা আববাদী ৫৮, তাবাকাতুল ফুকাহা শীরাযী ৮১, তাবাকাতু ফুকাহাউল ইয়ামান ৭০, তাবাকাতুল মু'তাযিলা ১৩০, ১৩৯, আল-ইবার ১/১২৭, গায়াতুন নিহায়া ১৫০০, আললুবাব ২/২১, আল মাসারিফ ৪৪৯, আল মা'রিফা ওয়াত্‌তারীখ ২/৫৯২, মু'জামুল বুলদান আন্‌নুজূম আয্‌যাহিরা ১/২৫৩, ওফায়াতুল আ'য়ান ৩/১।

২. আল-ইকলীল ১০/৪৬, আখবারুল কুযাত ২/৪০৮, তারীখুল ইসলাম ৪/২১৬, তারীখুল বুখারী ৬/৪৪৭, তারীখুল বুখারী আসসগীর ১/২৪৮, তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায ১/৮৯, তাহযীবুল কামাল ১৫৭৮, শাজারাতুয্‌যাহাব ১/১২৬, তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ ১/২৬৮, তাবাকাতুল হুফ্‌ফায-সুয়ূতী ৩৬, তাবাকাত খলীফা ১১৫৩, আল-ইবার ১/১২৮, আল-মা'আরিফ ৫৮৯, আন্‌নুজূম আয্‌যাহিরা ১/২৫২।

আবূ বুরদাহ্ কাযী ছিলেন হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের শাসনামলে। পরবর্তীতে হাজ্জাজ তাকে অপসারণ করে তার ভাইকে কাযী নিয়োগ করে। আর আবূ বুরদাহ হাফিযে হাদীস এবং বিশিষ্ট আলিম ও ফকীহ এবং তিনি বহুসংখ্যক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ কিলাবা আলজারমী[১]

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল-বাসরী। একদল সাহাবা এবং অন্যদের থেকে তার বহুসংখ্যক রিওয়ায়াত বিদ্যমান। তিনি শীর্ষ স্থানীয় আলিম ও ফকীহদের অন্যতম। তাকে কাযী/ বিচারকের পদ গ্রহণ করতে বলা হলে তিনি তা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য দেশান্তরিত হন। এ সময় তিনি শামে আগমন করেন এবং দারায়্যা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখানেই ইন্‌তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। আবূ কিলাবাহ্ বলেন, মহান আল্লাহ্ যখন তোমাকে ইল্‌ম দান করেন তুমি তখন তাঁর (শোকর স্বরূপ) ইবাদতে মশগুল হও। আর লোকজন কী আলোচনা করল তা যেন তোমাকে পেয়ে না বসে। হতে পারে অন্য কেউ উপকৃত হবে এবং অভাবমুক্ত হবে আর তুমি অন্ধকারে হোঁচট খেতে থাকবে। আর আমি তো মনে করি (প্রচলিত) এইসব মজলিস/ জলসা বেকার ও নিষ্কর্মাদের আড্ডাখানা। এছাড়া তিনি বলেন, তোমার কোন মুসলিম ভাই সম্পর্কে যদি তোমার কাছে কোন অপ্রিয় বিষয় পৌঁছে তাহলে যথাসম্ভব তার হয়ে অজুহাত খুঁজে নাও। আর যদি কোন অজুহাত খুঁজে না পাও, তাহলে একথা ভাববে যে, হয়ত আমার ভাইয়ের এমন কোন অজুহাত রয়েছে যা আমি জানি না।

১০৫ হিজরীর সূচনা

এ বছরেই জাররাহ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হাকামী আল্‌লান ভূখণ্ডে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে। বহুসংখ্যক দুর্গ জয় করেন এবং বালানজারের পশ্চাদভাগে বিশাল ব্যাপ্ত দেশসমূহ জয় করেন। এ সময় তিনি বিপুল পরিমাণ গনীমত লাভ করেন এবং তুর্কী যোদ্ধাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সন্তান-সন্ততিকে যুদ্ধবন্দী করেন। এছাড়া এ বছরেই মুসলিম ইব্ন সাঈদ তুর্কীস্তানে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন এবং সুগদ অঞ্চলের এক বিশাল নগর অবরোধ করেন। তখন সে অঞ্চলের শাসক বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তার সাথে সন্ধি করে। এ বছরেই সাঈদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান রোম দেশ আক্রমণ করেন। এ সময় তিনি অগ্রবর্তী বাহিনী রূপে এক হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধার এক ঝটিকা বাহিনী প্রেরণ করেন। আর তারা সকলেই শত্রুর হাতে নিহত হন।

আর এ বছরের শা'বান মাসের পঁচিশ তারিখ শুক্রবার আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান বালকা ভূখণ্ডের আরবাদ অঞ্চলে ইন্‌তিকাল করেন। এ সময় তার বয়স হয়েছিল ত্রিশ ও চল্লিশের মাঝামাঝি। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত উল্লিখিত হলঃ

১. তারীখুল ইসলাম ৪/২২১, তারীখুল বুখারী ৫/৯২, তারীখু দারায়্যা ৬০, তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায ১/৮৮, তাহযীবু ইব্ন আসাকির ৭/৪২৯, তাহযীবুত্‌তাহযীব ৫/২২৪, তাহযীবুল কামাল ৬৪৫, আলজারহ ওয়াত্‌তা'দীল ২য় অংশ ২য় ভলিউম ৫৭, আল হিলইয়া ২/২৮২, খুলাসাতু তাহযীবুত্ তাহযীব ১৯৮, শাজারাতুয্ যাহাব ১/১২৬, তাবাকাত ইব্ন সা'দ ৭/১৮৩, তাবাকাতু খালীফা ১৭৩০, তাবাকাতুল ফুকাহা শীরাযী রচিত ৮৯, আলইবার ১/১২৭, আলমা'রিফা ওয়াত্‌তারীখ ২/৬৫, আলমাসারিফ ৪৪৬, আন্নুজূম আয্‌যাহিরা ১/২৫৪।

তিনি আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান আবূ খালিদ আল-কুরাশী আল উমাবী। তার আম্মা আতিকা বিন্ত ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া। বর্ণিত আছে যে, তাকে আতিকা নামক মহল্লার কবরস্তানে সমাহিত করা হয়। মহান আল্লাহ্ই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

তার ভাই খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের এই ফরমান অনুযায়ী যে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের পর তিনি খলীফা হবেন—একশ' এক হিজরীর রজব মাসের পঁচিশ তারিখে উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর পরে তার অনুকূলে খিলাফতের বায়আত গৃহীত হয়। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্-যুহলী বর্ণনা করেন, কাছীর ইব্ন হিশাম সূত্রে ... যুহরী থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর, উমর, উছমান ও আলীর আমলে মুসলমান কাফিরের এবং কাফির মুসলমানের উত্তরাধিকারী হতো না। এরপর হযরত মুআবিয়া খলীফা হলে তিনি মুসলমানকে কাফিরের উত্তরাধিকারী করেন। কিন্তু কাফিরকে মুসলমানের উত্তরাধিকারী করলেন না। আর তার পরবর্তী খলীফারাও তার নীতি অনুসরণ করল। কিন্তু উমর ইব্ন আবদুল আযীয যখন খলীফা হলেন, তখন তিনি প্রথম সুন্নাত/ পন্থা ফিরিয়ে আনলেন । আর এ বিষয়ে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক তারই অনুসরণ করলেন। তারপর হিশাম যখন খলীফা হলেন, তখন তিনি খলীফাদের পন্থা অনুসরণ করলেন, অর্থাৎ মুসলমানকে কাফিরের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করলেন। ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম বর্ণনা করেন, জাবির সূত্রে তিনি বলেন, একবার আমরা মাক্হূলের মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময় সেখানে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক আগমন করলেন। আমরা তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে উদ্যত হলাম। কিন্তু মাকহূল বললেন, সে মজলিসের যেখানে জায়গা পায় তাকে সেখানেই বসতে দাও, এতে সে বিনয় শিখতে পারবে।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ইয়াযীদ প্রায়শই আলিম-উলামার সাথে উঠাবসা করতেন। তারপর তিনি যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন উমর ইব্ন আবদুল আযীযের পদাঙ্ক অনুসরণের সংকল্প করলেন। কিন্তু তার অসৎ সহচরগণ তার সাহচর্য ত্যাগ করল না; বরং তারা তার সামনে অনাচার-অবিচারকে সুদৃশ্য করে দেখাতে লাগল। হারমালা বর্ণনা করেন, ইব্ন ওয়াহ্ব সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম থেকে। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক যখন খলীফা হলেন, তখন তার সহচর-অনুচরদের নির্দেশ প্রদান করলেন। তোমরা উমরের (ইব্ন আবদুল আযীযের) জীবন চরিত অনুসরণ কর। তখন তারা এভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করল। এরপর তার কাছে চল্লিশজন শায়খকে উপস্থিত করা হল, যারা সম্মিলিতভাবে তার সামনে সাক্ষ্য দিল খলীফাদের জন্য কোন হিসাব-কিতাব বা শাস্তির বিধান থাকবে না।

কোন কোন সমালোচক ইয়াযীদের ধার্মিকতায় অপবাদ আরোপ করেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে সে অপবাদের পাত্র হল তার ছেলে ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ যেমন অচিরেই আসছে। আর ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের এ ধরনের কোন সমস্যা ছিল না। তার পূর্ববর্তী খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাকে পত্রযোগে লিখেছিলেন পর কথা, আমার তো বিশ্বাস এটাই আমার মৃত্যুশয্যা এবং আমার মৃত্যুর পর তুমিই খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করবে। কাজেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মতের ব্যাপারে সদাসর্বদা মহান

আল্লাহ্কে ভয় করবে। অচিরেই তুমি মৃত্যুর সম্মুখীন হবে এবং দুনিয়া ত্যাগ করে এমন সত্তার সামনে দাঁড়াবে যিনি তোমার কোন কৈফিয়ত/ অজুহাত গ্রহণ করবেন না, ওয়াস্ সালাম। এছাড়া ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক তার ভাই হিশামকে লিখেন—পর কথা, আমীরুল মু'মিনীনের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি তার জীবনকালকে দীর্ঘ মনে করছ, তার মৃত্যু কামনা করছ এবং খিলাফতের প্রত্যাশা করছ। এ পত্রের শেষে তিনি এই পঙতিগুলি উদ্ধৃত করেন ঃ

تَمَنِّى رِجَال أن أموت وإن أمُتْ * فَتِلْكَ سبيـل لستُ فيـها بأوْحد

কতক লোক আমার মৃত্যু কামনা করেছে, আর আমি যদি মরে যাই, তাহলে তো আমি একাই সে পথের পথিক নই।

قَدْ عَلِمُوْا لَوْ يَنفع العلم عندهم * متى متُّ ما الباغى عَلَىَّ بِمُخْلَد

তারা তো ভালভাবেই জানে, আমার মৃত্যুকালের অবগতি তাদের কোন উপকারে যদি এসেও থাকে কিন্তু আমার মৃত্যুকাঙ্ক্ষীতো অমর নয়।

مَنِيَّتُهُ تَجْرِى لَوقْتٍ وَحَتْفُه * يُصَادِفه يَوْمًا على غير مَوْعد

তার মৃত্যু ধাবমান এক নির্ধারিত সময়ের জন্য আর কোন একদিন অনির্ধারিত সময়ে তার মৃত্যু তার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

فقُلْ للذى يبقى خِلاَفَ الذى مَضى * تهيأ لأُخْرى مثلها وكان قَد

কাজেই যে বিগত হয়েছে তার বিপরীতে/ পরিবর্তে তাকে বল, যে বেঁচে আছে, তুমি অনুরূপ কিছুর জন্য প্রস্তুত হও।

তখন হিশাম তাকে লিখেন, আপনার পূর্বে মহান আল্লাহ্ যেন আমাকে এবং আপনার সন্তানদের পূর্বে আমার সন্তানদের মৃত্যুদান করেন। আপনার মৃত্যুর পর আমার জীবন ধারণে কোন কল্যাণ নেই।

ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের দাসী ছিল যাকে হাবাবা বলা হতো, তার নাম ছিল আলিয়া। দাসীটি ছিল অনিন্দ্য সুন্দরী। তার ভাই খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের খিলাফতকালে উছমান ইব্ন সাহ্ল ইব্ন হানীফ থেকে তিনি তাকে চার হাজার দীনারের বিনিময়ে খরিদ করেন। তখন ভাই সুলায়মান তাকে বলেন, আমি তোমাকে এ ক্রয় থেকে বিরত রাখতে উদ্যত হয়েছিলাম। তখন তিনি তাকে বিক্রি করে দেন। এরপর তিনি যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তার স্ত্রী সা'দা একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি দুনিয়ার কোন প্রাপ্য/ প্রাপ্তি বঞ্চনা রয়েছে ? তিনি বলেন, হ্যাঁ, সে হলো হাবাবা। তখন তার স্ত্রী লোক পাঠিয়ে তার জন্য বাঁদীটি খরিদ করেন। তারপর তাকে পোশাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করে পর্দার আড়ালে বসিয়ে পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি দুনিয়াবী কোন খাহেশ অপূর্ণ আছে ? তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে সে বিষয়ে অবহিত করিনি ? তখন তার স্ত্রী বাঁদীটি তার সামনে এনে তার একান্ত সাহচর্যে দিয়ে বলে গেলেন, এই যে, অপনার কাঙ্ক্ষিত হাবাবা! তখন বাঁদীটি তার প্রিয়ভাজন

হলো, এবং তার স্ত্রী তার সাথে বাঁদীটির বিবাহ দিয়ে দিলেন। একদিন তিনি বলেন, আমার মন চায় আমি এক প্রাসাদে হাবাবার সাথে একান্তে থাকব, আমাদের কাছে আর কেউ থাকবে না। এরপর তিনি তা করেন এবং তার প্রাসাদে হাবাবার একান্ত সাহচর্য গ্রহণ করেন। এ সময় তার জন্য প্রাসাদটিকে মূল্যবান ও চমকপ্রদ ফরাশ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় এবং তাতে বহুবিধ ভোগ-উপকরণের সমাবেশ ঘটানো হয়। এভাবে আনন্দ-বিনোদনের বিভিন্ন উপকরণের মাঝে তারা দু'জন যখন প্রফুল্লতায় ও আনন্দে বিভোর হয়ে তাদের সামনে রাখা আঙুর থোকা থেকে খাচ্ছিলেন এমন সময় ইয়াযীদের দেয়া একটি আঙুর খেতে গিয়ে তা গলায় আটকে হাবাবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন তার মৃত্যুতে হতবুদ্ধি ইয়াযীদ তাকে কয়েকদিন যাবত মৃত অবস্থায় আগলে চুমু খেতে থাকেন। অবশেষে তার মৃতদেহে যখন পচন ধরে এবং তা থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হতে শুরু করে, তখন তিনি তাকে দাফনের নির্দেশ প্রদান করেন। তাকে দাফন করার পর উদভ্রান্ত হয়ে তিনি কয়েকদিন তার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর পুনরায় তার কবরে ফিরে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করেন ঃ

فإن تَسْلُ عنك النَّفْسُ أَوْ تَدع الصِّبَا * وَبِالْيَأْسِ تسل عنك لا بِالتجَلُّدِ

আমার মন যদি তোমার ব্যাপারে সান্ত্বনা লাভ করে কিংবা তোমার আসক্তি ত্যাগ করে, তাহলে তা নিরাশার কারণে– মানসিক দৃঢ়তার কারণে নয়।

وكل خَلِيْلٍ زارنى فهو قائل * من أَجْلك هذا هامة اليَوْمِ أوغدِ

আর তোমার মৃত্যুর পর যে বন্ধুই আমার দর্শনে এসেছে তোমার মৃত্যু শোকের কারণে সেই আমার সম্বন্ধে বলেছে এতো মৃত্যুপথযাত্রী।

এরপর তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তার নিজের শবদেহ বের হওয়ার পূর্বে আর তিনি বের হননি।

তার মৃত্যুর কারণ ছিল ক্ষয়রোগ। এ বছর অর্থাৎ একশ' পাঁচ হিজরীর শা'বান মাসের ২৬ তারিখে তিনি বর্তমান জর্দানের পল্লী অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন। তার খিলাফতকাল ছিল চার বছর কয়েক মাস- এটা হলো প্রসিদ্ধ মত। তবে কারও কারও মতে এ সময়কাল আরও কম। আর মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। মতান্তরে পঁয়ত্রিশ, কিংবা ছত্রিশ কিংবা আটত্রিশ কিংবা ঊনচল্লিশ বছর। আর কারও কারও মতে এ সময় তিনি চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্ অধিক জানেন।

ইয়াযীদ ছিলেন দীর্ঘকায় বিশালদেহী, ফর্সা, গোলাকার চেহারার অধিকারী। তার উপরের দিকের সামনের দাঁত উঁচু ছিল এবং মৃত্যুকালে তার চুল-দাড়িতে বার্ধক্য প্রকাশ পায়নি। বর্ণিত আছে, তিনি জাওলান নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মতান্তরে হাওরানে। আর তার জানাযার নামায পড়ে তার পনের বছর বয়সী ছেলে ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ। কারও কারও মতে তার জানাযার নামায পড়েন তার পরবর্তী খলীফা তার ভাই হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক। তাকে বহন করে নিয়ে দামেশকে বাবুল জাবিয়া এবং বাবুসগীর-এর মধ্যবর্তী স্থানে দাফন করা

হয়। তিনি তার পরবর্তী খলীফারূপে তার ভাই হিশামকে এবং তার পরবর্তী খলীফা রূপে নিজ ছেলে ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদকে মনোনীত করে ফরমান দিয়ে যান। ফলে তার মৃত্যুর পর সকলে হিশাম ইব্ন আবদুল মালিকের অনুকূলে বায়আত গ্রহণ করে।

হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের খিলাফত

এ বছর অর্থাৎ একশ' পাঁচ হিজরীর শা'বান মাসের ২৬ তারিখে শুক্রবার ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার অনুকূলে খিলাফতের বায়আত গৃহীত হয়। এ সময় তার বয়স চৌত্রিশ বছর কয়েক মাস।

কেননা, তার পিতা আবদুল মালিক যখন ৭২ হিজরীতে মুসআব ইব্ন যুবায়রকে হত্যা করেন, তখন তার জন্ম হয়। তাই তিনি সুলক্ষণ গ্রহণ করে তার নাম রাখেন মানসূর (বিজয়প্রাপ্ত) তারপর আগমন করে দেখেন তার মা নিজ পিতার নামে তার নাম রেখেছেন হিশাম। তিনি তার এ নাম অনুমোদন করেন। ওয়াকিদী বলেন, তিনি যখন খিলাফতের জন্য মনোনীত হন, তখন তিনি দায়ছুনাতে তার এক বাড়ীতে অবস্থানরত ছিলেন। তখন সরকারী ডাকদূত তার কাছে খলীফার জন্য নির্ধারিত ছড়ি এবং সীলমোহরযুক্ত আংটি নিয়ে আসে এবং তাকে খলীফাতুল মুসলিমীন সম্বোধন করে সালাম করে। এরপর তিনি রাস্সাফা থেকে আরোহণ করে দামেশকে আগমন করেন এবং পরিপূর্ণভাবে খিলাফতের দায়িত্ব পালন শুরু করেন। এ সময় তিনি এ বছরের শাওয়াল মাসে ইরাক ও খোরাসানের গভর্নর পদ থেকে উমর ইব্ন হুবায়রাকে অপসারণ করেন এবং তার পরিবর্তে সেখানে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আলকাসরীকে নিয়োগ করেন। অবশ্য কারও কারও মতে তিনি একশ' ছয় হিজরীতে তাকে ইরাকে গভর্নর নিয়োগ করেন। তবে প্রথম মতটি প্রসিদ্ধ। এছাড়া এ বছর আমীরুল মু'মিনীনের মাতুল তার আম্মা আইশা বিন্ত হিশাম ইব্ন ইসমাঈলের ভ্রাতা ইবরাহীম ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসমাঈল হজ্জ পরিচালনা করেন। আইশা বিন্ত হিশাম আবদুল মালিকের ঔরসে হিশামের জন্ম দেওয়ার পর পরই তিনি তাকে তালাক প্রদান করেন। কেননা, আইশা ছিলেন নির্বোধ। এছাড়া এ বছরই গোপনে বানূ আব্বাসের অনুকূলে খিলাফত সংক্রান্ত প্রচার ও আহ্বানের তৎপরতা ইরাক ভূখণ্ডে শক্তিশালী হয় এবং তাদের প্রচারক ও কর্মীরা বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করে যা তাদেরকে তাদের কাঙ্ক্ষিত ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন-

আবান ইব্ন উছমান ইব্ন আফ্ফান[১]

পঁচাশি সালের আলোচনায় তার ওফাতের আলোচনা বিগত হয়েছে। তিনি ফকীহ ও আলিম তাবিঈগণের অন্যতম। তার সম্পর্কে আমর ইব্ন শুআয়ব বলেন, হাদীস এবং ফিকহ্ সম্পর্কে তার চেয়ে অধিক অবগত কোন ব্যক্তিকে আমি দেখিনি। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ

১. আখবারুল কুযাত ১/১২৯, তারীখুল ইসলাম ৩/২৪১, তারীখুল বুখারী ১/৪৫০, তাহযীব ইব্ন আসাকির ১৩৪/২, তাহযীবুল আসমা ওয়াললুগাত ১ম অংশ ১ম খণ্ড ৯৭, তাহযীবুত্ তাহযীব ১/৯৭, তাহযীবুল কামাল ৪৮, আলজারহ ওয়াততা'দীল ১ম অংশ, ১ম ভলিউম ২৯৫, শাজারাতুযযাহাব ১/১৩১, তাবাকাতু ইব্ন সা'দ ৫/১৫১, তাবাকাত খলীফা ২০৫৮, আলইবার ১/১২৯, আলমা'আরিফ ২০১, আন্নুজুম আযযাহিরা ১/২৫৩।

আল-কাত্তান বলেন, পবিত্র মদীনার ফকীহ্ হলেন দশজন। এরপর তিনি আবান ইব্ন উছমানকে তাদের অন্যতম উল্লেখ করেন। অন্যরা হলেন খারিজা ইব্ন যায়দ, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্, সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবা, উরওয়া, কাসিম, কাবীসা ইব্ন যুওয়ায়ব, আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান। মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ বলেন, তিনি বধির ও শ্বেতী রোগগ্রস্ত ছিলেন এবং মৃত্যুর এক বছর পূর্বে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন। এছাড়া এক বর্ণনা মতে আরও যারা একশ' পাঁচ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন, আবূ রজা আল উতারদী, আমির শা'বী, আর ইতোপূর্বে এ আলোচনা বিগত হয়েছে। অন্য এক বর্ণনা মতে, কবি কুছায়য়ারও এদের অন্যতম। অবশ্য অন্য এক বর্ণনা মতে তিনি এর পরের বছর ইন্তিকাল করেন। যেমন অচিরেই আসছে।

১০৬ হিজরীর সূচনা

এ বছরেই হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক পবিত্র মদীনা, মক্কা ও তাইফের প্রশাসক পদ থেকে আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আন্-নযরীকে অপসারণ করে তার স্থলে তার মামাতো ভাই ইবরাহীম ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসমাঈল আল মাখযূমীকে নিয়োগ করেন। এছাড়া এ বছরেই সাঈদ ইব্ন আবদুল মালিক সাইফা আক্রমণ করেন। এছাড়া এ বছর মুসলিম ইব্ন সাঈদ ফারগানা আক্রমণ করেন। সেখানে তিনি তাতারীদের সম্মুখীন হন। তখন তাদের মাঝে বিরাট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধে খাকান স্বয়ং এবং বহুসংখ্যক তাতারী নিহত হয়। এ বছর জাররাহ্ আল হাকামী খাযার্ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে আক্রমণ পরিচালনা করেন। তারা তার সাথে সন্ধি করে এবং তাকে জিয্য়া ও খারাজ প্রদান করে। এ ছাড়া এ বছর হাজ্জাজ ইব্ন আবদুল মালিক 'লান' আক্রমণ করে বহু সংখ্যক শত্রু নিধন করেন এবং গনীমত লাভ করে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেন। এ বছরই খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-কাসরী খোরাসানের গভর্নর পদ থেকে মুসলিম ইব্ন সাঈদকে অপসারণ করেন এবং তার ভাই আসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-কাসরীকে তার নতুন গভর্নর নিয়োগ করেন। আমীরুল মু'মিনীন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক এ বছর হজ্জ পরিচালনা করেন এবং আবূয্-যিনাদকে পত্রযোগে নির্দেশ প্রদান করেন পবিত্র মদীনায় প্রবেশের পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তাঁকে হজ্জের বিধি-বিধান লিখে দিতে। তিনি তা করেন। লোকজন পবিত্র মদীনা থেকে তাকে সংবর্ধনা জানিয়ে অর্ধেক পথ সাথে যায়। এদের সাথে আবূয্-যিনাদও ছিলেন। যিনি খলীফার নির্দেশ পালন করছিলেন। এ সময় অন্যদের সাথে সাঈদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন উছমান ইব্ন আফ্ফান তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার গোষ্ঠীয় লোকজন এ সকল পুণ্যস্থলে আবূ তুরাবকে অভিশাপ করে থাকে। কাজেই, আপনিও তাকে অভিশাপ করুন। আবুয- যিনাদ বলেন, বিষয়টি হিশামের কাছে গুরুতররূপে দেখা দিল এবং তিনি এটাকে দুর্বহ মনে করে বলেন, কাউকে গালমন্দ করা কিংবা অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমি আগমন করিনি। আমরা তো হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে আগমন করেছি। তারপর তিনি সাঈদকে উপেক্ষা করে তার কথা বন্ধ করেন এবং আবুয্– যিনাদের দিকে মনোযোগী হয়ে তার সাথে কথা বলতে শুরু করেন। তিনি যখন পবিত্র মক্কায় পৌঁছেন ইবরাহীম ইব্ন তালহা তার সাথে সাক্ষাৎ করে একখণ্ড ভূমির ব্যাপারে তার কাছে যুল্মের (শিকার হওয়ার) অভিযোগ করেন। হিশাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আবদুল মালিক তোমার সাথে কী আচরণ করেছেন ? তিনি বলেন, তিনি

আমার প্রতি অবিচার করেছেন। হিশাম বলেন, তারপর ওয়ালীদ কী করেছেন ? তিনি বলেন, তিনিও আমার প্রতি অবিচার করেছেন। তিনি বলেন, সুলায়মান কী করেছেন ? ইবরাহীম বলেন, তিনিও অবিচার করেছেন। হিশাম বলেন, আর উমর ইব্ন আবদুল আযীয ? তিনি বলেন, তিনি আমাকে আমার ভূমি ফিরিয়ে দিয়েছেন। হিশাম বলেন, আর ইয়াযীদ ? তিনি বলেন, তিনি আমার দখল থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছেন, আর এখন তা আপনার দখলে। এ কথা শোনার পর হিশাম তাকে বলেন, তোমার এই বার্ধক্যগ্রস্ত দেহে যদি প্রহারের স্থান থাকত তাহলে আমি তোমাকে প্রহার করতাম। তখন ইবরাহীম বলেন, অবশ্যই আমার দেহে তরবারি ও চাবুকের আঘাতের অবকাশ রয়েছে। একথা বলে হিশাম তাকে ছেড়ে যান এবং তার সহচরদের বলেন, এর চেয়ে স্পষ্টভাষী কাউকে আমি দেখিনি। আর এ বছর পবিত্র মক্কা-মদীনা ও তাইফের গভর্নর ছিলেন ইবরাহীম ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসমাঈল এবং ইরাক ও খোরাসানের গভর্নর ছিলেন খালিদ আল-কাসরী। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক অবগত। এ বছর আরও যাঁরা ইন্তিকাল করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, ফকীহ আবূ আমির সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্নুল খাত্তাব। ইনি ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ ও আলিম।

তাঁর পিতা থেকে এবং অন্যদের থেকে তিনি একাধিক রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি ছিলেন তার যুগের বিশিষ্ট আবিদ-যাহিদ। খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক যখন হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করেন, তিনি হঠাৎ সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্র দেখা পান। তিনি তাকে বলেন, সালিম তোমার কোন প্রয়োজন থাকলে বল। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র ঘরে এসে অন্যের কাছে চাইতে লজ্জাবোধ করি। এরপর সালিম যখন বের হয়ে আসেন, তখন হিশাম তার পিছে বের হয়ে এসে বলেন, এখন তো তুমি আল্লাহ্র ঘর থেকে বের হয়ে এসেছ, কাজেই, এখন আমার কাছে তোমার কোন প্রয়োজন থাকলে বল। সালিম বলেন, দুনিয়ার প্রয়োজন নাকি আখিরাতের প্রয়োজন ? হিশাম বলেন, দুনিয়ার প্রয়োজন। সালিম বলেন, যিনি দুনিয়ার মালিক তার কাছেও আমি দুনিয়ার কোন প্রয়োজন চাই না। কাজেই, যে তার মালিক নয়, তার কাছে কিভাবে চাব। সালিম জীবনযাপনে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করতেন। তিনি মোটা ও খসখসে পশমী কাপড় পরিধান করতেন। নিজ হাতে তার জমি-জমার দেখাশোনা ও অন্যান্য কাজ করতেন, খলীফাদের থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন বিনয়ী, অতি আত্মীয় বৎসল এবং বিরাট যাহিদ ও মুত্তাকী।

আর এদের অন্যতম আরেকজন তাউস ইব্ন কায়সান আল্-ইয়ামানী। তিনি ইব্ন আব্বাসের বিশিষ্ট শাগরিদ। এদের জীবনচরিত আমরা আমাদের রচিত আত্তাক্মীল গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্র, আর এখানে আমরা সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইবনুল খাত্তাবের জীবনী তথ্যে সুবৃদ্ধি ঘটিয়েছি। আর তাউস হলেন আবূ আবদুর রহমান তাউস ইব্ন কায়সান আলইয়ামানী তিনি হলেন ইয়ামানবাসী তাবিঈগণের প্রথম সারির অন্যতম। তিনি ঐ সকল পারসিকের অন্যতম যাদেরকে পারস্যরাজ কিসরা ইয়ামানে প্রেরণ করেছিলেন।

তাউস একদল সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেন এবং তাদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তিনি ছিলেন তার যুগের বিশিষ্ট ইমাম। যার মাঝে ইবাদত-বন্দেগী, দুনিয়াবিমুখতা, উপকারী

জ্ঞান ও নেক আমলের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি প্রায় পঞ্চাশজন সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেন। তবে তার অধিকাংশ রিওয়ায়াত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে। তাঁর থেকে বহু বিশিষ্ট তাবিঈ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুজাহিদ, আতা, আম্র ইব্ন দীনার, ইবরাহীম ইব্ন মায়সারা, আবুয যুবায়র, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, যুহরী, হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত, লায়ছ ইব্ন আবূ সুলায়ম, যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম, আবদুল মালিক ইব্ন মায়সারাহ, আবদুল কারীম ইব্ন মুখারিক, ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ, মুগীরা ইব্ন হাকীম আস্সান্আনী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাউস এবং অন্যান্য আরও অনেকে। হজ্জরত অবস্থায় তাউস পবিত্র মক্কায় ইন্তিকাল করেন। এরপর খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক তার জানাযার নামায পড়েন এবং তাঁকে পবিত্র মক্কায় দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন আবদুর রায্যাক সূত্রে। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, তাউস যখন পবিত্র মক্কায় ইন্তিকাল করেন, তখন তার জানাযার পূর্বে খলীফা হিশাম প্রহরী দলসহ তার ছেলেকে পাঠান। তিনি আরও বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসানকে তার শবাধার বহন করতে দেখেছি। তিনি বলেন, (এসময়) তার মাথার টুপি পড়ে যায় এবং তার পরিধেয় চাদরের প্রান্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় (অর্থাৎ ভিড়ের কারণে) আর কেনই বা এমন হবে না। অথচ, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন اَلْاِيْمَانُ يَمَانٌ ঈমান হল ইয়ামানী। এই হাদীস ও অন্য হাদীসে এই ইঙ্গিতকৃতদের মধ্য থেকে অন্যতম হলেন, আবূ মুসলিম, আবূ ইদরীস, ওয়াহ্ব, কা'ব ও তাউস। এছাড়াও আরও অনেকে রয়েছেন। যামরাহ্ বর্ণনা করেন, ইব্ন শাওযাব থেকে। তিনি বলেন, একশ' পাঁচ হিজরীতে আমি পবিত্র মক্কায় তাউসের জানাযা প্রত্যক্ষ করেছি। এ সময় লোকেরা বলছিল, মহান আল্লাহ্ আবূ আবদুর রহমানের রহম করুন, তিনি তো চল্লিশবার হজ্জ করেছেন।

আবদুর রায্যাক বলেন, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হজ্জরত অবস্থায় মুযদালিফায় কিংবা মিনায় তাউস ইন্তিকাল করেন। তাকে যখন খাটিয়ায় উঠানো হয়, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন আলী তার খাটিয়ার পা ধরেন এবং কবরে পৌছার পূর্বে তিনি তা ছাড়েননি। ইমাম আহমাদ বলেন, আবদুর রায্যাক সূত্রে তিনি বলেন, একবার তাউস পবিত্র মক্কায় আগমন করেন এবং এ সময় খলীফাও সেখানে আগমন করেন। তখন তাউসকে বলা হয় তার অমুক অমুক গুণ রয়েছে, আপনি যদি তার সাথে দেখা করতেন, তাহলে খুব ভাল হতো। তিনি বলেন, তার কাছে তো আমার কোন প্রয়োজন নেই। তারা বলেন, আমরা তো আপনার ব্যাপারে শঙ্কিত। তিনি বলেন, তাহলে তো সে তেমন ওলী নয় যেমন তোমরা বলছ। ইব্ন জারীর বলেন, আমাকে আতা বলেছেন, এরপর তাউস আমার কাছে এসে বলেন, হে আতা! ঐ ব্যক্তির কাছে তোমার প্রয়োজন উত্থাপন থেকে বিরত থাক, যে তোমার সম্মুখে তার দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছে এবং তার পশ্চাতে প্রহরী বসিয়েছে। এর পরিবর্তে তুমি তার কাছে প্রার্থনা কর, যার দ্বার তোমার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত। যিনি তাকে আহ্বান করার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমার আহ্বানে সাড়া দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইব্ন জারীহ মুজাহিদ সূত্রে তাউস থেকে বলেন, اُوْلٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ তাদেরকে যেন আহ্বান করা হয় বহুদূর থেকে– অর্থাৎ তাদের অন্তর থেকে দূরবর্তী স্থান থেকে। আহ্জারী বর্ণনা করেন, সুফয়ান থেকে, তিনি লায়ছ থেকে। তিনি বলেন, আমাকে (একবার) তাউস

বলেন, তুমি যা কিছু শিক্ষা কর নিজের জন্য শিক্ষা কর। কেননা, মানুষের থেকে সততা ও বিশ্বস্ততা গত হয়েছে। আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ সূত্রে সালত ইব্‌ন রাশিদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমরা তাউসের কাছে ছিলাম, এমন সময় তার কাছে খোরাসানের গভর্নর মুসলিম ইব্‌ন কুতায়বা ইব্‌ন মুসলিম আগমন করে। এ সময় সে তাউসকে কোন কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তাউস তাকে ধমক দেন। আমি তাকে বলি, ইনি খোরাসানের গভর্নর মুসলিম ইব্‌ন কুতায়বা। তিনি বলেন, তা আমার কাছে তার জন্য অধিক অপদস্থকর। এ ছাড়া একবার তিনি তাউসকে বলেন, আপনার গৃহের সংস্কারের প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমার জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে! আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন, মা'মার সূত্রে তাউসের ছেলে থেকে বর্ণনা করেন, وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا আর মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে – এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাউস বলেন, অর্থাৎ নারীদের ব্যাপারে। কেননা, অন্য কোন ব্যাপারে ততটুকু দুর্বল নয় যতটুকু দুর্বল নারীদের ব্যাপারে। আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা বর্ণনা করেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র সূত্রে তাউস থেকে। তিনি বলেন, (একবার) হযরত ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম ইবলীসের দেখা পান। ইবলীস হযরত ঈসাকে বলে, আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে, আল্লাহ্ আপনার তাকদীরে যা লিপিবদ্ধ করেছে তা ছাড়া অন্য কিছু আপনাকে স্পর্শ করবে না ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। ইবলীস বলে, তাহলে আপনি এই পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে সেখান থেকে লাফ দিয়ে নীচে পতিত হোন, তারপর দেখুন আপনি জীবিত থাকেন কিনা ? তখন হযরত ঈসা বলেন, তুমি কি জান না আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা যেন আমাকে যাচাই করতে না যায়। কেননা, আমার যা ইচ্ছা হয় আমি তাই করি। যুহরী সূত্রে তার একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, হযরত ঈসা তখন বলেন, বান্দা তার রবকে যাচাই করবে না। কিন্তু, রব তার বান্দাকে যাচাই করবেন। অন্য এক রিওয়ায়াতের ভাষ্য হলো, বান্দা তার রবকে পরীক্ষা করবে না কিন্তু রব তার বান্দাকে পরীক্ষা করবেন। তাউস বলেন, এভাবে ঈসা (আ) ইবলীসকে যুক্তিতে পরাভূত করেন। ফুযায়ল ইব্‌ন আয়ায বর্ণনা করেন, লায়ছ সূত্রে তাউস থেকে তিনি বলেন, পুণ্যবানদের হজ্জ হলো বাহনে আরোহণ করা। তার থেকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ তা রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন আবূ ছামীলাহ্ সূত্রে ইব্‌ন আবূ দাঊদ থেকে। তিনি বলেন, আমি তাউস এবং তার কতক শাগরিদকে দেখেছি তারা যখন আসরের নামায শেষ করতেন তখন কারও সাথে কথা না বলে কিবলামুখী হয়ে বসে থাকতেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে অকাতর প্রার্থনায় মশগূল হতেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কৃপণতা করেনি এবং ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি, সে কখনও অভাবগ্রস্ত হবে না। আবূ দাঊদ তায়ালিসী তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এ ছাড়া তাবারানী তা রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল মুনযির সূত্রে আবূ দাঊদ থেকে। তিনি তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন, হে বৎস! জ্ঞানীদের সাহচর্য অবলম্বন কর, তাহলে তুমি তাদের পরিচয়ে পরিচিত হবে যদিও তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত না হও। আর মূর্খদের সাহচর্য গ্রহণ করো না, তাহলে তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়েও তুমি তাদের মধ্যে গণ্য হবে। আর জেনে রাখ, সবকিছুর চূড়ান্ত সীমা রয়েছে আর মানুষের উৎকর্ষের চূড়ান্ত সীমা হলো জ্ঞান ও বুদ্ধির সৌন্দর্য। (একবার) এক ব্যক্তি তাকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাকে ধমক দেন। সে বলে, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমি তো আপনার ভাই। তিনি বলেন, অন্যদেরকে বাদ দিয়ে আমার ভাই। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, একবার এক খারিজী তাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে

ধমক দেন। সে বলে, আমি তো আপনার ভাই! তিনি বলেন, সকল মুসলমানদের মধ্য থেকে? আফ্ফান বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইব্ন যায়দ সূত্রে আয়্যুব থেকে। তিনি বলেন, (একবার এক ব্যক্তি তাউসকে কোন কিছু সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তিনি তাকে ধমক দেন। তারপর তাকে বলেন, তুমি কি চাও আমার গলায় রশি ঝুলিয়ে আমাকে প্রদক্ষিণ করানো হোক। একবার তাউস এক দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখেন যার চোখ ছিল দৃষ্টিহীন এবং কাপড় ছিল ময়লা। তিনি তাকে বলেন, দারিদ্র্য না হয় মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, কিন্তু পানি ব্যবহারে পরিচ্ছন্ন হতে তোমার বাধা কোথায়?

তাবারানী তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কোন কোন যুল্ম্ স্বীকার করা তাতে অবস্থান করার চেয়ে উত্তম। আবদুর রায্যাক সূত্রে দাউদ ইব্ন ইবরাহীম থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হজ্জের পথে সিংহ লোকদের পথ রুদ্ধ করে রাখে। এরপর রাতের শেষ প্রহরে সিংহ চলে যায়। তখন লোকেরা স্ব স্ব বাহন থেকে নেমে ঘুমে অচেতন হয়ে যায় আর তাউস নামাযে দাঁড়িয়ে যান। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলে, অন্য এক বর্ণনায় তার ছেলে বলে, আপনি কি ঘুমাবেন না। আজ রাত্রে জেগে থেকে আপনি তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন? তখন তিনি বলেন, রাতের শেষ প্রহরে কি কেউ ঘুমায়? অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, কেউ যে রাতের শেষ প্রহরে ঘুমায় এ ধারণা আমার ছিল না। তাবারানী বর্ণনা করেছেন, আবদুর রায্যাক সূত্রে ইব্ন তাউস থেকে। তিনি বলেন, একবার আমি আমার পিতাকে বললাম, মায়্যিতের জন্য সবচেয়ে উপকারী আমল কোন্‌টি। তিনি বলেন, ইসতিগ্ফার। তাবারানী বর্ণনা করেন, আবদুর রায্যাক থেকে তিনি বলেন, আমি নু'মান ইব্ন যুবায়র আস্সানআনীকে বর্ণনা করতে শুনেছি, একবার (আমীর) মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ কিংবা আয়্যুব ইব্ন ইয়াহ্য়া তাউসের কাছে সাতশ' দীনার পাঠান এবং দূতকে বলেন, যদি তিনি তোমার থেকে তা গ্রহণ করেন, তাহলে আমীর তোমাকে মূল্যবান পোশাক ও বখশিশ দান করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সে তা নিয়ে তাউসের কাছে আগমন করে। এরপর তাকে বলে, হে আবদুর রহমানের পিতা! আপনার জন্য আমীর কিছু হাত খরচ পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। সেই দূত সর্ব উপায়ে তাকে তা প্রদানের চেষ্টা করে; কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এমন সময় তাউসের অলক্ষ্যে লোকটি ঐ দীনারের থলে বাড়ীর জানালা দিয়ে ভিতরে নিক্ষেপ করে তারপর আমীরের কাছে ফিরে গিয়ে বলে, তিনি তা গ্রহণ করেছেন। এর কিছুদিন পর তাউসের সম্পর্কে তাদের কাছে অপ্রীতিকর কিছু সংবাদ পৌঁছে। তারা বলল, তার কাছে লোক পাঠানো হোক, তিনি যেন আমাদের হাদিয়া ফিরিয়ে দেন। এরপর দূত তার কাছে এসে বলে ইতোপূর্বে আমীর আপনাকে যে অর্থ প্রদান করেছেন তা আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। তিনি বলেন, আমি তো তা গ্রহণই করিনি। সে দূত ফিরে গিয়ে তাদেরকে বিষয়টি অবহিত করে। তারা বুঝতে পারে তিনি সত্য বলেছেন। তারা বলে, যে ব্যক্তি তার কাছে ঐ মাল নিয়ে গিয়েছিল তাকে পাঠিয়ে দেখ। তারা তাকে তাউসের কাছে পাঠায়। সে এসে বলে, হে আবদুর রহমানের পিতা! আপনার কাছে আমি যে মাল নিয়ে এসেছিলাম তার কী হলো? তিনি বললেন, আমি কি তোমার থেকে কিছু গ্রহণ করেছিলাম? সে বলে না! বর্ণনাকারী বলেন, তখন ঐ ব্যক্তি যে স্থানে তা নিক্ষেপ করেছিল সেখানে গিয়ে দেখে তা যেমন ছিল তেমনই আছে, আর মাকড়সা তার উপর জাল বুনেছে। সে তা নিয়ে চলে যায়।

(একবার) খলীফা সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক যখন হজ্জ করেন, তিনি তার সহচরদের বলেন, আমার কাছে একজন বিজ্ঞ ফকীহকে নিয়ে আস, আমি তাকে হজ্জের কিছু

বিধি-বিধান জিজ্ঞাসা করব। বর্ণনাকারী বলেন, তার প্রহরী সেই ফকীহ-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এমন সময় তাউস সে স্থান অতিক্রম করেন। তখন লোকেরা বলে, ইনি (বিশিষ্ট ফকীহ) তাউস আল ইয়ামানী। খলীফার প্রহরী তাকে ধরে বলে, আপনি আমীরুল মু'মিনীনের আহ্বানে সাড়া দিন। তিনি বলেন, আমাকে অব্যাহতি দিন। কিন্তু প্রহরী তাকে না ছেড়ে খলীফার সাক্ষাতে প্রবেশ করায়। তাউস বলেন, আমি তখন খলীফার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বলি, মহান আল্লাহ্ আমাকে আমার এই অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। একবার তিনি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! জাহান্নামের পাড়ে একটি প্রস্তরখণ্ড ছিল, যা সত্তর বছর অনবরত নিম্নে পতিত হওয়ার পর তার তলদেশে গিয়ে ঠেকেছে। আপনি কি জানেন কার জন্য মহান আল্লাহ্ তা প্রস্তুত করেছেন ? তিনি বললেন, না। তুমি তো সর্বনাশা কথা বলছ, কার জন্য মহান আল্লাহ্ তা প্রস্তুত করেছেন ? তিনি (তাউস) বলেন, তাকে মহান আল্লাহ্ তার শাসন ও বিচার-কর্তৃত্বে শরীক করেছেন। তারপর সে তাতে অন্যায় ও অবিচার করেছে। ইমাম যুহরী উল্লিখিত অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, (হজ্জের মওসুমে) খলীফা সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক সুদর্শন ও গুণবান এক ব্যক্তিকে তওয়াফ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন। হে যুহরী, এই ব্যক্তি কে ? আমি বলি, ইনি তাউস, ইনি একাধিক সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেছেন। সুলায়মান দূত মারফত তাকে ডেকে পাঠান এবং তিনি তার কাছে আসেন। সুলায়মান বলেন, আপনি যদি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করতেন! তিনি বলেন, আমাকে আবূ মূসা (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ إِهْوَنَ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ وَلِى مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَعْدِلْ فِيْهِمْ -

'আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে হীন/নীচ সৃষ্টি হলো যে মুসলমানদের কোন শাসন/বিচার কর্তৃত্ব লাভ করে, তারপর তাদের মাঝে ইনসাফ করে না। সুলায়মানের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে রাখেন। তারপর তিনি মাথা উঠিয়ে তাকে বলেন, আপনি যদি আমাদেরকে (আরও) হাদীস শোনাতেন! তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর জনৈক সাহাবী আমাকে বর্ণনা করেছেন– ইব্‌ন শিহাব বলেন, আমার ধারণা তিনি হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করেন– তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে কুরায়শদের মজলিসে খাওয়ার জন্য ডেকে পাঠান। তারপর বলেন, কুরায়শের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে, আর তাদের উপর মানুষের অধিকার রয়েছে, তাদের কাছে দয়া প্রার্থনা করলে তারা দয়া করবে, তাদেরকে বিচারক বানানো হলে তারা ন্যায়বিচার করবে, তাদের কাছে আমানত রাখা হলে তারা তা আদায় করবে, আর যে তা করবে না তার উপর মহান আল্লাহ্‌র ফেরেশতাকুলের এবং সকল মানুষের অভিশাপ। মহান আল্লাহ্ তার থেকে কোন (আমল) কিছুই গ্রহণ করবেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সুলায়মানের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি দীর্ঘক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে থাকেন, তারপর বলেন, যদি আপনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করতেন! তখন তিনি বলেন, আমাকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, কিতাবুল্লাহ্‌র সর্বশেষ আয়াত হলো ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ -

'তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যানীত হবে, তারপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পুরাপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না' (২ ঃ ২৮১)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল বর্ণনা করেছেন আবূ আ'মার সূত্রে ইবরাহীম ইব্ন মায়সারা থেকে। তিনি বলেন, (একবার) উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাঊসকে বলেন, আমীরুল মু'মিনীন অর্থাৎ সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের কাছে তোমার প্রয়োজন উত্থাপন কর। তিনি বলেন, তার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি যেন এ থেকে আশ্চর্য হলেন। সুফয়ান বলেন, কিবলামুখী হয়ে শপথ করে ইবরাহীম আমাদেরকে বলেন, শপথ কা'বা গৃহের প্রতিপালকের, তাঊস ব্যতীত আমি এমন কাউকে দেখিনি যার চোখে সম্ভ্রান্ত ও নিম্ন শ্রেণীর সকল মানুষ একই শ্রেণীভুক্ত। তিনি বলেন, একবার সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের ছেলে তাঊসের পাশে এসে বসেন; কিন্তু তার দিকে তিনি ফিরে তাকাননি। তাকে বলা হয়, আপনার কাছে আমীরুল মু'মিনীনের ছেলে বসেছে। কিন্তু আপনি তার দিকে ফিরেননি ? তিনি বলেন, আমি চেয়েছি সে এবং তার পিতা জানুক যে, আল্লাহর এমন বান্দারা রয়েছে যারা তাদের ব্যাপারে এবং তাদের ধনসম্পদের ব্যাপারে নির্মোহ / নিরাসক্ত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ বর্ণনা করেন, তাঊসের ছেলে থেকে তিনি বলেন, একবার আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়ে কোন এক বসতিতে যাত্রা-বিরতি করি। আমি শাসকদের প্রতি আমার পিতার কঠোরতা ও রূঢ়তার কারণে তার ব্যাপারে শঙ্কিত থাকতাম। আর সেই বসতিতে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের ভাই আয়্যুব ইব্ন ইয়াহয়া নামক মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফের জনৈক প্রশাসক অবস্থান করছিল। কারও কারও মতে তার নাম ছিল ইব্ন নাজীহ। আর অহংকার ও ঔদ্ধত্যে সে ছিল তার নিকৃষ্টতম প্রশাসক। তাঊসের ছেলে বলেন, এরপর আমরা মসজিদে ফজরের নামায পড়ি, এমন সময় ইব্ন নাজীহ তাঊসের আগমনের কথা জানতে পেরে সেখানে উপস্থিত হয় এবং তার সামনে এসে বসে তাকে সালাম করে কিন্তু তিনি তার জবাব দেননি। তারপর সে তার সাথে কথা বলতে উদ্যত হয়। কিন্তু তিনি নীরব থাকেন/ তাকে এড়িয়ে যান। তারপর সে আরেক দিক থেকে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি তাকে এড়িয়ে যান। এভাবে আমি যখন তার মনের অবস্থা বুঝতে পারি, তখন উঠে গিয়ে তার হাত ধরে বলি, আবদুর রহমানের পিতা! আপনাকে চিনতে পারেননি। আমার একথা শুনে তিনি বলে উঠেন, অবশ্যই আমি তাকে চিনি। তখন সেই আমীর প্রশাসক নিজেও বলেন, হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই আমাকে চিনেন। আর আমাকে চেনার পরও আমার সাথে তার আচরণ তুমি প্রত্যক্ষ করলে! এরপর সে চলে যায় কিন্তু তাঊস কোন কিছু না বলে চুপ থাকেন। এরপর আমি যখন গৃহে প্রবেশ করি, তখন তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, হে নির্বোধ! তুমি যখন বলছিলে আমি তো তখন তাদের বিরুদ্ধে তরবারি নিয়ে বের হতে চাচ্ছিলাম, আর তুমি তোমার জিহ্বা সংযত রাখতে পারলে না। আবূ আবদুল্লাহ্ আশশামী বলেন, একবার আমি তাঊসের গৃহে এসে তাঁর সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করি। তাঁর এক বয়োবৃদ্ধ ছেলে আমার সাক্ষাতে বের হয়ে আসে। আমি বলি, আপনিই কি তাঊস ? তিনি বলেন, না, আমি তো তার ছেলে। আমি বলি, আপনিই যদি তার ছেলে হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তো নিশ্চয় বার্ধক্য বিভ্রমের শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, আলিম কখনও বিভ্রমের শিকার হন না। এরপর আমি তাঊসের সাক্ষাতে প্রবেশ করি। তিনি

বলেন, সংক্ষেপে প্রশ্ন কর। আমি বলি, আপনি যদি আমাকে সারগর্ভ ও সংক্ষেপ কথা বলেন, তাহলে আমি আপনার সাথে সংক্ষেপণ অবলম্বন করব। তিনি বলেন, তুমি কি চাও আমি আমার এই মজলিসে তোমাকে তাওরাত ইনজীল ও কুরআনের জ্ঞান দান করি। আবূ আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি বলেন! আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশী ভয় করবে এবং তার চেয়ে বেশী করে তার অনুগ্রহের প্রত্যাশা করবে আর নিজের জন্য যা কামনা করবে সকল মানুষের জন্য তা কামনা করবে।

তাবারানী বলেন, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম সূত্রে তাউস থেকে। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন ধনসম্পদ ও তার মালিককে উপস্থিত করা হবে। তখন তারা বিবাদে লিপ্ত হবে। এরপর মালিক তার ধনসম্পদকে সম্বোধন করে বলবে, আমি তো তোমাকে অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক দিনে সঞ্চয় করেছি। ধনসম্পদ বলবে, আমি কি তোমার প্রয়োজনাদি পূরণ করিনি। আমিই তো তোমার মাঝে এবং মহান আল্লাহ্ তোমাকে আমার প্রতি ভালবাসার যে নির্দেশ দিয়েছেন তার মাঝে অন্তরায় হয়েছি। তখন সম্পদের অধিকারী বলবে, এই যে অর্থ-সম্পদ আমার কাছে নিঃশেষ হয়েছে তা তো আমাকে বাঁধার দড়ি। উছমান ইব্ন আবূ শায়বাহ্ বলেন, তার পিতার সূত্রে হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত থেকে। তিনি বলেন, আমার কাছে এমন পাঁচ ব্যক্তি (একবার) একত্র হয়েছেন, যাদের ন্যায় জামাআত কখনও একত্র হয়নি। তাঁরা আতা, তাউস, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইকরিমাহ্। সুফয়ান বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ ইয়াযীদকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কার সাথে ইব্ন আব্বাসের সাক্ষাতে প্রবেশ করতেন ? তিনি বলেন, আতা এবং অন্যান্য সাধারণ লোকদের সাথে। আর তাউস প্রবেশ করতেন বিশেষ লোকদের সাথে। হাবীব বলেন, তাউস আমাকে বলেন, আমি যখন তোমাকে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করি, যা আমি সুসাব্যস্ত করেছি, তাহলে সে সম্পর্কে অন্য কাউকে প্রশ্ন করো না। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, তাহলে সে সম্পর্কে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রশ্ন করো না।

আবূ উসামা বলেন, আ'মাশ সূত্রে তাউস থেকে। তিনি বলেন, আমি পঞ্চাশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রায্যাক সূত্রে তাউসপুত্র থেকে, তিনি বলেন, (একবার) আমি আমার পিতাকে বললাম, আমি অমুক নারীকে বিবাহ করতে চাই। তিনি বললেন, যাও গিয়ে তাকে দেখে আস। তাউসের ছেলে বলেন, তখন আমি গিয়ে আমার মাথা ধুয়ে তেল মেখে আমার উৎকৃষ্ট কাপড় পরিধান করলাম। এরপর তিনি যখন আমাকে এ অবস্থায় দেখলেন, তখন বললেন, তুমি কোথাও যেও না, বাড়ীতেই অবস্থান কর। আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাউস বলেন, আমার পিতা যখন (হজ্জ উপলক্ষে) পবিত্র মক্কা সফরে যেতেন, তখন একমাস পথ চলতেন। আবার যখন ফিরতেন তখনও এক মাসে ফিরতেন। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমার কাছে এই হাদীস পৌঁছেছে যে, কোন ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহ্র কোন আনুগত্য সম্পাদনে বের হয়, তখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তাকে মহান আল্লাহ্র পথের পথিক গণ্য করা হয়। হামযাহ্ বলেন, হিলাল ইব্ন কা'ব সূত্রে তিনি বলেন, তাউস যখন ইয়ামান থেকে বের হতেন, তখন জাহিলিয়াতের চিহ্নিত ঐ সকল প্রাচীন উৎস ব্যতীত পানি পান করতেন না। একবার এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমার জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে দুআ করুন। তিনি বলেন, তুমি নিজেই নিজের জন্য দুআ কর। কেননা, কোন নিরুপায় বান্দা যখন তাকে আহ্বান করে, তখন তিনি তার আহ্বানে সাড়া দেন।

তাবারানী বলেন, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম সূত্রে তাঊস থেকে তিনি বলেন, প্রাচীনকালে এক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিল। তিনি যখন বৃদ্ধ হলেন, তখন চলৎশক্তি রহিত হয়ে স্বগৃহে অবস্থান গ্রহণ করলেন। একদিন তিনি তার ছেলেকে বললেন, গৃহে অবস্থান আমার কাছে এক ঘেয়ে হয়ে উঠেছে, যদি তুমি আমার কাছে/ সাহচর্যে কয়েক ব্যক্তিকে ডেকে আনতে, তাহলে তারা আমার সাথে কথা বলতে পারত। তার ছেলে গিয়ে একদল লোক একত্র করে বলল, তোমরা সকলে আমার পিতার সাথে সাক্ষাৎ কর এবং তার সাথে কথাবার্তা বল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা তার সাক্ষাতে প্রবেশ করল। তিনি সর্বপ্রথম তাদের সাথে যে কথা বললেন, তা হলো সর্বোৎকৃষ্ট বিচক্ষণতা/দূরদর্শিতা হলো আল্লাহ্‌ভীতি, জঘন্যতম অপারগতা হলো পাপাচার। কোন ব্যক্তি যখন বিবাহ করে সে যেন সদ্বংশে বিবাহ করে। যদি তোমরা একটি পাপাচার অবগত হও, তাহলে তার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যাও। কেননা, এর আরও অনেক সদৃশ রয়েছে। সালামা ইব্‌ন শাবীব বর্ণনা করেন, আহমাদ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক সূত্রে উমর ইব্‌ন মুসলিম আলজিরী থেকে, তিনি বলেন, (মৃত্যুর পূর্বে) তাঊস তার ছেলেকে বলেন, আমাকে দাফন করার পর তুমি আমার কবর দেখবে, যদি তুমি আমাকে সেখানে না পাও, তাহলে মহান আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করবে। আর যদি পাও, তাহলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন পড়বে। আবদুল্লাহ্ বলেন, তার জনৈক ছেলে আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি লক্ষ্য করে তাকে তার কবরে দেখেননি এবং তার কবরে কোন কিছু পাননি। আর (এ সময়) তার মুখমণ্ডলে আনন্দের আভা প্রকাশ পেল। কাবীসাহ্ বর্ণনা করেন, সুফয়ান সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ সূত্রে তিনি বলেন, তাঊস মাঝে মাঝে এই দুআ করতেন, আয় আল্লাহ্! আমাকে সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের আধিক্য থেকে বঞ্চিত রাখুন এবং ঈমান-আমল দান করুন। সুফয়ান বর্ণনা করেন, মা'মার সূত্রে যুহরী থেকে তিনি বলেন, যদি তুমি তাঊস ইব্‌ন কায়সানকে দেখতে, তাহলে বুঝতে পারতে তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। আওন ইব্‌ন সালাম বর্ণনা করেন, জাবির ইব্‌ন মানসূর সূত্রে ইমরান ইব্‌ন খালিদ আল খুযাঈ থেকে, তিনি বলেন, (একবার) আমি আতা-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবূ মুহাম্মাদ! তাঊস দাবী করেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর দুই রাকআত নামায পড়বে যার প্রথম রাকআতে সে الم - تَنْزِيل। এবং দ্বিতীয় রাকআতে تبارك الذى بيده الملكُ পড়বে, তার আমলনামায় আরাফায় অবস্থানের এবং শবে কদরের ছাওয়াব লিখা হবে। আতা বলেন, তাঊস সত্য বলেছেন, আমি কখনও এ দুটি সূরা নামাযে ছাড়িনি। ইব্‌ন আবুস সারী বলেন মা'মার সূত্রে তাঊস থেকে তিনি বলেন, বানূ ইসরাঈলের এক ব্যক্তি পাগলদের চিকিৎসা করত। এ সময় এক সুন্দরী নারীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দিল। তখন তাকে লোকটির কাছে আনা হলো এবং সে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলো। চিকিৎসার প্রয়োজনে তার কাছে অবস্থানকালে একদিন সে তার সতীত্ব হরণ করল। ফলে স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হয়ে পড়ল। এ সময় শয়তান তার কাছে এসে বলল, লোকেরা এ ব্যাপারটি জানতে পারলে তুমি কলঙ্কিত হবে। কাজেই, তুমি তাকে হত্যা করে তোমার ঘরে তাকে দাফন কর। (শয়তানের কথা মত) সে তাকে হত্যা করে দাফন করল। কিছুদিন পর স্ত্রীলোকটির স্বজনরা এসে তার কথা জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, সে মারা গেছে। তখন লোকটির সততা ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করে তারা তাকে অভিযুক্ত করল না। এ সময় শয়তান তাদের কাছে এসে বলল, সে তো মারা যায়নি। প্রকৃত

ঘটনা হলো সে তার সতীত্ব হরণ করায় সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। তখন সে তাকে হত্যা করে তার ঘরের অমুক স্থানে দাফন করে রেখেছে। তার স্বজনেরা এসে বলল, আমরা তার হত্যার ব্যাপারে আপনাকে অভিযুক্ত করছি না। তবে আমাদেরকে বলুন, আপনি তাকে কোথায় দাফন করেছেন ? আর আপনার সাথে কে ছিল? তারা তার ঘরের মাটি খুঁড়ে তাকে সেখানেই পেল যেখানে সে তাকে দাফন করেছিল। তখন তারা তাকে ধরে নিয়ে বন্দী করে রাখল। শয়তান তার কাছে এসে বলল, আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। তুমি যদি চাও আমি তোমাকে তোমার বিপদ থেকে উদ্ধার করি, তাহলে তুমি আল্লাহকে অস্বীকার কর। সে শয়তানের অনুসরণ করে আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করল, এরপর তাকে হত্যা করা হলো শয়তান তার থেকে নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করল। তাউস বলেন, আমার জানা মতে এই ব্যক্তি ও এর অনুরূপ লোকদের ব্যাপারেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ مِّنْكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ـ

এদের তুলনা শয়তান, যে মানুষকে বলে কুফরী কর। তারপর যখন সে কুফরী করে, শয়তান তখন বলে তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি।' (৫৯ ঃ ১৬)

তাবারানী বলেন, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম সূত্রে তাউস থেকে। তিনি বলেন, বানূ ইসরাঈলের এক ব্যক্তির চার ছেলে ছিল। লোকটি যখন মৃত্যু শয্যা গ্রহণ করল, তখন তাদের একজন বলল, হয় তোমরা পিতার শুশ্রূষা করবে, তবে মীরাছের কোন অংশ পাবে না। অথবা আমি তার শুশ্রূষা করব এবং তার মীরাছের কোন অংশ পাব না। এরপর সে মৃত্যু পর্যন্ত তার পিতার শুশ্রূষা করল এবং তার মৃত্যুর পর তার থেকে কোন মীরাছ গ্রহণ করল না। সে ছিল দরিদ্র ও পোষ্য ভারাক্রান্ত। স্বপ্নযোগে তাকে আদেশ করা হলো অমুক স্থানে গিয়ে খনন কর, তাহলে সেখানে তুমি একশ' দীনার পাবে। তুমি তা গ্রহণ কর। তখন সে স্বপ্নের আগন্তুককে বলল, বরকতের সাথে, নাকি বরকতবিহীন। সে বলল, বরকত ছাড়া। সকাল বেলা সে যখন তার স্ত্রীকে স্বপ্নের কথা বলল, তখন সে তাকে বলল, যাও, তুমি গিয়ে তা গ্রহণ কর। এটাও তার বরকত হবে যে, তুমি আমাকে তা থেকে পরিধান করাবে এবং আমরা তা দ্বারা জীবন ধারণ করব। কিন্তু সে অস্বীকার করে বলল, আমি এমন কিছু গ্রহণ করব না, যা বরকতশূন্য। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যারাত্রে তাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করা হলো। অমুক স্থানে গিয়ে সেখান থেকে দশ দীনার নাও। তখন সে বলল, বরকতের সাথে, না বরকতশূন্যভাবে। বলা হলো, বরকতহীনভাবে। পরদিন সকালে লোকটি তার স্ত্রীকে তা বলল, সে তাকে পূর্বের ন্যায় বলল, কিন্তু লোকটি তা নিতে অস্বীকার করল। তারপর তৃতীয় রাত্রে তাকে বলা হলো, অমুক স্থানে গিয়ে একটি দীনার গ্রহণ কর। তখন সে বলল, বরকতের সাথে, না বরকতশূন্যভাবে ? বলা হলো, বরকতের সাথে। তখন সে বলল, হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে (আমি তা গ্রহণ করব)। তারপর সকাল বেলায় লোকটি তার স্বপ্নে নির্দেশিত স্থানে গেল এবং দীনারটি পেয়ে তা নিল। পথিমধ্যে সে এক মৎস্য শিকারীকে দুটি মাছ বহন করতে দেখল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, মাছ দুটি কত ? সে বলল, এক দীনার, সে ঐ দীনারের বিনিময়ে মাছ দুটি খরিদ করল।

তারপর সে সে দুটি নিয়ে তার স্ত্রীর কাছে গেল এবং তার স্ত্রী মাছ দুটিকে কুটতে লাগল। এ সময় একটি মাছের পেট চিরে সে এক অদৃষ্টপূর্ব ও মহামূল্যবান মোতি পেল। তারপর অন্য মাছটির পেট চিরেও অনুরূপ একটি মোতি পাওয়া গেল। বর্ণনাকারী বলেন, ঘটনাক্রমে তৎকালীন বাদশাহর একটি মোতির প্রয়োজন হলো। তিনি যেখানেই পাওয়া যাক তা কেনার জন্য লোক পাঠালেন। কিন্তু বাদশাহর প্রয়োজনীয় মোতিটি শুধু ঐ ব্যক্তির কাছেই পাওয়া গেল। বাদশাহ বলেন, আমার কাছে তা নিয়ে আস। ঐ ব্যক্তি বাদশাহর কাছে তা নিয়ে আসল। বাদশাহ তা দেখল। তার দৃষ্টিতে মহান আল্লাহ্ তাকে দৃষ্টিনন্দন করে দেখালেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি তা আমার কাছে বিক্রি কর। সে বলল, ত্রিশটি খচ্চর বোঝাই স্বর্ণ থেকে কম মূল্যে আমি তা বিক্রি করব না। বাদশাহ বলল, তাকে সন্তুষ্ট করে দাও। লোকেরা তাকে বের করে আনল এবং তাকে ত্রিশটি খচ্চর বোঝাই করে স্বর্ণ দিল। তারপর বাদশাহ পুনরায় মোতিটি দেখলেন, অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন এবং বলেন, এতো এর জোড়া ছাড়া মানাবে না। তোমরা আমার জন্য এর জোড়া সন্ধান কর। বর্ণনাকারী বলেন, রাজদূতগণ লোকটির কাছে এসে বলল, তোমার কাছে কি এর জোড়া আছে? এবার আমরা তোমাকে দ্বিগুণ মূল্য প্রদান করব। সে বলল, সত্যিই তোমরা তা করবে? তারা বলল, হ্যাঁ! বাদশাহর কাছে তা আনা হলো। তারপর বাদশাহ মোতিটি দেখলেন। তা তার মনে ধরল। তিনি বললেন, তোমরা তাকে খুশী করে দাও। তারা তাকে তার জোড়ার দ্বিগুণ মূল্য প্রদান করল। মহান আল্লাহ্ অধিক জানেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্নুল মুবারক বর্ণনা করেন, ওয়াহায়ব ইবনুল ওয়ারদ সূত্রে দাউদ ইব্ন সাবূর থেকে। তিনি বলেন, একবার আমরা তাউসকে বললাম, আপনি কয়েকটি দুআ করুন। তিনি বললেন, ইব্ন জারীর বলেন, তাউসের ছেলের সূত্রে তাউস থেকে তিনি বলেন, কৃপণতা হলো মানুষের নিজের কাছে যা রয়েছে তাতে কৃপণতা করা। আর লোভ হলো অন্যায় পথে অন্যের কাছে যা রয়েছে তা অর্জন করতে চাওয়া, তৃপ্ত না হওয়া। কারও কারও মতে তা হলো অল্পে তুষ্টির অভাব। কারও কারও মতে অন্যের সম্পদের প্রতি আসক্তি। আর এটা একটি আত্মিক ব্যাধি। বান্দার উচিত নিজের থেকে তা দূরে রাখা, যথাসম্ভব তা পরিহার করে চলা। আর তাই (লোভ) আমাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়। যেমন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

اتقوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أهلك من كان قبلكم ـ أمرهم ـ بالبخل فبخلوا وبالقطيعة فقطعوا وهذا هو الحرص على الدنيا وحُبِّهَا ـ

'তোমরা অতিলোভ পরিহার কর। কেননা, অতিলোভ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। তা তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে তারা কৃপণতা করেছে। তাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে তারা তা ছিন্ন করেছে। আর এটাই হলো দুনিয়ার প্রতি লোভ ও আসক্তি।

ইব্ন আবূ শায়বা বর্ণনা করেন মুহারিবী সূত্রে তাউস থেকে, তিনি বলেন, এমন কে আছে যে রাত্রে দশ আয়াত তিলাওয়াত করবে আর সকাল বেলায় তার আমলনামায় একশ' কিংবা তার চেয়ে অধিক নেকী লেখা হয়ে থাকবে। আর যে এর চেয়ে বেশী পড়বে তার নেকীর পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। কুতায়বাহ্ ইব্ন সাঈদ বর্ণনা করেন, সুফয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ্ সূত্রে তাউস থেকে, তিনি বলেন, বিবাহ করা ব্যতীত যুবকের ধার্মিকতা পূর্ণ হয় না। এ ছাড়া

সুফয়ান সূত্রে ইবরাহীম ইব্‌ন মায়সারাহ থেকে। তিনি বলেন, তাউস আমাকে বলেন, হয় তুমি বিবাহ করবে অন্যথায় আমি তোমাকে ঐ কথা বলব, যে কথা উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছিলেন আবুয যাওয়ায়দকে। অক্ষমতা কিংবা ব্যভিচারই তোমাকে বিবাহ থেকে বিরত রেখেছে। তাউস বলেন, মু'মিনের দীন সংরক্ষণ স্থল ব্যতীত সংরক্ষিত হয় না। আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন, মা'মার ইব্‌ন তাউস ও অন্যদের থেকে একবার এক ব্যক্তি তাউসের সাথে হাঁটছিল। তখন লোকটি একটি কাককে ডাকতে শুনল। সে বলল, 'ভাল'। তাউস বলেন, এই কাকের কাছে ভালমন্দের/ কল্যাণ-অকল্যাণের কী আছে ? তুমি আমার সাথে থেকো না এবং আমার সাথে হেঁটো না।

বিশর ইব্‌ন মূসা বর্ণনা করেন, হুমায়দী সূত্রে তাউস থেকে। তিনি বলেন, প্রতিদিন সকালে মানুষ যখন বের হয়, তখন শয়তান তার পিছু নেয়। এরপর সে যখন গৃহে আগমন করে সালাম করে, শয়তান পিছু হটে বলে, এখানে কোন বিশ্রামস্থল নেই। এরপর যখন তার খাবার আনা হয় এবং সে মহান আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে, তখন সে বলে, কোন আহার নেই, কোন বিশ্রামস্থল নেই। আর যদি সে সালাম না করে গৃহে প্রবেশ করে, তখন শয়তান বলে, আমরা বিশ্রামস্থল পেয়ে গেলাম। আর যখন তার খাবার আনা হয়। কিন্তু সে আল্লাহ্‌র নাম না নেয় তখন শয়তান বলে বিশ্রামস্থল ও আহার দুটোই পাওয়া গেল। রাতের আহারে ব্যাপারেও একই কথা। আর তিনি বলেন, ফেরেশতাগণ মানব সন্তানের নামায লিপিবদ্ধ করেন– (যে) অমুক তাতে এই এই বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। আর অমুক তাতে এই এই হ্রাস করেছে। আর এই হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে রুকূ-সিজদা ও খুশূতে। তিনি বলেন, যখন আগুন সৃষ্টি করা হলো, ফেরেশতাদের আত্মা ভয়ে অস্থির হলো। এরপর যখন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হলো, তা স্থির ও শান্ত হলো। আর আদম (আ) যখন বজ্রধ্বনি শুনতেন, তখন বলতেন– আমি ঐ সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, বজ্রধ্বনি যার পবিত্রতা বর্ণনা করছে।

ইমাম আহমাদ বলেন, সুফ্‌য়ান সূত্রে ইব্‌ন আবূ নাজীহ থেকে, তিনি বলেন, মুজাহিদ তাউসকে বলেন, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমি যেন দেখলাম আপনি কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়ছেন। আর আল্লাহ্‌র নবী তার দরযায় দাঁড়িয়ে আপনাকে বলছেন, তোমার মুখাবরণ সরাঁও, তোমার কিরাত স্পষ্ট কর। তিনি বলেন, চুপ কর! তোমার এ কথা কেউ শুনবে না। তারপর আমার মনে হলো যে, তিনি স্বতস্ফূর্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এই একই সনদে ইমাম আহমাদ বলেন, তাউস আবূ নাজীহকে বলেন, হে আবূ নাজীহ! যে কথা বলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে চুপ থাকে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। জনৈক ব্যক্তি সূত্রে মিসআর বলেন, একবার তাউস রাতের শেষ প্রহরে এক ব্যক্তির কাছে আসলেন। লোকেরা বলল, সে ঘুমিয়ে আছে তিনি বলেন, আমার ধারণা ছিল না যে, রাতের শেষ প্রহরে কেউ ঘুমাতে পারে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ সূত্রে মাসউদ থেকে তা উল্লেখ করেছেন। ছাওরী বলেন, তাউস তার গৃহে অবস্থান করতেন (সহসা বের হতেন না)। সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলো, তিনি বলেন, শাসকদের অবিচার এবং সর্বসাধারণের নষ্ট হওয়ার কারণে।

ইমাম আহমাদ বলেন, আবদুর রায্‌যাক সূত্রে তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, কোন এক শীতার্ত অন্ধকার/ সকালে তাউস নামায পড়ছিলেন। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের ভাই ইয়ামানের শাসক মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ তাকে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তাউস সিজদারত ছিলেন

আর আমীর তার বাহনে আরোহী ছিলেন। তার নির্দেশে একটি মূল্যবান চাদর কিংবা জুব্বা সিজদারত অবস্থায় তার উপর নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু তিনি তার সিজদা সংক্ষিপ্ত করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি যখন তাকিয়ে দেখলেন, তার গায়ে চাদর তিনি গা নাড়া দিয়ে তা ফেলে দিলেন এবং সেদিকে না তাকিয়ে মূল্যবান চাদরটি মাটিতে ফেলে রেখে তার বাড়ীতে চলে গেলেন। নাঈম ইব্ন হাম্মাদ বলেন, হাম্মাদ ইব্ন উয়ায়না সূত্রে তাউস থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস থেকে। মানব সন্তান যে কোন কথা বলে তা তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এমন কি অসুস্থতাকালীন বেদনা প্রকাশক উহ্ আহ্ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ইমাম আহমাদ যখন অসুস্থ অবস্থায় বেদনা প্রকাশক শব্দ করছিলেন, তখন তাঁকে বলা হলো, তাউস তো অসুস্থ ব্যক্তির কাতরানি অপসন্দ করতেন। এরপর তিনি তা ত্যাগ করলেন। আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বাহ বলেন, ফযল ইব্ন দাকীন সূত্রে দাউদ ইব্ন শাবূর থেকে। তিনি বলেন, (একবার) এক ব্যক্তি তাউসকে বলল, আমাদের জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। তিনি বললেন, আমি আমার অন্তরে কোন আল্লাহ্ভীতি অনুভব করছি না যে, তোমার জন্য দু'আ করব। ইব্ন তালূত বলেন, আবদুস সালাম ইব্ন হাশিম সূত্রে হাসান ইব্ন আবিল হাসীন আল আম্বরী থেকে। তিনি বলেন, একবার তাউস জনৈক মাথা বিক্রেতার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, কয়েকটি মাথা বের করে রেখেছে। তিনি জ্ঞান হারালেন। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি যেদিন ভুনা মাথাসমূহ দেখতে পেতেন, সে রাত্রে আর খাবার খেতে পারতেন না।

ইমাম আহমাদ বলেন, হাশিম ইব্ন কাসিম সূত্রে সুফ্য়ান ছাওরী থেকে তিনি বলেন, তাউস বলেন, মৃতদেরকে তাদের কবরে ক্ষুধার কষ্ট দেওয়া হবে। আর তারা পসন্দ করত যে তাদের পক্ষ থেকে ঐ দিনগুলিতে খাওয়ানো। ইব্ন ইদরীস বলেন, আমি নারীদের প্রসঙ্গে লায়ছকে তাউস থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, তাদের মাঝেই বিগতদের কুফরী এবং অবশিষ্টদের কুফরী বিদ্যমান। আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বাহ বলেন, উসামা সূত্রে বিশর ইব্ন আসিম থেকে, তিনি বলেন, তাউস বলেন, আমি অমুক ব্যক্তির ন্যায় কাউকে দেখিনি যে তার প্রাণের ব্যাপারে নির্ভীক, আমি তো এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি যদি আমাকে প্রশ্ন করা হতো আপনার পরিচিত জনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? তাহলে আমি বলতাম, অমুক ব্যক্তি। এমতাবস্থায় আমি তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করি। এরপর তার পেট ব্যথা শুরু হয়। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, হুশায়ম সূত্রে তাউস থেকে। তিনি বলেন, (একবার) তিনি কতিপয় কুরায়শ যুবককে পরিধেয় কাপড় হেঁচড়ে গর্বিত ভঙ্গিতে হাঁটতে দেখলেন। তিনি বলেন, তোমরা তো এমন ভঙ্গিতে পোশাক পর যা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ পরতেন না এবং এমন ভঙ্গিতে হাঁটতেন না।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন আবদুর রায্যাক সূত্রে মা'মার থেকে। তিনি বলেন যে, একবার তাউস তার এক অসুস্থ বন্ধুর শুশ্রূষায় নিয়োজিত থাকার ফলে তার হজ্জ ছুটে যায়। সম্ভবত ইনিই পূর্বে সেই পেটের পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি। মিসআর ইব্ন কাদদাম বর্ণনা করেন, মুআল্লিম আবদুল কাবীর সূত্রে তাউস থেকে। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো সর্বোত্তম কুরআন পাঠকারী কে ? তিনি বললেন, যাকে দেখে, যার পড়া শুনে তোমার মনে হবে যে, তিনি আল্লাহ্কে ভয় করছে। ইব্ন লাহীআর সূত্রে আমর ইব্ন দীনারের মাধ্যমে তাউস থেকেও তা বর্ণিত হয়েছে। তাউস বলেন, ইব্ন আব্বাস

বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ قِرَاءَةً مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَحَزَّنُ بِهِ। 'সর্বোত্তম কুরআন পাঠকারী ঐ ব্যক্তি যে দুঃখভারাক্রান্ত করুণ সুরে কুরআন পাঠ করে।' এছাড়া তাউস থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরুবনুল আস সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে একজোড়া রঙ্গিন কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে বলেন, তোমার মা কি তোমাকে এ দুটি পড়ার নির্দেশ দিয়েছে ? আমি বললাম, আমি কি তার রঙ ধুয়ে ফেলব ? তিনি বলেন, বরং তাদের একটি ধুয়ে ফেল। ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে দাঊদ ইব্ন রাশিদ সূত্রে ..... তাউস থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাহ বর্ণনা করেন, ইবরাহীম ইব্ন মায়সারাহ্ সূত্রে ..... ইব্ন আমর থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

الجلاوزة والشرط واعوان الظلمة كلاب النَّار। 'জল্লাদ, সিপাহীদল এবং যালিমদের সহযোগীরা হলো জাহান্নামের কুকুর।' এটি মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম আত্তালিকীর একক বর্ণনা।

তাবারানী বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আল আনমাতী আল বাগ্দাদী সূত্রে ..... তাউস থেকে আনাস ইব্ন মালিকের বরাতে তিনি বলেন, আমি আলী ইব্ন আবূ তালিবের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

يا على استكثر من المعارف من المؤمنين ، فكم من مَعْرفة فى الدُّنْيَا بركة فى الاخرة -

'হে আলী! মু'মিনদের সাথে অধিক পরিচয় রাখ। কেননা, এমন অনেক পরিচয় থাকবে যা আখিরাতে বরকত গণ্য হবে।' এরপর আলী গেলেন এবং কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। এরপর যার সাথে দেখা হল তাকেই আখিরাতের পণ্য/কল্যাণে বন্ধু ও পরিচিতজনরূপে গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি যখন আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে আমি যে ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি সে ব্যাপারে তুমি কী করেছো ? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তা করেছি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, যাও, গিয়ে তাদের অবস্থা যাচাই কর। তিনি গেলেন, তারপর অবনত মস্তকে নবীজীর খিদমতে ফিরে আসলেন। তখন নবী করীম (সা) তাকে প্রশ্ন করলেন, যাও! তুমি গিয়ে তাদের অবস্থা যাচাই করে আস। তিনি গেলেন, তারপর নবী পাকের খিদমতে ফিরে দেখলেন তিনি মৃদু হেসে বলছেন, হে আলী আমি তো ধারণা করি তোমার সাথে আখিরাতের আসক্তরাই টিকে আছে! আলী তাঁকে বলেন, না। শপথ ঐ সত্তার যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اَلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ - يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ -

'বন্ধুগণ সেদিন একে অন্যের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে মুত্তাকীগণ ব্যতীত। হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই' (৪৩ ঃ ৬৭-৬৮)।

হে আলী তোমার কাজে মনোযোগ দাও এবং জিহ্বাকে সংযত রাখ। তোমার সমকালীন লোকদের এড়িয়ে চল। তাহলে নিরাপদ থাকবে এবং লাভবান হবে। আমাদের জানা মতে এই রিওয়ায়াতটি শুধু এই সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ অধিক অবগত।

১০৭ হিজরীর সূচনা

এ বছরেই ইয়ামানে আব্বাদ আর রুআয়নী নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। এরপর সে খারিজী মতাদর্শের প্রচার শুরু করে এবং একদল লোক তাকে অনুসরণ করে। পরবর্তীকালে তারা যখন আক্রমণ করে বসে, তখন ইউসুফ ইব্‌ন উমর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং উব্বাদ ও তার অনুসারীদের হত্যা করেন। আর তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ’। এ বছরেই শাম দেশে তীব্র প্লেগ/মহামারী দেখা দেয়। এ বছরেই মুআবিয়া ইব্‌ন হিশাম ‘সাইফা’ আক্রমণ করেন। আর এ সময় শামের সেনাপতি ছিলেন মায়মূন ইব্‌ন মাহরান। এরপর তারা সমুদ্রপথে সাইপ্রাসে পৌঁছেন। আর মাসলামাহ্ স্থলপথে অন্য এক বাহিনী নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করেন। এছাড়া এ বছর আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-কসরী বানূ আব্বাসের খিলাফতের প্রচারক একটি দলকে বন্দী করেন। তিনি তাদেরকে শূলবিদ্ধ করেন এবং তাদের পরিণতি ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। এ বছরেই আসাদ আল-কাসরী তালকান পার্বত্য অঞ্চল সংলগ্ন কারকীসিয়ানদের শাসক নামরূযের পার্বত্য রাজ্য আক্রমণ করেন। তখন নামরূয তার সাথে সন্ধি করেন এবং তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বছরই আসাদ হিরাতের পার্বত্য অঞ্চল আলগোর আক্রমণ করেন। তখন তার অধিবাসীরা তাদের সকল ধন-সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র এক দুর্ভেদ্য গুহায় স্থানান্তরিত করে যা ছিল অত্যন্ত উঁচুতে অবস্থিত এবং যার নাগাল পাওয়ার কারও সাধ্য ছিল না। আসাদ তার বাহিনীর কতক যোদ্ধাকে বাক্সে বহন করে সেখানে পৌঁছে দিলেন। তারপর সেখানে বিদ্যমান অর্থসম্পদ বাক্সে রাখার নির্দেশ দিলেন। এরপর তারা ঐ যোদ্ধাদের উঠিয়ে নিল। এভাবে তারা নিরাপদে শত্রুসম্পদ করায়ত্ত করে। আর এটা ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত। এ বছরেই আসাদ বলখের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ তার শাসনাধীন করার নির্দেশ দেন এবং খালিদ ইব্‌ন বারমাকের পিতা বারমাককে তার প্রশাসক নিয়োগ করেন এবং তিনি তার শাসনাধীন এই অঞ্চলকে উত্তম ও দৃঢ়ভাবে পুনর্নির্মাণ করেন এবং তাকে মুসলমানদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিরূপে গড়ে তুলেন। এছাড়া এবছর হারামায়নের আমীর ইবরাহীম ইব্‌ন হিশাম লোকদের হজ্জ পরিচালনা করেন। আর এ বছর যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্‌তিকাল করেন তাদের অন্যতম হলেন ঃ

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার[১]

তিনি আতা’ ইব্‌ন ইয়াসারের ভাই, বহু সংখ্যক হাদীসের রাবী। ইবাদতগুযার এবং অতি সুপুরুষ। তিহাত্তর বছর বয়সে তিনি পবিত্র মদীনায় ইন্‌তিকাল করেন। একবার এক অনিন্দ্য সুন্দরী রমণী তার কাছে প্রবেশ করে নিজেকে তার কাছে নিবেদন করে। কিন্তু তিনি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাকে নিজ গৃহে রেখে তার থেকে পলায়ন করেন। এরপর তিনি স্বপ্ন যোগে

১. তারীখুল ইসলাম ৪/১২০, তারীখুল বুখারী ৪/৪১ তাযকিয়রতুল হুফ্‌ফায ১/৮৫, তাহযীবুল আসমা ওয়াললুগাত প্রথম অংশ প্রথম খণ্ড ২৩৪, তাহযীবুত্ তাহযীব ৪/২২৮, তাহযীবুল কামাল ৫৪৯, আলজারহ ওয়াত্ তা'দীল, প্রথম অংশ ২য় ভলিউম ১৪৯০, আলহিলইয়া ২/১৯০ খুলাসাতু তাহযীবুত্ তাহযীব ১৫৫, শাজারাতুয্ যাহাব ১/১৩৪, তাবাকাতু ইব্‌ন সা'দ ৫/১৭৪, তাবাকাতুল হুফ্‌ফায আসসুয়ূতী ৩৫, তাবাকাতু খালীফা ২১৩১, গায়াতুন্ নিহায়াহ্ ১৩৯৬, আলমা'রিফাত ওয়াত্ তারীখ ১/৫৪৯, আন্ নুজূম আয্-যাহিরাহ্ ১/২০২, ওয়িয়াতুল আইয়ান ২/৩৯৯।

ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে দেখেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেন, আপনিই কি হযরত ইউসুফ ? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি ইউসুফ যার আসক্তির উন্মেষ হয়েছিল। আর তুমি সুলায়মান যার আসক্তি হয়নি। বলা হয়, এ ঘটনা সংঘটিত হয় হজ্জযাত্রীদের এক মনযিলে বিশ্রামস্থলে। এ সময় তার সাথে তার এক সঙ্গী ছিল। তিনি তাকে কোন কিছু কিনতে হাজীদের বাজারে পাঠান। এই অবসরে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী বসতি থেকে এক অনিন্দ্য সুন্দরী রমণী নেমে এসে সুলায়মানকে বলে। আস, আমাকে গ্রহণ কর। আমাতে উপগত হও! তখন তিনি ভীষণভাবে কাঁদতে শুরু করেন। তার এ অবস্থা দেখে সেই রমণী চলে যায়। এদিকে তার বন্ধু এসে তাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কী হয়েছে কাঁদছ কেন ? তিনি বলেন, ভাল! আমার কোন অসুবিধা নেই। তার বন্ধু বলেন, সম্ভবত তোমার কোন সন্তান কিংবা স্ত্রীর কথা স্মরণ হয়েছে ? তিনি বলেন, না! তখন সে বলে, আল্লাহ্র কসম! তোমাকে বলতেই হবে তোমার কান্নার কারণ কী ? তিনি বলেন, নিজের জন্য দুঃখবোধ করে কাঁদছি ? আমি যদি তোমার স্থানে হতাম, তাহলে তার থেকে ধৈর্যধারণ করতে পারতাম না। তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি স্বপ্নে ইউসুফ (আ)-কে দেখেছেন। যেমন বিগত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবহিত।

ইকরিমাহ্[১]

তিনি বিশিষ্ট তাবেঈ, মুফাস্সির আলিমে রব্বানী এবং পর্যটক ও পরিব্রাজক। (তার উপনাম আবূ আবদুল্লাহ্, তিনি বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি ইল্মে দীনের এক সমৃদ্ধ পাত্র। তাঁর মাওলা ইব্ন আব্বাসের জীবদ্দশায় তিনি ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন। ইকরিমাহ্ বলেন, "আমি চল্লিশ বছর ইল্ম্ তলব করেছি।" তিনি দেশে দেশে পরিভ্রমণ করেছেন, ইফরিকিয়াহ্, ইয়ামান, শাম, ইরাক ও খোরাসানে গমন করেছেন এবং সেসকল স্থানে তার ইল্ম্ প্রচার করেছেন এবং আমির-উমারার পুরস্কার ও বখ্শিশ লাভ করেছেন। ইব্ন আবূ শায়বাহ্ তার থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন। ইব্ন আব্বাস আমার পায়ে বেড়ী পরিয়ে আমাকে কুরআন-সুন্নাহ্ শিক্ষা দিতেন। হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত বলেন, আমার কাছে এমন পাঁচজনের সমাবেশ ঘটেছে, যাদের ন্যায় দল কখনও আমার নিকট সমবেত হবে না। তাঁরা আতা, তাউস, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা এবং মুজাহিদ। (একবার) সাঈদ ও মুজাহিদ ইকরিমাকে তাফসীর সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকেন। তারা যে আয়াত সম্পর্কেই তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি তাদের দুইজনকে তার তাফসীর বর্ণনা করেন। এরপর যখন তাদের দুইজনের প্রশ্ন শেষ হয়ে যায়, তখন ইকরিমাহ্ বলতে শুরু করেন অমুক আয়াত অমুক প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। রাবী বলেন, এরপর (তাদের আলোচনা শেষ করে) তারা রাতের বেলায় হাম্মামে গোসলখানায় প্রবেশ করেন। জাবির ইব্ন যায়দ বলেন, ইকরিমাহ্ হলেন (তার যুগের) শ্রেষ্ঠ আলিম। শা'বী বলেন, (এখন) কিতাবুল্লাহ্ সম্পর্কে ইকরিমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কারও অস্তিত্ব নেই। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন আবদুস সামাদ সূত্রে সালাম ইব্ন মিসকীন থেকে তিনি বলেন, আমি কাতাদাকে বলতে শুনেছি, তাফসীর সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী হলেন ইকরিমা। এছাড়া সাঈদ ইব্ন জুবায়রও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। ইকরিমা বলেন, আমি দুই ফলকের মধ্যবর্তী গ্রন্থ কুরআনের তাফসীর আয়ত্ত করেছি। ইব্ন আলিয়াহ্ বলেন,

১. ইনি হলেন, ইব্ন আব্বাসের আযাদকৃত দাস, ইকরিমা সিয়ারু আ'লামুন্ নুবালা ৪/৩৭০।

আয়্যূব সূত্রে- (একবার) এক ব্যক্তি ইকরিমাকে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। ইকরিমা সালা' পাহাড়ের দিকে ইশারা করে বলেন, তা ঐ পাহাড়ের পাদদেশে অবতীর্ণ হয়েছে। আবদুর রাযযাক তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন, ইকরিমা যখন আলজুনদে আগমন করেন, তখন তাউস তাকে এক উৎকৃষ্ট বাহনে আরোহণ করান এবং বলেন, আমি এই ব্যক্তির ইল্‌ম্ খরিদ করেছি। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, তাউস তাকে ষাট দীনার মূল্যের এক অতি উৎকৃষ্ট বাহনে আরোহণ করান এবং বলেন, আমরা কি এই ক্রীতদাসের ইল্‌মের মূল্য ষাট দীনারও নির্ধারণ করব না।

ইকরিমাহ্ এবং আয্যা প্রেমিক কবি কুছায়য়ার একই দিনে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর যখন তাদের জানাযা বের করা হয়, তখন লোকেরা বলে, (আজ) সবচেয়ে বিজ্ঞ ফকীহ্‌র এবং সবচেয়ে বড় কবির মৃত্যু হলো। ইকরিমাহ্ বলেন, ইব্‌ন আব্বাস আমাকে বলেন, যাও! লোকদেরকে ফাত্‌ওয়া দাও! যে তোমাকে তার সংশ্লিষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করে, তাকে ফাত্‌ওয়া দাও। আর যে তোমাকে অসংশ্লিষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করে তাকে ফাত্‌ওয়া দিও না। তুমি আমার দুই-তৃতীয়াংশ বোঝা কমাতে পারবে। সুফ্‌য়ান বলেন, আমর থেকে তিনি বলেন, আমি যখন ইকরিমাকে মাগাযী সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনতাম, তখন আমার মনে হতো যেন তিনি নিজ চোখে তাদেরকে প্রত্যক্ষ করছেন। তারা কী করছে কীভাবে লড়ছে সব তার নখ দর্পণে। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল বর্ণনা করেন আবদুর রায্‌যাক সূত্রে। তিনি বলেন, আমি মা'মারকে বলতে শুনেছি (তিনি বলেন) আমি আয়্যূবকে বলতে শুনেছি, আমি ইকরিমার সাথে সাক্ষাতের জন্য কোন এক দূরতম স্থানে যেতে চাইতাম। তিনি বলেন, একদিন আমি বসরার বাজারে ছিলাম, এমন সময় গাধায় আরোহী এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। এসময় বলা হলো ইনি ইকরিমাহ্। বর্ণনাকারী বলেন, এসময় লোকজন তাকে ঘিরে ধরে কিন্তু আমি তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে সমর্থ হলাম না। আমার মন থেকে সকল বিষয় অন্তর্হিত হলো। আমি গিয়ে তার গাধার পাশে দাঁড়ালাম। লোকেরা তাকে প্রশ্ন করতে লাগল আর আমি তার উত্তর মুখস্থ করতে লাগলাম। শো'বা বলেন জুতা বিক্রেতা খালিদ থেকে তিনি বলেন, একবার প্রশ্নকারী এক ব্যক্তিকে ইকরিমাহ্ বল্‌লেন, তোমার কী হয়েছে, তুমি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছো! যিয়াদ ইব্‌ন আবূ আয়্যূব বর্ণনা করেন। আবূ ছামীলা সূত্রে আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ রাওয়াদ থেকে, তিনি বলেন (একবার) আমি নীশাপুরে ইকরিমাকে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ্‌র নাম খোদাই করা আংটি নিয়ে কেউ যদি শৌচাগারে যেতে চায়, তার কী করণীয় ? তিনি বললেন, সে তার আংটির পাথরকে হাতের তালুর দিকে করে নিবে, তারপর তাকে মুষ্টিবদ্ধ করে রাখবে। ইমাম আহমাদ বলেন উমায়্যা ইব্‌ন খালিদ সূত্রে। তিনি বলেন, আমি শো'বাকে বলতে শুনেছি, জুতাবিক্রেতা খালিদ বলেন, ইব্‌ন আব্বাসের থেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা তিনি ইকরিমাহ্ থেকে শ্রবণ করেছেন। মুখতারের সময়ে তিনি কূফায় তার সাক্ষাত লাভ করেন। সুফয়ান ছাওরী বলেন, তোমরা তোমাদের ইবাদত-বন্দেগী বিশেষত হজ্জের বিধি-বিধান সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুজাহিদ ও ইকরিমাহ্ থেকে গ্রহণ কর। তিনি আরও বলেন, আর চার ব্যক্তি থেকে তাফসীর গ্রহণ কর। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুজাহিদ, ইকরিমাহ্ যাহ্‌হাক। ইকরিমাহ্ বলেন, এই মসজিদে আমি দুইশত সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছি। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আলফারইয়াবী বর্ণনা করেন ইসরাঈল সূত্রে ..... ইকরিমাহ্ থেকে। তিনি বলেন, সুলায়মান

ইব্‌ন দাঊদ আলায়হিস সালামকে যে অশ্বদল (নামায থেকে) ব্যস্ত রেখেছিল তাদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। এরপর তিনি সবগুলিকে হত্যা করেন। আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বাহ্ বলেন, মা'মার ইব্‌ন সুলায়মান সূত্রে... ইকরিমাহ্ থেকে। তিনি এই আয়াত ঃ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ। যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তাওবাহ্ করে সূরা নিসা-১৮-এর ব্যাখ্যায় বলেন, দুনিয়ার সবই নিকটবর্তী, সবই মূর্খতা। আর তিনি এই আয়াত ঃ اَلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ। যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হতে চায় না-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তাদের শাসন-কর্তৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কালে। পরের অংশ ঃ وَلاَ فَسَادًا এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করে না। এরপর وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ আর শুভপরিণাম মুত্তাকীদের জন্য (২৮ ঃ ৮৩) অর্থাৎ জান্নাত। আর فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা বিস্মৃত হয় (৭ ঃ ১৬৫) এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ উপদেশ বর্জন করে। بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ অর্থাৎ নির্মম ও কঠোর শাস্তি দ্বারা তাদেরকে পাকড়াও করি। আর فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوْا عَنْهُ তারা যখন নিষিদ্ধ কার্য ঔদ্ধত্য সহকারে করতে লাগল অর্থাৎ হঠকারিতা ও একগুঁয়েমি করল পরের একটি শব্দ خَاسِئِيْنَ অর্থাৎ অপদস্থ ও লাঞ্ছিত। فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا এভাবে আমি এটা তাদের (সমসাময়িকদের) জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বানিয়েছি। অর্থাৎ বিগত জাতিবর্গের জন্য। وَمَا خَلْفَهَا অর্থাৎ পরবর্তী সম্প্রদায়ের জন্য যারা তাদের সমসাময়িক وَمَوْعِظَةً এবং উপদেশ যা দ্বারা উপদেশ গ্রহণকারী শির্‌ক ও নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন কিয়ামত দিবস হবে, তখন আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের পুনরুত্থিত করবেন এবং তার আদেশ-নিষেধ অমান্যকারীদের হিসাব গ্রহণ করবেন। যখন তারা দুনিয়ায় সৎকাজে নির্দেশ দান এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান বর্জন করেছে, তখন দুনিয়াতে তাদের শাস্তি ছিল অবয়ব-বিকৃতি। ইকরিমাহ্ বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, সকলেই ধ্বংস হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরও বলেন, আর যারা সৎকাজের আদেশ করেছে আর মন্দকাজে বাধা প্রদান করেছে তারা রক্ষা পেয়েছে। আর যারা তা করেনি, তার পূর্ববর্তী নাফরমানদের সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর এর দৃষ্টান্ত হলো সমুদ্র তীরবর্তী জনপদ ঈলাহ্‌বাসী। মহান আল্লাহ্ বানূ ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন জুমুআর দিন অবসর হতে। কিন্তু তারা বলল, আমরা বরং শনিবার অবসর থাকব। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকর্ম থেকে শনিবার অবসর হয়েছেন। তাই সকল বস্তু শনিবারেই সুপ্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া তারা শনিবারওয়ালাদের কাহিনী উল্লেখ করল যে, সেদিন তাদের জন্য মৎস্য শিকার হারাম ছিল, আর মাছগুলোও শনিবারে তাদের কাছে আসত, অন্য দিন আসত না। এরপর তারা শনিবারে মাছ শিকারের জন্য তাদের কৌশলের উল্লেখ করেছেন। তাদের এ অবস্থা দেখে তাদের একদল লোক তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলল, আমরা তোমাদেরকে শনিবারে মাছ শিকার করতে দিব না। এরপর এক শিথিল সম্প্রদায় এসে বলল ঃ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًانِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا 'আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা

কঠোর শাস্তি দিবেন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন ?' (৭ ঃ ১৬৪)। তখন নিষেধকারীরা বলেন, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্বমুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এইজন্য অর্থাৎ তারা শনিবার মৎস্য শিকার থেকে বিরত হবে।

ইকরিমাহ্ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যখন ইব্ন আব্বাসকে বললেন, শিথিলতাকারীগণ ধ্বংস হয়েছে উদাসীনদের সাথে। তখন তিনি তাকে এক জোড়া কাপড় উপহার দিলেন। হাওছারাহ্ বর্ণনা করেন মুগীরাহ্ থেকে তিনি ইকরিমাহ্ থেকে। তিনি বলেন, বানূ ইসরাঈলে তিনজন কাযী ছিল। একজন মৃত্যুমুখে পতিত হবার পর অপর জনকে তার স্থলবর্তী করা হয়। তারা বেশ দীর্ঘকাল বিচার কার্য সম্পাদন করেন। এরপর (তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য) আল্লাহ্ পাক একজন অশ্বারোহী ফেরেশতা পাঠালেন। সেই ফেরেশতা এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করলেন, যে বাছুর সমেত একটি গাভীকে পানি পান করাচ্ছিল। ফেরেশতাহ্ বাছুরটিকে ডাকলেন। সে তার ঘোড়ার অনুসরণ করল। তার মালিক তাকে ফিরিয়ে নিতে এসে বলল। হে আল্লাহ্র বান্দা! এতো আমার বাছুর আমার গাভীর গর্ভজাত। ফেরেশতাহ্ বললেন, না এটা আমার বাছুর এটা আমার অশ্বশাবক। এভাবে ফেরেশতাহ্ বাক্‌যুদ্ধে লোকটিকে পরাভূত করলেন। লোকটি বলল, তাহলে কাযী তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবেন। ফেরেশতা বললেন, আমি তাতে সম্মত আছি। তারা দুইজন জনৈক কাযীর দরবারে তাদের অভিযোগ উত্থাপন করল। বাছুর মালিক বলল, এই ব্যক্তি আমাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় আমার বাছুরকে ডেকে নেয় এবং সে তাকে অনুসরণ করে। এখন সে তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করছে। বর্ণনাকারী বলেন, আর ফেরেশতার সাথে ছিল অতিমূল্যবান ও অভূতপূর্ব তিনটি মুক্তার দানা। সে তার একটি কাযীকে দিয়ে বলল, আমার অনুকূলে ফায়সালা করুন। সে বলল, এটা কিভাবে বৈধ হবে ? ফেরেশতাহ্ বলল, বাছুরটিকে আমরা গাভী ও ঘোটকীর পিছনে ছেড়ে দিব সে যার অনুসরণ করবে তার শাবক রূপে তাকে গণ্য করা হবে। তখন কাযী তাই করল আর বাছুরটি ঘোটকীর অনুসরণ করল এবং সে তার অনুকূলে ফায়সালাহ্ করল। বাছুর মালিক বলল, আমি এ ফায়সালা মানি না, আমার ও তোমার মাঝে ফয়সালা করবেন অন্য কোন কাযী। এরপর তারা দুইজন পূর্বের ন্যায় করল এবং একই ফায়সালা পেল। এরপর তারা তৃতীয় কাযীর কাছে এসে তাদের কাহিনী বিবৃত করল। এসময় ফেরেশতাহ্ তাকে তৃতীয় মুক্তাটি প্রদান করল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, আজ আমি তোমাদের মাঝে বিচার করব না। কেননা, আমি রজঃস্রাবগ্রস্ত। ফেরেশতাহ্ বলল, সুবহানাল্লাহ্! কি আশ্চর্য! পুরুষ মানুষ রজঃস্রাবগ্রস্ত। কাযী বলল, সুবহানাল্লাহ্ কি আশ্চর্য! ঘোটকী কি কখনও গোবৎস প্রসব করে ? এরপর তিনি গাভীর মালিকের অনুকূলে ফায়সালা করলেন। ফেরেশতাহ্ বলেন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তোমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

আবূ বাকর ইব্ন আয়্যাশ বর্ণনা করেন আবূ হামযা আছ্‌ছুমালী সূত্রে ইকরিমাহ্ থেকে যে, কোন এক স্বৈরাচারী শাসক তার রাজ্যে ঘোষণা করল, আমি যদি কাউকে কোন দান-সদকা করতে দেখি, তাহলে তার হাত কেটে দিব। এসময় জনৈকা স্ত্রীলোকের কাছে এক প্রার্থী এসে বলল, আমাকে কিছু দান করুন। সে বলল, কিভাবে আমি তোমাকে দান করব, বাদশাহ্ তো দানকারীর হাত কেটে দিবে। লোকটি বলল, আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনি আমাকে কিছু দান করুন। সে তাকে দুটি রুটি দান করল। এ খবর যখন বাদশাহর কানে পৌঁছল, সে লোক

পাঠিয়ে তার হাত কাটাল। এরপর এই বাদশাহ্ তার মাকে বলল, আমাকে কোন সুন্দরী নারীর সন্ধান দিন আমি তাকে বিবাহ করব। তার মা বললেন, আমার খোঁজে এক পরমাস্থরূপসী নারী রয়েছে তবে তার একটি খুঁত আছে। সে বলল, তা কী ? তিনি বললেন তার হাত দুটি কাটা। সে বলল, আপনি তার কাছে দূত পাঠান। এরপর সে যখন তাকে দেখল তখন তার সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করল। আর মেয়েটি প্রকৃত সুন্দরী ছিল। এরপর প্রেরিত দূত তাকে বলল, বাদশাহ্ আপনাকে বিবাহ করতে চান। সে বলল, হ্যাঁ, মহান আল্লাহ্ চান তো এরপর বাদশাহ্ তাকে বিবাহ করে সাদরে বরণ করে নিল। এদিকে বাদশাহ্র বিরুদ্ধে আক্রমণের উদ্দেশ্যে শত্রুদল অগ্রসর হলো। সে তাদের উদ্দেশ্যে বের হলো। তারপর তার মায়ের কাছে পত্র মারফত লিখে পাঠাল আপনি অমুককে দেখেশুনে রাখবেন এবং তার সাথে ভাল আচরণ করবেন। অবশ্যই আপনি তাকে নেকনজরে রাখবেন। এরপর দূত এসে প্রথমে তার সতিনদের কাছে আপ্যায়ন গ্রহণ করল আর তারা তাকে হিংসা করত। তাই তারা তার চিঠি নিয়ে তা পরিবর্তন করে তার মায়ের কাছে লিখল অমুকের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন, আমি জানতে পেরেছি কতক পুরুষ তার কাছে আসা-যাওয়া করে। আপনি তাকে বের করে দিবেন এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিবেন। তার মা তার কাছে লিখল, তুমি মিথ্যা সংবাদ পেয়েছ সে সতীনারী। দূত এই পত্র নিয়ে আবার সেই সতিনদের কাছে গেল এবং তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করল। তারা এই পত্রটি নিয়ে তা পরিবর্তন করে লিখল, সে তো ব্যভিচারিণী। ইতোমধ্যেই সে এক জারজ সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এ পত্র পেয়ে বাদশাহ্ তার মাকে লিখে পাঠাল, আমার অমুক স্ত্রীকে আমার অমুক সন্তান পালনের দায়িত্ব দিয়ে দিন এবং তাকে প্রহার করে বের করে দিন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বাদশাহ্র মায়ের কাছে পত্রটি আসল। সে তার স্ত্রীকে তা পাঠ করে শোনাল এবং তাকে বলল, এখন তুমি বেরিয়ে পড়। সে তার শিশু সন্তানকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পথিমধ্যে পিপাসার্ত অবস্থায় সে একটি নদীর দেখা পেল। সে শিশু ছেলেটিকে কাঁধে নিয়ে পানি পান করতে নামল। এমন সময় হঠাৎ শিশুটি পানিতে পড়ে ডুবে মারা গেল। সে ছেলের শোকে নদীর তীরে বসে কাঁদতে লাগল। এসময় দুই ব্যক্তি তাকে অতিক্রম করল। তারা বলল, তুমি কাঁদছ কেন ? সে বলল, আমার কাঁধ থেকে আমার শিশু ছেলে পানিতে পড়ে ডুবে মরেছে। আর আমার এ দুর্দশার কারণ আমার উভয় হাত না থাকা। তখন তারা দুইজন তাকে বলল, তুমি কি চাও মহান আল্লাহ্ তোমার হাত দুটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন। সে বলল, হ্যাঁ চাই! তারা দুইজন মিলে তার জন্য তাদের রব্ব মহান আল্লাহ্র কাছে দুআ করল। তার হাত দুইটি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসল। তারপর তারা দুইজন তাকে বলল, তুমি কি জান আমরা কারা ? সে বলল না। তারা দুইজন বলল, আমরা হলাম ঐ দুটি রুটি যা তুমি সাদকা করেছিলে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ طَيْرًا أَبَابِيْلَ (ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী প্রেরণ করেন)-এর ব্যাখ্যায় ইকরিমা বলেন, এগুলো ছিল এমন সব পাখী যা সমুদ্র থেকে এসেছিল এবং যাদের ছিল হিংস্র প্রাণীর ন্যায় মাথা। তা তাদেরকে একের পর এক পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল এমনকি তাদের চামড়ায় গুটি বসন্তের সৃষ্টি হলো। ইতোপূর্বে এই গুটি বসন্তের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর ঐ পাখীও এ ঘটনার পূর্বে বা পরে কখনও দৃষ্টিগোচর হয়নি।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী— وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য যারা যাকাত প্রদান করে না, (৬ ঃ ৭) এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে না। আর এই আয়াতের— قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে -এর ব্যাখ্যা অর্থাৎ যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে। আর هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى "এবং বল তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও" (৭৯ ঃ ১৮) অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার। আর – إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا যারা বলে আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক তারপর অবিচলিত থাকে। অর্থাৎ যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর সাক্ষ্য দানে অবিচলিত থাকে। আর أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই। (ইকরিমা বলেন) অর্থাৎ তোমাদের মাঝে কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার মত কেউ নেই। আর وَقَالَ صَوَابًا এবং সে যথার্থ বলে। অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে, إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ নিশ্চয় আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। অর্থাৎ যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তার সাথে। আর আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণীতে ঃ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ। যদি তারা বিরত হয়, তবে যালিমদের ব্যতীত আর কাউকে আক্রমণ করা চলবে না, ২ ঃ ১৯৩। অর্থাৎ যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে না। আর وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ যদি ভুলে যাও তবে তোমার প্রতিপালকের স্মরণ করো (২৪ ঃ ১৮) অর্থাৎ যদি ক্রুদ্ধ হও। سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে (৪৮ ঃ ২৯)। তিনি বলেন এই চিহ্ন হলো, রাত্রি জাগরণজনিত চিহ্ন।

তিনি বলেন, শয়তান মানুষের জন্য পাপকে সুশোভিত করে আর মানুষ যখন তাতে লিপ্ত হয়, সে তখন তার থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে। এরপর সে তার প্রতিপালকের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, এমনকি মহান আল্লাহ্ তার ঐ পাপ এবং পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেন— জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বলেন, আমার রব্ব যখন আমাকে কোন নির্দেশ বাস্তবায়নে পাঠান, তখন আমি দেখতে পাই ...

তাকে একবার اَلْمَاعُوْنَ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বলেন, তা হলো, ধার নেওয়া বস্তু। আমি বললাম, তাহলে কোন ব্যক্তি যদি চালুনি, পাতিল, থালা-বাসন কিংবা অন্য কোন গৃহ সামগ্রী ধার না দেয়, তাহলে কি সে اَلْوَيْلُ -এর শিকার হবে ? তিনি বলেন, কিন্তু, সে যদি সালাত থেকে নিষেধ করে এবং খুঁটিনাটি গৃহস্থালী সামগ্রী প্রদানে বাধা প্রদান করে, তাহলে তার জন্য اَلْوَيْلُ রয়েছে। সূরা ইউসুফে বিদ্যমান البضاعة المزجاة সম্পর্কে তিনি বলেন, যা সচল বস্তু। আর اَلسَّائِحُوْنَ সম্পর্কে তিনি বলেন, এরা হলো জ্ঞানার্থী। كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা সমাধিস্থদের বিষয়ে (৬ ঃ ১৩)। অর্থাৎ কাফিররা যখন কবরে প্রবেশ করবে এবং মহান আল্লাহ্ তাদের জন্য যে অপমান-অপদস্থতা প্রস্তুত করেছেন, তা প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা মহান আল্লাহ্র নি'আমত ও অনুগ্রহ লাভের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়বে। আর অন্যেরা বলেন, অর্থাৎ তারা তাদের মৃত্যু পরবর্তী জীবন এবং পুনরুত্থানের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস-সালাম 'অতিথি বৎসল' রূপে পরিচিত ছিলেন। তার গৃহের চারটি দরযা ছিল যাতে কোন অতিথি ফিরে না যায়। আর أَنْكَالٌ শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তাহলো বেড়ী বা শৃঙ্খলসমূহ। আর সাবা সম্প্রদায়ের গণক সম্পর্কে তিনি বলেন, সাবা

সম্প্রদায়ের আযাব যখন ঘনিয়ে এলো তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ভারী বোঝা বহন করে দূরে যেতে চায়, সে ওমানে যাক; আর যে শরাব, রুটি, ফলের রস ইত্যাদি চায়, সে বুসরা অর্থাৎ শামে যাক। আর যে বৃষ্টি-কাদায় স্থিত অবস্থা চায় এবং দুর্ভিক্ষে স্থায়ী নিবাস চায়, সে খেজুর গাছপূর্ণ ইয়াছরিবে যাক। তখন একদল ওমানের উদ্দেশ্যে বের হলো, আরেকদল শামের উদ্দেশ্যে বের হলো এরা হলো গাসসান। আর কা'ব ইব্‌ন আমরের বংশধর আওস, খাযরাজ এবং খুযাআ বের হয়ে ইয়াছরিবে অবস্থান গ্রহণ করল, যা ছিল খেজুর উদ্যানে পূর্ণ। পথিমধ্যে এরা যখন বাতনে মুররা নামক স্থানে পৌঁছল, তখন খুযাআ বলল, এটা বেশ উপযোগী স্থান। আমরা এর বিকল্প চাই না। এরপর তারা সে স্থানেই অবস্থান গ্রহণ করল। এ কারণেই তাদেরকে খুযাআ বলা হয়। কেননা, তারা তাদের সহযাত্রীদের পশ্চাতে অবস্থান নিয়েছিল। আর আওস ও খাযরাজ অগ্রসর হয়ে ইয়াছরিবে অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ আলায়হিস সালামকে বললেন, হে ইউসুফ! ভাইদেরকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার কারণে আমি তোমার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি তিনি বলেন, হযরত লুকমান তার ছেলেকে বলেন, আমি বহু তিক্তের স্বাদ আস্বাদন করেছি, কিন্তু দারিদ্রের চেয়ে তিক্ত কিছুর স্বাদ আস্বাদন করিনি এবং বহু ভারী বোঝা বহন করেছি। কিন্তু মন্দ প্রতিবেশীর চেয়ে ভারী কোন বোঝা বহন করিনি। কথা যদি রৌপ্য নির্মিত হয়, তাহলে নির্বাক থাকা স্বর্ণমণ্ডিত। ওয়াকি' ইব্‌নুল জাররাহ বর্ণনা করেছেন সুফয়ান সূত্রে ... ইকরিমাহ্ থেকে— وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى 'আর তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহ্ নিক্ষেপ করছিলেন' (৮-১৭)। রাসূলের নিক্ষিপ্ত ধুলার প্রতিটি অংশই তাদের কোন না কোন ব্যক্তির চোখে পতিত হয়েছিল। আর তিনি পবিত্র কুরআনের زَنِيْمٌ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, সে হলো ইতর ও নীচ ব্যক্তি যাকে তার নীচুতা দ্বারা চেনা যায়।

এছাড়া তিনি اَلَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ 'যারা আল্লাহ্ রাসূলকে পীড়া দেয়' (৩৩ : ৫৭)। এই আয়াতের ব্যাখায় বলেন, তারা হলো প্রতিমা/প্রতিকৃতি নির্মাতা। আর وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ। শাব্দিক অর্থ- এবং তোমাদের হৃৎপিণ্ডসমূহ কণ্ঠাগত হয়েছিল (৩৩ : ১০)। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে যদি হৃৎপিণ্ড নড়াচড়া করত কিংবা স্থানচ্যুত হতো তাহলে প্রাণবায়ু বের হয়ে যেত। আসলে এখানে ভীতি ও আতঙ্ক উদ্দেশ্য। সূরা হাদীদে- فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ- অর্থাৎ ভোগাসক্তিসমূহ দ্বারা। وَتَرَبَّصْتُمْ তোমরা প্রতীক্ষা করেছ অর্থাৎ তাওবা দ্বারা। وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ - অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছে। অর্থাৎ নেকআমলে 'করি— করব' মনোভাব।

حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ আল্লাহ্‌র হুকুম না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু। وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ। এবং মহাপ্রতারক তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে, অর্থাৎ শয়তান। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ পড়বে, সে ব্যক্তি সেদিন সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত আনন্দিত থাকবে।

সালামা ইব্‌ন শু'আয়ব বর্ণনা করেন, ইবরাহীম ইব্‌নুল হাকাম সূত্রে আবান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে। তিনি বলেন, একবার আমি ইকরিমার সাথে সমুদ্রের তীরে বসা ছিলাম। এ

সময় তারা ঐ সকল লোকের পুনরুত্থানের ব্যাপারে আলোচনা করল, যারা সমুদ্রে/ পানিতে ডুবে মারা যাবে। তখন ইকরিমা বললেন, যারা পানিতে ডুবে মারা যাবে, তাদের গোশত মৎস্য কূল বণ্টন করে খাবে। অস্থিসমূহ ছাড়া আর তাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর তা পরিবর্তিত হয়ে উটের খাদ্যে পরিণত হয়ে তার লাদি হয়ে বের হয়ে আসে। এরপর লোকজন এসে সেই স্থানে অবতরণ করে। তারপর সেই লাদ দিয়ে চুলা জ্বালায়। ফলে তা ছাইয়ে পরিণত হয়। এরপর বাতাস এসে মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মাফিক পৃথিবীর জলে-স্থলে তা উড়িয়ে নিয়ে যায়। এরপর যখন পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন এরা এবং অন্যান্য সমাধিস্থ কবরবাসী একই সাথে পুনরুত্থিত হবে। একই সূত্রে তার থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা একজন জান্নাতবাসীকে জান্নাত থেকে এবং একজন জাহান্নামবাসীকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। এরপর জান্নাতবাসীকে প্রশ্ন করবেন, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার আরামস্থলকে কেমন পেয়েছ ? সে বলবে, অতি উত্তম। তারপর জাহান্নামবাসীকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার অবস্থানস্থল কেমন পেয়েছ ? সে বলবে, অতি জঘন্য এরপর সে সেখানকার সাপ-বিচ্ছু ও বোলতার কথা এবং সেখানে যে সকল শাস্তি রয়েছে তার কথা উল্লেখ করবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে আমার বান্দা! আমি যদি তোমাকে জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি/মুক্তি দিই, তাহলে তুমি আমাকে কী দিবে ? তখন বান্দা বলবে, আয় ইলাহী, আমার কাছে কী আছে ? আমি আপনাকে কী দিব ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, যদি তোমার কাছে স্বর্ণের একটি পাহাড় থাকত, তাহলে কি আমি তোমাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিলে তুমি তা আমাকে দিয়ে দিতে ? সে বলবে, হ্যাঁ! তখন মহান আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ! আমি তো দুনিয়াতে তোমার কাছে এর চেয়ে সামান্য কিছু চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে ডাকবে আর আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব। তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করবে আর আমি তোমাকে প্রদান করব। কিন্তু তুমি তো মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে।

এই সনদে তিনি বলেন, কাল কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ তার যে বান্দাকেই হিসাব গ্রহণের জন্য নিকটবর্তী করবেন, সেই মহান আল্লাহ্‌র ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে আসবে। একই সূত্রে তার থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক বস্তুর একটি ভিত্তি বা মূল রয়েছে। ইসলামের ভিত্তিমূল হলো সদাচার/উত্তম ব্যবহার। একই সূত্রে তার থেকে বর্ণিত আছে, একবার এক নবী তাঁর রবের কাছে ক্ষুধা ও বস্ত্রহীনতার অভিযোগ করলেন, তখন মহান আল্লাহ্ তার কাছে এই মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমি তা দ্বারা তোমার থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ ও ক্ষুধাহীনতা থেকে উদ্ভূত অনিষ্টের দরযা বন্ধ রেখেছি। তিনি আরও বলেন, আসমানে ইসমাঈল নামক এক ফেরেশতা রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যদি তার কোন কানকে রহমানের তাসবীহ পাঠ করার অনুমতি দিতেন, তাহলে আসমান-যমীনের সকল মাখলূক মৃত্যুমুখে পতিত হতো। তার থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সূর্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের চারগুণ, আর চন্দ্রের আয়তন হলো পৃথিবীর আয়তনের দ্বিগুণ।[১] সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন তা আরশের নিম্নদেশে অবস্থিত এক সাগরে প্রবেশ করে আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ করে। এরপর যখন

১. সূর্য ও চন্দ্রের আয়তন সম্পর্কিত এই তথ্য সম্ভবত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুমান নির্ভর, সুতরাং জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে এর সত্যাসত্য বিবেচনা নিষ্প্রয়োজন– অনুবাদক।

সকাল হয়/ঘনিয়ে আসে, তখন সে তার প্রতিপালকের কাছে উদিত হওয়া থেকে অব্যাহতি চায়। তখন তিনি তাকে বলেন, কেন ? অথচ এর কারণ সম্পর্কে তিনিই অধিক জানেন, তখন সে বলে, যাতে আপনার পরিবর্তে আমি উপাস্য/ পূজিত না হই। তখন তিনি তাকে বলেন, তুমি উদিত হও, এর জন্য তো তুমি দায়ী নও। তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। ... তের হাজার ফেরেশতা তাকে টেনে আনবে এবং তাদেরকে তাতে প্রবেশ করাবে। অবশ্য এটা বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত।

إِنَّ جَهَنَّمَ يُؤْتَى بِهَا نَقَادُ بِسَبْعِيْنَ ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك

'জাহান্নামকে সত্তর হাজার লাগাম/রশি বেঁধে টেনে আনা হবে। যার প্রতিটি লাগামে থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা।' মুনদিল বর্ণনা করেন, আসাদ ইব্‌ন আতা সূত্রে ইকরিমা থেকে তিনি ইব্‌ন আব্বাস থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা বলেন ঃ

لا يقفن أحدكم على رَجلٍ يضرب ظُلْمًا ، فَإِنَّ اللعنة تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاء على مَنْ يحضره اذا لم تدفعوا عنه ـ وَلا يقفن أحدكم على رَجُلٍ يقتل ظُلْمًا فإنَّ اللَّعْنَة تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاء عَلى مَنْ يَحضره إذا لم تدفعوا عنه ـ

'তোমাদের কেউ যেন অন্যায়ভাবে কাউকে প্রহৃত হতে দেখে দাঁড়িয়ে না থাকে। কেননা, অন্যরা যদি তাকে রক্ষা না করে, তাহলে তার কাছে উপস্থিত সকলের উপর মহান আল্লাহ্‌র অভিশাপ নেমে আসে। তদ্রূপ তোমাদের কেউ যেন অন্যায়ভাবে কাউকে নিহত হতে দেখে দাঁড়িয়ে না থাকে। উপস্থিতরা যদি তাকে রক্ষা না করে, তাহলে তাদের উপর মহান আল্লাহ্‌র অভিশাপ নেমে আসে।' এই হাদীস একমাত্র এই মুনদিল মারফূ'রূপে রিওয়ায়াত করেছেন।

শু'বাহ্ রিওয়ায়াত করেন, উমারা ইব্‌ন হাফসা সূত্রে ... ইকরিমাহ্ থেকে তিনি আবূ হুরায়রাহ্ থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা যখন হাঁচি দিতেন, তখন কাপড় দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল আবৃত করতেন এবং তার ভ্রূদ্বয়ের উপর উভয় হাত রাখতেন। এই হাদীস শু'বাহ্ বর্ণিত এক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হাদীস। এছাড়া রাবী বাকিয়াহ্ বর্ণনা করেন ইসহাক ইব্‌ন মালিক সূত্রে ইকরামাহ্ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা থেকে। তিনি বলেন ঃ

مَنْ حلف على أحدٍ يَمِيْنًا وهو يرى أنه سيبره فلم يفعل ـ فانما إثمة على الذى لم يبره ـ

"কেউ যদি কারো ব্যাপারে শপথ করে এই ধারণায় যে, ঐ ব্যক্তি তার শপথ পূর্ণ করবে, কিন্তু সে ব্যক্তি তা পূর্ণ করল না, তাহলে তার পাপ সেই বহন করবে যে তা পূর্ণ করেনি।" –বাকিয়্যা ইব্‌ন ওয়ালীদ এককভাবে মারফু' রূপে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমাদ বর্ণনা করেন উবায়দ ইব্‌ন উমর আল কাওয়ারিরী সূত্রে ... ইকরিমা থেকে, তিনি হযরত আইশা থেকে যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা মোটা ও খসখসে এক জোড়া লুঙ্গি ও চাদর পরে ছিলেন। আইশা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার এই কাপড় দুটি মোটা ও খসখসে, এতে আপনি পানির ছিটা দিলে তো তা আরও

ভারী হয়ে যায়। আপনি অমুকের কাছে লোক পাঠান, তার কাছে শামী চাদর এসেছে, তার থেকে বাকীতে এক জোড়া চাদর ক্রয় করুন। দূত লোকটির কাছে এসে বলল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, তুমি যেন বাকী মূল্যে তার কাছে একজোড়া চাদর বিক্রি কর। সে বলল, আমি বুঝতে পেরেছি, আল্লাহ্র কসম! আসলে আল্লাহ্র নবীর উদ্দেশ্য হলো আমার চাদর দুটি হাত করা এবং তার মূল্য পরিশোধে গড়িমসি করা। সেই দূত আল্লাহ্র রাসূলের কাছে ফিরে তাকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তিনি বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। সকলেই জানে সকলের চেয়ে আমি মহান আল্লাহ্কে বেশী ভয় করি এবং সর্বাগ্রে আমানত আদায় করি। এই দিনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা বলেন, لِأَنْ يَلْبَسَ أحدكم مِنْ رقاعٍ شَتَّى خَيْرٌ له من أن يَسْتَرِيْنَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ 'নিজের কাছে যা নেই তা ঋণ করে নেওয়ার চেয়ে তালিযুক্ত কাপড় পরা তোমাদের জন্য উত্তম।' মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

আল কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)[১]

একজন বিশিষ্ট ফকীহ্। সাহাবাহ্ ও অন্যদের থেকে তাঁর বহু সংখ্যক রিওয়ায়াত বিদ্যমান। তিনি পবিত্র মদীনার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি এবং সমকালীন লোকদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী। তার শৈশবে তার পিতা মিসরে শহীদ হন। তার খালা তাঁকে লালন-পালন করেন। তিনি বহু গুণ ও কীর্তির অধিকারী। এছাড়া আরেক জন হলেন, আবূ রজা আল উতারিদী।

প্রসিদ্ধ কবি আয্যা প্রেমিক কুছায়য়ির[২]

কুছায়য়ির ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন আমির আবূ সাখ্র আল খুযাঈ আল- হিজাযী, যিনি ইব্ন আবূ জুমুআহ্ নামে পরিচিত। আর এই আয্যার নামে তার প্রসিদ্ধি এবং পরিচিতির কারণ হলো, তার ব্যাপারে তার প্রেম কাব্য। তার পরিচয় হলো সে, বানূ হাজিব ইব্ন গিফারের সদস্য জামিল ইব্ন হাফসের কন্যা। তার উপনাম উম্মু আমর। তার নাম কুছায়য়ির রাখার কারণ। সে ছিল কদাকার ওবেঁটে। আর উচ্চতা ছিল তিন বিঘত। ইব্ন খাল্লিকান বলেন, সে যখন হাঁটত, তখন তার দেহাকৃতির ক্ষুদ্রতার কারণে মনে হতো যেন কোন শিশু হাঁটছে। সে যখন খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের দরবারে/ সাক্ষাতে প্রবেশ করত, তখন তিনি তাকে বলতেন, তোমার মাথা নীচু কর। দেখ, ছাদে যেন ধাক্কা না লাগে। তিনি তার সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন। আর সে আবদুল মালিকের দরবারে আনুষ্ঠানিকভাবে আগমন করত। একাধিকবার সে তার দরবারে আগমন করেছে। এছাড়া সে উমর ইব্ন আবদুল আযীযের দরবারেও আগমন করেছে। তার কাব্য-প্রতিভা সম্পর্কে বলা হয় ইসলামী যুগের কবিদের মাঝে সেই শ্রেষ্ঠ। যদিও তার মাঝে শী'আ প্রবণতা ছিল। কেউ কেউ আবার তাকে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী বলে থাকে। আর তার সম্পর্কে এই মত যদি সঠিক হয়, তাহলে বলা হয় মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে সে فِيْ أَيِّ صُوْرَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ যেই আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন— এই আয়াত দ্বারা এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ

১. সিয়ারু আ'লামুন্ নুবালা ৫/৫৩।

২. সিয়ারু আ'লামুন নুবালা ৫/১৫২।

করত। একদিন সে আবদুল মালিকের দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করল। এরপর সে **যখন** আবদুল মালিকের সাক্ষাতে প্রবেশ করল, তখন তিনি তাকে দেখে বললেন, তোমাকে **দেখার** চেয়ে শোনাই ভাল ছিল[১]। তখন সে বলল–হে আমীরুল মু'মিনীন! দুই ক্ষুদ্রতম অঙ্গ **দ্বারাই** মানুষের বিচার হওয়া উচিত। হৃদয় ও জিহ্‌বা[২]। যদি সে কথা বলে, তাহলে সুস্পষ্ট ও **বিশুদ্ধ** রূপে কথা বলে। আর যদি লড়াই করে, তাহলে বীরত্বের সাথে লড়াই করে। আমিই **নিম্নোক্ত** পঙ্‌ক্তিসমূহের রচয়িতা ঃ

وَجَـرَّبْـتُ الْأُمُـوْرَ وَجَـرَّبْـتـنى * وقـد أَبَدَتْ عَـرِيْكَتِـى الأمـورُ

আমি সকল বিষয় যাচাই করেছি আর বিষয়সমূহ আমাকে যাচাই করেছে এবং আমার **স্বভাব** প্রকাশ করেছে।

وَما تخـفى الرجـال على انـى * بهم لأَخُـوْ مـشـاقـفـةٍ خـبـيـر

আর লোকদের কাছে এ কথা গোপন নেই যে, আমি হলাম কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তাদের সম্পর্কে বিজ্ঞ/অভিজ্ঞ।

تَرى الرجل النَّحـيْفَ فَـتـزْدَرِيْهِ * وفى أَثْوَابِه أَسَدٌ زَئِيْـرٌ

শীর্ণকায় কোন ব্যক্তিকে দেখে তুমি তুচ্ছ করবে কিন্তু তারই পোশাকের আড়ালে রয়েছে এক সাহসী সিংহ।

وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيْرُ فَتَخْتَبِرُهُ * فـيُـخْلِفُ ظنَّكَ الرجل الطَّرِيْرُ

আর কোন গোঁফওয়ালা তোমাকে চমৎকৃত করবে। এরপর যদি তুমি তাকে পরখ কর তাহলে দেখবে এই গোঁফওয়ালা তোমার ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেছে।

وَمَـا هَامُ الرِّجَـالُ لَهَـا بِزَيْنٍ * وَلٰكِنْ زينـهـا دين وخـيـرُ

মাথার খুলিই পুরুষকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে না। আসলে তার সৌন্দর্য হলো দীন ও কল্যাণ।

بُغَاثُ الطَّيْرِ أَطْوَلُهَا جُسُوْمًا * وَلَمْ تَطُلْ اَلْبُزَاةُ وَلاَ الصُّقُوْرُ

বুগাছ পাখী আকার-আকৃতিতে বিশাল। কিন্তু ঈগল ও বাজপাখী এত দীর্ঘকায় নয়।

وَقَدْ عَظُمَ الْبَعِيرُ بِغَيرِ لُبٍّ * فَلَمْ يَسْتَغْنِ بَالْعَظْمِ الْبَعِيْرُ

মাথার ঘিলু ছাড়াই উট এত বিশাল, তাই এই বড় হওয়া তার কোন কাজে আসেনি।

فَـيُـرْكَبُ ثُمَّ يُضْرَبُ بِالْهَرَاوِىْ * وَلاَ عُرْفُ لَدَيْهِ وَلاَنَكِيْرِ

তাই তাতে আরোহণ করা হয় অতঃপর তাকে লাঠি দিয়ে প্রহার করা হয়, কিন্তু তার কাছে

وَعُوْدُ النَّبْعِ يُنْبِتُ مُسْتَمِراً * وَلَيْسَ يَطُوْلُ وَالْعَضْبَاءُ خَوْرُ

১. এখানে উল্লিখিত আরবী প্রবাদ বাক্যটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, তাই ভাবানুবাদ করা হলো—অনুবাদক

২. অর্থাৎ চিন্তা ভাবনার শক্তি ও বাককুশলতা।

আবুল ফারাজ ইব্‌ন তিরার এই কাহিনীর অদ্ভুত অংশ ও তার কবিতা পঙ্‌ক্তিসমূহের ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, একবার আয্‌যা প্রেমিক কুছায়য়ির খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের সাক্ষাতে প্রবেশ করল এবং তার প্রশংসায় একটি কাব্য গাঁথা আবৃত্তি করল। তার একটি পঙ্‌ক্তি হলো—

على ابن أبى العاصى دروعُ حَصِيْنَة * أجاد المُسْدى سَرْدَها وأذالها

ইব্‌ন আবুল আসের দেহে দুভেদ্য বর্ম রয়েছে, যাকে বুননকর্মী নিপুণ ও মযবূতভাবে বুনেছেন।

তার এ কবিতা পঙ্‌ক্তি শুনে আবদুল মালিক তাকে বলল, তুমি তেমনটি কেন বুনলে না যেমনটি কবি আ'শা বলেছে কায়স ইব্‌ন মা'দীকারিবকে—

وَاذا تَجِىْءُ كتيبة ملومة * شُهُبًا يَخْشى الذائدون صيالها

যখন অস্ত্রসজ্জিত অগ্রবর্তী বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসর হয়, ফলে তাদের আক্রমণের ভয়ে আমাদের যোদ্ধারা শঙ্কিত হয়।

كنت المقدم غير لابس جُبَّةٍ * بالسّيفِ يضرب معلما أبْطالها

তখন তাদের বীর যোদ্ধাদের তরবারি দিয়ে আঘাত করার জন্য জুব্বা পরিধান ছাড়াই আমি অগ্রবর্তী হয়ে যাই।

তখন সে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে তো তাকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে আর আমি আপনাকে বিচক্ষণ সাব্যস্ত করেছি। একদিন সে খলীফা আবদুল মালিকের সাক্ষাতে প্রবেশ করে দেখল, তিনি মুসআব ইব্‌ন যুবায়রের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। খলীফা তাকে বললেন, হে কুছায়য়ির! এই মাত্র আমি তোমাকে তোমার কবিতার কারণে স্মরণ করেছি। যদি তুমি বলতে পার সেটা তোমার কোন্ কবিতা, তাহলে তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দিব। তখন সে বলল, ইয়া আমীরাল মু'মিনীন! আমার মনে হচ্ছে, আপনি যখন আতিকা বিন্‌ত ইয়াযীদকে বিদায় জানিয়েছেন, তিনি আপনার বিচ্ছেদ স্মরণ করে কেঁদেছেন। তারপর তার কান্না দেখে তার পরিচারিকারাও কেঁদেছে। তখন আপনি আমার এই কবিতা স্মরণ করেছেন ঃ

إِذَا مَا أَرَادَ الْغَزْوَ لَمْ تَثْنِ عَزْمَهُ * حَصَانٌ عليها نَظْمُ دُرّ بزينُها

তিনি যখন যুদ্ধাভিযানের সংকল্প করেন, তখন মোতির হার সজ্জিতা সতী নারীও তাকে তার সংকল্পচ্যুত করতে পারে না।

نَهَتْهُ فَلَمَّا لم تَرَ النَّهْىَ عاقه * بكت فبكى مِمَّا عراها قَطِينها

সে তাকে নিষেধ করল। কিন্তু, যখন দেখল তার নিষেধাজ্ঞা তাকে বিরত করল না, তখন সে কাঁদল, আর তার কান্নায় তার পরিচারিকারাও কাঁদল।

তিনি বলেন, তুমি ঠিক বলেছো। এখন বল, তুমি কী চাও ? সে বলল, আপনার বাছাই করা উট থেকে এক হাজার উট। তিনি বললেন, তোমাকে তা দেয়া হলো। এরপর আবদুল মালিক যখন ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, তখন একদিন তিনি কুছায়য়িরকে তার বিষয়ে

ভাবতে দেখলেন। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। তারপর তাকে যখন আনা হলো, তিনি তাকে বললেন, ভেবে দেখ আমি যদি তুমি কী চিন্তা ভাবনা করছিলে তা বলে দিই, তাহলে কি তুমি আমার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিবে ? সে বলল হ্যাঁ! তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ? সে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম। আবদুল মালিক তাকে বললেন, তুমি মনে মনে ভাবছিলে এ ব্যক্তি আমার মতাদর্শী (শী'আপন্থী) নয়। আর সে এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছে, যে আমার মতাদর্শী নয়। এদের দুইজনের মধ্য থেকে যদি কোন অজ্ঞাত তীর আমাকে হত্যা করে, তাহলে আমি দুনিয়া-আখিরাত দুই-ই হারাব। সে বলল, হ্যাঁ! আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ঠিকই বলেছেন— আপনি আপনার সিদ্ধান্ত প্রদান করুন। তিনি বললেন, আমার সিদ্ধান্ত হলো তোমাকে উত্তম বখ্‌শিশ দিয়ে তোমার স্বজন-পরিজনের কাছে ফেরত পাঠানো। এরপর তিনি তাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ প্রদান করলেন এবং তাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

বিশিষ্ট রাবী হাম্মাদ কুছায়্যির থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন আমি, আহওয়াস এবং নুসায়ব (এই তিনজন) তার সাক্ষাতে গমন করলাম। আর ইতোপূর্বে তিনি যখন মদীনার গভর্নর ছিলেন, তখন আমরা তার সাহচর্য ও সঙ্গ লাভ করতাম। আমাদের প্রত্যেকের ধারণা ছিল তিনি আমাদেরকে তার দরবারে সমাদর করবেন। একথা ভেবে গর্বিত চালে চলতে থাকলাম। এরপর আমরা যখন খুনাসিরার নিকট পৌঁছলাম এবং আমাদের দৃষ্টিতে তার চিহ্নসমূহ ভেসে উঠল, তখন মাসলামাহ্ ইব্‌ন আবদুল মালিক আমাদের সাথে দেখা করেন এবং বলেন, তোমরা কী উদ্দেশ্যে আগমন করেছো ? তোমরা কি জানতে পারনি যে তোমাদের খলীফা কবিতা ও কবিদের পসন্দ করেন না ? কুছায়্যির বলেন, একথায় আমরা আশাহত ও বিষণ্ণ হলাম। মাসলামাহ আমাদেরকে তার কাছে অবস্থান করান এবং আমাদের ব্যয়ভার বহন করেন এবং আমাদের বাহনসমূহকে গো-খাদ্য সরবরাহ করেন। এভাবে আমরা চার মাস তার কাছে অবস্থান করি। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ের মাঝে তার পক্ষে আমাদের জন্য উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করা সম্ভব হলো না। এরপর কোন এক জুমুআতে আমি তার নিকটে অবস্থান নিলাম যাতে তার খুতবাহ্ ভালভাবে শুনতে পারি এবং নামায শেষে তাকে সালাম করতে পারি। এসময় আমি তাকে খুতবায় বলতে শুনলাম, প্রত্যেক সফরের জন্য পাথেয় অপরিহার্য। কাজেই, তোমরা দুনিয়া থেকে আখিরাতের সফরের জন্য তাক্ওয়া বা খোদাভীতির পাথেয় অবলম্বন কর। আর ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাও, যে ঐ শাস্তি ও পুরস্কার প্রত্যক্ষ করেছে, যা মহান আল্লাহ্ তার জন্য প্রস্তুত করেছেন। এ স্থলে তোমরা আগ্রহী ও ভীত হবে। তোমাদের কামনা-বাসনা যেন দীর্ঘ না হয়। তাহলে হৃদয়সমূহ কঠোর হয়ে যাবে এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদের অনুগত হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ্‌র কসম, ঐ ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা বিস্তারে কী লাভ যে জানে না যে, হয়ত সকালের পর তার জীবনে পরবর্তী সন্ধ্যা আসবে না অথবা সন্ধ্যার পর তার জীবনে পরবর্তী সকাল আসবে না এবং এই দুইয়ের মাঝে তার জন্য মৃত্যু ওঁত পেতে বসে আছে। আশ্বস্ত হতে পারে সে, যে মহান আল্লাহ্‌র আযাব ও কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির ব্যাপারে আস্থাবান হয়েছে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার

(আঘাতের) একটি ক্ষতের চিকিৎসা করতে না করতে অন্য দিক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সে কীভাবে আশ্বস্ত হতে পারে। নিজেকে আমি যে বিষয় থেকে বিরত রাখি, সে বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া থেকে আমি মহান আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করছি। তাহলে আমার চুক্তি অলাভজনক প্রমাণিত হবে এবং ঐ দিন আমার নিঃস্বতা প্রকাশ পেয়ে যাবে, যেদিন ন্যায় ও সত্য ছাড়া কোন কিছু দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে না। এরপর তিনি এমনভাবে কাঁদলেন যে, আমাদের মনে হলো এই কান্না তার জীবনাবসান ঘটাবে, আর উপস্থিত সকলের কান্না ও চিৎকারে মসজিদ ও চারপাশ প্রকম্পিত হলো। কুছায়য়ির বলেন, তখন আমি আমার সঙ্গীদ্বয়ের কাছে গিয়ে বললাম। উমর ও তার পিতৃপুরুষদের সম্পর্কে আমরা যে সকল কবিতা রচনা করেছি তা ছাড়া অন্য কিছু কবিতা রচনা কর। কেননা, তিনি পার্থিব লোক নন, অপার্থিব ব্যক্তি। তিনি বলেন, এরপর কোন এক জুমুআর দিন মাসলামাহ্ আমাদের সাক্ষাতের জন্য তার অনুমতি গ্রহণ করলেন। এরপর আমরা যখন তার সাক্ষাতে প্রবেশ করলাম, তখন আমি তাকে সালাম করে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! অবস্থান দীর্ঘায়িত হয়েছে। কিন্তু তেমন কোন উপকার লাভ হয়নি। আর আরব প্রতিনিধি দল বলাবলি করছে যে, আপনি আমাদেরকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি বলেন– إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ 'সাদকা তো কেবল নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের জন্য' (৯ ঃ ৬০)। আর তোমরা যদি এদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদান করব। আর যদি তা না হয়, তাহলে বায়তুল মালে তোমাদের কোন প্রাপ্যাংশ নেই। আমি বললাম, হে আমিরুল মু'মিনীন! আমি এক নিঃস্ব পথচারী। তিনি বলেন, তোমরা কি আবূ সাঈদের কাছে অবস্থানরত (অর্থাৎ মাসলামাহ্ ইব্‌ন আবদুল মালিক) নও ? আমরা বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, যে আবূ সাঈদের কাছে রয়েছে তার আর কোন বিনিময় নেই। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে আবৃত্তির অনুমতি দিন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তবে তুমি শুধু সত্যই বলবে। আমি তাঁকে যে কবিতা আবৃত্তি করে শোনালাম তার একাংশ ঃ

وَلِيْتَ فلم تَشْتُمْ عَلِيًّا ولم تَخَفْ * بَرِيْئًا ولم تَقْبِلْ إِشَارَةَ مُجْرِمٍ

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আপনি হযরত আলীর প্রতি বিরূপ কোন মন্তব্য করেননি, কোন নির্দোষকে ভীত সন্ত্রস্ত করেননি এবং কোন অপরাধীর ইঙ্গিত গ্রহণ করেননি।

وَ صدقتَ بِالفِعْلِ المقال مَعَ الَّذِى * أتيت فأَمْسَى راضيًا كل مُسْلِمٍ

যে আপনার দ্বারস্থ হয়েছে তার সাথেই আপনি কথামত কাজ করেছেন। ফলে সকল মুসলমান আপনার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে।

ألا إنما يكفى الفتى بعد رَيْعِهِ * من الأَوْدِ النادى ثقاف المقوم

وقد لبست تَسْعى إليك ثيابها * تراءى لك الدنيا بكَفٍّ وَمِعْصَمِ

দুনিয়া তার পোশাক পরিধান করে তোমাকে হাত ও হাতের কাঁকন দেখিয়ে তোমার দিকে অগ্রসরমান।

وتـومـض أحيـانـا بِعَيْفٍ مـريضـةٍ * وتَبـسّمُ عـن مـثـل الجمـان الـمـنظّم

মাঝে মাঝে সে নিষ্প্রভ চোরা দৃষ্টি হানে এবং শিলাশুভ্র দাঁতে হাসে।

فـأعـرَضْتَ عنـهـا مُـشْـمـئزاً كـأنما * سـقـتك مَذُوْقًـا من سـمـام وَعَلْقَمٍ

কিন্তু আপনি এমন বিতৃষ্ণায় তাকে উপেক্ষা করলেন যেন সে আপনাকে বিষাক্ত পানীয় পান করিয়েছে।

وقد كُنْتَ من أحبالها فى ممنع * ومِنْ بَحْرِها فى مِزْبد الـمَوْجِ مُفْعم

অথচ ইতোপূর্বে আপনি তার শক্ত জালে এবং ফেনিল সমুদ্রের ঢেউয়ে আটকে ছিলেন।

ومـا زلْتَ تَـوَّاقًـا إلى كل غـايـةٍ * بلغت بـهـا أعلي البـنـاء الـمـقـدم

আজও আপনি প্রত্যেক চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার

فَلَمَّـا أتـاك الـملك عـفْـواً ولم تَكُنْ * لطـالب دنـيـا بـعـده فى تَكَلُّم

কিন্তু এরপর যখন এমনিতেই আপনি বাদশাহীর অধিকারী হলেন, আর

تـركـتَ الذى يَفْنى وإنْ كـان مـونقـا * واثـرت مـا يـبـقـى بَرأىٍ مُصَـمـم

যা নিঃশেষ হয়ে যাবে আপনি তা বর্জন করেছেন যদিও তা চিত্তাকর্ষক আর যা স্থায়ী তাকে সুবিজ্ঞ রায় দ্বারা প্রাধান্য দিয়েছেন।

وأَضْرَرْتَ بِالْفَـانِى وشَـمَّرْتَ لِلَّذِىْ * أَمَـامَكَ فِىْ يَوْمٍ من الشَرّ مُظْلِمٍ

আপনি দুনিয়ার/পার্থিব জীবনের ক্ষতি করেছেন এবং আপনার সামনে অকল্যাণের অন্ধকার দিবস রয়েছে তার জন্য তৎপর হয়েছেন।

وَمَـالَكَ إذا كنت الخَلِيْفَـةَ مـانـع * سِـوى الله من مـالٍ رَعَـيْتَ وَلاَ دَمِ

আপনি যখন খলীফা হলেন, তখন আপনার অধীনস্থ জানমালে স্বেচ্ছাচারিতা থেকে আপনাকে বাধা দান কারী মহান আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই।

سـمـالك هَـمٌّ فى الـفُـؤَادُ مَـؤرّق * بَلَغْتَ به أعْلى الـمـعـالى بسُلَّم

নিদ্রাদূরকারী এক চিন্তার উদয় হলো আপনার হৃদয়ে, যার কারণে আপনি মর্যাদার সোপান বেয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হলেন।

فَمَـا بَيْنَ شرق الارض الغَرْبِ كُلّهَا * مُنَادٍ يُنَادِىْ مِنْ فَصِيْحٍ وَأَعْجَمِ

উদয়াচল ও অস্তাচলের মধ্যবর্তী গোটা পৃথিবীতে আরব-অনারব এমন কোন ঘোষক/প্রজা নেই।

يَقُوْلُ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ظَلَمْتَنِي * بِأَخْذِكَ دِينَارِي وأخذك دِرْهَمِي

সে বলে, আমীরুল মু'মিনীন, আপনি আমার প্রতি অবিচার করেছেন আমার একটি দীনার ও একটি দিরহাম আত্মসাৎ করেছেন।

وَلاَ بَسطُ كَفٍّ لاَ مْرِئٍ غَيْرَ مُجْرِمٍ * وَلاَ السَّفْكُ مِنْهُ ظَالِمًا ملء مِحْجَمِ

অপরাধী নয় এমন কারও প্রতি তার হাত প্রসারিত হয়নি এবং অন্যায়ভাবে তার দ্বারা সামান্য পরিমাণ রক্তপাত হয়নি।

وَلَوْ يَسْتَطِيْعُ الْمسلمون لقسموا * لك الشَّطْرَ من أَعْمَرِهم غَيْرَ نُدَّمِ

মুসলমানগণ যদি পারত, তাহলে বিনা দ্বিধায় আপনার জন্য তাদের অর্ধেক আয়ুষ্কাল বণ্টন করে দিত।

فَعِشْتَ بِهَا مَا حَجَّ لِلّٰهِ رَاكِبٌ * مُلَبٍّ مطيف بالمقام وَزَمْزَمِ

আর তার দ্বারা আপনি ততদিন জীবিত থাকবেন, যতদিন কোন আরোহী তাল্‌বিয়া পাঠকারী, মাকাম ও যামযাম তাওয়াফকারী আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ করবে।

فَارْبَحْ بِهَا مِنْ صَفْقَةٍ لِمُبَايِعٍ * وَأَعْظِمْ بها أعظم بها ثم أعظم

আপনার এই চুক্তি অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে এবং আপনি বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি তো কিয়ামত দিবসে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

এরপর আহওয়াস তার অনুমতি নিয়ে তাকে আরেকটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। তিনি তাকে বলেন, তুমি তো কিয়ামত দিবসে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এরপর নুসায়ব তার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করলেন না। আর প্রত্যেককে (তিন জনকে) দেড়শ' দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং নুসায়বকে মারাজ দাবাকের দিকে যুদ্ধাভিযানে পাঠালেন। আর পরবর্তীকালে কুছায়য়ির ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের দরবারে গমন করে তার প্রশংসায় কাব্য রচনা করলে তিনি তাকে সাতশ' দীনার প্রদান করেন। যুবায়র ইব্‌ন বাক্‌কার বলেন, কুছায়য়ির ছিল ইতর শ্রেণীর শীআহপন্থী। সে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী ছিল। এমনকি সে এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করত। মূসা ইব্‌ন উকবাহ্ বলেন, কোন এক রাত্রে মুছায়য়ির ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখল। পরদিন সকালে সে যুবায়র পরিবারের প্রশংসায় কাব্য রচনা করল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের মৃত্যুস্মরণে শোকগাথা রচনা করল। আর ইতোপূর্বে সে তার ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করত।

بِمُفْتَضَحِ الْبَطْحَا تَأَوَّلَ أنه * أَقَامَ بِهَا مَا لَمْ ترمها الاَخَاشِبُ

سَرَحْنَا سَرُوْبًا أمِنِيْنَ وَمَنْ يخف * بوائق ما يَخْشى تنبه النوائب

আমরা নির্ভয়ে পথ হলাম আর যে বিপদাপদের আশঙ্কা করবে তাকে বিপদাপদ আক্রান্ত করবে।

تبرأت من عَيْب ابْن أسماء إننى * إلى الله من عَيْب ابن أسماء تائب

আসমার ছেলের সমালোচনা থেকে আমি নিঃসম্পর্ক। আসমার ছেলের সমালোচনা থেকে আমি তাওবা করছি মহান আল্লাহ্র কাছে।

هو المرءُ لاَ تُرْزِىْ به أمهاته * واباؤه فينا الكرام الأطايبُ

সে এমন ব্যক্তি যাকে হত্যা করে তার মায়েদের শোকাতে করা অনুচিত। আর আমাদের মাঝে তার পিতৃপুরুষগণ হলো উত্তম স্বভাব মহানুভব।

মুসআব ইব্ন আবদুল্লাহ্ আয-যুবায়রী বলেন, (একবার) আইশা বিন্ত তালহা কুছায়য়িরকে বলেন, আযযার প্রসঙ্গে তুমি যে সকল কবিতা আবৃত্তি করেছো, সে তো তার অর্ধেক দেহ-সৌন্দর্যেরও অধিকারিণী নয়। তুমি যদি তা আমার ও আমার ন্যায় নারীদের প্রসঙ্গে বলতে, তাহলে তা মানাতো। কেননা, তার চেয়ে গুণে-সৌন্দর্যে ও আভিজাত্যে আমরা শ্রেষ্ঠতর। আর এই আইশা ছিলেন গুণে-সৌন্দর্যে এবং আভিজাত্যে তার কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী। আর তিনি কুছায়য়িরকে তা বলেছিলেন তাকে যাচাই করার জন্য। তখন সে আবৃত্তি করল ঃ

ضحى قَلْبه يا عَزُّ أو كاد يَذْهل * وأَضْحى يريد الصَّوم أو يتبدَّلُ

হে আয্যা হৃদয়কে বিসর্জন দিয়েছে অথবা প্রায় বিস্মৃত হয়েছে এবং অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত উপবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে—

وَكَيْفَ يُرِيْدُ الصَّوْمَ مَنْ هُوَ وَامِقٌ * لِعِزَّةٍ لاَ قَالَ وَلاَ متبذل

আয্যা প্রেমিক কিভাবে অনাহারে থাকতে চাইবে।

إذا واصلتنا خلة كى تزيلنا * أبينا وقلنا الحاجبية أوَّلُ

অন্য কোন প্রণয় নিবেদনকারিণী যখন আমাদের আয্যার প্রণয় থেকে বিচ্যুত করতে চায়, তখন আমি বলি হাজিরী আয্যাই সর্বাগ্রে।

سَنُوْلِيْكَ عُرْفًا إن أَرَدْتَ وصالنا * ونحن لتيك الحاجبية أوْصَلُ

আমি তাকে বলি, তুমি যদি আমার বন্ধন কামনা কর, তাহলে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার প্রতি সদাচারী হব। তবে প্রণয়ের জন্য আমার ঐ হাজিবিয়্যা আযযাই শ্রেয়তর।

وحدثها الواشون أنى هجرتها * فحملها غَيْظًا عَلَىَّ الْمُحَمَّلُ

কুটনারা তাকে বলেছে, আমি তাকে ত্যাগ করেছি। আর এভাবে তারা তাকে আমার প্রতি অভিমানী করেছে। তখন আইশা তাকে বলেন, তুমি দেখছি আমাকে প্রেমাস্পদ বানিয়ে ছাড়লে,

আমি তো তোমার প্রেমাস্পদ নই। কবি জামীল যেমনটি বলেছে, তুমি তেমন বলতে পারতে। আল্লাহ্‌র কসম, সে তোমার চেয়ে বড় কবি। দেখ সে বলছে-

يَا رُبَّ عَارِضَةٍ عَلَيْنَا وَصْلَهَا * بِالْجِدِّ تخلطه بقول الهَازِلِ

হে পরিহাসকারীর কথাচ্ছলে আন্তরিকভাবে আমাদের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী!

فَأَجَبْتُهَا بِالْقَوْلِ بَعْدَ تَسَتُّرٍ * حُبِّي بثينة عن وصالك شاغلي

সসঙ্কোচে আমি তাকে উত্তর দিলাম বুছায়নার প্রতি আমার ভালবাসা তোমার মিলন থেকে আমাকে বিরত রেখেছে।

لَوْ كان فى قلبى بِقَدْرِ قُلاَمَةٍ * فَضْلُ وَصَلْتُكَ أو أَتَتْكَ رَسَائِلِي

আমার হৃদয়ে যদি নখাগ্র পরিমাণ স্থান শূন্য থাকত, তাহলে আমি তোমার সাথে সম্পর্ক গড়তাম। কিংবা তোমার কাছে আমার পত্র আসত।

এই পঙক্তি শুনে সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি জামীলের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করছি না। আমি তো তারই শিষ্য। এছাড়া ইব্‌নুল আনবারী কুছায়য়িরের একটি কবিতা আবৃত্তি করেছেন-

بِأَبِي وَأُمِّيْ أَنْتِ مِنْ مَعْشُوْقَةٍ * طبن العدولها فَغَيَّرَ حَالَهَا

আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক ঐ প্রেমাস্পদের তরে, শত্রুরা যার পিছু নিয়ে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

وَمَشَى إِلَيَّ بِعَيْبِ عَزَّةَ نِسْوَةٌ * جَعَلَ الا لهٔ خُدُوْدَ هُنَّ نِعَالَهَا

আর আমার কাছে কতক নারী এসেছে আযযার দোষ নিয়ে সৃষ্টিকর্তা তাদের গণ্ডদেশকে তার পাদুকা বানিয়ে দিন।

الله يَعْلَم لو جَمَعْنَ ومثلت * لأَخَذْتُ قبل تامل تمثالها

আল্লাহ্ জানেন তাদের সকলের সাথে যদি তার ভাস্কর্যকেও একত্রিত করা হতো তাহলে আমি চিন্তা-ভাবনার পূর্বেই তার ভাস্কর্যকেই গ্রহণ করতাম।

وَلَوْ أن عَزَّةَ خاصمت شمس الضُّحى * فى الحُسْنِ عند مُوَفَّقٍ لقضى لَهَا

আর আযযা যদি পূর্বাহ্নের সূর্যের সাথে সৌন্দর্য নিয়ে বিবাদ করে কাযী মুওয়াফ্‌ফাকের কাছে যেত, তাহলে তিনি তার অনুকূলেই ফায়সালাহ্ করতেন।

তার রচিত আরও কয়েকটি পঙক্তি হলো —

فَمَا أَحْدَثَ النَّأْيُ الَّذِيْ كَانَ بَيْنَنَا * سُلُوًّا وَلاَ طُوْلُ اجْتِمَاعٍ تَقَالِيَا

আমাদের মাঝে বিদ্যমান দূরত্ব কোন সান্ত্বনা সৃষ্টি করেনি এবং দীর্ঘ মিলন কোন বিদ্বেষের জন্ম দেয়নি।

وَمَا زَادَنِى الْوَاشُونَ إلا صَبَابَةً * وَلاَ كَثْرَةُ النَّاهِيْنَ إِلاَّ تَمَادِيَا

কুটনারা আমার প্রেমাসক্তিকে বৃদ্ধি করেছে আর নিষেধকারীদের আধিক্য আমার প্রেম অবিচলতা বৃদ্ধি করেছে।

অন্য স্থানে তার এই পঙক্তিদ্বয় উদ্ধৃত হয়েছে—

فَقُلْتُ لَهَا يَا عَزُّ كلُّ مُصِيْبَةٍ * إِذَا وَطَّنَت يوماً لها النَّفْسُ ذلت

আমি তাকে বললাম, হে আয্যা! সকল বিপদই এমন যে একদিন যদি প্রাণ তাতে স্থিত হয়, তখন তা সহজ হয়ে যায়।

هنيئاً مَرِيئاً غير داءٍ مُخامِرٍ * لعزة من أعراضنا ما استَحَلَّتِ

আয্যা আমাদের যে মানহানি ঘটিয়েছে তা তার জন্য সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হোক।

এছাড়াও প্রজ্ঞাপূর্ণ কয়েকটি পঙক্তি রয়েছে

وَمَنْ لا يُغْمِض عَيْنَه عن صَدِيْقة * وعن بَعض مَا فيه يمُتْ وهو عاتب

যে ব্যক্তি তার বন্ধু থেকে এবং বন্ধুর কিছু মন্দ স্বভাব থেকে চক্ষু বন্ধ করবে না, সে বন্ধুহীনতার আফসুস নিয়েই মারবে।

ومن يتتبَّعْ جاهداً كلَ عثرةٍ * يجدها ولا يبقى له الدَّهْرُ صاحب

আর যে অন্যের প্রতিটি পদস্খলনের অনুসরণ করবে, সে তা পাবে। কিন্তু কালের আবর্তে তার কোন সঙ্গী থাকবে না।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, (একবার) বানূ হাজিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন গিফারের এক সদস্য জামীল ইব্ন হাফসের কন্যা উম্মু আমর আয্যাহ কোন এক যুলমের অভিযোগ নিয়ে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের দরবারে উপস্থিত হলো। আবদুল মালিক তাকে বলেন, আমি তোমার এ ব্যাপারে ফায়সালা করব না। যতক্ষণ না তুমি কুছায়য়িরের কয়েকটি পঙ্ক্তি আমাকে আবৃত্তি করে শোনাবে। সে বলল, কুছায়য়িরের কোন কবিতা আমি মুখস্থ করি না। তবে, আমি লোকদেরকে তার সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, সে আমার ব্যাপারে এই পঙক্তিগুলি আবৃত্তি করেছে ঃ

قَضى كل ذى دَيْنٍ علمت غريمهُ * وَعَزَّةُ مَمْطُوْلُ معنى غَريمها

আমার জানা সকল ঋণগ্রহীতা তার ঋণ আদায় করেছে আর আযযার প্রাপক উপেক্ষিত।

এই পঙক্তি শুনে আবদুল মালিক বলেন, এ প্রসঙ্গে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি না। তুমি আমাকে তার নিম্নোক্ত পঙক্তিমালা আবৃত্তি করে শোনাও

وقد زَعَمَتْ أنى تغيَّرْتُ بَعْدها * وَمَنْ ذا الذى يا عَزُّ لا يَتغَيَّرُ

তার দাবী তাকে ছেড়ে আসার পর আমি বদলে গিয়েছি। হে আযযা! কে আছে পৃথিবীতে যে বদলায় না।

تغير جِسْمِى وَالمحبَّةُ كَالَّذِىْ * عهدت ولَمْ يَخْبر بذاك مُخْبِرُ

আমার দেহ বদলে গেছে। কিন্তু তোমার ভালবাসা যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে। কিন্তু সে সম্পর্কে কেউ তোমাকে অবহিত করেনি।

বর্ণনাকারী বলেন, সে লজ্জিত হয়ে বলল, এটা আমার মুখস্থ নেই, তবে আমি লোকদের তা আবৃত্তি করতে শুনেছি। আর আমি তার এই পঙ্‌ক্তিদ্বয় জানি—

كأنى أنادى صخرة حين أعْرضت * مِنَ الظُّلْمِ لوتَمْشى بها العصمُ زَلَّتِ

সে যখন আমাকে অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে, তখন মনে হয় আমি এমন কোন প্রস্তরখণ্ডকে আহ্বান করছি যার উপর দিয়ে হাঁটতে গেলে পাহাড়ী ছাগলও পদস্খলনের শিকার হবে।

صَفوح فَما تلقاك إلا بَخيلة * وَمَنْ مَلَّ مِنْها ذلك الوَصْلَ مَلَّتِ

সে উপেক্ষাকারিণী, তোমার সাথে সাক্ষাত হলে তুমি তাকে অকৃপণ পাবে না। আর এই সম্পর্কে তার প্রতি যে বিরক্ত হবে, সেও তার প্রতি বিরক্ত হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করে তাকে ফিরালেন এবং তার অন্যায়ভাবে গৃহীত সম্পদকে ফিরিয়ে দিলেন এবং বলেন, একে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও। অন্যরা তার আদব থেকে শিখতে পারবে। জনৈকা আরব নারী থেকে বর্ণিত আছে, সে বলে! একবার আয্‌যাহ আমাদেরকে অতিক্রম করলেন। তার সৌন্দর্য দেখার জন্য মেয়েরা এসে জড়ো হলো। এ সময় তারা তাকে লালাভ ফর্সা, কোমল ও মিষ্টি চেহারার অধিকারী পেল। কিন্তু মেয়েদের সে মন জয় করতে পারল না। তবে সে যখন কথা বলল, তখন দেখা গেল, সে যেমন মিষ্টভাষিণী, তেমনি বাকপটু। এরপর আর আমাদের দৃষ্টিতে এমন কোন নারী পড়েনি যে লাবণ্যে ও সৌন্দর্যে তাকে ছাড়িয়ে যায়। আসমাঈ বর্ণনা করেন, সুফয়ান ইব্‌ন উয়ায়নাহ্ সূত্রে, তিনি বলেন, একবার আয্‌যাহ্ সুকায়নাহ্ বিন্‌ত হুসায়নের সাক্ষাতে হাযির হলেন। তিনি তাকে বলেন, আমি তোমাকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করছি। তুমি আমাকে সত্য বল। তোমাকে উদ্দেশ্য করে এই পঙক্তিতে কুছায়য়ির কী বোঝাতে চেয়েছে ?

قضى كل ذى دين فوفى غريمه * وعزة ممطول معنّى غريمها

আমার জানা সকল ঋণগ্রহীতা তার ঋণ আদায় করেছে আর আযযার প্রাপক উপেক্ষিত।

সে বলল, আমি তাকে একটি চুম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে টালবাহানা করায় সে এমন বলেছে। তিনি বললেন, তুমি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, এর পাপের দায় আমার। আর এই সুকায়না বিনত হুসায়ন ছিলেন রূপ ও সৌন্দর্যে অনন্যা এমনকি তা ছিল প্রবাদ তুল্য। বর্ণিত আছে যে, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান কুছায়য়িরকে আয্‌যার সাথে বিবাহ দিতে চাইলেন। কিন্তু আয্‌যা তা প্রত্যাখ্যান করে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে তো আমাকে লোক সমাজে কলঙ্কিত করেছে। আরবদের মাঝে আমাকে প্রসিদ্ধ করে ছেড়েছে। এই বলে সে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করল। ইব্‌ন আসাকির তা উল্লেখ করেছেন। বর্ণিত আছে, একদিন সে পরিচয় না দিয়ে কুছায়য়িরকে অতিক্রম করল। এ সময় সে তার মনোভাব যাচাই করার উদ্দেশ্যে তাকে বলল, তোমার আয্‌যা প্রেম কোথায় ? সে তাকে বলল, আমার প্রাণ তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক! আয্‌যা যদি আমার দাসী হতো, তাহলে আমি তোমাকে দান করতাম। সে বলল, একি বলছ তুমি! তুমি কেন তা করবে, তুমিই কি বলনি—

إذا وَصَلْتنا خلة كى تزيلنا * أبينا وقُلْنا الحاجبية أوَّلُ

যখন কোন প্রেম নিবেদনকারিণী আমাকে আয্যার প্রেমাসক্তি থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে মিলিত হয় তখন আমি অস্বীকার করে বলি, সেই হাজিবী রমণী হলো আমার প্রথম কামনা।

এরপর সে বলল, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক, তার কথা বাদ দিয়ে আমি যা বলি শোন ঃ

هَلْ وصل عَزَّةَ إلا وَصْلَ غانيةٍ * فى وصلِ غانيةٍ من وَصْلها بَدَلُ

আয্যার প্রেমবন্ধন তো এক সুন্দরী রমণীর প্রেম বন্ধন ছাড়া কিছু নয়, অন্য সুন্দরীর প্রেম বন্ধন তার বিকল্প।

তার এ কবিতা পঙ্ক্তি শুনে সে বলল, তুমি কি এক সাথে বসতে আগ্রহী ? সে বলল, কে আমাকে এমন সাহচর্য দিবে ? সে বলল, তাহলে তুমি আয্যার প্রণয়াসক্ত হয়ে যা কিছু বলেছ তার ব্যাপারে কি হবে। সে বলল, আমি তা পরিবর্তন করে তোমার জন্য করে নিব। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সে তার চেহারার আবরণ সরিয়ে বলল, হে ফাসিক দুরাচার! তুমি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং ধোঁকা দিয়ে তা করবে। হে আল্লাহ্র দুশমন! তার প্রতি তোমার প্রেমাভিনয়ের এই হলো আসল রূপ। সে লজ্জিত নির্বাক, হতবুদ্ধি ও নিরাশ হয়ে গেল। তারপর আয্যা বলল, কবি জামীলকে আল্লাহ্ রহম করুন। সেই সত্য বলেছে—

مَحَا اللّهُ مَنْ لاَ يَنْفع الوُدُّ عِنْده * وَمَنْ حَبْله إن صَدَّ غير متين

আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করুন, যার কাছে ভালবাসা কোন উপকার করে না এবং যার ভালবাসার বন্ধন দুর্বল।

وَمَنْ هُوَ ذُوْ وَجْهَيْن ليس بدائمٍ * على العَهْد حَلاَّفًا بكُلِّ يَمِيْنِ

আর যে দ্বিমুখী, সে তার অঙ্গীকারে স্থির থাকে না এবং কথায় কথায় শপথ করে।

এ ঘটনার পর কুছায়য়ির তার কৃত আচরণের কারণে অজুহাত পেশ করতে থাকে এবং এ প্রসঙ্গে কবিতা রচনা করতে থাকে। আবুদল আযীয ইব্ন মারওয়ানের শাসনকালে মিসরে আয্যার মৃত্যু হয়। কুছায়য়ির তার কবর যিয়ারত করে এবং তার শোকে শোকগাথা রচনা করে। তবে, তার মৃত্যুর পর তার কবিতা অন্য রকম হয়ে যায়। এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করে, তোমার কবিতার কী হয়েছে ? তা পরিবর্তিত হয়েছে, তুমি তাতে পিছিয়ে পড়েছ। সে বলে আয্যার মৃত্যু হয়েছে, তাই এখন আমি আর উচ্ছ্বাস বোধ করি না। যৌবন বিগত হয়েছে তাই আর মুগ্ধ হই না, এবং আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ানের মৃত্যু হয়েছে, তাই আমি কোন আগ্রহ বোধ করি না। আর কবিতা তো এ সকল উপকরণ থেকেই সৃষ্ট হয়।

একই দিনে কুছায়য়ির ও ইকরিমার মৃত্যু হয়। তবে প্রসিদ্ধ মতানুসারে একশ' পাঁচ হিজরীতে। আর আমাদের শায়খ যাহাবী তা এ বছরে অর্থাৎ একশ' সাত হিজরীতে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবহিত।

১০৮ হিজরীর সূচনা

এ বছরই মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক রোম দেশের কায়সারিয়াহ্ জয় করেন এবং ইবরাহীম ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক রোমের একটি দুর্গ জয় করেন। এছাড়া এ বছর খোরাসানের আমীর উসায়দ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আলকাসরী যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে তাতারীদের চরমভাবে পর্যুদস্ত করেন। অপরদিকে তাতারী সম্রাট খাকান আযারবায়জানের দিকে অগ্রসর হয় এবং ওয়ারছান শহর অবরোধ করে মিনজানীক দ্বারা তাতে পাথর ও অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করে। তখন তার মুকাবিলার উদ্দেশ্যে সেই অঞ্চলের শাসক ও মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিকের নায়েব হারিছ ইব্ন আমর অগ্রসর হন। এরপর তিনি তুর্কী সীমান্তে খাকানের মুখোমুখি হন। এ যুদ্ধে তিনি তাকে পরাস্ত করেন এবং তার বহুসংখ্যক যোদ্ধা নিহত হয়। এ সময় খাকান পলায়ন করে আর বিশিষ্ট মুসলিম যোদ্ধা হারিছ ইব্ন আমর শহীদ হন। আর তা ঘটে মুসলমানদের হাতে বহুসংখ্যক তাতারী নিহত হওয়ার পর। এছাড়া এ বছর মুআবিয়াহ্ ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক রোমান ভূখণ্ড আক্রমণ করেন এবং বিপুলসংখ্যক ফৌজের নেতৃত্ব দিয়ে বাত্তালকে প্রেরণ করেন। তিনি জানজারা জয় করেন এবং সেখান থেকে প্রচুর গনীমত লাভ করেন।

এছাড়া এ বছর আরও যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্তিকাল করেন, এদের অন্যতম হলেন—

বাকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আলমুযানী আল বসরী[১]

তিনি আবিদ, যাহিদ, বিনয়ী ও স্বল্পবাক আলিম। একাধিক সাহাবী ও তাবিঈ সূত্রে তার বহুসংখ্যক রিওয়ায়াত বিদ্যমান। বাকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলেন, যখন তুমি তোমার চেয়ে বয়স্ক কোন মুসলমান দেখবে, তখন বলবে, নাফরমানীতে আমি তার চেয়ে অগ্রগামী। কাজেই সে আমার চেয়ে উত্তম। আর তুমি যখন দেখবে তোমার ভাইয়েরা তোমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে, তখন ভাববে এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। আর তুমি যদি এ ব্যাপারে তাদের অবহেলা দেখ, তাহলে বলবে, এটা আমার কোন পাপের কারণে। তিনি বলেন, হে মানব সন্তান! তোমার মত কে আছে ? তোমার সাথে পানি ও মেহরাবের অবাধ সম্পর্ক, যখন ইচ্ছা তুমি পবিত্রতা অর্জন করে তোমার প্রতিপালকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে যেতে পার। তোমাদের মাঝে কোন প্রহরী কিংবা দোভাষী নেই। তিনি বলেন, বান্দা ততক্ষণ মুত্তাকী গণ্য হবে না যতক্ষণ না তার ক্রোধ ও কামনার মাঝে খোদাভীরুতা পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে দেখ সে নিজের দোষত্রুটি থেকে উদাসীন হয়ে মানুষের দোষত্রুটি অন্বেষণে ব্যস্ত, তাহলে বুঝবে সে শয়তানের চক্রান্তের শিকার। তিনি বলেন, বানূ ইসরাঈলের কোন ব্যক্তি যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ নেক আমল করে সিদ্ধি লাভ করত, তখন লোকসমাবেশে হাঁটার সময় মেঘ তাকে ছায়া দিত। তিনি বলেন, একবার এরূপ মেঘের ছায়াপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে [অতিক্রম করে] গেল। ঐ ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র দান নিআমতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখল। আর মেঘের ছায়াপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে হেয় জ্ঞান করল। মহান আল্লাহ্

---

১. তারীখুল ইসলাম ৪/৯৩, তারীখুল বুখারী ২/৯০, তাহযীবুত তাহযীব ১/৪৮৪, তাহযীবুল কামাল ১৫৮, আলজারহ ওয়াত্ তা'দীল ১ম অংশ ১ম ভলিউম ৩৮৮, আল হিলইয়া ২/২২৪, খুলাসাতু তাহযীবুত তাহযীব ৫১, শাযারাতুয যাহাব ১/১৩৫, তাবাকাত ইব্ন সা'দ ৭/২০৯, তাবাকাতু খালীফা ১৬৮০, আল ইবার ১/১৩৩, আলমা'আরিফ ৪৫৭।

মেঘখণ্ডকে ঐ ব্যক্তির মাথার থেকে সে যাকে হেয় জ্ঞান করল তার মাথায় সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর সে হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র কুদরতকে বড় জ্ঞান করেছিল। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর অধিক সাওম-সালাত দ্বারা অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেননি। কিন্তু তা ছিল অন্তরের স্থিত ঈমান ও বিশ্বাসের কারণে। এছাড়াও তার আরও অনেক উত্তম বাণী রয়েছে, যা আলোচনার জন্য দীর্ঘ পরিসর প্রয়োজন।

এছাড়া অপর একজন হলেন, রাশিদ ইব্‌ন সা'দ আল মুকরাঈ আল হিম্মাসী। তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন।[১] এ ছাড়া তিনি একদল সাহাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি নেক্কার আবিদ যাহিদ । মহান আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। তার জীবনী বেশ দীর্ঘ।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কুরাযী[২]

এক বর্ণনা মতে তিনি এ বছর ওফাত লাভ করেন। [তিনি আবূ হামযা, একদল সাহাবী থেকে তিনি বহুসংখ্যক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বিশিষ্ট তাফ্‌সীর বিশারদ নেক্‌কার আবিদ। আসমাঈ বর্ণনা করেন, আবুল মিকদাম হিশাম ইব্‌ন যিয়াদ সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কুরাযী থেকে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো— اَلْخِذْلاَنُ-এর চিহ্ন বা নিদর্শন কী ? তিনি বললেন, তা হলো (কোন ব্যক্তির) সুন্দরকে অসুন্দর এবং অসুন্দরকে সুন্দর গণ্য করা। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাওহিব থেকে। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন কা'বকে বলতে শুনেছি আমার কাছে সম্পূর্ণ রাত্র সূরা যিলযাল ও সূরা আলকারিআ তিলাওয়াত করা এবং এ দুটি সূরার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আমার কাছে সম্পূর্ণ কুরআন চষে বেড়ানোর চেয়ে উত্তম। তিনি বলেন, যদি কাউকে যিক্‌র তরকের অবকাশ দেওয়া হত তাহলে হযরত যাকারিয়্যা আলায়হিস সালামকে দেওয়া হতো। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اٰيَتُكَ اَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاَبْكَارِ ـ

'তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইঙ্গিত ব্যতীত কথা বলতে পারবে না। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে' (৩ ঃ ৪১)।

যদি কাউকে যিক্‌র তরকের অবকাশ দেওয়া হতো তাহলে তাকে দেওয়া হতো এবং যারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে, তাদেরকে দেওয়া হতো। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

---

১. তারীখুল ইসলাম ৪/১১১, ২৪৮, তারীখুল বুখারী ৩/২৯২, তাহযীব ইব্‌ন আসাকির ৫/২৯২, তাহযীবুত তাহযীব ৩/২২৫, তাহযীবুল কামাল ৩৯৯, আলজারহু ওয়াত তা'দীল ২য় অংশ ১ম ভলিউম ৪৮৩, আল হিলইয়া ৬/১১৭, খুলাসাতু তাহযীবুত তাহযীব ৩১১, তাবাকাতু ইব্‌ন সা'দ ৭/৬৪৫, তাবাকাতু খালীফা ৪৩৯২, আল মারিফা ওয়াত তারীখ ২/২৩৩।

২. সীরাতু আল'ামিন নুবালা ৫/৫৬।

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও' (৮ : ৪৫)। আর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী : وَاصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক– ৩ : ২০০ প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা তোমাদের দীনে ধৈর্যধারণ কর এবং তোমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তার জন্য ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন শত্রুদের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আর পূর্ববর্তী আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, আমার ও তোমাদের মাঝের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ভয় কর। তাহলে তোমরা যখন আমার সাক্ষাৎ পাবে, তখন সফলকাম হবে। তিনি এই আয়াত لَوْ لَاۤ أَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত, (১২ : ২৪) প্রসঙ্গে বলেন, এখানে بُرْهَانٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন যা হালাল এবং যা হারাম করেছে তার জ্ঞান। আর مِنْهَا قَائِمٌ وَّحَصِيْدٌ তাদের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মূল হয়েছে (১১ : ১০০)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, বিদ্যমান বলতে তাদের বিদ্যমান বাড়ীঘর আর নির্মূল বলতে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নির্মূল বাড়ীঘর উদ্দেশ্য। আর إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا তার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ (২৫ : ৬৫)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, দুনিয়াতে তারা যে সকল নিআমত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ ভোগ করেছে, তার জরিমানা প্রদান করবে। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি তাদের কাছে একটি নিআমতের মূল্য চাইবেন। কিন্তু তারা পরিশোধে সমর্থ হবে না। তিনি তাদেরকে তার মূল্য জরিমানা করবেন এবং জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ বর্ণনা করেন। আবদুর রহমান ইব্ন আবুল মাওয়ালী সূত্রে। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন কা'বকে এই আয়াতের وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْۤ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না (সূরা রূম : ৩৯)। ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, এ হলো ঐ ব্যক্তি যে তার মাল অন্যকে প্রদান করে। তা দ্বারা অন্যের থেকে পুরস্কার বা বৃদ্ধি লাভ করার জন্য। এই হলো সে, যার সম্পদ আল্লাহ্র দৃষ্টিতে বৃদ্ধি পায় না আর এই আয়াতের শেষে যে اَلْمُضْعِفُوْنَ শব্দ রয়েছে তার ব্যাখ্যা হলো, যারা মহান আল্লাহ্র ওয়াস্তে দান করে কারও কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা না করে। আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী— أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সাথে (১৭ : ৮০) এর বিকল্প ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে উত্তম করুন। অবশ্য এও বলা হয়– আমাকে কল্যাণের সাথে নেক আমলে প্রবেশ করাও, অর্থাৎ ইখলাসে এবং আমাকে কল্যাণের সাথে অর্থাৎ নিরাপদে নিষ্ক্রান্ত কর।

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে (৫০ : ৩৭)। অর্থাৎ সে কুরআন শ্রবণ করে এমন অবস্থায় যে তার কলব্ তার সাথে ভিন্ন স্থানে। فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ তখন আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও ৬২ : ৯ – এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এখানে السَّعْىُ হলো কাজ, দৌড় নয়। তিনি বলেন, কবীরা গুনাহ্ তিনটি আল্লাহ্র শাস্তি/পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া, আল্লাহ্র রহমত থেকে হতাশ হওয়া এবং তার কল্যাণ থেকে নিরাশ হওয়া।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক বর্ণনা করেন, মূসা ইব্ন উবায়দাহ্ সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব থেকে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে তিনটি স্বভাব/ বৈশিষ্ট্য দান করেন ঃ ধর্মজ্ঞান, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি, নিজের দোষত্রুটির অবগতি। তিনি বলেন, দুনিয়া হলো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার নিবাস/ স্থান। সৌভাগ্যবানরা তার প্রতি নিরাশ ও নির্মোহ হয়েছে এবং হতভাগাদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে দুনিয়ার প্রতি যে সবচেয়ে বেশী আসক্ত, সে দুনিয়াতে সবচে বড় হতভাগা। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি সর্বাধিক নির্মোহ, সে দুনিয়াতে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান। যে তাকে খুইয়েছে তার জন্য তা বিভ্রান্তকারী, আর যে তার অনুসরণ করেছে তার জন্য ধ্বংসকারী। আর যে তার বশ্যতা স্বীকার করেছে তার জন্য বিশ্বাসঘাতক। তার জ্ঞান হলো মূর্খতার নামান্তর। তার সচ্ছলতা দরিদ্রতা। তার বৃদ্ধি হলো হ্রাস। তার দিনসমূহ হলো পরিবর্তনশীল। (কখনও অনুকূল কখনও প্রতিকূল। ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেন, দাঊদ ইব্ন কায়স থেকে। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন কা'বকে বলতে শুনেছি ঃ পৃথিবী কারও 'কারণে' কাঁদে, আবার কারও 'শোকে' কাঁদে। তার শোকে কাঁদে যে তার (পৃথিবীর) বুকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে চলত। আর তার 'কারণে' কাঁদে, যে তার বুকে মহান আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে বেড়াত।

তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্য (শোকে) অশ্রুপাত করেনি ৪৪ ঃ ২৯। আর আল্লাহ্ তা'আলার এই মহা বাণী ঃ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে ৯৯ ঃ ৭-৮ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যে কাফির অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, সে তার নিজের জান-মাল এবং পোষ্য-পরিজনের মাঝে তার বিনিময় লাভ করবে এবং অবশেষে সে দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত হবে যে, তার প্রাপ্য বিনিময় থাকবে না। আর যে মু'মিন অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তার নিজের জান-মাল ও স্বজন-পরিজনের মাঝে তার শাস্তি ভোগ প্রত্যক্ষ করবে। এভাবে এমন অবস্থায় সে দুনিয়া থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে যে, তার প্রাপ্য কোন মন্দ কাজের শাস্তি বাকী থাকবে না। তিনি বলেন, আমি তো নিজেকে নিরাপদ ভাবি না, হতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাঝে অপসন্দনীয় কোন কিছু অবগত হয়ে আমাকে ঘৃণা করে বলেছেন, যাও, তোমাকে আমি ক্ষমা করব না। উপরন্তু কুরআনের বিস্ময়কর রহস্য ও জ্ঞানভাণ্ডার আমাকে এমন সব বিষয়ে মশগূল করে যে, আমি আমার প্রয়োজনীয় ইবাদত-বন্দেগী করার পূর্বেই রাত্রি শেষ হয়ে যায়।

হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয একবার মুহাম্মাদ ইব্ন কা'বের কাছে পত্র লিখেন। তাতে তিনি তার গোলাম সালিমকে তার কাছে বিক্রি করতে বলেন। উল্লেখ্য যে, এই গোলাম সালিম, নেককার আবিদ, যাহিদ। তার জবাবে তিনি তাকে (উমরকে) লিখেন, আমি তো তাকে 'মুদাব্বার' বানিয়েছি। তিনি বলেন, সালিম তার কাছে আসেন, এ সময় উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাকে বলেন, দেখতেই পাচ্ছ আমি কী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। আমার তো আশংকা হয় আমি হয়ত এর কারণে নাজাত পাব না। সালিম তাকে বলেন, যদি আপনার প্রকৃত মনোভাব এমন হয়, তাহলে তাই আপনার নাজাতের জন্য যথেষ্ট। অন্যথায় তা ভীতিপ্রদ

বিষয়ই বটে। সালিম আমাকে কিছু উপদেশমূলক কথা বল। সালিম বলেন, একটি ভুল করে হযরত আদম (আ) জান্নাত থেকে বের হয়ে আসেন, অথচ শত পাপ করেও তোমরা জান্নাতে প্রবেশের প্রত্যাশী। এরপর তিনি চুপ হয়ে গেলেন। আল বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, বিষয়টি যেমন কোন আসমানী কিতাবে বলা হয়েছে, পাপের ফসল বুনে চলেছো আর নেকীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছো। আর কাঁটা গাছ বুনে আঙুর ফল পাওয়া যায় না।

تَصِلُ الذُّنُوْبَ اِلَى الذُّنُوْبِ وَتَرْتَجِىْ * دَرَجَ الْجِنَانِ وَطِيْبَ عَيْشِ الْعَابِدِ

পাপের পর পাপ করছ, আর জান্নাতের উঁচু মরতবা এবং আবিদ ব্যক্তির সুখময় জান্নাতী জীবন কামনা করছ।

وَنَسِيْتَ ان اللّٰه أخرج أدمًا * مِنْهَا إلى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدٍ

'অথচ তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আল্লাহ্ তা'আলা একটি পাপের কারণে হযরত আদম (আ)-কে জান্নাত থেকে বের করেছেন।'

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করবে, দুইশত বছর জীবিত থাকলেও তার আকল-বুদ্ধি সুস্থ থাকবে। একবার এক ব্যক্তি তাকে বলল, তাওবা সম্পর্কে আপনি কী বলেন ? তিনি বলেন, আমি তা ভালভাবে পারি না। লোকটি বলল, বলুন তো দেখি, যদি আমি মহান আল্লাহ্র সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই যে, কখনও তার নাফরমানী করব না। তিনি বলেন, তাহলে তোমার চেয়ে বড় অপরাধী কে ? তুমি আল্লাহ্র নামে মিথ্যা শপথ করছ, যাতে তিনি তোমার ব্যাপারে তার নির্দেশ কার্যকর না করেন।

হাফিয আবুল কাসিম সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত্-তাবারানী বলেন, ইব্ন আবদুল আযীয সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কুরাযী থেকে। তিনি বলেন, আমাদেরকে ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সবচে' বিত্তবান/ ধনবান হতে চায়, সে যেন তার নিজের হাতে যে অর্থসম্পদ রয়েছে তার চেয়ে মহান আল্লাহ্র হাতে যা রয়েছে তার প্রতি অধিক নির্ভরশীল হয়। আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মাঝে সর্বনিকৃষ্ট যারা তাদের সম্পর্কে অবহিত করব না ? তারা বলেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? যে ব্যক্তি একাকী আপ্যায়ন গ্রহণ করে, প্রার্থীকে তার দান বঞ্চিত করে এবং দাসকে প্রহার করে। এরপর আমি কি এর চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির কথা বলব ? তারা বলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলেন, যে অন্যের পদস্খলন ক্ষমা করে না এবং অজুহাত গ্রহণ করে না এবং অপরাধ ক্ষমা করে না। তারপর তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে নিকৃষ্টদের কথা অবহিত করব না। তারা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলেন, যার কল্যাণ প্রত্যাশা করা যায় না এবং যার অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকা যায় না। (তিনি আরও বলেন, একবার) ঈসা ইব্ন মারইয়াম বনী ইসরাঈলের সমাবেশে দাঁড়িয়ে বলেন, হে বানূ ইসরাঈল ! তোমরা মূর্খদের সামনে প্রজ্ঞার আলোচনা করো না, তাহলে তার প্রতি অবিশ্বাস করবে– এবং আরেকবার বলেন, তাহলে তাদের প্রতি অবিচার করবে। আর কোন যালিমের প্রতি যুল্ম করো না, আর কোন যালিমের সাথে বড়াই করো না। তাহলে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। হে বানূ ইসরাঈল বিষয়-আশয় তিন প্রকার। এক প্রকার

বিষয় হলো যা সঠিক, সুস্পষ্ট, তোমরা তার অনুসরণ কর। আরেক প্রকার বিষয়, যার ভ্রান্তি স্পষ্ট, তোমরা তা বর্জন কর। আরেক প্রকার বিষয়, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়, তোমরা তা মহান আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ কর। এই প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) থেকে এই শব্দমালা শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ইব্ন কা'বের সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসের প্রথমাংশ থেকে হযরত ঈসা (আ) উল্লেখ পর্যন্ত ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আর একথাও সামনে আসছে যে, ইমাম তাবারানী এককভাবে এই হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক জানেন। এ বছরেই আবূ নাযরাহ আল-মুনযির ইব্ন মালিক কিতআ আল-আবদী ইন্তিকাল করেন। আমরা আমাদের গ্রন্থ আত্-তাকমীলে তাদের জীবনী উল্লেখ করেছি।

১০৯ হিজরীর সূচনা

এ বছর হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক আসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল কাসরীকে খোরাসানের গভর্নর পদ থেকে অপসারণ করেন এবং হজ্জে আগমনের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি রমযানে সেখান থেকে আগমন করেন এবং হাকাম ইব্ন আওয়ানা আলকালবীকে খোরাসানে তার স্থলবর্তী করে আসেন। এদিকে খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক আশরাস ইব্ন আবদুল্লাহ্ আস-সুলামীকে খোরাসানের নতুন গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তাকে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আলকাসরীর সাথে পত্র-যোগাযোগের নির্দেশ প্রদান করেন। আর আশরাস ছিলেন গুণী ও সজ্জন ব্যক্তি। এ জন্য তাকে 'কামিল' ডাকা হতো। তিনিই প্রথম খোরাসান সীমান্তে চৌকিদারীর ব্যবস্থা করেন এবং আবদুল মালিক ইব্ন যিয়াদ আল বাহিলীকে এর দায়িত্ব প্রদান করেন এবং সকল ছোট-বড় বিষয় তিনি নিজেই আঞ্জাম দেন। তার অধিবাসীরা এতে সন্তুষ্ট হয়। এছাড়া, এ বছর হারামায়নের আমীর ইবরাহীম ইব্ন হিশাম হজ্জ পরিচালনা করেন।

১১০ হিজরীর বিবরণ

এ বছরই মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক তাতারী সম্রাট খাকানের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এ সময় সে বিশাল বাহিনী নিয়ে মাসলামার দিকে অগ্রসর হয়। তারপর উভয় বাহিনী স্ব-স্ব অবস্থানে একমাস থেমে থাকে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা শীতকালে খাকানকে পর্যুদস্ত ও পরাজিত করেন এবং বিজয়ী হয়ে ও গনীমাত লাভ করে মাসলামাহ্ ফিরে আসেন। এ সময় তিনি শামে ফেরার পথে যুলকারনায়নের পথচিহ্ন অনুসরণ করেন। আর এই অভিযানকে কাদামাটির অভিযান বলা হয়। এর কারণ, এ অভিযানে তারা এমন সব চোরাবালিপূর্ণ স্থান অতিক্রম করেন, যেখানে তাদের বহুসংখ্যক পশু ডুবে যায় এবং বহুসংখ্যক সদস্য কাদার ফাঁদে আটকা পড়ে। এরপর তারা ভয়ানক ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং পরিশেষে পরিত্রাণ লাভ করে। এ অভিযানকালে আশরাস ইব্ন আবদুল্লাহ্ আস-সুলামী সমরকন্দ এবং তার পার্শ্ববর্তী مَاوَرَاءُ النَّهْر এলাকার যিম্মীদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান এবং তাদের থেকে জিয্য়াহ্ রহিত করেন। তারা তার এ আহ্বানে সাড়া প্রদান করে এবং তাদের অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তিনি যখন তাদের থেকে জিয্য়াহ্ তলব করেন, তখন তারা তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে এবং লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এরপর তারও তাতারীদের মাঝে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইব্ন জারীর তা প্রয়োজনাতিরিক্ত বিশদ ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া এ বছরেই খলীফা হিশাম ইব্ন উবায়দাকে আফ্রিকার প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠান।

তিনি যখন সেখানে পৌঁছেন, তখন তার ছেলে ও ভাইকে এক ফৌজের সাথে রওনা করে দেন। তখন তারা মুশরিকদের মুখোমুখি হয়। এ সময় তারা তাদের বহুসংখ্যক যোদ্ধাকে হত্যা করে এবং বহুসংখ্যককে বন্দী করে। অবশিষ্টরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ তাদের থেকে বহু গনীমত লাভ করেন। এ বছরেই মুআবিয়া ইব্ন হিশাম রোমক ভূখণ্ডে দুটি দুর্গ দখল করেন এবং বিপুল গনীমত লাভ করেন। এছাড়া এ বছরেই ইবরাহীম ইব্ন হিশাম লোকদের হজ্জ পরিচালনা করেন আর এ সময় ইরাকের গভর্নর ছিলেন খালিদ কাসরী আর খোরাসানের গভর্নর আশরাস আস-সুলামী। এ বছরে ওফাতপ্রাপ্তদের অন্যতম হলো—

কবি জারীর

জারীর ইব্নুল খাতাফী মতান্তরে ইব্ন আতিয়্যা ইব্নুল খাতাফী। আর খাতাফীর পূর্ণ নাম হুযায়ফা ইব্ন বাদার ইব্ন সালামা ইব্ন আওফ ইব্ন কুলায়ব ইব্ন ইয়ারবূ' ইব্ন হানযালাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীম ইব্ন মুর্‌র ইব্ন তাবিখাহ্ ইব্ন ইলয়াস ইব্ন মুযার ইব্ন নিযার। তার উপাধি আবূ হিরযাহ্। বসরাবাসী কবি। তিনি একাধিক বার দামেশকে আগমন করেন এবং ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া এবং তার পরবর্তী খলীফাদের প্রশংসায় কাব্য রচনা করেন। এ ছাড়া তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের দরবারেও আগমন করেন। তার যুগে তার সমপর্যায়ের কবি ছিল ফারাযদাক ও আখতাল। তবে কাব্য বিচারে ও সদগুণে জারীর ছিলেন তাদের সর্বোত্তম। একাধিক কাব্য সমালোচক বলেন, তিনি এই তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। ইব্ন দুরায়দ বর্ণনা করেন, আশনান্দানী সূত্রে ..... উছমান আলিব্বী থেকে। তিনি বলেন, আমি জারীরকে দেখেছি তার ওষ্ঠদ্বয় তাসবীহ পাঠরত। আমি তাকে প্রশ্ন করি, এটা আপনার কী উপকারে আসবে। তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ্, ওয়াল্ হামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্। নিশ্চয় পুণ্যসমূহ পাপ-মোচন করে। আর তা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সত্য প্রতিশ্রুতি। হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ আলকাল্‌বী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার বানূ উযরার এক ব্যক্তি খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে তার একটি প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। এ সময় তার দরবারে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবিত্রয় জারীর, ফারাযদাক ও আখতাল উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বেদুঈন আরাবী তাদেরকে চিনল না। তখন আবদুল মালিক আ'রাবীকে বলেন, তুমি কি জান নিন্দা কাব্যে আরবদের শ্রেষ্ঠ কবিতা পঙ্‌ক্তি কোন্‌টি যা ইসলামী যুগে রচিত। সে বলল, হ্যাঁ, তা হলো কবি জারীরের এই পঙ্‌ক্তি ঃ

فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ * فَلاَ كَعْبًا بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبًا

'তোমার দৃষ্টি অবনত রাখ তুমি তো নুমায়র গোত্রের সদস্য, বানূ কা'ব কিংবা বানূ কিলাবের মর্যাদার স্তরে পৌঁছা তোমার কাজ নয়।'

খলীফা বলেন, তুমি চমৎকার বলেছ! তুমি কি ইসলামী যুগে বলা আরবদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রশংসামূলক পঙ্‌ক্তি জান ? সে বলল, হ্যাঁ, তা জারীরের এই পঙ্‌ক্তি ঃ

أَلَسْتُم خَيْرَ من ركبَ المَطَايا * وَأَنْدى العَالَمِينَ بُطُوْنَ رَاحِ

'আপনারা কি উষ্ট্রারোহী আরবদের সর্বোত্তম জন নন এবং জগতের সবচেয়ে উদার হস্ত ও বদান্য নন ?'

খলীফা বললেন, তুমি ঠিক বলেছ এবং সুন্দর বলেছ ? তুমি কি ইসলামী যুগে রচিত আরবের কোমলতম পঙ্‌ক্তি জান ? সে বলল, হ্যাঁ, তা হলো জারীরের এই পঙ্‌ক্তি—

إن العُيُونَ التى فى طَرْفِها مَرَضٌ * قَتَلْتَنَا ثُمَّ لم يُحْيينَ قَتْلانا

'ঐ সকল চক্ষু যার প্রান্তে ইঙ্গিতব্যাধি বিদ্যমান তার অধিকারিণিগণ আমাদেরকে বধ করেছে। তারপর আমাদের নিহতদের আর জীবিত করেনি।'

يَصْرَعْنَ ذَا اللُّبِّ حَتَّى لا حَراك به * وَهُنَّ أَضْعَفُ خلق اللّه أركانًا

'তারা জ্ঞানবান বুদ্ধিমানদের ধরাশায়ী করে, অথচ তারা মহান আল্লাহ্‌র অন্যতম দুর্বল সৃষ্টি।'

এই পঙ্‌ক্তিদ্বয় শুনে আবদুল মালিক বলেন, বেশ বলেছ! তবে তুমি কি কবি জারীরকে চিন। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম না। তাকে দেখার আমার খুব আগ্রহ। তিনি বলেন, এই দেখ এ হলো জারীর, এ ফারাযদাক আর এ আখতাল। তখন আরাবী আবৃত্তি করল ঃ

فحيا الإله أبا حِرْزَةٍ * وأرْغَم أنْفَكَ يا أخْطَلُ

স্রষ্টা আবূ হিরযাকে দীর্ঘজীবী করুন। হে আখতাল তোমার নাককে ভূলুণ্ঠিত করুন/তোমাকে অপদস্থ করুন।

وجدِّ الْفَرَزْدَق أتْعِسْ به * وَرَقَّ خَيَاشِيْمَه الْجَنْدَلُ

আর ফারাযদাক দুর্ভাগ্যের শিকার হোক। প্রস্তরাঘাতে তার নাকের অভ্যন্তরকে কোমল করুক।

তখন ফারাযদাক আবৃত্তি করল ঃ

يا أرغمَ اللّه أنْفًا أنت حاملُه * يا ذا الخَنَا وَمقال الزُّوْرِ والخَطَلِ

হে অপদস্থ ও মিথ্যা প্রলাপকারী! আল্লাহ্ তোমার নাককে ভূলুণ্ঠিত করুন ঃ

مَا أنْتَ بِالحكم التَرْضى حَكومتُه * ولا الأصيل وَلاَ ذى الرَّأْىِ والجَدَلِ

তুমি তো এমন বিচারক নও যার বিচার মেনে নেওয়া যায়, আর না কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কিংবা বিচক্ষণ রায়ের অধিকারী।

এরপর আখতাল আবৃত্তি করল ঃ

يا شَرَّ مَنْ حملت ساق على قَدم * ما مِثْلُ قولك فى الأقوام يُحْتَمَلُ

হে সর্বনিকৃষ্ট দ্বিপদ! তোমার কথার ন্যায় কথা লোক সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়।

ان الحكومة لَيْسَتْ فى أبيك وَلاَ * فى مَعْشَرٍ أنت منهم إنهم سفلُ

তোমার বাপ-দাদা কেউ কোন কালে বিচারকের আসন পেয়েছে বলে শুনিনি, এমনকি তোমার গোত্রেরও কেউ নয়, তারা তো নীচ লোক।

তখন জারীর রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করল ঃ

أتشتمان سفاهًا خيركم حَسَبًا * ففيكما ـ وإلهى ـ الزُّوْرُ والخَطَلُ

নির্বুদ্ধিতার শিকার হয়ে তোমরা কি তোমাদের মাঝের সর্বোত্তম বংশকৌলীন্যের অধিকারীকে গালমন্দ করছ। শপথ আমার ইলাহ-এর, তোমাদের মাঝেই মিথ্যা ও প্রলাপ প্রকাশ পাচ্ছে।

شتمتماهُ على رَفْعى ووَضْعكما * لاَزِلْتما فى سفال أيها السَّفَلُ

আমাকে উন্নীত করায় এবং তোমাদের দু'জনকে অবনমিত করায় তোমরা তাকে গালমন্দ করছ, হে নীচদ্বয় তোমরা আসলে নীচেই থেকে গেলে।

এরপর জারীর লাফ দিয়ে উঠে বেদুঈনের মাথায় চুমু খেল এবং খলীফাকে লক্ষ্য করে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আমার বখশিশ তার। আর তা ছিল পাঁচ হাজার দিরহাম। আবদুল মালিক বলেন, এর অনুরূপ পুরস্কার সে আমার পক্ষ থেকেও পাবে। এরপর সেই বেদুঈন এসব নিয়ে বের হয়ে গেল।

ইয়া'কূব ইব্‌ন সিক্কীত বর্ণনা করেন যে, (একবার) কবি জারীর হাজ্জাজের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধিদলের সাথে খলীফা আবদুল মালিকের সাক্ষাতে দরবারে প্রবেশ করলেন। এসময় তিনি তাকে তার এই প্রশংসা কাব্য আবৃত্তি করে শোনালেন যাতে এই পঙ্‌ক্তি বিদ্যমান–

ألستم خَيْرَ من ركب المطايا * وأندى العالمين بُطون راحِ

খলীফা তাকে বখশিশরূপে একশত উটনী, আটজন উটচালক, চারজন নূবী খাদিম এবং চারজন যুদ্ধবন্দী যাদেরকে তিনি সাগদ্ অঞ্চল থেকে এনেছিলেন তাকে দান করেন। এসময় খলীফা আবদুল মালিকের সামনে দুটি রূপার পেয়ালা ছিল, যা তাকে উপঢৌকনরূপে প্রদান করা হয়েছিল। জারীর এ দুটিকে কোন পরওয়া না করে তার হাতের একটি দণ্ড দিয়ে তাতে আঘাত করছিল। তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! দোহন পাত্র! তখন তিনি সেই পাত্রগুলোর একটি দিয়ে দিলেন। এরপর জারীর যখন হাজ্জাজের কাছে ফিরে আসলেন, তখন তার প্রতি খলীফার সমাদর তাকে চমৎকৃত করল। ফলে হাজ্জাজ নিজে তাকে পঞ্চাশটি খাদ্য শস্য বোঝাই উটনী দান করল।

নিফতাওয়ায়হ বর্ণনা করেন, একবার জারীর বিশর ইব্‌ন মারওয়ানের দরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে আখতাল উপস্থিত ছিল। বিশর জারীরকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি একে চিনেন? তিনি বললেন, না! হে আমীর কে ইনি ? তিনি বলেন, এ হলো আখতাল। আখতাল নিজে বলে বসল, আমিই তোমার সম্ভ্রমে আঘাত করেছি, তোমার রাতকে বিনিদ্র করেছি এবং তোমার গোত্রকে কষ্ট দিয়েছি। তখন জারীর বললেন, আমার সম্ভ্রমকে আঘাত করা প্রসঙ্গে আমি বলব, সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তি সমুদ্রকে গালি দিলে তার কোন ক্ষতি নেই। আর আমার রাতকে বিনিদ্র করা সম্পর্কে বলব, তুমি যদি আমাকে বিনিদ্র না করতে, তাহলে তা তোমার জন্য অধিক কল্যাণকর হত। আর আমার সম্প্রদায়কে কষ্ট দেওয়া সম্পর্কে বলব, কিভাবে তুমি এমন সম্প্রদায়কে কষ্ট দিবে, যাদের কাছে তুমি জিয্‌য়া আদায় করতে বাধ্য ? উল্লেখ্য যে, আখতাল ছিল খৃস্টধর্মগ্রহণকারী আরব। মহান আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করুন। সে-ই ঐ ব্যক্তি যে বিশর ইব্‌ন মারওয়ানকে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি সম্বলিত কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে—

قَدِ اسْتَوى بِشْرٌ على العراقِ * مِن غير سَيفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقِ

বিশর তো কোন তরবারি ও প্রবাহিত রক্ত ছাড়াই ইরাক অধিপতি হয়েছেন।

• আখতালের এই কবিতা পঙ্‌ক্তি দিয়ে জাহমিয়াগণ প্রমাণ পেশ করে যে, اَلْاِسْتِوَاءُ عَلَى الْعَرْشِ। আরশে সমাসীন হওয়ার অর্থ হলো الاستيلاء। বা জবর দখল। সন্দেহ নেই এটা শব্দের অর্থ– বিকৃতি। আর এই নাসারার কবিতা পঙ্‌ক্তিতে এর সপক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। আর না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আরশে সমাসীন হওয়া দ্বারা তা জবরদখল করা বুঝিয়েছেন। জাহমিয়্যাদের এই ভ্রান্ত দাবীর বহু উর্ধ্বে তিনি। কেননা, আরবীতে বাক্‌রীতিতে استوى على الشَّىْءِ তখনই বলা হয়, যখন ঐ বস্তু আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে তার অবাধ্য থাকে। যেমন বিশরের ইরাকের উপর আধিপত্য বিস্তার কিংবা কোন শাসক কর্তৃক কোন শহর জবর দখল করা। আর মহান আল্লাহ্‌র আরশ তো মুহূর্তকালের জন্যও তার অবাধ্য ছিল না যে, সে ক্ষেত্রে استوى عليه বলা হবে। অথবা استواء -এর অর্থ হলো استيلاء জাহমিয়্যাদের এই যুক্তির চেয়ে দুর্বল কোন যুক্তি নেই। এমনকি যুক্তি-নিঃস্বতা তাদেরকে এই কুৎসিত স্বভাব খৃস্টান কবির কবিতা পঙ্‌ক্তির শরণাপন্ন করেছে। আর আদৌ তাতে তাদের স্বপক্ষে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

হায়ছাম ইব্‌ন আদী আওয়ানাহ্ ইব্‌নুল হাকাম সূত্রে তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয যখন খলীফা হলেন, তখন কবিরা তাঁর সাক্ষাতে আগমন করে। কয়েক দিন তারা তাঁর অনুমতির অপেক্ষা করে। কিন্তু তিনি তাদেরকে অনুমতি দেননি এবং তাদের প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপও করেননি। বিষয়টি তাদেরকে মর্মাহত করে এবং তারা স্ব স্ব নিবাসে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। এমন সময় রজা ইব্‌ন হায়ওয়াহ্ তাদেরকে অতিক্রম করলেন। জারীর তাকে সম্বোধন করে বলল—

يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُرْخِيْ عِمَامَتَه * هٰذَا زَمَانُكَ فَاسْتَأْذِنْ لَنَا عُمَرًا

হে পাগড়ীধারী 'সজ্জন' ব্যক্তি! এখন তো আপনার সুদিন। আপনি খলীফা উমরের কাছে আমাদের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করুন।

কিন্তু তিনি ভিতরে প্রবেশ করে খলীফা উমরকে তাদের বিষয়ে কিছুই বলেননি। এরপর আদী ইব্‌ন আরতাহ্ তাদেরকে অতিক্রম করলেন। জারীর তাকে উদ্দেশ্য করে আবৃত্তি করে ঃ

يَا اَيُّهَا الرَّاكِبُ المرخى مَطِيَّتَه * هٰذَا زَمَانُكَ إنى قد مضى زَمَنِى

নিজ বাহনের লাগাম শিথিলকারী হে আরোহী! এখন আপনার সুদিন। আমার সুদিন অতীত হয়েছে।

أَبْلِغْ خَلِيْفَتَنَا إِنْ كُنْتَ لاَقِيْهِ * أَنِّىْ لَدَى الْبَابِ كَالْمَصْفُوْدِ فِىْ قَرَنْ

আপনি যদি আমাদের খলীফার সাক্ষাৎ পান, তাহলে তাকে জানাবেন যে, আমি তার দরযায় এমন অসহায় যেমন শিংয়ে বাঁধা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি।

لاَ تَنْسَ حَاجَتَنَا لاقيتَ مَغْفِرَةً * قد طال مُكْثِى عن أَهْلِى وعن وَطَنِى

আপনি মহান আল্লাহ্‌র মাগফিরাত লাভ করুন। আমাদের প্রয়োজন ভুলে যাবেন না। স্বজন ও স্বদেশ ছেড়ে এসেছি বেশ কিছুকাল।

আদী উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের সাক্ষাতে প্রবেশ করে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনার দরবারে কবিরা এসে উপস্থিত হয়েছে। আর তাদের বাক্যবাণ বিষাক্ত আর বক্তব্য দ্রুত

প্রসার লাভকারী। তিনি বলেন, কী বলছ তুমি আদী! আমার সাথে কবিদের কী সম্পর্ক? তিনি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূলও কবিতা শুনতেন এবং তার জন্য বখশিশ প্রদান করতেন। আব্বাস ইব্ন মিরদাস তার প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করেন। তিনি তাকে জোড়া কাপড় প্রদান করেন। উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাকে বলেন, তুমি কি তার অংশ বিশেষ আবৃত্তি করতে পার। আদী বলেন, হ্যাঁ! এরপর তিনি তাকে আবৃত্তি করে শোনালেন—

رَأَيْتُكَ يَاخَيْرَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا * نَشَرْتَ كِتَابًا جَاءَ بِالْحَقِّ معلَمَا

হে সকল সৃষ্টির সেরা! আপনাকে দেখেছি এমন এক মহাগ্রন্থের প্রচার করতে যা সুচিন্তিত সত্য নিয়ে এসেছে।

شَرَعْتَ لَنَا دِيْنَ الْهُدى بَعْدَ جَوْرِنَا * عَنِ الْحَقِّ لَمَّا أَصْبَحَ اَلْحَقُّ مُظْلِمَا

আমরা সত্য বিচ্যুত হওয়ার পর আপনি আমাদের কল্যাণে সত্য ধর্মের প্রবর্তন ঘটিয়েছেন, যখন সত্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

وَنَوَّرْتَ بِالْبُرْهَانِ أَمْرًا مُدَلَّسًا * وَأَطْفَأْتَ بِالْقُرْاٰنِ نَارًا تَضَرَّمَا

প্রমাণ দ্বারা আপনি একটি অস্পষ্ট বিষয় আলোকিত করেছেন এবং কুরআন মাজীদ দ্বারা প্রজ্বলিত আগুন নির্বাপিত করেছেন।

فَمَنْ مبلِّغٌ عني النبى مُحمدًا * وَكُلُّ امرىءٍ يجزى بما كان قَدَّمَا

কে আছে যে আমার পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মদকে পৌঁছে দিবে আর প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের ফল প্রদান করা হবে।

أَقَمْتَ سَبِيْلَ الْحَقِّ بَعْدَ اَعْوِجَاجِه * وَكَانَ قَدِيْمًا رُكْنُه قَدْ تَهَدَّمَا

বক্রতার পর আপনি সত্যের পথকে সরল করেছেন, আর তার স্তম্ভ প্রাচীন ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল।

تَعَالى عُلُوًّا فَوْقَ عَرْشَ إلهنا * وكان مكان الله أعلا وَأَعْظَمَا

তিনি আমাদের ইলাহের আরশে আরোহণ করেছেন আর আল্লাহ্র উর্ধ্বতর ও বৃহত্তর/মহত্তর।

উমর বলেন, কোন্ কোন্ কবি অপেক্ষারত? তিনি বলেন, উমর ইব্ন আবূ রাবীআ। উমর বলেন, সেই কি নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিসমূহের রচয়িতা নয়?

ثم نبهتها فهبَّتْ كَعَابًا * طفلة ما تبين رجع الكلام

তারপর আমি তাকে জাগ্রত করলাম। তখন সে উদ্ভিন্ন যৌবনা হয়ে এমন শিশুর ন্যায় জাগ্রত হলো যে, স্পষ্টভাবে কথার উত্তর দিতে শিখেনি।

سَاعَةً ثم إنها بعدُ قَالَتْ * وَيْلَنَا قَدْ عَجِلْتَ يا ابن الكرام

কিছুক্ষণ পর সম্বিত ফিরে পেয়ে সে বলে উঠল, হে অভিজাত পিতৃপুরুষদের সন্তান তুমি তো তড়িঘড়ি করে ফেলেছ।

أعلى غَيْرِ مَوْعِدٍ جِئْتَ تَسْرِى * تتخطى إلى رؤوس النِّيَام

অনির্ধারিত সময়ে ঘুমন্ত মানুষদের মাথা ডিঙিয়ে রাত্রির অন্ধকারে তুমি এসে উপস্থিত হয়েছ।

مـا تجـشـمـتَ مـا تريد من اَلاَمْـرِ * ولاَ حَـيـيت طَـارِقًـا لِخِـصَـامِ

আল্লাহ্‌র দুশমন যদি অপকর্ম করে তা গোপন রাখত। আল্লাহ্‌র কসম! সে আমার দরবারে কখনও প্রবেশ করবে না। সে ছাড়া আর কে আছে ? আদী বলেন, হুমাম ইব্‌ন গালিব অর্থাৎ ফারাযদাক। তখন উমর বললেন, সেই কি তার কবিতায় বলেনি—

هُمَا دَلَّيَانِى مِنْ ثَمَانِينَ قَامَةً * كما انقض بازٍ أقتم الرِّيشُ كاسره

তারা দুইজন আশি মানুষের উচ্চতা থেকে আমাকে এমনভাবে গুলিয়ে দিল যেমনভাবে ধূসর পালকের বাজপাখী ঝাঁপিয়ে পড়ে।

فَلَمَّا اسْتَوَتْ رِجْلاَىَ بِالأَرْضِ قَالَتا * أَحيٌ يُرجَى أَمْ قَتِيلٌ نُحَاذِرُه

তারপর আমার পদদ্বয় যখন মাটির স্পর্শ লাভ করল, তখন তারা দুইজন বলল, এর কি বাঁচার আশা আছে নাকি এ মৃত।

আল্লাহ্‌র কসম, মিথ্যাবাদী হয়ে সে আমার ফরাশ মাড়াতে পারবে না। সে ছাড়া আর কে আছে অপেক্ষমাণ ? আদী বলেন, আখতাল। তিনি বললেন সেই কি বলে নাই—

وَلَسْتُ بِصَائِمٍ رَمَضَانَ طَوْعًا * وَلَسْتُ بِآكِلٍ لَحْمَ الأَضَاحِىْ

আমি তো স্বেচ্ছায় রমযানে রোযা রাখি না এবং কুরবানীর পশুর গোশত খাই না।

وَلَسْتُ بِزَاجِرٍ عِيسًا بِكُوْرٍ * إلى بَطْحَاءَ وَمَكَّةَ لِلنَّجَاحِ

আর আমি সফলতা লাভের জন্য প্রস্তরময় ভূখণ্ডে এবং মক্কার প্রান্তরে সাদা উটের পাল হাঁকিয়ে বেড়াই না।

وَلَسْتُ بِزَائِرٍ بَيْتًا بَعِيْدًا * بِمَكَّةَ ابْتَغِى فِيْهِ صَلاَحِىْ

আর না আমি আমার সংশোধনের/ কল্যাণের প্রত্যাশায় মক্কাস্থ দূরবর্তী কা'বাগৃহের যিয়ারত করি।

وَلَسْتُ بِقَائِمٍ كَالْعِيْرِ أَدْعُوْ * قُبَيْلَ الصُّبْحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ

আর না আমি প্রভাতকালে উঠে কাফেলার ন্যায় حَىَّ على الفلاح কল্যাণের জন্য আস বলে আহ্বান করি।

وَلكِنِّىْ سَأَشْرَبُهَا شَمُوْلاً * وَأَسْجُدُ عِنْدَ مُنْبَلِجِ الصَّبَاحِ

কিন্তু, আমি তা পান করি এবং প্রভাতের উদয়কালে সিজদায় পড়ে যাই।

আল্লাহ্‌র কসম! কাফির অবস্থায় কখনও সে আমার সাক্ষাতে প্রবেশ করবে না। যাদের কথা উল্লেখ করেছ তারা ছাড়া কেউ আছে কি ? আদী বলেন, হ্যাঁ, কবি আহওয়াস রয়েছে। তিনি বললেন, সেই কি এই পঙ্ক্তির রচিয়তা নয়—

اَللّٰهُ بَيْنِى وَبَيْنَ سَيِّدِهَا * يَفِرُّ مِنِّىْ بِهَا وَأَتْبَعُهُ

মহান আল্লাহ্ আমার ও তার মুনীবের মাঝে (ফায়সালা করবেন) সে তাকে নিয়ে আমার থেকে পালাচ্ছে আর আমি তাকে অনুসরণ করছি।

যাদের উল্লেখ তুমি করেছ সেও তার চেয়ে কম নয়। সে ছাড়া এখানে আর কে আছে? আদী বললেন, জামীল ইব্‌ন মা'মার। তিনি বললেন, যার বক্তব্য হলো—

ألا ليتنا نَحْيَا جَمِيْعًا وإن نَمَتْ * يوافق في المَوْتى خريجى خريجُها

হায়! আমরা যদি একসাথে জীবিত থাকতাম এবং একই সাথে মরতাম।

فَمَا أنا في طول الحياة بِرَاغِبٍ * إذَا قِيْلَ قد سَوّى عَلَيْهَا صَفِيْحُها

যখন বলা হবে তার সমাধি সমান করে দেওয়া হয়েছে, তখন আর আমি দীর্ঘায়ুর প্রত্যাশী নই।

আল্লাহ্‌র দুশমন যদি দুনিয়াতে তার সাক্ষাৎ কামনা করত, তা দ্বারা নেক আমল ও তাওবা করার জন্য (তাহলে বেশ হতো)। আল্লাহ্‌র কসম, সে কখনও আমার সাক্ষাতে প্রবেশ করবে না। এরা ছাড়া কি আর কেউ আছে? আমি বললাম, জারীর। তিনি বললেন, সে তো ঐ ব্যক্তি যে বলে—

طَرَقَتْكِ صَائِدَةَ الْقُلُوْبِ وَلَيْسَ ذَا * حِيْنَ الزِّيَارَةِ فَارْجِعِيْ بِسَلَامِ

রাত্রিকালে আমি যখন তোমার দরযায় টোকা দিলাম। তখন তুমি চিত্তহরণকারিণী আর তখন তো সাক্ষাতের সময় নয়। কাজেই তুমি নিরাপদে ফিরে যাও।

একান্তই যদি কাউকে অনুমতি দিতে হয়, তাহলে জারীরকে অনুমতি দাও। তাকে (জারীরকে) অনুমতি দেওয়া হলো এবং তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের দরবারে প্রবেশ করেন এই পঙ্‌ক্তিসমূহ আবৃত্তি করতে করতে—

اِنَّ الَّذِي بَعَثَ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا * جَعَلَ الخِلَافَةَ لِلْإِمَامِ الْعَادِلِ

যিনি নবী মুহাম্মদকে প্রেরণ করেছেন তিনি-ই খিলাফতকে ন্যায়পরায়ণ শাসকের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

وَسِعَ الْخَلَائِقَ عَدْلُهُ وَوَفَاؤُهُ * حتى ارعوى وأقام ميل المائل

যার ন্যায়পরতা ও ওফাদারী সকলকে ব্যাপ্ত করেছে। এমন কি তিনি বক্রের বক্রতাকে সোজা করেছেন।

إِنِّي لَأَرْجُوْ مِنْكَ خَيْرًا عَاجِلاً * وَالنَّفْسُ مُوْلَعَةٌ بِحُبِّ الْعَاجِلِ

আমি তো আপনার কাছে ত্বরিত কল্যাণ প্রত্যাশা করি আর মানব-মন ত্বরাপ্রবণ।

তিনি তাকে বললেন, কী (যা-তা) বলছ তুমি জারীর! তুমি যা বলছ সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এরপর কবি জারীর কবিতা আবৃত্তির জন্য উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের অনুমতি প্রার্থনা করল তিনি তাকে হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। সে তার প্রশংসায় দীর্ঘ একটি কাসীদা আবৃত্তি করল। তিনি বললেন, হে জারীর (কী বলছ তুমি) এখানে যা (বায়তুল মালে) আছে তাতে তো আমি তোমার কোন হক দেখছি না। সে বলল, আমি তো নিঃস্ব এবং

পথাশ্রয়ী মুসাফির। তিনি বলেন, আমি যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন আমার কাছে সর্বসাকল্যে তিনশ' দিরহাম ছিল। যার একশ' দিরহাম নিয়েছে আবদুল্লাহ্‌র মা, একশ' দিরহাম তার ছেলে আর একশ' দিরহাম অবশিষ্ট আছে। একথা বলে তিনি তাকে একশ' দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দিলেন। এরপর জারীর যখন বের হয়ে অন্যান্য কবিদের সামনে আসল, তারা বলল, হে জারীর! তুমি কী খবর এনেছো ? সে বলল, তোমাদের জন্য হতাশাব্যক। আমীরুল মু'মিনীন দরিদ্রদের দান করছেন আর কবিদের বঞ্চিত করছেন। আর আমি অবশ্য তার প্রতি প্রসন্ন, একথা বলে সে আবৃত্তি করল—

رَأَيْتُ رُقِي الشَّيْطَانِ لا تَسْتَفِزُّهُ * وقد كان شيطانى من الجِنِّ رَاقِيًا

আমি দেখেছি শয়তানের তন্ত্রমন্ত্র তাকে অস্থির/ শঙ্কিত করেন। অথচ ইতোপূর্বে আমার জিন শয়তান তা করতে পারত।

মুআফী ইব্‌ন যাকারিয়্যা আল-জারীরীর এক বর্ণনায় এসেছে, (একবার) হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের এক বাঁদী তাকে বলল, আপনি তাকে (জারীরকে) আমাদের সামনে উপস্থিত করুন। হাজ্জাজ বলল, আমি যতদূর জানি সে নারী আসক্তিহীন। সে বলল, আপনি যদি তাকে আমার সাথে নির্জনে রাখেন, তাহলে দেখবেন সে কী করে। হাজ্জাজ নির্দেশ দিল ঐ বাঁদীকে জারীরের সাথে এমন এক নির্জন স্থানে রাখতে, যেখান থেকে হাজ্জাজ তাদেরকে দেখতে পাবে। কিন্তু তারা হাজ্জাজকে দেখতে পাবে না, এবং জারীর এর কোন কিছুই টের পাবে না। এরপর নির্জনে গিয়ে বাঁদীটি জারীরকে বলল, হে জারীর! কিন্তু জারীর মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, এই তো আমি! তখন সে বলল, আমাকে তোমার অমুক অমুক কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও! তাতে আমি বেশ কোমলতা অনুভব করি। তখন সে বলল, তা আমার মনে নেই, তবে আমি অমুক অমুক কবিতা মনে করতে পারছি। এভাবে সে বাঁদীর কাঙ্ক্ষিত কবিতা এড়িয়ে তাকে হাজ্জাজের প্রশংসায় রচিত কাব্য শোনাল। তখন সে বলল, আমি তো এ বিষয়ের কবিতা শুনতে চাই না, আমি তো আসলে অমুক অমুক কবিতা শুনতে চাই। কিন্তু সে এবারও তার কথা পাশ কাটিয়ে/এড়িয়ে তাকে হাজ্জাজের প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল এমনকি মজলিস শেষ হয়ে গেল। এরপর হাজ্জাজ জারীরকে বলল, তুমি বড় ভাগ্যবান ব্যক্তি! ভদ্রতা ও সচ্চরিত্র ছাড়া সব কিছুই তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ। ইকরিমাহ্ বলেন, একবার আমি এক বেদুঈন আরবকে কবি জারীর আল খাতাফীর একটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে শোনালাম—

أَبُدِّلَ اللَّيْلُ لا تَجرى كواكبه * أَوْ طَالَ حتى حَسِبْتُ النَّجْمَ حَيْرَانَا

রাত্রিকে কি পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে যে তার তারকাসমূহ নিশ্চল হয়ে আছে। নাকি তা দীর্ঘ হয়েছে এমনকি আমার কাছে নক্ষত্রকে হয়রান মনে হয়েচে।

এ কবিতার পঙ্‌ক্তি শুনে আরাবী বলল, এর অর্থ ভাল, তবে আমি এর অনুরূপ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করছি। আর তার বিপরীত অর্থে আমি তোমাকে আমার কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি।

وَلَيلُ لم يُقَصِّرْهُ رُقَادُ * وقَصَّرَهُ لَنا وَصْلُ الحبيبِ

এমন রাত্রি যাকে অনিদ্রা প্রলম্বিত করেনি, যাকে সংক্ষিপ্ত করেছে প্রিয়জনের সান্নিধ্য।

نعيم الحُبِّ أورق فيه * حتى تناولنا جناه مِنْ قَرِيْبِ

প্রণয় সুখ তাতে পত্রপল্লবিত হলো এমনকি আমরা অতি নিকট থেকে তার 'সুফল' লাভ করলাম।

بِمَـجْلِسَ لَذَّةٍ لَمْ نَقْفُ فِـيْـهِ * عَلَى شَكْوَى وَلاَ عَـيْبُ الذُّنُوبِ

এটা হলো ভোগানন্দের আসর, যাতে আমরা কোন অনুযোগ কিংবা পাপ-ত্রুটির সন্ধান পাইনি।

فَخَشِينَا أَنْ نَقْطَعَهُ بِلَفْظٍ * فَتَرْجَمَتِ الْعُيُونُ عَنِ الْقُلُوْبِ

তখন আমরা আশঙ্কা করলাম, যে কোন উচ্চারণ তাকে ব্যাহত করবে। ফলে, চক্ষুসমূহ তখন হৃদয়ের ভাষ্যকার হয়ে গেল।

আমি তাকে বললাম, আমাকে আরও শোনাও। তখন সে বলল, এ বিষয়ে তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, তবে আমি তোমাকে অন্য প্রসঙ্গে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি ঃ

وَكُنْتُ إِذَا عَقَدْتُ حِبَالَ قَوْمٍ * صَحِبْتُهُمْ وَشِيمَتِي الْوَفَاءُ

আর আমি যখন কোন সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক গড়ি, তখন তাদের সাহচর্যে ওফাদারীর সাথে অবস্থান করি।

فَأُحْسِنُ حِيْنَ يُحْسِنُ مُحْسِنُوهُم * وَأَجْتَنِبُ الإِسَاءَةَ إِنْ أَسَاؤُوا

তাদের সদাচারীরা যখন সদাচার করে তখন আমিও অনুরূপ করি আর যদি তারা অসদাচরণ করে তখন আমি তা পরিহার করি।

أَشَاءُ سِوَى مَشِيئَتِهِم فَاتِي * مَشِيئَتَهُم وَأَتْرُكُ مَا أَشَاءُ

তাদের ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কিছু আমি ইচ্ছা করি। কিন্তু তাদের স্বার্থে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করি এবং নিজের ইচ্ছা বর্জন করি।

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, অধিকাংশ কাব্য সমালোচকের মতে কবি জারীর ফারাযদাকের চেয়ে উত্তম কবি। আর কবি জারীরের নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিই হলো সবচেয়ে অধিক গর্ব প্রকাশক পঙ্‌ক্তি—

إِذَا غَضِبَتْ عَلَيْكَ بَنُو تَمِيْمٍ * حَسِبْتَ النَّاسَ كُلَّهُمْ غِضَابًا

বানূ তামীম যদি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাহলে তোমার মনে হবে দুনিয়ার তাবৎ মানুষ তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ।

ইব্‌ন খাল্লিকান বলেন, এক ব্যক্তি তাকে (জারীরকে) প্রশ্ন করল, সবচেয়ে বড় কবি কে ? সে তার হাত ধরে তাকে তার পিতার সাক্ষাতে নিয়ে গেল, আর সে তখন একটি ছাগীর ওলানে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করছিল। এসময় জারীর তাকে ডাকল। সে উঠে দাঁড়াল। আর তার দাড়ি বেয়ে দুধ পড়ছিল। জারীর তার প্রশ্নকারীকে বলল, তুমি একে দেখতে পাচ্ছ ? সে বলল হ্যাঁ! জারীর বলল, তুমি কি তাকে চিন ? সে বলল না। জারীর বলল, এ হলো আমার পিতা। সে মুখ লাগিয়ে ছাগীর ওলান থেকে দুধ পান করে, যাতে দুধ কোন পাত্রে দোহন করতে গেলে তার প্রতিবেশীরা দোহনের শব্দ শুনে দুধ চাইতে পারে এই আশঙ্কায়। কাজেই সবচেয়ে বড় কবি সে, যে এই অবস্থা নিয়ে বড়াই করে আশিজন কবিকে কাব্য যুদ্ধে পরাজিত

করেছে। আর কবি জারীর ও ফারাযদাকের মাঝেপরস্পর নিন্দা ও বড়াই করে দীর্ঘ কাব্যযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যার ফিরিস্তি অতি দীর্ঘ। কবি জারীর একশ' দশ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এটা হলো খলীফা ইব্ন খায়্যাত এবং আরও একাধিক জনের মত। খলীফা বলেন, ফারাযদাক মারা যাওয়ার কয়েক মাস পরই জারীর মারা যায়। ঐতিহাসিক সূলী বলেন, তারা উভয়ে একশ' এগার হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর ফারাযদাক জারীরের চল্লিশ দিন পূর্বে ইন্তিকাল করে। আলকারিমী বলেন আসমাঈ সূত্রে তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, জারীরের মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে প্রশ্ন করল। মহান আল্লাহ্ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করলেন। তখন সে বলল, তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো কী দ্বারা ? সে বলল, একটি তাকবীর দ্বারা যা আমি মরুপল্লীতে উচ্চারণ করেছিলাম। এরপর তাকে প্রশ্ন করা হলো, ফারাযদাকের কী অবস্থা ? সে বলল, সতী-সাধ্বী নারীদের চরিত্রে অপবাদ আরোপ তাকে ধ্বংস করেছে।

কবি ফারাযদাক[১]

তার নাম হুমাম ইব্ন গালিব ইব্ন সাসা'আ ইব্ন নাজিয়া ইব্ন আক্কাল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফয়ান ইব্ন মুজাশি ইব্ন দারিম ইব্ন হানযালা ইব্ন যাযদ ইব্ন মানাত ইব্ন মুর্র ইব্ন উদ্দ ইব্ন তাবিখা, আবূ ফিরাস ইব্ন আবূ খাতাল আত্-তায়মী আল-বাসরী। এই ব্যক্তি প্রসিদ্ধ কবি এবং ফারাযদাক নামে পরিচিত। তার পিতামহ সাসা'আ ইব্ন নাজিয়া হলেন সাহাবী। যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামার কাছে প্রতিনিধি দলের সাথে আগমন করেন। তিনি জাহিলিয়াতে জীবন্ত প্রোথিত করার জন্য নির্ধারিত কন্যা সন্তানদের উদ্ধার করতেন। ফারাযদাক হযরত আলী সম্পর্কে বর্ণনা করেছে যে, সে তার পিতার সাথে হযরত আলীর কাছে আসে। তিনি প্রশ্ন করেন, এ কে ? তার পিতা বলে, এ আমার ছেলে, সে কাব্য চর্চা করে। এ কথা শুনে হযরত আলী বলেন, তুমি তাকে কুরআন শিক্ষা দাও। কেননা, তা তার জন্য কাব্য চর্চার চেয়ে উত্তম। ফারাযদাক হযরত হুসায়ন ইব্ন আলী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছে এবং ইরাক যাওয়ার পথে তার সাক্ষাৎ লাভ করেছে। এছাড়া সে হযরত আবূ হুরাইরাহ্ আবূ সাঈদ খুদরী, আরফাযা ইব্ন আসআদ, যুরারা ইব্ন কুরাব, কবি তিরিম্মাহ ইব্ন আদী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছে। আর তার থেকে হাদীছ রিওয়ায়াত করেছে খালিদ আল হায্যা,' মারওয়ান আসগর হাজ্জাজ ইব্ন হাজ্জাজ আল আহওয়াল এবং একদল রাবী। তার চাচা হুবাবের মীরাছের দাবী নিয়ে সে হযরত মুআবিয়ার দরবারে গমন করে। এছাড়া সে খলীফাহ্ ওয়ালিদ ইব্ন আবদুল মালিক এবং তার ভাইয়ের কাছে গমন করে, তবে তা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। আশআছ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছে ফারাযদাক থেকে। সে বলে, হযরত আবূ হুরায়রাহ্ আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, হে ফারাযদাক! আমি তোমার পা দুটি ক্ষুদ্র দেখছি। তুমি তাদের জন্য জান্নাতের একটু জায়গা খুঁজে নাও। আমি বলি, আমার পাপ তো অনেক। তিনি বলেন, কোন অসুবিধা নেই। আমি আল্লাহ্র রাসূলকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوْحًا لِلتَّوْبَةِ لاَ يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

১. আল আগানী ৮/১৮৬, ৩/১৯, তারীখুল ইসলাম ৪/১৭৮, তাহযীবুল আসমা ওয়াললুগাত ১ম অংশ ২য় খণ্ড ২৮০, খাযানাতুল আদাব ১/২১৭, সারহুল উয়ূন ৩৮৯, ৪৬৪, কবিতা ও কবি ৩৮১, শাযারাতুয্যাহাব ১/১৪১, তাবাকাত ইব্ন সালাম ১/২৯৯, মু'জামুল মাযরুবানী ৪৬৫, আল মুবহিজ ৫০, মিরআতুল জিনান ১/২৩, আন্নুজূম আযযাহিরা ১/ ২৬৮, ওফায়াতুল আ'য়ান ৬/৮৬–২২৭।

অস্তাচলে তাওবার জন্য সদা উন্মুক্ত একটি দরযা রয়েছে। তা ততদিন বন্ধ হবে না, যতদিন না পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে।

মুআবিয়া ইব্ন আবদুল করীম বলেন তার পিতা থেকে। তিনি বলেন, একবার আমি ফরাযদাকের সাক্ষাতে হাযির হলাম, সে নড়ে উঠল। হঠাৎ দেখলাম তার পায়ে বেড়ী। আমি বললাম এ কি ? তখন সে বলে, আমি শপথ করেছি, পবিত্র কুরআন মাজীদ হিফয করার পূর্বে আমি তা খুলব না। আবূ আমর ইব্নুল আ'লা বলেন, এমন কোন গ্রাম্য আরবকে আমি দেখিনি শহরে অবস্থানের পরেও যার ভাষার বিশুদ্ধতা অবিকৃত রয়েছে। তবে দুইজন এর ব্যতিক্রম একজন হলো রু'বা ইব্নুল উজাজ অপরজন হলো ফারাযদাক। শহরে দীর্ঘকাল অবস্থান এদের ভাষার নতুনত্ব ও তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি করেছে। তার কবিতার আবৃত্তিকারক আবূ সিফআল বলে, ফারাযদাক তার স্ত্রী নুওয়ারকে তিন তালাক প্রদান করল, এরপর হাসান বসরীকে তার সাক্ষী বানাল। তারপর আবার তার তালাকের কারণে এবং এ ব্যাপারে হাসান বসরীকে সাক্ষী বানানোর কারণে অনুতপ্ত হয়ে আবৃত্তি করতে লাগল—

فَلَوْ أَنِّي مَلَكْتُ يَدِيْ وَقَلْبِيْ * لَكَانَ عَلَيَّ لِلْقَدْرِ الْخِيَارُ

যদি আমি আমার হাত ও অন্তরের মালিক হতাম, তাহলে আমার উপর ভাগ্যের ইচ্ছাধিকার থাকত।

نَدِمْتُ نَدامة الكسعى لمَّا * غَدَتْ مِنِّي مُطَلَّقَةً نَوارُ

নুওয়ার যখন আমার থেকে তালাকপ্রাপ্তা হলো, আমি তখন যারপর নাই অনুতপ্ত হলাম।

وكانت جَنَّتِي فخرجت منها * كادم حِيْنَ أخرجه الضِّرارُ

সে ছিল আমার বেহেশত এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম, যেমন আদম (আ) পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল।

আসমাঈ এবং একাধিক ব্যক্তি বলেন, যখন ফারাযদাকের স্ত্রী নুওয়ার বিন্ত আ'য়ান ইব্ন যুবায়আহ্ আল মুজাশিঈ মারা যায়। উল্লেখ্য যে, সে ওসিয়ত করে গিয়েছিল যেন হাসান বসরী তার জানাযা পড়েন, তখন হযরত হাসান বসরীর (র) সাথে বসরার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তার জানাযায় উপস্থিত হলেন। এসময় হাসান বসরী তার খচ্চরে আরোহণ করেছিলেন। আর ফারাযদাক তার উটে। চলার পথে হাসান বসরী ফারাযদাককে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকজন কী বলে ? সে বলল, তারা বলে আজ এই জানাযায় সর্বোত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ আপনি উপস্থিত হয়েছেন এবং সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ আমি উপস্থিত হয়েছি। হাসান তাকে বলেন, হে আবূ ফিরাস! আমি যেমন সর্বোত্তম লোক নই, তেমনি তুমিও সর্বনিকৃষ্ট লোক নও। তারপর হাসান তাকে বলেন, তোমার এই দিনের জন্য তুমি কি প্রস্তুত করেছ ? সে বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য আশি বছর যাবত এরপর হাসান বসরী তার জানাযার নামায শেষ করলেন। সকলে কবরের দিকে রওয়ানা হলো এসময় ফরাযদাক আবৃত্তি করতে লাগল—

أَخَافُ وراءَ اَلْقَبْرِ إِن لَمْ يُعَافِنِي * أَشَدَّ من القَبْرِ الْتِهَابًا وأَضْيقَا

যদি মহান আল্লাহ্ আমাকে অব্যাহতি না দেন, তাহলে কবরের পর আমি এমন স্থানকে ভয় করি যার প্রজ্বলন কবরের চেয়ে তীব্রতর এবং যা কবরের চেয়ে সংকীর্ণতর।

---

১. نَدامة الكُسعى প্রবাদ বাক্যের পরিবর্তিতরূপ। ভাবার্থ অতি অনুতাপ।

إذا جَاءَنِي يَوْمَ القِيامة قائِدٌ * عَنِيْفٌ وَسَوَّاقٌ يَسُوْقُ الفرزدقا

যখন কিয়ামতের দিন আমার কাছে এক কঠোর ও নির্মম ব্যক্তি আসবে যে ফারাযদাককে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।

لَقَدْ خَابَ من اولاد دارم من مَشى * إلى النَّار مغلول القلادة أزرقا

বানূ দারিমের ঐ সদস্য ব্যর্থ যে নীলচক্ষু নিয়ে গলায় লৌহ শৃঙ্খল পরে জাহান্নামের পথ ধরল।

يُسَاقُ إلى نَارِ الْجَحِيْمِ مُسَرْبَلاً * سرابيل قطران لباسًا مُخَرقًا

আলকাতরার ছেঁড়া ফাটা পোশাক পরিয়ে তাকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে।

إِذَا شَرِبُوْا فيها الصَّدِيْدَ رَأَيْتَهُمْ * يَذُوْبُوْنَ مِنَ حر الصديد تمزّقا

সেখানে যখন তারা তপ্ত ও গলিত পুঁজ পান করবে, তখন তুমি তাদেরকে দেখবে সেই গলিত তপ্ত পুঁজের তাপে তাদের দেহ বিগলিত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

বর্ণনাকারী বলেন, কবি ফরাযদাকের এই কবিতা শুনে হযরত হাসান বসরী খুব কাঁদলেন এমনকি তার অশ্রুতে মাটি ভিজে গেল। এরপর ফারাযদাককে জড়িয়ে ধরে বললেন, ইতোপূর্বে তুমি আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ছিলে, আজ তুমি আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় মানুষে পরিণত হলে। এক ব্যক্তি (একবার) তাকে বলল, সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করতে তুমি কি মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর না ? সে বলে, আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্ তো আমার কাছে আমার চক্ষুদ্বয়ের চেয়ে প্রিয় যা দ্বারা আমি সবকিছু দেখি। কাজেই তিনি কিভাবে আমাকে শাস্তি দিবেন ? আর ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সে একশ' দশ হিজরীতে কবি জারীরের চল্লিশ দিন পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর কারও কারও মতে কয়েক মাস পূর্বে। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

আর হযরত হাসান বসরী এবং ইব্‌ন সীরীন-এর প্রত্যেকের জীবনী আমরা আমাদের আত্‌তাক্‌মীল গ্রন্থে বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। আর মহান আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি সর্বোত্তম কর্ম-বিধায়ক।

হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান (র)

তাঁর পিতার নাম ইয়াসার ও আবরাদ। ইনি যায়দ ইব্‌ন ছাবিত , মতান্তরে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র আযাতকৃত গোলাম আবূ সাঈদ আল-বসরী। কেউ কেউ অন্য কারো গোলাম বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মা উম্মে সালামা (রা)-এর দাসী খায়রা, যিনি উম্মে সালামার সেবা করতেন। অনেক সময় উম্মে সালামা (রা) তাঁকে কাজে প্রেরণ করতেন, যার ফলে তিনি দুগ্ধপোষ্য ছেলে হাসান-এর যত্ন নিতে পারতেন না। তখন উম্মে সালামা তাঁকে নিজ স্তন্যদান করে শান্ত রাখতেন। এভাবে হাসান উভয়ের দুধ পান করতেন। তাই মানুষ মনে করত হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান যে প্রজ্ঞা ও ইল্‌ম লাভ করেন, তা রাসূল-পরিবারের একজন নারীর দুধপান করার-ই বরকতের ফল। তাছাড়া তিনি যখন ছোট, তখন তাঁর মা তাকে সাহাবাগণের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। সাহাবাগণ তাঁর জন্য দু'আ করতেন। হযরত উমর (রা) যে লোকগুলোর জন্য দু'আ করতেন, হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান তাদের একজন। উমর (রা) বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি তাকে দ্বীনের বুঝ দান কর এবং তাকে মানুষের প্রিয়পাত্র বানাও।

একবার হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে একটি সমস্যার সমাধান জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'বিষয়টা আমাদের মনিব হাসানকে জিজ্ঞাসা কর। কারণ, তিনিও শ্রবণ করেছেন, আমরাও শ্রবণ করেছি। কিন্তু তিনি স্মরণ রেখেছেন; আমরা ভুলে গেছি।' হযরত আনাস (রা) একবার বলেছেন ঃ আমি হাসান ও ইব্ন সীরীন– এই দুই শায়খ-এর কারণে বসরাবাসীদের ঈর্ষা করি। কাতাদাহ্ (র) বলেছেন ঃ আমি যত ফকীহ্ ব্যক্তির সঙ্গে বসেছি, সকলের উপর হাসানকেই সেরা পেয়েছি। তিনি আরো বলেন ঃ আমার দুই চোখ হাসান অপেক্ষা বড় ফকীহ আর কাউকে দেখেনি। আইউব (র) বলেছেন ঃ একজন মানুষ তিনটি যুক্তি নিয়ে হাসানের সঙ্গে বসেও তাঁর প্রভাবের কারণে তাঁকে প্রশ্ন করতে পারত না। শা'বী বসরাগামী এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি যখন বসরাবাসীদের সবচেয়ে সুশ্রী ও প্রভাবশালী লোকটিকে দেখবে, বুঝবে, তিনিই হাসান। তাঁকে আমার সালাম বলবে। ইউনুস ইব্ন উবায়দা (র) বলেছেন ঃ মানুষ হাসানকে চোখে দেখলেই তাঁর দ্বারা উপকৃত হতো, যদিও সে তাঁর আমল দেখেনি এবং তার কথা শুনেনি। আ'মাশ (রা) বলেছেন ঃ হাসান সব সময় প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলতেন। আবূ জা'ফর (র) যখন হাসান-এর উল্লেখ করতেন, বলতেন ঃ এ লোকটির বক্তব্য নবীগণের বক্তব্যের ন্যায়।

মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ (র) বলেছেন ঃ ইতিহাসবিদগণ বলেছেন ঃ হাসান ইল্ম ও আমালের সমন্বয়কারী ছিলেন। তিনি ছিলেন আলিম, উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন, ফকীহ্, নির্ভরযোগ্য, আস্থাভাজন, ইবাদতকারী, দুনিয়াবিমুখ, অধিক ইল্ম ও আমলের অধিকারী, স্পষ্টভাষী, সুশ্রী ও সুদর্শন। একবার তিনি পবিত্র মক্কায় আগমন করে মঞ্চে উপবেশন করেন। আলিমগণ তাঁর চারপার্শ্বে বসেন এবং জনতা এসে তাঁর নিকট ভিড় জমায়। তিনি তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইতিহাসবিদগণ বলেছেন ঃ হাসান ইব্ন আবুল হাসান একশত বিশ হিজরী সনের রজব মাসে আটাশি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ও মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন-এর (মৃত্যুর) মাঝে ব্যবধান ছিল একশত দিন।

ইব্ন সীরীন (র)

নাম মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন আবূ বাকর ইব্ন আবূ আমর আল-আনসারী। আনাস ইব্ন মালিক আন-নায্রীর আযাদকৃত গোলাম। মুহাম্মাদ-এর পিতা। আইনুত-তাম্র বন্দীদের একজন ছিলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তাঁকেও বন্দী করেছিলেন। কিন্তু আনাস (রা) তাঁকে ক্রয় করে মুকাতাবের নিয়মে মুক্ত করে দেন। পরে তার ঔরসে বেশ ক'টি সচ্চরিত্র সন্তান জন্মলাভ করে। তারা হলো, আলোচ্য মুহাম্মাদ, আনাস ইব্ন সীরীন, মা'বাদ, ইয়াহ্ইয়া, হাফসা ও কারীমা। তাঁরা সকলেই নির্ভরযোগ্য মহান তাবিঈ। মহান আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি রহম করুন। ইমাম বুখারী (র) বলেনঃ মুহাম্মদ খিলাফতে উছমান-এর দুই বছর অবশিষ্ট থাকতে জন্মগ্রহণ করেছেন। হিশাম ইব্ন হাস্সান (র) বলেন ঃ আমি যত মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, মুহাম্মদ তাদের সবচেয়ে সত্যবাদী। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন নির্ভরযোগ্য, আস্থাভাজন, বিদ্বান, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, ফকীহ্, নেতৃস্থানীয় এবং তাক্ওয়া বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানসম্পন্ন। তাঁর কিছুটা বধিরতা ছিল।

মুআররিক আল-আজালী (র) বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন অপেক্ষা তাক্ওয়ায় অভিজ্ঞ এবং জ্ঞান-গরিমায় মুত্তাকী আর কাউকে দেখিনি। ইব্ন আওন (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন এ উম্মতের সবচেয়ে বড় আশাবাদী, চারিত্রিক পবিত্রতায় নিজের প্রতি সবচেয়ে কঠোর এবং কঠিন আল্লাহ্ভীরু। ইব্ন আওন (র) বলেন ঃ পৃথিবীতে তিন ব্যক্তির ন্যায় আর কেউ ক্রন্দন করেননি। ইরাকে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, হিজাযে কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ এবং সিরিয়ায় রজা ইব্ন হায়াত। তারা বর্ণে বর্ণে হাদীস বর্ণনা করতেন। শা'বী (রা) বলতেন ঃ তোমরা এই বধির লোকটি তথা মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনকে আঁকড়ে ধর। ইব্ন শাওযাব (র) বলেন ঃ আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন অপেক্ষা দুঃসাহসী আর কাউকে দেখিনি। উছমান আল-বাত্তী (র) বলেন ঃ বসরায় বিচারকার্যে তাঁর তুলনায় দক্ষ আর কাউকে দেখিনি। ইতিহাসবিদগণ বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন এ বছরের ৯ শাওয়াল– হাসান ইব্ন আবুল হাসান-এর ইন্তিকালের একশত দিন পর ওফাতপ্রাপ্ত হন।

পরিচ্ছেদ

গ্রন্থকারের জন্য উচিত ছিল উপরিউল্লিখিত কবিদের জীবন-চরিত আলোচনার আগে এই শ্রেষ্ঠ আলিমগণের জীবন-চরিত আলোচনা করা। প্রয়োজন ছিল প্রথমে এ আলিমগণের আলোচনা করে পরে কবিদের জীবনী আলোচনা করা। শুধু তাই নয়, তিনি কবিদের জীবনীতে বক্তব্য দীর্ঘ করেছেন এবং আলিমগণের জীবনী সংক্ষিপ্ত করেছেন; যদিও তাতে সৌন্দর্য ও এমন প্রচুর জ্ঞান রয়েছে, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হতো। তা ছাড়া কবিদের স্তুতি প্রশংসা অপেক্ষা আলিমগণের আলোচনা বেশী উপকারীও বটে। বিশেষ করে হাসান, ইব্ন সীরীন (র) ও ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ (র)-এর আলোচনা। ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ-এর আলোচনা এই পরিশিষ্টে পরে আসছে। গ্রন্থকার তাঁকে নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য যে, একজন গ্রন্থকার গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন। কাজেই বিশিষ্ট আলিমগণের জীবনের কিছু অংশ ও প্রজ্ঞার কথা বাদ দেওয়া শোভনীয় নয়। কেননা, মানুষ সেসব বিষয়ও জানতে এবং সে নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হয়ে থাকে। বিশেষতঃ মানুষের হৃদয়ে পূর্বসূরী আলিমগণের বক্তব্যের বিশেষ স্থানই রয়েছে। গ্রন্থকার আসমাউর রিজাল বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম, 'আত-তাকমীল'। জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত তিনি 'আত-তাকমীল'-এর আলোচনাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। আর আমি নিজেও সেই কিতাবটির সন্ধান পাইনি এবং আমি যেসব আলিমকে জিজ্ঞাসা করেছি, তারাও এ ব্যাপারে অবগত নন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এমন বহু লোককে আমি কিতাবটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কোন তথ্য দিতে পারেননি। অন্যদের কথা আর কী বলব। তবে অধিকাংশ জীবনীতে আমি আমার জ্ঞানের পরিধি অনুপাতে গ্রন্থকারের আলোচনার চেয়েও বেশী আলোচনা করেছি। যদি আমার নিকট প্রয়োজনীয় কিতাবাদি থাকত, তাহলে এ বিষয়ে তৃপ্তি সহকারে আলোচনা করতাম। কেননা, জ্ঞান হলো মু'মিনের হারানো সম্পদ। তাছাড়া আখিরাত-অনুরাগী ও আল্লাহ্র নিকট যা কিছু আছে তার অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এত বেশী উপকৃত হবে, যতটুকু উপকার পরবর্তী ব্যক্তিবর্গ ও রাজা-বাদশাহদের জীবনী থেকে লাভ করা যায় না। পাশাপাশি তা অত্যাচারী ও স্বৈরশাসকদের জন্যও হিতকর।

কেননা, মৃত্যুর পর ন্যায়পরায়ণ কিংবা যালিম শাসকদের উল্লেখ-আলোচনা তাদের জন্য মর্যাদা ও জীবিতদের দুঃখ প্রকাশের নামান্তর। কেননা, তখন যালিম ভেবে বসে যুল্মু-অত্যাচার ও বিশৃংখলায় জড়িত থাকা সত্ত্বেও মরেও সে অমর। বরং সে আলিমগণের নিকট কিতাবে গ্রন্থিত। ন্যায়পরায়ণ সৎকর্মশীল শাসকদের অবস্থাও অনুরূপ। কেননা, মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে রাজা-বাদশাহ্, ফিরআওন, কাফির ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে যে, যাতে মানুষ তাদের অবস্থাদি ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে। অনুরূপভাবে পদাংক অনুসরণ ও দুঃখ প্রকাশের লক্ষ্যে আল্লাহ্ভীরু, সৎ কর্মপরায়ণ ও নেককার মু'মিনগণের কাহিনীও বিবৃত করেছেন। কাজেই আমি বলব, মহান আল্লাহ্ যেন আমাকে তাওফীক দান করেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হাসান

ইনি বিশিষ্ট ইমাম ও ফকীহ আবূ সাঈদ আল-বসরী। ইল্ম, আমল ও ইখলাসে মহান তাবেঈগণের একজন। ইব্ন আবুদ্-দুনয়া (র) তাঁর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি বিশ বছর ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন, অথচ, তার প্রতিবেশী বিষয়টা জানত না। আবার এক ব্যক্তি এক রাত কিংবা এক রাতের কিছু সময় নামায পড়ে সকাল বেলা তার প্রতিবেশীর উপর বাহাদুরী দেখায়। লোকজন এসে জড়ো হয়ে তার আলোচনা করতে শুরু করে। ফলে, তার চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে আসে। সে তা যথাসম্ভব দমন করার চেষ্টা করে। তাতে সফল হয়ে সে জনতাকে ত্যাগ করে চলে যায়।

হাসান (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি উমর ইব্ন আবদুল আযীয-এর নিকট দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলল। ফলে তিনি তাকে ঘুষি মেরে বললেন ঃ নিশ্চয় এর মধ্যে ফেতনা রয়েছে। ইব্ন আবুদ্-দুন্ইয়া হাসান সূত্রে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেন। তাবারানীও তাঁর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ ক্ষমার আশা ও রহমতের প্রত্যাশা একদল মানুষকে উদাসীন করে ফেলে। ফলে তারা কোন নেক আমল ছাড়াই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে। তাদের কেউ বলত ঃ আমি মহান আল্লাহ্র সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করি এবং মহান আল্লাহ্র রহমতের আশা রাখি। অথচ, সে মিথ্যা বলেছে। যদি সে মহান আল্লাহ্র সম্বন্ধে ভাল ধারণা-ই পোষণ করত, তাহলে অবশ্যই সে মহান আল্লাহ্র জন্য ভাল আমল করত। যদি সে মহান আল্লাহ্র রহমতের আশা করত, তাহলে অবশ্যই নেক আমলের মাধ্যমে সে তাঁর অন্বেষণ করত। কেউ যদি পাথেয় ও পানি ছাড়া বিজন মরু এলাকায় প্রবেশ করে, তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য।

ইব্ন আবুদ্-দুন্ইয়া (র) হাসান (র) থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ তোমরা এই অন্তরগুলোর সঙ্গে মত বিনিময় কর। কেননা, এগুলো দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর এই নফ্সগুলোকে ঘৃণা কর। কেননা, এগুলো চরম শোচনীয়ভাবে কব্য করা হবে। মালিক ইব্ন দীনার বলেন, আমি হাসানকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আলিম যখন দুনিয়াকে ভালবাসবে, তখন তাঁর পরিণতি কী হবে ? তিনি বললেন ঃ আত্মার মৃত্যু। কেননা, তিনি যখন দুনিয়া অন্বেষণ করবেন, অন্বেষণ করবেন আখিরাতের আমলের বিনিময়ে। তখনই তাঁর থেকে ইল্মের বরকত বিদূরিত হয়ে যাবে এবং তার নিকট ইলমের বাহ্যিক রূপটাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।

ফাতান্নী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ হাসান এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যান। কিন্তু গিয়ে দেখেন, তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন। হাসান বললেন ঃ শুনুন, মহান আল্লাহ্ আপনাকে স্মরণ করেছেন। কাজেই আপনিও তাঁকে স্মরণ করুন। তিনি আপনাকে সুস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আপনি তার শোকর আদায় করুন। তারপর, হাসান বললেন ঃ রোগ হলো দয়ালু রাজার পক্ষ থেকে এক বেত্রাঘাত। রুগ্ন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হওয়ার পর হয়তো দ্রুতগামী ঘোড়ায় পরিণত হবে, নতুবা পদস্খলিত দংশিত গর্দভে পরিণত হবে। 'আতাবী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ হাসান ফারকাদ-এর নিকট পত্র লিখেন ঃ

হাম্দ ও সালাতের পর। আমি আপনাকে ওসিয়ত করছি মহান আল্লাহ্কে ভয় করে চলার, মহান আল্লাহ্ আপনাকে যে ইল্ম দান করেছেন, সে অনুপাতে আমল করার, মহান আল্লাহ্র সেই ওয়াদার জন্য প্রস্তুত থাকার, যা প্রতিহত করার সাধ্য কারো নেই এবং যা আপতিত হওয়ার পর অনুশোচনা কোন উপকার করবে না। অতএব, আপনি মাথা থেকে অলসদের ওড়না সরিয়ে ফেলুন, অজ্ঞদের নিদ্রা থেকে সজাগ হোন এবং পায়ের গোছা আবরণমুক্ত করুন। কেননা, দুনিয়া হলো প্রতিযোগিতার ময়দান এবং শেষ পরিণতি হলো জান্নাত কিংবা জাহান্নাম। আরো কারণ হলো, আমার ও আপনার জন্য মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন একটি স্থান নির্ধারিত রয়েছে, যেখানে তিনি আমাকে–আপনাকে তুচ্ছ ও সূক্ষ্ম, প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। আমাকে ও আপনাকে তিনি যা কিছু জিজ্ঞাসা করবেন, তা থেকে মনের কুমন্ত্রণা, চোখের পলক, কানের শ্রবণ ও তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বিষয়ও বাদ যাবে বলে আমি মনে করি না।

ইব্ন কুতায়বা হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি ইব্ন হুবায়রার দরযা হয়ে কোথাও যান। সেখানে তিনি একদল কারীকে দেখতে পান, যারা ফকীহ্ও। তারা ইব্ন হুবায়রার দরযায় উপবিষ্ট। হাসান তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ তোমরা পরিচ্ছন্ন জুতা ও সাদা পোশাক পরিধান করে এদের দ্বারে ছুটে এসেছ ? তারপর তিনি নিজ সহচরদের উদ্দেশ করে বলেন ঃ এই জুতাগুলো সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী ? এদের মজলিস মুত্তাকীদের মজলিস নয়। এদের মজলিস হলো, পুলিশের মজলিস।

খারাইতী হাসান সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন কোন বস্তু ক্রয় করতেন এবং তার মূল্যে ঘাটতি থাকত, পণ্যের মালিককে তিনি তা পূরণ করে দিতেন। একদিন হাসান একদল মানুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। তারা বলাবলি করছিল যে, পুরো দিরহাম ও পুরো দীনার থেকে এক দানিক কমে গিয়েছে। এক দিরহামের মূল্যমান অর্ধেক কিংবা এক-চতুর্থাংশ কমে গিয়েছে এবং দশ দিরহাম সাড়ে নয় দিরহাম হয়ে গিয়েছে। হাসান এসব পণ্যের প্রতিবিধান করতে ভালবাসতেন। তিনি যদি কোন পণ্য এক দানিক কম এক দিরহামে ক্রয় করতেন, মালিককে প্রদান করতেন পূর্ণ এক দিরহাম। কিংবা মূল্য যদি সাড়ে নয় দিরহাম হতো, তাহলে মানবতা ও মর্যাদার খাতিরে দিতেন দশ দিরহাম।

আবদুল আ'লা আস-সিমসার বলেন যে, হাসান বলেছেন ঃ হে আবদুল আ'লা! আচ্ছা, মানুষ কি এমন করে যে, সে তার ভাইয়ের নিকট কাপড় বিক্রি করে মূল্য দুই দিরহাম বা তিন দিরহাম কমিয়ে দিল ? আমি বললাম, না, আল্লাহ্র শপথ! এক দানিকও নয়। হাসান বললেনঃ মানবতা প্রদর্শনের এই চরিত্র তাহলে এখন আর অবশিষ্ট নেই ? আবদুল আ'লা বলেন ঃ হাসান

বলতেন ঃ মানবতা ছাড়া দ্বীন হয় না। একবার তিনি তাঁর একটি খচ্চর বিক্রি করেন। ক্রেতা তাঁকে বলল ঃ হে আবূ সাঈদ! আমার জন্য কিছু কম নিবেন কি ? তিনি বললেন ঃ আপনার জন্য পঞ্চাশ দিরহাম। আরো কমাব ? ক্রেতা বলল ঃ না, আমি সম্মত। মহান আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দিন।

ইব্ন আবুদ্-দুন্ইয়া হামযা আল-আ'মা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হামযা আল-আ'মা বলেছেন ঃ আমার মা আমাকে হাসান-এর নিকট নিয়ে গিয়ে বললেন ঃ হে সাঈদের পিতা ! আমার ইচ্ছা, আমার এই ছেলে আপনাকে আঁকড়ে থাকুক। হয়ত মহান আল্লাহ্ আপনার ওসীলায় তাকে উপকৃত করবেন। হামযা বলেন ঃ তখন থেকে আমি তাঁর নিকট বারবার যাওয়া-আসা করতে থাকি। একদিন তিনি আমাকে বললেন ঃ বৎস! তুমি সব সময় আখিরাতের কল্যাণ লাভের আশায় মনে দুঃখ রাখ। তাতে হয়ত সে এসে তোমাকে ধরা দিবে। রাত-দিন সব সময় নির্জনে কান্নাকাটি কর। আশা করি, তোমার প্রভু তোমার প্রতি সদয় হবেন এবং তুমি সফলকাম লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন ঃ আমি হাসান-এর নিকট তাঁর গৃহে প্রবেশ করতাম। দেখতাম, তিনি ক্রন্দন করছেন। অনেক সময় তাঁর নিকট গিয়ে দেখতাম, তিনি নামায পড়ছেন আর আমি তাঁর ক্রন্দন ও ফোঁপানি শুনতাম। একদিন আমি তাঁকে বললাম, আপনি বেশী কাঁদছেন! তিনি বললেন ঃ বৎস! মু'মিন না-ই যদি কাঁদল, তো করবেটা কী ? শোন বৎস! ক্রন্দন মানুষকে রহমতের দিকে ডেকে নিয়ে যায়। কাজেই যদি পার, জীবনটা তুমি কেঁদে অতিবাহিত কর। তাহলে আশা করা যায়, মহান আল্লাহ্ তোমাকে রহম করবেন। তখন তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে। তিনি আরো বলেন ঃ সব মানুষকেই ঘরে প্রবেশ করতে হবে– হয় জান্নাতে নতুবা জাহান্নামে। সেখানে তৃতীয় কোন আবাস নেই। তিনি আরো বলেছেন ঃ আমি জানতে পেরেছি, মহান আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তি অশ্রু ফোঁটাটি পতিত হওয়া মাত্র সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। তিনি আরো বলেন ঃ কেউ যদি জনসমাজে মহান আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে, মহান আল্লাহ্ তাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর সব আমলের-ই ওযন আছে। তবে মহান আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন এর ব্যতিক্রম। অশ্রু দ্বারা কোন কিছু পরিমাপ করা যায় না। তিনি আরো বলেছেন ঃ বান্দা ক্রন্দন করলে তার অন্তর তার পক্ষে সত্যতার কিংবা বিপক্ষে মিথ্যাচারের সাক্ষ্য প্রদান করে।

ইব্ন আবুদ্-দুন্ইয়া হাসান থেকে কিতাবু ইয়াকীনে বর্ণনা করেন যে, হাসান বলেন ঃ মুসলমানের লক্ষণ হলো, দ্বীনে শক্তিশালী হওয়া, কোমলতা প্রদর্শনে আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া, ইয়াকীনের সঙ্গে ঈমান থাকা, বিদ্যায় প্রজ্ঞাবান হওয়া, কোমল আচরণে কঠিন হওয়া, হকের পথে দান করা। সচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, অভাবে ধৈর্যধারণ করা, শক্তি থাকা সত্ত্বেও অনুগ্রহ করা, আনুগত্যের পাশাপাশি হিতকামনা করা, উৎসাহ-উদ্দীপনায় তাকওয়া অবলম্বন করা এবং বিপদে পবিত্রতা অবলম্বন ও ধৈর্যধারণ করা। তার উদ্দীপনা যেন তাকে ধ্বংস না করে, তার জিহ্বা যেন তাকে ছাড়িয়ে না যায়, তার চক্ষু যেন তাকে অতিক্রম না করে, তার গোপনাঙ্গ যেন তাকে পরাজিত না করে, তার প্রবৃত্তি যেন তাকে আকৃষ্ট না করে, তার রসনা যেন তাকে অপদস্থ না করে, তার লোভ যেন তাকে হীন না করে, তার নিয়ত যেন ছোট না হয়। বর্ণনাকারী হাসান থেকে এই ভাষ্যই উদ্ধৃত করেছেন।

ইব্‌ন আবুদ্-দুন্‌ইয়া যথাক্রমে আবদুর রহমান ইব্‌ন সালিহ্, হাকাম ইব্‌ন যুহায়র ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুখতার সূত্রে হাসান থেকে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, হাসান বলেন ঃ হে আদম সন্তান! মহান আল্লাহ্‌র হাতে যা কিছু আছে, তদপেক্ষা তোমার হাতে যা আছে তার উপর বেশী নির্ভর করা তোমার ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ।

হাসান থেকে যথাক্রমে আওন ইব্‌ন আবূ শাদ্দাদ, হাফ্‌স ইব্‌ন সুলায়মান আবূ মুকাতিল, মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল আল-জীলী ও আলী ইব্‌ন ইবরাহীম আল-ইয়াশকুরী সূত্রে ইব্‌ন আবদি-দুনয়া বর্ণনা করেন যে, হাসান বলেন ঃ লুকমান (আ) তাঁর ছেলেকে বলেছেন ঃ শোন বৎস! বিশ্বাস ছাড়া আমল করার শক্তি পাওয়া যায় না। যার বিশ্বাস দুর্বল, তার আমলও দুর্বল। তিনি আরো বলেন ঃ বৎস! তোমার নিকট শয়তান যখন সংশয়-সন্দেহের দিক থেকে আসবে, তখন তাকে বিশ্বাস ও সুদপদেশ দ্বারা জয় করবে। যখন আলস্যের দিক থেকে আসবে, তখন তাকে কবর ও কিয়ামতের স্মরণ দ্বারা পরাজিত করবে। যখন আশা ও ভয়ের দিক থেকে আসবে, তখন তাকে জানিয়ে দিবে, দুনিয়া বিচ্ছেদ্য ও পরিত্যাজ্য।

হাসান (র) বলেন ঃ বান্দা যদি জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যথাযথ বিশ্বাস লালন করে, তাহলে অবশ্যই সে বিনীত, বিগলিত, দৃঢ়পথ, সরল-সোজা হয়ে যাবে এবং এই অবস্থায়ই তার মৃত্যু আসবে। তিনি আরো বলেন ঃ আমি বিশ্বাস দ্বারা জান্নাত অন্বেষণ করেছি। বিশ্বাস দ্বারা জাহান্নাম থেকে পলায়ন করেছি। আমি বিশ্বাস দ্বারা পরিপূর্ণরূপে ফরযসমূহ আদায় করেছি। এবং আমি বিশ্বাস দ্বারা সত্যের উপর অবিচল থাকি। মহান আল্লাহ্‌র সুস্থ নিরাপদ রাখার মধ্যে বিপুল কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি মানুষকে দেখেছি, তারা সুখের দিনে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু যখন বিপদ নেমে আসে, তখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তিনি আরো বলেন ঃ সুদিনে মানুষ সব সমান। কিন্তু যখন বিপদ আপতিত হয়, তখন সুপুরুষরা আলাদা হয়ে যায়। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ যখন বিপদ নেমে আসে, তখন কে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করে আর কে গায়রুল্লাহ্‌র দাসত্ব করে, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। অন্য বর্ণনায় আছেঃ যখন বিপদ নেমে আসে, তখন মু'মিন তার ঈমানের নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, আর মুনাফিক গিয়ে আশ্রয় নেয় তার নিফাকের নিকট।

হাসান (র) হতে যথাক্রমে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নুল মুখতার, মা'মার আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল মুবারক সূত্রে ফিরয়াবী 'ফাযায়িলে কুরআনে' বর্ণনা করেছেন যে, হাসান বলেন ঃ অনেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ও শিশু এই কুরআন পাঠ করেছে। যাদের এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। তারা তাদের পূর্বসূরীদের নিকট থেকে এর শিক্ষালাভ করেনি।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

'এক কল্যাণময় কিতাব। তা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।' (সূরা সাদ ২৯)।

তাদাব্বুরে আয়াত পবিত্র কুরআনের অনুসরণ ব্যতীত কিছু নয়। শুনে রাখুন, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, পবিত্র কুরআনের বর্ণমালা মুখস্থ করা আর তার বিধি-বিধান লংঘন

করা তাদাব্বুর নয়। অনেকে বলে থাকে, আমি পূর্ণ কুরআন পাঠ করেছি, তার একটি বর্ণও বাদ দেইনি। আল্লাহ্‌র শপথ, সে পূর্ণ কুরআনকেই বাদ দিয়েছে। চরিত্রে ও আমলে কুরআন তাকে সমর্থন করে না। কেউ কেউ বলে থাকে, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি মনে মনে সূরা পাঠ করে থাকি। না, আল্লাহ্‌র শপথ, সে কারী নয়, আলিম নয়, বিজ্ঞও নয়, মুত্তাকীও নয়। এভাবে পাঠ করলে হয় কী করে! আল্লাহ্ সমাজে এ জাতীয় লোকদের আধিক্য না করুন। তারপর হাসান (র) জুনদুব (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, জুনদুব বলেন ঃ হুযায়ফা (র) আমাদেরকে বলেন ঃ তোমরা কি কোন কিছু ভয় কর ? জুনদুব বলেন ঃ আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয় তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাদের নিকট সবচেয়ে তুচ্ছ মানুষ। জবাবে হুযায়ফা বললেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা আমাদের-ই নিকট থেকে শিক্ষালাভ করেছ। তথাপি এই উম্মতের শেষ যুগে একটি প্রজন্ম কুরআন পাঠ করবে। তারা নিকৃষ্ট খেজুর ছুঁড়ে ফেলার মত কুরআনকেও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেবে। কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের কুরআন পাঠ তাদের ঈমানের আগে আগে অগ্রসর হবে।

ইব্‌ন আবুদ্-দুন্ইয়া গীবতের নিন্দায় হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে, হাসান বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! পঁচন যেরূপ মানুষের দেহে দ্রুত ছড়িয়ে যায়, তেমনি গীবতও মু'মিনের দ্বীনের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি বলতেন ঃ হে আদম সন্তান ! তোমার মধ্যে যে দোষ আছে, যতক্ষণ না মানুষ সে সম্পর্কে অবহিত হবে এবং যতক্ষণ না তুমি স্ব-উদ্যোগে তার সংশোধনের কাজ শুরু না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ঈমানের হাকীকতের নাগাল পাবে না। যখন তুমি তা করবে, তোমার আনুগত্যে তা হয়ে উঠবে তোমার একমাত্র ব্যস্ততা। আর এই চরিত্রের মানুষ-ই মহান আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়।

হাসান বলেন ঃ তোমার ও ফাসিকের মাঝে কোন মর্যাদা নেই। তিনি আরো বলেন ঃ বিদআতীর কোন গীবত হয় না। আসসানাত ইব্‌ন তারীফ বলেন ঃ আমি হাসানকে বললাম ঃ যে পাপিষ্ঠ তার পাপের কথা প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়, আমি যদি তার দোষ আলোচনা করি, তা কি গীবত হবে ? তিনি বললেন ঃ না, তার কোন সম্মান নেই। তিনি আরো বললেন ঃ যখন তার পাপাচার প্রকাশই হয়ে পড়ল, তখন আর তার কোন গীবত নেই। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর মানুষের গীবত করা হারাম নয়। প্রকাশ্যে পাপকারী, অত্যাচারী শাসক ও বিদআতী।

এক ব্যক্তি হাসানকে বলল ঃ আপনার মধ্যে দোষ খুঁজে বের করার পথ আবিষ্কারের লক্ষ্যে একদল লোক আপনার সঙ্গে উঠাবসা করে। জবাবে তিনি বললেন ঃ তুমি নিজেকে ভারমুক্ত কর। আমি আমার নফসকে জান্নাতে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়েছি, সে প্রলুব্ধ হয়েছে। তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের লোভ দেখিয়েছি, তাতেও সে প্রলুব্ধ হয়েছে। তাকে মানুষ থেকে নিরাপত্তার লোভ দেখিয়েছি। কিন্তু আমি তার জন্য কোন পথ খুঁজে পাইনি। কেননা, মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতার প্রতিই সন্তুষ্ট নয়, এমতাবস্থায় তারা তাদের-ই ন্যায় সৃষ্টির প্রতি কিভাবে সন্তুষ্ট হবে ?

তিনি আরো বলেন ঃ আলিমগণ বলতেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে এমন পাপের অপবাদ আরোপ করে, যার থেকে সে তাওবা করেছে, সে নিজে ঐ পাপে লিপ্ত না হয়ে মরবে না।

হাসান বলেন ঃ লুকমান তাঁর ছেলেকে বলেছেন ঃ বৎস! তুমি নিজেকে মিথ্যাচার থেকে রক্ষা কর। কেননা, মিথ্যা হলো চড়ুই পাখির গোশতের ন্যায় লোভনীয়, যার মালিক অল্প সময়েই তা ভুনা করে ফেলতে পারে।

হাসান বলেন ঃ মানুষকে যাচাই কর তাদের আমল দ্বারা এবং মুখের কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ কর না। কেননা, মহান আল্লাহ্ পক্ষে কিংবা বিপক্ষে আমলের প্রমাণ উপস্থাপন না করে কোন কথা বলেননি। অতএব, তুমি যদি কোন ভাল কথা শ্রবণ কর, তাহলে যে ব্যক্তি কথাটা বলল, তাকে যাচাই করে দেখ। যদি তার মুখের কথা কাজের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে তো ভাল। আর যদি কথায়-কাজে মিল না থাকে, তাহলে সে তোমার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল। এবার সতর্ক থাক, যেন সে তোমাকে ধোকা দিতে না পারে, যেমনটি মানুষ ধোকা দিয়ে থাকে। নিশ্চয় তুমি কথাও বল, কাজও কর। কিন্তু তোমার কাজই কথা অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তুমি কিছু আমল গোপনে কর, কিছু প্রকাশ্যে কর। এর মধ্যে গোপন আমলই তোমার নিকট বেশী মূল্যবান। তুমি কিছু কাজ দুনিয়ার জন্য কর, কিছু আখিরাতের জন্য। দুনিয়ার কাজ অপেক্ষা আখিরাতের কাজই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। হাসান থেকে যথাক্রমে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুখতার, মা'মার, 'আবদান ইব্‌ন উছমান ও হামযা ইব্‌নুল আব্বাস সূত্রে ইব্‌ন আবুদ্-দুন্ইয়া বর্ণনা করেন যে, হাসান বলেনঃ যখন তুমি বার্ধক্যে উপনীত হবে, তখন এমন লোকের সাক্ষাৎ পাবে, যার গায়ের রং সাদা, জিহ্বা ধারাল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং হৃদয় ও আমল মৃত। তুমি তাকে নিজ সত্তা অপেক্ষা ভাল চিনবে। তুমি কতগুলো দেহ দেখতে পাবে, অন্তর দেখবে না। শব্দ শুনবে, মানুষ দেখবে না। তারা হবে রসনায় সজীব-সতেজ, কিন্তু অন্তরে নির্জীব। তাদের কেউ অন্যের সম্পদ ভোগ করবে আর নিজের শ্রমিকদের জন্য কান্নাকাটি করবে। পরে যখন বদহযম তাকে যন্ত্রণা দিতে শুরু করবে, তখন বলবে, হে দাসী! কিংবা বলবে, হে গোলাম! আমাকে হযমকারী ঔষধ এনে দাও। আরে মিসকীন! তুমি তোমার দ্বীন ছাড়া অন্য কিছু হযম করেছ কি ?

তিনি আরো বলেন ঃ যার পরিধেয় পাতলা, তার দ্বীনও পাতলা। যার দেহ মোটা তার দ্বীন হলো জীর্ণ। যার খাদ্য যত সুস্বাদু, তার উপার্জন তত গন্ধময়। আজিরী হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ মু'মিনের পুঁজি হলো দ্বীন। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীন আছে, ততক্ষণ তার পুঁজি আছে। চলার পথে দ্বীন কখনো মু'মিনের বিপক্ষে কাজ করে না। তার বিরুদ্ধাচরণ করে মানুষ রেহাই পায় না।

তিনি لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (শপথ তিরস্কারকারী আত্মার) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তুমি এমন মু'মিনের সাক্ষাৎ পাবে না, যে তার আত্মাকে তিরস্কার করে না। সে বলে, আমি তো এ কথা বলতে চাইনি, আমি তো এই খাবার খেতে চাইনি, আমি তো এই মজলিসে বসতে চাইনি। পক্ষান্তরে, পাপিষ্ঠ মানুষ পা পা অগ্রসর হয়; কিন্তু সে তার আত্মাকে তিরস্কার করে না। তিনি আরো বলেন ঃ তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও কষ্ট স্বীকার করে চল। কেননা, প্রতিটি রাতই হিসাবে গণ্য করা হয়। আর তোমরা হলে দাঁড়িয়ে থাকা কাফেলা। এমনও হতে পারে যে, তোমাদের কারো ডাক এসে গেল। ফলে সে সেই ডাকে সাড়া দেবে এবং পিছন দিকে ফিরেও তাকাবে না। কাজেই তোমরা প্রত্যাবর্তন কর সৎকর্ম নিয়ে। নিশ্চয় এই সত্য মানুষকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে এবং তাদেরও খেয়াল-খুশীর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আর এই সত্যের উপর দৃঢ়পদ থাকে সেই ব্যক্তি, যে নিজের মর্যাদা ও পরিণতি

সম্পর্কে অবগত। তিনি আরো বলেন ঃ মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত সুপথে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার আপনা থেকে তাকে উপদেশকারী কেউ থাকে এবং যথাযথ গুরুত্বের সাথে আত্মপর্যালোচনা করে।

হাসান থেকে যথাক্রমে ইয়াহ্ইয়া ইবনুল মুখতার, মা'মার, আবদুল্লাহ্ ইব্নুল মুবারক, ইসমাঈল ইব্ন যাকারিয়্যা ও আবদুল্লাহ্ সূত্রে ইব্ন আবুদ্-দুনয়া আত্ম-পর্যালোচনা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান বলেন ঃ মু'মিন তার আত্মার নিয়ন্ত্রক। মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সে আত্ম-পর্যালোচনা করে থাকে। যারা দুনিয়াতে আত্ম-পর্যালোচনা করে কিয়ামতে তাদের হিসাব হাল্কা হবে। আর যারা পর্যালোচনা ব্যতীত দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করে, কিয়ামতে তাদের হিসাব কঠিন হবে। মু'মিনের অভ্যাস হল, তার কাছে কোন বস্তু অকস্মাৎ এসে পড়লে এবং তা তাকে চমৎকৃত করলে সে বলে, তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল এবং আমি তোমাকে কামনা করছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার ও তোমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল। আবার কোনবস্তু তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেলে সে প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে, ইনশাআল্লাহ্ আর কখনো আমি এটি কামনা করব না। মু'মিনগণ এমন এক জাতি, পবিত্র কুরআন যাদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করে রেখেছে এবং তাদের ও তাদের ধ্বংসের মাঝে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করিয়েছে। দুনিয়াতে মু'মিন এমন এক কয়েদী, যে মুক্তি লাভের প্রচেষ্টায় রত এবং সে মহান আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ না করা পর্যন্ত নিরাপত্তা বোধ করে না। সে মনে করে তার কান, চোখ, জিহ্বা ও প্রতিটি অঙ্গের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি আরো বলেন ঃ সন্তুষ্ট থাকা অত্যন্ত কঠিন কাজ। মু'মিনের ভরসা হল ধৈর্য। তিনি আরো বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি নিজের ব্যাপারে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও। কেননা, যদি তুমি জাহান্নামে প্রবেশ কর তাহলে তারপর আর কখনো তোমাকে বাধ্য করা হবে না।

ইব্ন আবুদ্-দুন্ইয়া (র) বর্ণনা করেন যে, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) বলেন, আমি হাম্মাদ ইব্ন যায়দকে হাসান থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ মু'মিন দুনিয়াতে মুসাফিরের ন্যায়। দুনিয়া ব্যতীত সে অন্যত্র প্রতিযোগিতা করে না এবং দুনিয়ার লাঞ্ছনায় বিচলিতও হয় না। মানুষের অবস্থা এক, তার অবস্থা আরেক। মানুষ তার থেকে শান্তিতে বসবাস করে। সে ব্যস্ত থাকে নিজেকে নিয়ে। তিনি আরো বলেন ঃ বিপদাপদ যদি না হত, অল্প ক'দিনেই মানুষ নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলত।

তিনি আরো বলেন ঃ আমি এই উম্মতের নেতৃবর্গ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে পেয়েছি এবং তাদের মাঝে আমার দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহ্র শপথ! মহান আল্লাহ্ তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন, সে ক্ষেত্রে তোমরা যতটুকু নির্মোহ, তারা মহান আল্লাহ্ তাদের জন্য যা হালাল করেছেন, সে ক্ষেত্রে তদপেক্ষা বেশী নির্মোহ ছিলেন। আমি তাদেরকে তাদের প্রভুর কিতাব অনুযায়ী আমলকারী ও তাদের নবীর সুন্নতের অনুসারী পেয়েছি। তাদের একজনও কোন কাপড় ভাঁজ করেননি, নিজের ও মাটির মাঝে কোন বস্তু রাখেননি এবং তাঁর পরিজনকে খাবার প্রস্তুত করার আদেশ দেননি। ঘরে প্রবেশ করার পর যদি কোন খাদ্য পেশ করা হত, তাহলে খেতেন। অন্যথায় চুপ থাকতেন, সে ব্যাপারে কোন কথা বলতেন না। তিনি আরো বলেন ঃ মুনাফিক যখন নামায পড়ে, পড়ে লোক দেখানোর জন্য কিংবা লোক লজ্জায় অথবা

মানুষের ভয়ে। যদি তার কোন নামায ছুটে যায়, তার জন্য সে অনুতপ্ত হয় না ও দুঃখবোধ করে না। আন্-নুকাত গ্রন্থের রচয়িতার বর্ণনা মতে হাসান বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিআমতরাজির জন্য মহান আল্লাহ্র প্রশংসাকে দুর্গ ও প্রতিরোধক, সম্পদের যাকাত আদায় করাকে বেড়া ও প্রহরী এবং ইল্‌মকে নিজের জন্য দলীলরূপে বরণ করে নিল, সে ধ্বংস থেকে নিরাপত্তা লাভ করল এবং উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হল। আর যে ব্যক্তি সম্পদের শিকারীতে পরিণত হল, সম্পদ অর্জনের স্বার্থে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন করল এবং সম্পদ তাকে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে উদাসীন রাখল, সেই ব্যক্তি নিজের উপর যুলুমকারী এবং তার দু'হাত যা অর্জন করেছে, তার ফলে নিজ আত্মাকে জখমকারীরূপে বিবেচিত হবে। এবং মহান আল্লাহ্ তার সম্পদের উপর ছিনতাইকারী লেলিয়ে দিবেন এবং কোন অবস্থাতেই সে আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে না।

কেউ কেউ বলেন ঃ এই উক্তি হাসান-এর নয়— অন্য কারো। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

হাসান বলেন ঃ এমন চারটি গুণ আছে, যার মধ্যে সেগুলো বিদ্যমান থাকবে। মহান আল্লাহ্ তার উপর তাঁর ভালবাসা ঢেলে দিবেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দিবেন। যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে, গোলামের সঙ্গে সদয় আচরণ করে ইয়াতীমের প্রতিপালন করে এবং দুর্বলকে সাহায্য করে। হাসানকে নিফাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জওয়াবে তিনি বলেন ঃ নিফাক হল, গোপন ও প্রকাশ্য এবং ভিতর ও বাহির ভিন্ন হওয়া। তিনি আরো বলেন ঃ নিফাককে মু'মিন ছাড়া কেউ ভয় করে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাকে নিরাপদ ভাবে না। হাসান (র) শপথ করে বলেন ঃ অতীত ও বর্তমান সব মু'মিনই নিফাককে ভয় করে থাকে। পক্ষান্তরে এমন কোন মুনাফিক অতিবাহিত হয়নি ও বর্তমানে যত মুনাফিক বেঁচে আছে, সবাই নিফাককে নিরাপদ মনে করে।

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয হাসান-এর নিকট পত্র লিখেন ঃ 'দীনার-দিরহামের প্রতি আপনার ভালবাসা কিরূপ ?' তিনি বলেন ঃ 'আমি ওসব ভালবাসি না।' উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয পুনরায় পত্র লিখলেন ঃ আপনি শাসনভার গ্রহণ করুন। কারণ, আপনি ন্যায় বিচার করতে পারবেন।

ইবরাহীম ইব্‌ন ঈসা বলেন ঃ আমি হাসান অপেক্ষা এত অধিক দুঃখ-ভারাক্রান্ত থাকতে আর কাউকে দেখিনি এবং আমি তাকে কখনো এমন দেখিনি যে, যুগ তাকে বিপদগস্ত করে রাখেনি।

মুসাম্মা' (র) বলেন ঃ আমি যদি হাসানকে দেখতাম, তাহলে অবশ্যই বলতাম ঃ তার উপর সৃষ্টিকূলের দুঃখ এসে বিস্তার লাভ করেছে।

ইয়াযীদ ইব্‌ন হাওশাব (র) বলেন ঃ আমি হাসান ও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয অপেক্ষা চিন্তিত কাউকে দেখিনি, যেন জাহান্নাম শুধু তাদের দু'জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইব্‌ন আসবাত (র) বলেন ঃ হাসান ত্রিশটি বছর না হেসে অতিক্রান্ত করেছেন এবং চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেছেন কোন হাসি-ঠাট্টা না করে। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিনের ন্যায় সৃষ্টি জগত এমন উন্মুক্ত গোপনাঙ্গ আর ক্রন্দনকারী চোখ আর কখনো দেখেনি।

তিনি আরো বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান! নিশ্চয় তুমি আগামীতে দেখতে পাবে যে, তোমার ভাল-মন্দ সব আমল ওযন করা হচ্ছে। কাজেই, পরহেয করার ব্যাপারে কোন মন্দ

কাজকে তুচ্ছ মনে কর না। কেননা, আগামীতে যখন তাকে তোমার পাল্লায় দেখবে, তখন তার অবস্থান তোমাকে আনন্দ দান করবে।

তিনি আরো বলেন ঃ দুনিয়া নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং তোমাদের আমলসমূহ তোমাদের গলায় হার হয়ে অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন ঃ 'হে আদম সন্তান! তুমি তোমার দুনিয়াকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। তাহলে তুমি উভয় জগতে লাভবান হবে। কিন্তু আখিরাতকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি কর না। অন্যথায় উভয় ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' এই উক্তিটি লুকমান সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর ছেলেকে এ কথা বলেছিলেন।

হাসান বলেন ঃ তুমি এমন ব্যক্তিকে দেখবে, সে লাল ও সাদা পোশাক পরিধান করেছে। সে বলবে, এসে তোমরা আমাকে দেখ। হাসান বলেন ঃ আমরা তোমাকে দেখেছি হে মহা-পাপিষ্ঠ! আমরা তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি না। দুনিয়াদারগণ তোমাকে দেখার মাধ্যমে দুনিয়ার প্রতি তাদের মোহ বৃদ্ধি করেছেন এবং অন্তরে ও বাহিরে ধনী হওয়ার বাসনা অর্জন করেছে। পক্ষান্তরে আখিরাতমুখী ব্যক্তিগণ তোমাকে অপসন্দ করেছে ও তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে। হাসান বলেন ঃ যদিও ভারবাহী পশু তাদের নিয়ে কোমলভাবে দ্রুত হাঁটে, খচ্চর তাদেরকে দেখে ডাক দিতে শুরু করে এবং মানুষ তাদের ঘাড় পিষ্ট করে, তবু পাপের লাঞ্ছনা তাদের ঘাড় থেকে পৃথক হবে না। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র অবাধ্য তিনি তাকে লাঞ্ছিত না করে ছাড়েন না।

ফারকাদ বলেন ঃ আমরা হাসান-এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আবূ সাঈদ! মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আহতাম-এর বিষয়টা কি আপনাকে বিস্মিত করে না ? তিনি বললেন ঃ তার কী হয়েছে? আমরা বললাম ঃ এই খানিক আগে আমরা তার নিকট গমন করি। তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে বললেন ঃ তোমরা ঐ বাক্সটির দিকে তাকাও। বলেই তিনি তার ঘরে এক পার্শ্বে রাখা একটি বাক্সের দিকে ইঙ্গিত করে। তিনি বললেন ঃ এই বাক্সটির ভিতরে আশি হাজার দীনার কিংবা বলেন দিরহাম আছে। আমি এগুলোর যাকাত আদায় করি না। এগুলো দ্বারা আত্মীয় বাৎসল্য করি না এবং এর থেকে কোন বঞ্চিত-অসহায় মানুষ ভোগ করে না। শুনে আমরা বললাম ঃ হে আবূ আবদুল্লাহ্! তাহলে আপনি এগুলো কার জন্য সঞ্চয় করছেন। তিনি বললেন ঃ কালের ভীতি, যুগের আধিক্য এবং বাদশাহ'র অত্যাচারের জন্য। এই ঘটনা শুনে হাসান (র) বললেন ঃ তোমরা দেখ, তার শয়তানটা কোন্ দিক থেকে এসে তাকে কালের আতংক, যুগের আধিক্য ও বাদশাহর অত্যাচারের ভয় দেখিয়েছে ? তারপর তিনি বললেন ঃ হে উত্তরাধিকারী! তোমার সঙ্গী গতকাল যে প্রতারণা করেছে, তুমি অনুরূপ প্রতারণা কর না। এই সম্পদ তোমার নিকট এমনভাবে এসেছে যে, তা অর্জনে তোমার হাত ক্লান্ত হয়নি এবং কপাল ঘাম ঝরায়নি। এই সম্পদ তোমার নিকট এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে এসেছে, যার জনবল ও প্রতিরক্ষা বাহিনী ছিল। সে অন্যায়ভাবে এই সম্পদ অর্জন করেছে এবং প্রাপ্যকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তারপর হাসান (র) বলেন ঃ কিয়ামত দিবসটা নানা রকম আক্ষেপের দিবস। মানুষ সম্পদ সঞ্চয় করে সেই সম্পদ অন্যের জন্য রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মহান আল্লাহ্ তার উত্তরসূরীকে সৎকর্মপরায়ণতা এবং সৎকাজে ব্যয় করার তাওফীক দান করেন। ফলে উক্ত ব্যক্তি তার সম্পদকে অন্যের পাল্লায় দেখতে পায়।

হাসান (র) দিনের শুরুতে এই কবিতাটি দ্বারা উপমা উপস্থাপন করতেন–

وما الدنيا بباقية لحى * ولا حى على الدنيا بباق

দুনিয়াও জীবিত লোকদের জন্য চিরকাল টিকে থাকবে না, আবার জীবিত মানুষরাও দুনিয়াতে চিরকাল বেঁচে থাকবে না।

আর দিনের শেষে উপমা দিতেন এই কবিতা দ্বারা –

يسر الفتى ما كان قدم من تقى * إذا عرف الداء الَّذى هو قاتله

যুবকরা মুত্তাকী লোকদের নিকট আসা-যাওয়া করে আনন্দিত হতো, যদি সে জীবন সংহারী ব্যাধি সম্পর্কে জানত।

মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র)

নাম আবূ বাকর ইব্ন আবূ আমর আল-আনসারী। আনাস ইব্ন মালিক আন-নায্রী-এর গোলাম। তার পিতা আইনুত তাম্র যুদ্ধের বন্দীদের একজন ছিলেন। খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ (রা) অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তাকেও বন্দী করেছিলেন। পরে আনাস ইব্ন মালিক আন-নায্রী তাকে ক্রয় করে পণ নিয়ে তাকে মুক্ত করে দেন। তাঁর ঔরসে বেশ ক'টি সুসন্তান জন্মলাভ করে। তারা হলো, আলোচ্য মুহাম্মাদ, আনাস ইব্ন সীরীন, মা'বাদ, ইয়াহ্ইয়া, হাফসা ও কারীমা। তাঁরা সকলে নির্ভরযোগ্য মহান তাবিঈ। মহান আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহম করুন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন খিলাফতে উছমান-এর দুই বছর অবশিষ্ট থাকতে জন্মগ্রহণ করেন। হিশাম ইব্ন হাসসান বলেন, যত মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন তাদের সকলের চেয়ে সত্যবাদী মানুষ। সংকলকের আলোচনায় এ সকল বিষয় পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন-এর নিয়ম ছিল, যখন কেউ তাঁর নিকট কোন দোষের কথা উল্লেখ করত, তিনি তার যে গুণের কথা জানতেন, তা উল্লেখ করতেন। খাল্ফ ইব্ন হিশাম বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনকে হিদায়াত, আদর্শ ও বিনয় দান করা হয়েছে। তাঁকে দেখে মানুষ মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করত।

আনাস ইব্ন মালিক মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে যান, যেন মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন তাকে গোসল করান। মুহাম্মদ তখন কারারুদ্ধ। লোকেরা তাঁকে বিষয়টি অবহিত করে। তিনি বললেন, আমি তো বন্দী। তারা বলল, আপনাকে বের করে নেওয়ার ব্যাপারে আমরা আমীরের অনুমতি নিয়ে এসেছি। তিনি বললেন, আমাকে আমীর আটক করেনি- আমাকে আটক করেছে সেই ব্যক্তি, আমার কাছে যার হক আছে। অগত্যা মানুষ তাঁকে বের করার জন্য পাওনাদারের অনুমতি গ্রহণ করে। অতঃপর তিনি তাকে গোসল করান।

ইউনুস বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন-এর সমীপে দুটি বিষয় পেশ করা হলে তিনি যেটি দ্বীনের ক্ষেত্রে অধিক নির্ভরযোগ্য তা গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, কোন্ পাপের কারণে আমি কষ্টে নিপতিত হয়েছি, আমি তা জানি। আমি একদিন এক ব্যক্তিকে বলেছিলাম, হে মুফলিস (ফকীর)! লোকটি আবূ সুলায়মান দারানীর নিকট নালিশ করে। তিনি বলেন, পূর্বেকার লোকদের পাপ কম ছিল। তারা জানত, তারা কোথা থেকে এসেছে। আর আমাদের মত মানুষদের পাপ বেশী। তাই আমরা জানি না, আমাদেরকে কোথা থেকে আনা হয়েছে এবং কোন্ পাপের জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

হাসান (র) যখন কোন ওয়ালীমার দাওয়াত পেতেন, আগে নিজ ঘরে প্রবেশ করে বলতেন, আমাকে ছাতুর পানি দাও। তিনি ছাতুর পানি পান করতেন এবং বলতেন, আমি ক্ষুধা নিয়ে তাদের খাঞ্চা ও খাবারের নিকট যাওয়া অপসন্দ করি। তিনি মধ্য দিবসে বাজারে প্রবেশ করে তাকবীর বলতেন ও তাসবীহ পাঠ করতেন এবং মহান আল্লাহ্‌র যিকির করতেন ও বলতেন, এ সময়টা হলো মানুষের আলস্যের সময়। তিনি আরো বলেন, মহান আল্লাহ্ যখন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন, তখন তার অন্তর থেকে একজন উপদেশদাতা ঠিক করে দেন, যে তাকে আদেশ-নিষেধ করে থাকে। তিনি আরো বলেছেন, নিজ ভাইয়ের জানা দোষগুলো বর্ণনা করা এবং ভাল চরিত্র গোপন রাখা তার প্রতি এক রকম যুল্‌ম।

তিনি আরো বলেন, নির্জনবাস এক ধরনের ইবাদত। তিনি যখন মৃত্যুকে স্মরণ করতেন, তাঁর প্রতিটি অঙ্গ তার থেকে আলাদা হয়ে মরে যেতো। অন্য এক বর্ণনায় আছে তাঁর রং পরিবর্তন এবং অবস্থা বেগতিক হয়ে যেত। যেন এই লোক সেই লোক নন।

যখন তাঁকে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো, তিনি বলতেন, জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর স্বপ্নে যা দেখেছ, তা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আমি দেখলাম, যেন আমি যায়তুনের গায়ে তেল ঢালছি। তিনি বললেন, খোঁজ নিয়ে দেখ, তোমার স্ত্রী তোমার মা। লোকটি অনুসন্ধান করে দেখল। সত্যিই তার স্ত্রী তার মা। ঘটনা হলো, এক ব্যক্তি স্বল্প বয়সী এক বন্দীকে এনে প্রতিপালন করে। ছেলেটি ইসলামী রাজ্যে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়। তারপর তার মাও বন্দী হয়। প্রাপ্তবয়স্ক বন্দী ছেলেটি তাকে ক্রয় করে। সে জানত না যে, মহিলা তার মা। স্বপ্ন দেখে সে বিষয়টি মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীনকে অবহিত করে। মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন তাকে এ বিষয়টি তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেন। লোকটি অনুসন্ধান করে বিষয়টি তিনি যা বলেছেন, তাই পেল।

অপর এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমি দেখলাম যে, আমি একটি খেজুরের সঙ্গে সঙ্গম করেছি। যার ফলে খেজুরটি থেকে একটি ইঁদুর বেরিয়ে এসেছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন বললেন, তুমি এমন একজন নেক্‌কার মহিলাকে বিবাহ করবে, কিংবা বলেছেন, তুমি এমন একজন নেক্‌কার মহিলার সঙ্গে সহবাস করবে, যে একটি ফাসিক কন্যা সন্তান প্রসব করবে। পরবর্তীতে তাই হয়েছে, যা তিনি বলেছেন।

এক ব্যক্তি বলল, আমি দেখলাম, যেন আমার ঘরের ছাদে কয়েকটি গমের দানা। এক পর্যায়ে একটি মোরগ এসে দানাগুলো তুলে নিয়ে গেল। ইব্‌ন সীরীন বলেন, এই কয়েক দিনের মধ্যে যদি তোমার কোন বস্তু হারানো যায়, তাহলে তুমি আমার কাছে এসো। তারা তাদের বাড়ীর ছাদে একটি বিছানা শুকাতে দিলে সেটি চুরি হয়ে যায়। এবার লোকটি মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন-এর নিকট এসে তাকে ঘটনা অবহিত করে। শুনে তিনি বললেন, তুমি মহল্লার মুআয্‌যিনের নিকট গিয়ে তার থেকে সেটি নিয়ে নাও। লোকটি মুআয্‌যিনের নিকট থেকে বিছানাটি নিয়ে আসে।

এক ব্যক্তি বলল, আমি দেখলাম যে, একটি কবুতর জুঁই ফুল কুড়াচ্ছে। তিনি বললেন, বসরার আলিমগণ ইন্‌তিকাল করেছেন।

এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, সে আবর্জনার উপর উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটি তবলা। সে সেটি বাজাচ্ছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন

বললেন, আমাদের এ যুগে এই স্বপ্ন হাসান বসরী ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে মানায় না। তিনি বললেন, তুমি যাকে দেখেছ, তিনি হাসান ব্যতীত কেউ নন। লোকটি বলল, হ্যাঁ। তার ব্যাখ্যা হলো, আবর্জনা হলো দুনিয়া। তিনি সেটা তার দুই পায়ের নীচে রেখেছেন। আর তাঁর উলঙ্গ হওয়ার অর্থ হলো, তিনি দুনিয়ার সংস্পর্শ থেকে মুক্ত। তুমি তাকে যে তবলাটা বাজাতে দেখেছ, সেটি হলো সেসব ওয়ায, যার দ্বারা তিনি মানুষের কানে আঘাত করেন।

এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি দেখলাম যে, আমি মিসওয়াক করছি আর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন বললেন ঃ তুমি এমন এক ব্যক্তি, যে মানুষের মর্যাদায় আঘাত করে এবং তুমি তাদের গোশত ভক্ষণ কর ও তাদের দ্বারে যাওয়া-আসা কর।

এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীনকে বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমি দুর্গন্ধযুক্ত কালো কাদা মাটিতে মুক্তা দেখতে পাচ্ছি। মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন বললেন ঃ তুমি কুরআন ও ইলমকে তার অযোগ্য পাত্র এবং এমন ব্যক্তির নিকট রেখে থাক, যে তা দ্বারা উপকৃত হয় না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন-এর নিকট এক মহিলা এসে বলল ঃ আমি দেখলাম, যেন একটি বিড়াল তার মাথাটা আমার স্বামীর পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সেখান থেকে কি একটি টুকরা নিয়ে আসে। মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন মহিলাকে বললেন ঃ তোমার স্বামীর তিনশত ষোলটি দিরহাম চুরি হয়ে গেছে। মহিলা বলল ঃ আপনি সত্য বলেছেন। আপনি বিষয়টা কিভাবে জানলেন ? তিনি বললেন ঃ সিন্নুর (বিড়ালের আরবী শব্দ)-এর বর্ণের মান থেকে তিনশত ষোল হল 'সিন্নুর'-এর বর্ণমানের সমষ্টি। যেমন ঃ সীন ষাট, নূন পঞ্চাশ, ওয়াও ছয় ও রা দুইশত। মোট তিনশত ষোল। মহিলা বলল ঃ বিড়ালটি কালো। ইব্‌ন সীরীন বললেন ঃ চোর তোমারই প্রতিবেশী এক গোলাম। তারা গিয়ে প্রতিবেশী এক গোলামকে ধরে মার দিলে সে উল্লিখিত অর্থের কথা স্বীকার করে।

এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি দেখলাম যে, আমার দাড়ি লম্বা হয়ে গেছে এবং তার দিকে তাকিয়ে আছি। মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন বললেন ঃ তুমি কি মুওয়ায্যিন ? লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ। ইব্‌ন সীরীন বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর প্রতিবেশীর বাড়ী-ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত কর না।

অপর এক ব্যক্তি তাঁকে বলল ঃ আমি দেখলাম, আমার দাড়িগুলো যেন লম্বা হয়ে গেছে এবং আমি সেগুলো কেটে তা দ্বারা চাদর তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে ফেলেছি। মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন তাকে বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা, তুমি মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা।

এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি দেখলাম, যেন আমি আমার আঙ্গুলগুলো খেয়ে ফেলছি। ইব্‌ন সীরীন বললেন ঃ তুমি নিজ হাতের উপার্জন ভক্ষণ করছ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ দেখতো মসজিদে কেউ আছে কিনা ? লোকটি গিয়ে দেখে ফিরে এসে বলল ঃ মসজিদে কেউ নেই। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এ নির্দেশ দেইনি যে, তুমি গিয়ে দেখ মসজিদে কোন আমীর আছে কিনা ?

তিনি এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন, ঐ কালো মানুষটি। পরক্ষণেই বললেন ঃ আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্! আমি তো লোকটির গীবত করে ফেললাম! অথচ, লোকটি কালোই ছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন বলেছেন ঃ সাত ব্যক্তি মিলে এক মহিলাকে হত্যা করে। হযরত উমর (রা) তাদের প্রত্যেককে হত্যা করেন। তারপর তিনি বললেন ঃ ছানআর সব অধিবাসী যদি তার হত্যাকাণ্ডে অংশ নিত, তা হলে আমি তাদের প্রত্যেককে হত্যা করতাম।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ আল-ইয়ামানী (র)

মহান তাবিঈ। প্রথম যুগের কিতাবসমূহে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। গঠন-আকৃতিতে কা'ব ইব্ন আহবার-এর সঙ্গে তার মিল রয়েছে। সৎকর্মপরায়ণতা ও ইবাদত-বন্দেগীতে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। তাঁর সুন্দর সুন্দর উক্তি, জ্ঞানের কথা ও উপদেশবাণী বর্ণিত আছে। আমি আমার আত-তাকমীল গ্রন্থে তাঁর বিস্তারিত জীবন-চরিত আলোচনা করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

ওয়াকিদী বলেন ঃ ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ আল-ইয়ামানী একশত বিশ হিজরীতে ছানআয় ইন্তিকাল করেন। অন্যরা বলেন ঃ তারও এক বছর পর। কেউ কেউ আরো কয়েক বছর পরের কথা বলেছেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। কারো কারো ধারণা, তাঁর কবর পশ্চিম বসরার আসাম নামক এক গ্রামে অবস্থিত। তবে আমি এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। সংকলকের আলোচনা এ পর্যন্তই সমাপ্ত হলো।

পরিচ্ছেদ

ওয়াহ্র ইব্ন মুনাব্বিহ বেশ ক'জন সাহাবীকে পেয়েছেন এবং ইব্ন আব্বাস, জাবির ও নু'মান ইব্ন বশীর-এর সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল, আবূ হুরায়রাহ্ এবং তাউস থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে বর্ণনা করেছেন একদল তাবিঈ।

ওয়াহ্ব বলেন ঃ যে লোক ইল্ম শিক্ষা করেও সে অনুযায়ী আমল করে না, তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ডাক্তারের ন্যায়। যার কাছে প্রতিষেধক আছে, কিন্তু তিনি তা দ্বারা চিকিৎসা করেন না।

ফযল ইব্ন আবূ আয়্যাশ-এর আযাদকৃত গোলাম মুনীর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময়ে এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল ঃ আমি অমুক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় শুনতে পেলাম যে, সে আপনাকে গালাগাল করছে। শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ শয়তান দূত হিসেবে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পেল না ? আমি ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ-এর নিকট একটানা উপস্থিত ছিলাম। গালাগালকারী লোকটি সে তাঁর নিকট আসল, তাঁকে সালাম করল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন, তার সঙ্গে মুসাফাহা করেন এবং তাকে নিজের এক পার্শ্বে বসান।

ইব্ন তাউস বলেন ঃ আমি ওয়াহ্বকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ তুমি তোমার দ্বীন নিয়ে ব্যস্ত থাক; তোমার জীবিকা তোমার নিকট আসবেই।

ওয়াহ্ব বলেন ঃ জাহান্নামের অধিবাসীকে পোশাক পরিধান করান হবে। অথচ, উলঙ্গ থাকাই ছিল তার জন্য শ্রেয়। তাদেরকে আহার করানো হবে। অথচ, উপবাস থাকাই ছিল তার জন্য উত্তম। তাদেরকে জীবন দান করা হবে। অথচ, মৃত্যু ছিল তাদের জন্য ভাল।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন ঃ হযরত দাউদ (আ) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্! কোন ফকীর কোন সম্পদশালী ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। কিন্তু সে এমন ভান ধরল যে, সে বধির। তোমার নিকট আমার প্রার্থনা, সে যখন তোমার নিকট দু'আ করবে, তুমি তাকে সাড়া দিবে না এবং যখন সে তোমার কাছে প্রার্থনা করবে, তুমি তাকে দিবে না।

তিনি আরো বলেছেন ঃ আমি মহান আল্লাহ্‌র কোন এক কিতাবে পড়েছি ঃ হে আদম সন্তান! তুমি যা শিখেছ, তদনুযায়ী আমল না করে যা জান না, তা শিক্ষা করায় কোন লাভ নেই। তোমার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে লাকড়ী সংগ্রহ করে আঁটি বেঁধে তা বহন করে রওনা হতে উদ্যত হলো। কিন্তু বোঝাটি সে বহন করতে ব্যর্থ হলো। ফলে সে তার সঙ্গে আরো একটি বোঝা যোগ করে নিল।

তিনি আরো বলেন ঃ মহান আল্লাহ্‌র আঠার হাজার জগত আছে। তন্মধ্যে দুনিয়া হলো একটি জগত। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অট্টালিকা মরুভূমিতে পশমের তাঁবুর ন্যায়। তাবারানী বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেছেন ঃ তুমি যখন মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যমূলক আমল করার ইচ্ছা করবে, তখন তোমার নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী হবে ও আল্লাহ্‌র জন্য আমলে সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করবে। কেননা, হিতকামী ছাড়া অন্য কারো আমল কবুল করা হয় না। আর হিত কামনা তাঁর আনুগত্য ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করে না। যেমন ভাল ফল– তার ঘ্রাণও আছে, স্বাদও আছে। মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যও অনুরূপ। হিত কামনা হলো তার ঘ্রাণ আর আমল হলো স্বাদ। তারপর তুমি তোমার আনুগত্যকে সহনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, বুঝ ও আমল দ্বারা সুসজ্জিত কর। তারপর তোমার নফ্‌সকে নির্বোধ ও দুনিয়ার গোলামদের চরিত্র থেকে ঊর্ধ্বে রাখ, তাকে নবীগণ ও আমলদার আলিমগণের চরিত্রে চরিত্রবান কর। বিজ্ঞ লোকদের চরিত্রে অভ্যস্ত কর, মন্দ লোকদের কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখ। মুত্তাকীগণের আদর্শ আঁকড়ে ধর এবং ইতর-অসভ্য লোকদের পক্ষ থেকে তাকে দূরে রাখ। তোমার যেটুকু সম্পদ আছে, তা দ্বারা অন্যের সাহায্য কর এবং অন্যের মাধ্যমে যে সব ত্রুটি আছে, তা দূরীকরণে যথাসাধ্য সহযোগিতা কর। কেননা, জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যে সম্পদ সঞ্চয় করে তা দ্বারা অন্যের উপকার করে এবং অন্যের দোষ দেখে নিজের আত্মা শক্ত-সংহত করে ও তাকে আশান্বিত করে। যদি সে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন লোক হয়, তাহলে অবুঝ লোকদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়– যদি সে তার সাহচর্য ও সহযোগিতা কামনা করে। আর যদি তার সম্পদ থাকে, তাহলে যার সম্পদ নেই, তাকে সম্পদ দান করে। যদি সে সৎকর্মপরায়ণ হয়, তাহলে পাপাচারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তার তাওবা কামনা করে। যদি সে সদাচারী হয়, তাহলে তার সঙ্গে অসদাচরণকারীর প্রতি সদাচার করে এবং তার বিনিময়ে পুরস্কারের প্রাপ্য হয়ে যায়। সৎকর্ম ছাড়া শুধু মুখের কথায় প্রতারিত হয় না। সৎকর্ম করেই তবে সে মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ার প্রতি তাকিয়ে থাকে। কোন কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তা করেই তবে ক্ষান্ত হয়। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আনুগত্য করে মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা জ্ঞাপন করে এবং যে পর্যন্ত পৌছুতে পারেনি, সে পর্যন্ত পৌঁছার প্রচেষ্টা চালায়। যখন কোন দোষের কথা মনে পড়ে, মানুষ থেকে তা গোপন রেখে সেই মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে যিনি তা ক্ষমা করতে সক্ষম। যখন কোন জ্ঞানের কথা অবহিত হয়, তাতে পরিতৃপ্ত না হয়ে আরো জানার চেষ্টা করে। সর্বোপরি সে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে না। কেননা, মিথ্যা হল দেহের খোস-পাঁচড়ার ন্যায়, যা

দেহকে খেয়ে ফেলার উপক্রম হয়। কিংবা কাঠের পঁচনের ন্যায় যে, উপর থেকে দেখায় সুন্দর; কিন্তু ভিতরটা ফোকলা। মানুষ তা দেখে প্রতারিত হয়। পরে সেটি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং যে প্রতারিত হল, সে ধ্বংস হয়ে যায়। কথাবার্তায় মিথ্যাও তদ্রূপ। মিথ্যুক প্রতারিত হতে থাকে। সে মনে করে যে, মিথ্যাচার প্রয়োজন পূরণে তাকে সাহায্য করছে এবং তার আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাকে পথ প্রদর্শন করছে। এক সময় বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় এবং জ্ঞানী লোকদের কাছে তার প্রতারণা ধরা পড়ে যায়। ফকীহগণ তার গোপনীয়তা উদ্ভাবন করে ফেলে। তো যখন তারা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং তাদের সামনে তার চরিত্র স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন তারা তার বর্ণনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তার সততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, তার মর্যাদাকে খাট করে ফেলে, তার সঙ্গে উঠাবসাকে ঘৃণার চোখে দেখে, তার থেকে তাদের ভেদ রহস্য গোপন রাখে, তাকে তাদের কথাবার্তা শুনতে দেয়না, তার নিকট থেকে আমানত ফিরিয়ে আনে, তার থেকে তাদের বিষয়-আসয় গোপন রাখে, দ্বীন ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাকে পরিহার করে চলে, তাদের কর্মকাণ্ডে তাকে উপস্থিত হতে দেয় না, তাদের কোন গোপন বিষয়ে তার প্রতি আস্থা রাখে না এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে তাকে বিচারক মান্য করে না।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হতে ইদরীস সূত্রে আবদুল মুনইম ইব্‌ন ইদরীস (র) বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন, লুকমান তাঁর ছেলেকে বলেন ঃ যারা মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণে রাখে আর যারা ভুলে থাকে, তারা আলো ও অন্ধকারের ন্যায়। তিনি আরো বলেছেন ঃ আমি তাওরাতে ধারাবাহিক চারটি লাইন পড়েছি ঃ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে ধারণা নিল যে, তাকে ক্ষমা করা হবে না, সেই ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র আয়াতের সঙ্গে বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি আপতিত বিপদের অভিযোগ করল, সে তার মহান প্রতিপালকেরই বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার কারণে আফসোস করল, সে তার মহান প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করল। আর যে ব্যক্তি বিত্তশালীর সামনে মাথানত করল, তার দ্বীনের এক-তৃতীয়াংশই চলে গেল।

ওয়াহ্‌ব বলেন ঃ আমি তাওরাতে পড়েছি ঃ যে গৃহ দুর্বলদের শক্তি দ্বারা নির্মিত হয়েছে, তার পরিণাম ধ্বংস। আর যে সম্পদ হালাল নয় এমন উপায়ে সঞ্চিত হয়েছে, তার মালিক দ্রুত দারিদ্র্যের দিকে ধাবিত হবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর থেকে মা'মার সূত্রে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নুল মুবারক (র) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র বলেছেন ঃ আমি ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি ঃ আমি কোন একটি কিতাবে পেয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার বান্দা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমার কাছে দু'আ করার আগেই আমি তাকে সাড়া দেই এবং আমার নিকট প্রার্থনা করার আগেই আমি তাকে দান করি। আমার বান্দা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা একত্রিত হয়েও যদি তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে, আমি তাকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ করে দিই। পক্ষান্তরে, আমার বান্দা যদি আমাকে অমান্য করে তাহলে আমি তার হাত দুটো কেটে আকাশের দরযা দিয়ে শূন্যে ছেড়ে দেই। ফলে আমার সৃষ্টির কেউ তার কোন অনিষ্ট করতে চাইলে সে তাকে প্রতিহত করতে পারে না।

ইব্‌নুল মুবারক বাক্কার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে আরো বর্ণনা করেন যে, বাক্কার বলেছেন, আমি ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের পণ্ডিতদের দোষ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ তোমরা পাণ্ডিত্য অর্জন করছ দ্বীন ব্যতীত অন্য কিছুর স্বার্থে, শিক্ষা অর্জন করছ আমল ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে, আখিরাতের আমলের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করছ, পোশাক পরিধান কর ভেড়ার চামড়ার আর আত্মা বহন কর মাছির, মদ পান কর, পাহাড় সমান হারাম গলাধঃকরণ কর, মানুষের কাছে দ্বীনকে পাহাড়ের সমান ভারী করে উপস্থাপন কর এবং পরে অঙ্গুলি তুলেও তাদের সাহায্য কর না, তোমরা দীর্ঘ নামায পড়, সাদা পোশাক পরিধান কর আর ইয়াতীম ও বিধবাদের সম্পদ কুক্ষিগত কর। আমি আমার ইয্‌যতের শপথ করে বলছি। আমি এমন বিপদ দ্বারা তোমাদের উপর আঘাত হানব, তাতে জ্ঞানীদের জ্ঞান ও বিজ্ঞ লোকদের প্রজ্ঞা দিশা হারিয়ে ফেলবে।

আকীল ইব্‌ন মা'কাল থেকে যথাক্রমে গাউস ইব্‌ন জাবির হাম্মাম ইব্‌ন মাসলামাা ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ আস সানআনী সূত্রে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, আকীল ইব্‌ন মা'কাল বলেন, আমি ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌কে বলতে শুনেছি ঃ মহান আল্লাহ্ আনুগত্যের জন্য কারো প্রশংসা করেন না, মহান আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া কেউ তাঁর থেকে কল্যাণ লাভ করে না। তিনি মানুষ হতে কল্যাণেরও আশা করেন না এবং অকল্যাণেরও ভয় করেন না। মহান আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হন একান্তই অনুগ্রহবশত। মানুষ যদি তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, তিনি তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। যদি তারা তার সঙ্গে প্রতারণা করে, তাহলে তাদের প্রতারণার যথাযথ জওয়াব দিয়ে দেন। মানুষ যদি মহান আল্লাহ্‌কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে, তাহলে তিনি তাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে ছাড়েন। মানুষ যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাহলে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। যদি তারা তাঁর দিকে ধাবিত হয়, তাহলে তিনি তাদেরকে কবূল করে নেন। মহান আল্লাহ্ মানুষের কোন বাহানা, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, অসন্তোষ ও হম্বিতম্বির পরোয়া করেন না। মহান আল্লাহ্‌র রহমতই তাঁর নিকট থেকে কল্যাণ নিয়ে আসে। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র রহমতের সূত্র ধরে কল্যাণ অন্বেষণ করে না, কল্যাণ গৃহে অনুপ্রবেশের জন্য সে অন্য কোন দরযা খুঁজে পায় না। কেননা, মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছাড়া কল্যাণ পাওয়া যায় না। আর মহান আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও তাঁর প্রতি অনুনয়-বিনয় ব্যতীত অন্য কিছু মহান আল্লাহ্‌কে মানুষের প্রতি দয়াপরবশ করে না। এই দাসত্ব ও বিনয়ের সূত্রে মহান আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর মহান আল্লাহ্ যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন তাঁর অনুগ্রহে মানুষের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এ ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কল্যাণ লাভ করা যায় না এবং বান্দাহ্ মহান আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও তাঁর প্রতি বিনয়াবনত হওয়া ব্যতীত মহান আল্লাহ্‌র নিকট হতে রহমত লাভের আর কোন পথ নেই। কেননা, মানুষ মহান আল্লাহ্‌র নিকট হতে যে কল্যাণ কামনা করে থাকে, মহান আল্লাহ্‌র রহমতই হলো তার প্রবেশ-দ্বার। আর সেই দ্বারের চাবি হলো মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয় ও তার দাসত্ব। কাজেই, যে ব্যক্তি চাবি ফেলে দিল, সে দরযা খুলতে পারল না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি চাবি সংগ্রহ করল, সে তার দ্বারা দরযা খুলতে পারল। আচ্ছা, চাবি ছাড়া দরযা কিভাবে খোলা যায় ? মোটকথা, কল্যাণের সকল ভাণ্ডার মহান আল্লাহ্‌র হাতে। মহান আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডারের দরযা হলো তাঁর রহমত। আর মহান আল্লাহ্‌র রহমতের চাবি হলো তাঁর সমীপে বিনয়াবনত হওয়া ও দীনতা

প্রকাশ করা। কাজেই যে ব্যক্তি সেই চাবি সংরক্ষণ করল, তাঁর জন্য ধনভাণ্ডারের দরযা খুলে গেল এবং সে তাতে প্রবেশ করল। এখন তার মন যা চাইবে, চোখে যা ভাল লাগবে, সে সবই পাবে। এই নিরাপদ স্থানে তাদের সব চাহিদা ও দাবী-দাওয়া পূরণ করা হবে। তাঁদের এই সব সুবিধা অব্যাহত থাকবে। তাঁরা ভয় করবে না। সেখানে তাঁরা ক্লান্ত হবে না, বৃদ্ধ হবে না, অভাবে পড়বে না ও মৃত্যুবরণ করবে না। তাঁরা চিরস্থায়ী নিআমত মহাপুরস্কার ও বিপুল প্রতিদানের মধ্যে অবস্থান করবে। এ হলো ক্ষমাশীল ও দয়াময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপ্যায়ন।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ্ বলেন, ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেছেন ঃ দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সবচেয়ে বেশী সহায়ক চরিত্র হলো দুনিয়াবিমুখতা। পক্ষান্তরে, দুনিয়ার পক্ষে দ্রুত সাহায্যকারী চরিত্র হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং সম্পদ ও সম্মানের মোহ।

সম্পদ ও সম্মানের মোহে নিষেধাজ্ঞা অমান্য হয় নিষেধাজ্ঞা অমান্যের ফলে মহান আল্লাহ্ নারায হন। আর আল্লাহ্র নারাযীর কোন প্রতিষেধক নেই।

তিনি আরো বলেন ঃ আমি কোন এক কিতাবে পেয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তিরস্কার করে বলছেন ঃ যখন আমার আনুগত্য করা হয়, তখন আমি সন্তুষ্ট হই। আমি যখন সন্তুষ্ট হই, বরকত দান করি। আর আমার বরকতের কোন শেষ নেই। পক্ষান্তরে, যখন আমাকে অমান্য করা হয়, তখন আমি নারায হই। আমি যখন নারায হই তখন অভিসম্পাত করি। আর অভিসম্পাত সাত পুরুষ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে।

তিনি আরো বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি দুইশত বছর পর্যন্ত মহান আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে। লোকটি মরে গেলে লোকেরা তাকে পায়ে ধরে টেনে নিয়ে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেয়। কিন্তু মহান আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-কে প্রত্যাদেশ করেন যে, তুমি লোকটির জানাযা দাও। মূসা (আ) বললেন ঃ হে রব! বনী ইসরাঈল সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, সে দুইশত বছর যাবত তোমার নাফরমানী করেছে। মহান আল্লাহ্ বললেন ঃ হ্যাঁ, ঘটনা তা-ই ঘটেছে। কিন্তু যখন-ই সে তাওরাত খুলত এবং মুহাম্মদের নাম দেখত, তাঁকে চুম্বন করত, চোখের সঙ্গে লাগাত এবং তাঁর উপর দরূদ পাঠ করত। এ কারণে আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং সত্তরজন হূর-এর সঙ্গে তাকে বিবাহ দিয়েছি। এই বর্ণনায় ত্রুটি রয়েছে এবং এ জাতীয় বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়। এর ইবারতে গারাবাত এবং মতনে প্রচণ্ড নাকারাত বিদ্যমান।

ইব্ন ইদরীস তাঁর পিতার সূত্রে ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াহ্ব বলেন, মূসা (আ) বলেছেন ঃ হে রব! আপনি আমার থেকে মানুষের বক্তব্যকে নিয়ন্ত্রণ করুন। মহান আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা! এ কাজ আমি নিজের জন্য করিনি।

তিনি আরো বলেন ঃ হযরত ইউসুফ (রা) যখন বাদশাহর নিকট আহূত হলেন, তখন তিনি দরযায় দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমার দুনিয়া অপেক্ষা দ্বীনই যথেষ্ট। রবের সৃষ্টি অপেক্ষা আমার রব-ই যথেষ্ট। আপনার মর্যাদা বুলন্দ হোক। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তারপর তিনি বাদশাহর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখামাত্র বাদশাহ সিংহাসন থেকে নেমে তার সম্মুখে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। তারপর নিজের সঙ্গে সিংহাসনে বসিয়ে বললেন ঃ

اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ

'আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসভাজন হলে' (১২ ঃ ৫৪)।

জবাবে ইউসুফ (আ) বললেন ঃ

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

'আমাকে দেশের ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ' (১২ ঃ ৫৫)।

حفيظ অর্থ এই দুর্ভিক্ষে এবং আমি যে দায়িত্বের আবেদন করেছি, তাতে আমি বিশ্বস্ত রক্ষকের প্রমাণ দেব। আর عَلِيْمٌ অর্থ আমার নিকট যে-ই আসবে, আমি তার ভাষা বুঝব।

ইমাম আহমাদ মুনযির ইব্নু নু'মান আল-আকতাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইব্নুন নু'মান ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ যখন মৎস্যকে ইউনুস (আ)-এর প্রতি কোন ক্ষতি না করতে ও তাকে কষ্ট না দিতে আদেশ করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

'সে যদি আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তার উদরে থাকতে হতো' (৩৭ ঃ ১৪৩, ১৪৪)।

ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন ঃ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ অর্থ مِنَ الْعَابِدِيْنَ قَبْلَ ذَالِكَ অর্থাৎ সে যদি ইতোপূর্বে ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো। তো মহান আল্লাহ্ তার পূর্বের ইবাদতের কথা উল্লেখ করেছেন। যখন তিনি সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন নিদ্রা যান। এই ফাঁকে মহান আল্লাহ্ একটি লাউ বৃক্ষ উৎপন্ন করে দেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যখন তিনি দেখলেন যে, লাউ গাছটি তাকে ছায়া প্রদান করেছে এবং তার শ্যামলতা দেখলেন, তিনি বিস্মিত হলেন। তারপর আবারো নিদ্রা যান। এবার জাগ্রত হয়ে দেখেন, বৃক্ষটি শুকিয়ে গেছে। ফলে তিনি গাছটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে শুরু করলেন। তখন তাকে বলা হলো ঃ তুমি তো সৃষ্টিও করনি, পানি সিঞ্চন করনি, উৎপন্নও করনি; অথচ তুমি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছ। আর আমি সেই সত্তা যে, আমি এক লাখ বা তার চেয়েও অধিক জাহান্নাম সৃষ্টি করেছিলাম। পরে আমি মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হই। আর এটুকু তোমার জন্য কষ্টকর হয়ে গেল! ওয়াহব থেকে যথাক্রমে আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল মজীদ ইব্ন খাশ্‌ক, রিবাহ ও ইবরাহীম ইব্ন খালিদ আল-গাস্‌সানী সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলছেন ঃ হযরত নূহ (আ)-কে প্রতিটি প্রাণীর দুইটি করে জোড়া তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন তিনি বললেন ঃ হে রব! আমি কিভাবে সিংহ আর গরু এক সঙ্গে রাখব ? কিভাবে ছাগলছানা আর ব্যাঘ্র একত্রে রাখব ?

কিভাবে গাধা ও বিড়াল এক সঙ্গে রাখব ? মহান আল্লাহ্ বললেন ঃ আচ্ছা, এগুলোর মাঝে শত্রুতা কে ঢেলে দিয়েছে ? নূহ (আ) বললেন ঃ আপনি হে রব! মহান আল্লাহ্ বললেন ঃ তাহলে আমি তাদের মাঝে সম্প্রীতিও সৃষ্টি করে দিতে পারব। তখন তারা একে অপরের ক্ষতি করবে না।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ আতা আল-খুরাসানীকে বললেন ঃ আতা! আমি কি বলব না যে, আপনি আপনার ইল্‌মকে রাজা-বাদশাহ, দুনিয়াদার মানুষ ও আমীরদের দ্বারে দ্বারে বহন করে নিয়ে যান ? আতা! আপনি কি সেই ব্যক্তির নিকট গমন করছেন, যে আপনাকে দেখলে তার দরযা বন্ধ করে দেয়, আপনার সম্মুখে নিজের দারিদ্র্য প্রকাশ করে এবং সচ্ছলতা গোপন করে রাখে ? পক্ষান্তরে, আপনি যেই সত্তার দরযা ত্যাগ করছেন, তিনি বলছেন اُدْعُوْنِى اَسْتَجِبْ لَكُمْ (তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব) ওহে আতা! যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ যদি আপনাকে অমুখাপেক্ষী করতে পারে, তাহলে দুনিয়ার ছেঁড়া-ফাটা কিছু বস্তুই আপনার জন্য যথেষ্ট। আর যদি যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ আপনাকে অমুখাপেক্ষী করতে না পারে, তা হলে জগতে এমন কিছু নেই, যা আপনার অভাব দূর করতে পারে। শুনুন আতা! আপনার পেটটা হলো একটা সমুদ্র ও একটা উপত্যকা। মাটি ছাড়া কোন বস্তু একে পূর্ণ করতে পারে না।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যারা নামায আদায় করছে। তাদের একজন বিনয় ও নীরবতায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে, অপরজন দীর্ঘক্ষণ সিজদায় পড়ে থাকে। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? জবাবে তিনি বললেন ঃ যে মহান আল্লাহ্‌র অধিক হিতকামী।

তিনি আরো বলেছেন ঃ মুনাফিকের একটি স্বভাব হলো, সে প্রশংসা পসন্দ আর নিন্দা অপসন্দ করে। অর্থাৎ মুনাফিক না করা কাজের প্রশংসা ভালবাসে আর নিজের মধ্যে বিদ্যমান এমন দোষের নিন্দাও অপসন্দ করে।

তিনি আরো বলেন, লুকমান তাঁর ছেলেকে বলেছেন ঃ বৎস! আল্লাহ্‌র নিকট হতে জ্ঞান অর্জন কর। কেননা, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র নিকট হতে জ্ঞান অর্জন করে, সে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ। আর শয়তান জ্ঞানবান লোক হতে পালিয়ে বেড়ায় এবং তার সঙ্গে চক্রান্ত করে পেরে ওঠে না।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ তাঁর এক সহচরকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন এক চিকিৎসা শিখিয়ে দেব, যার জন্য চিকিৎসকগণ কোন পরিশ্রম করেননি ? আমি কি তোমাকে এমন এক ফিকাহ শিক্ষা দিব, যার জন্য ফকীহগণ মেহনত করেননি ? আমি কি তোমাকে এমন একটি সহনশীলতা শিক্ষা দিব, যার জন্য ধৈর্যশীলগণ পরিশ্রম করেননি ? লোকটি বলল, হ্যাঁ, হে আবূ আবদুল্লাহ্! ওয়াহ্‌ব বললেন ঃ চিকিৎসা হল, শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং শেষে আলহামদু লিল্লাহ্ না বলে আহার করবে না। ফিকাহ হল, যদি তোমাকে এমন কোন প্রশ্ন করা হয়, যার জবাব তোমার জানা আছে, তাহলে যা জান, বলে দেবে। অন্যথায় বলবে, আমি জানি না। সহনশীলতা হল, অধিক নীরব থাকা। তবে যদি কোন বিষয়ে প্রশ্ন করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তা ভিন্ন কথা। তিনি আরো বলেন ঃ বালকের মধ্যে যদি দু'টি গুণ থাকে– লজ্জাশীলতা ও ভয়, তাহলে তার সুবোধরূপে গড়ে ওঠার আশা করা যায়।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ আরো বলেন ঃ যুলকারনায়ন যখন সূর্য উদয়স্থলে গিয়ে পৌঁছেন, তখন তথাকার বাদশাহ তাকে বলেছিলেন ঃ আপনি আমাকে মানুষের সংজ্ঞা দিন। যুলকারনায়ন বললেন ঃ বিবেকহীন লোকের সঙ্গে আপনার কথা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে মৃত ব্যক্তিকে গান শোনায়। যার বিবেক নেই, তার সঙ্গে আপনার কথা বলা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিরেট

[illegible] পানিতে ভিজায় যেন ওটা নরম হয় এবং সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে ব্যঞ্জনের আশায় গোশ্‌ত রান্না করে। যার বিবেক নেই তার সঙ্গে আপনার কথা বলা সেই ব্যক্তির ন্যায়, কবরের অধিবাসীদের জন্য যে খাঞ্চা রাখে। পাহাড়ের চূড়া থেকে পাথর স্থানান্তর করা বিবেকহীন লোকের সঙ্গে কথোপকথন অপেক্ষা সহজতর।

তিনি আরো বলেন ঃ আমি কোন কিতাবে পড়েছি, চতুর্থ আকাশ থেকে এক ঘোষক প্রতি সকালে ঘোষণা দেয় ঃ হে চল্লিশ বছর বয়সী লোক সকল! তোমাদের ফসল কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছে। হে পঞ্চাশ বছর বয়সী লোক সকল ? তোমরা কী অগ্রে প্রেরণ করেছ ? হে ষাট বছর বয়সী লোক সকল! তোমাদের আর কোন ওযর নেই। হায়! মানুষ যদি সৃষ্টি না হতো! হায়! মানুষ যখন সৃষ্টি হয়েছে-ই তখন তারা যদি জানত, তাদেরকে কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে! তোমাদের নিকট কিয়ামত এসে গেছে। কাজেই তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

তিনি আরো বলেন যে, দানিয়াল (আ) বলেছেন ঃ আফসোস কালের জন্য! এ কালে সৎকর্মশীল মানুষ অনুসন্ধান করা হয়। কিন্তু কাউকেই পাওয়া যায় না। এ যুগে সৎকর্মপরায়ণ মানুষ হলো ফসল কর্তনকারীর পিছনে পড়ে থাকা ছড়ার ন্যায় কিংবা ফল পাড়ার পর পিছনে পড়ে থাকা থোকার মত। মাতমকারী ও ক্রন্দনকারীরা আজ তাদের জন্য কাঁদছে।

আবদুর রায্‌যাক আবদুস সামাদ ইব্‌ন আ'কিল থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুস সামাদ বলেন, আমি ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী– وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (এবং কিয়ামতের দিনে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড (২১ ঃ ৪৭)-এর ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি ঃ আমলের সর্বশেষ অবস্থা পরিমাপ করা হবে। আর মহান আল্লাহ্ যখন বান্দার তরে কল্যাণ কামনা করেন, উত্তম আমল দ্বারা তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান। পক্ষান্তরে, যখন তিনি বান্দার অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তখন মন্দ আমলের সঙ্গে তার জীবনের ইতি টানেন। ওয়াহ্‌ব আরো বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকার্য থেকে অবসর হওয়ার পর যখন তারা ভূপৃষ্ঠে চলাচল করতে শুরু করে, তখন তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেন ঃ আমি আল্লাহ্। আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আমি সেই সত্তা যে, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি-ই নিজ আদেশে তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলব। আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং আদেশ কার্যকর হয়ে গেছে। আমি তোমাদেরকে যেমন সৃষ্টি করেছি, তেমনি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করব। আমি তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলব। তখন একমাত্র আমি-ই অবশিষ্ট থাকব। কেননা, রাজত্ব আর স্থায়িত্ব আমাকে ছাড়া আর কারো জন্য শোভা পায় না। আমি আমার সৃষ্টিকুলকে আহ্বান করে আমার সিদ্ধান্ত মুতাবিক তাদেরকে সমবেত করব। সেদিন আমি আমার শত্রুদেরকেও সমবেত করব। সেদিন আমার ভয়ে অন্তরসমূহ কেঁপে উঠবে এবং যারা আমাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য ইলাহদের পূজা করেছে, ইলাহগণ তাদের থেকে সটকে পড়বে।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ ওয়াহ্‌ব আরো বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ শুক্রবার দিন সৃষ্টিকর্ম সমাপ্ত করে পরদিন শনিবার তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। তাতে প্রথমে তিনি নিজের যথাযথ প্রশংসা জ্ঞাপন করেন এবং নিজের পবিত্রতা, পরাক্রম, শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা, রাজত্ব ও প্রতিপালনের কথা উল্লেখ করেন। সৃষ্টিকুল তন্ময় হয়ে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করে। তিনি বলেন ঃ আমি রাজা। আমি

ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আমি ব্যাপক রহমত ও উত্তম নামসমূহের অধিকারী। আমি আল্লাহ্। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি মহান আর্‌শ ও উর্ধ্বজগতের অধিপতি। আমি আল্লাহ্। আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আমি শক্তি-সামর্থ, অনুগ্রহ, নিআমতরাজি ও বড়াই-এর মালিক। আমি আল্লাহ্। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। আমার মহত্ত্ব-মর্যাদা পূর্ণরূপে বিদ্যমান, আমার রাজত্ব সর্ব বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করে আছে, আমার শক্তি সবকিছু বেষ্টন করে রয়েছে। আমার বিদ্যা সবকিছু আয়ত্ত করে রেখেছে, আমার রহমত সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং আমার দয়া-অনুগ্রহ সব কিছুতে পৌঁছে গেছে। আমি আল্লাহ্। কাজেই হে সৃষ্টিকুল! তোমরা আমার অবস্থান জেনে রাখ। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আমি ব্যতীত আর কিছুই নেই। আমাকে ব্যতীত আমার কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। তারা আমার আয়ত্তের মধ্যেই নড়াচড়া করে এবং আমার জীবিকা দ্বারা-ই জীবন ধারণ করে। তার জীবন, মৃত্যু, অস্তিত্ব ও ধ্বংস আমার হাতে। আমি ব্যতীত তার আর কোন ঠিকানা ও আশ্রয় নেই। আমি যদি আমার সৃষ্টি হতে এক পলকের জন্য উদাসীন হয়ে যাই, তাহলে পুরা সৃষ্টিজগত লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। আমি যদি সৃষ্টি হতে বিমুখ হয়ে আমার মত করে অবস্থান করি, তবে তা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং আমার রাজত্বেরও কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি আমার পরাক্রম, রাজত্ব, নূর, প্রচণ্ড ক্ষমতা, উচ্চ মর্যাদা ও মহত্ত্বে স্বমহিমায় সম্পূর্ণ বে-নিয়াস ও অমুখাপেক্ষী। কাজেই আমার অনুরূপ আর কিছু নেই। আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আমার সমকক্ষ হওয়া এবং আমাকে অস্বীকার করা আমার কোন সৃষ্টির পক্ষে সমীচীনও নয়। আচ্ছা, আমি যাকে সৃষ্টি করেছি, সে কিভাবে আমার পরিচয় অস্বীকার করবে ? আমার রাজত্ব যার ক্ষমতার উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে, সে কিভাবে আমার উপর বড়াই করবে ? আমি যার ঝুটি ধরে রেখেছি, সে কিভাবে আমাকে পরাজিত করবে ? আমি যাকে আয়ু দান করি, যার দেহকে ব্যাধিগ্রস্ত করি, যার জ্ঞান হ্রাস করি, যাকে মৃত্যু দান করি, সৃষ্টি করি ও বার্ধ্যক্য উপনীত করি, আর সে আমাকে ঠেকাতে পারে না, সেই ব্যক্তি কিভাবে আমার সমকক্ষ হবে ? আমার বান্দা, আমার বান্দা ও বাঁদীর সন্তান এবং আমার সৃষ্টি ও মালিকানার আওতাভুক্ত কেউ কিভাবে আমার দাসত্বকে অবজ্ঞা করতে পারে। কিংবা কাল যাকে সৃষ্টি করে এবং রাত-দিনের বিবর্তন যাকে ধ্বংস করে, সে কিভাবে আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের উপাসনা করতে পারে ? কাল ও রাত-দিনের বিবর্তন আমার-ই ক্ষমতার সামান্য দুটি শাখা। কাজেই হে মৃত্যু ও ধ্বংসশীল! আমার পানে ধাবিত হও, আমার পানে ধাবিত হও– অন্য কোন দিকে নয়! আমি নিজের উপর রহমত বাধ্যতামূলক করে নিয়েছি এবং যে আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবে, তার জন্য ক্ষমার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি। যে ব্যক্তি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিজেকে আমার চেয়ে বড় মনে করে না এবং আমার সঙ্গে মর্যাদার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় না, আমি তার ছোট-বড় সব পাপ ক্ষমা করে দিই। কাজেই তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না এবং আমার রহমত থেকে আশাহত হয়ো না। আমার রহমত আমার ক্ষোভের উপর প্রবল। সকল কল্যাণের ভাণ্ডারসমূহ আমার-ই হাতে। আমি আমার নিজের প্রয়োজনে কোন বস্তু সৃষ্টি করিনি। সৃষ্টি দ্বারা আমার শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটানোই আমার উদ্দেশ্য। কাজেই দর্শনকারীরা আমার রাজত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করুক, আমার জ্ঞান নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করুক,

আমার সপ্রশংস মহিমা জ্ঞাপন করুক, আমার সঙ্গে কাউকে অংশীদার বানানো হতে বিরত হয়ে আমার ইবাদত করুক এবং সবগুলো মুখ আমার সম্মুখে অবনত হোক। ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ হতে আশরাস বর্ণনা করেন যে, দাউদ (আ) বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনাকে কোথায় পাব ? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ যাদের হৃদয় আমার ভয়ে ভগ্ন, তাদের কাছে।

তিনি আরো বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সত্তর সপ্তাহ রোযা রাখে। সে প্রতি সপ্তাহে একদিন ইফতার করত। সে মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করত, শয়তান কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, যেন তিনি তাকে তা দেখান। এভাবে দীর্ঘদিন চলল; কিন্তু মহান আল্লাহ্ কোন জবাব দিলেন না। সে মনে মনে বলল ঃ আমি যদি আমার অপরাধ, আমার পাপ এবং আমার মহান আল্লাহ্র মাঝে যে সম্পর্ক রয়েছে তার প্রতি মনোযোগী হই, তা হয়ত আমি যার অনুসন্ধান করে ফিরছি তা অপেক্ষা ভাল হবে। তারপর সে নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ হে মন! আমি তোমার আগে এসেছি। মহান আল্লাহ্ যদি তোমার মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতেন, তাহলে অবশ্যই তোমার প্রয়োজন পূরণ করতেন। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ্ তাদের নবীর নিকট একজন ফেরেশতাহ্ প্রেরণ করেন যে, তুমি অমুক ইবাদতকারীকে বল ঃ তোমার আত্মার প্রতি তোমার অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে তুমি যা বলেছ, তা আমার নিকট তোমার ইবাদত অপেক্ষা প্রিয়। মহান আল্লাহ্ তোমার প্রার্থনা কবুল করেছেন এবং তোমার চক্ষু খুলে দিয়েছেন। এখন তুমি তাকাও। লোকটি দৃষ্টিপাত করে দেখতে পায়, ইবলীসের ফাঁদ সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। আরো দেখতে পায়, মানব সন্তানের এমন কোন সদস্য নেই, যার চারপাশে শয়তানরা মাছির ন্যায় অবস্থান করছে না। দেখে সে বলল ঃ হে আমার রব! এদের থেকে কে রক্ষা পায় ? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ সুস্থির ও কোমল হৃদয়ের মানুষরা।

ওয়াহ্ব বলেন ঃ এক পর্যটক এমন এক ভূমিতে গমন করে, যেখানে শসা আছে। তার মন তাকে সেখান থেকে কিছু নিয়ে নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। কিন্তু তিনি মনকে শাস্তি দিলেন যে, তিনি সেই স্থানে দাঁড়িয়ে তিন দিন পর্যন্ত নামায পড়লেন। এক ব্যক্তি তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করে। সে দেখল, সূর্য ও বায়ু তাকে বিবর্ণ করে দিয়েছে। সে বলল ঃ সুবহানাল্লাহ্! এই লোকটিকে যেন আগুন দ্বারা ঝলসে দেওয়া হয়েছে! শুনে পর্যটক বলেন ঃ আপনি আমার যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন, তা হয়েছে আগুনের ভয়ে। যদি আমি আগুনে প্রবেশই করি, তাহলে আমার কী দশা হবে ?

তিনি আরো বলেন ঃ পূর্বযুগের এক ব্যক্তি পাপ করে বসল। সে বলল ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি নিজের জন্য এই শাস্তি বরণ করে নিলাম, জাহান্নাম থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত কোন ঘরের ছাদ যেন আমাকে ছায়াপ্রদান না করে। সেই থেকে লোকটি গরম ও শীতের মধ্যে মরুভূমিতে অবস্থান করতে শুরু করে। একদিন পথ অতিক্রম করার সময় এক ব্যক্তি তার কঠিন অবস্থা দেখে বলল ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার এই দশা কেন ? সে বলল ঃ জাহান্নামের স্মরণ আমার এই দশা ঘটিয়েছে। কিন্তু তখন আমার কী অবস্থা হবে, যখন আমি তাতে প্রবেশ করব ?

তিনি আরো বলেন, অকর্ম মানুষ কখনো বুদ্ধিমান হয় না এবং ব্যভিচারী আকাশের রাজত্বের উত্তরাধিকারী হয় না।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ তার ওয়াযে বলেন, আজ ভাগ্যবানকে দান করা হয় এবং তার সুযোগ-সুবিধাকে জ্ঞানবানরা অধিক মনে করে। হে মানব সন্তান! তুমি তোমার থেকে অজ্ঞতার অপকারিতা দূরীকরণার্থে আজ সম্পদ সঞ্চয় করছ। তুমি তোমার দলবলকে সজাগ করার নিমিত্তে হিদায়াতের প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছ। আজকের ন্যায় কারো আলোসহ পথ হারিয়ে ফেলতে আর দেখিনি, যে হতবুদ্ধির ন্যায় সুস্থ লোকের চিকিৎসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। হে মানব সন্তান! তুমি স্রষ্টা অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী নও, সৃষ্টির চেয়েও দুর্বল নও এবং সৃষ্টিকর্তার হাতে যা আছে, যা তুমি অন্বেষণ করছ, তার উপর তোমার কোন শক্তি নেই। আবার অন্বেষণকারীর হাতে যা আছে, তা থেকেও তুমি দুর্বল নও। হে মানব সন্তান! তোমার থেকে এমন সম্পদ চলে গেছে, যা তোমার নিকট আর ফিরে আসবে না। পক্ষান্তরে তোমার নিকট যা আছে তা অচিরেই চলে যাবে। কাজেই যা তোমাকে চাই-ই, তার জন্য অস্থির হয়ে লাভ নেই। যার আশা করা যায় না, তার জন্য লোভ করা চলে না এবং যা অচিরেই চলে যাবে, তা ধরে রাখার কৌশল অবলম্বন করাও সমীচীন নয়। হে মানব সন্তান! তুমি যার নাগাল পাবে না, তার অন্বেষণ, যা অর্জন করতে পারবে না, তা পাওয়ার চেষ্টা এবং যা পাওয়ার আশা নেই, তার অনুসন্ধান কমিয়ে দাও এবং বস্তুসামগ্রী যেমন তোমাকে বসিয়ে রেখেছে, তেমনি তুমি আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঝেড়ে ফেল। আর জেনে রাখ, অনেক কাংখিত বস্তু-বিষয় অন্বেষণকারীর জন্য অমঙ্গলজনক। হে মানব সন্তান! বিপদের সময়ই ধৈর্য ধারণ করতে হয়। আর বিপদ অপেক্ষা গুরুতর হলো অসৎ চরিত্র। হে মানব সন্তান! যুগের কোন্ দিনগুলোর তুমি অপেক্ষা করছ ? সেই দিনের, যে দিনটি আসবে চরম ক্লান্তিসহ। নাকি সেই দিনের, যেই দিন, যার পরিণতি তার আগমনের সময়ের পরও বিলম্বিত হবে ? তুমি কালের দিকে তাকিয়ে দেখ, তিন তিনটি। একটি অতীত, তুমি যার আশা করতে পার না। একটি দিন অপরিহার্য। একটি দিন যার আগমন ঘটবে এবং তুমি যার উপর আস্থা রাখতে পারবে না। কাজেই, বিগত দিন তোমার বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য সাক্ষী আদায়কারী আমানতদার এবং শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারী বিচারক। সে তোমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছে এবং তোমার মাঝে তার প্রজ্ঞা রেখে গেছে। বর্তমানকাল বিদায়ী বন্ধু। তোমার থেকে সে দীর্ঘদিন অদৃশ্য ছিল, তোমাকে ত্যাগ করে দ্রুত চলে যাবে এবং আর ফিরে আসবে না। তার পূর্বে নীতিবান সাক্ষী অতীত হয়েছে।

হে মানব সন্তান! দুনিয়াবাসীরা হল এমন মুসাফির, যারা অন্য ঠিকানায় না পৌঁছে তাদের কাজওয়ার রশি খুলে না। তারা কুৎসিত ও নির্লজ্জ কাজে সন্তুষ্ট থাকে। যারা নিআমত দানকারীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে ও পুনরুত্থানের জন্য আত্মসমর্পণ করে, তারা কতই না উত্তম। হে মানব সন্তান! প্রতিটি বস্তু তার অনুরূপ বস্তু থেকে নির্গত হয়। আমাদের পূর্বে আমাদের মূল অতীত হয়েছে। আমরা হলাম তাদের শাখা। মূল নিঃশেষ হওয়ার পরে কি শাখার অস্তিত্ব টিকে থাকে? হে মানব সন্তান! সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় নির্বোধ আর কেউ নেই, যে বিশ্বাসকে ধ্বংস করেছে এবং অন্যায় কাজ করেছে। হে লোক সকল! আসল স্থায়িত্ব হবে ধ্বংসের পর। আমরা ছিলাম না, সৃষ্ট হয়েছি। অচিরেই আমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। তারপর আমরা উত্থিত হব। আজ অপকর্ম ও নির্লজ্জতা, কাল দুর্বিপাক। শুনে রাখ, আমাদের প্রতি সর্বস্ব ছিনিয়ে নেওয়ার কিংবা বিপুল প্রতিদানের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কাজেই ইহজগত হতে তোমরা যা অগ্রে প্রেরণ করছ, তা পরিশুদ্ধ করে নাও। হে লোক সকল! এই জগতে তোমরা

এমন একটি লক্ষ্য, যাকে কেন্দ্র করে মৃত্যুরা প্রতিযোগিতা করে বেড়ায়। তোমরা দুনিয়ার যে সহায়-সম্পদের মালিক হয়েছ, একদিন তা লুণ্ঠিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতে তোমরা এক নিআমত ত্যাগ না করে আরেক নিআমত লাভ করতে পারবে না। একজন মানুষ জীবনের একটি দিন ধ্বংস না করে আরেকটি দিনে প্রবেশ করতে পারে না, পূর্বের জীবিকা নিঃশেষ না করে নতুনভাবে সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে না এবং একটি অর্জন মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত আরেকটি অর্জন হাতে আসে না। আমরা মহান আল্লাহ্‌র সমীক্ষা প্রার্থনা করছি, যেন তিনি আমাদেরকে বরকত দান করেন।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন, মহান আল্লাহ্‌র একটি হিকমত হলো, তিনি সৃষ্টিকুলকে ভিন্ন চরিত্র ও অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। এক জাতের সৃষ্টি আছে, কাল তাদেরকে ক্ষয় করে না, বৃদ্ধ বানায় না, জীর্ণ করে না এবং তারা মৃত্যুবরণ করে না। এক ধরনের সৃষ্টি আছে, তাদের খাদ্য ও জীবিকা দেওয়া হয় না। এক ধরনের সৃষ্টি আছে, তারা আহার করে ও জীবিকা লাভ করে। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সঙ্গে তাদের জীবিকাও সৃষ্টি করেছেন। তার থেকে আবার কিছু সৃষ্টি করেছেন স্থলে, কিছু জলে। তারপর জল ও স্থলের সৃষ্টির জন্য জীবিকা দান করেছেন। কিন্তু স্থলের সৃষ্টির জীবিকা জলের সৃষ্টির উপকার করে না, জলের সৃষ্টির খাদ্য স্থলের সৃষ্টির উপকার করে না। জলের সৃষ্টি যদি স্থলে বেরিয়ে আসে তা হলে মরে যাবে। আবার স্থলের সৃষ্টি যদি জলে প্রবেশ করে, মরে যাবে। কাজেই জীবন-জীবিকার বন্টন যাকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে, মহান আল্লাহ্‌র এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে তার জন্য শিক্ষা রয়েছে। কাজেই হে মানব সন্তান! মহান আল্লাহ্‌র জীবিকার ভাগ-বণ্টনে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। কেননা, এমন কোন জীবিকা নেই যা মহান আল্লাহ্ তার সৃষ্টির মাঝে বন্টন করে দেননি। তা পরিবর্তন করার এবং তাকে উলট-পালট করার সাধ্য কারো নেই। যেমন জলের প্রাণীদের আহার খেয়ে স্থলের প্রাণীরা এবং স্থলের প্রাণীদের আহার খেয়ে জলের প্রাণীরা জীবন রক্ষা করতে পারে না। এমনটা বাধ্য করা হলে সব প্রাণীই ধ্বংস হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ্ যে প্রাণীর জন্য যে জীবিকা সৃষ্টি করেছে, প্রত্যেকে যদি আপন আপন জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা তাদেরকে সুস্থ ও জীবিত রাখবে। তদ্রূপ মানব সন্তান যখন স্থিরতা অবলম্বন করে এবং তার ভাগে যতটুকু জীবিকা দান করেছেন, তা নিয়ে তুষ্ট থাকে, সেই জীবিকা তাকে জীবন দান করে এবং সুস্থ রাখে। পক্ষান্তরে, যখন সে অন্যের জীবিকায় প্রবৃত্ত হবে, তা তার ক্ষতি করবে ও তাকে অপদস্থ করবে।

তিনি আতা আল-খোরাসানীকে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ তাদের ইল্‌মের বদৌলতে অন্যদের দুনিয়া থেকে বিমুখ ছিলেন। তারা দুনিয়াদারদের প্রতি ফিরেও তাকাতেন না এবং তাদের হাতে যে সম্পদ ছিল, তার প্রতিও নয়। ফলে দুনিয়াদারগণ তাদের ইলমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের জন্য দুনিয়া ব্যয় করত। কিন্তু আমাদের এ যুগের আলিমগণ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দুনিয়াদারদের জন্য তাদের ইল্‌ম খরচ করে থাকে। সে কারণে আজকাল দুনিয়াদারগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে আলিমদের ইল্‌ম থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। কাজেই হে আতা! রাজা-বাদশাহদের দরবার থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা, তাদের দরবার ফেতনায় পরিপূর্ণ। তুমি তাদের দুনিয়া থেকে যতটুকু গ্রহণ করবে, তারা তোমার দ্বীন থেকে ততটুকু নিয়ে নেবে।

উমর ইব্‌ন আবদুর রহমান আস-সান'আনী থেকে যথাক্রমে জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বাকর আল-মিকদামী সূত্রে ইবরাহীম আল-জুনায়দ বর্ণনা করেন যে,

উমর ইব্ন আবদুর রহমান বলেন, আমি ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি, এক আলিমের তার চেয়েও বড় একজন আলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার নামাযের ধরন কী ? তিনি বললেন, যে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা শুনেছে– এমন ব্যক্তি নামায ব্যতীত একটি মুহূর্তও অতিবাহিত করতে পারে বলে আমি মনে করি না। প্রথমজন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনার মৃত্যুর স্মরণ কিরূপ ? বললেন, আমি প্রতি কদমে মনে করি যে, আমি মৃত। প্রথমজন জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আপনার নামায কিরূপ ? তিনি বললেন, আমি নামায পড়ি এবং ক্রন্দন করি যে, আমার অশ্রুতে ঘাস জন্মায়। আলিম বললেন, নিজের ইলমের উপর ভরসা করে ক্রন্দন করা অপেক্ষা পাপের কথা স্বীকার করে হাসা ভাল। কেননা, ইল্মের উপর ভরসাকারী ব্যক্তির আমল উত্থিত হয় না। এবার প্রথমজন বললেন, আপনি আমাকে উপদেশ দিন, আপনাকে বিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, তুমি দুনিয়াবিমুখ হও এবং দুনিয়া নিয়ে দুনিয়াদারদের সঙ্গে বিবাদ কর না। দুনিয়াতে খেজুরের মত হয়ে থাক। তুমি যদি খেজুর ভক্ষণ কর, তাহলে ভালোটাই তো ভক্ষণ করে থাক। তুমি যদি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তাহলে তাকে সম্পূর্ণরূপে তছনছ করে দিও না এবং কুকুর যেরূপ তার মালিকের হিত কামনা করে, তুমি মহান আল্লাহ্র তদ্রূপ হিত কামনা কর। প্রভু কুকুর ক্ষুধার্ত রাখে, তাড়িয়ে দেয় ও প্রহার করে; কিন্তু তবু কুকুর তার প্রভুকে ঘিরে রাখে, তার হিফাযত করে ও তার হিত কামনা করে।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ যখন এই হাদীসটি উল্লেখ করতেন, তখন বলতেন, আফসোস! হে মানব সন্তান! তুমি মহান আল্লাহ্র জন্য যতটুকু হিতকামী, কুকুর তার প্রভুর জন্য তার চেয়েও বেশী হিতকামী।

অপর এক বর্ণনায় আছে, প্রথম আলিম বললেন, আমি এমনভাবে নামায পড়ি যে, আমার দু'পা ফুলে যায়। জবাবে অপর আলিম বললেন, তুমি যদি তাওবাকারী হয়ে রাত কাটাতে এবং অনুতপ্ত হয়ে ভোরে জাগ্রত হতে, তা তোমার পক্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত জাগা এবং অবাক্কারী হয়ে রাত পোহানো অপেক্ষা উত্তম হতো।

ওয়াহ্ব থেকে যথাক্রমে আসিম আল-মুরাদী, আস-সাল্ত ইব্ন আসিম ও মুহাম্মদ ইব্ন ইমরান ইব্ন আবূ লায়লা সূত্রে উছমান ইব্ন আবূ শায়বা বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, আদমকে (আ) যখন জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়, তখন ফেরেশতাদের শব্দ হারিয়ে যাওয়ার কারণে, তিনি একাকীত্ব অনুভব করেন। ফলে জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট নেমে এসে বললেন, হে আদম! আমি কি আপনাকে একটি বিষয় শিখিয়ে দেব, যা দ্বারা আপনি দুনিয়া ও আখিরাতে উপকৃত হবেন ? আদম (আ) বললেন, হ্যাঁ। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি বলুন ঃ

اَللّٰهُمَّ تَمِّمْ لِىْ النِّعْمَةَ حَتّٰى تَمْنِيَنِى الْمَعِيْشَةُ ـ اللّٰهُمَّ اُخْتُمْ لِىْ بِخَيْرٍ حَتّٰى لاَ تَضُرَّنِى ذُنُوْبِى ـ اللّٰهُمَّ اكْفِيْنِىْ مُؤْنَةَ الدُّنْيَا وَكُلُّ هَوْلٍ فِى الْقِيَامَةِ حَتّٰى تَدْخُلَنِى الْجَنَّةَ فِىْ عَافِيَةٍ ـ

'হে আল্লাহ্! আমার জন্য নিআমতকে পরিপূর্ণ করে দিন। যেন জীবনাচার আমাকে স্বাগত জানায়। হে আল্লাহ্! আপনি কল্যাণের সঙ্গে আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান, যাতে আমার

পাপসমূহ আমার কোন ক্ষতি করতে না পারে। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে দুনিয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ দান করুন এবং কিয়ামতের দিন সকল ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত রেখে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করান।'

বাক্কার ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেছেন, আমি কোন একটি কিতাবে পেয়েছি, মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মানব সন্তান! তুমি আমার প্রতি ইনসাফ করনি। তুমি আমাকে স্মরণ কর, আবার ভুলে যাও। আমার নিকট দু'আ করো, আবার আমার থেকে পালিয়ে যাও। তোমার প্রতি আমার কল্যাণ অবতীর্ণ হয়, আর আমার পানে আরোহণ করে তোমার অকল্যাণ। তোমার স্বার্থে একজন মহান ফেরেশতা অব্যাহতভাবে তোমার প্রতি অবতরণ করতে থাকে।

হে মানব সন্তান! আমার নিকট তোমার প্রিয় ও তোমার ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টিকারী চরিত্র হলো, আমি তোমার জন্য যা বন্টন করেছি তাতে তোমার সন্তুষ্ট থাকা। পক্ষান্তরে, আমার নিকট ঘৃণিত ও তোমার ও আমার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টিকারী চরিত্র হলো, আমি তোমার জন্য যা বণ্টন করেছি তাতে তোমার অসন্তুষ্ট হওয়া।

হে মানব সন্তান! আমি তোমাকে যা আদেশ করেছি, তাতে তুমি আমার আনুগত্য কর এবং তোমাকে কিভাবে সংশোধন করব, তা তুমি আমাকে শিখাতে এস না। কেননা, আমি আমার সৃষ্টি সম্পর্কে ভালভাবে জানি। আমি তোমার সেই প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞাত যা তোমাকে তোমার প্রবৃত্তি থেকে উপরে তুলে আনবে। যে ব্যক্তি আমাকে শ্রদ্ধা করে, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। আমার নির্দেশ যার কাছে তুচ্ছ, আমি তাকে অপদস্থ করি। আমি আমার বান্দার হকের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না, যতক্ষণ না বান্দা আমার হকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

ওয়াহ্ব বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নব্বই-এরও অধিক কিতাব পাঠ করেছি। তার সব ক'টিতে আমি পেয়েছি—যে ব্যক্তি কোন বিষয়কে নিজের ইচ্ছার কাছে অর্পণ করল, সে কুফরী করল। তিনি আরো বলেন, মানুষ শান্তি লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ্ই জীবিকাকে কম-বেশী ও ব্যতিক্রমভাবে বণ্টন করেছেন। কাজেই মানব সন্তান যদি তার জীবিকার কোন বস্তুকে কম মনে করে, তাহলে সে মহান আল্লাহ্র প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করুক। সে যেন একথা না বলে যে, মহান আল্লাহ্ যদি আমার এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতেন। কিংবা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ যদি বিষয়টি অনুধাবন করতেন! আচ্ছা, একটি বস্তুকে যিনি যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সে বস্তু সম্পর্কে অবগত থাকবেন না কেন ? যেসব সূত্রে মানুষ পরস্পর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে। মানব সন্তান তাতে বিস্ময় প্রকাশ করে, যেন আল্লাহ্ দেহ, সম্পদ, বর্ণ, জ্ঞান ও বিচক্ষণতায় তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা করেছেন। ফলে জীবন-জীবিকায় এখন আর তিনি মানব সন্তানের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন না এবং সহনশীলতা, বিদ্যা, জ্ঞান, এবং দীনের ক্ষেত্রেও তার উপর বড়ত্বের দাবী করতে পারেন না। কেন, মানব সন্তান কি জানে না যে, যে সত্তা তাকে তার বয়সের এমন তিনটি কালে তাকে জীবিকা দান করেছেন, যখন তার কোন উপার্জন ও উপায় ছিল না। সেই সত্তা তাকে চতুর্থ কালেও জীবিকা দান করতে পারেন ? তিন কালের প্রথম কাল হলো, যখন সে তার মায়ের পেটে ছিল। তিনি সেখানে তাকে সৃষ্টি করেন এবং তার উপার্জিত সম্পদ ব্যতীতই তাকে জীবিকা দান করেন। তখন তার অবস্থান এক নিরাপদ আধারে। সেখানে তাকে না গরম কষ্ট

দেয়, না শীত, অন্য কিছু, না আছে তার কোন চিন্তা, না কোন দুঃখ। সেখানে তার এমন কোন হাত নেই, যা দ্বারা সে ধরতে পারে। না এমন পা আছে, যা দ্বারা সে চলতে পারে। না তার এমন কোন জবান আছে যা দ্বারা সে কথা বলতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ পরিপূর্ণরূপে সেখানে তার জীবিকা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তারপর মহান আল্লাহ্ তাকে সেই অবস্থান থেকে স্থানান্তরিত করে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার মনস্থ করলেন। তার দ্বিতীয় কাল শুরু হলো। এখানে মহান আল্লাহ্ তাকে তার মায়ের পক্ষ থেকে এমন জীবিকার ব্যবস্থা করেন, যা তার জন্য যথেষ্ট। তার কোন প্রকার সামর্থ, শক্তি ধরা ও প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই। আল্লাহ্ পাক নিজ অনুগ্রহে তার নিকট তার জীবিকা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন ও চালু করে দিয়েছেন। তারপর মহান আল্লাহ্ তাকে দ্বিতীয় কাল থেকে তৃতীয় কালে স্থানান্তরিত করার ইচ্ছা করলেন। এবার তিনি তার জন্য মায়ের দুধের পরিবর্তে পিতা-মাতার উপার্জিত সম্পদ দ্বারা জীবিকার ব্যবস্থা করলেন। তা এভাবে যে, তিনি তাদের হৃদয়ে তার প্রতি মমতা সৃষ্ট করে দিয়েছেন। যার ফলে তারা তাদের উপার্জিত সম্পদ দ্বারা তাকে নিজেদেরও উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, তার সব প্রয়োজন পূরণ করেন এবং যথাসম্ভব উন্নত খাবার দ্বারা তাকে প্রতিপালিত করেন। অথচ উপার্জনের কাজে সে তাদের কোনই সহায়তা করে না। কিন্তু তারপর যখন তার জ্ঞান-বুদ্ধি হলো, তখন তার মন তাকে বলল, তোমাকে তো তোমার উপার্জন ও প্রচেষ্টার বদৌলতে জীবিকা দান করা হয়। তারপর চতুর্থ কাল তার ভিতরে তার মহান প্রভু সম্পর্কে কু-ধারণা ঢুকিয়ে দেয়। ফলে সে জীবিকা অন্বেষণ এবং অধিক সম্পদ আহরণ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ বিনষ্ট করে ফেলে। তারপর রীতিমত দুনিয়া অন্বেষণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তা দ্বারা সে বিশ্বাস ও ঈমানের দুর্বলতা অর্জন করে এবং তার অন্তর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য ও ভয়-ভীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তার হৃদয় মরে যায় এবং বুঝ-বুদ্ধি লোপ পায়। মানব সন্তান যদি মাআরিফত ও ইল্‌মের দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করত, তাহলে অবশ্যই সে বুঝত যে, পূর্ববর্তী তিনকালে যিনি তাকে অভাবমুক্ত রেখেছিলেন ও জীবিকা দান করেছিলেন এই চতুর্থ কালেও তিনি ব্যতীত আর কেউ তাকে অভাবমুক্ত করতে পারবে না। কাজেই চতুর্থ কালে মহান আল্লাহ্ তার উপর যে আপদ চাপিয়ে দিয়েছেন তাঁর রহমত ছাড়া তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার তার আর কোন উপায় নেই। কেননা, মানব সন্তান অধিক সন্দেহপরায়ণ। এই সন্দেহের কারণে তার প্রজ্ঞা, ইল্‌ম ও চিন্তাশক্তি কমে যায়। সে যদি চিন্তা করত, তাহলে বুঝতে পারত। আর যদি বুঝত, তাহলে জ্ঞান লাভ করত এবং সেই লক্ষণ জানত, যার দ্বারা মহান আল্লাহ্র পরিচয় পাওয়া যায়। তাকে যিনি সৃষ্টি করবার সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তার সৃষ্টিকে জীবিকা দান করেছেন এবং তার পরিমাণ ঠিক করেছেন।

আতা' আল-খেরাসানী বলেন, একদিন ওয়াহ্‌ব-এর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো। আমি তাকে বললাম, আপনি আমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করুন, যা আমি এখানেই আপনার থেকে মুখস্থ করে নেব এবং সংক্ষেপ করুন। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ্ হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট ওহী করলেন, হে দাউদ! আমার ইযযত ও মহত্ত্বের শপথ! আমার কোন বান্দা যদি আমার কোন সৃষ্টির কাছে না গিয়ে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তার নিয়ত থেকেই আমি তা জেনে ফেলি। তখন সাত আকাশ ও তার মধ্যে যা আছে, সাত যমীন ও তার মধ্যে যারা আছে, সকলে একত্রিত হয়েও যদি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, আমি তাকে তাদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করার পথ করে দেই। আমার ইযযত ও জালালের শপথ! আমার কোন বান্দা যদি

আমাকে বাদ দিয়ে কোন সৃষ্টির আশ্রয় কামনা করে, আমি তার নিয়ত থেকে তা জেনে ফেলি। তখন আমি তার হাত থেকে আকাশের সব উপায়-উপকরণ বিচ্ছিন্ন করে দেই এবং তার নীচ থেকে মাটি নরম হয়ে যায়। তখন সে কোন উপত্যকায় গিয়ে ধ্বংস হলো, আমি তার পরোয়া করি না।

আবদুস সামাদ ইব্ন মা'কাল থেকে আবূ হাশিম আস-সানআনী সূত্রে আবূ বিলাল আল-আশআরী বর্ণনা করেন যে, আবদুস সামাদ ইব্ন মা'কাল বলেছেন, আমি ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি, আমি মহান আল্লাহ্র কোন এক কিতাবে পেয়েছি, মহান আল্লাহ্ বলেছেন, বান্দার পরিণতির জন্য আমিই যথেষ্ট। সে যখন আমার নিকট আমার আনুগত্যে থাকে, সে প্রার্থনা করার আগেই আমি তাকে দান করি এবং আমাকে ডাকার আগেই আমি তাকে সাড়া দেই। আমি তো তার প্রয়োজন জানি।

তিনি আরো বলেন, আমি কোন একটি কিতাবে পড়েছি, বুদ্ধিমান মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে শয়তান এত অধিক কষ্ট করেনি। কেননা, একজন মানুষ যখন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ঈমানদার হয়, সে শয়তানের জন্য কঠিন পাহাড় অপেক্ষাও বেশী ভারী হয়। শয়তান বুদ্ধিমান মু'মিনকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে; কিন্তু পারে না। অগত্যা তাকে ত্যাগ করে সে জাহিল-এর নিকট গিয়ে তার সঙ্গে যুক্তি করে তাকে রশিতে বেঁধে ফেলে।

ওয়াহ্ব বলে, মূসা (আ) একদিন উঠে দাঁড়ালেন, দেখে বনী ইসরাঈলও দাঁড়িয়ে যায়। তিনি বললেন, তোমরা যে যেখানে আছ থাক। তারপর তিনি তূর পর্বতের দিকে গেলেন। সেখানে তিনি একটি সাদা খাল দেখতে পেলেন, যার মধ্যে বালির ঢিবির চূড়ার ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত কর্পূর বিদ্যমান। দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি খালে নেমে গোসল করলেন ও কাপড় ধৌত করেন। তারপর উঠে এসে কাপড় শুকালেন। তারপর পুনরায় পানির নিকট গিয়ে গায়ে পানি ছিটালেন। তারপর শুষ্ক কাপড় পরিধান করে তূর পর্বতের শীর্ষে অবস্থিত অপর ঢিবিটির নিকট গেলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন দু'জন লোক একটি কবর খনন করছে। তিনি তাদের নিকট দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি আপনাদের সহযোগিতা করব কি ? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি অবতরণ করে কবর খনন করলেন। পরে তিনি বললেন, বলুন তো লোকটি কার মত ? তারা বলল, লম্বায় ও আকার-আকৃতিতে আপনার মত। শুনে মূসা (আ) দেখাবার জন্য তাতে চীৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তার উপর মাটি সমান হয়ে যায়। তারপর রাখাম পক্ষী ছাড়া আর কেউ মূসা (আ)-এর কবর দেখেনি। কিন্তু মহান আল্লাহ্ পক্ষীটিকেও বধির ও বোবা করে দিলেন। ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, মহান আল্লাহ্ যদি মৃত মানুষের জন্য পচন লিপিবদ্ধ না করতেন, মানুষ তাদেরকে ঘরেই আটকে রাখত। আর যদি তিনি গোশতের জন্য নষ্ট হওয়া লিপিবদ্ধ না করতেন, তাহলে ধনীরা গরীবদের জন্য গোশত হারাম করে দিত।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ আরো বলেন, এক আবিদ জনৈক পাদ্রীর নিকট গমন করেন। আবিদ পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এই গির্জায় কত দিন যাবত অবস্থান করছেন ? পাদ্রী বললেন, ষাট বছর যাবত। আবিদ বললেন, ষাটটি বছর এখানে আপনি কিভাবে টিকে থাকলেন ? পাদ্রী বললেন, ষাট বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সময় অতিক্রান্ত হয়েই যায়। দুনিয়াও অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আবিদ পাদ্রীকে বললেন, হে পাদ্রী! আপনার মৃত্যুর স্মরণ কিরূপ ? বললেন, মহান আল্লাহ্কে চিনে-জানে এমন বান্দার মৃত্যুর স্মরণ ব্যতীত একটি মুহূর্ত

অতিক্রান্ত হতে পারে বলে আমি ভাবতে পারি না। আমি তো এই বিশ্বাস ছাড়া পা তুলি না যে, এই পা মাটিতে রাখার আগেই হয়ত আমার মৃত্যু হবে। আবার এই বিশ্বাস ছাড়া পা রাখিনা যে, এই পা তোলার আগেই আমার মৃত্যু এসে যাবে। একথা শুনে আবিদ কাঁদতে শুরু করলেন। দেখে পাদ্রী তাকে বললেন, তুমি যখন নির্জনে থাক তখন কি এভাবে ক্রন্দন কর ? কিংবা বললেন, তুমি যখন নির্জনে থাক, তখন তোমার অবস্থা কেমন থাকে ? আবিদ বলল, আমি ইফতার করার সময় ক্রন্দন করি। ফলে আমি অশ্রু মেশানো পানীয় পান করি। নিদ্রা আমাকে আছড়ে ফেলে দেয়। তখন আমি আমার অশ্রু দ্বারা বিছানা ভিজিয়ে ফেলি। পাদ্রী বললেন, পাপ স্বীকার করে তোমার হাসা ইল্‌ম আছে বলে মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে ক্রন্দন করা অপেক্ষা উত্তম। আবিদ বললেন, আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। পাদ্রী বললেন, তুমি দুনিয়াতে খেজুর গাছের ন্যায় হয়ে থাক। যদি ভক্ষণ কর, ভালটাই ভক্ষণ কর। যদি রেখে দাও ভালটাই রেখে দাও। যদি কোন বস্তুর উপর পড়ে যাও, তার কোন ক্ষতি করো না। তুমি দুনিয়াতে গাধার মত হয়ে থেক না। গাধার কাজ হল, সে পেট পুরে খায়, তারপর নিজেকে মাটিতে ফেলে রাখে। নিজ প্রভুর জন্য কুকুরের হিতাকাঙ্ক্ষার ন্যায় তুমি মহান আল্লাহ্‌র হিত কামনা কর। মালিক তার কুকুরকে অভুক্ত রাখে ও তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারপরও কুকুর তাদেরকে পাহারা দেয় ও তাদের হিফাযত করে।

আবূ আবদুর রহমান আশরাস বলেন, তাউস যখন এই হাদীস স্মরণ করতেন, কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন, আমাদের মাওলার জন্য আমাদের হিতাকাংখা অপেক্ষা আপন প্রভুর জন্য কুকুরের অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া আমাদের জন্য অসহনীয়। এই মতনের অনুরূপ মতন আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

ওয়াহ্‌ব আরো বলেন, মাসীহ (আ)-এর যুগে এক পাদ্রী তার গির্জায় নির্জনবাস করেন। এক পর্যায়ে ইবলীস তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার সঙ্গে পেরে উঠল না। তারপরও শয়তান নানা দিক থেকে তার নিকট আগমন করে। কিন্তু এবারও তাকে ঘায়েল করতে পারলে না। এবার মাসীহ্ (আ)-এর আকৃতি ধারণ করে এসে পাদ্রীকে ডেকে বলল, ওহে পাদ্রী! আমার নিকট একটু এস তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব। আমি মাসীহ। পাদ্রী বললেন, আপনি যদি মাসীহ্ হয়ে থাকেন, তাহলে আমার কাছে আপনার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি কি আমাকে ইবাদত করার আদেশ দেননি ? আপনি কি আমাকে কিয়ামতের ওয়াদা দেননি ? আপনি আপনার মর্যাদা নিয়ে ফিরে যান। আপনার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নেই।

ওয়াহ্‌ব বলেন, এই উত্তর পেয়ে শয়তান ব্যর্থ হয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে যায়। তারপর আর পাদ্রীর নিকট আসেনি।

অপর এক সূত্রে ওয়াহ্‌ব থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ইবলীস এক পাদ্রীর নিকট তার গির্জায় এসে দরযা খুলতে বলে। পাদ্রী জিজ্ঞাসা করলেন, কে আপনি ? ইবলীস বলল, আমি মাসীহ। পাদ্রী বললেন, আপনি যদি ইবলীস হয়ে থাকেন, তবেই আমি আপনার সঙ্গে একান্তে বসব। আর যদি মাসীহ্ হয়ে থাকেন, তাহলে আজ আপনার সঙ্গে আমার কোন কাজ নেই। আমাদের নিকট আপনার রব-এর বার্তা এসে পৌঁছেছে, যা আমরা আপনার নিকট থেকে গ্রহণ করে নিয়েছি। আপনি আমাদের জন্য শরীআত প্রদান করেছেন, আমরা তার উপর

প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। কাজেই আপনি চলে যান। ইবলীস বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি ইবলীস। আজকের পর আর কোন দিন আপনাকে বিভ্রান্ত করার মনস্থ করব না। আপনার যা ইচ্ছা হয় আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি জবাব দেব। পাদ্রী বললেন, সত্য বলবেন তো ? ইবলীস বলল, আপনি আমাকে যা যা জিজ্ঞাসা করবেন, আমি সত্য সত্য জবাব দেব। পাদ্রী বললেন, মানব সন্তানের কোন্ চরিত্র দ্বারা আপনারা তাদের বেশী বিভ্রান্ত করতে পারেন ? শয়তান বলল, তিন বিষয়। হঠকারিতা, কৃপণতা ও কৃতজ্ঞতা।

ওয়াহ্‌ব আরো বলেন যে, মূসা (আ) বলেছেন, প্রভু হে! আপনার কোন্ বান্দা আপনার নিকট বেশী অপ্রিয় ? মহান আল্লাহ্ বললেন, সেই ব্যক্তি, উপদেশ যার কোন উপকার করে না এবং যখন নির্জনে থাকে, আমাকে স্মরণ করে না। মূসা (আ) বললেন, হে আমার প্রভু! যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও অন্তর দ্বারা আপনাকে স্মরণ করে, তার প্রতিদান কি ? মহান আল্লাহ্ বললেন, হে মূসা! কিয়ামতের দিন আমি তাকে আমার আরশের নীচে ছায়া দান করব এবং তাকে আমার আশ্রয়ে স্থান দেব।

ওয়াহ্‌ব বলেন, এক আলিম তাঁর চেয়েও বড় একজন আলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করেন, যে বাসগৃহে অপব্যয় নেই, সেটি কোন্‌টি ? তিনি বললেন, যা তোমাকে সূর্য থেকে ঢেকে রাখে এবং বৃষ্টি থেকে নিরাপদ রাখে। জিজ্ঞাসা করলেন, যে খাদ্যে অপব্যয় নেই, সেই খাবার কোন্‌টি ? বললেন, সেই অনাড়ম্বর খাবার, যা ক্ষুধার উপরে ও পরিতৃপ্তির নীচে থাকে। জিজ্ঞাসা করলেন, সেই পোশাক কোন্‌টি যাতে অপব্যয় নেই ? বললেন, রং-বেরং ও বৈচিত্রহীন সেই পোশাক, যা সতর আবৃত করে এবং গরম ও শীত প্রতিরোধ করে। জিজ্ঞাসা করলেন, সেই হাসি কোন্‌টি ? যাতে অপচয় নেই ? বললেন, যে হাসি তোমার চেহারাকে উজ্জ্বল করে, কিন্তু শব্দ শোনা যায় না। জিজ্ঞাসা করলেন, সেই ক্রন্দন কোন্‌টি, যাতে অপচয় নেই ? বললেন, মহান আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করায় কখনো অতিষ্ঠ হয়ো না আর দুনিয়ার কোন বস্তুর জন্য ক্রন্দন কর না। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আমার কোন্ আমল গোপন রাখব ? বললেন, আমি ধারণা করিনা যে, তুমি কোন নেক কর্ম করনি। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আমার কোন্ আমল প্রকাশ করব ? বললেন, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধাদান এবং লোভী ব্যক্তি তোমার যে বিষয়টির প্রতি প্রলুব্ধ হয়। আর তুমি মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাক।

ওয়াহ্‌ব আরো বলেন, প্রতিটি বস্তুর দুটি কোন্ আর একটি মাঝ আছে। তুমি যদি দুই কোণের এক কোন্ ধারণ কর, তাহলে অপর কোন্ ঝুঁকে যাবে। আর যদি মাঝখানটায় ধর, তাহলে সমান সমান হবে। কাজেই, তোমরা বস্তুর মধ্যখান ধারণ কর।

তিনি আরো বলেন, তাওরাতে চারটি কথা লিখা আছে, যে লোক পরামর্শ করে না, সে অনুতপ্ত হয়। যে ব্যক্তি স্বাবলম্বী হয়, সে প্রভাবশালী হয়। দারিদ্র্য হলো হত্যাজনিত মৃত্যু। যেমন দেবে, তেমন পাবে। যে ব্যবসা করল, সে সত্য-বিচ্যুত হলো।

বাক্কার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক বর্ণনা করেন বাক্কার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি তৎকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মানুষ এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। তখন তিনি তাদেরকে ওয়ায-নসীহত করতেন। একদিন লোকজন এসে তাঁর নিকট সমবেত হয়। তিনি বললেন, আমরা দুনিয়া ত্যাগ করে এবং

সীমালংঘনের ভয়ে পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছি। কিন্তু বিত্ত-বৈভবের ক্ষেত্রে বিত্তশালীদের নিকট এবং রাজত্বের ক্ষেত্রে রাজা-বাদশাহদের নিকট যে পরিমাণ অবাধ্যতা এসে উপস্থিত হয়, আমাদের এই অবস্থায় আমাদের নিকট ও তদপেক্ষা বেশী অবাধ্যতা এসে পড়ার আশংকা করছি। আমাদের কেউ কেউ কামনা করে যে, তার প্রয়োজন পূরণ করা হোক এবং কোন বস্তু ক্রয় করলে যেহেতু তার দীন আছে, সেজন্য সে কামনা করে মানুষ তাকে ভালবাসুক এবং যখন মানুষের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়, সে কামনা করে মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করুক। তারপর তিনি সেই সব আলিম ও আবিদদের বিপদাপদ গণনা করতে শুরু করেন, যাদের মনে দীনের কারণে মর্যাদার মোহ অনুপ্রবেশ করছে।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, বুযুর্গের এই বাণী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি তা সেই দেশের রাজার কানেও গিয়ে পৌঁছে। শুনে বাদশাহ বিস্মিত হলেন এবং তাঁর শীর্ষ পারিষদবর্গকে বললেন, লোকটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দরকার। তারপর একদিন তারা তার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে বাহনে চড়ে রওয়ানা হয়। আবিদ ইল্ম ও আমলের বিপদাপদ এবং মানুষের মনের গোপন সংবাদ সম্পর্কে উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে তাঁর বাসস্থানের নীচের ভূমিতে দেখতে পেলেন যে, অশ্ব ও অশ্বারোহী দ্বারা জায়গাটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী ? বলা হলো, এ হলো, বাদশাহ আপনার উত্তম বাণী শুনে আপনাকে সালাম করার জন্য আপনার নিকট এসেছেন। তিনি বললেন, ইন্না লিল্লাহ্! আমি তাঁকে কী করব ? লোকটা তো আমাদেরকে ধ্বংস করে দিল, যদি না আমরা তাঁকে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ দ্বারা বুঝাতে সক্ষম হই। তখন তো তিনি আমাদের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে প্রত্যাবর্তন করবেন।

তারপর তিনি তার খাদেমকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কি ~~খাবার আছে~~ ? খাদেম বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, যা আছে, এনে আমাদের সম্মুখে রাখ। খাদেম বলল, আছে তো কিছু ফল, কিছু তরকারি আর যায়তুন। বুযুর্গ বললেন, যা আছে নিয়ে আস। খাদিম খাবারগুলো নিয়ে আসে। বুযুর্গ সকলকে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন। তারা খাবারের চার পার্শ্বে এসে সমবেত হয়। বুযুর্গ বললেন, এই লোকটি যখন তোমাদের নিকট আসবে, তোমরা কেউ তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না এবং তার সম্মানার্থে কেউ দাঁড়াবে না। তোমরা খাবারের প্রতি মনোযোগী হয়ে থাকবে। কেউ মাথা তুলবে না। এভাবে হয়ত মহান আল্লাহ্ তাকে আমাদের প্রতি রুষ্ট করে আমাদের থেকে ফিরিয়ে দিবেন। আমি ফেতনা ও খ্যাতি এবং এতদুভয়ের দ্বারা হৃদয় ভরে যাওয়ার আশংকা করছি। তখন জাহান্নামের আগুন ছাড়া আমাদের কোন উপায় থাকবে না।

ওয়াহ্ব বলেন, বুযুর্গের এই বক্তব্য শুনে জনতা কেঁদে ফেলল এবং সেই আলিম ব্যক্তিও কেঁদে ফেললেন।

যা হোক, তারা যে পাহাড়ে অবস্থান করছিল, তার নিকটে পৌঁছে বাদশাহ ও তার সঙ্গীরা পায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠে আসেন। যখন তিনি তাদের অবস্থানের নিকট পৌঁছলেন তারা আহারে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। বাদশাহ তাদের সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছেন। তারা তখন আহারে রত। একজনও মাথা তুলে তাঁর দিকে তাকাল না। বুযুর্গ লোকটিও যায়তুন মিশ্রিত তরকারি দ্বারা বড় বড় রুটির টুকরা খেতে শুরু করেন। বাদশাহ তাদেরকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের

মধ্যে আবিদ কে ? তারা ইঙ্গিতে তাঁকে দেখিয়ে দেয়। বাদশাহ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি কেমন আছেন জনাব! বুযুর্গ বললেন, মানুষ যেমন থাকে। তিনি কথা বলছিলেন আর আহার করছিলেন। বাদশাহ বললেন, এই লোকটির নিকট কোন কল্যাণ নেই। তারপর বাদশাহ তাঁর নিকট থেকে সরে পিছন দিকে ফিরে গেলেন এবং বললেন, এই লোকটির নিকট কোন্ ইল্‌ম নেই। বাদশাহ পাহাড় থেকে নেমে গেলে বুযুর্গ পাহাড়ের উপর থেকে তার প্রতি তাকিয়ে থাকেন এবং বললেন, হে বাদশাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তোমাকে আমার থেকে এমন অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়েছেন যে, তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ। কিংবা বলেছেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র, যিনি তোমাকে আমার থেকে কোন এক বাহানায় ফিরিয়ে নিয়েছেন।

অপর এক বর্ণনায় ইব্‌নুল মুবারক বর্ণনা করেছেন যে, বুযুর্গ বলেছেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি তাকে আমার থেকে এমন অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়েছেন যে, সে আমাকে তিরস্কার করছে।

এক বর্ণনায় আছে যে, এই আবিদ এক সময় রাজা ছিলেন। পরবর্তীতে দুনিয়াবিমুখ হয়ে গেছেন এবং দুনিয়া পরিত্যাগ করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত এবং নেক আমলকারী এক ব্যক্তি তার নিকট এসে তাকে নসীহত করেন। নসীহত শুনে তিনি তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করার জন্য তখনই তার সঙ্গে চলে যেতে প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আখিরাতের অন্বেষণে তিনি রাজ্য ত্যাগ করে তাঁরই সঙ্গে চলে যাবেন। তাঁর সন্তান-সন্ততি, পরিবারবর্গ ও রাজ্যের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের একটি দলও তার সঙ্গে একমত পোষণ করে। তারা তাদের তল্পি-তল্পা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের একজনও জানে না তারা কোথায় যাবে। এই রাজা ন্যায়পরায়ণ, কল্যাণের অধিকারী ও আল্লাহ্‌ভীরু লোক ছিলেন। রাজ্য ও রাজত্বের সম্প্রসারণকারী রাজা ছিলেন তিনি। ছিলেন বিপুল সম্পদ ও জনবলের অধিকারী।

যা হোক, তারা রওয়ানা হয়ে গেলেন। এক সময়ে তারা দেশের কোন এক সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত এক পাহাড়ে গিয়ে উপনীত হলেন। সেখান প্রচুর গাছ-গাছালী ও পানি বিদ্যমান। তারা সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। একদিন বাদশাহ্ বললেন, আমরা তো এই পাহাড়ে অনেক দিন যাবত অবস্থান করছি। দেশের অনেক মানুষ আমাদের কথা শুনেছে। তারা আমাদেরকে ছাড়বে না। এখন আমাদের অন্য কোন দেশে গিয়ে জনমানব থেকে দূরে কোন একস্থানে অবস্থান নেওয়া দরকার। তাতে আশা করি, আমরাও মানুষ থেকে নিরাপদ থাকব, মানুষও আমাদের থেকে নিরাপদ থাকবে। ফলে তারা সেই পাহাড় ছেড়ে অজানা কোন দেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। খুঁজতে খুঁজতে তারা জনমানব থেকে দূরবর্তী একটি পাহাড় পেয়ে যায়। সেখানে অনেক গাছ-গাছালী ও পানি আছে এবং মানুষের চলাচল কম। তারা পাহাড়টির চূড়ায় একটি প্রবহমান পানির ঝরনা এবং বিশাল-বিস্তৃত জমি পেয়ে যায়। কে যেন কিছু ফসলাদির চাষও করেছে। তারা সেখানে অবতরণ করে। সেখানে তারা ইবাদত ও বসবাসের জন্য একাধিক ঘর নির্মাণ করে এবং ঝরনার পানি দ্বারা বিভিন্ন তরিতরকারি ও যায়তুন বৃক্ষের চাষ করে। তারা নিজ হাতে চাষাবাদ করে আহার করতে শুরু করে। তারপর পাহাড়ের আশপাশের নিকটবর্তী দেশসমূহে তাদের কথা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ তাদের নিকট আসতে এবং তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে শুরু করে। প্রচার হতে হতে বুযুর্গের পূর্ববর্ণিত বাণীটিও মানুষের

কাছে প্রচার হয়ে যায়। এক পর্যায়ে কথাটা সে দেশের বাদশাহ্র কানে গিয়ে পৌঁছে। বাদশাহ্ তার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করেন। এভাবে বর্ণনাকারী পুরো ঘটনা উল্লেখ করেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ওয়াহ্ব বলেন, সর্বাপেক্ষা দুনিয়াবিমুখ যদিও সে দুনিয়ার জন্য প্রলুব্ধ হয়- সেই ব্যক্তি যে আমানত রক্ষা করার সঙ্গে উত্তম হালাল উপার্জন ছাড়া সন্তুষ্ট হয় না। সর্বাপেক্ষা দুনিয়া-আসক্ত যদিও সে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়- সেই ব্যক্তি যে উপার্জনে হালাল-হারাম বিবেচনা করে না। জগতে সর্বাপেক্ষা বদান্য সেই ব্যক্তি যে মহান আল্লাহ্র হক আদায়ে বদান্যতা দেখাল। যদিও অন্য ক্ষেত্রে মানুষ তাকে কৃপণ হিসেবে দেখুক। দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা কৃপণ সেই ব্যক্তি, যে মহান আল্লাহ্র হকের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করল। যদিও মানুষ তাকে অন্য ক্ষেত্রে বদান্য দেখুক।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ থেকে যথাক্রমে আতা ইব্ন মুসলিম, মুহাম্মদ ইব্ন আম্র ইব্ন মুকসিম, আলী ইব্নুল মাদীনী ও মু'আয ইব্নুল মুছান্না সূত্রে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর সঙ্গে এক হাজার স্থানে কথা বলেছেন। তিনি যখনই মহান আল্লাহ্র সঙ্গে কথা বলতেন, তিনদিন পর্যন্ত তাঁর চেহারায় নূর দেখা যেত। আর মহান আল্লাহ্ যেদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, সেদিন থেকে তিনি কোন নারীকে স্পর্শ করেননি।

রবীআ ইব্ন আবূ আবদুর রহমান থেকে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, আবদুল্লাহ্ ইব্নুল আজলাহ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন যারারাহ সূত্রে উছমান ইব্ন আবূ শায়বা বর্ণনা করেন যে, রবী'আ ইব্ন আবূ আবদুর রহমান বলেছেন, আমি ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি, নুবুওয়াত অত্যন্ত ভারী ও কঠিন, শক্তিশালী লোক ব্যতীত এটি বহন করতে পারে না। আর ইউনুস ইব্ন মাত্তা একজন সৎ কর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাঁর চরিত্রে কঠোরতা ছিল। যখন তাঁর উপর নুবুওয়াতের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো, তখন তিনি তার ভারে ঢলে পড়ে লাশের গলে যাওয়ার ন্যায় তার নীচে গলে গেলেন। ফলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে পালিয়ে গেলেন। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে বললেন ঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

কাজেই তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিও রাসূলগণ। (৪৬ ঃ ৩৫)। তিনি আরো বলেন,

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ

কাজেইতুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় তুমি মৎস্য-সহচরের ন্যায় হয়ো না। সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল (৬৮ ঃ ৪৮)।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ হতে যথাক্রমে আবূ ইসহাক ইব্ন ওয়াহ্ব সূত্রে ইউনুস ইব্ন বুকায়র বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ বাতাসকে নির্দেশ প্রদান করেছেন, সৃষ্টির কেউ পৃথিবীতে কোন কথা বললে যেন তা সুলায়মান (আ)-এর কানে দেয়। সে কারণেই তিনি পিপীলিকার কথা শ্রবণ করেছেন।

'আমর ইব্ন দীনার সূত্রে ওয়াহ্ব থেকে সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াহ্ব বলেছেন, বনী ইসরাঈলের কোন লোক চল্লিশ বছর ভ্রমণ করলে তাকে কোন একটি বস্তু দেখানো হতো। তা তার ভ্রমণ কবূল হওয়ার আলামত বলে বিবেচিত হতো।

ওয়াহ্‌ব বলেন, রবীআ বংশের এক ব্যক্তি চল্লিশ বছর ভ্রমণ করে। কিন্তু সে কিছুই দেখেনি। ফলে সে বলল, হে আমার রব! আমি যদি সৎকর্ম করে থাকি আর আমার পিতা-মাতা অন্যায় করে থাকেন, তাতে আমার অপরাধ কী ? ওয়াহ্‌ব বলেন, এবার তাকে এমন কিছু দেখানো হলো, যা অন্য কেউ দেখেনি। অপর এক বর্ণনায় আছে, সে বলেছে, হে আমার রব! আমার পিতা-মাতা যদি খেয়ে থাকে, আমাকে তার খেসারত দিতে হবে কেন ? অন্য বর্ণনায় আছে, সে বলেছে, হে আমার রব! আমার পিতা-মাতা যদি অন্যায় করে থাকে, আমি আপনার ইহসান ও পুরস্কার হতে বঞ্চিত হব কেন ? তারপর একখণ্ড মেঘ তাকে ছায়াদান করে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল মুবারক, রাবাহ্ ইব্‌ন যায়দ সূত্রে আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মারওয়ান বলেছেন, আমি ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি, দুনিয়া ও আখিরাতের উপমা হলো দুই সতিনের ন্যায়। তুমি যদি দুটির একটিকে সন্তুষ্ট কর, তাহলে অপরটি রুষ্ট হবে।

তিনি আরো বলেন, মহান আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক - এর পর মহান আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বড় পাপ হলো জাদু। আবদুর রায্‌যাক ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ হতে বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্‌ব বলেন, মানুষ যখন রোযা রাখে, তখন তার চোখ লক্ষ্যচ্যুত হয়। তারপর যখন সে মিষ্টান্ন দ্বারা ইফতার করে, তখন তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে।

ইব্‌নুল মুবারক বাকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, বাকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি, এক আবিদ ব্যক্তি আরেক আবিদ ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে তাকে চিন্তাযুক্ত দেখতে পান। ফলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কী হলো ? তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তির অবস্থা দেখে আমি বিস্মিত হই যে, এত বেশী ইবাদত করা সত্ত্বেও দুনিয়া তার প্রতি আসক্ত! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়েছে, সে কিভাবে আসক্ত হলো, তা ভেবে বিস্মিত হয়ো না। বরং সেই ব্যক্তির জন্য বিস্মিত হও, যে দৃঢ়পদ থেকেছে যে, সে কিভাবে দৃঢ় রয়েছে।

বাক্কার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে যথাক্রমে আবদুর রায্‌যাক ও ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, বাক্কার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি, বনী ইসরাঈলের উপর আযাব ও অনটন নেমে আসে। ফলে নবী (সা) বললেন, মহান আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট হন, আমরা তা জেনে নিয়ে তার অনুসরণ করতে চাই। মহান আল্লাহ্ তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, তোমার সম্প্রদায় বলছে, তারা যখন তাদেরকে সন্তুষ্ট করে, আমি সন্তুষ্ট হই। পক্ষান্তরে, তারা যখন তাদেরকে রুষ্ট করে, আমি রুষ্ট হই।

উমর ইব্‌ন আবদুর রহমান হতে যথাক্রমে ইবরাহীম ইব্‌ন খালিদ ও ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন আবদুর রহমান বলেন, আমি ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি, ঈসা (আ) ও তাঁর হাওয়ারীগণ কিংবা বলেছেন, তার একদল সঙ্গী এক কবরের নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, কবরের অধিবাসীকে তখন কবরে নামানো হচ্ছিল। তারা কবরের অন্ধকার ও সংকীর্ণতার কথা উল্লেখ করে। ঈসা (আ) বললেন, তোমরা এর চেয়েও সংকীর্ণ জায়গায় অবস্থান করেছিলে—অর্থাৎ তোমাদের মা'দের গর্ভাশয়ে। পরে যখন মহান আল্লাহ্ সম্প্রসারণ করার ইচ্ছা করলেন সম্প্রসারণ করলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্নুল মুবারক বাক্কার ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, বাক্কার বলেন, আমি ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি, এক পর্যটক আবিদ ছিলেন। শয়তান তাকে কামনা লোভ ও ক্রোধ-এর দিক হতে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। কিন্তু এক পন্থায়ও সে তাকে ঘায়েল করতে সক্ষম হলো না। তারপর সাপের আকৃতি ধারণ করে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নামায অব্যাহত রাখেন এবং তার প্রতি ফিরেও তাকালেন না। এবার শয়তান তার দু'পায়ের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে যায়। কিন্তু তাতেও তিনি তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এবার সে তাঁর কাপড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তাঁর মাথার দিক থেকে নিজের মাথাটা বের করে রাখে। কিন্তু আবিদ তাতে ভ্রূক্ষেপ করলেন না এবং পিছনেও সরলেন না। তারপর যখন তিনি সিজদা করতে উদ্যত হন, তখন সে তার সিজদার জায়গায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে যায়। যখন তিনি সিজদা করার জন্য মাথা রাখেন, তাঁর মাথাটা গিলে খাওয়ার জন্য সে তার মুখ হা করে। যখন তিনি মাথা রাখেন, তাকে সরিয়ে দিয়ে সিজদা করতে সক্ষম হন।

তারপর শয়তান একজন মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকট এসে বলল, আমি আপনার সেই সঙ্গী, যে আপনাকে ভয় দেখায়। আমি কামনা, ক্রোধ ও লোভের দিক দিয়ে আপনার নিকট এসেছিলাম। আমিই ব্যাঘ্র ও সাপের আকৃতি ধারণ করে আপনার নিকট আসতাম, কিন্তু আপনাকে ঘায়েল করতে সক্ষম হইনি। এখন আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং আজকের পর আর কখনো আমি আপনার নামাযের মধ্যে আসব না। আবিদ বললেন, আমি তোমার ভয়ে ভীত হওয়ার পাত্র নই। আর আজ তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনেরও আমার কোন আবশ্যক নেই। শয়তান বলল, আমাকে যা খুশী জিজ্ঞাসা করুন, আমি আপনাকে উত্তর দেব। আবিদ বললেন, তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রবৃত্তিও আমার নেই। শয়তান বলল, আপনি কি আমাকে আপনার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না যে, আপনার অবর্তমানে তা কী করা হয়েছে ? আবিদ বললেন, সম্পদ নিয়ে যদি আমার কোন ভাবনাই থাকত, তাহলে আমি কখনো তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতাম না। শয়তান বলল, আপনি কি আমাকে আপনার পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না যে, তাদের কে মৃত্যুবরণ করেছে আর কে বেঁচে আছে ? আবিদ বললেন, আমি তাদের আগে মৃত্যুবরণ করব। শয়তান বলল, আপনি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না, আমি মানুষকে কী দ্বারা বিভ্রান্ত করি ? আবিদ বললেন, তুমি তাদের চেয়েও বিভ্রান্ত। তবে তুমি মানব সন্তানকে যা দ্বারা বিভ্রান্ত কর, তার মধ্যে সবচেয়ে মযবুত বিষয় কোন্‌টি ? শয়তান বলল, তিনটি স্বভাব—কৃপণতা, কঠোরতা ও নেশা। কেননা, মানুষ যখন কৃপণ হয়, তখন আমরা তার চোখে তার সম্পদকে কম করে দেখাই এবং মানুষের সম্পদে তাকে আগ্রহী করে তুলি। আর যখন সে কঠিনপ্রাণ হয়, তখন শিশুরা যেমন বল হাত বদল করে থাকে, তেমনি আমরাও তাকে হাত বদল করি। যদিও সে মৃতকে জীবিত করে, তবু আমরা তার ব্যাপারে নিরাশ হই না। আর সে যা কিছু নির্মাণ করে, আমরা তা ধ্বংস করে দেই। আমাদের কথা একটাই। পক্ষান্তরে, মানুষ যখন নেশাগ্রস্ত হয়, তখন আমরা তাকে যে কোন অপকর্ম ও অপমান-লাঞ্ছনার দিকে হাঁকিয়ে নেই, যেমনি বিড়ালের কান ধরে ইচ্ছামত হাঁকানো হয়।

ওয়াহ্‌ব আরো বলেন, আয়্যুব (আ) বিপদগ্রস্ত অবস্থায় সাত বছর অতিবাহিত করেন। ইউসুফ (আ) কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে সাত বছর কাটান। বখতনাসর আকৃতি-বিকৃত হয়ে হিংস্র পশুদের মাঝে সাত বছর অতিবাহিত করেন।

ওয়াহ্বকে দীনার ও দিরহাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বললেন, দীনার-দিরহাম হলো, বিশ্ব-প্রতিপালকের সীলমোহর। পৃথিবীটা হলো, মানব সন্তানের এমন জীবনোপকরণ, যা খাওয়াও যায় না, পানও করা যায় না। বিশ্ব-প্রতিপালকের সীলমোহরটা নিয়ে তুমি সেখানেই যাবে, তোমার প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে। আর তা হলো মুনাফিকদের লাগাম, তা দ্বারা তাদেরকে প্রবৃত্তির দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হয়।

ওয়াহ্ব থেকে যথাক্রমে সাম্মাক ইব্নুল মুফায্যল, মা'মার ও ইব্নুল মুবারক সূত্রে দাউদ ইব্ন উমর আয্যাবী বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেছেন, যে ব্যক্তি আমল বিহীন দু'আ করে তার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে ছিলা ছাড়া তীর নিক্ষেপ করে।

ইব্নুল মুবারক উমর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মাহরাব থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন আবদুর রহমান বলেন, আমি ওয়াহ্বকে বলতে শুনেছি, জনৈক অভিজ্ঞজন বলেছেন, আমি শুধু জান্নাতের আশায় মহান আল্লাহ্র ইবাদত করতে লজ্জাবোধ করি। তখন তো আমি মন্দ মজুরের ন্যায় হয়ে যাব, যে যদি দান করা হয়, কাজ করবে, যদি না দেওয়া হয় কাজ করবে না। আর আমি শুধু জাহান্নামের ভয়েও মহান আল্লাহ্র ইবাদত করতে লজ্জাবোধ করি। তখন তো আমি মন্দ গোলামের ন্যায় হয়ে যাব, যে যদি ভয় দেখানো হয়, কাজ করবে, ভয় না দেখানো হলে কাজ করবে না। আমার নিকট হতে যতটুকু আল্লাহ্প্রেম প্রকাশ পায়, অন্য কিছু ততটুকু প্রকাশ পায় না।

সুররী ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ মাকহূল-এর নিকট পত্র লিখেন ঃ আপনি তো ইসলামের বাহ্যিক ইলম দ্বারা মানুষের নিকট ভালবাসা ও মর্যাদা অর্জন করে নিয়েছেন। এবার মানুষের গুপ্ত ইল্ম দ্বারা মহান আল্লাহ্র নিকট ভালবাসা ও নৈকট্য অন্বেষণ করুন। আর জেনে রাখুন, দুই ভালবাসার একটি অপরটিকে প্রতিহত করে। কিংবা বলেছেন ঃ অচিরেই অপরটি তোমাকে বারণ করবে।

যাফির ইব্ন সুলায়মান আবূ সিনান আশ-শায়বানী হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সিনান বলেন ঃ আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেছেন ঃ লুকমান তাঁর ছেলেকে বলেছেন ঃ বৎস! দুনিয়া ও আখিরাতের লাভের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্র আনুগত্যকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ কর। ঈমান হলো তোমার জাহাজ, যাতে তোমাকে বহন করা হবে। মহান আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল হলো সেই জাহাজের পাল। দুনিয়া হলো তোমার সমুদ্র। দিনসমূহ তোমার ঢেউ। নেক আমল তোমার ব্যবসা, তুমি যার লাভ আশা কর। গনীমত হলো তোমার হাদিয়া, যা দ্বারা তুমি তোমার মর্যাদা কামনা কর এবং তার লোভ তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। মনকে তার প্রবৃত্তি হতে ফিরিয়ে রাখা হলো জাহাজের নোঙ্গর। মৃত্যু হলো তার কিনারা। মহান আল্লাহ্ তার স্বত্বাধিকারী এবং তাকে তাঁর-ই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যার মূলধন যত বেশী এবং নিয়ত যত পরিচ্ছন্ন, পন্থা যত খাঁটি, সে মহান আল্লাহ্র তত প্রিয়, শ্রেষ্ঠ ও নৈকট্যশীল ব্যবসায়ী। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে অপ্রিয় সেই ব্যবসায়ী, যার পুঁজি কম, পথ-পন্থা নিকৃষ্ট। মন-মানসিকতা নোংরা যদিও তোমার ব্যবসা উত্তম হবে, লাভ বৃদ্ধি পাবে। যখন তোমার পথ-পন্থা নিষ্ঠাপূর্ণ হবে, তুমি সম্মান পাবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেছেন ঃ লুকমান (আ) তাঁর ছেলেকে বলেছেন ঃ বৎস! মহান আল্লাহ্র আনুগত্যকে পুঁজি বানাও; সবদিক থেকে ব্যবসা আসবে।

আল্লাহ্‌ভীতিকে তোমার জাহাজ, মহান আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুলকে তার বিছানা, মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানকে তার পাল, উপকারী ইলম ও নেক আমলকে তোমার সমুদ্ররূপে গ্রহণ কর। তবেই আশা করা যায়, তুমি মুক্তিলাভ করবে। তবে আমি তোমাকে মুক্তিলাভকারী হিসেবে দেখছি না।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল মুবারক রাবাহ ইব্‌ন যায়দ সূত্রে জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সম্পদের যেমন সীমালংঘন আছে, তেমনি ইলমেরও সীমালংঘন আছে।

আকীল ইব্‌ন মুনাব্বিহ হতে যথাক্রমে গাওছ ইব্‌ন জাবির, আবূ কুদামা হাম্মাম ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন উক্‌বা ও উবায়দ ইব্‌ন মুহাম্মদ আস-সান'আনী সূত্রে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, আকীল ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন ঃ আমি আমার চাচা ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি ঃ মহান আল্লাহ্‌র প্রতিদান হলো স্থগিত বিষয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আমল করে না, সে তার হকদার হয় না। যে তা অন্বেষণ করে না, সে তা পায় না। যে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, সে তা দেখে না। আল্লাহ্‌র আনুগত্য সেই ব্যক্তির নিকটবর্তী, যে তার প্রতি আগ্রহী হয় এবং সেই ব্যক্তি থেকে দূরে, যে তার নিকট হতে বিমুখ হয়। যে তার প্রতি প্রলুব্ধ হয়, সে সে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসে না, সে তা পায় না। যে ব্যক্তি তার দিকে ছুটে যায়, তুমি তাকে অতিক্রম করতে পারবে না। সেই ব্যক্তি তার নাগাল পায় না, যে ধীরগতিতে চলে। মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য সেই ব্যক্তিকে সম্মানিত করে, যে তাকে সম্মান করে। পক্ষান্তরে, যে তা বিনষ্ট করে, তাকে সে লাঞ্ছিত করে। মহান আল্লাহ্‌র কিতাব তার দিক-নির্দেশনা করে এবং মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

উমর ইব্‌ন আবদুর রহমান হতে ইবরাহীম ইব্‌ন খালিদ সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন আবদুর রহমান বলেন ঃ আমি ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি, দাঊদ (আ) বলেছেন ঃ হে আমার রব! আপনার কোন্ বান্দা আপনার নিকট বেশী প্রিয় ? মহান আল্লাহ্ বললেন ঃ সেই মু'মিন যার আকার-গঠনও সুন্দর, আমলও সুন্দর। দাঊদ (আ) বললেনঃ হে আমার রব! আপনার কোন্ বান্দা আপনার নিকট বেশী অপ্রিয় ? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ সুন্দর আকৃতির কাফির, সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক, কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক, তার ক্ষেত্রে দু-ই সমান।

ইমাম আহমাদ বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ কোন্ বান্দা আপনার নিকট বেশী অপ্রিয়? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ সেই বান্দা, যে আমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করল। আমি তাকে অনুগ্রহ করলাম; কিন্তু সে তাতে সন্তুষ্ট হলো না।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ হতে যথাক্রমে আবদুস সামাদ ইব্‌ন মা'কাল, আবদুল মুনইম ইব্‌ন ইদরীস ও ইবরাহীম ইব্‌ন সাঈদ সূত্রে ইবরাহীম ইব্‌নুল জুনায়দ বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন ঃ এক পর্যটক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করতেন। একবার ইবলীস তাঁর নিকট এসে মানুষের রূপধারণ করে তাকে দেখতে শুরু করে যে, সে আল্লাহ্‌র ইবাদত করছে। সে তাঁর চেয়েও বেশী ইবাদত করতে থাকে। তার সাধনা ও ইবাদত দেখে পর্যটক তাকে ভালবাসে। একদিন পর্যটক জায়নামাযে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় শয়তান তাকে বলল ঃ আমরা যদি শহরে প্রবেশ করে মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের জ্বালাতনে ধৈর্যধারণ করি,

তাদেরকে (সৎ কাজের) আদেশ করি এবং (অসৎ কাজে) বাধাদান করি, তাহলে আমরা বেশী সওয়াব পাব। পর্যটক তার আহ্বানে সাড়া দেন। পর্যটক যখন তার সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের দরযা দিয়ে এক পা বের করেন, অমনি এক আওয়াযদানকারী আওয়ায দেয়– এই। লোক শয়তান, তোমাকে বিভ্রান্ত করা তার উদ্দেশ্য। শুনে পর্যটক বললেন ঃ যে পা আল্লাহ্র অবাধ্যতা এবং শয়তানের আনুগত্যের মিশন নিয়ে বের হলো, সে আমার সঙ্গে যেতে পারবে না। ফল এই দাঁড়াল যে, উক্ত স্থান হতে সে পা সরাবার আগেই দুনিয়া ত্যাগ করল।

ফলে আল্লাহ্ তা'আলা কোন এক কিতাবে তার উল্লেখ করেছেন এবং তাকে 'পা-ওয়ালা' আখ্যা দিয়েছেন।

ওয়াহ্ব বলেন ঃ সমকালের শ্রেষ্ঠতম এক ব্যক্তি এমন এক রাজার নিকট গমন করেন, যিনি শূকরের গোশ্ত ভক্ষণে বাধ্য করে দেশের জনগণকে ভ্রান্ত ও কুফরের দিকে ঠেলে দিতেন। তার ক্ষমতায় থাকা মানুষের জন্য মহাবিপদ হয়ে দাঁড়ায়। একদিন রাজার পুলিশ প্রধান বুযুর্গকে বললেন ঃ হে আলিম ! আপনি একটি ছাগল– যার গোশ্ত খাওয়া আপনার জন্য হালাল– যবাহ্ করে আমাকে দিন।-আমি স্বতন্ত্রভাবে সেটি আপনার জন্য প্রস্তুত করব। রাজা যখন শূকরের গোশত আনতে বলবেন, তখন আমার নির্দেশে সে ছাগলের গোশত্ এনে আপনার সম্মুখে রাখা হবে। আপনি তার থেকে হালাল গোশত ভক্ষণ করবেন আর রাজা দেখবেন, আপনি ও জনগণ শূকরের গোশত ভক্ষণ করছেন। কথা অনুযায়ী উক্ত আলিম একটি ছাগলছানা যবাহ করে পুলিশ প্রধানকে দিয়ে দেন। পুলিশ প্রধান তাঁর জন্য প্রস্তুত করেন এবং বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দেন, রাজা যখন এই আলিমকে শূকরের গোশত খাওয়াবার আদেশ করবেন, তখন তোমরা এই ছাগলের গোশতগুলো তাঁর সম্মুখে নিয়ে উপস্থিত করবে। এই আলিম শূকরের গোশত ভক্ষণ করেন কিনা দেখার জন্য জনতা সমবেত হলো। তারা বলল ঃ তিনি যদি ভক্ষণ করেন, তাহলে আমরাও ভক্ষণ করব। আর যদি তিনি বিরত থাকেন, আমরাও বিরত থাকব। রাজা আসলেন। তাদের জন্য শূকরের গোশত আনতে বললেন। জনতার সামনে শূকরের গোশত রাখা হলো। উক্ত আলিমের সামনে রাখা হলো যবাহ করে রান্না করা সেই ছাগলের গোশত। মহান আল্লাহ্ আলিমকে ইলহাম করলেন। তিনি বললেন ঃ আমি না হয় সেই ছাগলের গোশত খেলাম, যার হালাল হওয়া আমার জানা। কিন্তু যারা জানে না, তাদেরকে আমি কী করব ? মানুষ তো আমাকে অনুসরণ করার জন্য আমার খাওয়ার অপেক্ষা করবে। অথচ তারা এটাই জানবে যে, আমি শূকরের গোশতই খেয়েছি। ফলে আমার অনুসরণে তারাও (শূকরের গোশত) ভক্ষণ করবে। ফলে কিয়ামতের দিন আমিও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হব, যারা তাদের পাপের বোঝা বহন করবে। আল্লাহ্র শপথ! আমি তা করব না, যদিও আমাকে হত্যা করা হয়, যদিও আমাকে আগুনে ভস্ম করা হয়। তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানান এরপর রাজা তাকে খাওয়ার আদেশ করেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। তারা তাকে পীড়াপীড়ি করল। তারপরও তিনি অস্বীকার করলেন। ফলে রাজা পুলিশ প্রধানকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। হত্যার পূর্বে পুলিশ প্রধান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিজে যবাহ্ করে যে গোশত আমাকে দিলেন, তা খেতে আপনাকে কে বারণ করল ? আপনি কি ভেবেছেন, আমি আপনাকে সেই গোশত না দিয়ে অন্য গোশত দিয়েছি ? আল্লাহ্র শপথ! আমি তা করিনি। জবাবে আলিম তাকে বললেন ঃ আমি জানি, এই গোশত সেই গোশত-ই। কিন্তু

আমার আশংকা মানুষ আমাকে অনুসরণ করবে। তারা আমার খাওয়ার অপেক্ষা করছে। তারা বুঝবে, আমি শূকরের গোশত-ই ভক্ষণ করেছি। ভবিষ্যতেও মানুষ বলবে অমুক শূকরের গোশত খেয়েছে। এভাবে আমি তাদের জন্য বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ হব। তারপর তাঁকে হত্যা করা হলো। মহান আল্লাহ্ তাঁকে রহম করুন। একজন আলিমের যে কোন দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে চলা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে পরহেয করা উচিত। কেননা, আলিমের পদস্খলন ও দোষ-ত্রুটি এক ধরনের বিপদ। অন্যরা যার অনুসরণ করে থাকে। মুআয ইব্‌ন জাবাল বলেন ঃ বিজ্ঞ লোকের সাধারণ ত্রুটি থেকে নিজেকে রক্ষা কর।

অন্যরা বলেন ঃ আলিমের পদস্খলন থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা, আলিম যখন পদস্খলিত হয়, তার সামনে বড় আলিমও হন। তাই যত ছোট-ই হোক স্খলনকে আলিমের তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। যে সব রুখসত বিষয়ে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। তার উপর আমল না করা উচিত। কেননা, আলিমগণ হলেন সকল অন্ধ আম-জনতার লাঠি। সেই লাঠি দ্বারা তারা ব্যর্থ করে দেওয়ার লক্ষ্যে সত্যের উপর আঘাত হানে এবং বলে, আমি অমুক আলিমকে, অমুককে অমুককে এ কাজ করতে দেখেছি। আলিমের ব্যক্তিগত আচরণ এড়িয়ে চলা উচিত। কেননা, অনেক সময় নিজ অভ্যাসমত কাজ করেন, কিন্তু অজ্ঞরা তাকে জাইয সুন্নত কিংবা ওয়াজিব ভেবে বসে। যেমন ঃ বলা হয়ে থাকে ঃ আলিমকে জিজ্ঞাসা কর; তিনি তোমাকে সত্য বলবেন। কিন্তু তার অভিনব কাজের অনুসরণ কর না। তাই তাকে জিজ্ঞাসা কর; তিনি যদি দীনদার হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তোমাকে সত্য বলবেন। তাছাড়া এ যুগের অধিকাংশ আলিমের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বহু মানুষ নষ্ট হয়ে গেছে। এই যখন অবস্থা, তখন তাদের সঙ্গে মেলামেশা ও উঠাবসার পরিণতি কী হবে, সহজেই অনুমেয়। তবে–

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَلَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনই তার কোন পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না (১৮ ঃ ১৭)।

আবূ আবদুর রায্যাক হতে আবদুর রায্যাক সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন যানজাবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুর রায্যাক বলেন ঃ আমি ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে বললাম ঃ আপনার তো নিয়ম ছিল, আপনি স্বপ্ন দেখে পরে তা আমাদেরকে অবহিত করতেন এবং আমরাও আপনার অনুরূপ স্বপ্ন দেখতাম। তিনি বললেন, যেদিন আমি বিচারকের পদে আসীন হয়েছি, সেদিন থেকে তা আমার থেকে চলে গেছে। আবদুর রায্যাক বলেন ঃ আমি মা'মারকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বললেন ঃ আর হাসানকে যেদিন বিচারকের পদে আসীন করা হয়, সেদিন থেকে আর তার বুঝ-বুদ্ধির প্রশংসা করা হয়নি। কাজেই হে শাহ্‌র! তোমার পর আর কোন্ কাযী নিরাপদ থাকবে ? তোমার এই যুগের যেসব আলিম দুনিয়ার আবর্জনায় ডুবে আছে, তার অবস্থা কী হবে ? বিশেষত তৈমুর লংগের ফেতনার পর থেকে। কেননা, আজকাল হৃদয়গুলো দুনিয়ার মোহে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। কাজেই ইল্‌ম আর সেখানে স্থান পাচ্ছে না। কাজেই শুরু-শেষ দেখার উদ্দেশ্যে তুমি তাদের যার সঙ্গে খুশী উঠাবসা কর। তবে শুরুটাই যেন তোমাকে হালকা না করে ফেলে। কাজের ফলাফল বুঝা যায় শেষ পরিণতি দ্বারা। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিয্ক। (৬৫ ঃ ২-৩)

ওয়াহ্ব বলেন ঃ মু'মিনের জন্য বিপদাপদ হলো পশুর দড়ির ন্যায়।

আবূ বিলাল আল-আশআরী আবূ শিহাব আস-সান'আনী ও আবদুস সামাদ সূত্রে ওয়াহ্ব হতে বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হলো, যে নবীদের পথে চলল।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল আবদুর রায্যাক ও মুনযির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মুনযির বলেন ঃ আমি ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি ঃ আমি কোন এক হাওয়ারীর কিতাবে পড়েছি ঃ যখন তোমাকে কোন বিপদগ্রস্তের পথে পরিচালিত করা হয়, তখন তুমি খুশী হও। কেননা, তোমাকে নবী ও সৎকর্মশীলগণের পথে চালিত করা হয়েছে।

উছমান ইব্ন বাযদুবিয়াহ থেকে যথাক্রমে উমায়্যা ইব্ন শাব্ল, ইবরাহীম ইব্ন খালিদ ও আহমাদ ইব্ন জা'ফর সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, উছমান ইব্ন বাযদুবিয়া বলেন ঃ আমি ওয়াহ্ব ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র-এর সঙ্গে আরাফার দিন ইব্ন আমির-এর খেজুর তলায় উপস্থিত ছিলাম। তখন ওয়াহ্ব সাঈদকে বলেন ঃ যেদিন তুমি হাজ্জাজের ভয়ে পলায়ন করেছিলে, সেদিন তোমার কী দশা ঘটেছিল হে আবূ আবদুল্লাহ্ ? তিনি বলেন ঃ আমার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। তার গর্ভস্থিত সন্তানের মুখমণ্ডল বেরিয়ে এসেছে। ঠিক এমন সময় আমি আমার স্ত্রীকে রেখে বেরিয়ে পড়েছি। শুনে ওয়াহ্ব বলেন ঃ তোমাদের পূর্বেকার মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত হতো তারা তাকে আশা গণ্য করত। আর যখন আশাব্যঞ্জক কিছু আপতিত হতো তাকে বিপদ গণ্য করত।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেছেন ঃ আমি কোন এক কিতাবে পড়েছি ঃ আমার এমন কোন বান্দা নেই, যে জাদু করেনি কিংবা তাকে জাদু করা হয়নি, নিজে অদৃষ্টের কথা বলেনি কিংবা তার অদৃষ্টের কথা বলা হয়নি, নিজে কুলক্ষণ গ্রহণ করেনি কিংবা তার কুলক্ষণ গ্রহণ করা হয়নি। যে ব্যক্তি এমনটি হয়েছে তার উচিত আমাকে ছাড়া সবকিছু ত্যাগ করা। কেননা, সত্তা একমাত্র আমি-ই এবং সব সৃষ্টি আমার-ই জন্য।

ওয়াহ্ব থেকে যথাক্রমে তায়মী, জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ রিবাহ ও ইবরাহীম ইব্ন খালিদ সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেন ঃ বিত্তবানদের জান্নাতে প্রবেশ করা যতনা সহজ, তার চেয়ে বেশী সহজ সুঁইয়ের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করা। আমার মতে, এর কারণ হলো, হিসাবের কঠিনতা এবং বিত্তবানদের কষ্টের মধ্যে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

বাক্কার থেকে আবদুর রায্যাক সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, বাক্কার বলেন ঃ আমি ওয়াহ্বকে বলতে শুনেছি ঃ সমতা বর্জন করাও 'তাতফীফ' (ওযনে কম দেওয়া)-এর অন্তর্ভুক্ত।

ওয়াহ্ব থেকে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন জাহাদাহ, মুহাম্মাদ ইব্ন তালহা এবং হাজ্জাজ ও আবুন্ নাসর সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইবাদত করে তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। আর যে অলসতা করে, তার দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়।

অন্যরা বলেন ঃ এক শীতের রাতে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল যে, শুভ্রকায় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল ঃ উঠে নামায পড়। নামায তোমার জন্য সেই নিদ্রা হতে উত্তম, যা তোমার দেহকে দুর্বল করে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই মর্মে আমি একটি হাদীস দেখেছিলাম, যা এ মুহূর্তে আমার স্মরণ নেই।

এতো পরীক্ষিত বিষয় যে, ইবাদত দেহকে প্রফুল্ল ও কোমল রাখে। পক্ষান্তরে, নিদ্রা দেহকে অলস বানায়, ফলে দেহ কঠিন হয়ে যায়।

কোন এক পূর্বসূরী আলিম বলেন ঃ যাল্লাহ্ ইব্ন আশীম একদিন জঙ্গলে প্রবেশ করে রাতভর নামায পড়ে। ভোরবেলা দেখা গেল, যেন সে তোশকের উপর শুয়ে রাতযাপন করেছে, আমাকে মনে হলো দুর্বল ও অলস, যা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতেন না। হাসানকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ যারা ইবাদত করে, তাদের চেহারা এত সুন্দর হয় কেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ তারা মহান প্রভুর সঙ্গে নির্জনবাস করেছে। ফলে তিনি তাদেরকে আপন নূরের পোশাক পরিধান করিয়েছেন।

ইয়াহ্য়া ইব্ন আবূ কাছীর বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! বাসর রাতে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে নির্জন বাসের আনন্দ অপেক্ষা মহান প্রভুর সঙ্গে নির্জনে কথা বলার আনন্দ বেশী।

আতা' আল-খুরাসানী বলেন ঃ রাতের ইবাদত দেহের জন্য জীবনীশক্তি, অন্তরের নূর, চেহারার উজ্জ্বলতা এবং চোখ ও অন্যসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি। একজন মানুষ যখন রাত জেগে ইবাদত করে, সকালে সে আনন্দিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে। পক্ষান্তরে, যখন মানুষ সারারাত ঘুমিয়ে থাকে, সকালে যখন জাগ্রত হয়, তখন সে থাকে দুঃখিত ও মনভাঙ্গা, যে সে কিছু একটা হারিয়ে ফেলেছে। বাস্তবিকই সে নিজের বিরাট এক উপকারী সম্পদ হারিয়ে ফেলেছে।

বিলাল থেকে যথাক্রমে আবূ ইদরীস আল-খাওলানী, রবীআ ইব্ন ইয়াযীদ, মুহাম্মদ আল-কারাশী, বাকর ইব্ন হুবায়শ, হাশিম ইব্নুল কাসিম আবুন্ নাসর ও আবূ জা'ফর আহমাদ ইব্ন মুনী' সূত্রে ইব্ন আবুদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেন যে, বিলাল বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা রাত জেগে ইবাদত কর। কেননা, তা তোমাদের পূর্বেকার নেক্কার লোকদের চরিত্র। রাতের ইবাদত হলো মহান আল্লাহ্র নৈকট্য, পাপের প্রতিবন্ধক, গুনাহের কাফ্ফারা এবং দেহ থেকে শয়তানের বিতাড়ন।

অন্যরা ভিন্ন সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেন ঃ তোমরা রাত জেগে ইবাদত কর। কেননা, তা তোমাদের পূর্বেকার নেক্কার লোকদের চরিত্র।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নিদ্রা যায়, তখন শয়তান তার গ্রীবার নিকট তিনটি গিরা দেয়। প্রতিটি গিরার সময়ে বলেঃ তোমার জন্য দীর্ঘ রাত আছে; তুমি ঘুমিয়ে থাক। তারপর যখন সে জাগ্রত হয় এবং মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তখন একটি গিরা খুলে যায়। যখন উযূ করে, একটি গিরা খুলে যায়। যখন নামায আদায় করে, তখন একটি গিরা খুলে যায়। এভাবে প্রফুল্ল অবস্থায় তার রাত পোহায়। অন্যথায় তার রাত পোহায় বাজে মন নিয়ে অলস অবস্থায়।

হযরত হূদ (আ) বলেছেন– কুরআনের ভাষায় ঃ اُعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ তোমরা মহান আল্লাহ্র ইবাদত কর; তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই (২৩ ঃ ৩২)।

অন্যত্র বলেন : وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। (১১ : ৫২)

এখানে শক্তি বলতে সকল শক্তি-ই বুঝানো হয়েছে। তার অর্থ হলো, মহান আল্লাহ্ তাঁর ঈমানদারদের ঈমান, ইয়াকীন, দ্বীন ও তাওয়াক্কুল ইত্যাদি সর্বপ্রকার শক্তি বৃদ্ধি করে দেন। দুনিয়ায় তাদের শ্রবণ, দৃষ্টি, দেহ, সম্পদ এবং সন্তানাদি ইত্যাদিতে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে দেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ইমাম আহমাদ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল করীম সূত্রে আবদুস সামাদ হতে বর্ণনা করেন যে, আবদুস সামাদ ওয়াহ্বকে বলতে শুনেছেন : তুমি দান কর। মানুষ জানে, সে অগ্রে তার সম্পদ প্রেরণ করেছে। যা কিছু সে পিছনে ফেলে গেছে, তা অন্যের সম্পদ। আমার অভিমত : এই উক্তি হাদীসের উক্তির অনুরূপ। হাদীসে আছে : তোমাদের কার নিকট নিজের সম্পদ অপেক্ষা উত্তরসূরীদের সম্পদ বেশী প্রিয় ? লোকেরা বলল : আমাদের প্রত্যেকের-ই নিকট উত্তরাধিকারীদের সম্পদ অপেক্ষা নিজের সম্পদ বেশী প্রিয়। নবী (সা) বললেন : নিজের সম্পদ হলো সেই সম্পদ, যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে। আর উত্তরাধিকারীদের সম্পদ হলো যা সে পিছনে রেখে গেছে। আবদুস সামাদ বলেন : আমি শুনেছি, ওয়াহ্ব মিম্বরে বসে বলছেন : তোমরা আমার নিকট হতে তিনটি কথা মুখস্থ করে রাখ। তোমরা পূজারী প্রবৃত্তি, মন্দ লোকের সহচর ও আত্মম্ভরিতা থেকে নিজেকে রক্ষা কর। আমি এই শব্দগুলো হাদীসে দেখেছি।

ইবরাহীম ইবনুল হাজ্জাজ থেকে ইউনুস ইব্ন আবদুস সালাম ইব্ন মা'কাল সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি ওয়াহ্বকে বলতে শুনেছি : শয়তানের নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানব সন্তান হলো যারা বেশী ঘুমায় ও বেশী খায়।

ইমরান ইব্ন আবদুর রহমান আবুল হুযায়ল থেকে গাওস ইব্ন জাবির সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ওহব বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা নেক্কার বান্দাকে মানুষের সমালোচনা থেকে নিরাপদ রাখেন।

ওয়াহব ইব্ন মুনাব্বিহ হতে যথাক্রমে ইমরান আবুল হুযায়ল ও ইবরাহীম ইব্ন আকীল সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন : এমন কোন মানুষ নেই, যার সঙ্গে শয়তান নেই। শয়তান কাফিরের সঙ্গে আহার করে, পান করে ও তার সঙ্গে তার বিছানায় ঘুমায়। পক্ষান্তরে মু'মিনের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে শয়তান অপেক্ষা করে, কখন সে উদাসীন হয়ে পড়ে। শয়তানের নিকট প্রিয় মানুষ হলো যারা বেশী খায় ও বেশী ঘুমায়।

ওয়াহ্ব থেকে যথাক্রমে দাঊদ ইব্ন আবূ হিন্দ ও বিশ্‌র ইব্ন মানসুর-এর ভাইয়ের ছেলে আবুল মু'তামির সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন গালিব বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেছেন : আমি কোন এক নবীর উপর আকাশ হতে নাযিল হওয়া কোন এক কিতাবে পড়েছি : আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে বললেন : জান, আমি কেন তোমাকে খলীলরূপে গ্রহণ করেছি ? ইবরাহীম (আ) বললেন : না, হে আমার রব! মহান আল্লাহ্ বলেন : তুমি নামাযে আমার সম্মুখে অবনত হয়ে দণ্ডায়মান হও, সে জন্য।

ইদরীস ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ হতে যথাক্রমে আবূ বাকর ইব্ন আয়্যাশ ও মুহাম্মদ ইব্ন আয়্যূব সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল বর্ণনা করেন যে, ইদরীস ইব্ন ওয়াহ্ব বলেন, আমার পিতা বলেছেন ঃ সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ)-এর একশত ঘর ছিল, যার উপরাংশ ছিল সীসার এবং নিম্নাংশ লোহার। একদিন তিনি বাতাসে চড়ে এক কৃষকের উপর দিয়ে অতিক্রম করেন। দেখে কৃষক সুলায়মান (আ)-এর রাজ্যের বিশালতা প্রকাশ করে। লোকটি বলল ঃ অবশ্যই দাউদ বংশকে বিশাল রাজত্ব দান করা হয়েছে। বাতাস কৃষকের উক্তিটি বয়ে নিয়ে সুলায়মান (আ)-এর কানে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ ফলে সুলায়মান (আ) আদেশ করলে বাতাস থেমে যায়। তারপর তিনি নীচে অবতরণ করে পায়ে হেঁটে কৃষকের নিকট গমন করে বললেন ঃ আমি তোমার উক্তি শুনেছি এবং পায়ে হেঁটে এজন্য তোমার নিকট এসেছি যেন মহান আল্লাহ্ অনুগ্রহপূর্বক আমাকে যে ক্ষমতা দান করেছেন, তুমি তার কামনা না কর। কারণ, তিনি-ই আমাকে এর জন্য নির্বাচন করেছেন এবং আমাকে সাহায্য করেছেন। তারপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! তুমি কিংবা কোন মু'মিন হতে মহান আল্লাহ্র কবূলকৃত একটি তাসবীহ দাউদ বংশের রাজত্ব অপেক্ষা উত্তম। কেননা, দাউদ বংশকে যা দান করা হয়েছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর তাসবীহ স্থায়ী থাকবে। আর স্থায়ী বস্তু ধ্বংসশীল বস্তু অপেক্ষা উত্তম। শুনে কৃষক বলল, মহান আল্লাহ্ আপনার চিন্তা দূর করে দিন, যেমনটি আপনি আমার চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ থেকে আকীল ইব্ন মা'কাল ও ইবরাহীম ইব্ন আকীল ইব্ন মা'কাল সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে একটি নূর দান করেছিলেন। হারূন (আ) মূসা (আ)-কে বলেন, ভাইজান! এটি আমাকে দিয়ে দিন। ফলে মূসা (আ) সেটি হারূন (আ)-কে দিয়ে দেন। পরবর্তীতে হারূন (আ) সেটি দান করেন তাঁর ছেলেকে। অপরদিকে বায়তুল মুকাদ্দাসে একটি পেয়ালা ছিল, যাকে নবী ও রাজা-বাদশাহগণ শ্রদ্ধা করতেন। এক পর্যায়ে হারূন (আ)-এর দুই ছেলে তাতে মদ পান করতে শুরু করে। ফলে আকাশ হতে আগুন নেমে এসে হারূন (আ)-এর উভয় ছেলেকে ছোঁ মেরে নিয়ে উপরে উঠে যায়। দেখে হারূন (আ) ভয় পেয়ে যান এবং আকাশ পানে মুখ করে অনুনয়-বিনয় করে মহান আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন, হে হারূন! আমি যেখানে আমার অনুগত গোষ্ঠীর নাফরমান লোকদের সঙ্গে এই আচরণ করি, সেখানে আমার অবাধ্য গোষ্ঠীর নাফরমান লোকদের সঙ্গে আমার আচরণ কীরূপ হবে ?

হাকাম ইব্ন আবান বলেন, জনৈক সান্'আ নিবাসী আমার মেহমান হন। তিনি বললেন, আমি ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি, সপ্তম আকাশে আল্লাহ্ পাকের একটি ঘর আছে, যার নাম 'আল-বায়যা'। মু'মিনগণের রূহসমূহ সেখানে সমবেত হয়। দুনিয়ার কোন মানুষের মওত হলে রূহসমূহ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে দুনিয়ার খবরা-খবর জিজ্ঞাসা করে। প্রবাসী মানুষ যেরূপ আপনজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে পরিজনের খোঁজ-খবর জিজ্ঞাসা করে থাকে।

ওয়াহ্ব আরো বলেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে পদতলে রাখে, শয়তান তার যুলুমে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। কাজেই যার ইল্ম প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করে, সে বিজয়ী আলিম।

ফুযায়ল ইব্‌ন ইয়ায বলেন, মহান আল্লাহ্ কোন এক নবীর নিকট ওহী প্রেরণ করেন, আমার চোখের শপথ! যারা আমার জন্য কষ্ট স্বীকার করে ও আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণে পরিশ্রম করে যখন তারা আমার ঘরে চলে আসবে ও আমার নিআমতের উদ্যানে প্রবেশ করবে, তখন আমি তাদের সঙ্গে কতই না উত্তম আচরণ করব! যারা অধিক পরিমাণ আমল করে, তাদের জন্য সুসংবাদ নিকটতম বন্ধুর অভিনব দর্শনের। তোমার কি মনে হয়, আমি তাদের আমলকে ভুলে যাব ? তা কিভাবে সম্ভব! অথচ, আমি মহান অনুগ্রহশীল, যারা আমার থেকে বিমুখ হয়, তাদের প্রতিও স্নেহশীল। এমতাবস্থায় যারা আমার অভিমুখী আমি তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করব ? যে ব্যক্তি কোন অন্যায় করল এবং অপরাধকে আমার ক্ষমার তুলনায় গুরুতর মনে করল, তার প্রতি আমি যতটুকু রুষ্ট হই, অন্য কারণে আমি ততটুকু রুষ্ট হই না। আমি যদি কাউকে শাস্তিদানে তাড়াহুড়া করতাম কিংবা তাড়াহুড়া করা যদি আমার শান হত, তাহলে যারা আমার দয়া হতে নিরাশ, আমি তাদেরকে দ্রুত শাস্তি প্রদান করতাম। আমি অবাধ্য মানুষদেরকেও কতটুকু অনুগ্রহ করি, যদি আমার মু'মিন বান্দারা তা দেখত, তাহলে তারা আমার অনুগ্রহ ও মহানুভবতায় অপবাদ আরোপ করত। আমি এমন মহা দানশীল যে, আমার অবাধ্যতা আমার দানশীলতাকে হালাল করতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আমারই অনুগ্রহে আমার আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করল, তাকে লাঞ্ছিত করায় আমার কোন প্রয়োজন নেই। কিয়ামতের দিন যদি আমার বান্দারা দেখত যে, আমি কিভাবে প্রাসাদসমূহকে উঁচু করি, তাহলে তারা চক্ষু বিস্ফারিত করে আমাকে জিজ্ঞাসা করত, এগুলো কার জন্য ? আমি বলব, এগুলো সেই ব্যক্তির জন্য, যে আমাকে এমন পাপ উপহার দিয়েছে, যে তার উপর আমার অবাধ্যতাকেও অপরিহার্য করেনি এবং আমার রহমত থেকে নিরাশ হওয়াকেও নয়। আর যারা আমার প্রশংসা করে, আমি তাদেরকে তার বদলা দিয়ে থাকি। কাজেই তোমরা আমার প্রশংসা কর।

ওয়াহ্ব থেকে যথাক্রমে মুহাজির আল-আসাদী, আবদুর রহমান আবূ তালূত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উক্‌বা ও সালামা ইব্‌ন আসিম সূত্রে সালামা ইব্‌ন শাবীব বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেন, ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ) তাঁর হাওয়ারীদেরসহ এমন একটি গ্রাম অতিক্রম করেন, যার সব অধিবাসী মারা গেছে— মানুষ, জিন, কীট-পতঙ্গ, চতুষ্পদ জন্তু ও পাখ-পাখালী সব। তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ তার প্রতি তাকিয়ে থাকেন। তারপর সঙ্গীদের প্রতি মুখ করে বলেন, নিশ্চয় তারা মহান আল্লাহ্‌র আযাবে মৃত্যুবরণ করেছে। অন্যথায় তারা ভিন্ন ভিন্নভাবে মারা যেত। তারপর ঈসা (আ) তাদেরকে হাঁক দেন, হে গ্রামবাসী! ফলে একজন জবাব দেয়- লাব্বায়ক হে আল্লাহ্‌র রূহ! ঈসা (আ) বললেন, তোমাদের অপরাধ এবং তোমাদের ধ্বংস হওয়ার কারণ কী ছিল ? সে বলল, তাগূতের দাসত্ব ও দুনিয়ার ভালবাসা। ঈসা (আ) বলেন, তোমাদের তাগূতের দাসত্বটা কি ছিল ? সে বলল, পাপাচারীদের আনুগত্য হলো তাগূতের দাসত্ব। ঈসা (আ) বললেন, আর তোমাদের দুনিয়ার ভালবাসা কিরূপ ছিল ? বলল, মায়ের প্রতি শিশুর ভালবাসার ন্যায়। দুনিয়া যখন আমাদের প্রতি এগিয়ে আসত, আমরা উৎফুল্ল হতাম। আর যখন পিছিয়ে যেত, আমরা ব্যথিত হতাম। আমাদের সুদূরপ্রসারী আকাংখা, মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য হতে পিছুটান এবং তাঁর অসন্তুষ্টির প্রতি অগ্রসরতা ছিল। ঈসা বললেন, তোমরা ধ্বংস কিভাবে হলে ? বলল, রাতে আমরা নিরাপদে শুয়ে পড়লাম আর

হাবিয়ার রাত পোহালাম। ঈসা (আ) বললেন, হাবিয়া কী ? বলল, সিজ্জীন। ঈসা (আ) বললেন, সিজ্জীন কী ? লোকটি বলল, সমগ্র জগতের সমান একটি অঙ্গার, যার মধ্যে আমাদের আত্মাগুলো দাফন করে ফেলা হলো। ঈসা (আ) বললেন, তোমার সঙ্গীদের কী হলো, তারা কথা বলছে না যে ? বলল, তারা কথা বলতে পারছে না। ঈসা (আ) বললেন, তা কেন? লোকটি বলল, তাদেরকে আগুনের লাগাম পরিয়ে রাখা হয়েছে। ঈসা (আ) বললেন, তো তাদের মধ্য হতে তুমি কিভাবে কথা বলছ ? বলল, তাদের উপর যখন আযাব আপতিত হয়, আমি তাদের মাঝে ছিলাম। কিন্তু আমি তাদের চরিত্রের লোকও ছিলাম না। আমার আমল তাদের আমলের ন্যায়ও ছিল না। কিন্তু বিপদ যখন আসল, তাদের সঙ্গে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিল। এখন আমাকে হাবিয়ায় একটি চুল দ্বারা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আমি জানি না, আমাকে এভাবেই আটকে রাখা হবে নাকি আমি মুক্তি পাব। তখন ঈসা (আ) তার সঙ্গীদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্য সত্য বলছি, যবের রুটি, বিশুদ্ধ পানি পান আর খড়-কুটার উপর ঘুমানো দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তির জন্য অনেক।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ হতে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেছেন, মানুষ জ্ঞানবান হয় না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করে। কোন জ্ঞানবান মানুষ মহান আল্লাহ্র অবাধ্য হয়নি। নির্বোধ ব্যতীত কেউ আল্লাহ্র অবাধ্য হয় না। দিন যেমন সূর্য ব্যতীত পরিপূর্ণ হয় না, রাত যেমন অন্ধকার ব্যতীত চেনা যায় না, তেমনি জ্ঞানও মহান আল্লাহ্র আনুগত্য ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না। কোন জ্ঞানবান মানুষ মহান আল্লাহ্ নাফরমানী করে না। পাখি যেমন ডানা ছাড়া উড়তে পারে না, যার ডানা নেই, সে যেমন উড়তে পারে না, তেমনি যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র জন্য আমল করে না, সে মহান আল্লাহ্র আনুগত্যও করে না। আর যে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করে না, তার মহান আল্লাহ্র আমলের সামর্থ হয় না। আগুন যেমন পানিতে টিকে না, সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায়, তেমনি লোক-দেখানো আমলও টিকে না, ধ্বংস হয়ে যায়। ব্যভিচারিণীর কর্ম যেমন তার গোপনীয়তা ও লাঞ্ছনা প্রকাশ করে দেয়, তেমনি যে ব্যক্তির সঙ্গী উত্তম কথা বলে, কিন্তু নিজে আমল করে না, সেও তার অপকর্মের কারণে অপদস্থ হয়। চোরের চুরি করা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন তার ওযর যেমন মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তেমনি মানুষ যখন মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের জন্য পাঠ করে, এমন পাঠকারীর নাফরমানীকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। আবদুস সামাদ ইব্ন মা'কালের সূত্রে যথাক্রমে ইসমাঈল ইব্ন আবদুল করীম আলী ইব্ন বাহ্র ও মুহাম্মদ ইব্নুন নায্র হতে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, আবদুস সামাদ ইব্ন মা'কাল বলেন। আমি ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহকে দাউদ বংশের সুর-সংগীত সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে কাঠ সংগ্রহকারীর পথে চলে– বেকারদের সঙ্গে উঠাবসা করে না। সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে ইমামদের পথে পথ চলে এবং স্বীয় রব-এর দাসত্বে অটল থাকে। তার দৃষ্টান্ত সেই বৃক্ষের ন্যায়, যা উৎপন্ন হয়েছে ছোট নদীর কূলে, যার জীবনীশক্তিও অক্ষুণ্ন, শ্যামলতাও স্থায়ী।

তাবারানী আরো বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেন ঃ যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন পাথর নারীর চীৎকারের ন্যায় চীৎকার করবে এবং কাঁটাদার বৃক্ষ রক্ত ঝরাবে।

ওয়াহ্ব আরো বলেন ঃ সব কিছুর-ই আরম্ভ হয় ছোট অবস্থায়। পরে বড় হয়। কিন্তু বিপদাপদ এ নিয়মের ব্যতিক্রম। বিপদ শুরু হয় বড় আকারে। পরে আস্তে আস্তে ছোট হয়।

তাবারানী আরো বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন ঃ এক ভিক্ষুক হযরত দাঊদ (আ)-এর দরযায় দাঁড়িয়ে বলল ঃ হে নবী-গৃহের লোকজন! আমাকে কিছু দান কর; মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ পরিজনের সঙ্গে অবস্থানরত ব্যবসায়ীর জীবিকার ন্যায় জীবিকা দান করবেন। শুনে দাঊদ (আ) বললেন, ওকে কিছু দাও। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! নিশ্চয় এ-কথাটা যাবূরেও লিখিত আছে।

ওয়াহ্ব আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যুকরূপে পরিচিত, তার সত্য কথন গ্রাহ্য হয় না। আর যে ব্যক্তি সত্যবাদী হিসেবে পরিচিত, তার কথায় আস্থা রাখা হয়। যে ব্যক্তি অধিক গীবত করে ও বিদ্বেষ পোষণ করে তার উপদেশের উপর নির্ভর করা যায় না। যে ব্যক্তি পাপাচার ও প্রতারণায় পরিচিত, তাকে বিশ্বাস করা হয় না। যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদার অতিরিক্ত পরিচয় ধারণ করে, তার মর্যাদা অস্বীকৃত হয়। অন্যের যা তোমার অপ্রিয়, তা নিজের জন্য প্রিয় কর না।

তাবারানী ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ হতে বিভিন্ন সূত্রে এসব আছার বর্ণনা করেছেন।

দাঊদ ইব্ন আমর ইসমাঈল ইব্ন আয়্যাশ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উছমান ইব্ন খায়ছাম হতে বর্ণনা করেন যে, দাঊদ ইব্ন আমর বলেন ঃ ওয়াহ্ব একদা পবিত্র মক্কায় আমাদের নিকট আগমন করেন। তখন তাঁর অবস্থা এমন হলো যে, তিনি যমযম ছাড়া পানও করেন না, উযূও করেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মিষ্টি পানিতে আপনি কী ফেলেন ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ পবিত্র মক্কা হতে বের হওয়া পর্যন্ত আমি যমযম ছাড়া পানও করব না, উযূও করব না। তোমরা জান না, যমযম কী। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, আল্লাহ্র কিতাবে এই যমযম পরিতৃপ্তকারী খাবার এবং ব্যাধির উপশম। কোন ব্যক্তি যদি বরকতের আশায় তৃপ্তি সহকারে এ পানি পান করে, তার সব ব্যাধি দূর হয়ে সে রোগমুক্ত হয়ে যাবে।

তিনি আরো বলেন ঃ যমযমে দৃষ্টিপাত করা ইবাদত। তিনি বলেন ঃ যমযমে দৃষ্টিপাত ত্রুটিসমূহ সম্পূর্ণরূপে মুছে দেয়।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ আরো বলেন ঃ বখত্নসর সিংহের অবয়ব বিকৃত করেন। ফলে সিংহ হিংস্র পশুদের রাজা হয়ে যায়। তারপর তিনি শকুনের অবয়ব বিকৃত করেন। ফলে শকুন পাখিদের রাজা হয়ে যায়। তারপর তিনি ষাঁড়ের অবয়ব বিকৃত করেন। ফলে ষাঁড় বিচরণশীল প্রাণীকুলের রাজা হয়ে যায়। এইসব ক্ষেত্রে বখত্নসর মানুষের জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞান রাখতেন। তার রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ তার আত্মাকে মানুষের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। ফলে, তিনি মহান আল্লাহ্র একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানান এবং বলেন ঃ আকাশের ইলাহ ব্যতীত সব ইলাহ-ই মিথ্যা। ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি কি ঈমানদার অবস্থায় মরেছেন ? বললেন ঃ এ বিষয়ে আমি আহলে কিতাবদের ভিন্ন ভিন্ন মতে পেয়েছি। কেউ কেউ বলেন, তিনি মৃত্যুর পূর্বে ঈমান এনেছিলেন। কেউ বলেন ঃ তিনি নবীদেরকে হত্যা করেছেন, কিতাবসমূহ ভস্মীভূত করেছেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস পুড়ে ফেলেছেন। ফলে তার তাওবা কবুল করা হয়নি।

ওয়াহ্ব বলেন ঃ মিসরে এক ব্যক্তি তিনদিন পর্যন্ত মানুষের নিকট খাদ্য ভিক্ষা চায়। কিন্তু কেউ তাকে খেতে দেইনি। ফলে লোকটি চতুর্থ দিন মারা যায়। মানুষ কাফন-দাফন করে।

কিন্তু পরদিন ভোরবেলা তারা মেহরাবের নিকট তার কাফন দেখতে পায়। তাতে লিখা ছিল ঃ তোমরা তাকে জীবিত অবস্থায় খুন করেছ আর মৃত অবস্থায় সদাচার করেছ ?

ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ উক্ত লোকটি যে গ্রামে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, আমি সেই গ্রামটি দেখছি। কি ধনী, কি গরীব, প্রত্যেকের বাড়িতে একটি করে মেহমানখানা।

অপর এক সূত্রে বর্ণিত, বর্ণনায় একথাও উল্লেখ আছে যে, গ্রামবাসীরা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করত। আর তখন হতেই তারা উক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তির ভয়ে মেহমান ও গরীবদের জন্য মেহমানখানা তৈরী করে।

আবদুর রায্যাক বাক্কার সূত্রে ওয়াহ্ব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যখন দরযা দিয়ে হাদিয়া প্রবেশ করে, তখন দীপাধার হতে সত্য বেরিয়ে যায়।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ হতে যথাক্রমে আবদুস সামাদ আবদুল মুনইম ইব্ন ইদরীস ও ইবরাহীম ইব্ন সা'দ সূত্রে ইবরাহীম ইব্নুল জুনায়দ বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেন ঃ কোন এক নবী (আ) এক পাহাড়ের গুহায় ইবাদতরত এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। নবী (আ) তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ এখানে তুমি কতদিন যাবত অবস্থান করছ ? লোকটি বলে ঃ তিনশত বছর যাবত। নবী (আ) বলেন ঃ তোমার জীবিকা কোত্থেকে আসে ? সে বলল ঃ গাছের পাতা থেকে। নবী (আ) বলেন ঃ তোমার পানীয় কোথা থেকে আসে ? সে বলল ঃ কূপের পানি থেকে। নবী (আ) বলেন ঃ শীতের সময় তুমি কোথায় থাক ? সে বলল ঃ এই পাহাড়ের নীচে। নবী (আ) বলেন ঃ ইবাদতের উপর তোমার ধৈর্য কিরূপ ? আমি কিভাবে অধৈর্য হবো ? অথচ, ধৈর্যই আমার দিন, আমার রাত। গতকাল তো তাতে যা ছিল, তা নিয়ে বিগত হয়ে গেছে। আর আগামীকাল সে তো এখনো আসেনি। ওয়াহ্ব বলেন ঃ লোকটির' ধৈর্যই আমার দিন, আমার রাত' কথাটা শুনে নবী (আ) বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন।

এই সূত্রে আরো বর্ণিত আছে যে, এক আবিদ তার শিক্ষককে বলে ঃ আমি প্রবৃত্তিকে ছিন্ন করে ফেলেছি। ফলে এখন আমি দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি প্রবৃত্ত হই না। শুনে শিক্ষক তাকে বলেন ঃ তুমি নারী ও জন্তু-জানোয়ারকে একসঙ্গে দেখলে তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পার কি? আবিদ বলল ঃ হ্যাঁ, পারি। শিক্ষক বলেন ঃ তুমি কি দীনার-দিরহাম ও নুড়ি পাথরের মাঝে পার্থক্য করতে পার ? লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ, পারি। শিক্ষক বলেন ঃ ব্যস! তুমি তোমার থেকে প্রবৃত্তিকে ছিন্ন করনি; তুমি বরং তাকে শক্ত করে নিয়েছ। কাজেই তুমি তার ফস্কে যাওয়া ও বিবর্তন হতে নিজেকে রক্ষা কর।

ওয়াহ্ব হতে আকীল ইব্ন মা'কাল সূত্রে গাওছ ইব্ন জাবির ইব্ন গায়লান ইব্ন মুনাব্বিহ বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেন ঃ দ্বীনের তিনটি দিকে আমল কর। কেননা, দ্বীনের তিনটি দিক আছে। যে ব্যক্তি সৎ কর্মগুলোকে একত্রিত করতে চায়, তার জন্য সেগুলো হলো সৎ কর্মের মিশন কেন্দ্র। প্রথমত, সকালের-সন্ধ্যার, প্রকাশ্য, গোপন, নতুন ও পুরাতন মহান আল্লাহ্র এই বিপুল বিপুল নিআমতের কৃতজ্ঞ স্বরূপ আমল করবে। মু'মিন এসবের কৃতজ্ঞতা ও পরিপূর্ণতার আশায় আমল করে থাকে। দীনের দ্বিতীয় দিকটি হলো জান্নাতের প্রতি আগ্রহ, যার কোন মূল্যও নেই, উপমাও নেই। পাপিষ্ঠ নির্বোধ কিংবা মুনাফিক ও কাফির ছাড়া কেউ তার কাছে এবং তার জন্য আমল করা হতে বিমুখ হয় না। দীনের তৃতীয় দিকটি হলো, মু'মিন সেই

জাহান্নাম থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে আমল করবে, যা সহ্য করার ক্ষমতা কারো নেই। তার বিপদ অন্য সব বিপদের মত নয়। ক্ষতিগ্রস্ত নির্বোধ ব্যতীত কেউ তার থেকে পলায়ন ও মহান আল্লাহ্র নিকট তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হতে অলসতা প্রদর্শন করে না। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন : خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ 'সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়া ও আখিরাতে। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (২২ : ১১)।

সাঈদ ইব্ন রুমানা হতে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন রুমানা ও আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ আদ-দামাদী সূত্রে ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন রুমানাহ্ বলেন : ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহকে জিজ্ঞাসা করা হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ জান্নাতের চাবি নয় কি ? উত্তরে তিনি বললেন : হ্যাঁ। তবে প্রতিটি চাবির-ই কয়েকটি করে দাঁত থাকে। কাজেই যে ব্যক্তি দাঁতওয়ালা চাবি নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য জান্নাত খোলা হবে। পক্ষান্তরে যে দাঁতওয়ালা চাবি নিয়ে উপস্থিত হবে না, তার জন্য জান্নাত খোলা হবে না।

আবদুস সামাদ ইব্ন মা'কাল হতে ইসমাঈল ইব্ন আবদুল করীম সূত্রে মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, আবদুস সামাদ ইব্ন মা'কাল ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছেন : এক যুবক রাজার ছেলে তার দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে রওয়ানা হয়। পথে ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে গিয়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়। পরিণতিতে এক গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে সে মারা যায়। এ সংবাদ শুনে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন যে, উক্ত গ্রামের সবগুলো মানুষকে হত্যা করে ফেলবেন। তাদেরকে হাতি দ্বারা পিষে মারবেন। হাতি পিষে মারার পর যারা বেঁচে থাকবে, তাদেরকে ঘোড়া দ্বারা এবং ঘোড়া পিষে মারার পর যারা বেঁচে থাকবে তাদেরকে মানুষ দ্বারা হত্যা করবেন।

এই প্রত্যয় নিয়ে হাতি ও ঘোড়াগুলোকে মদপান করিয়ে রাজা তাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং আদেশ করেন, ওদেরকে হাতি দ্বারা পিষে মার। হাতি যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে তাদেরকে যেন ঘোড়া পিষে মারে এবং ঘোড়ার কবল থেকে যারা ছুটে যাবে তাদেরকে মানুষ পিষে মারে।

উক্ত গ্রামের অধিবাসীরা এ সংবাদ শুনতে পায় এবং জানতে পারে যে, রাজা তাদের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছেন। তারা সকলে বেরিয়ে পড়ে এবং মহান আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুরু করে। তারা এই অত্যাচারী রাজার কবল হতে রক্ষা করার জন্য কান্নাকাটি করে মহান আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতে শুরু করে। রাজা ও তার বাহিনী এগিয়ে আসছে এবং গ্রামবাসীরা মহান আল্লাহ্র সমীপে কান্নাকাটি ও অনুনয়-বিনয় করছে। ঠিক এমন সময় আকাশ থেকে এক অশ্বারোহী নেমে এসে তাদের মাঝে পতিত হয়। ফলে হাতিগুলো ছুটে গিয়ে ঘোড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ঘোড়া ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের উপর। উক্ত অশ্বারোহী রাজা ও তার সঙ্গীদেরকে হাতি ঘোড়া দ্বারা পিষে হত্যা করে ফেলে এবং মহান আল্লাহ্ গ্রামবাসীকে তাদের ধ্বংস ও অনিষ্ট হতে রক্ষা করেন। আবদুর রায্যাক মুনযির ইব্নুন নু'মান হতে বর্ণনা করেন যে, মুনযির ওয়াহ্বকে বলতে শুনেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্-মুকাদ্দাসের একটি পাথরকে বললেন : আমি অবশ্য অবশ্যই তোমার উপর আমার আরশকে রাখব এবং তোমার উপর সৃষ্টিকুলকে সমবেত করব। আর দাঊদ বাহনে চড়ে তোমার নিকট আগমন করবে।

সাম্মাক ইব্নুল মুফায্যাল বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেন : আমি আমার চরিত্রে হাতড়ে বেড়াই। কিন্তু তাতে আমাকে বিস্মিত করবে, এমন কিছু নেই।

আবদুর রায্যাক তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ওয়াহ্ব বলেছেন ঃ অনেক সময় আমি শুরু রাতের উযূ দ্বারা ফজর নামায আদায় করেছি।

বাকিয়্যা ইব্নুল ওয়ালীদ যায়দ ইব্ন খালিদ ও খালিদ ইব্ন মা'দান সূত্রে ওয়াহ্ব হতে বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেন ঃ নূহ (আ) সেকালের সবচেয়ে সুদর্শন লোক ছিলেন। তিনি বোরকা' পরিধান করতেন। নৌকায় আরোহী অবস্থায় যখন লোকদের ক্ষুধা পেত, তখন নূহ (আ) তাদেরকে তাজাল্লী দিলে তারা পরিতৃপ্ত হয়ে যেত।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ আরো বলেন ঃ ঈসা (আ) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে সত্য কথাই বলে থাকি। তোমাদের যার দুনিয়ার মোহ যত বেশী, তাকে তত অধিক বিপদে নিপতিত করা হবে।

জা'ফর ইব্ন বারকান বলেন ঃ আমরা জানতে পেরেছি যে ওয়াহ্ব বলতেন ঃ সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে অন্যের দোষের পরিবর্তে নিজের দোষ দেখে থাকে।

সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে মিসকীন না হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্র সমীপে অবনত হয়, অসহায় দরিদ্রের প্রতি দয়া করে, ন্যায়সংগতভাবে সঞ্চিত সম্পদ হতে দান করে, ইল্ম, সহনশীলতা ও প্রজ্ঞাবানদের সঙ্গে উঠাবসা করে এবং সুন্নাতকে বিদ'আতে পরিণত না করে সে অনুযায়ী আমল করে।

সায়্যার জা'ফর ও আবদুস সামাদ ইব্ন মা'কাল সূত্রে ওয়াহ্ব হতে বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্ব বলেন ঃ আমি দাঊদ (আ)-এর যাবূরে পেয়েছি ঃ হে দাঊদ! তুমি কি জান, কে সবচেয়ে বেশী দ্রুত পুলসিরাত পার হতে পারবে ? তারা, যারা আমার আদেশের প্রতি সন্তুষ্ট এবং যাদের জিহ্বা আমার যিকিরে ভিজা থাকে।

কথিত আছে, এক আবিদ পঞ্চাশ বছর যাবত মহান আল্লাহ্র ইবাদত করে। ফলে মহান আল্লাহ্ তাদের নবীর নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। নবী (আ) বিষয়টা তাকে অবহিত করেন। শুনে তিনি বললেন ঃ হে আমার রব! আপনি আমার কোন্ পাপ ক্ষমা করলেন ? ফলে মহান আল্লাহ্ তার ঘাড়ে একটি রগকে আদেশ করলেন। রগটি ছটফট করতে শুরু করল। ফলে সে রাতে তিনি না ঘুমাতে পারলেন, না স্থির থাকতে পারলেন, না নামায আদায় করলেন। তারপর রগটি থেমে গেল। আবিদ নবী (আ)-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ কররেন। তিনি বললেন ঃ আমার ঘাড়ের একটি রগ ছটফট করে পরে থেমে গেল! নবী (আ) বললেন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমার পঞ্চাশ বছরের ইবাদত এই রগের শান্ত হওয়ার বিনিময় হবে না।

ওয়াহ্ব আরো বলেন ঃ নিআমতের মূল তিনটি ঃ ১. ইসলাম, যা ব্যতীত কোন নিআমতই পরিপূর্ণ হয় না। ২. প্রশান্তি, যা ব্যতীত জীবন সুখময় হয় না এবং ৩. সচ্ছলতা, যা ব্যতীত জীবন পরিপূর্ণ হয় না।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ এমন এক ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করেন, যে লোক অন্ধ, কুষ্ঠরোগী, অবশ-পা ও উলঙ্গ। তখন সে বলছিল ঃ সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র তাঁর নিয়ামতরাজির জন্য। শুনে ওয়াহ্বের সঙ্গী এক ব্যক্তি বলে ঃ তোমার নিকট এমন কোন্ নিআমতটা অবশিষ্ট রইল, যার জন্য তুমি মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করছ ? লোকটি বলে ঃ পবিত্র মদীনায় বিপুলসংখ্যক লোক আছে। আমি এই জন্য মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করছি যে, পবিত্র মদীনায় এমন লোক নেই, যাকে আমি ভিন্ন অন্য কেউ চিনে।

ওয়াহ্‌ব বলেন, মু'মিন মেলামেশা করে শিক্ষা লাভ করার জন্য, নীরবতা অবলম্বন করে নিরাপদ থাকার জন্য, কথা বলে মানুষকে বুঝাবার জন্য এবং নির্জনতা অবলম্বন করে অবস্থান গ্রহণের জন্য।

তিনি আরো বলেন ঃ মু'মিন হলো চিন্তাশীল, উপদেশ গ্রহণকারী ও সঞ্চয়কারী। সে উপদেশ গ্রহণ করে তো তার উপর প্রশান্তি ছেয়ে যায়। শান্ত থাকল তো নম্রতা প্রকাশ করল। ফলে, সে অপবাদের ঊর্ধ্বে থাকে। প্রবৃত্তি ঝেড়ে ফেলল তো সে স্বাধীন হয়ে গেল। নিজ থেকে হিংসা ছুঁড়ে মারল তো তার জন্য ভালবাসা প্রকাশ পেল। বিনাশী সকল বিষয়ে বিমুখতা অবলম্বন করল তো সে জ্ঞান পরিপূর্ণ করে নিল। সকল অবিনাশী বিষয়ে আগ্রহী হলো তো সে মা'রিফত অর্জন করল। তার অন্তর তার ভাবনার সঙ্গে ঝুলে থাকে এবং তার ভাবনা সম্পৃক্ত থাকে তার পুনরুত্থানের সঙ্গে। দুনিয়াবাসী যখন আনন্দিত হয়, তখন সে আনন্দিত হয় না। সর্বদা সে চিন্তাযুক্ত থাকে। তার চক্ষু যখন নিদ্রা যায়, তখনই সে আনন্দিত থাকে। সে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং তাকে তার অন্তরে বারবার উপস্থাপন করে। কখন তার হৃদয় সন্ত্রস্ত থাকে, কখনো বা তার চক্ষু অশ্রু প্রবাহিত করে। তার রাত অতিবাহিত হয় তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে এবং দিন কাটে পাপের চিন্তা ও আমলকে স্বল্প জ্ঞান করার মধ্য দিয়ে নির্জনে। ওয়াহ্‌ব বলেন ঃ এই চরিত্রের মু'মিনকে কিয়ামতের দিন সৃষ্টিকুলের উপস্থিতিতে সেই মহাসমাবেশে ডাক দিয়ে বলা হবে ঃ উঠ হে মহানুভব! তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।

ছাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ হতে আবদুর রহমান ইব্‌ন মাসউদ সূত্রে ইবরাহীম ইব্‌ন সাঈদ বর্ণনা করেন যে, ছাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ বলেন, ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন ঃ তোমাদের জন্য ধ্বংস অবধারিত যখন মানুষ তোমাদেরকে নেক্‌কার বলে ডাকতে শুরু করবে এবং তার জন্য তোমাদেরকে শ্রদ্ধা করবে।

আকীল ইব্‌ন মা'কাল ইব্‌ন মুনাব্বিহ হতে যথাক্রমে গাওছ ইব্‌ন জাবির, হাম্মাম ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন উক্‌বা ও উবায়দ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল কাশূরী সূত্রে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, আ'কীল ইব্‌ন মা'কাল ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন, আমি আমার চাচা ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি ঃ হে বৎস! তুমি মহৎ গোপন আমল দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে তোল, যা দ্বারা মহান আল্লাহ্ তোমার প্রকাশ্য আমলকে সত্যায়িত করেন। কেননা, যে ব্যক্তি উত্তম কাজ করল, তারপর তাকে মহান আল্লাহ্ পর্যন্ত গোপন রাখল, তো সে সেই আমলকে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দিল এবং তাকে হিফাযতকারীর নিকট গচ্ছিত রাখল। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি গোপনে কোন সৎকর্ম করল, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তার খবর জানে না, তো এমন সত্তা-ই সে সম্পর্কে অবগত হলেন, যিনি তার জন্য যথেষ্ট এবং সে সেই আমলকে এমন সত্তার নিকট গচ্ছিত রাখল, যিনি তার প্রতিদান নষ্ট করবেন না। কাজেই, হে বৎস! যে ব্যক্তি নেক আমল করে তাকে মহান আল্লাহ্‌র নিকট গোপন রাখল, তুমি তা নষ্ট হওয়ার ভয় কর না এবং তুমি যুলুমের শিকার হওয়ারও ভয় কর না। তুমি কখনো এই ধারণা কর না যে, প্রকাশ্য আমল গোপন আমল অপেক্ষা বেশী সুফলদায়ক। কেননা, গোপনীয়তার সঙ্গে প্রকাশ্যের উপমা হলো গাছের মূলের সঙ্গে পাতার উপমা। প্রকাশ্য হলো, গাছের পাতা এবং গোপনীয়তা হলো তার মূল। মূল যদি জ্বলে যায়, গাছটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। মূল যদি ঠিক থাকে, বৃক্ষ ঠিক থাকে– ফল ও পাতা সব। পাতা যখন শুকিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, তখন বায়ু তাকে উড়িয়ে

নিয়ে যায়। কিন্তু মূল তার বিপরীত। কেননা, গাছের মূল যতক্ষণ দৃষ্টির আড়ালে গোপন থাকে, ততক্ষণ তার প্রকাশ্য অংশ নিরাপদ থাকে। দ্বীন, ইল্‌ম এবং আমলও অনুরূপ। যতক্ষণ পর্যন্ত এসবের সঠিক গোপনীয়তা বজায় থাকে, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ বান্দার প্রকাশ্যকে সত্যায়ন করে, ততক্ষণ এগুলো অক্ষুণ্ন থাকে। কেননা, প্রকাশ্য সঠিক গোপনীয়তার সঙ্গে উপকার সাধন করে। কিন্তু মন্দ গোপনীয়তার সঙ্গে প্রকাশ্য উপকার করে না। যেমন গাছের মূল শাখা-প্রশাখার সুরক্ষার উপকার করে। যদিও তার জীবনীশক্তি মূলের দিক থেকে আসে। কেননা, শাখা-প্রশাখা হল গাছের সৌন্দর্য। আর গোপনীয়তা হল দীনের ভিত্তি। তার সঙ্গে প্রকাশ্য যোগ হয়ে দীনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে যদি মু'মিন তার দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু কামনা না করে।

হায়ছাম ইব্‌ন জামীল সালিহ্ আল-মুররী ও আবান সূত্রে ওয়াহ্‌ব হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি হিকমতের কিতাবে পড়েছি ঃ কুফরের স্তম্ভ চারটি। এক স্তম্ভ থেকে ক্রোধ জন্ম নেয়। এক স্তম্ভ থেকে প্রবৃত্তি জন্ম নেয়। এক স্তম্ভ থেকে জন্ম নেয় লালসা। এক স্তম্ভ থেকে জন্ম নেয় ভীতি।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ আরো বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেন ঃ তুমি যখন আমাকে ডাকবে, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ডাকবে এবং তোমার গণ্ডদেশকে ধুলামলিন করে নেবে। আমাকে সিজদা করবে সুন্দর চেহারা ও সুন্দর হাত দ্বারা। যখন আমার নিকট প্রার্থনা করবে, প্রার্থনা করবে অন্তরের ভীতিসহ। তুমি আমাকে জীবদ্দশায় ভয় কর। জাহিলদের ইল্‌ম্ হল আমার নিআমত। আমার বান্দাকে বলে দাও, তারা যেন ভ্রান্তির কাজে প্রতিযোগিতা না করে। কেননা, আমার পাকড়াও কঠিন শাস্তি।

ওয়াহ্‌ব আরো বলেন ঃ শাসক যখন অত্যাচার করার মনস্থ করে কিংবা অত্যাচার করে, তখন তার প্রজাদের মধ্যে বিচ্যুতি ঢুকে পড়ে। ব্যবসা, কৃষি, ওলান ও পশুতে বরকত কমে যায়, সে সবে ধস নেমে আসে এবং মহান আল্লাহ্ তার ব্যক্তিসত্ত্বা এবং রাজত্বে লাঞ্ছনা ঢুকিয়ে দেন। আর শাসক যখন ন্যায়বিচার ও কল্যাণকর কাজ করেন, তখন ঘটে এর উল্টো। তখন কল্যাণের প্রাচুর্য দেখা দেয় এবং বরকত বৃদ্ধি পায়।

ওয়াহ্‌ব আরো বলেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর মুসহাফে ছিল ঃ হে বিপদগ্রস্ত রাজা! আমি তোমাকে থরে থরে দুনিয়া সঞ্চয় করতে প্রেরণ করিনি। এ জন্যও নয় যে, তুমি প্রাসাদ নির্মাণ করবে। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি তুমি মযলূমের আহ্বানকে আমার নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। কেননা, আমি মযলূমের ডাক প্রত্যাখ্যান করি না, চাই তা একজন কাফিরের পক্ষ থেকে আসুক।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ হতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে ইব্‌ন আবুদ্-দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেন যে, ওয়াহ্‌ব বলেন ঃ যুলকারনায়ান কোন এক বাদশাহকে বলেছিলেন ঃ তোমাদের এক ধর্ম ও সহজ- সরল আদর্শের অবস্থা কী ? বাদশাহ বলেন ঃ পূর্বে আমরা পরস্পর প্রতারণা করতাম না এবং কেউ কারো গীবত করতাম না।

ওয়াহ্‌ব হতে ইব্‌ন আবুদ্-দুনয়া আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ তিনটি গুণ এমন আছে, যদি সেগুলো কারো মধ্যে থাকে, তাহলে সচ্চরিত্রের সন্ধান পেয়ে যায়। তা হলো, মনের বদান্যতা, বিপদে ধৈর্যধারণ ও উত্তম কথা।

ইদরীস হতে যথাক্রমে মু'আফী ইব্ন ইমরান, সালামা ইব্ন মায়মূন, সাহল ইব্ন আসিম ও সালামা ইব্ন শাবীব সূত্রে ইব্ন আবুদ্-দুন্ইয়া বর্ণনা করেন যে, ইদরীস বলেন, আমি ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি ঃ বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি ছিল। তারা ইবাদত করতে করতে এমন স্তরে গিয়ে উপনীত হয়েছিল যে, তারা পানির উপর হাঁটতে পারত। একদিন তারা সমুদ্রের উপর হাঁটছিল। হঠাৎ দেখতে পেল এক ব্যক্তি শূন্যে হাঁটছে। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র বান্দা! কোন্ গুণে তুমি এই স্তর লাভ করেছ ? সে বলল ঃ সামান্য সৎকর্ম করে আর সামান্য মন্দ ত্যাগ করে। আমি আমার নফসকে প্রবৃত্তি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি, আমার জিহ্বাকে অনর্থক কথা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি, আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে যে কাজের জন্য আহ্বান করেছেন, আমি তার প্রতি উৎসাহী হয়েছি এবং নীরবতাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছি। আমি যদি মহান আল্লাহ্র নামে শপথ করি, তাহলে সেই শপথ পূরণ করি। যদি আমি তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে তা দান করেন।

ইব্ন আবুদ্-দুন্ইয়া আবুল আব্বাস আল-বসরী আল আযদী ও আযদ গোত্রের জনৈক শায়খের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আয্দী শায়খ বলেন, এক ব্যক্তি ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ-এর নিকট এসে বলে ঃ আপনি আমাকে এমন একটা কিছু শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা মহান আল্লাহ্ আমার উপকার করবেন। তিনি বললেন ঃ তুমি অধিক পরিমাণ মৃত্যুকে ভয় কর ও আশা-আকাংখা কমিয়ে দাও। তৃতীয় গুণটি এমন যে, যদি তুমি সেটি অর্জন করতে পার, তাহলে তুমি চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে যাবে এবং বড় ইবাদত দ্বারা তুমি সফল হয়ে যাবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, সেটি কী ? ওয়াহ্ব বললেন ঃ তাওয়াক্কুল। এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঃ

সুলায়মান ইব্ন সা'দ

তিনি সুশ্রী, স্পষ্টভাষী ও আরবী ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এবং সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আল-কাতিব মানুষকে আরবী ভাষা শিক্ষা দিতেন। সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান তাঁর মৃত্যুর অল্প ক'দিন পর মৃত্যুবরণ করেন। সালিহ স্পষ্টভাষী, সুশ্রী এবং অফিসিয়াল কাগজপত্র লেখায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তার নিকট হতেই ইরাকীরা অফিসিয়াল কাগজ লেখার রীতি উদ্ভাবন করে। সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক তাঁকে ইরাকের ট্যাক্স উসুলের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।

উম্মুল হুযায়ল

তার অনেক বর্ণনা আছে। তিনি বার বছর বয়সেই কুরআন পাঠ করেন। ফকীহ ও আলিমা ছিলেন। শ্রেষ্ঠ রমণীদের একজন ছিলেন। সত্তর বছর আয়ু লাভ করেন।

আইশা বিন্ত তাল্হা ইব্ন আবদুল্লাহ্ আত-তামীমী

তার মায়ের নাম উম্মে কুলছূম বিন্ত আবূ বাকর। আপন মামা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকর-এর ছেলের সঙ্গে তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার মৃত্যুর পর বিবাহ করেন মুসআব ইব্নুয্ যুবায়রকে। মুসআব তাকে এক লাখ দীনার মোহর প্রদান করেছিলেন। তিনি অতিশয় রূপসী ছিলেন। তার যুগে তার চেয়ে সুন্দরী মহিলা আর কেউ ছিল না। তিনি পবিত্র মদীনায় ইন্তিকাল করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ইব্ন জুবায়র

তাঁর অনেক বর্ণনা আছে। তৎকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন।

আবদুর রহমান ইব্ন আবান

উছমান ইব্ন আফ্ফান-এর নাতি। একদল সাহাবা তার নিকট বহু হাদীস রিওয়ায়াত করেন।

১১১ হিজরী সন

এ বছর মুআবিয়া ইব্ন হিশাম সায়িফাতুল ইউসরায় যুদ্ধ করেন। সাঈদ ইব্ন হিশাম যুদ্ধ করেন সায়িফাতুল ইউমনায়। সেই যুদ্ধ রোমের কায়সারিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ বছর হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক খুরাসানের ইমারত থেকে আশরাস ইব্ন আবদুল্লাহ্ আস-সুলামীকে পদচ্যুত করে তদস্থলে জুনায়দ ইব্ন আবদুর রহমানকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি যখন খুরাসান আগমন করেন, তখন একদল পরাজিত তুর্কী অশ্বারোহী মুসলমানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁর সঙ্গে তখন সাতশত সৈন্য। তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ঘোরতর লড়াই করে। তুর্কী বাহিনী তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করতে মরিয়া হয়ে উঠে। তাদের সঙ্গে ছিল তাদের রাজা খাকান। জুনায়দ ইব্ন আবদুর রহমান নিহত হওয়ার উপক্রম হয়। তারপর মহান আল্লাহ্ তাকে কামিয়াব করেন। ফলে তিনি তুর্কী বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং তাদের রাজার ভাতিজাকে বন্দী করে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেন। এ বছর ইবরাহীম ইব্ন হিশাম আল মাখযূমী লোকদের হজ্জ করার ব্যবস্থা করেন। ইবরাহীম ইব্ন হিশাম হলেন হারামায়ন ও তাইফ-এর গভর্নর। তখন ইরাকের গভর্নর ছিলেন খালিদ আল-কাস্‌রী. আর খুরাসানের গভর্নর জুনায়দ ইব্ন আবদুর রহমান আল-মুররী।

১১২ হিজরী সন

এ বছর মু'আবিয়া ইব্ন হিশাম সায়িফায় যুদ্ধ করে মালাতিয়ার দিককার কয়েকটি দুর্গ জয় করেন। এ বছরই তুর্কী বাহিনী লান থেকে অভিযানে রওনা হয়। পথে সিরিয়া ও আযারবায়জানের সৈন্যদেরসহ জাররাহ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হাকামী তাদের মুখোমুখি হন। জাররাহ ইব্ন আবদুল্লাহ্র সম্পূর্ণ ফৌজ এসে পৌঁছার আগেই তারা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়। তাতে আরদাবীল-এর চারণভূমিতে জাররাহ ও তাঁর একদল সঙ্গী শাহাদাত বরণ করেন এবং দুশমন আরদাবীল দখল করে ফেলে। হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক সংবাদ পেয়ে একদল সৈন্যসহ সাঈদ ইব্ন আমর আল-জারশীকে প্রেরণ করেন এবং তাদের নিকট দ্রুত পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তুর্কী সৈন্যরা যখন মুসলিম বন্দীদেরকে তাদের রাজা খাকান-এর নিকট নিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় তিনি তাদের নিকট গিয়ে পৌঁছেন। তিনি তাদের নিকট থেকে বন্দীদেরকে এবং মুসলিম নারীদেরকে মুক্ত করে ফেলেন। যিম্মীদেরকেও মুক্ত করেন। সাঈদ ইব্ন আমর বিপুল সংখ্যক তুর্কী সৈন্যকে হত্যা করেন এবং বহুসংখ্যক লোককে বন্দী করে কষ্ট দিয়ে দিয়ে তাদেরকে হত্যা করেন। তিনি নিজ দলের যারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে, তাদেরকে পুরস্কৃত করেন।

কিন্তু খলীফা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হননি। তিনি আপন ভাই মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিককে তুর্কীদের পিছনে পাঠিয়ে দেন। মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে তাদের দিকে এগিয়ে যান। তিনি তুর্কী সেনাদল এবং তাদের রাজা খাকান-এর অন্বেষণে পথ চলতে থাকেন। পরবর্তী ঘটনা কী ঘটেছিল, তা পরে উল্লেখ করা হবে।

অপরদিকে খুরাসানের গভর্নরও বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তুর্কীদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। বলখ নদীর নিকট পৌঁছে তিনি ডানে ও বায়ে দুটি সেনাদল পাঠিয়ে দেন। ডানের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা আঠার হাজার এবং বাঁয়ের সৈন্যসংখ্যা দশ হাজার। তুর্কীরা সৈন্য প্রস্তুত করে রাখে। খুরাসানের গভর্নর সমরকন্দ এসে পৌঁছলে সমরকন্দের গভর্নর পত্র মারফত তাকে তুর্কী সেনাদের সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি তাকে অবহিত করেন যে, তুর্কী বাহিনী থেকে সমরকন্দ রক্ষায় আমি পেড়ে উঠছি না। তাদের সঙ্গে তাদের রাজা খাকানও রয়েছেন। কাজেই আপনি আমাকে সাহায্য করুন। ফলে জুনায়দ বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে দ্রুত সমরকন্দের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। তিনি সমরকন্দের ঘাঁটি পর্যন্ত পৌঁছে যান। এখন তাঁর ও সমরকন্দের মাঝে দূরত্ব চার ক্রোশ।

অপরদিকে খাকান প্রত্যুষেই বিশাল সৈন্য নিয়ে তার উপর আক্রমণ করে বসেন। খাকান বা জুনায়দ-এর অগ্রগামী বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। ফলে তারা সেনা ঘাঁটির দিকে সরে যায়। তুর্কীরা চারদিক থেকে তাদেরকে ধাওয়া করে। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের অগ্রগামী বাহিনীর পরাজয় ও পিছু হটার ঘটনা সম্পর্কে অনবহিত। তারা অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার চেষ্টা করে। একটি বিস্তৃত ময়দানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। তুর্কীরা মুসলমানদের ডান বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। তাদের মধ্যে বনূ তামীম এবং বনূ আয্‌দও ছিল। এই সংঘর্ষে তাদের প্রচুর লোক নিহত হয়। মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তারা শাহাদাত প্রাপ্ত হন।

এদিকে মুসলমানদের এক বীর যোদ্ধা ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে বেশ ক'জন বীর তুর্কী যোদ্ধাকে হত্যা করে ফেলে। অবস্থা বেগতিক দেখে খাকান-এর ঘোষক ঘোষণা দেয় যে, তুমি আমাদের দলে চলে আস; আমরা দেবতা বানিয়ে তোমাকে পূজা করব। তিনি বললেন ঃ তোমরা ধ্বংস হও, আমরা তো তোমাদের সঙ্গে এই জন্য যুদ্ধ করি যে, তোমরা মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, যার কোন অংশীদার নেই। তারপর তিনি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শাহাদত লাভ করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তারপর চতুর্দিক থেকে বীর মুসলিম সৈন্যরা বেরিয়ে আসে। তারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে লড়াই করে। তারা তুর্কীদের উপর একযোগে আক্রমণ চালায়। ফলে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত করেন এবং তাদের বিপুলসংখ্যক লোক প্রাণ হারায়। তারপর তুর্কীরা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে বহুসংখ্যক মুসলমানকে শহীদ করে। এমনকি তাদের দুই হাজার সৈন্য ব্যতীত সবাই শহীদ হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। সেদিন সাওদা ইব্‌ন আবজার শহীদ হন এবং বিপুলসংখ্য মুসলমান বন্দী হয়। শত্রুসেনারা তাদেরকে রাজা খাকান-এর নিকট নিয়ে যায়। খাকান তাদের প্রত্যেককে হত্যা করার নির্দেশ দেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। এই ঘটনাটিকে ঘাঁটির ঘটনাও বলা হয়। ইব্‌ন জারীর ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঃ

রাজা ইব্‌ন হায়ওয়াহ আল-কিনদী

আবুল মিকদাম। আবূ নাস্‌রও বলা হয়। মহান তাবিঈ। মহা-সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। নির্ভরযোগ্য, শ্রেষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ। বনূ উমায়্যার খলীফাদের বিশ্বস্ত মন্ত্রক। মাকহূলকে যখন কোন প্রশ্ন করা হতো, তিনি বলতেন ঃ আমাদের শায়খ ও নেতা রাজা ইব্‌ন হায়ওয়াহকে জিজ্ঞাসা করুন। অনেক ইমাম তার প্রশংসা করেছেন এবং হাদীস বর্ণনায় তাঁকে নির্ভরযোগ্য

সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর অনেক বর্ণনা ও সুন্দর সুন্দর বাণী রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

শাহ্র ইব্ন হাওশাব আল-আশ'আরী আল-হিম্সী

কারো কারো মতে তিনি দামেশ্ক-এর অধিবাসী। মহান তাবি'ঈ। স্বীয় দাসী আসমা বিন্ত ইয়াযীদ ইব্নুস সাকান প্রমুখ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে একদল তাবিঈ ও অন্যরা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আলিম ইবাদতকারী ও হজ্জ পালনকারী ছিলেন। কিন্তু গভর্নরের অনুমতি ব্যতীত বায়তুল মাল থেকে একটি ব্যাগ নিয়ে নেওয়ার অপরাধে অনেকে তার ব্যাপারে আপত্তি জ্ঞাপন করেছেন। ফলে তারা দোষী সাব্যস্ত করে তাকে বর্জন করেছেন এবং তার হাদীস ত্যাগ করেছেন ও তার নামে কবিতা রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে শু'বা প্রমুখ অন্যতম। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি এ ছাড়া আরো জিনিস চুরি করেছেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। তবে অপর বহু লোক তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করেছেন, তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর ইবাদত, দ্বীন ও ইজতিহাদের প্রশংসা করেছেন। তারা বলেন ঃ বায়তুল মাল হতে কিছু নিয়ে নেওয়ার ঘটনা যদি সঠিক হয়েও থাকে, তবু সে কারণে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁকে অযোগ্য সাব্যস্ত করা যায় না। তিনি সেই বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং তাতে হস্তক্ষেপ করার তার অধিকার ছিল। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ওয়াকিদী বলেন ঃ শাহ্র এ বছর তথা একশত বার হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, এ বছরের আগের বছর। কেউ বলেন, একশত হিজরীতে। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

১১৩ হিজরী সন

এ বছর মু'আবিয়া ইব্ন হিশাম রোমের মার'আশ নামক স্থানে যুদ্ধ করেন এবং এ বছরই বনূ আব্বাস-এর একদল দাওয়াতকর্মী খুরাসান গমন করেন এবং সেখানে ছড়িয়ে পড়েন। কিন্তু তাদের আমীর তাদেরই এক ব্যক্তিকে ধরে হত্যা করে ফেলেন এবং অন্যদেরকে হত্যার হুমকি প্রদান করেন। এ বছর মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক তুরস্কে প্রবেশ করেন এবং তাদের বিপুলসংখ্যক লোককে হত্যা করেন এবং দেশটির জনগণ তার অনুগত হয়ে যায়। এ বছর ইবরাহীম ইব্ন হাশিম আল-মাখ্যূমী মানুষের হজ্জ করার ব্যবস্থা করেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। ইতোপূর্বে যে সব গভর্নরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারাই দেশটির বিভিন্ন এলাকার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। ইব্ন জারীর বলেন ঃ এ বছর অনেক ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঃ

আল-আমীর আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন বখ্ত

তিনি বীর সেনানী আবদুল্লাহ্র সঙ্গে রোমের মাটিতে শাহাদাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর জীবন চরিত নিম্নরূপ ঃ নাম আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন বখ্ত আবূ উবায়দাহ্। কেউ কেউ বলেন, আবূ বাকর। মারওয়ান মাক্কী গোত্রের আযাদকৃত গোলাম। প্রথমে সিরিয়ায় বসবাস করেন এবং পরে পবিত্র মদীনায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ইব্ন উমর, আনাস, আবূ হুরায়রা এবং একদল তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকেও একদল লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে

আয়্যুব, মালিক ইব্ন আনাস, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী ও উবায়দুল্লাহ্ আল আমরী **অন্যতম**। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তাঁর একটি হাদীস আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ 'তিনটি বিষয় এমন আছে, মু'মিনের বক্ষ তার জন্য সংকুচিত হয় না। ১. একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ্র জন্য আমল করা। ২. উলুল আমরদের হিতকামনা করা এবং ৩. মুসলমানের দলের সঙ্গে আঁকড়ে থাকা, যাদের দাওয়াত সকলকে ব্যাপৃত করে রাখে।'

তিনি আবুয্ যিনাদ ও আ'রাজ সূত্রে আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ 'তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন যেন সে তাকে সালাম করে। যদি দুইজনের মাঝে কোন বৃক্ষ অন্তরায় হওয়ার পর আবারো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, তখনো যেন তাকে সালাম করে।'

বহু সংখ্যক ইমাম এই আবদুল ওয়াহাবকে নির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করেন। মালিক বলেন ঃ তিনি অধিক হজ্জ, উমরা ও যুদ্ধকারী ছিলেন। এমনকি যুদ্ধ করতে করতে তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন। সফরে তাঁর সঙ্গে যা কিছু থাকত, তাতে বন্ধুদের তুলনায় নিজেকে অধিক হকদার ভাবতেন না। তিনি উদার ও দানশীল ছিলেন। আমীর আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল বাত্তাল-এর সঙ্গে রোমে শাহাদাতপ্রাপ্ত হন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। খলীফা প্রমুখ এ অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনা হলো, তিনি শত্রুর মুকাবেলায় অবতীর্ণ হন। সে সময় কতিপয় মুসলমান ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। তিনি তাদেরকে ডাকতে ডাকতে ঘোড়া নিয়ে শত্রুর দিকে এগিয়ে যান। তিনি বলতে থাকেন ঃ তোমরা জান্নাতের দিকে এস। তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমরা কি জান্নাত থেকে পলায়ন করছ ? তোমরা কি জান্নাত থেকে পালিয়ে যাচ্ছ ? তোমরা ধ্বংস হও, তোমরা কোথায় যাচ্ছো ? তোমরা কি চিরকাল দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে ? তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করুন।

মাকহূল আশ-শামী

জালীলুল কদর তাবি'ঈ। তৎকালে সিরিয়াবাসীর ইমাম ছিলেন। তিনি হুযায়ল গোত্রের জনৈক মহিলার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। কেউ কেউ বলেন ঃ সাঈদ ইব্নুল আস-এর বংশের এক মহিলার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি ছিলেন চৌকিদার। কেউ কেউ বলেন ঃ কাবুলের বন্দীদের একজন ছিলেন। কারো কারো মতে, তিনি ছিলেন কেসরা বংশের সন্তান। আমি আমার আত-তাকমীল গ্রন্থে তার বংশধারা উল্লেখ করেছি।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আমি মাকহূলকে বলতে শুনেছি ঃ আমি ইলমের সন্ধানে সমগ্র পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছি।

যুহরী বলেন ঃ আলিম হলেন চারজন। হিজাযে সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব, বসরায় হাসান বসরী, কূফায় শা'বী এবং শামে মাকহূল।

কেউ কেউ বলেন ঃ মাকহূল قُلْ বলতে পারতেন না। তিনি قُلْ-এর স্থলে كُلْ বলতেন। মানুষের কাছে তার বেশ মর্যাদা ছিল। তিনি যখনই কোন আদেশ করতেন, মানুষ তা পালন করত।

সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয বলেন ঃ মাকহূল সিরিয়ার সবচেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন। তিনি যুহরীর চেয়েও বড় ফকীহ ছিলেন। অনেকের মতে, তিনি এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, এর পরের বছর। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

(মাকহূল শামী আবূ মুসলিমের ছেলে, আবূ মুসলিমের নাম শাহযাব ইব্ন শাযিল। আবদুল হাদীর পাণ্ডুলিপি থেকে আমি এরূপই উদ্ধৃত করেছি।

ইব্ন আবুদ্-দুন্ইয়া মাকহূল থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখে, তার চিন্তা কমে যায়। যার ঘ্রাণ উত্তম হয়, তার ঘ্রাণ বৃদ্ধি পায়।

মাকহূল কুরআনের আয়াত ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 'তারপর সেদিন তোমাকে নিআমতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে' (১০২ ঃ ৮১)-এর ব্যাখায় বলেছেন ঃ নিআমতরাজি হলো, ঠাণ্ডা পানি, বাসগৃহের ছায়া, পেটের পরিতৃপ্তি, দেহের সুষম গঠন এবং নিদ্রার স্বাদ।

মাকহূল আরো বলেন ঃ মুজাহিদ যখন তাদের বোঁচকা-বুঁচকি পশুপালের পিঠ থেকে নামায়, তখন ফেরেশতা এসে পশুগুলোর পিঠ মুছে দেয় এবং তাদের জন্য বরকতের দু'আ করে। তবে যে পশুর গলায় ঘন্টি থাকে, সে পশুর জন্য তেমনটা করে না।

১১৪ হিজরী সন

এ বছর মুআবিয়া ইব্ন হিশাম সাইফার বাম অংশের উপর এবং সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিক ডান অংশের উপর আক্রমণ করেন। এরা দু'জন আমীরুল মু'মিনীন হিশাম-এর ছেলে। এ বছর আবদুল্লাহ্ আল-বাত্তাল ও রোম রাজা কুসতুনতীন-এর মাঝে সংঘর্ষ হয়। কুসতুনতীন হলেন সেই প্রথম হেরাক্ল-এর ছেলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যার নিকট পত্র লিখেছিলেন। বাত্তাল তাকে বন্দী করে সুলায়মান ইব্ন হিশাম-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। সুলায়মান তাকে তার পিতার নিকট নিয়ে যান।

এ বছর হিশাম পবিত্র মক্কা-মদীনা ও তাইফের শাসন ক্ষমতা হতে ইবরাহীম ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসমাঈলকে পদচ্যুত করে তদস্থলে আপন ভাই মুহাম্মদ ইব্ন হিশামকে নিযুক্ত করেন। এক মত অনুসারে তিনি এ বছর অনেক লোকের সাথে হজ্জ করেন। ওয়াকিদী ও আবূ মা'শার বলেন ঃ খালিদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান লোকদেরকে হজ্জ করান। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। এ বছর মৃত্যুবরণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঃ

আতা' ইবন আবী রাবাহ

আতা' ইব্ন আবী রাবাহ আল-ফিহ্রী। আবূ মুহাম্মদ আল-মাক্কী তার মনিব। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য তাবিঈগণের একজন। কথিত আছে যে, তিনি দুই শত সাহাবীকে পেয়েছিলেন।

ইব্ন সা'দ বলেন ঃ আমি কোন এক আলিমকে বলতে শুনেছি আতা' কালো, টেরা, চেপ্টা নাক, লুলা ও লেংড়া ছিলেন। পরে অন্ধ হয়ে যান। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ফকীহ, আলিম ও বহু হাদীস বর্ণনাকারী।

আবূ জা'ফর আল-বাকির প্রমুখ বলেন ঃ তৎকালে হজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ আতা' অপেক্ষা আর কেউ ছিল না। কেউ কেউ আরো একটু বাড়িয়ে বলেন ঃ তিনি সত্তরবার হজ্জ করেন। তিনি একশত বছর বয়স পেয়েছিলেন। বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে শেষ বয়সে

তিনি রমযানে রোযা রাখতেন না। তার পরিবর্তে ফিদইয়াহ্ আদায় করতেন। তার স্বপক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করতেন।

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

'এটা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয়, তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্য়া—একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা' (২ ঃ ১৮৪)।

মিনার দিনে বনূ উমায়্যার ঘোষক ঘোষণা দিত ঃ হজ্জ বিষয়ে আতা' ইব্ন আবী রাবাহ ব্যতীত আর কেউ ফাতওয়া দিতে পারবেন না। আবূ জা'ফর আল-বাকির বলেন ঃ যত লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের মধ্যে আতা' ইব্ন আবী রাবাহ'র চেয়ে বড় ফকীহ আর কাউকে দেখিনি।

আওযাঈ' বলেন ঃ আতা' যেদিন ইন্তিকাল করেন, সেদিন পৃথিবীবাসীর নিকট তার চেয়ে প্রিয় মানুষ আর কেউ ছিল না।

ইব্ন জুরায়জ বলেন ঃ আতা' ইব্ন আবূ রাবাহ'র বিছানা বিশ বছর মসজিদে ছিল। তিনি সকলের চেয়ে সুন্দরভাবে নামায আদায় করতেন।

কাতাদাহ বলেন ঃ সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব, হাসান, ইবরাহীম ও আতা'- এরা এক একজন এক একটি শহরের ইমাম ছিলেন।

আতা' বলেন ঃ মানুষ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে। তখন আমি নিশ্চুপ হয়ে শ্রবণ করি। যেন আমি এই হাদীস আগে শুনিনি। অথচ, তার জন্মের পূর্বেই আমি এ হাদীস শুনেছি। এভাবে আমি তাকে দেখাতাম যে, এ হাদীস আমি এইমাত্র শুনেছি। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি তার থেকে শুনে হাদীসটি মুখস্থ করি। এভাবে তাকে দেখাই এ হাদীস আমি আগে শুনিনি। জমহূর আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, আতা' ইব্ন আবী রাবাহ এ বছর ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

অনুচ্ছেদ

আবূ মুহাম্মদ আতা' ইব্ন আবী রাবাহ। আবূ রাবাহ-এর নাম আসলাম। বিপুল সংখ্যক সাহাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলো ঃ ইব্ন উমর, ইব্ন আমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র, আবূ হুরায়রাহ্, যায়দ ইব্ন খালিদ আল জুহানী ও আবূ সাঈদ। তিনি ইব্ন আব্বাস হতে তাফসীর ইত্যাদি শ্রবণ করেন। একদল তাবিঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ যুহরী, আমর ইব্ন দীনার, আবূ যুবায়র, কাতাদা, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাছীর, মালিক ইব্ন দীনার, হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত, আ'মাশ ও আয়্যূব সুখতিয়ানী প্রমুখ। তা ছাড়া আরো বহু ইমাম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ হায্যান বলেন ঃ আমি আতা' ইব্ন আবী রাবাহকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি যিক্রের মজলিসে বসল, সেই মজলিসের ওসীলায় আল্লাহ্ তার দশটি পাপের আসরের অপরাধ ক্ষমা কর দেন। আবূ হায্যান বলেন ঃ আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, যিক্রের মজলিস কী ? তিনি বললেন, হালাল-হারাম, তুমি কিভাবে নামায পড়বে, কিভাবে রোযা রাখবে, কিভাবে

বিবাহ করবে, কিভাবে তালাক দিবে, কিভাবে ক্রয়-বিক্রয় করবে- এসব বিষয়ে আলোচনার মজলিস।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন রবীআ আস-সানআনী হতে যথাক্রমে আবদুর রায্যাক ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম সূত্রে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন রবীআ বলেন, আতা' ইব্ন আবী রাবাহকে তিলাওয়াত করতে শুনেছি ঃ

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ

আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎকর্ম করত না (২৭ ঃ ৪৮)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা দিরহাম ঋণ প্রদান করত। কেউ কেউ বলেন, কর্তন করত।

ছাওরী আবদুল্লাহ্ ইবনুল ওয়ালীদ আল ওয়াসসাফী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এক কলমধারীর অবস্থা এই যে, যদি সে লিখে, তাহলে সে ও তার পরিজন স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে। কিন্তু যদি সে কলম ত্যাগ করে; তাহলে সে অসচ্ছল হয়ে যায়। তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী ? তিনি বললেন, মাথাটা কে ? আমি বললাম, খালিদ আল-কাসরী।

আতা বলেন, সৎকর্মপরায়ণ বান্দা বলেছিলেন ঃ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তাই আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না' (২৮ ঃ ১৭)।

আতা' বলেন, বান্দাকে যা অনুগ্রহ করা হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো মহান আল্লাহ্ বিষয়ক জ্ঞান। আর তা হলো দীন।

আতা' বলেন, বান্দা যদি ইয়া রাব্ব! ইয়া রাব্ব! বলে, তাহলে মহান আল্লাহ্ তার প্রতি না তাকিয়ে পারেন না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ কথাটা হাসানকে বললে তিনি বললেন, তোমরা কি কুরআন পাঠ কর না ?

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ـ رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ـ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ـ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। কাজেই, আমরা ঈমান এনেছি।

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিও।

হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় কর না। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।

অনন্তর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোন নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না, তোমরা একে অপরের অংশ। কাজেই যারা হিজরত করেছে, নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি তাদের পাপ কার্যগুলো অবশ্যই দূরীভূত করব এবং অবশ্যই তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহ্র নিকট হতে পুরস্কার, উত্তম পুরস্কার আল্লাহ্রই নিকট।' (৩ ঃ ১৯৩-১৯৫)।

আমর ইব্নুল ওয়ারদ হতে যথাক্রমে যামরা ও আবূ আবদুল্লাহ্ আস-সুলামী সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্নুল ওয়ারদ বলেন, আতা' বলেছেন, তুমি যদি আরাফাতের দিনে সন্ধ্যাবেলা নির্জনে কাটাতে পার, তাহলে তা কর।

সাঈদ ইব্ন সালাম আল-বসরী বলেন, আমি আবূ হানীফা আন-নু'মানকে বলতে শুনেছি, পবিত্র মক্কায় আতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন আমি তাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোথাকার মানুষ ? আমি বললাম, কূফার। তিনি বললেন, আপনি কি সেই অঞ্চলের মানুষ, যেখানকার লোকেরা তাদের দীনকে ছিন্নভিন্ন করেছে এবং নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি কোন্ দলের লোক ? আমি বললাম, যারা পূর্বসূরীদেরকে গালি দেয় না, তাকদীরে বিশ্বাস করে এবং ছোটখাটো পাপের সূত্রে কেবলাওয়ালা কাউকে কাফির বলে না, আমি সেই দলের মানুষ। শুনে আতা' বললেন, বুঝেছি, আপনি অটুট থাকুন।

আতা' আরো বলেন, সনদ অপেক্ষা অন্য কিছুতে উম্মত এত শক্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়নি।

আতাকে বলা হয়েছিল, এখানে এমন একটি সম্প্রদায় আছে, যারা বলে, ঈমান বাড়েও না, কমেও না। উত্তরে তিনি বললেন ঃ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى যারা সৎপথ অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাদের সৎপথে হলোবার শক্তি বৃদ্ধি করেন (৪৭ ঃ ১৭)।

তাহলে এই হিদায়াতটা কী, মহান আল্লাহ্ যা বৃদ্ধি করেছেন ? আমি বললাম, তারা মনে করে, সালাত ও যাকাত মহান আল্লাহ্র দীনের অংশ নয়। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ـ

তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। এটাই সঠিক দীন (৯৮ ঃ ৫)।

এই তো এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ সালাত ও যাকাতকে দ্বীন আখ্যায়িত করেছেন।

ইয়ালা ইব্‌ন উবায়দ বলেন, আমরা একদিন মুহাম্মদ ইব্‌ন সূকাহ্-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন হাদীস বলব, হয়ত তা তোমাদের উপকার করতে পারে ? কেননা, এ হাদীস আমারও উপকার করেছে। আতা' ইব্‌ন আবী রাবাহ আমাকে বলেছেন, ভাতিজা! তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা অপ্রয়োজনীয় কথা বলা অপসন্দ করতেন। তারা অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপকে পাপ গণ্য করতেন। তারা মহান আল্লাহ্‌র কিতাব ব্যতীত পাঠ করতেন না, সৎ কাজের আদেশ করতেন। অসৎ কাজে বাধা প্রদান করতেন কিংবা মানুষের সঙ্গে জীবনধারার অত্যাবশ্যকীয় কথা বলতেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ

অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ, সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ (৮২ ঃ ১০, ১১)।

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ـ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ـ

স্মরণ রেখ, দুই গ্রহণকারী ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। (৫০ ঃ ১৭, ১৮)।

তোমরা কি মহান আল্লাহ্‌র এ বাণীগুলোকে অস্বীকার করবে ? তোমাদের কেউ যদি দিন ভর লিখে আর পরে দেখে যে, সে যা কিছু লিখেছে, তার অধিকাংশই এমন যে, তাতে না আছে দ্বীনের কোন কথা, না আছে দুনিয়ার কোন বিষয়, তাহলে সে লজ্জাবোধ করবে না ?

তিনি আরো বলেন, তুমি যদি রাতে গরমের ভয় কর, তাহলে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম পাঠ কর।

তাবারানী প্রমুখ বলেন, মসজিদে হারামে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আসর বসত। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ইন্‌তিকালের পর সেই আসর চলে যায় আতা' ইব্‌ন আবী রাবাহ্-এর হাতে।

সালামা ইব্‌ন কুহায়ল হতে সুফিয়ান, ফযল ইব্‌ন দাকীন ও আবূ শায়বা সূত্রে উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা বর্ণনা করেন যে, সালামা ইব্‌ন কুহায়ল বলেন, তিনজন ব্যতীত অন্য কাউকে নিজ ইল্‌ম দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে, তার অনুসন্ধান করতে দেখিনি। সেই তিনজন হলেন, আতা' তাঊস ও মুজাহিদ।

আমর ইব্‌ন যার্‌র থেকে ইব্‌ন নুমায়র সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন যার্‌র বলেন, আমি আতার মত লোক কখনো দেখিনি। আমি আতার গায়ে কখনো জামা দেখিনি এবং তাঁর গায়ে আমি কখনো পাঁচ দিরহাম সমমূল্যের পোশাক দেখিনি।

আতা' থেকে যথাক্রমে আবদুল মালিক ইব্‌ন জুরায়জ ও কায়স সূত্রে আবূ বিলাল আল আশ'আরী বর্ণনা করেন যে, আতা' বলেন, ইয়া'লা ইব্‌ন উমায়্যা সাহাবী ছিলেন। তিনি ই'তিকাফের নিয়ত করে মসজিদে বসে থাকতেন।

আওযাঈ আতা' থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল-তনয়া ফাতিমা আটা খামীর করতেন এবং গৃহস্থালী কাজে তাঁকে উপমা হিসেবে পেশ করা হতো।

আওযাঈ থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, আতা' وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো তাদের উপর হদ্দ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে।

আওযাঈ বলেন, আমি কিছুদিন ইয়ামামায় ছিলাম। সেখানকার গভর্নর আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর সাহাবীদেরকে নানাভাবে পরীক্ষা করতেন। লোকটি ছিল মুনাফিক—মু'মিন নয়। তালাক ও দাসমুক্তির ক্ষেত্রে তার অভিমত ছিল, এ দুই ক্ষেত্রে যারা অপরাধ করবে, তারা মু'মিন নয়—মুনাফিক। জনগণ এ ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করে। আমি পরে আতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি তো তাতে কোন সমস্যা দেখছি না। কেননা, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, إِلَّا أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً 'তাদের থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হলে তা ভিন্ন কথা' (সূরা আলে-ইমরান ঃ ২৮)।

ইসমাঈল ইব্‌ন উমায়্যা হতে সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নাহ সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইসমাঈল ইব্‌ন উমায়্যা বলেন, আতা' দীর্ঘ সময় নীরব থাকতেন। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন আমাদের মনে হতো, তিনি সমর্থন ব্যক্ত করছেন।

তিনি وَلَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত রাখে না) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, لا يلهيهم بيع ولاشراء عن مواضع حقوق الله تعالى التى افترضها عليهم أن يؤدوها فى اوقاتها واوائلها অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের উপর যেসব হক ফরয করে দিয়েছেন, যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে সেসব আদায়ে তাদের ক্রয়-বিক্রয় তাদেরকে বিরত রাখে না।

ইব্‌ন জারীর বলেন, আমি আতাকে বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করতে দেখেছি। তখন তিনি তার পরিচালককে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা থাম, আমার থেকে পাঁচটি বিষয় মুখস্থ করে নাও। তাকদীরের ভাল-মন্দ, মধুরতা-তিক্ততা সব মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাতে বান্দার কোন ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা কার্যকর হয় না। আমাদের কিবলাওয়ালারা মু'মিন। তাদের রক্ত ও সম্পদ হারাম। তবে শরীআতের বিধানের প্রশ্ন দেখা দিলে তা ভিন্ন ব্যাপার। বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হাত, জুতা ও অস্ত্র দ্বারা লড়াই করা এবং খারেজীরা ভ্রান্ত হওয়ার সাক্ষ্য দেওয়া।

ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, সমস্যা নিয়ে তোমরা আমার নিকট জড়ো হচ্ছ, অথচ তোমাদের মাঝে আতা' ইব্‌ন আবী রাবাহ বিদ্যমান।

মু'আয ইব্‌ন সা'দ বলেন, আমি আতা'র নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি একটি হাদীস বলেন। কিন্তু তার কথার মধ্যে এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলে বসল। তাতে আতা' রাগান্বিত হয়ে বললেন, এ কেমন চরিত্র ? এ কেমন স্বভাব ? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি মানুষ থেকে এমন হাদীস শুনে থাকি, যা আমি তার তুলনায় ভাল জানি। কিন্তু তাকে দেখাই, আমি তার চেয়ে ভাল কিছু জানি না।

আতা' বলতেন, আমি আমার ঘরে বিছানা দেখা অপেক্ষা শয়তান দেখা উত্তম মনে করি। কারণ, বিছানা নিদ্রার দিকে আহ্বান জানায়।

ইব্‌ন জারীর থেকে যথাক্রমে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ ও আলী ইব্‌নুল মাদীনী সূত্রে উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন জারীর বলেন, বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরও আতা' নামাযে সূরা বাকারার দুইশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন, অথচ তার কোন অঙ্গ নড়াচড়া করত না।

ইব্ন উয়ায়নাহ্ বলেন, আমি ইব্ন জারীরকে বললাম, আপনার ন্যায় নামাযী আমি আর দেখিনি। তিনি বললেন, তুমি যদি আতাকে দেখতে ?

আতা' বলেন, মহান আল্লাহ্ সেই যুবককে ভালবাসেন না, যে বিখ্যাত কাপড় পরিধান করে। ফলে সেই পোশাক না খোলা পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন।

বলা হতো, বান্দার উচিত ব্যাধিগ্রস্ত লোকের ন্যায় হয়ে থাকা, যার শক্তির প্রয়োজন এবং সব খাবার তাকে মানায় না। আরো বলা হতো নিমন্ত্রণ বিজ্ঞ লোকের চোখকেই অন্ধ করে ফেলে। সেখানে অজ্ঞ লোকদের অবস্থা কেমন হবে ? কখনো তুমি নিআমতের অধিকারী ব্যক্তিকে ঈর্ষা করবে না। কারণ, তুমি জান না, মৃত্যুর পর সে কোথায় যাবে !

১১৫ হিজরী সন

এ বছর সিরিয়ায় প্লেগ রোগ দেখা দেয় এবং মুহাম্মদ ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসমাঈল লোকদেরকে হজ্জ করান। মুহাম্মদ ইব্ন হিশাম ছিলেন হারামায়ন ও তাইফ-এর নায়েব। অন্যসব অঞ্চলের নায়েব তারাই ছিলেন, যাদের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। এ বছর মৃত্যুমুখে পতিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঃ

আবূ জা'ফর আল-বাকির

তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্নুল হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবী তালিব আল-কারাশী আল-হাশেমী আবূ জা'ফর আল বাকির। তাঁর মা হাসান ইব্ন আলীর কন্যা উম্মে আবদুল্লাহ্। মহান তাবিঈ। বিপুল মর্যাদার অধিকারী বিশাল ব্যক্তিত্ব। ইল্ম, আমল, নেতৃত্ব ও সম্মানে এই উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একজন। শীআদের দাবী অনুযায়ী তিনি তাদের বার ইমামের অন্যতম। অথচ তিনি না ছিলেন তাদের পথের লোক, না তাদের মতের। তাদের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে তাঁর কোন মিল ছিল না। বরং তিনি তাদের একজন ছিলেন, যারা হযরত আবূ বাকর ও উমর (রা)-এর অনুসরণ করতেন। তার মতে এটাই ছিল সঠিক পথ। তিনি বলেনও যে, আমি আমার পরিবারের একজনকেও এমন পাইনি, যে আবূ বাকর ও উমর-এর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখত না। তিনি একাধিক সাহাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন একদল বড় বড় তাবিঈ। তাদের থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের কয়েকজন হলেন, জা'ফর আস-সাদিক, হাকাম ইব্ন উতায়বা, রবীআ, আ'মাশ, আবূ ইসহাক আস-সুবায়ঈ আওযাঈ, আ'রাজ, যিনি বয়সে তার বড় ছিলেন। ইব্ন জুরায়জ, আতা', আমর ইব্ন দীনার ও যুহরী।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ জা'ফর আস-সাদিক হতে বর্ণনা করেন যে, জা'ফর সাদিক (র) বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেন– তিনি ছিলেন সে যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদী।

আল-'আজালী বলেন ঃ তিনি মাদানী এবং নির্ভরযোগ্য তাবিঈ।

মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ বলেন ঃ আবূ জা'ফর আল-বাকির (রা) নির্ভরযোগ্য এবং অনেক হাদীস বর্ণনাকারী।

এক অভিমত অনুসারে তিনি এ বছর ইন্তিকাল করেন। কারো কারো মতে এর আগের বছর। কারো মতে এ বছরের পরের বছর। কারো মতে তার পরের কিংবা তারও পরের বছর।

মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। তার বয়স সত্তর অতিক্রম করেছিল। কারো কারো মতে ষাট অতিক্রম করেনি। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

অনুচ্ছেদ

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌নুল হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবী তালিব। তাঁর পিতা আলী যায়নুল আবিদীন (র)। দাদা হুসায়ন (রা) পিতা ও দাদা দুইজনই ইরাকে শাহাদাতপ্রাপ্ত হন। তিনি ইল্‌মকে বিদীর্ণ এবং গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান আবিষ্কার করতেন বলে তাকে বাকির বলা হয়। তিনি যিকিরকারী, বিনয়ী ও ধৈর্যশীল ছিলেন। তিনি ছিলেন নবুওয়াত বংশধারা এবং পিতা ও মাতা উভয় দিক থেকে উঁচু বংশের মানুষ। ছিলেন আপদ-বিপদ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, অধিক ক্রন্দনকারী এবং বিবাদ-বিসংবাদ পরিহারকারী।

আবূ বিলাল আল-আশ'আরী মুহাম্মদ ইব্‌ন মারওয়ান ও ছাবিত সূত্রে বর্ণনা করেন যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا। (তাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ দেওয়া হবে জান্নাত, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল।)-এর ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌নুল হুসায়ন বলেন ঃ الغرفة। অর্থ জান্নাত। অর্থাৎ তারা দুনিয়াতে দারিদ্র্যের জন্য যে ধৈর্যধারণ করেছেন, তার বিনিময়ে তাদেরেক জান্নাত দেওয়া হবে।

আবদুস সালাম ইব্‌ন হার্‌ব যায়দ ইব্‌ন খায়ছামা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ জা'ফর বলেছেন ঃ বজ্র মু'মিন অ-মু'মিন উভয়েরই উপর নিপতিত হয়। কিন্তু যিকিরকারীর উপর নিপতিত হয় না।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ আকাশ হতে যদি তারকার সমান বজ্রও অবতরণ করে, তা যিকিরকারীকে আক্রান্ত করবে না।

জাবির আল-জু'ফী বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী আমাকে বলেছেন ঃ হে জাবির! আমি চিন্তিত এবং আমার অন্তকরণ ব্যস্ত। আমি বললাম ঃ আপনার চিন্তাটা কী ? হৃদয়ের ব্যস্ততাটাইবা কী ? তিনি বললেন ঃ শোন হে জাবির! যার অন্তরে আল্লাহ্‌র দীনের পরিচ্ছন্ন আদর্শ অনুপ্রবেশ করে, অন্যসব কিছু বাদ দিয়ে সে তাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বল তো জাবির! দুনিয়াটা কী? তার শেষ পরিণতিটাইবা কী ঘটবে ? তা তো একটি বাহন ছাড়া নয়, তুমি যাতে আরোহণ করেছ ? কিংবা সেই পোশাক যা তুমি পরিধান করেছ ? অথবা এমন নারী, যাকে তুমি উপভোগ করেছ ? শোন জাবির! মু'মিনগণ দুনিয়াতে চিরকাল থাকবে মনে করে নিশ্চিন্ত হয় না এবং দুনিয়ার সাজ-সৌন্দর্য তাদেরকে মহান আল্লাহ্‌র আলো হতে অন্ধও করে দেয় না। ফলে তারা ভাল মানুষদের প্রতিদান লাভে ধন্য হয়। মুত্তাকীরা দুনিয়াদারদের তুলনায় খরচ করে কম; কিন্তু লাভবান হয় বেশী। তুমি যদি ভুলে যাও, তারা তোমাকে স্মরণ করে। তুমি যদি স্মরণ কর, তারা তোমাকে সাহায্য করে। তারা মহান আল্লাহ্‌র হকের কথা বলে বেড়ায়, তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠিত করে, তাদের প্রতিপালকের ভালবাসার স্বার্থে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তারা তাদের অন্তর দ্বারা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর ভালবাসার প্রতি তাকায় এবং প্রেমাস্পদের আনুগত্যের স্বার্থে দুনিয়া হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা জানে, এ সব তাদের সৃষ্টিকর্তার বিধান। ফলে, তারা

দুনিয়াতে ঠিক সেইভাবে বসবাস করে, যেভাবে বসবাস করা তাদের অধিকর্তারও কাম্য। যেন তারা এক স্থানে অবতরণ করল। পরে সে স্থান ত্যাগ করে সেখান হতে চলে গেল। এবং সেই পানির ন্যায়, যা তুমি স্বপ্নে লাভ করেছ। কিন্তু জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলে, তোমার হাতে তার কিছু-ই নেই। কাজেই, মহান আল্লাহ্ তোমার নিকট তাঁর দ্বীন ও জ্ঞানের যা কিছু গচ্ছিত রেখেছেন, তুমি তা সংরক্ষণ কর।

খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ ইব্ন আলীকে বলতে শুনেছি যে, উমর ইব্নুল খাত্তাব বলেন ঃ তোমরা যখন কোরআন পাঠকারীকে বিত্তশালী লোকদেরকে ভালবাসতে দেখবে, বুঝবে, সে দুনিয়াদার। আর যখন তাকে বাদশাহ'র নিকট গিয়ে বসে থাকতে দেখবে, তাহলে সে চোর।

আবূ জা'ফর প্রতিদিন ও প্রতিরাত নির্ধারিত পরিমাণ নামায পড়তেন।

ইব্ন আবুদ্-দুনয়া তাঁর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ ইতর লোকদের অস্ত্র হলো অকথ্য ভাষা।

আবুল আহওয়াস মানসূর সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ সব কিছুর-ই একটা আপদ আছে। ইলমের আপদ হলো বিস্মৃতি।

তিনি তাঁর ছেলেকে বলেন ঃ তুমি আলস্য ও বিরক্তি হতে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা, এই দুটি দোষ সব অপকর্মের চাবি। যখন তুমি অলসতা করবে, তখন কোন হক আদায় করতে পারবে না। আর যখন বিরক্ত হবে, তখন সত্যের উপর দৃঢ় থাকতে পারবে না।

তিনি আরো বলেন ঃ সবচেয়ে কঠিন আমল তিনটি। সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করা, নিজের সঙ্গে ইনসাফ করা এবং সম্পদে ভাইয়ের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রদর্শন করা।

খাল্ফ ইব্ন হাওশাব বলেন ঃ আবূ জা'ফর বলেন ঃ ঈমান হল অন্তরে প্রোথিত বস্তু আর ইয়াকীন হলো বিপদ। ইয়াকীন অন্তর অতিক্রম করে। যেন তা লোহার পাত। আবার সেখান থেকে বেরিয়ে আসে, তা যেন তা ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ড। বান্দার অন্তরে যদি এতটুকু অহংকার প্রবেশ করে। তার বিনিময়ে সমপরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা বেশী জ্ঞান কমে যায়।

আবূ জা'ফর আল-বাকির জাবির আল-জু'ফীকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইরাকের ফকীহ্গণ পবিত্র কুরআনের আয়াত لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ সম্পর্কে কী বলেন ? জবাবে তিনি বলেন, তিনি তার বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ইয়া'কূবকে দাঁতে কামড় দেওয়া অবস্থায় দেখতে পান। আবূ জা'ফর বলেন ঃ না। আমার পিতা আমাকে আমার দাদা আলী ইব্ন আবী তালিব হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইউসুফ (আ) যে বুরহান দেখেছিলেন, তা হলো, তারা উভয়ে যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন, অর্থাৎ যখন ইউসুফ (আ) যুলায়খার প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে উঠেন, তখন জুলায়খা উঠে ঘরের এক কোণে রক্ষিত মণি-মুক্তা খচিত তার একটি মূর্তির নিকট গিয়ে সেটি একটি সাদা কাপড় দ্বারা ঢেকে ফেলে এই ভয়ে যে, মূর্তিটি তাকে দেখে ফেলবে কিংবা লজ্জাবশত। দেখে ইউসুফ (আ) তাকে বলেন ঃ এটা কী ? জুলায়খা বলে ঃ এটা আমার দেবতা। আমি লজ্জাবোধ করছি যে, তিনি আমাকে এই অবস্থায় দেখবেন। ইউসুফ (আ) বলেন ঃ তুমি এমন একটি মূর্তিকে লজ্জা করছ, যে উপকারও করতে পারে না, অপকারও না। শুনেও না, দেখেও না। তাহলে কি আমি আমার সেই ইলাহকে লজ্জা করব না, যিনি সকল

প্রাণীর সব কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন ? তারপর বলেন ঃ আপনি কক্ষণো আমার নাগাল পাবেন না।

এটাই হলো বুরহান।

বিশ্র ইব্নুল হারিছ আল-হাফী যথাক্রমে সুফিয়ান আস-ছাওরী ও মানসূর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মানসূর বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ ইব্ন আলীকে বলতে শুনেছি ঃ সচ্ছলতা ও সম্মান মু'মিনের অন্তরে ঘুরে বেড়ায়। যখন তারা সেই স্থানটিতে গিয়ে পৌঁছে, যেখানে তাওয়াক্কুল থাকে, আমি তাকে আটকে ফেলি।

তিনি আরো বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ আমাদের গোষ্ঠীর লোকদের অন্তরে প্রভাব ঢেলে দেন। যখন আমাদের নেতারা দণ্ডায়মান হন, তখন তাদের এক একজন মানুষ সিংহ অপেক্ষা সাহসী এবং তরবারি অপেক্ষা ধারাল হয়ে যান। তিনি বলেন ঃ আমাদের গোষ্ঠী হলো, যারা মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করে ও তাকে ভয় করে।

তিনি আরো বলেন ঃ তোমরা বিবাদ থেকে বেঁচে থাক। কেননা, বিবাদ অন্তরকে বিনষ্ট করে এবং কপটতা জন্ম দেয়।

তিনি اَلَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারাই হলো বিবাদকারী গোষ্ঠী। উরওয়াহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ আমি আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলীকে তরবারি অলংকরণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ তাতে কোন অসুবিধা নেই। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর তরবারি অলংকৃত করেছিলেন। উরওয়াহ্ বলেন ঃ আমি বললাম ঃ আপনি 'সিদ্দীক' বলছেন ? তিনি লাফিয়ে উঠে কিবলামুখী হলেন। তারপর বললেন ঃ হ্যাঁ, সিদ্দীক, হ্যাঁ, সিদ্দীক। যে ব্যক্তি সিদ্দীক বলল না, মহান আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার কোন কথা সত্য না করুন।

জাবির আল- জু'ফী বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আলী আমাকে বললেন ঃ হে জাবির! আমি শুনতে পেয়েছি, ইরাকের একদল মানুষ মনে করে যে, তারা আমাদেরকে ভালবাসে এবং আবূ বাকর (রা) ও উমর (রা)-এর সমালোচনা করে। তারা মনে করছে, আমি তাদেরকে সে ব্যাপারে আদেশ করেছি। তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে জানিয়ে দাও, আমি মহান আল্লাহ্র অনুগত এবং তাদের থেকে দায়মুক্ত। শপথ সেই সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন! আমি যদি ক্ষমতা লাভ করি, তাহলে আমি তাদের রক্ত ঝরিয়ে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করব। আমি যদি আবূ বাকর (রা) ও উমর (রা)-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও রহমতের দু'আ না করি, তাহলে মুহাম্মদ (সা)-এর শাফাআত যেন আমার নাগাল না পায়। নিশ্চয় মহান আল্লাহ্র শত্রুরা তাদের মর্যাদা ও অগ্রসরতা সম্পর্কে অনবহিত। তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও, আমি তাদের থেকে এবং যারা আবূ বাকর (রা) ও উমর (রা) থেকে দায়মুক্ত, তাদের থেকে দায়মুক্ত।

তিনি আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হল না, সে সুন্নাত বিষয়ে অজ্ঞ-ই রয়ে গেল।

তিনি اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ' (৫ ঃ ৫৫)। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাঁরা হলেন

মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণ। উরওয়াহ্ বলেন ঃ আমি বললাম, তারা তো বলছে, তিনি হলেন আলী। আবূ জা'ফর বললেন ঃ আলী মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণের একজন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতা' বলেন ঃ আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলীর সম্মুখে যত বড় আলিম-ই উপবেশন করতেন, তাকে ছোট বলে মনে হতো। আমি এমনটি অন্য কোন আলিমের ক্ষেত্রে দেখিনি। আমি হাকামকে তার নিকট দেখলাম, যেন তিনি একজন শিক্ষার্থী।

তিনি বলেন ঃ আমার এক ভাই ছিল। আমার চোখে সে ছিল মহান। যে বিষয়টি তাকে আমার চোখে মহান করে তুলেছিল, তা হলো তার চোখে দুনিয়ার তুচ্ছতা।

জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ বলেন ঃ আমার পিতার খচ্চরটি হারিয়ে যায়। তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ যদি খচ্চরটি আমাকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে আমি তাঁর এমন প্রশংসা করব যে, তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। একথা বলার অল্প পরই খচ্চরটি যীনসহ ফিরে আসে, যার কিছুই হারায়নি। আব্বাজান উঠে তার পিঠে আরোহণ করলেন। তিনি খচ্চরটির পিঠে ভালভাবে বসে কাপড় গুটিয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে বললেন, আল্হামদু লিল্লাহ্। এরচেয়ে একটুও বেশী কিছু বললেন না। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ আমি কি কিছু বাদ দিয়েছি, নাকি কিছু অবশিষ্ট রেখেছি ? আমি তো সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র জন্য সাব্যস্ত করেছি!

আবদুল্লাহ্ ইব্নুল মুবারক বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আলী বলেন ঃ যাকে সচ্চরিত্র ও কোমলতা দান করা হয়েছে, তাকে কল্যাণ, শান্তি এবং দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম অবস্থা দান করা হয়েছে। আর যাকে এ দুটি গুণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তার জন্য সকল অনিষ্ট ও বিপদাপদের দ্বার উন্মুক্ত। তবে মহান আল্লাহ্ কাউকে রক্ষা করলে তা ভিন্ন কথা।

তিনি আরো বলেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার বন্ধুর পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিজের ইচ্ছামত সবকিছু নিয়ে নেয়, তাহলে কি সে বলবে না, তুমি আমার ভাই নও, যেমনটা তুমি ধারণা করছ ?

তিনি আরো বলেন ঃ তোমার অন্তরে তোমার ভাইয়ের কতটুকু হৃদ্যতা আছে তার উপর পরিমাণ করে জেনে নাও তোমার প্রতি তোমার ভাইয়ের হৃদ্যতা কতখানি। কেননা, অন্তরসমূহ একটি অপরটির অনুরূপ হয়ে থাকে।

তিনি একদিন কতগুলো চড়ুই পাখিকে কিচিরমিচির করতে শুনলেন। তিনি বলেন ঃ জান, ওরা কী বলছে ? আমি বললাম ঃ না। তিনি বলেন ঃ ওরা মহান আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছে এবং তাঁর নিকট জীবিকা প্রার্থনা করছে।

তিনি আরো বলেন ঃ তুমি মহান আল্লাহ্র নিকট তোমার প্রিয় বস্তুর জন্য দু'আ কর। কিন্তু যদি তুমি যা অপসন্দ কর, তা ঘটে যায়, তাহলে মহান আল্লাহ্ যা পসন্দ করেছেন, তাতে তুমি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কর না।

তিনি আরো বলেন ঃ পেট ও যৌনাঙ্গের পবিত্রতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইবাদত আর নেই। মহান আল্লাহ্র কাছে তাঁর সমীপে প্রার্থনা করা অপেক্ষা প্রিয় আর কিছু নেই। দু'আ ব্যতীত অন্য কিছু তাকদীর প্রতিরোধ করতে পারে না। প্রতিদান হিসাবে দ্রুত কল্যাণ লাভ হয় সদাচরণ দ্বারা এবং শাস্তি হিসাবে দ্রুত অমঙ্গল আসে ব্যভিচার দ্বারা। মানুষের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এটুকুই

যথেষ্ট যে, নিজের যে দোষ থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখে, অন্যের সেই দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। মানুষকে এমন কাজের আদেশ করে, যা করতে সে সক্ষম নয়, এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে, যা থেকে বিরত থাকার সাধ্য তার নেই এবং নিজ সহচরকে অহেতুক কষ্ট প্রদান করে। এগুলো এমন কতিপয় ব্যাপক অর্থবোধক কথা যে, এর ব্যতিক্রম করা কোন বুদ্ধিমানের পক্ষে উচিত নয়।

তিনি আরো বলেন ঃ পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ্র কালাম– সৃষ্ট নয়।

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী আরো বলেন ঃ এক ব্যক্তি উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু লোকটি পথে মারা যায়। ফলে তার কারণে উমর (রা)-এর সফর বিঘ্নিত হয়। তিনি তার জানাযা ও দাফন করে বিদায় গ্রহণ করেন। উমর (রা) নিম্নোক্ত কবিতা দ্বারা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতেন ঃ

وبالغ امر كان يأمل دونه * ومختلج من دون ما كان يأمل

অর্থাৎ 'অধিকাংশ বিষয়-ই এমন যে, মানুষ কামনা করে তার ব্যতিক্রম কিন্তু যা সে কামনা করে ঘটে তার বিপরীত।'

আবূ জা'ফর বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! ইবলীসের নিকট এক হাজার ইবাদতকারীর মৃত্যু অপেক্ষা একজন আলিমের মৃত্যু প্রিয়।

তিনি আরো বলেন ঃ কারো চোখ থেকে যদি অশ্রু প্রবাহিত হয়, তাহলে মহান আল্লাহ্ তার মুখমণ্ডলকে আগুনের জন্য হারাম করে দেন। অশ্রু যদি গণ্ডদ্বয়ের উপর প্রবাহিত হয়, তাহলে তার মুখমণ্ডল কখনো ধুলামলিন ও লাঞ্ছিত হয় না। সবকিছুর-ই প্রতিদান আছে। অশ্রুর প্রতিদান হলো, মহান আল্লাহ্ তার বিনিময়ে পাপের সমুদ্র অবলোপন করে দেন। কোন জনগোষ্ঠীর কেউ যদি মহান আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করে, তাহলে মহান আল্লাহ্ সেই জনগোষ্ঠীর উপর রহমত বর্ষণ করেন।

তিনি আরো বলেন ঃ সেই ভাই নিকৃষ্ট ভাই, যে সচ্ছল অবস্থায় তোমার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে আর অসচ্ছল অবস্থায় ছিন্ন করে।

দুনিয়াবিমুখতা সম্পর্কে আবূ জা'ফর বলেন–

لَقَدْ غرت الدنيا رجالا فاصبحوا * بمنزلة ما بعدها متحول

فساخط امر لايبدل غيره * وراض بامر غيره سيبدل

وبالغ امر كان يأمل دونه * ومختلج من دون ما كان يأمل

অর্থাৎ, দুনিয়া বহু মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। ফলে তারা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে, যেখান থেকে উত্তরণের কোন সুযোগ নেই।

এমন অপরিবর্তনীয় বিষয় আছে, যা মানুষকে রুষ্ট করে। আবার এমন বহু পরিবর্তনশীল বিষয়ও আছে, যা মানুষকে সন্তুষ্ট করে।

অধিকাংশ বিষয়-ই এমন যে, মানুষ তার ব্যতিক্রম কামনা করে। কিন্তু ঘটে মানুষের কামনার বিপরীত।

১১৬ হিজরী সন

এ বছর মুআবিয়া ইব্ন হিশাম সাইফায় যুদ্ধ করেন এবং এ বছর সিরিয়া ও ইরাকে ব্যাপক প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে বেশী হয় ওয়াসিত নামক স্থানে। এ বছরের মুহার্‌রম মাসে খুরাসানের গভর্নর জুনায়দ ইব্ন আবদুর রহমান আল-মুররী পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জুনায়দ ইব্ন আবদুর রহমান ফাযিলা বিন্‌ত ইয়াযীদ ইবনুল মুহাল্লাবকে বিবাহ করেন। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে আমীরুল মু'মিনীন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক তাকে পদচ্যুত করে তার স্থলে আসিম ইব্ন আবদুল্লাহ্‌কে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং তাকে বলে দেন ঃ যদি মৃত্যুর আগে তাকে পাও, তাহলে তার আত্মাটা কেড়ে নিও। কিন্তু আসিম ইব্ন আবদুল্লাহ খুরাসান এসে পৌঁছানোর আগেই এ বছরের মুহাররম মাসে মার্ভ নামক স্থানে জুনায়দ মৃত্যুবরণ করেন। আবুল জারীর ঈসা ইব্ন আসামা তাঁর প্রতি শোক প্রকাশ করে বলেছেন–

هلك الجود والجُنَيْد جميعا * فعلى الجود والجنيد السلام

اصبحا ثاويين في بَطْنِ مرو * ما تغنى على الغصون الحمام

كنتما نزهة الكرام فلما * مت مات الندى ومات الكرام

'বদান্যতা ও জুনায়দ উভয়-ই মরে গেছে। বদান্যতা ও জুনায়দ-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

তারা উভয়ে মার্ভের পেটে সমাধিস্থ হয়েছে। এখন আর ডালে ডালে পায়রারা গান গায় না।

তোমরা হলে মহানুভবতার অলংকার। তুমি যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছ। সেই সঙ্গে উদারতা এবং মহানুভবতাও মারা গেছে।'

আসিম ইব্ন আবদুল্লাহ খুরাসান এসে জুনায়দ-এর নায়েবদের উপর নানা প্রকার অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করেন। ফলে হারিছ ইব্ন শুরায়হ তাঁর আনুগত্য হতে বেরিয়ে এসে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তাদের দু'জনের মাঝে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়, যার আলোচনা দীর্ঘ। এক পর্যায়ে হারিছ ইব্ন শুরায়হ পরাজয় বরণ করেন এবং আসিম তাঁর উপর জয়লাভ করেন।

ওয়াকিদী বলেন ঃ এ বছর ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ লোকদেরকে হজ্জ করান। ওয়ালীদ তার চাচা আমীরুল মু'মিনীন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক-এর পর শাসনকর্তা। এ বিষয়ে পরে আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা।

১১৭ হিজরী সন

এ বছর মু'আবিয়া ইব্ন হিশাম বাম সাইফা এবং সুলায়মান ইব্ন হিশাম ডান সাইফায় যুদ্ধ করেন। এরা দু'জনই আমীরুল মু'মিনীন হিশাম-এর পুত্র। এ বছর মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ – যিনি মারওয়ান আল-হিমার নামে পরিচিত ছিলেন এবং আর্মেনিয়ার গভর্নর ছিলেন– দুটি অভিযান প্রেরণ করে লান শহরের কয়েকটি দুর্গ জয় করেন। সে সময়ে উক্ত অঞ্চলের

বহুসংখ্যক লোক ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ বছর-ই হিশাম আসিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হিলালীকে– যাকে এর আগের বছর জুনায়দ-এর স্থলে খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন– বরখাস্ত করেন এবং তাকে ইরাকের সঙ্গে যুক্ত করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ-এর অধীনে দিয়ে দেন। হিশাম এ কাজটি করেছিলেন পদচ্যুত গভর্নর আসিম ইব্ন আবদুল্লাহ্র একটি পত্রের ভিত্তিতে। আসিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আমীরুল মু'মিনীন হিশাম-এর নিকট পত্র লিখেন ঃ খুরাসানকে ইরাকের সঙ্গে যুক্ত না করা পর্যন্ত এলাকাটির উন্নতি হবে না। তিনি আশা করেছিলেন ইরাক ও খুরাসানকে যুক্ত করে তার-ই অধীনে দেওয়া হবে। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। হিশাম তার উপদেশ গ্রহণ করে উভয় প্রদেশকে একত্রিত করে খালিদ আল-কাসরীকে দিয়ে দেন। এ বছর মৃত্যুবরণকারীদের কয়েকজন ঃ

কাতাদা ইব্ন দিআমা আস-সাদূসী

আবুল খাত্তাব আল-বসরী আল-আ'মা। তাবে'ঈ আলিম ও আমলদার ইমামগণের একজন। তিনি আনাস ইব্ন মালিক ও একদল তাবে'ঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাদের কয়েকজন হলেন ঃ সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব, আল-মিসরী, আবুল আলিয়া, যারারা ইব্ন আওফা, আতা', মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, মাসরূক ও আবূ মুজলিয প্রমুখ। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন বড় বড় একদল আলিম। যেমন ঃ আয়্যূব, হাম্মাদ ইব্ন মাসলামা, হামীদ আত-তাবীল, সাঈদ ইব্ন আবূ 'আরূবা, আ'মাশ, শু'বা, আওযাঈ, মুসাইর, মুআম্মার ও হুমাম। ইব্নুল মুসায়্যিব বলেন ঃ আমার নিকট কাতাদা ইব্ন দিআমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানুষ আর কেউ আগমন করেনি।

বাকর আল-মুযানী বলেন ঃ আমি কাতাদা ইব্ন দিআমা অপেক্ষা স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন মানুষ দ্বিতীয়জন দেখিনি।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন বলেন ঃ কাতাদা ছিলেন স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন লোকদের একজন।

মাতার বলেন ঃ কাতাদা কোন হাদীস শুনলে আনুপুংখ আয়ত্ত করে সেটি মুখস্থ করে ফেলতেন।

যুহরী বলেন ঃ কাতাদা ইব্ন দিআমা মাকহুল অপেক্ষা বড় আলিম ছিলেন।

মুআম্মার বলেন ঃ আমি যুহরী, হাম্মাদ ও কাতাদার চেয়ে বড় ফকীহ আর কাউকে দেখিনি।

কাতাদা নিজে বলেন ঃ আমি যখন যা কিছু শুনেছি আমার হৃদয় তা মুখস্থ করে রেখেছে।

আহমাদ ইব্ন হাম্বল বলেন ঃ কাতাদা বসরার সবচেয়ে বেশী স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন মানুষ। তিনি যা শুনতেন, তা-ই মুখস্থ করে ফেলতেন। জাবির-এর পাণ্ডুলিপি শুধু একবার তাকে পাঠ করে শোনান হয়েছিল। তিনি তা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। একদিন তাঁর আলোচনা উঠে। তখন তাঁর ইল্ম, প্রজ্ঞা এবং ইখতিলাফ ও তাফসীর বিষয়ে তার অভিজ্ঞতার প্রশংসা করা হয়।

আবূ হাতিম বলেন, কাতাদা এ বছর প্লেগ চলাকালীন ওয়াসিতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ছাপ্পান্ন কি সাতান্ন বছর।

কাতাদা বলেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ পাক তার সঙ্গী হয়ে যান। আর মহান আল্লাহ্ যার সঙ্গী হয়ে যান, তার সঙ্গে এমন একটি বাহিনী থাকে, যারা পরাজিত হয় না, এমন প্রহরী থাকে, যে নিদ্রা যায় না, এমন পথপ্রদর্শক থাকে, যে বিপথগামী হয় না এবং এমন আলিম থাকেন যিনি বিস্মৃত হন না।

তিনি আরো বলেন, জান্নাতে জাহান্নামের দিকে একটি বাতিঘর আছে। জান্নাতীরা বলবে, হতভাগ্যদের কী হলো, ওরা জাহান্নামে প্রবেশ করল! আমরা তো ওদেরই দীক্ষার বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করলাম! উত্তরে জাহান্নামীরা বলবে, আমরা তোমাদেরকে আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেরা সে অনুপাতে আমল করতাম না। আমরা তোমাদেরকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজেরা বিরত থাকতাম না।

তিনি আরো বলেন, ইল্‌মের একটি দরযা আছে, সেটি সংরক্ষণ করে মানুষ তা দ্বারা নিজের দ্বীনের ও মানুষের পরিশুদ্ধি অন্বেষণ করে থাকে। সেটি পূর্ণ এক বছর ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম।

কাতাদা আরো বলেন, কোন এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ইল্‌ম যদি যথেষ্ট হতো, মূসা (আ) তাঁর নিকট যতটুকু ইল্‌ম ছিল, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু তিনি আরো অন্বেষণ করেছেন।

এ বছর আবুল হুবাব সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার, আল-আ'রাজ, ইব্‌ন আবূ মুলায়কা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যাকারিয়া খুযাঈ এবং মায়মূন ইব্‌ন মিহরান ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ওরদানও ইন্‌তিকাল করেন।

অনুচ্ছেদ

সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার ছিলেন দুনিয়াবিমুখ ইবাদতকারীদের একজন। তিনি একদল সাহাবা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আরাজ এবং ইব্‌ন আবূ মুলায়কাও সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার এরই ন্যায় ছিলেন। পক্ষান্তরে মায়মূন ইব্‌ন মিহরান ছিলেন মহান তাবিঈ আলিম, দুনিয়াবিমুখ, আবিদ ও ইমামগণের অন্যতম। মায়মূন জাযীরাবাসীদের ইমাম ছিলেন। তাবারানী বর্ণনা করেন যে, মায়মূন ইব্‌ন মিহরানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ব্যাপার কী, আপনার কোন ভাই-ই বিদ্বেষবশত আপনার থেকে আলাদা হয় না যে! তিনি বললেন, তার কারণ হলো, আমি না তার উপর কর্তৃত্ব করি, না তাকে কোন পরামর্শ দেই।

উমর ইব্‌ন মায়মূন বলেন, আমার পিতা না বেশী নামায পড়তেন, না বেশী রোযা রাখতেন। বরং তিনি মহান আল্লাহ্‌র নাফরমানী করাকে অপসন্দ করতেন।

ইব্‌ন আবূ আদী ইউনুস সূত্রে মায়মূন ইব্‌ন মিহরান হতে বর্ণনা করেন যে, মায়মূন বলেন, তুমি আলিমের সঙ্গেও বিবাদ কর না, জাহিলের সঙ্গেও নয়। কেননা, তুমি যদি আলিমের সঙ্গে বিবাদ কর, তাহলে তাঁর ইল্‌ম তোমাকে অপদস্থ করবে। আর যদি জাহিলের সঙ্গে বিবাদ কর, তাহলে তোমার বক্ষ কঠিন হয়ে যাবে।

উমর ইব্‌ন মায়মূন বলেন, আমি আমার পিতাকে নিয়ে বসরার গলি দিয়ে হাঁটতে শুরু করি। হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটি নালার নিকট গিয়ে পৌঁছলাম, যেটি তিনি পার হতে পারলেন না। অগত্যা আমি নালার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। তিনি আমার পিঠের উপর পা রেখে নালাটি অতিক্রম করলেন। তারপর আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরে হাঁটতে শুরু

করি। আমরা হাসানের বাড়িতে পৌঁছে দরযায় করাঘাত করি। শব্দ শুনে একটি সুদাসীয়া মেয়ে বেরিয়ে এসে বলল, ইনি কে ? আমি বললাম, ইনি মায়মূন ইব্ন মিহরান, হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। মেয়েটি বলল, উমর ইব্ন আবদুল আযীয-এর লেখক ? আমি বললাম, হ্যাঁ। মেয়েটি বলল, হতভাগা! এই অকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার তোমার কি প্রয়োজন ছিল ? উমর ইব্ন মায়মূন বলেন, শুনে শায়খ কেঁদে ফেললেন। তার কান্না শুনে হাসান বেরিয়ে আসেন। তারা দু'জন মু'আনাকা করলেন। তারপর তারা ঘরে প্রবেশ করলেন। মায়মূন বললেন, হে আবূ সাঈদ! আমি আমার হৃদয়ে কিছু কঠোরতা অনুভব করছি। আপনি কঠোরতা দূর করে আমাকে নরম করে দিন। উত্তরে হাসান এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ مَا أَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ -

'তুমি বল তো, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, তা তাদের নিকট এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ অদের কোন কাজে আসবে কি ?' (সূরা শুআরা ঃ ২০৫-২০৭)

শুনে শায়খ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। আমি দেখলাম, যবাহ্ করার পর বকরী যেমন পা আছড়ায়, তেমনি তিনিও তার দু'পা আছড়াতে শুরু করলেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ এ অবস্থায় অতিবাহিত করলেন। তারপর মেয়েটি এসে বলল, আপনারা শায়খকে কষ্ট দিলেন। উঠুন, আপনারা যার যার পথে চলে যান। ফলে আমি আমার পিতার হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম। আমি বললাম, আব্বাজান! ইনিই কি সেই হাসান ? বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমি তো মনে করতাম, তিনি আরো বড় ব্যক্তিত্বশীল মানুষ। আমর ইব্ন মায়মূন বলেন, একথা শুনে তিনি আমার বুকে একটা ঘুষি মারলেন। তারপর বললেন, বৎস! তিনি আমাকে যে আয়াতটি তিলাওয়াত করে শোনালেন, তুমি যদি অন্তর দ্বারা তার মর্ম উপলব্ধি করতে, তাহলে তুমি তার মাধ্যমে তোমার অন্তরে যখম দেখতে পেতে।

মায়মূন ইব্ন মিহরান থেকে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, মায়মূন বলেছেন, আমি এটা পসন্দ করি না যে, আমাকে অসার বাক্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করা হোক এবং তদস্থলে আমাকে এক লাখ দিরহাম দেওয়া হোক। কেননা, আমি আশংকা করছি, তখন আমি وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (মানুষের মধ্যে কেউ কেউ মহান আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে, ৩১ ঃ ৬)। এই আয়াতে বর্ণিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ি কিনা।

জা'ফর ইব্ন বারকান মায়মূন ইব্ন মিহরান হতে বর্ণনা করেন যে, মায়মূন বলেন, আমি একদিন উমর ইব্ন আবদুল আযীয-এর নিকট কিছু সময় অবস্থান করি। যখন আমি ফিরে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, উমর বললেন, যখন এই লোকটি এবং এর সমপর্যায়ের লোকগুলো চলে যাবেন, তখন ফালতু ছাড়া আর কোন মানুষ অবশিষ্ট থাকবে না।

মায়মূন ইব্ন মিহরান হতে যথাক্রমে ফুরাত ইব্ন সুলায়মান ও মা'মার ইব্ন সুলায়মান আর-রুকী সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মায়মূন ইব্ন মিহরান বলেন, তিনটি বিষয় আছে, তুমি সেগুলো দ্বারা নিজেকে পরীক্ষায় ফেল না। তুমি বাদশাহর নিকট গমন কর না।

যদিও তুমি বলবে আমি তাকে মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের আদেশ করব। তুমি কোন নারীর নিকট গমন কর না। যদিও তুমি বলবে, আমি তাকে মহান আল্লাহ্র কিতাব শিক্ষা দেব। তুমি কান পেতে কোন প্রবৃত্তি পূজারীর বক্তব্য শ্রবণ কর না। কেননা, তার প্রবৃত্তি তোমাকেও পেয়ে বসে কিনা, তা তুমি জান না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মায়মূন ইব্ন মিহরান إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁত পেতে রয়েছে, ৭৮ ঃ ২১১) এবং إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, ৮৯ ঃ ১৪১) এই দুটি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা এই দুই ওঁত পেতে অবস্থানকারীকে খুজে বের কর।

তিনি وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ (তুমি কখনো মনে কর না যে, যালিমরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল, ১৪ ঃ ৪২) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতে যালিমের জন্য কঠোর হুমকি এবং মাযলুমের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, পবিত্র কুরআনের অনুসারীরা যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে সব মানুষ ঠিক হয়ে যাবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল ঈসা ইব্ন সালিম সূত্রে আবুল মালীহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, আবুল মালীহ বলেন, আমি মায়মূন ইব্ন মিহরানকে বলতে শুনেছি, পৃথিবীতে দুই ব্যক্তি ছাড়া কারো কল্যাণ নেই। এক সেই ব্যক্তি যে অপরাধ থেকে তাওবা করে। দুই, সেই ব্যক্তি যে মর্যাদা লাভের জন্য আমল করে। এই দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য মানুষদের দুনিয়াতে বেঁচে থাকায় কোন কল্যাণ নেই। একজন আমল করে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য। অপরজন আমল করে মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য। এই দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য লোকদের বেঁচে থাকা আপদ বই নয়।

জা'ফর ইব্ন বারকান বলেন, আমি মায়মূন ইব্ন মিহরানকে বলতে শুনেছি, এই পবিত্র কুরআন বহু মানুষের বক্ষে প্রোথিত হয়ে আছে। কাজেই, পবিত্র কুরআনের বাইরে কিছু জানবার থাকলে তোমরা তা হাদীস হতে খুঁজে নাও। এই ইলমের অনুসারীদের মধ্যে এমন সম্প্রদায় আছে যারা একে পণ্য বানিয়ে এর দ্বারা দুনিয়া অন্বেষণ করে। আবার অনেকে এর মাধ্যমে বিবাদ করতে চায়। উত্তম হলো তারা, যারা পবিত্র কুরআন শিক্ষা করে এবং তার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করে।

তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করবে, পবিত্র কুরআন তাকে টেনে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে ছাড়বে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন পরিত্যাগ করবে, পবিত্র কুরআন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ না করে ক্ষান্ত হবে না।

মায়মূন ইব্ন মিহরান থেকে যথাক্রমে জা'ফর ইব্ন বারকান ও খালিদ ইব্ন হায়্যান সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মায়মূন ইব্ন মিহরান বলেন, মানুষের জন্য কোন কিছুই ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদ হয় না, যতক্ষণ না তার ও হারামের মাঝে অপর একটি হালাল অন্তরায় সৃষ্টি করে।

মায়মূন বলেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র নিকট তার অবস্থান জানতে চায়, সে যেন নিজের আমলের প্রতি তাকায়। আমলই তাকে বলে দেবে, তার অবস্থান কোথায়।

মায়মূন ইব্ন মিহ্রান হতে যথাক্রমে আবুল মালীহ্ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উছমান আল-হারবী সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল বর্ণনা করেন যে, মায়মূন ইব্ন মিহরান বলেন, জনৈক মুহাজির ব্যক্তি নামায আদায়রত এক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তিনি দেখতে পেলেন, লোকটি নামায সংক্ষেপে আদায় করেছে। ফলে তিনি লোকটিকে তিরস্কার করলেন। লোকটি বলল, আমার একটি বস্তু হারিয়ে গিয়েছে। মুহাজির বলেন, তুমি সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদই হারিয়েছ।

তালহা ইব্ন যায়দ হতে যথাক্রমে উছমান ইব্ন আবদুর রহমান আবূ জা'ফর আন-নুফাইলী ও জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ আদ-দাসআনী সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল বর্ণনা করেন যে, তালহা ইব্ন যায়দ বলেন, মায়মূন বলেছেন, তুমি শাসকের সঙ্গে পরিচিত হয়ো না এবং শাসকের সঙ্গে যার পরিচয় আছে, তার সঙ্গেও পরিচিত হয়ো না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমাদ আরো বর্ণনা করেন যে, মায়মূন ইব্ন মিহরান বলেছেন, আমাকে একজন নারীর আমানতদার মনোনীত করা অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আমানতদার মনোনীত করা আমার নিকট অধিক শ্রেয়।

হাবীব ইব্ন আবূ মারযূক হতে যথাক্রমে আবুল মালীহ্ আর রুকী ও হাশিম ইব্নুল হারিছ সূত্রে আবূ ইয়া'লা আল মুসিলী বর্ণনা করেন যে, হাবীব ইব্ন আবূ মারযূক বলেন, মায়মূন বলেন, আমি কামনা করি, আমার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যাক এবং অপরটি অক্ষত থাকুক, যার দ্বারা আমি কাজ আদায় করব। আর আমি কখনো কোন কাজের জন্য কষ্ট না করি। আমি বললাম, উমর ইব্ন আবদুল আযীয-এর জন্যও নয় ? তিনি বললেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয-এর জন্যও নয়। কাজে কোন কল্যাণ নেই। না উমর ইব্ন আবদুল আযীয-এর জন্য, না অন্য কারো জন্য।

মায়মূন ইব্ন মিহরান থেকে যথাক্রমে জা'ফর ইব্ন বারকান, সুফিয়ান ও সাঈদ ইব্নুল হুবাব সূত্রে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মায়মূন বলেছেন, আমি যখনই আমার কথা ও কাজের মাঝে তুলনা করেছি, তখনই আমি নিজের থেকে আপত্তি পেয়েছি।

জা'ফর ইব্ন বারকান থেকে যথাক্রমে খালিদ ইব্ন হায়্যান, আলী ইব্ন মা'বাদ ও মিকদাম ইব্ন দাউদ সূত্রে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, জা'ফর বলেন, মায়মূন ইব্ন মিহরান আমাকে বলেন, আমি যা অপসন্দ করি, তুমি আমার সামনা-সামনিই তা বলে ফেল। কেননা, মানুষ তার ভাইকে উপদেশ দিতে পারে না, যতক্ষণ না তার সামনা-সামনি তার অপ্রিয় কথা বলে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মায়মূন ইব্ন মিহরান خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটা একদল মানুষকে নিচ করবে এবং অপর দলকে করবে সমুন্নত।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল যথাক্রমে ঈসা ইব্ন সালিম সূত্রে আবুল মালীহ হতে বর্ণনা করেন যে, আবুল মালীহ বলেন, আমাকে আমার এক সঙ্গী বলেছে, আমি মায়মূন-এর সঙ্গে হাঁটছিলাম। এক পর্যায়ে তিনি আমার গায়ে কাতান সূতার পোশাক দেখতে পান। তিনি বলেন, তুমি কি শুননি যে, বিত্তশালী কিংবা বিভ্রান্ত মানুষ ছাড়া কাতান পরিধান করে না ?

বর্ণনাকারী বলেন, আমি একই সূত্রে মায়মূন ইব্ন মিহ্রানকে বলতে শুনেছি—সর্বপ্রথম বাহনে আরোহণ অবস্থায় যে লোকটির সঙ্গে মানুষ হেঁটেছে, তিনি হলেন আশআছ ইব্ন কায়স আল-কিন্দী। আমি পূর্বসূরীদেরকে দেখেছি, তারা যখন কোন ব্যক্তিকে বাহনে চড়ে চলা অবস্থায় তার সঙ্গে মানুষকে ভিড় জমাতে দেখতেন বলতেন, মহান পরাক্রমশালী তাকে ধ্বংস করুক।

আবুল মালীহ হতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কারীম ইব্ন হিব্বান সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবুল মালীহ বলেন, মায়মূন বলেন, পাঁচ দিরহামের বিনিময়েও যদি আমাকে রুহা থেকে হাওরান পর্যন্ত এলাকা দিয়ে দেওয়া হয়, আমি তা পসন্দ করব না।

মায়মূন বলেন, কে যেন বলেছেন, তুমি তোমার ঘরে বসে থাক, ঘরের দরযাটা বন্ধ করে দাও এবং অপেক্ষা কর, তোমার নিকট তোমার জীবিকা আসছে কিনা। হ্যাঁ, আল্লাহ্র শপথ! তার যদি মারয়াম ও ইবরাহীম (আ)-এর বিশ্বাস থাকে এবং সে ঘরের দরযা বন্ধ করে পর্দা ঝুলিয়ে ঘরে বসে থাকে, অবশ্যই তার নিকট তার জীবিকা এসে পৌঁছবে।

তিনি আরো বলেন, মানুষ যদি উপার্জনের জন্য যথাযথভাবে পরিশ্রম করে এবং হালাল ব্যতীত উপার্জন না করে, তাহলে তারা বিত্তশালীদের মুখাপেক্ষী হবে না এবং দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তারা কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

আবুল মালীহ বর্ণনা করেন যে, মায়মূন বলেন, আমি যদি আমার কোন ভাই-এর কোন অপ্রীতিকর সংবাদ পাই, তাহলে তার বিপদ হাল্কা করার চেয়ে বিপদটা সম্পূণ নির্মূল করাই আমার নিকট বেশী প্রিয়। কেউ যদি বলে, 'আমি বলিনি' তাহলে তার এই 'আমি বলিনি' কথাটা আমার নিকট তার বিপক্ষে আট ব্যক্তির সাক্ষীর চেয়ে বেশী প্রিয়। পক্ষান্তরে যদি বলে আমি বলেছি আর ওযরখাহী না করে; তবে আমি তার প্রতি যতটুকু সন্তুষ্ট হয়েছিলাম, তদপেক্ষা বেশী রুষ্ট হই।

মায়মূন বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি যদি আমার কোন ভাই-এর বিপদের সংবাদ পাই, তাহলে বিষয়টাকে আমি তিনটির যে কোন একটি স্তরে স্থান দেই। যদি লোকটি আমার উপরের হয়, তাহলে আমি তাকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করি। যদি আমার সমকক্ষ হয়, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করি। পক্ষান্তরে যদি সে আমার নীচের হয়, তাহলে আমি তাকে কোন মূল্য দেই না।

আবান ইব্ন আবূ রাশিদ আল-কুশায়রী বলেন, আমি যখন সাইফা যাওয়ার মনস্থ করতাম, তখন বিদায় নেওয়ার জন্য মায়মূন ইব্ন মিহ্রান-এর নিকট যেতাম। তিনি আমাকে দু'টি বাক্যের বেশী কিছু বলতেন না। তা হলো তুমি মহান আল্লাহ্কে ভয় কর এবং লিপ্সা ও ক্রোধ যেন তোমাকে প্রতারিত না করে।

আবুল মালীহ আরো বলেন যে, মায়মূন ইব্ন মিহ্রান বলেছেন, আলিমগণ সকল জনপদে আমার হারানো সম্পদ। সব শহরেই তারা আমার প্রিয়পাত্র। আমি আলিমগণের সঙ্গে উঠাবসা করার মধ্যেই নিজের পরিশুদ্ধি পেয়েছি।

তিনি إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে– (৩৯ ঃ ১০) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অপ্রতিহত রূপে।

তিনি আরো বলেন, আমার মৃত্যুর পর একশত দিরহাম সাদকা করা অপেক্ষা আমার নিকট জীবদ্দশায় এক দিরহাম সাদকা করা বেশী প্রিয়।

তিনি আরো বলেন, বলা হতো, যিক্‌র দুই প্রকার। এক. যবানে মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যিক্‌র হলো হালাল-হারাম প্রশ্নে মহান আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করা এবং পাপ করার সময় পাপের প্রতি উদ্যত হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে তা থেকে ফিরে আসা।

তিনি আরো বলেন, তিনটি বিষয় এমন আছে, যেসব ক্ষেত্রে মু'মিন ও কাফির সমান। ১. আমানত। তোমার নিকট আমানত যে গচ্ছিত রেখেছে, তুমি তাকে আমানতটা ফিরিয়ে দেবে। সে মুসলিম হোক, চাই কাফির। ২. পিতামাতার সঙ্গে সদাচার করা। যদিও তারা কাফির হোন। ৩. প্রতিশ্রুতি। মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে তুমি সকলের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে।

খাল্‌ফ ইব্‌ন হাওশাব সূত্রে সাফওয়ান বর্ণনা করেন যে, মায়মূন বলেন, আমি এমন মানুষ দেখেছি, যিনি মহান আল্লাহ্‌র ভয়ে দুই চোখের পাতা বুঁজতেন না।

আহমাদ ইব্‌ন বাযীগ ইয়া'লা ইব্‌ন উবায়দ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হারূন আবূ মুহাম্মদ আল-বারবারী বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয মায়মূন ইব্‌ন মিহ্‌রানকে আল জাযীরার গভর্নর, বিচারক ও ট্যাক্স উসূলকারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পর তিনি এসব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে উমর-এর নিকট পত্র লিখেন। তিনি বলেন, আপনি আমাকে এমন এক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যার শক্তি আমার নেই। আমি মানুষের মাঝে বিচার করি। অথচ আমি একজন বৃদ্ধ, দুর্বল ও কোমলহৃদয় মানুষ। উমর তাকে জবাব লিখেন, আপনি হালাল ট্যাক্স থেকে যা প্রয়োজন ব্যয় করুন এবং আপনার নিকট যা সঠিক মনে হয় বিচার করুন। কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলে তা আমার নিকট পাঠিয়ে দিন। কেননা, কোন বিষয় জটিল মনে হলেই যদি মানুষ সেটি ত্যাগ করে, তাহলে না দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে, না দুনিয়া।

কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ কাছীর ইব্‌ন হিশাম সূত্রে জা'ফর ইব্‌ন বারকান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জা'ফর বলেন, আমি মায়মূন ইব্‌ন হিমরানকে বলতে শুনেছি, বান্দা যখন কোন পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। পরে যখন সে তাওবা করে, সেটি তার অন্তর থেকে মুছে দেওয়া হয়। তখন তার অন্তর আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ মু'মিনের অন্তরে পরিণত হয়। তখন তার নিকট যেদিক থেকেই শয়তান আসুক না কেন, সে তাকে দেখে ফেলে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অনবরত পাপ করতে থাকে, দাগ পড়তে পড়তে তার অন্তরটাই কালো হয়ে যায়। তখন শয়তান যেদিক থেকেই আসুক সে তাকে দেখতে পায় না।

ইমাম আহমাদ আলী ইব্‌ন ছাবিত ও জা'ফর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মায়মূন বলেন, জ্ঞানবান লোক কত কম! মানুষ নিজের অবস্থাটা দেখে না। দেখে অন্যের প্রতি, তারা যা অর্জন করেছে, তার প্রতি এবং তারা দুনিয়ার যে সম্পদের উপর উপুড় হয়ে পড়েছে, তার প্রতি। ফলে সে বলে, এরা তো উটের ন্যায়। না, তারা যা তাদের পেটে রাখছে, তারা তারই শুধু মালিক। অবশেষে যখন তাদের আলস্য দেখতে পায়, তখন নিজের প্রতি তাকিয়ে বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! তাদের অপকর্মে নিজেকে একটি উট বলেই মনে হচ্ছে।

এই সনদে মায়মূন থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য বলা অপেক্ষা উত্তম সাদকা আর নেই।

তিনি আরো বলেন, তুমি প্রজাকে শাস্তি দিও না, যে কোন অপরাধে তাকে প্রহারও কর না। তার জন্য তা সংরক্ষণ করে রাখ। যখন সে মহান আল্লাহ্কে অমান্য করবে, তখন তাকে মহান আল্লাহ্র অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দাও এবং তোমার ও তার মাঝে সে যে অপরাধ করেছে সে কথা স্মরণ করিয়ে দাও।

কুতায়বা বর্ণনা করেন যে, জা'ফর ইব্ন বারকান বলেন, আমি মায়মূন ইব্ন মিহরানকে বলতে শুনেছি, একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী হবে না, যতক্ষণ না সে এক অংশীদার অপর অংশীদার থেকে হিসাব গ্রহণ অপেক্ষা আরো কঠোরভাবে নিজের হিসাব না নিবে। এমনকি সে জেনে নেবে, তার খাবার কোথা থেকে আসছে এবং তার পানীয় কোথা থেকে আসছে। তা কি হালাল পদ্ধতিতে এসেছে, নাকি হারাম পদ্ধতিতে ?

আবূ যুরআ আদ দারিমী সাঈদ ইব্ন হাফ্স আন্-নুফায়লী ও আবুল মালীহ সূত্রে মায়মূন হতে বর্ণনা করেন যে, মায়মূন বলেন, ফাসিক হলো হিংস্র জন্তুতুল্য। তুমি যদি তার পক্ষে কথা বলে তার পথ ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি মুসলমানদের উপর হিংস্র জন্তুকে ছেড়ে দিলে।

জা'ফর ইব্ন বারকান বলেন, আমি মায়মূন ইব্ন মিহরানকে বললাম, অমুক ব্যক্তি আপনার সাক্ষাতে দেরীতে দেরীতে আসে! তিনি বললেন, হৃদ্যতা যখন অন্তরে প্রোথিত হয়ে যায়, তখন বিরহ দীর্ঘ হলেও ক্ষতি নেই।

ইমাম আহমাদ যথাক্রমে মায়মূন আর-রুক্বী ও হাসান আবুল মালীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মায়মূন ইব্ন মিহরান বলেন, তুমি তোমার পেট কিংবা পিঠ অপেক্ষা সহজ ঋণদাতা আর কাউকে পাবে না।

ইমাম আহমাদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মায়মূন ও হাসান সূত্রে হাবীব ইব্ন আবূ মারযূক হতে বর্ণনা করেন যে, হাবীব ইব্ন আবূ মারযূক বলেন, আমি মায়মূন ইব্ন মিহরান-এর গায়ে পোশাকের নীচে একটি পশমের জুব্বা দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী ? তিনি বললেন, হ্যাঁ! এ তথ্য তুমি কাউকে বলবে না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইয়াহ্য়া ইব্ন উছমান ও আবুল মালীহ সূত্রে মায়মূন থেকে বর্ণনা করেন যে, মায়মূন বলেছেন, যে ব্যক্তি গোপনে অন্যায় অপরাধ করল, সে যেন গোপনে তাওবা করে। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে অপরাধ করল, সে যেন প্রকাশ্যে তাওবা করে। কেননা, মহান আল্লাহ্ ক্ষমা করেন— লজ্জা দেন না। পক্ষান্তরে মানুষ লজ্জা দেয়- ক্ষমা করে না।

জা'ফর বলেন, মায়মূন বলেন, সম্পদে তিনটি বিপদ আছে। তার মালিক যদি একটি থেকে মুক্তিলাভ করে, দ্বিতীয়টি হতে মুক্তি পায় না। যদি সে দুটি হতে মুক্তিলাভ করে, তাহলে তৃতীয়টি থেকে মুক্তি না পাওয়া-ই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত, সম্পদ হালাল ও পবিত্র হওয়া চাই। এমন মানুষ আছে কি, যার সম্পদে হালাল ব্যতীত অন্য কিছু ঢুকবে না ? যদি সে এর থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, তাহলে সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট হকসমূহ আদায় করা তার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যদি সে এ ক্ষেত্রেও আপদমুক্ত হয়, তাহলে তার কর্তব্য হবে, সে যা ব্যয় করবে, তাতে সে অপচয়ও করবে না, কার্পণ্যও প্রদর্শন করবে না।

জা'ফর আরো বলেন ঃ আমি মায়মূনকে বলতে শুনেছি ঃ সবচেয়ে সহজ রোযা হলো পানাহার বর্জন করা।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উছমান আল-হারবী ও আবুল মালীহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মায়মূন ইব্ন মিহ্রান বলেন ঃ নবী, রাসূল, কিংবা অন্য কেউ ধৈর্যধারণ ব্যতীত বৃহৎ কল্যাণ লাভ করতে পারেননি।

এই সনদে তিনি আরো বলেন ঃ দুনিয়াটা এমন মিষ্ট ও সবুজ-শ্যামল, থাকে প্রবৃত্তি দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর শয়তান হলো একপা খাড়া শত্রু। ফলে মানুষ ভাবে; আখিরাত সুদূর-পরাহত আর দুনিয়া নগদ লভ্য।

ইউনুস ইব্ন উবায়দা বলেন ঃ মায়মূন ইব্ন মিহ্রান-এর শহরে প্লেগ দেখা দিয়েছিল। আমি তার পরিজনের অবস্থা জানতে চেয়ে তার নিকট পত্র লিখি। তিনি জবাবে লিখলেন ঃ আপনার পত্রখানা আমার হাতে এসে পৌঁছেছে, যাতে আপনি আমার পরিজনের অবস্থা জানতে চেয়েছেন। শুনুন, আমার পরিবার-আত্মীয়রা সতেরজন মারা গেছে। আর বিপদ যখন আসে, আমি তখন তাকে অপসন্দ করি। আর যখন চলে যায়, তখন ছিল না মনে করে আমি আনন্দিত হই না। আপনি মহান আল্লাহ্র কিতাবকে আঁকড়ে ধরে রাখুন। মানুষ কিন্তু মহান আল্লাহ্র কিতাবকে ত্যাগ করে মানুষের বাণীকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

উমর ইব্ন মায়মূন বলেন ঃ আমি আমার পিতার সঙ্গে পবিত্র কাবা তাওয়াফ করছিলাম। এমন সময় এক বৃদ্ধ লোক আব্বাজানের দেখা পেয়ে তাঁর সঙ্গে মু'আনাকা করলেন। শায়খের সঙ্গে আমার বয়সী এক যুবক। আব্বাজান জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সে কে ? তিনি বলেনঃ আমার ছেলে। আব্বাজান বলেন ঃ তার প্রতি আপনার সন্তুষ্টি কেমন ? তিনি বললেন ঃ হে আবূ আয়্যুব! একটি ব্যতীত সবগুলো ভাল চরিত্র আমি তার মধ্যে পেয়েছি। আব্বাজান বললেনঃ সেই একটি কী ? তিনি বললেন ঃ সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে আর তার জন্য আমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। তারপর আব্বাজান তাকে ছেড়ে চলে এলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এই শায়খ কে ? তিনি বললেন ঃ মাকহূল।

তিনি আরো বলেন ঃ সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হলো, যারা অন্যের দোষ ধরে এবং বিত্তশালী কিংবা বিভ্রান্ত লোক ছাড়া কেউ কাতান পরিধান করে না।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মায়মূন ইব্ন মিহ্রান বলেন ঃ হে মানব সন্তান! তোমার পিঠের বোঝা হালকা কর। কেননা, তুমি এই যা কিছু বহন করছ, তুমি তা পরিবহণের শক্তি রাখ না। এই যুলুম্ এই সম্পদ ভক্ষণ, এই অত্যাচার ইত্যাদি যা কিছু তুমি পিঠে বহন করছ, এগুলো পিঠ থেকে হালকা করে ফেল।

তিনি আরো বলেন ঃ তোমাদের আমল হলো স্বল্প। কাজেই এই স্বল্প আমলকে খাঁটি বানিয়ে ফেল।

তিনি আরো বলেন ঃ কোন্ সম্প্রদায় যদি অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মায়মূন ইব্ন মিহ্রান وَامْتَازُوْا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ। (আর হে অপরাধিগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও– ৩৬ ঃ ৫৯) এই আয়াত তিলাওয়াত করে কেঁদে ফেলেন। তারপর বলেন ঃ সৃষ্টিজগত এর চেয়ে কঠোর ঘোষণা আর শোনেনি।

মায়মূন থেকে যথাক্রমে হুসায়ন ইব্‌ন আবদুর রহমান কুতায়বাহ্ ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে আবূ আওওয়ানা বর্ণনা করেন যে, মায়মূন বলেন ঃ চার ব্যক্তি ও বিষয় এমন রয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে কথা বলা যায় না। আলী উছমান, তাকদীর ও নক্ষত্র।

তিনি আরো বলেন ঃ তোমরা ইসলাম অসমর্থিত সকল প্রবৃত্তি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর।

ফুরাত ইব্‌নুস-সাইব থেকে শাবাবা বর্ণনা করেন যে, ফুরাত বলেন ঃ আমি মায়মূনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ আপনার নিকট আমি শ্রেষ্ঠ, নাকি আবূ বাকর ও উমর ? আমার এই প্রশ্ন শুনে তিনি কেঁপে ওঠেন। এমনকি তাঁর হাত থেকে লাঠিটা পড়ে যায়। তারপর তিনি বলেন, আমার ধারণা ছিল না যে, আমি সেই যুগ পর্যন্ত বেঁচে থাকব, যে যুগে আলী ও আবূ বাকরকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করা হবে! তারা দু'জন ছিলেন ইসলামের দুটি চাদর, ইসলামের মাথা ও জামাআতের মাথা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আবূ বকর প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, নাকি আলী ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বুহায়রা পাদ্রীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন, আবূ বকর সে সময় নবী (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন। আবূ বকর সেই ব্যক্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও খাদীজা (রা)-এর বিয়েতে ঘটকালি করেছিলেন। আর এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আলীর জন্মেরও আগে। তার আগেও তিনি নবী (সা)-এর সহচর ও বন্ধু ছিলেন।

মায়মূন ইব্‌ন মিহরান ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ শেষ যামানায় হালাল অর্থ আর নির্ভরযোগ্য ভাই কমই পাওয়া যাবে।

তিনি ইব্‌ন উমর থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ শেষ যামানার নিকৃষ্ট সম্পদ হবে রাজত্ব।

ইব্‌ন আবুদ-দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেন যে, মায়মূন ইব্‌ন মিহরান বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিনিময় ছাড়া ভাইদের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে কবরের অধিবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করুক।

তিনি আরো বলেন ঃ অন্যের উপর যুলুম করার পর যদি সেই যুল্‌ম হতে নিষ্কৃতি লাভের পথ হারিয়ে যায়, তাহলে যদি সে প্রতি নামাযের পর মযলূমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে সে যুল্‌ম্ হতে নিষ্কৃতি লাভ করবে। আর মহান আল্লাহ্ চান তো সম্মান, সম্পদ এবং অন্য সকল যুল্‌ম্ এর অন্তর্ভুক্ত হবে। মায়মূন বলেন ঃ হত্যাকারী, হত্যার নির্দেশদাতা, নির্দেশ পালনকারী, অত্যাচারী ও অত্যাচার কর্মে সম্মত ব্যক্তি, অপরাধের ক্ষেত্রে সবাই সমান।

তিনি আরো বলেন ঃ সর্বশ্রেষ্ঠ ধৈর্য হলো মহান আল্লাহ্‌র যে আনুগত্য তোমার মন অপসন্দ করে, মনের বিপক্ষে তার উপর অটল থাকা।

মায়মূন একদল সাহাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি রিক্কা নামক স্থানে বাস করতেন। মহান আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন।

ইবূন উমর (রা)-এর গোলাম নাফি' (র)

আবূ আবদুল্লাহ্ আল-মাদানী। কোন এক পশ্চিমা দেশ বংশোদ্ভূত। কেউ কেউ বলেন, তিনি নিশাপুরের অধিবাসী। কারো কারো মতে কাবুলের। কেউ কেউ ভিন্ন মতও পোষণ

করেন। তিনি নিজ মনিব আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর এবং অন্য একদল সাহাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেন। যেমন ঃ রাফি' ইব্ন খাদীজ, আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা) প্রমুখ। তাঁর নিকট হতে একদল তাবিঈ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত ও যুগের ইমামগণের একজন ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন ঃ 'মালিক নাফি' হতে, নাফি' ইব্ন উমর থেকে' এই সনদটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ। উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাঁকে মানুষকে সুন্নাহ্ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিসর প্রেরণ করেছিলেন। বহু ইমাম তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তাকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী তিনি এই বছর ইন্তিকাল করেন।

যুররিম্মা আশ-শাইর

নাম গায়লান ইব্ন উতবা ইব্ন বাহীস। আব্দ মানাত ইব্ন আদ্দ ইব্ন তাবিখা ইব্ন ইল্য়াস ইব্ন মুযার আবুল হারিস। শ্রেষ্ঠ কবিগণের একজন। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। তিনি মায়্যু বিন্ত মুকাতিল ইব্ন তালবা ইব্ন কায়স ইব্ন আসিম আল-মিনকারীর নামে গান গাইতেন। মেয়েটি রূপসী ছিল। আর যুররিম্মা ছিলেন কুৎসিত ও কৃষ্ণকায়। তাদের উভয়ের মাঝে কোন অশালীন সম্পর্ক ছিল না। তাদের কেউ কাউকে কখনো দেখেওনি। একজন অপরজনের কথা শুনতেন শুধু। কথিত আছে, মায়্যু বিন্ত মুকাতিল মান্নত করেছিল, যদি সে যুররিম্মাকে দেখতে পায়, তাহলে কতগুলো ছাগল যবাহ্ করে খাওয়াবে। কিন্তু যখন দেখল, বললঃ হায় আফসোস! হায় আফসোস! মায়্যু বিন্ত মুকাতিল মাত্র একবার যুররিম্মাকে নিজের মুখমণ্ডল দেখতে দিয়েছিল। তখন তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

على وجه مى لمحة من حلاوةٍ * وتحتَ الثياب العار لوكان باديا

মায়্যু-এর চেহারায় মাধুর্য বিদ্যমান আর পোশাকের নীচে তার লাজুকতা, যদি তা উন্মুক্ত হতো!

শুনে মায়্যু পোশাক ফেলে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন যুররিম্মা আবৃত্তি করে–

الم تر أنَّ الماء يخبثُ طعمُه * وإن كان لونُ الماءِ ابيض صافيا

তুমি কি দেখনি যে, পানির স্বাদ বিনষ্ট হয়ে যায়, যদিও পানির রং শুভ্র ও স্বচ্ছ থাকে ?

মায়্যু বলল ঃ তুমি কি তার স্বাদ আস্বাদন করতে চাও ? যুররিম্মা বললেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ্র শপথ! মায়্যু বিন্ত মুকাতিল বলল ঃ তার স্বাদ আস্বাদন করার পূর্বেই তুমি মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করবে। তখন যুররিম্মা আবৃত্তি শুরু করে–

فواضيعةُ الشعر الذى راحَ وانقضى * بمى ولم املك ضلال فؤاديا

নেকাবাবৃতা মায়্যু-এর নিকট আমার কবিতা পৌঁছে গেছে। কিন্তু আমার অন্তর গোমরাহীতে লিপ্ত হয়নি।

ইব্ন খাল্লিকান বলেন ঃ মানুষের মাঝে প্রচলিত যুররিম্মার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ–

إذا هبت الارياح من نحو جانب * به اهلُ مىٍ هاج شوقى هبوبها

هوى تذرف العينان منه وإنما * هوى كل نفسٍ اينَ حل حبيبها

যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, তো যে বায়ু মায়্যু-এর পরিবারের দিক থেকে প্রবাহিত হয়, তা আমার অন্তরকে ছুঁয়ে যায়। সে সময় আমার দু'চোখ থেকে অশ্রুর ধারা বইতে শুরু করে। যার প্রেমাস্পদ যেখানে থাকে, তার হৃদয় সেখানে ছুটে যায়-ই।

যুররিম্মা মৃত্যুর সময় আবৃত্তি করেন–

يا قابضَ الارواح فى جسمى اذا احتضرت * وغافرَ الذنب زحزحنى عَنِ النارِ

হে রূহ কব্যকারী! তুমি যখন এসেই পড়েছ, এবং হে গুনাহ ক্ষমাকারী! আমাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখ।

১১৮ হিজরী সন

এ বছর আমীরুল মু'মিনীন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক-এর দুই পুত্র মুআবিয়া ও সুলায়মান রোমে যুদ্ধ করেন। এ বছর আম্মার ইব্ন ইয়াযীদ– পরে যিনি বাখদাশ নাম ধারণ করেন– নামক এক ব্যক্তি খোরাসান এসে লোকদেরকে মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস-এর খিলাফতের প্রতি আহ্বান জানায়।

ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ তার আহ্বানে সাড়া দেয়। তারা যখন তার নিকট এসে জড়ো হয়, সে তাদেরকে ধর্মবিরোধী আল-খারমিয়্যা মতবাদের প্রতি আহ্বান জানায় এবং লোকদের জন্য একজনের স্ত্রীকে অপরজনের জন্য হালাল ঘোষণা করে। সে দাবী করে, মুহাম্মদ ইব্ন আলী এরূপ বলে থাকেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্ সরকারের নিকট তার ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন। ফলে তাকে ধরে ইরাক ও খোরাসানের গভর্নর খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-কাসরীর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্‌র নির্দেশে তার হাত কেটে জিহ্বাটা বের করে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়।

এ বছর পবিত্র মদীনার গভর্নর মুহাম্মদ ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসমাঈল লোকদের জন্য হজ্জের আয়োজন করেন। কেউ কেউ বলেন ঃ তখন পবিত্র মদীনার শাসন ক্ষমতা খালিদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর হাতে ছিল। তবে সঠিক তথ্য হল, সে সময় খলীফা তাকে পদচ্যুত করে তদস্থলে মুহাম্মদ ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসমাঈলকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। তখন ইরাকের গভর্নর ছিলেন আল কাসরী। এ বছর ইন্তিকাল করেন ঃ

আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)

ইব্ন আবদুল মুত্তালিব আল-কারাশী আল-হাশেমী আবুল হাসান। তাকে আবূ মুহাম্মদও বলা হয়ে থাকে। তাঁর মা যুর'আ বিন্ত মুসাররাহ ইব্ন মা'দীকারব আল-কিন্দী। ইমাম আহমাদ বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত চার বাদশাহ্‌র একজন। তারা হলেন, মুসাররাহ, হামাল, মাখূলাস ও আবযা'আ। তাদের বোন হলেন, আমাররাদাহ। আলী ইব্ন আবূ তালিব যেদিন শহীদ হন, সেদিন এই আলী জন্মগ্রহণ করেন। ফলে তাঁর পিতা আলী ইব্ন আবূ তালিব-এর নামে তাঁর নাম এবং তাঁর উপনামে তাঁর উপনাম রাখেন। কেউ কেউ বলেন ঃ আলী ইব্ন আবূ তালিব-এর জীবদ্দশায়-ই তাঁর জন্ম হয় এবং তিনিই তার নাম, উপনাম ও উপাধি ঠিক করে দেন। আলী যখন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর নিকট গমন করেন, তিনি তাকে সিংহাসনে নিজের কাছে বসান এবং তাঁর নাম ও উপনাম জিজ্ঞাসা করেন। তিনি নাম ও

উপনাম জানালে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান বলেন ঃ আপনার কি সন্তান আছে ? বললেন ঃ হ্যাঁ, আমার একটি সন্তান আছে। আমি তার নাম রেখেছি মুহাম্মদ। আবদুল মালিক বলেন ঃ তাহলে তো আপনি আবূ মুহাম্মদ। আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তাঁকে উপহার প্রদান করেন এবং তার সঙ্গে সদয় আচরণ করেন।

আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইবাদত, দুনিয়াবিমুখতা, ইল্ম, আমল, দৈহিক সৌন্দর্য, ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতায় চূড়ান্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ দিনে-রাতে এক হাজার রাকআত নামায পড়তেন। আমর ইব্ন আলী আল-ফাল্লাস বলেন ঃ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস শ্রেষ্ঠ লোকদের একজন ছিলেন। এ বছর বালকার জাহমা নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি প্রায় আশি বছর আয়ু লাভ করেছিলেন।

ইব্ন খাল্লিকান উল্লেখ করেন ঃ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর-এর কন্যা লুবাবাকে বিবাহ করেন, যিনি প্রথমে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর স্ত্রী ছিলেন। আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তাকে তালাক প্রদান করেন। তার কারণ এই ছিল যে, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান একদিন দাঁত দ্বারা আপেল ভেঙ্গে একটি খণ্ড স্ত্রী লুবাবার দিকে ছুঁড়ে মারেন। স্ত্রী আপেলের যে অংশটুকু আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর মুখ স্পর্শ করেছিল, একটি ছুরি দ্বারা সেটুকু কেটে ফেলেন। আবদুল মালিক জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি এটা করলে কেন ? লুবাবা বললেন ঃ তার থেকে জীবাণু ফেলে দিলাম। তার কারণ হলো, আবদুল মালিক মুখের দুর্গন্ধ রোগের রোগী ছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তাকে তালাক প্রদান করেন।

আলী ইব্ন আবদুল মালিক যখন তাকে বিবাহ করেন, ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক উক্ত ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্কে কোড়া দ্বারা প্রহার করেন এবং বলেন ঃ তুমি খিলাফত বংশের অপমান করতে চাচ্ছ। ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক তাঁকে দ্বিতীয়বার প্রহার করেন এই জন্য যে, তার নামে রটনা হয়েছিল যে, তিনি বলেন, খিলাফত তার ঘরের দিকে ফিরে আসছে। বস্তুত ঘটনা তা-ই ঘটেছিল।

মুবাররাদ উল্লেখ করেছেন, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক-এর নিকট গমন করেন। তখন তাঁর দুই বালক ছেলে সাফ্ফাহ ও মানসূর তাঁর সঙ্গে ছিল। হিশাম তাকে সম্মান প্রদর্শন করেন, নিজের কাছে নিয়ে বসান এবং তাকে একশত ত্রিশ হাজার দিরহাম উপহার প্রদান করেন। আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ হিশামকে তাঁর উভয় ছেলের কল্যাণের উপদেশ প্রদান করতে শুরু করেন এবং বলেন ঃ এরা এক সময় রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করবে। তাতে হিশাম তাঁর অভ্যন্তরের সুস্থতা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে এবং তাকে নির্বোধ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু ঘটনা তা-ই ঘটেছে, যা তিনি বলেছিলেন।

ইতিহাসবিদগণ বলেন ঃ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস অত্যন্ত সুদর্শন এবং সুঠামদেহী ছিলেন। তিনি যখন মানুষের মাঝে হাঁটতেন, মনে হতো, তিনি বাহনে আরোহণ করছেন। উচ্চতায় তিনি ছিলেন তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্র কাঁধ সমান। পিতা আবদুল্লাহ্ ছিলেন তাঁর পিতা আব্বাস-এর কাঁধ সমান। আর আব্বাস ছিলেন তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিব-এর কাঁধ সমান।

আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস-এর মৃত্যুর পূর্বে এ বছরের কয়েক বছর আগে বহু মানুষ তাঁর ছেলে মুহাম্মদ-এর হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ নিয়েছিল। কিন্তু বিষয়টা গোপন থাকে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে আবদুল্লাহ্ আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ শাসন ক্ষমতা হাতে নেন। তখন তার বয়স ছিল বত্রিশ বছর। এ বিষয়ে পরে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ্।

এ বছর আরো যারা ইন্‌তিকাল করেন, তন্মধ্যে আমর ইব্‌ন শু'আয়ব, উবাদা ইব্‌ন নুসাই, আবূ সাখরা জামি' ইব্‌ন শাদ্দাদ ও আবূ আয়্যাশ আল-মু'আফিরী।

১১৯ হিজরী সন

এ বছর ওয়ালীদ ইব্‌নুল কা'কা' রোমে যুদ্ধ শুরু করেন এবং আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-কাসরী তুর্কী মহারাজা খাকানকে হত্যা করেন। তার কারণ এই ছিল যে, খুরাসানের গভর্নর আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তার ভাই খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র নায়েব হয়ে ইরাকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তারপর তিনি বাহিনীসহ খুত্তাল নগরীতে প্রবেশ করে শহরটি দখল করে নেন এবং তার বাহিনী শহরময় ছড়িয়ে পড়ে হত্যা, বন্দীকরণ এবং গনীমত সংগ্রহ শুরু করে দেয়। এদিকে তুর্কী রাজা খাকান গোয়েন্দা মারফত সংবাদ পান যে, আসাদ বাহিনী খুত্তাল শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। সুযোগকে গনীমত মনে করে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুতি নিয়ে সৈন্যসহ আসাদ-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। খাকান ও তার সঙ্গীরা বিপুল অস্ত্র, শুক্‌না গোশত ও লবণ ইত্যাদি নিয়ে মহা-আক্রোশে রওয়ানা হন। খাকান আসাদ পর্যন্ত এসে পৌঁছে। বিষয়টি অবহিত হয়ে আসাদও প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এদিকে কিছু লোক গুজব ছড়িয়ে দেয়, খাকান আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র উপর হামলা করে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করে ফেলেছে। এই গুজবের উদ্দেশ্য ছিল আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গীদেরকে দুর্বল করা, যাতে তারা আসাদ-এর নেতৃত্বে সমবেত না হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাদের ষড়যন্ত্রকে বুমেরাং করে দেন এবং তাদের কৌশলকে তাদের-ই ধ্বংসে পরিণত করেন। তা এই ভাবে যে, মুসলমানরা যখন উক্ত সংবাদটা শুনতে পেল, তাদের ইসলামের মর্যাদাবোধ জেগে ওঠে এবং শত্রুর উপর তাদের আক্রোশ আরো বেড়ে যায়। তারা প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। ফলে তারা আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যেখানে অবস্থান করছিলেন, সেখানকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। গিয়ে দেখতে পায়, আসাদ জীবিত এবং তার সৈন্যরা তার চারিদিকে সমবেত দণ্ডায়মান। আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ খাকান-এর দিকে রওয়ানা হন। তিনি জাবালুল মিল্‌হ নামক পর্বতের নিকট গিয়ে পৌঁছেন এবং পানি ভেঙ্গে বলখ নদী পার হওয়ার মনস্থ করলেন। তাদের নিকট বিপুল পরিমাণ গনীমতের সম্পদ ছিল। আসাদ সেগুলো পিছনে ফেলে যেতে চাইলেন না। ফলে তিনি প্রত্যেক অশ্বারোহীকে সামনে করে একটি এবং ঘাড়ে করে একটি ছাগল বহন করে নিয়ে যেতে নির্দেশ দেন এবং হুমকি প্রদান করেন, কেউ তা না করলে তার হাত কেটে ফেলা হবে। তিনি নিজেও সঙ্গে একটি ছাগল তুলে নেন। তারা নদীতে নেমে পড়ে। তারা নদী থেকে পুরোপুরি তীরে এসে উঠতে না উঠতেই খাকান পিছন দিক থেকে তাদের উপর হামলা করে বসে। তারা নদী পার হয়ে এখনো যারা কূলে উঠতে পারেনি, তাদেরকে এবং দুর্বল লোকদেরকে হত্যা করে ফেলে। অবশিষ্টরা যখন কূলে এসে দাঁড়ায়, তাদের উপরও খাকান বাহিনী আক্রমণ করে বসে। মুসলমানরা ভেবেছিল, শত্রু বাহিনী নদী অতিক্রম করে তাদের নাগাল পাবে না। এবার তুর্কীরা

পরস্পর পরামর্শ করে একযোগে পুনরায় আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা ছিল পঞ্চাশ হাজার। তারপর তারা নদী পার হবে। তারা বিকট শব্দে নাকাড়া বাজাল। মুসলমানরা মনে করল, তারা ছাউনিতেই অবস্থান করছে। তারপর তারা একযোগে নদীতে নেমে পড়ল। তাদের ঘোড়াগুলো বিকট শব্দে হ্রেষাধ্বনি তুলল এবং মুসলমানদের এক পার্শ্ব দিয়ে নদী পার হয়ে তীরে এসে পৌঁছে গেল। মুসলমানরা তাদের সেনা ছাউনিতেই বসে রইল। তারা পূর্ব থেকেই ছাউনির চতুর্দিকে পরিখা খনন করে রেখেছিল, যা অতিক্রম করে তাদের নিকট আসা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন উভয় বাহিনী উভয়ের আগুন দেখতে পাচ্ছে। প্রত্যুষে খাকান মুসলমানদের একদল সৈন্যের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের কতিপয়কে হত্যা করে ফেলে এবং কতিপয়কে বন্দী করে এবং কতগুলো মালবোঝাই উট ধরে নিয়ে যায়। তারপর ঈদুল ফিতরের দিন উভয় বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে আসাদ বাহিনী শংকিত হয়ে পড়ে যে, তারা বোধ হয় ঈদের নামায আদায় করতে পারবে না। বস্তুত তারা ত্রাসের মধ্যেই ঈদের নামায আদায় করে।

আসাদ তার সঙ্গীদের নিয়ে বলখের মারাজ নামক স্থানে পৌঁছে যায়। এতদিনে শীত চলে গেছে। ঈদুল আযহার দিন আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি মারভে চলে যাওয়া, খাকান-এর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ও বলখে অবস্থানে আশ্রয় নেওয়া এই তিনি তিনটি পন্থার কোন একটি পন্থা অবলম্বনের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। কেউ দুর্গবদ্ধ হয়ে থাকার পরামর্শ দিল। কেউ খাকান-এর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়ার এবং মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার কথা বলল। দ্বিতীয় অভিমতটি আসাদের মনঃপূত হয়। তিনি সৈন্যসহ খাকান-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। রওয়ানার পূর্বে লোকদের নিয়ে দীর্ঘ করে দু'রাকআত নামায আদায় করেন। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে দু'আ করেন। তারপর এই বলে রওয়ানা হন যে, ইনশাআল্লাহ্ তোমরা জয়ী হবে। তিনি মুসলমানদের নিয়ে রওয়ানা হন। তাঁর সম্মুখ বাহিনী খাকান-এর সম্মুখ বাহিনীর মুখোমুখি হয়। মুসলমানরা তাদের বেশ কিছু লোককে হত্যা করে এবং তাদের আমীর ও তার সঙ্গে আরো সাতজন আমীরকে বন্দী করে। তারপর আসাদ গনীমত নিয়ে ফিরে আসেন। গনীমতের পরিমাণ ছিল একলাখ পঞ্চাশ হাজার ছাগল। তারপর তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হন। খাকান-এর সঙ্গে লোকসংখ্যা এখন চার হাজার কিংবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী। তার সঙ্গে হারিছ ইব্‌ন শুরায়হ নামক এক আরব ছিল। এই লোকটি খাকান-এর হৃদয়ে ঢুকে গিয়েছিল। সে-ই তাকে মুসলিম নারীদের সন্ধান দিত। কিন্তু লোকজন এগিয়ে এলে তুর্কীরা যে যেদিকে সম্ভব পালিয়ে গেল। খাকান পরাজিত হলো। সহযোগী হারিছ ইব্‌ন শুরায়হ্ তার সঙ্গে। আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাদের ধাওয়া করলেন। দ্বি-প্রহরের সময় খাকান চারশত সঙ্গী নিয়ে কেটে পড়ল। তাদের গায়ে রেশমী পোশাক। তাদের সঙ্গে অনেকগুলো পানপাত্র। মুসলমানরা খাকানকে পেয়ে গেল। খাকান পানপাত্রগুলোতে সজোরে তিনবার আঘাত করার নির্দেশ প্রদান করেন– প্রত্যাবর্তনের আঘাত। কিন্তু তারা ফিরে যেতে পারল না। মুসলমানরা এগিয়ে এসে তাদের ছাউনি থেকে মূল্যবান মালপত্র, সোনা-চাঁদির পেয়ালা, তুর্কী নারী-শিশু ও মুসলিম নারী প্রমুখ বন্দী ইত্যাদি অগণিত মহামূল্যবান সম্পদ দখল করে নেয়। এদিকে খাকান যখন মৃত্যু অবধারিত বুঝতে পারে, তখন খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে স্বীয় স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলেন। মুসলমানরা যখন খাকান-এর সেনা ছাউনিতে গিয়ে

পৌঁছে, তখন খাকান-এর স্ত্রী মৃতপ্রায়। তারা চুলায় তাদের পাতিলগুলোতে খাবার টগবগ করছে দেখতে পায়। খাকান সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে কোন এক শহরে প্রবেশ করে নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আমীর আসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যখন তার উপর জয়ী হন, তখন তিনি কতিপয় আমীরের সঙ্গে শতরঞ্জ খেলছিলেন। খাকান আমীর আসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্কে হাত কেটে ফেলার হুমকি প্রদান করেন। ফলে আসাদ তার উপর আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। পরে তাকে হত্যা করে ফেলেন। তুর্কীরা ছিন্নভিন্ন হয়ে ছুটাছুটি করে পরস্পর পরস্পরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল এবং পরস্পর পরস্পরকে লুণ্ঠন করতে লাগল।

এদিকে আসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাঁর ভাই খালিদকে খাকান-এর উপর তার বিজয়ের সংবাদ দিয়ে দূত প্রেরণ করেন এবং তার নিকট খাকান-এর তবলাটা পাঠিয়ে দেন। এত বড় তবলা যে, তার শব্দ বজ্রের শব্দের ন্যায়। তাছাড়া আরো কিছু সম্পদও প্রেরণ করেন। খালিদ তবলাটা আমীরুল মু'মিনীন হিশাম-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। হিশাম তাতে বেজায় আনন্দিত হন এবং দূতদেরকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ উপহার দেন।

এই ঘটনায় আসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র প্রশংসা করে কোন এক কবি বলেছেন,

لو سرتَ فی الأرضِ تقيسُ الأرضا * تقيسُ منها طولهَا والعرضا

لم تلقَ خيراً إمرة ونقضا * مِنَ الأمير أسد وأمضى

أفضى إلينا الخيرَ حتى افضا * وجمعَ الشملَ وكانَ ارفضا

ما فاتهُ خاقانِ إلا ركضًا * قد فضَ مِنْ جموعهِ ما فضا

يا ابن شريحٍ قد لقيتَ حمضا * حمضًا بهِ تشفى صداع المرضى

'তুমি যদি পৃথিবীময় ভ্রমণ করে পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপ কর, তবু আমীর আসাদ-এর ন্যায় উত্তম শাসক খুঁজে পেতে না। তিনি আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়েছেন যে, তিনি তাঁর বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে সমবেত করে নিয়েছেন। এখন খাকানও তার থেকে রক্ষা পাবে না। তিনি আপন সৈন্য বাহিনীর আগেই প্রাণ ত্যাগ করবেন। হে ইব্ন শুরায়হ! তুমিও সেই তিক্ত ফল পেয়ে গেছ যা দ্বারা রুগ্ন ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করে।'

এ বছর খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-কাসরী মুগীরা ইব্ন সাঈদ ও তার মিথ্যা মতবাদের অনুসারীদের অনেককে হত্যা করেছিলেন। এই লোকটি জাদুকর, পাপিষ্ঠ ও অসভ্য শীআহ ছিল।

ইব্ন জারীর যথাক্রমে ইব্ন হুমায়দ ও জারীর সূত্রে আ'মাশ হতে বর্ণনা করেন যে, আ'মাশ বলেন, আমি মুগীরা ইব্ন সাঈদকে বলতে শুনেছি, সে যদি 'আদ, ছামূদ ও অন্যান্য জাতিকে জীবিত করতে চাইত, সে তাদেরকে জীবিত করতে পারত। আ'মাশ বলেন, এই মুগীরাহ্ কবরস্তানে গিয়ে এমন কিছু বাক্য উচ্চারণ করত যে, তার ফলে কবরস্তানের উপর টিড্ডির ন্যায় পাখি দেখা যেত। ইব্ন জারীর তার ব্যাপারে এমন কথা উল্লেখ করেন, তাতে তার জাদু ও পাপাচারের প্রমাণ পাওয়া যায়। তার সম্পর্কে শুনে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাকে উপস্থিত করার নির্দেশ প্রদান করেন। সাত কিংবা নয় জন লোকসহ তাকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। খালিদ-এর নির্দেশে তাঁর সিংহাসনটাকে মসজিদের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো।

তিনি বাঁশ দ্বারা কয়েকটি তাঁবু প্রস্তুত করতে এবং পেট্রোল উপস্থিত করতে বললেন। তাঁবু খাটানো হলো। তার উপর পেট্রোল ঢেলে দেওয়া হলো। মুগীরাকে একটি তাঁবুতে ঢুকে যেতে বলেন। সে অস্বীকৃতি জানান। খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাকে প্রহার করলেন। এবার সে একটি তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। তার মাথার উপর পেট্রোল ঢেলে দেওয়া হলো। তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। তার সঙ্গীদের সঙ্গেও একই আচরণ করা হলো।

এ বছর বাহ্লুল ইব্‌ন বিশ্‌র নামক এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে। তার উপাধি ছিল কাসারা। একশ'রও কমসংখ্যক একটি বিদ্রোহী দল তার অনুগত হয়ে যায়। তারা খালিদ আল-কাসরীকে হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটে। খালিদ আল কাসরী তাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের বীরত্ব, শক্তি-সামর্থ ও খালিদ বাহিনীর দিক-নির্দেশনার অভাবের কারণে তাদের অভিযান ব্যর্থ হয়। ফলে পুনরায় অস্ত্র ও চিহ্নিত ঘোড়া সজ্জিত কয়েক হাজার সৈন্যের বাহিনী প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তারাও পরাজিত হয়। অথচ বিদ্রোহীরা ছিল একশ'রও কম। তারপর তারা খলীফা হিশামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। আল-জাযীরা নামক স্থানে একটি বাহিনী তাদের প্রতিরোধ করে। সেখানে উভয় পক্ষের মাঝে ঘোরতর লড়াই হয়। এবার তারা বিদ্রোহী বাহ্লূলের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোককে হত্যা করে ফেলে। জাদীলার আবুল মাওত নামক এক ব্যক্তি বাহ্লূলকে আঘাত করে। বাহ্লুল মাটিতে পড়ে যায় এবং অবশিষ্ট সঙ্গীরা তাকে হত্যা করে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। তারা ছিল সর্বসাকুল্যে সত্তরজন। তাদের কোন সঙ্গী তাদের জন্য শোকগাথা আবৃত্তি করে ঃ

بُدِّلْتُ بعد أبى بِشْرٍ وصُحبتِهِ * قومًا علىّ مع الأحزابِ أعوانًا

بانوا كأنْ لم يكونوا من صحابتنا * ولم يكونوا لنا بالأمسِ خِلاَّنا

يا عينُ أذرى دُموعًا منكِ تَهتانا * وأبكى لنا صُحبةً بانُوا وجيرانًا

خَلَّوا لنا ظاهرَ الدنيا وباطنها * وأصبحوا فى جِنانِ الخلْدِ جيرانًا

'আমি আবূ বিশ্‌র ও তাঁর সাহচর্যের পর অন্য এক গোষ্ঠীকে আমার সহায়ক স্থির করে নিয়েছি।

আমার সঙ্গীরা এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, যেন তারা আমার সঙ্গী ছিলই না এবং ইতোপূর্বে তারা আমার সুহৃদ ছিল না।

হে আমার চক্ষু! তুমি বেশী করে অশ্রু প্রবাহিত কর এবং যারা পূর্ব বন্ধু ও প্রতিবেশী ছিল, তাদের জন্য ক্রন্দন কর।

আমার বন্ধুরা দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।'

তারপর তাদের অপর একটি দল সংগঠিত হয়ে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক-এর কয়েকজন গভর্নরের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়। তাতে উভয় পক্ষের বহু লোক নিহত হয়। এক পর্যায়ে খালিদ আল-কাসরী তাদের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য প্রদান করেন। এভাবে বিদ্রোহীদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

এ বছর আসাদ আল-কাসরী তুরস্কে যুদ্ধের সূচনা করেন। তুর্কী রাজা তুরখান খান তাঁকে এক লাখ দিরহাম ঘুষের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি একটি কড়িও গ্রহণ না করে শক্তি প্রয়োগ করে ধরে নিয়ে কষ্ট দিয়ে হত্যা করে এবং তার শহর, দুর্গ, স্ত্রী ও মালামাল দখল করে নন।

এ বছর আস-সাহারী ইব্‌ন শাবীব আল-খারিজীর আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং ক্ষুদ্র একদল মানুষ- সংখ্যায় যারা প্রায় ত্রিশজন—খালিদ আল-কাসরী তাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তারা তাকে ও তার সকল অনুসারীকে হত্যা করে। তাদের একজনকেও তারা জীবিত ছাড়েনি।

এ বছর আবূ শাকির মাসলামা ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক মানুষকে হজ্জ করান। তাঁকে হজ্জের বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইব্‌ন শিহাব আয-যুহরীও তাঁর সঙ্গে হজ্জ করেন। সে সময় পবিত্র মক্কা, মদীনা ও তাইফ-এর গভর্নর ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল এবং ইরাক, মাশরিক ও খুরাসানের গভর্নর খালিদ আল কাসরী। খুরাসানে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন তাঁর নায়েব ছিলেন তাঁর ভাই আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল কাসরী। কেউ কেউ বলেন, আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এ বছর মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, একশত বিশ হিজরীতে। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। সে সময় আরমিনিয়া ও আযারবাইজানের নাইব ছিলেন মারওয়ান আল হিমার। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

১২০ হিজরী সন

এ বছর সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম রোম আক্রমণ করেন এবং কয়েকটি দুর্গ জয় করেন। এ বছর ইসহাক ইব্‌ন মুসলিম আল-উকায়লী যুদ্ধ করে তাওমান দখল করে নেন। সে ভূখণ্ডে ধ্বংসযজ্ঞ চালান। এ বছর মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ তুরস্ক আক্রমণ করেন। এ বছর খুরাসানের গভর্নর আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-কাসরী মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার মৃত্যুর কারণ ছিল এক প্রকার পেটের পীড়া। এ বছরের মেহেরজান (পারসিকদের উৎসব দিবস বিশেষ) দিবসে বিভিন্ন বড় বড় নগরীর গভর্নরগণ নানা রকম উপহার-উপঢৌকন নিয়ে আসাদ-এর নিকট গমন করেন। সেই আগন্তুকদের মধ্যে হেরাতে গভর্নর খুরাসান শাহ অন্যতম। তারা মহামূল্য উপহার নিয়ে আসেন। তার মধ্যে ছিল সোনা-রূপার থালা-জগ ও নানা বর্ণের রেশমী পোশাক। এসব উপঢৌকন আসাদ-এর সম্মুখে রাখা হলে তাতে বৈঠকখানাটি পূর্ণ হয়ে যায়। তারপর গভর্নরগণ একজন একজন করে দাঁড়িয়ে ভাষণ প্রদান করেন। এক গভর্নর তার ভাষণে আসাদ-এর বিভিন্ন উত্তম গুণাবলীর প্রশংসা করেন। যেমন তার জ্ঞান, শাসন ব্যবস্থা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি। তারা বলেন, আসাদ তার পরিবার-পরিজন ও ঘনিষ্ঠজনদেরকে প্রজাদের কারো উপর যুলুম করতে বারণ করেন এবং খানে আযমকে শক্তি প্রয়োগ করে অবদমিত করেন। খানে আযমের সৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার। আসাদ তাকে পরাজিত করেন ও হত্যা করেন। আর তাকে যা কিছু হাদিয়া প্রদান করা হয়, তিনি তাতে আনন্দিত হন। আসাদ তার ভাষণের জন্য তার প্রশংসা করেন এবং তাকে বসিয়ে দেন। তারপর আসাদ উক্ত উপঢৌকন ও মালামালকে সকলের মাঝে বণ্টন করে দেন। এমনকি একবিন্দুও অবশিষ্ট থাকেনি। তারপর যখন তিনি বৈঠক হতে উঠে দাঁড়ান, তখন হতেই তাঁর পেটব্যথা দেখা দেয়। তারপর তিনি কিছুটা সুস্থ হন। তাকে কিছু নাশপাতি হাদিয়া দেওয়া হলো। তিনি সেগুলো উপস্থিত লোকদের মাঝে

একটি একটি করে বণ্টন করে দেন। তিনি খুরাসানের গভর্নরের দিকে একটি নাশপাতি ছুঁড়ে মারেন। তারপর তার পেটের ব্যথা বেড়ে যায় আর সেই ব্যথায়ই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি জা'ফর ইব্‌ন হানযালা আল-বাহরানীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। জা'ফর ইব্‌ন হানযালা চার মাস গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর এ বছরের রজব মাসে নাসর ইব্‌ন সায়্যার-এর ক্ষমতার পালা আসে। এই হিসেবে আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যু এ বছরের সফর মাসে সংঘটিত হয়। ইব্‌ন আরস আল-আবদী আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র শোকে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন ঃ

نعى أسدَ بن عبد اللّه ناعٍ * فريعَ القلبُ للملكِ المطاعِ
ببلخ وافقَ المقدارُ يسرىٍ * وما لقضاءِ ربكَ من دفاعِ
فجودى عينُ بالعبراتِ سحًّا * ألم يحزنكِ تفريقُ الجماعِ
أتاه حِمامةُ فى جوفِ ضيعٍ * وكم بالضيعِ من بطلٍ شجاعِ
أتاهُ حمامه فى جوف صيغٍ * وكم بالضيغ من بطل شجاعِ
كتائبُ قد يجيبونَ المنادى * على جردٍ مسوَّمةٍ سراعِ
سُقيت الغيثُ إنك كنتَ غيثاً * مريعًا عندَ مرتادِ النّجاعِ

'মৃত্যু সংবাদ পরিবেশনকারী আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেছে, যিনি দুঃসাহী ও রাজার অনুগত ছিলেন।

তিনি বলখে এই মৃত্যুর ঘটনার শিকার হয়েছেন। মহান আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না।

হে আমার চক্ষু! তুমি বেশী করে কেঁদে নাও। সভার সমাপ্তি কি তোমাকে ব্যথিত করেনি?

পেটের পীড়া আসাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। কত বীর বাহাদুর মানুষ এ জাতীয় ব্যাধিতে জীবনদান করেছে।

কত সৈন্য ঘোষণাকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে দ্রুতগামী অশ্বের পিঠে আরোহী অবস্থায়।'

এ বছর হিশাম খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-কাসরীকে ইরাকের গভর্নর হতে পদচ্যুত করেন। খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে লাগামহীন কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন মর্মে সংবাদ শুনে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হিশামকে ইব্‌নুল হুমাকা (মূর্খের বাচ্চা) বলে মন্তব্য করেছেন এবং তাঁর নিকট একটি পত্র লিখেন, যাতে নোংরামি ছিল। ফলে হিশাম তার কঠোর জবাব প্রদান করেন। কেউ কেউ বলেন, খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র বিপুল অর্থ-সম্পদে ঈর্ষান্বিত হয়ে হিশাম এই আচরণ করেন। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর বছরে তের লাখ দীনার বা ত্রিশ লাখ দিরহাম আয় হতো। আর তার ছেলে ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ-এর আয় হতো দশ লাখ।

কেউ কেউ বলেন, ইব্‌ন আমর নামক আমীরুল মু'মিনীনের ঘনিষ্ঠ এক কুরায়শী তাঁর পক্ষ হতে খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র নিকট গমন করে। কিন্তু খালিদ তাকে স্বাগত জানায়নি, গুরুত্ব দেয়নি। ফলে হিশাম কঠিন ভাষায় তিরস্কার করে তার নিকট পত্র লিখেন। তিনি পত্রে

লিখেন এই পত্রখানা পাওয়া মাত্র তুমি সঙ্গীদের নিয়ে পায়ে হেঁটে বিনয়াবনত অবস্থায় আমর-এর দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি সে অনুমতি দেয়, তাহলে তো ভাল। অন্যথায় এক বছর পর্যন্ত তার দরযায় দাঁড়িয়ে থাকবে, সেখান থেকে এক চুলও নড়তে পারবে না। তারপর তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার। ইচ্ছে হলে সে তোমাকে পদচ্যুত করতে পারে। ইচ্ছে করলে ক্ষমতায় বহালও রাখতে পারে। ইচ্ছে হলে সে তোমাকে সাহায্য করতে পারে। ইচ্ছে হলে ক্ষমা করতে পারে। পাশাপাশি তিনি খালিদ-এর নিকট লিখিত পত্র সম্পর্কে অবহিত করে ইব্ন আমরকেও পত্র লিখেন এবং তাকে নির্দেশ প্রদান করেন। খালিদ যদি তোমার সম্মুখে এসে দণ্ডায়মান হয়, তাহলে মাথায় বিশটি বেত্রাঘাত করবে, যদি তুমি ভাল মনে কর। তারপর হিশাম খালিদকে বরখাস্ত করেন এবং বিষয়টি গোপন রেখে ইয়ামেনে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র নায়েব ইউসুফ ইব্ন উমর-এর নিকট দূত প্রেরণ করে তাকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং তাকে ত্রিশজন আরোহীসহ ইরাক চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। রওয়ানা হয়ে তারা শেষ রাতে কূফায় এসে পৌঁছে। মুওয়ায্যিন ফজর নামাযের আযান দিলে ইউসুফ ইব্ন উমর তাকে ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুওয়ায্যিন বলল, ইমাম তথা খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ইউসুফ ইব্ন উমর তাকে ধমক দিয়ে ইকামত দিতে বললেন। তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে নামাযের ইমামত করেন। তিনি সূরা ওয়াকিআহ্ ও সূরা মা'আরিজ তিলাওয়াত করেন। তারপর তিনি খালিদ, তারিক এবং তাদের সঙ্গীদের ডেকে পাঠান। তারা এসে উপস্থিত হলে তিনি তাদের থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে নেন এবং খালিদকে এক কোটি দিরহাম দিয়ে বিদায় করে দেন।

উল্লেখ্য খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ক্ষমতা লাভ করেছিলেন এ বছর তথা একশত পাঁচ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে। আর ক্ষমতাচ্যুত হন এ বছর তথা একশত বিশ হিজরী সনের জুমাদাল উলায়। এ বছর ইউসুফ ইব্ন উমর ইরাকের গভর্নর হয়ে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র স্থলে আগমন করেন, জাদী' ইব্ন আলী আল-কিরমানীকে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং জা'ফর ইব্ন হানযালা যাকে আসাদ-এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিল পদচ্যুত করা হয়। তারপর ইউসুফ ইব্ন উমর এ বছরই জাদী' ইব্ন আলীকে খোরাসান থেকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার স্থলে নাসর ইব্ন সায়্যারকে নিয়োগ দান করেন। এ বছরই খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র সমুদয় অর্জন, জমিজমা ও বিত্ত-বৈভব সব শেষ হয়ে যায়। হিশামের তিরস্কার সম্বলিত পত্রটি এসে যখন তাঁর নিকট পৌঁছেছিল, তখনই তার কোন কোন সহচর তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, আপনি কিছু সম্পদ নিয়ে হিশামের সামনে পেশ করুন। তিনি যা খুশী নিয়ে নেবেন যা খুশী আপনার জন্য রেখে দেবেন। তারা তাকে বলেছিল, পদচ্যুতির সঙ্গে সব চলে যাওয়ার চেয়ে বরং ভাল কিছু চলে যাক। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং দুনিয়া নিয়ে প্রতারিত হয়ে থাকলেন এবং লাঞ্ছনা তার জন্য অবধারিত হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন বরখাস্তনামা এসে হাযির হলো এবং জীবনের সব অর্জন ও সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে গেল। ইরাক ও খুরাসানে ইউসুফ ইব্ন উমর-এর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো এবং নাস্র ইব্ন সায়্যার খুরাসানের নায়েব নিযুক্ত হলেন। দেশ বাস-উপযোগী হলো এবং মানুষ নিরাপত্তা লাভ করল। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। সাওয়ার ইব্নুল আশ'আরী সেই প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

أضحيتْ خراسانُ بعد الخوفِ أمنةً * من ظلم كل غشومٍ الحكم جبارِ

لما أتى يوسفًا اخبارَ مالقيتْ * اختارَ نصراً لها نصَر بنِ سيارِ

'ত্রাসের পর খোরাসান প্রত্যেক অত্যাচারী শাসকের যুলুম হতে নিরাপত্তা লাভ করেছে।

ইউসুফ ইব্ন আমর যখন রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করলেন, তখন তিনি নাস্র ইব্ন সায়্যারকে তাঁর নায়েব নিযুক্ত করে নিলেন।'

এ বছর আলে আব্বাস-এর গোত্র তাদের প্রতি প্রেরিত মুহাম্মদ ইব্ন আলীর পত্রখানা প্রকাশ করে। খাদাশ উপাধিতে খ্যাত উক্ত ধর্মদ্রোহীর আনুগত্যের কারণে মুহাম্মদ ইব্ন আলী তিরস্কার করে তাদের প্রতি পত্রখানা লিখেছিলেন। লোকটি ছিল খুর্‌রামী। সে তাদের জন্য নিষিদ্ধ কর্মসমূহকে সিদ্ধ করে দিয়েছিল এবং যাদেরকে বিবাহ করা বৈধ নয় ও যাদেরকে বিবাহ করা আজীবনের জন্য অবৈধ, তাদের সঙ্গে তাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। ফলে খালিদ আল-কাসরী তাকে হত্যা করে ফেলেন। যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মদ ইব্ন আলী তাকে সমর্থন ও তার মিথ্যা মতবাদের অনুসরণের কারণে আলে আব্বাস গোত্রকে নিন্দা জানিয়ে পত্র লিখেন। তারা যখন পত্রের জবাব দানে বিলম্ব করে, মুহাম্মদ ইব্ন আলী তাদের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। এদিকে তারাও তাঁর নিকট দূত পাঠায়। তাদের দূত এসে পৌঁছুলে মুহাম্মদ ইব্ন আলী তাকে খুররামীর কারণে তাদেরকে তিরস্কার বিষয়টি অবহিত করে। তারপর দূতের সঙ্গে সীলমোহরকৃত একখানা পত্র প্রদান করেন। পত্রখানা খুলে তারা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ছাড়া আর কিছুই পেল না। তাতেই তারা বুঝে ফেলল, তিনি আমাদেরকে খুররামীর কারণেই তিরস্কার করেছেন। তারপর তিনি তাদের নিকট আরো একজন দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের বহু লোক তাকে অবিশ্বাস করল এবং তাকে নাজেহাল করল। তারপর মুহাম্মদ ইব্ন আমীরের পক্ষ হতে তাদের নিকট লোহা ও সীসার পাতকরা একখানা লাঠি এসে পৌঁছে। তাতে তারা বুঝে ফেলে যে, এটা ইঙ্গিত হলো, তারা অপরাধী এবং তারা সীসা ও লোহার রং-এর ন্যায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

ইব্ন জারীর বলেন, আবূ মা'শার-এর অভিমত অনুসারে এ বছর মুহাম্মদ ইব্ন হিশাম আল-মাখযূমী লোকদেরকে হজ্জ করান। কেউ কেউ বলেন, যিনি এ বছর লোকদেরকে হজ্জ করিয়েছিলেন তিনি হলেন সুলায়মান ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক। কারো কারো মতে সুলায়মান ইব্ন হিশাম-এর পুত্র ইয়াযীদ ইব্ন হিশাম। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

১২১ হিজরী সন

এ বছর মাসলামা ইব্ন হিশাম রোম আক্রমণ করে মাতামীর দুর্গ জয় করে নেন। মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ স্বর্ণসমৃদ্ধ নগরী জয় করে তার দুর্গসমূহকে দখল করে নেন এবং জমিজমা ধ্বংস করেন। ফলে নগর অধিপতি তাকে প্রতি বছর এক হাজার পশু জিযিয়া প্রদানের ঘোষণা দেন এবং তার জন্য তাঁর নিকট বন্ধক রাখেন।

এ বছর সফর মাসে যায়দ ইব্ন আলী ইব্নুল হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব শহীদ হন। ইনি সেই যায়দ যার নামে একদল মানুষ নিজেদেরকে যায়দিয়্যা বলে অভিহিত করে থাকে। এ হলো ওয়াকিদীর অভিমত। হিশাম ইব্ন কালবীর অভিমত হলো, যায়দ ইব্ন আলী এক শত বাইশ হিজরীতে শহীদ হন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ওয়াকিদীর অনুসরণে তাঁর এ বছরই শহীদ হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। তা হলো যায়দ ইব্ন আলী ইউসুফ ইব্ন উমর-এর নিকট গমন করেন। ইউসুফ

ইব্ন উমর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, খালিদ আল্-কাসরী কি আপনার নিকট কোন সম্পদ গচ্ছিত রেখেছে ? যায়দ ইব্ন আলী বললেন, না! তিনি কিভাবে আমার নিকট সম্পদ গচ্ছিত রাখবেন, অথচ তিনি প্রতি জুমুআতে মিম্বারে বসে আমার পিতৃ-পুরুষকে গালাগাল করেন। ইউসুফ ইব্ন উমর তাকে শপথ করান যে, খালিদ তার নিকট কোন সম্পদ গচ্ছিত রাখেননি। এবার ইউসুফ ইব্ন উমর খালিদ আল-কাসরীকে কারাগার থেকে বের করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করার নির্দেশ দেন। খালিদকে একটি আবা পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত করা হলো। ইউসুফ ইব্ন উমর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এর নিকট কোন সম্পদ গচ্ছিত রেখেছ ? রেখে থাকলে বল, আমরা তার থেকে সেগুলো উদ্ধার করে নেব। খালিদ বললেন, না। তা কি করে সম্ভব অথচ আমি প্রতি জুমুআয় তার পিতাকে গালাগাল করে থাকি। ফলে ইউসুফ ইব্ন উমর তাকে ছেড়ে দেন এবং আমীরুল মু'মিনীনকে বিষয়টা অবহিত করেন। আমীরুল মু'মিনীনও তাকে ক্ষমা করে দেন। অন্য অভিমত হলো, বরং ইউসুফ ইব্ন উমর লোকদেরকে উপস্থিত করে তাদের থেকে শপথ নেন।

তারপর একদল শীআহ্ যায়দ ইব্ন আলীর নিকট আগমন করে। তারা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। কিন্তু তার এক হিতাকাঙ্ক্ষী যার নাম মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব তাঁকে বের হতে বারণ করল এবং বলল, আপনার দাদা আপনার চেয়ে ভাল মানুষ ছিলেন। অথচ আশি হাজার ইরাকী এসে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে পরে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাই আমি আপনাকে ইরাকীদের ব্যাপারে সতর্ক করছি। কিন্তু যায়দ ইব্ন আলী তার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কূফায় গোপনে গোপনে লোকদের থেকে মহান আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের বায়'আত নিতে শুরু করেন। এমনকি তলে তলে তাঁর অভিযান সফল হতে লাগল। তিনি এ বাড়ি-ওবাড়ি ঘোরাফেরা করতে শুরু করলেন। একশত বাইশ হিজরীর আগমন পর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকে। এ বছরে এসে যায়দ ইব্ন আলীর হত্যার ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

এ বছর খুরাসানের গভর্নর নাস্র ইব্ন সায়্যার তুরস্কে একাধিক যুদ্ধ করেন এবং কোন এক যুদ্ধে নিজের অজান্তে তুর্কী রাজা কুরসুলকে বন্দী করে ফেলেন। পরে যখন তিনি যাচাই করে বিষয়টা নিশ্চিত হন, কুরসুল তাঁর নিকট আবেদন জানান যে, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, বিনিময়ে আমি আপনাকে এক হাজার তুর্কী বুখতী উট এবং মাল বোঝাই এক হাজার পশু প্রদান করব। তদুপরি আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ। নাস্র ইব্ন সায়্যার উপস্থিত গভর্নরদের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে পরামর্শ করেন। কেউ তাকে মুক্ত করে দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করে। আবার তাকে হত্যা করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে। তারপর নাস্র ইব্ন সায়্যার তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ক'টি যুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি বলেন ঃ বাহাত্তরটি। নাস্র বললেন ঃ আপনার মত লোককে ছাড়া যায় না। আপনি এতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন! তারপর নাস্র ইব্ন সায়্যার-এর নির্দেশে তার গর্দান উড়িয়ে তাঁকে শূলিতে চড়িয়ে রাখা হয়।

কুরসুল-এর বাহিনীর সৈন্যরা তাঁর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে সে রাতটা তারা বিলাপ ও কান্নাকাটি করে অতিবাহিত করে। তারা নিজেদের দাড়ি, মাথার চুল ও কান কেটে ফেলে, বহু তাঁবু জ্বালিয়ে দেয় এবং বহুসংখ্যক পশুকে হত্যা করে ফেলে। ভোর হলে নাস্র ইব্ন সায়্যার কুরসুলকে পুড়ে ফেলার নির্দেশ দেন, যাতে তাঁর লোকেরা তাঁর লাশ নিতে না পারে। এবার

তাঁকে পুড়ে ফেলা তাদের নিকট তাঁর হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা বেশী কষ্টদায়ক অনুভূত হয়। তারা ব্যর্থ ও অপদস্থ হয়ে ফিরে যায়।

নাস্‌র ইব্‌ন সায়্যার তাদের উপর পুনরায় আক্রমণ করে তাদের বহুসংখ্যক লোককে হত্যা এবং অসংখ্য অগণিত লোককে বন্দী করেন।

সে সময় নাস্‌র ইব্‌ন সায়্যার-এর সম্মুখে যেসব অনারব কিংবা তুর্কী লোককে উপস্থিত করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন অতিশয় বৃদ্ধা মহিলা ছিল। মহিলা রাজ-পরিবারের কন্যা। সে নাস্‌র ইব্‌ন সায়্যারকে বলল ঃ যে রাজার নিকট ছয়টি বস্তু থাকবে না, তিনি রাজা নন ঃ ১. বিশ্বস্ত মন্ত্রক, যিনি মানুষের বিবাদ মিটিয়ে দেবেন, তাকে পরামর্শ দেবেন ও তাকে সদুপদেশ দেবেন, ২. পাচক, যে তাঁর জন্য রুচিসম্মত খাদ্য প্রস্তুত করে দেবে, ৩. সুন্দরী স্ত্রী, চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে যার নিকট গমন করে, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে যে তাকে আনন্দ দেবে এবং তাঁর চিন্তা দূর হয়ে যাবে, ৪. দুর্ভেদ্য দুর্গ, তাঁর প্রজারা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, তখন তারা সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে, ৫. তরবারি, সমকালীন কোন শক্তি হুমকি হয়ে দাঁড়ালে, যা তাকে নিরাপদ রাখবে এবং ৬. ধনভাণ্ডার, তিনি পৃথিবীর যেখানেই অবস্থান করুন, যা তাঁর জীবন ধারণে যথেষ্ট হবে।

এ বছর পবিত্র মক্কা-মদীনা ও তাইফের নায়েব মুহাম্মদ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল লোকদেরকে হজ্জ করান। তখন ইরাকের নায়েব ছিলেন ইউসুফ ইব্‌ন উমর। খুরাসানের নাস্‌র ইব্‌ন সায়্যার এবং আরমিনিয়ার মারওয়ান ইব্‌ন মুহাম্মদ। এ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেন ঃ

যায়দ ইব্‌ন আলী ইব্‌নুল হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)

প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, তিনি এর পরের বছর ইন্‌তিকাল করেছেন। তাঁর আলোচনা পরে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

মাসলামাহ্ ইব্‌ন আবদুল মালিক

ইব্‌ন মারওয়ান আল-কারাশী আল-উমাবী। আবূ সাঈদ ও আবুল আসবাগ দামেশ্‌কী। ইব্‌ন আসাকির বলেন ঃ তাঁর বাড়ী ছিল আল-জামি'উল কিবালীর দরযার সন্নিকটে দামেশকের হাজলাতুল কুবাবে। আপন ভাই ওয়ালীদ-এর আমলে মাওসাম-এর গভর্নর ছিলেন। তিনি রোমে কয়েকটি যুদ্ধ করেন এবং কুস্তুন্তীনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) অবরোধ করেন। তাঁর ভাই তাঁকে ইরাকীদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর সেখান থেকে বরখাস্ত করে তাঁকে আরমিনিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ উছমান, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন কাযা'আ, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নার পিতা উয়ায়না, ইব্‌ন আবূ ইমরান, মুআবিয়া ইব্‌ন খাদীজ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আল-গাস্‌সানী।

যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার বলেন ঃ মাসলামা বনূ উমায়্যার লোক ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'আল-জারাদাতুস সাফরা। তাঁর অনেক বর্ণনা, বহু যুদ্ধ কাহিনী এবং রোম প্রভৃতি দেশের শত্রুবাহিনীকে কাবু করার গল্প রয়েছে। তিনি রোম রাজ্যের বহু দুর্গ জয় করেছেন। যখন তাঁকে

আরমিনিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনি তুরস্কে আক্রমণ চালান। তিনি তুরস্কের কোন এক প্রবেশদ্বার পর্যন্ত পৌছে তৎসংলগ্ন শহরটি ধ্বংস করে দেন। তারপর নয় বছর পর শহরটি পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি আটানব্বই হিজরীতে কুস্তুন্তীনিয়া আক্রমণ করে দেশটি অবরোধ করে সাকালিবা শহরটি জয় করেন এবং তাদের রাজা বুরজানকে পরাজিত করেন। তারপর পুনরায় কুস্তুন্তীনিয়া অবরোধের প্রতি ফিরে আসেন।

আওযাঈ বলেন ঃ কুস্তুন্তীনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা অবস্থায় তাঁর প্রচণ্ড মাথা ব্যথা দেখা দেয়। ফলে রোম রাজা তাঁর নিকট একটি টুপি প্রেরণ করে বলে দেন, এটি মাথায় রাখুন, ব্যথা চলে যাবে। কিন্তু তাঁর মনে ভয় জাগে যে, এটা কোন ষড়যন্ত্র হতে পারে। তাই তিনি টুপিটা একটি পশুর মাথায় রাখলেন। কিন্তু তাতে কল্যাণ ছাড়া কিছু দেখতে পেলেন না। তারপর রাখলেন তাঁর একজন সঙ্গীর মাথায়। এবারও কল্যাণ ব্যতীত দেখতে পেলেন না। এবার টুপিটা নিজের মাথায় রাখলেন। ফলে ব্যথা চলে গেল। পরে টুপিটা খুলে দেখতে পেলেন, তাতে সত্তর লাইন লিখা রয়েছে। লিখাটা হলো পবিত্র কুরআনের আয়াত إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُوْلَا (আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। ৩৫ ঃ ৪১)। এই আয়াতটুকু সত্তুরবার লিখা রয়েছে।

কুস্তুন্তীনিয়া অবরোধ করতে গিয়ে মাসলামা বেশ সংকটে নিপতিত হয়েছিলেন। তাঁর নিকট মুসলমানগণ প্রচণ্ড ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়েছিল। উমর ইব্ন আবদুল আযীয ক্ষমতায় আসীন হয়ে দূত মারফত তাদের প্রতি সিরিয়া ফিরে আসার নির্দেশ প্রেরণ করেন। কিন্তু মাসলামা অঙ্গীকার করেন যে, কুস্তুন্তীনিয়ার মানুষ কুস্তুন্তীনিয়ায় তাঁর জন্য বৃহদকার একটি মসজিদ নির্মাণ করে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাদেরকে মুক্ত করে ফিরে আসবেন না। অগত্যা তারা তাঁকে একটি মসজিদ ও একটি মিনার নির্মাণ করে দেয়। আজ অবধি সেই মসজিদে মুসলমানগণ জুমুআহ্ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করছে। শেষ যামানায় দাজ্জাল আবির্ভাবের প্রাক্কালে মুসলমানগণ সর্বশেষ এই মসজিদটি জয় করবেন। এই কিতাবের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ফিতনা অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহু তা'আলা এবং এতদ্সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসসমূহও উল্লেখ করব।

মোটকথা, মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক-এর অনেক খ্যাতিসম্পন্ন অবস্থান, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার মত শ্রম এবং অবিরাম যুদ্ধের কাহিনী রয়েছে। তিনি বহু দুর্গ জয় করেন এবং অনেক প্রাসাদ ও জলাধার পুনঃজীবিত করেন। যোদ্ধা হিসেবে তাঁকে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সে যুগে অধিক যুদ্ধ একের পর ভূখণ্ড জয়, দৃঢ়প্রত্যয়, শক্তিমত্তা ও কর্মনৈপুণ্যে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ যেমন ছিলেন, নিজ আমলে মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিকও ছিলেন অনুরূপ। সর্বোপরি তিনি ছিলেন দানশীল ও বাগ্মী। একদিন তিনি নাসীব আশ-শাইরকে বলেন ঃ আপনি আমার নিকট প্রার্থনা করুন। নাসীব বললেন ঃ না। মাসলামা বলেন ঃ কেন ? নাসীব বলেন ঃ তার কারণ হলো, অধিক দানশীলতায় আপনার হাত আমার মুখের প্রার্থনা হতে অগ্রগামী। পরে মাসলামা তাকে এক হাজার দীনার প্রদান করেন।

তিনি আরো বলেন ঃ মানুষ যেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালাম তেমন দুশ্চিন্তায় নিপতিত হতেন না। কোন নবীই কখনো দুশ্চিন্তায় নিপতিত হননি।

মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সাহিত্যসেবীদের জন্য ওসিয়ত করে গেছেন এবং বলেন ঃ সাহিত্য হলো জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার মত একটি শিল্প।

ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম প্রমুখ বলেন ঃ মাসলামা ইব্ন আবদুল মালিক একশত একুশ হিজরীর মুহাররম মাসের সাত তারিখ বৃহস্পতিবার ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ বলেন ঃ একশত বিশ হিজরী সনে। যে স্থানটিতে তার মৃত্যু হয়, তার নাম হানূত। তাঁর-ই ভাতিজা ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক তার শোকে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেনঃ

أقــولُ ومــا البــعــدُ إلا الـردى * أمــسلمُ لا تبــعــدن مــسلمــةْ

فـقدْ كنتَ نوراً لنا فى البـلادِ * مـضـيـئًـا فـقـد أصـبـحـت مظلمـةْ

ونكتـمْ مـوتك نـخـشى اليـقينَ * فـأبدى اليـقينَ لنا الجـمـجـمـة

অর্থাৎ 'আমি মনে করতাম, মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দূরে নয়। কিন্তু এখন হে মুসলিম নারী-পুরুষ! তোমরা মৃত্যুকে দূরে ভেব না।

তুমি আমাদের জন্য দেশে উজ্জ্বল আলো ছিলে। কিন্তু এখন দেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

আমরা তোমার মৃত্যুকে গোপন রাখব, আমরা বিশ্বাসকে ভয় করি।'

নুমায়র ইব্ন কায়স

আল-আশ'আরী। দামেশকের বিচারক। মহান তাবিঈ। তিনি হুযায়ফা, আবূ মূসা, আবুদ্-দারদা' এবং মুআবিয়া (রা) হতে এবং একাধিক তাবিঈ থেকে মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন বহুসংখ্যক লোক। তন্মধ্যে আওযাঈ, সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয ও ইয়াহ্য়া ইব্নুল হারিছ আয-যিমারী অন্যতম। হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক আবদুর রহমান ইবনুল খাশখাশ-আল-আয্রীর পর তাকে দামেশকের বিচারপতির দায়িত্ব প্রদান করেন। পরে তিনি হিশামের নিকট দায়িত্ব হতে অব্যাহতি কামনা করেন। হিশাম তাকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁর স্থলে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুর রহমান আবূ মালিককে বিচারক নিযুক্ত করেন। এই নুমায়র সাক্ষীর সঙ্গে কসম দ্বারা বিচার করতেন না। তিনি বলতেন ঃ শিষ্টাচার শেখায় পিতা-মাতা। আর যোগ্যতা আসে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।

অনেকের মতে নুমায়র ইব্ন কায়স একশত একুশ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন ঃ একশত বাইশ হিজরীতে। কারো মতে একশত পনের হিজরীতে। তবে সর্বশেষ অভিমতটি দুর্লভ। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

১২২ হিজরী সন

এ বছর যায়দ ইব্ন আলী ইব্নুল হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব-এর শাহাদাত সংঘটিত হয়। তার কারণ, তিনি একদল কূফাবাসীর বায়আত গ্রহণ করে এই বছরের শুরুতে তাদেরকে রওয়ানা হওয়ার ও তার প্রস্তুতি গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। ফলে তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে। অপরদিকে সুলায়মান ইব্ন সুরাকা নামক এক ব্যক্তি ইরাকের গভর্নর

ইউসুফ ইব্ন উমর-এর নিকট গিয়ে তাকে এই যায়দ ইব্ন আলী ও তার কূফাবাসী সঙ্গীদের বিষয়টা অবহিত করে। ফলে ইউসুফ ইব্ন উমর তার অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করেন। বিষয়টি টের পেয়ে শীআহ্রা যায়দ ইব্ন আলীর নিকট গিয়ে সমবেত হলো এবং বলল ঃ মহান আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। আবূ বাকর (রা) উমর (রা)-এর ব্যাপারে আপনার অভিমত কী ? তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি আমার পরিবারের কাউকে তাদের থেকে নিঃসম্পর্ক হতে শুনিনি। আর আমিও তাদের সম্পর্কে ভাল ছাড়া বলছি না। তারা বলে ঃ তাহলে আপনি নবী পরিবারের রক্ত প্রত্যাশা করছেন কেন ? তিনি বলেন ঃ তার কারণ, এ বিষয়টির (ক্ষমতার) আমরা অধিকতর হকদার। অথচ, মানুষ সে ক্ষেত্রে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে এবং আমাদেরকে তা হতে সরিয়ে রেখেছে। তবে আমাদের মতে তারা কুফরে উপনীত হয়নি। ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তারা ন্যায়বিচার করেছে এবং কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করেছে। তারা বলে ঃ তাহলে আপনি এদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন কেন ? তিনি বললেন ঃ এরা তো ওদের মত নয়। এরা জনগণের উপর এবং নিজেদের উপর যুলুম করেছে। আর আমি মহান আল্লাহ্র কিতাব, মহান আল্লাহ্র নবীর সুন্নাহ্ জীবিতকরণ ও বিদ্আত নির্মূলকরণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কাজেই তোমরা যদি আমার কথা মান্য কর, তবে তা তোমাদের জন্যও মঙ্গল হবে, আমার জন্যও। আর যদি অস্বীকার কর, তাহলে আমি তোমাদের কোন যিম্মাদার নই। কিন্তু তারা তার বায়আত ভঙ্গ করে তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। এ কারণেই সেদিন হতে তাদেরকে রাফেযী (ত্যাগকারী) নাম দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, যারা যায়দ ইব্ন আলীর অনুসরণ করেছে, তারা আখ্যায়িত হয় যায়দিয়াহ্ নামে। কূফাবাসীদের অধিকাংশই রাফেযী আর আজ অবধি পবিত্র মক্কাবাসীগণের বেশীর ভাগ মানুষ যায়দিয়্যাহ মতবাদের অনুসারী। তাদের মতাদর্শের একটি সত্য আছে। তা হলো, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) উভয়কে সত্যপন্থী বলে বিশ্বাস করা। আবার একটি ভ্রান্তিও আছে। তা হলো, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর উপর আলী (রা)-কে প্রাধান্য দেওয়া। অথচ, আলী (রা) তাদের চেয়ে উপরে নন। এমনকি আহলুস্-সুন্নাহ'র সুপ্রতিষ্ঠিত অভিমত ও সাহাবীগণের থেকে বর্ণিত সঠিক বর্ণনা অনুপাতে উছমানও (রা) তাদের উপর অগ্রগণ্য নন। উপরে 'আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর জীবন-চরিত অধ্যায়ে আমি বিষয়টি উল্লেখ করেছি।

তারপর যায়দ ইব্ন আলী তার অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে অভিযানে বের হওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। তারপর এ বছরের পহেলা সফর তিনি তাদের থেকেও অঙ্গীকার নেন। সংবাদটা ইউসুফ ইব্ন উমর-এর নিকট পৌঁছে যায়। তিনি পত্র লিখে তার কূফার গভর্নর হাকাম ইব্নুস্ সাল্তকে সব মানুষকে জামি' মসজিদে সমবেত করার নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশ মুতাবিক মুহাররম মাসের শেষ দিন মঙ্গলবার সমবেত হয়– যায়দ-এর বের হওয়ার একদিন আগে। যায়দ ইব্ন আলী বের হন বুধবার রাতে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে। তার সঙ্গীরা আগুন নিয়ে ইয়া মানসূর! ইয়া মান্সূর! শ্লোগান তুলে। প্রত্যুষে দেখা গেল তার সঙ্গে সমবেত জনতার সংখ্যা দুইশত আঠারজন। যায়দ বলতে শুরু করলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! মানুষ কোথায় ? বলা হলো ঃ তারা তো মসজিদে অবরুদ্ধ।

এদিকে হাকাম ইউসুফ ইব্ন উমরকে পত্র লিখে যায়দ ইব্ন আলীর অভিযানের কথা অবহিত করেন। ইউসুফ ইব্ন উমর কূফা অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সৈন্যরা

কূফার গভর্নরের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে পড়ে। ইউসুফ ইব্ন উমরও বেশ কিছু লোক নিয়ে এসে পড়েন। ইউসুফ ইব্ন উমর-এর বাহিনী যায়দ ইব্ন আলীর বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে পড়ে, যাদের মধ্যে পাঁচশত অশ্বারোহী ছিল। তারপর কিনাসায় এসে তিনি একদল সিরীয় সৈন্যের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে পরাজিত করে দেন। তারপর ইউসুফ ইব্ন উমর-এর প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি তখন একটি টিলার উপর দণ্ডায়মান আর যায়দ দুইশত অশ্বারোহী নিয়ে প্রস্তুত। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে ইউসুফ ইব্ন উমরকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ডান দিকে মোড় নিয়ে চলে যান এবং যখনই যে সেনাদলের সাক্ষাৎ পান, তাদেরকে পরাজিত করেন এবং তার সঙ্গীরা চীৎকার করে বলতে শুরু করে ঃ হে কূফাবাসী! তোমরা দীন, সম্মান ও দুনিয়া রক্ষা করার জন্য বেরিয়ে পড়। কেননা, তোমাদের না আছে দীন, না আছে সম্মান, না আছে দুনিয়া।

সন্ধ্যাবেলা কূফার অপর এক দল লোক এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। প্রথম দিন তাঁর কিছু লোক নিহত হয়েছিল। দ্বিতীয় দিন একটি সিরীয় বাহিনীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। তারা তাঁর সত্তুরজন লোককে হত্যা করে। ফলে তাঁর সৈন্যরা বিপর্যস্ত অবস্থায় তাঁকে ফেলে সরে যায়। বিকাল বেলা ইউসুফ ইব্ন উমর তাঁর বাহিনীকে উত্তমরূপে বিন্যস্ত করেন। পরদিন সকালে তারা যায়দ ইব্ন আলীর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হন এবং তাদেরকে সাবখার দিকে তাড়িয়ে দেন। তারপর আরো কঠোর হামলা চালিয়ে তাদেরকে বনূ সালীম-এর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যান। তারপর অশ্ব ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে ধাওয়া করে তাদেরকে সাহ নামক স্থানে আটক করে ফেলেন। সেখানে উভয় পক্ষের মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। রাতের আঁধার নেমে এলে একটি তীর এসে যায়দ ইব্ন আলীর বাম কপালে বিদ্ধ হয়ে মগয পর্যন্ত ছেদিয়ে যায়। এই অবস্থায় যায়দ ও তার সঙ্গীরা ফিরে যায়। সিরীয়বাসী মনে করত, তারা সন্ধ্যা এবং রাতের কারণেই ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে। যায়দ ইব্ন আলীকে একটি ঘরে নিয়ে রাখা হয়। ডাক্তার ডেকে এনে তার কপাল থেকে তীরটি বের করা হয়। তবে তীরটি বের করার কয়েক মুহূর্ত পরই যায়দ মারা যান। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

এবার তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে, সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করে। কেউ বলল ঃ তাঁকে তাঁর-ই বর্ম পরিয়ে পানিতে ফেলে দেওয়া হোক। কেউ বলল ঃ তাঁর মাথাটা আলাদা করে মরদেহটা নিহতদের মধ্যে ফেলে রাখা হোক। তাঁর ছেলে বলল ঃ না, মহান আল্লাহ্র শপথ! আমার পিতাকে কুকুরে ভক্ষণ করবে, তা হবে না। কেউ বলল ঃ তাকে আব্বাসিয়ায় দাফন করা হোক। কেউ বলল ঃ গর্ত করে তাঁকে মাটিতে পুঁতে রাখা হোক। অবশেষে তারা তা-ই করল এবং তাঁর কবরের উপর পানি ঢেলে দেওয়া হয়, যাতে তা চেনা না যায়। তারপর তাঁর সঙ্গীরা সবাই ফিরে যায়। এমনকি তাদের একজন লোকও অবশিষ্ট রইল না, যার সঙ্গে যুদ্ধ করা যেতে পারে।

পরদিন ভোরবেলা ইউসুফ ইব্ন উমর আহতদের মাঝে যায়দ ইব্ন আলীর মরদেহ অনুসন্ধান করেন। কিন্তু যায়দ সিন্দির গোলাম যে যায়দ ইব্ন আলীর দাফন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল— এসে ইউসুফ ইব্ন উমরকে তাঁর কবরের সন্ধান দেয়। ইউসুফ ইব্ন উমর কবর খুঁড়ে লাশ তুলে আনেন। তারপর কিনাসায় একটির লাঠির মাথায় লাশটি ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ

দেন। তাঁর সঙ্গে নাস্‌র ইব্‌ন খুযায়মা, মুআবিয়া ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিছা আল আনসারী এবং যিয়াদ আল-হিন্দীকেও শূলে চড়ানো হয়। কথিত আছে, যায়দ চার বছর যাবত শূলিবিদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। তারপর লাশটি নামিয়ে পুড়ে ফেলা হয়। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী উল্লেখ করেন যে, ইউসুফ ইব্‌ন উমর সে সবের কিছুই জানতেন না। হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক পত্র লিখে তাকে অবহিত করেন ঃ আপনি জানেন না যে, যায়দ ইব্‌ন আলী কূফায় লেজ গেড়ে বসেছেন। তিনি নিজের জন্য বায়'আত নিচ্ছেন। আপনি তাকে তলব করুন এবং নিরাপত্তা প্রদান করুন। যদি তিনি আপনার নিরাপত্তা গ্রহণ না করে, তাহলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুন। ফলে ইউসুফ ইব্‌ন উমর তাকে ডেকে পাঠান। পরে যা ঘটবার ঘটেছে।

যা হোক, ইউসুফ ইব্‌ন উমর কবর থেকে লাশ তুলে মাথাটা আলাদা করে হিশাম-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। পরে ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ক্ষমতাসীন হয়ে তাঁর লাশ নামিয়ে পুড়ে ফেলেন। মহান আল্লাহ্ ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ-এর অকল্যাণ করুন।

অপরদিকে যায়দ ইব্‌ন আলীর ছেলে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আলী আবদুল মালিক ইব্‌ন বিশ্‌র ইব্‌ন মারওয়ান-এর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আবদুল মালিক ইউসুফ ইব্‌ন উমরকে প্রেরণ করে রাগ-ধমক দিয়ে তাকে উপস্থিত করান। আবদুল মালিক ইব্‌ন বিশ্‌র বলেনঃ তার মত লোককে আমি আশ্রয় দিতে পারি না– সে আমাদের দুশমন এবং দুশমনের ছেলে। ইউসুফ ইব্‌ন উমর তার মতে একমত হন। আবদুল মালিক ইব্‌ন বিশ্‌র তাকে খোরাসান পাঠিয়ে দেন। ইয়াহ্য়া ইব্‌ন যায়দ এক দল যায়দিয়্যার সঙ্গে খুরাসান চলে যায়। সেখানে তারা কিছুকাল বসবাস করে।

আবূ মিখনাফ বলেন ঃ যায়দ ইব্‌ন আলী নিহত হওয়ার পর ইউসুফ ইব্‌ন উমর কূফাবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। তাতে তিনি তাদেরকে হুমকি-ধমকি দেন ও তিরস্কার করেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমীরুল মু'মিনীনের নিকট তোমাদের একদল লোককে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করেছি। যদি তিনি আমাকে অনুমতি দেন, আমি তোমাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করব এবং মহিলাদেরকে বন্দী করব। আজ আমি তোমাদেরকে এই অপ্রীতিকর কথাগুলো শোনানোর জন্যই মিম্বরে উঠেছি।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ এ বছর আবদুল্লাহ্ আল-বাত্তাল একদল মুসলমানের সঙ্গে রোমের মাটিতে নিহত হন। ইব্‌ন জারীর এর অতিরিক্ত আর কিছু বলেননি। হাফিয ইব্‌ন 'আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এই লোকটির কথা উল্লেখ করেছেন।

আবদুল্লাহ্ আবূ ইয়াহ্ইয়া, যিনি বাত্তাল নামে পরিচিত

তিনি আন্‌তাকিয়ায় বাস করতেন। আবূ মারওয়ান আল-আন্‌তাকী তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ মারওয়ান আনতাকী তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান যখন তাঁর পুত্র মাসলামার রোমে যুদ্ধ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তিনি বাত্তালকে জাযীরা ও সিরীয় নেতাদের কমাণ্ডার নিযুক্ত করেন এবং ছেলেকে বলে দেন, বাত্তালকে তোমার অগ্রগামী বাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করবে এবং তাকে নির্দেশ দেবে, যেন সে সৈন্যদের নিয়ে রাতে পথ চলে। লোকটা বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য সাহসী ও বীর যোদ্ধা। আবদুল মালিক তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য দামেশ্‌কের ফটক পর্যন্ত গমন করেন। বর্ণনাকারী

বলেন ঃ সেমতে মাসলামা দশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাত্তাল-এর নিকট গমন করেন। এই দশ হাজার সৈন্য রোমানদের বিপক্ষে ঢালরূপে অবস্থান গ্রহণ করবে, যাতে রোমানরা মুসলিম বাহিনী পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে।

মুহাম্মদ ইব্ন আইয দামেশ্কী ওয়ালীদ ইব্ন মাসলামা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ মারওয়ান যিনি আনতাকিয়ার একজন প্রবীণ ব্যক্তি—বলেছেন ঃ আমি বাত্তাল-এর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম। তিনি রোম রাজ্যটাকে পিষে ফেলেছিলেন।

বাত্তাল বলেন ঃ বনূ উমায়্যার কোন এক শাসক আমাকে আমার যুদ্ধ জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমি বললাম ঃ এক রাতে আমি অভিযানে বের হই। এক সময়ে আমরা একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছি। আমি আমার সঙ্গীদেরকে বলি ঃ তোমরা তোমাদের ঘোড়াগুলোর লাগাম ঢিলা করে দাও আর এলাকা ও এলাকাবাসীর উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত কারো প্রতি হত্যা কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে হাত বাড়াবে না। তারা তাই করে এবং এলাকার অলি-গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। আমি আমার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে একটি ঘরে গিয়ে উপনীত হই। ঘরটিতে বাতি জ্বলছিল এবং এক মহিলা এই বলে তার ছেলের কান্না থামাচ্ছিল যে, চুপ কর, নইলে আমি তোমাকে বাত্তালকে দিয়ে দিব। বাত্তাল তোমাকে নিয়ে নেবেন। এক পর্যায়ে মহিলা ছেলেটিকে খাট থেকে ফেলে নীচে নামিয়ে দিয়ে বলে ঃ বাত্তাল! একে নিয়ে যাও। বাত্তাল বলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি ছেলেটিকে তুলে নিলাম।

বাত্তাল হতে যথাক্রমে আবূ মারওয়ান আল আনতাকী ও ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন আইয বর্ণনা করেন যে, বাত্তাল বলেন ঃ একদা আমি একাকী হাঁটছিলাম। আমার সঙ্গে আমার সৈন্য ছিল না। আমার পিঠে একটি থলে ঝুলছিল, যাতে কিছু যব ছিল। সঙ্গে একটি রুমালও ছিল, যাতে রুটি আর ভুনা গোশ্ত ছিল। আমি এই ভেবে হাঁটছিলাম, যদি কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো কিংবা কোন সংবাদ পেতাম! হাঁটতে হাঁটতে আমি একটি বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম যাতে ভাল ভাল সব্জি বিদ্যমান। আমি নেমে রুটি-গোশ্ত দ্বারা সব্জি খেলাম। কিছু পেস্তা-আপেলও খেলাম। তাতে আমার বেজায় দাস্ত শুরু হয়ে গেল। আমার ভয় হতে লাগল, অধিক দাস্তের ফলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি কিনা। ফলে আমি ঘোড়ায় চড়ে বসলাম এবং আমার সমানে দাস্ত চলছে। ভয় হলো, দুর্বলতার কারণে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই কিনা! আমি ঘোড়ার লাগাম ধরে উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘোড়া আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, আমি জানি না। সমতল ভূমিতে ঘোড়ার পায়ের শব্দ ছাড়া আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। এক সময়ে মাথা তুলে আমি একটি মঠ দেখতে পেলাম। মঠ থেকে কয়েকজন সুন্দরী মহিলা বেরিয়ে আসে। তাদের একজন অন্যদেরকে তার ভাষায় বলে ঃ লোকটাকে নামিয়ে নিয়ে আস। তারা আমাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে আমার কাপড়-চোপড়, ঘোড়ার যীন ও ঘোড়া ধুয়ে দেয় এবং আমাকে একটি খাটের উপর শুইয়ে দেয়। তারা আমার জন্য পানাহারের ব্যবস্থা করে। আমি একটানা একদিন একরাত অবস্থান করলাম। তারপর আরো তিনদিন অবস্থান করলাম। একদিনে আমার অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এল। এমন সময় এক রোমক সেনাপতি এসে হাযির। লোকটি এই মহিলাকে বিয়ে করতে আগ্রহী। আমি যে ঘরে অবস্থান করছিলাম, আমার ঘোড়াটা তার দরযার সঙ্গে বাঁধা ছিল। আমি রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম। এমন সময় তাদের আরেক বড় নেতা এসে উপস্থিত। তিনিও মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে এসেছেন। তাকে কে একজন বলে দিল, এই ঘরে একজন

লোক আছে এবং তার একটি ঘোড়া আছে। শোনামাত্র তারা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মহিলা তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখে এবং বলে যদি তার দরযা খুলে দেওয়া হয়, তাহলে আমি তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারব না। মহিলা আমার উপর আক্রমণ প্রতিহত করে ফেলে। বড় নেতা শেষ রাত পর্যন্ত তাদের যিয়াফতে অবস্থান করেন। তারপর তিনি নিজ ঘোড়ায় আরোহণ করেন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁর সঙ্গে আরোহণ করে এবং তিনি চলে যান।

বাত্তাল বলেন ঃ আমি তাদের পিছনে পিছনে রওয়ানা হলাম। তারা আমার উপর পুনরায় আক্রমণ করে বসে কিনা এই ভয়ে মহিলা আমাকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু আমি বিরত হলাম না। চলতে চলতে আমি তাদের ধরে ফেললাম। এক পর্যায়ে আমি তার উপর আক্রমণ করে বসলাম। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে ফেলে কেটে পড়ল। তিনিও পালাবার চেষ্টা করলেন। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং হত্যা করে তাঁর সম্পদ ছিনিয়ে নিলাম এবং মাথাটা কেটে ঘোড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়ে মঠের দিকে ফিরে গেলাম। মহিলারা বেরিয়ে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেল। আমি তাদেরকে বললাম ঃ আপনারা আরোহণ করুন। সেখানে যেসব বাহন ছিল, তারা সেগুলোতে আরোহণ করে। আমি তাদেরকে সেনাপতির নিকট নিয়ে গেলাম এবং মহিলাগুলোকে তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ এদের যাকে তোমার পসন্দ হয় নিয়ে নাও। আমি সেই সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে নিলাম। সে-ই এখন আমার সন্তানদের মা। তার পিতা বড় মাপের একজন নেতা ছিলেন। পরে বাত্তাল তার পিতার সঙ্গে পত্র ও হাদিয়া বিনিময় করতেন।

বর্ণিত আছে, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান যখন বাত্তালকে মাসীসার গভর্নর নিযুক্ত করেন, তখন তিনি রোমের উদ্দেশ্যে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা কী করল, কী হলো, তা তিনি জানতে পারলেন না। ফলে তিনি একাকী ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হন এবং আমূরিয়া এসে পৌঁছান। তিনি রাতের বেলা আমূরিয়ার দরযায় করাঘাত করলেন। দ্বাররক্ষী বলে ঃ কে ? বাত্তাল বলেন ঃ আমি বলি ঃ আমি বাদশাহর জল্লাদ এবং বিতরীক (রোমানদের নেতা) -এর নিকট বাদশাহর দূত হয়ে এসেছি। দ্বাররক্ষী দরযা খুলে পথ দেখিয়ে আমাকে বিতরীক-এর নিকট নিয়ে গেল। আমি যখন তার নিকট প্রবেশ করি, তখন তিনি পালংকে উপবিষ্ট। আমি তার সঙ্গে তার পার্শ্বে পালংকে উপবেশন করলাম। তারপর বলি ঃ আমি আপনার নিকট একখানা পত্র নিয়ে এসেছি। আপনি এদেরকে চলে যেতে বলুন। বিতরীক তার লোকদেরকে চলে যেতে আদেশ করলেন। তারা চলে গেল। বাত্তাল বলেন ঃ তারপর তিনি উঠে গির্জার দরযাটি বন্ধ করে দিলেন। এখন ঘরে তিনি আর আমি। তারপর গিয়ে তিনি নিজের স্থানে বসলেন। এই সুযোগে আমি আমার তরবারিটা কোষমুক্ত করে তার ভোতা অংশ দ্বারা তার মাথায় আঘাত করলাম এবং বলি ঃ আমি বাত্তাল। সত্য সত্য বল, আমি যে বাহিনীটি তোমার দেশে প্রেরণ করেছিলাম, তারা কোথায় ? মিথ্যা বললে এই মুহূর্তে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। ফলে তিনি আমাকে তাদের সন্ধান দিলেন এবং বললেন ঃ তারা আমার দেশে আছে এবং লুটতরাজ করে ফিরছে। এই যে একটি পত্র, এটি-ই প্রমাণ করছে, তারা অমুক অমুক উপত্যকায় অবস্থান করছে। আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাকে সত্য বলেছি। আমি বললাম ঃ আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিন। তিনি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করলেন। আমি বললাম ঃ আমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করুন।

তিনি তার সঙ্গীদেরকে নির্দেশ দিলেন। তারা খাবার এনে আমার সম্মুখে রাখল। আমি খাবার খেয়ে ফিরে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। তিনি তার সঙ্গীদের বললেন ঃ তোমরা বাদশাহর দূতের সম্মুখ থেকে সরে যাও। তারা দ্রুততার সাথে আমার সম্মুখ থেকে সরে গেল। তিনি যে উপত্যকার কথা বললেন ঃ আমি সেখানে চলে গেলাম। দেখলাম, সত্যিই আমার সঙ্গীরা সেখানে রয়েছে। আমি তাদেরকে নিয়ে মাসীসায় ফিরে এলাম। এ আমার জীবনের এক অভিনব ঘটনা।

ওয়ালীদ বলেন ঃ আমাদের জনৈক শায়খ আমাকে বলেন যে, তিনি বাত্তালকে হজ্জ করে ফিরে আসতে দেখেছেন। বলা বাহুল্য যে, বাত্তাল জিহাদে ব্যস্ত থাকার কারণে হজ্জ করতে পারেননি। আর তিনি সব সময় মহান আল্লাহ্র নিকট হজ্জ সম্পাদনের পর শাহাদাতের দু'আ করতেন। তিনি যে বছর শাহাদাত লাভ করেন, সে বছর ব্যতীত হজ্জ করার সুযোগ পাননি। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। আর তাঁর শাহাদাতের কারণ এই ছিল যে, রোমান রাজার এক চাটুকার এক লাখ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে কুস্তুন্তীনিয়া থেকে রওয়ানা হয়। ফলে বিতরীক বাত্তাল যার কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, বাত্তালকে বিষয়টা অবহিত করে। বাত্তাল অবহিত করে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিকে। তখন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন মালিক ইব্ন শাবীব। সংবাদ দিয়ে বাত্তাল তাকে বলেন ঃ আমি মনে করি, হাররান নগরীতে দুর্গবদ্ধ হয়ে থাকা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। আমরা সেখানে অবস্থান নিয়ে ইসলামী বাহিনী নিয়ে সুলায়মান ইব্ন হিশাম-এর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করব। কিন্তু সেনাপতি মালিক ইব্ন শাবীব এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে শত্রুবাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উভয় পক্ষ ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বীর শত্রু সেনারা বাত্তাল-এর সম্মুখে চক্কর কাটতে শুরু করে। কিন্তু রোমান সৈন্যদের একজনও ভয়ে তাঁর নাম ধরে হাঁক দেওয়ার সাহস পেল না। এক পর্যায়ে তাদের একজন তাকে ভুল নামে ডাক দিল। রোমক সৈন্যরা ডাক শুনে একযোগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা তাকে বর্শার আঘাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে এনে মাটিতে ফেলে দেয়। তিনি দেখতে পান মানুষ খুন হচ্ছে আর বন্দী হচ্ছে। ইতোমধ্যে সেনাপতি মালিক ইব্ন শাবীব নিহত হয়েছেন। মুসলমানরা পরাজিত হয়ে সেই বিধ্বস্ত শহরে ফিরে গিয়ে দুর্গবদ্ধ হয়ে পড়ে।

পরদিন ভোরবেলা শত্রু পক্ষের সেনাপতি রণাঙ্গনে এসে দেখতে পায় বাত্তাল শেষ অবস্থায় পতিত হয়েছে। সে তাকে বলে ঃ আবূ ইয়াহ্য়া! এ তোমার কী দশা ? বাত্তাল বলে ঃ বীর যোদ্ধারা এভাবেই নিহত হয়ে থাকে। তাঁর চিকিৎসার জন্য সেনাপতি ডাক্তার তলব করেন। ডাক্তারগণ জানালেন, তার ক্ষত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তাই সেনাপতি বলেন ঃ তোমার কি কোন চাহিদা আছে হে আবূ ইয়াহ্ইয়া! বাত্তাল বলেন ঃ হ্যাঁ, আছে। তোমার সঙ্গে যে মুসলমানরা আছে তারা যেন আমার গোসল, জানাযা ও দাফনের ব্যবস্থা করে। বাদশাহ তাই করেন এবং সেই সূত্রে বন্দীদের মুক্ত করে দেন। রোমক সেনাপতি দুর্গে আশ্রয় নেওয়া মুসলমানদের নিকট গিয়ে তাদেরকে অবরোধ করে। মুসলমানরা মহাসংকটে পড়ে। ঠিক এমন সময়ে শীত এসে পড়ে। এসে পড়লেন ইসলামী ফৌজসহ সুলায়মান ইব্ন হিশাম। রোমান সেনাপতি তার অপদার্থ সৈন্যদের নিয়ে পালিয়ে নিজ শহরে ফিরে গেল। মহান আল্লাহ্ তার অকল্যাণ করুন। সে কুস্তুন্তীনয়া প্রবেশ করে দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

খালীফা ইব্ন খাইয়াত বলেন ঃ বাত্তাল-এর হত্যাকাণ্ড একশত একুশ হিজরীতে রোমের মাটিতে সংঘটিত হয়েছিল। ইব্ন জারীর বলেন ঃ একশত বাইশ হিজরীতে। ইব্ন হাস্‌সান আয যিয়াদী বলেন ঃ বাত্তাল একশত তের হিজরীতে নিহত হন। অপর দু'-একজনও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো, বাত্তাল এবং আমীর আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্ন বখ্‌ত একশত তের হিজরীতে নিহত হয়েছেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। তবে ইব্ন জারীর তার মৃত্যু তারিখ এই বছর-ই উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এ হলো বাত্তাল-এর জীবন চরিতে ইব্ন আসাকির বর্ণিত আলোচনার সার সংক্ষেপ। এর বাইরে বাত্তাল-এর বরাতে দালহামা, বাত্তাল, আমীর আবদুল ওয়াহ্‌হাব ও কাযী উক্‌বার জীবন-চরিতে যেসব বর্ণনা রয়েছে, সব মিথ্যা ও মনগড়া বক্তব্য, অজ্ঞতা ও নির্জলা প্রলাপ। নির্বোধ কিংবা নিরেট মূর্খ ব্যতীত অন্য লোকের কাছে এসব তথ্য বিকায় না। যেমনটি আনতারা আল-আবাসীর অসত্য জীবন-চরিত এবং বিক্‌রী ও দানাফ প্রমুখের অসত্য জীবনে লোকমুখে চালু রয়েছে। বিক্‌রীর জীবন-চরিতে মনগড়া মিথ্যাচার তো অপরাধের দিক থেকে অন্যদের তুলনায় গুরুতর। কেননা, যে লোক সেসব কাহিনী গড়েছে, সে 'যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করবে, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা ঠিক করে নিক' প্রিয় নবী (সা)-এর এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত। এ বছর আরো যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুমুখে পতিত হন ঃ

ইয়াস আয-যাকী

নাম ইয়াস ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন মুররা ইব্ন ইয়াস ইব্ন হিলাল ইব্ন রুবাব ইব্ন উবায়দ ইব্ন দুরায়দ ইব্ন আওস ইব্ন সাওয়াহ্ ইব্ন আমর ইব্ন সারিয়া ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন যুবয়ান ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন আওস ইব্ন উছমান ইব্ন আমর ইব্ন আদ্ ইব্ন তাবিখা ইব্ন ইলয়াস ইব্ন মুযার ইব্ন নায্‌যার ইব্ন মা'দ ইব্ন আদনান।

খালীফা ইব্ন খায়্যাত তাঁর এই বংশধারা-ই উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর বংশধারায় ভিন্ন অভিমতও রয়েছে। তিনি বসরার কাযী আবূ ওয়াছিলা আল-মুযানীর পিতা তাবে'ঈ। তাঁর দাদা সাহাবী ছিলেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন। তিনি যথাক্রমে পিতা ও দাদা সূত্রে লজ্জা বিষয়ে মারফু' সূত্রে আনাস, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব, নাফি' ও আবূ মুজলিয থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হামাদান, শু'বা ও আসমাঈ প্রমুখ। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ ইয়ায আয-যাকী অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, আজালী, ইব্ন মুঈন ও নাসাঈ বলেন ঃ ইয়াস আয-যাকী নির্ভরযোগ্য। ইব্ন সা'দ বলেন ঃ ইয়াস আয-যাকী নির্ভরযোগ্য জ্ঞানী ও কুশলী ছিলেন। আজালী আরো বাড়িয়ে বলেছেন ঃ তিনি ফকীহ ও সচ্চরিত্রবান ছিলেন। তিনি আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর শাসনামলে দামেশ্‌ক আগমন করেছিলেন। তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীয-এর নিকটও গমন করেছিলেন। আদী ইব্ন আরতাত যখন তাকে বসরার বিচারকের পদ হতে অব্যাহতি প্রদান করেন, তখনও দ্বিতীয়বারের মত তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীয-এর নিকট গমন করেন।

আবূ উবায়দা প্রমুখ বলেন ঃ ইয়াস ও এক বৃদ্ধ ব্যক্তি দামেশকে আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর বিচারকের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। ইয়াস তখন সবে মাত্র যুবক। বিচারক

তাকে বলেন ঃ উনি বৃদ্ধ আর তুমি যুবক। অতএব, তুমি তার সমানতালে কথা বলবে না। ইয়াস বলেন, তিনি যদি বড় হয়ে থাকেন, তো সত্য তাঁর চেয়েও বড়। বিচারক বলেন ঃ চুপ কর। ইয়াস বলেন ঃ আমি যদি চুপ থাকি, তাহলে কে আমার পক্ষে কথা বলবে ? বিচারক বলেন ঃ এখান থেকে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি আমার এজলাসে সত্য কথা বলবে, আমি তা মনে করি না। ইয়াস বলেন ঃ আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। অন্যরা আরো বৃদ্ধি করেন যে, তারপর বিচারক বলেন ঃ আমার ধারণা, তুমি তার প্রতি যুলুম করেছ। উত্তরে ইয়াস বলেন ঃ আমি বিচারকের ধারণার উপর ঘর থেকে বের হইনি। অগত্যা বিচারক উঠে আবদুল মালিক-এর নিকট গিয়ে তাঁকে ঘটনাটা অবহিত করেন। শুনে আবদুল মালিক বলেন ঃ তার প্রয়োজন পূরণ করে এক্ষুণি তাকে দামেশ্‌ক থেকে তাড়িয়ে দাও, যেন সে জনমনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে না পারে।

কেউ কেউ বলেন ঃ আদী ইব্‌ন আরতাত যখন তাঁকে বসরার বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয-এর নিকট ছুটে যান। কিন্তু গিয়ে দেখতে পান, তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তিনি দামেশ্‌কের মসজিদে মাহফিলে বসতে শুরু করেন। একদিন বনূ উমায়্যার এক ব্যক্তি কথা বলল। ইয়াস তার প্রতিবাদ করলেন। উমারব তার উপর ক্ষুব্ধ হলো। ইয়াস উঠে চলে গেলেন। কেউ উমাবীকে বলল ঃ ইনি ইয়াস ইব্‌ন মুআবিয়া আল-মুযানী। পরদিন ইয়াস আগমন করলে উমাবী তাঁর কাছে ওযরখাহী করল এবং বলল ঃ আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। আপনি আমাদের মজলিসে এসে বসেছেন সাধারণ পোশাকে, অথচ কথা বলেন সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায়। ফলে আমরা বিষয়টা মেনে নিতে পারিনি।

ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান যথাক্রমে নাঈম ইব্‌ন হাম্মাদ ও জামরা সূত্রে আবূ শাওযাব হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ শাওযাব বলেন ঃ বলা হতো যে, প্রতি একশত বছরে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী একজন মানুষ জন্মলাভ করে থাকে। সে যুগের মানুষ মনে করত, ইয়াস ইব্‌ন মুআবিয়া তাদের একজন।

আজালী বলেন ঃ একদিন তিনজন মহিলা ইয়াস-এর নিকট গমন করেন। তাদেরকে দেখেই তিনি বলেন ঃ তাদের একজন দুগ্ধদায়িনী। একজন কুমারী। অপরজন বিবাহিতা। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কিভাবে তা জানেন ? তিনি বলেন ঃ দুগ্ধদায়িনী যখন বসল, নিজ হাত দ্বারা স্তন যুগল চেপে ধরে বসল। কুমারী যখন প্রবেশ করে, তখন কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি। আর বিবাহিতা মহিলা যখন প্রবেশ করে, তখন এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে ও চোখ মারে।

হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা থেকে আহনাফ ইব্‌ন হাকীম সূত্রে ইউনুস ইব্‌ন সা'লাব বর্ণনা করেন যে, হাম্মাদ বলেন ঃ আমি ইয়াস ইব্‌ন মুআবিয়াকে বলতে শুনেছি ঃ আমি যে রাতে জন্মলাভ করেছি সে রাতের কথা আমার মনে আছে। আমার মা আমার মাথায় একটি পাতিল রেখেছিলেন।

মাদাইনী বলেন ঃ ইয়াস ইব্‌ন মুআবিয়া তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি যখন আপনার গর্ভে, তখন আমি প্রচণ্ড একটা শব্দ শুনেছিলাম। ওটা কিসের শব্দ ছিল ? মা বললেন ঃ একটি তামার তশতরী উপর থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিল। আমি ভয় পেয়েছিলাম। তাতেই সে সময়ে আমি তোমাকে প্রসব করি।

আবূ বকর আল-খারাইতী বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন শায়বা আন্‌নমায়রী বলেছেন ঃ আমি শুনেছি যে, ইয়াস বলেছেন ঃ সেই মিথ্যা কখন আমাকে আনন্দ দান করে না, যা আমার পিতা মুআবিয়া জেনে ফেলেন।

তিনি আরো বলেন ঃ আমি কাদ্‌রিয়া ব্যতীত অপর কোন প্রবৃত্তি পূজারীর সঙ্গে পূর্ণ জ্ঞান ব্যয় করে বিবাদ করিনি। আমি কাদ্‌রিয়াদেরকে জিজ্ঞাসা করি, বল যুলুম কাকে বলে ? তারা বলেঃ বস্তুটা যার নয়, সে তা নিয়ে নেওয়া। আমি বলি ঃ তাহলে সব জিনিসই তো আল্লাহ্‌র।

কেউ কেউ বলেন ঃ ইয়াস বলেন ঃ শিশুকালে আমি তখন মকতবের ছাত্র। একদিন খ্রিস্টান ছেলেরা মুসলমানদের নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। তারা বলছিল, মুসলমানদের বিশ্বাস হলো। জান্নাতীদের খাবারের কোন বর্জ্য থাকবে না। আমি ফকীহ্‌কে তিনি খৃস্টান ছিলেন– বলি ঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে, খাদ্যের কিছু অংশ শরীরে পুষ্টি যোগায় ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি বলি ঃ তাহলে মহান আল্লাহ্ জান্নাতীদের খাদ্যের সবটুকুকে তাদের দেহের পুষ্টি বানাবেন, সে কথা স্বীকার করতে অসুবিধা কোথায় ? শুনে তার শিক্ষক বলেন ঃ তুমি শয়তান বৈ নও।

ইয়াস এ কথাটা শৈশবকালে নিজ বুদ্ধি থেকে বলেছেন। অথচ, এ প্রসঙ্গে সহীহ্ হাদীসও বর্ণিত আছে, যা পরে ইনশাআল্লাহ্ জান্নাতীদের আলোচনায় উল্লেখ করা হবে যে, জান্নাতীদের খাবার ঢেঁকুর ও মেশকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত ঘামে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে পরক্ষণেই দেখা যাবে যে, পেট হালকা ও শূন্য হয়ে গেছে।

সুফিয়ান বলেন ঃ ইয়াস যখন ওয়াসিতে আগমন করেন, তখন ইব্ন শিব্‌রিমা পরিকল্পিত কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করে। এসে ইব্ন শিবরিমা তাঁকে বলে ঃ অনুমতি হলে আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব। ইয়াস বললেন ঃ জিজ্ঞাসা করুন। তবে আপনার অনুমতি প্রার্থনা-ই সন্দেহজনক। ইব্ন শিবরিমা তাঁকে সত্তরটি প্রশ্ন করেন। তিনি সব ক'টি প্রশ্নের উত্তর দেন। চারটি ব্যতীত অন্য কোন মাসআলায় তারা দ্বিমত করেননি। এই চারটি প্রশ্ন ইয়াস তাঁর উপর-ই ছেড়ে দেন। পরে বলেন ঃ আপনি কি কুরআন পাঠ করেন ? সে বলল ঃ হ্যাঁ। ইয়াস বললেন ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। ৪ ঃ ৩) এই আয়াত কি মুখস্থ আছে ? সে বলল ঃ হ্যাঁ। ইয়াস বললেন ঃ তার আগের ও পরের আয়াত ? সে বলে হ্যাঁ। ইয়াস বলেন ঃ এই আয়াত কি শিবরিমার গোষ্ঠীর জন্য কোন অভিমত অবশিষ্ট রেখেছে ?

ইয়াহ্‌য়া ইব্ন মুঈন সূত্রে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন আমির ইব্ন উমর ইব্ন আলী বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি ইয়াস ইব্ন মু'আবিয়াকে বলে ঃ হে আবূ ওয়াছিলা ! মানুষ কতদিন পর্যন্ত টিকে থাকবে ? কতদিন পর্যন্ত মানুষ জন্মলাভ ও মৃত্যুগ্রহণ করতে থাকবে ? ইয়াস তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেন ঃ তোমরা প্রশ্নটার উত্তর দাও। কিন্তু তাদের কারুর-ই নিকট এ প্রশ্নের জওয়াব ছিল না। অগত্যা ইয়াস বলেন ঃ দুটি প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত। জান্নাতীদের প্রস্তুতি ও জাহান্নামীদের প্রস্তুতি।

কেউ কেউ বলেন ঃ ইয়াস ইব্ন মুআবিয়া ভাড়া করা বাহনে চড়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে সিরিয়া থেকে গমন করেন। ফেরার সময় গায়লান আল-কাদরীও তাঁর সফরসঙ্গী হন। কিন্তু তাদের

কারো সঙ্গে কারো পরিচয় নেই। এভাবে তিন দিন কেটে যায়, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছেন না। তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা পরস্পর কথা বলেন এবং পরিচিত হলেন। তারা তাকদীর বিষয়ে উভয়ের মাঝে দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও এই বিষয়ে বিস্মিত হলেন। ইয়াস গায়লানকে বলেন ঃ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, বলবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনো পথ পেতাম না (৭ ঃ ৪৩)।

পক্ষান্তরে জাহান্নামীরা বলবে—

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا

হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদের পেয়ে বসেছিল (২৩ ঃ ১০৬)।

ফেরেশতারা বলবে—

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا

আপনি মহান পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনই জ্ঞান নাই। (২ ঃ ৩২)

তারপর তিনি তাকে আরবের কতিপয় কবিতা এবং অনারবের কিছু উপমা বলে শোনান যাতে তাকদীরের প্রমাণ বিদ্যমান।

তারপর আরো একবার ইয়াস ও গায়লান একত্র হয়েছেন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয-এর নিকট। সে সময় উভয়ের মাঝে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াস গায়লানকে পরাজিত করেন এবং তাকে নিরুত্তর করে দিতে থাকেন। অগত্যা গায়লান নিজের অক্ষমতা স্বীকার করেন ও তাওবার কথা প্রকাশ করেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাকে বদ দু'আ করেন যদি তিনি মিথ্যাবাদী হন। মহান আল্লাহ্ তার দু'আ কবূল করেন। ফলে এক সময় উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয সুযোগ পেয়ে গায়লানকে হত্যা করে শূমিতে চড়ান। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

ইয়াস বলেছেন, কাজের চেয়ে কথা বেশী বলা অপেক্ষা কথার চেয়ে কাজ বেশী করা উত্তম।

সুফিয়ান ইব্‌ন হুসায়ন বলেন, আমি একদিন ইয়াস ইব্‌ন মুআবিআর নিকট এক ব্যক্তির সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করি। শুনে তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেন, তুমি কি রোমে যুদ্ধ করেছ? আমি বলি, না। তিনি বলেন, সিন্ধু, হিন্দুস্তান, তুরস্ক? আমি বলি, না। তিনি বলেন, রোম, সিন্ধু, হিন্দুস্তান, তুরস্ক তোমা হতে নিরাপদ থাকল, কিন্তু তোমার একজন মুসলিম ভাই নিরাপদ থাকল না?

সুফিয়ান ইব্‌ন হুসায়ন বলেন, তারপর আর কখনো আমি কারো সম্পর্কে মন্দ কথা বলিনি। আসমাঈ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, আমি একদিন ইয়াস ইব্‌ন মু'আবিয়াকে ছাবিত আল-বুনানীর ঘরে দেখতে পেলাম। তাঁর গায়ের রং লাল, হাত লম্বা, পোশাক মোটা এবং মাথায় রঙিন পাগড়ী। তিনি অনর্গল কথা বলছিলেন। তার সঙ্গে কথা বলে কেউ পেরে উঠছিল না। উপস্থিত লোকদের একজন তাঁকে বলে, আপনার মধ্যে একটি দোষ ব্যতীত আর কোন দোষ নেই। তা হলো, আপনি কথা বেশী বলেন। জওয়াবে তিনি বলেন, আমি কি কথা

সত্যের বলি, নাকি মিথ্যার ? লোকটি বলে, তা সত্যের বলেন। তিনি বলেন, সত্য কথা বেশী বলাই ভাল। এক ব্যক্তি মোটা পোশাকের জন্য তাঁকে তিরস্কার করলে তিনি বলেন, আমি পোশাক পরিধান এই জন্য করি যে, পোশাক আমার সেবা করবে। এই জন্য নয় যে, আমি পোশাকের সেবা করব।

আসম'ঈ বলেন, ইয়াস ইব্ন মু'আবিয়া বলেছেন, মানুষের সর্বোত্তম চরিত্র হলো সত্য কথন। যে ব্যক্তি সত্যের ফযীলত হারিয়ে ফেলল, সে তার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বভাব হতেই বঞ্চিত হলো।

জনৈক ব্যক্তি বলেন, এক ব্যক্তি ইয়াস ইব্ন মুআবিয়াকে নাবীয (আঙ্গুর কিংবা খেজুর রসের তৈরী নেশাকর পানীয়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, নাবীয হারাম। লোকটি বলে, পানির ব্যাপারে আপনার মতামত কী ? তিনি বলেন, হালাল। লোকটি বলে, আর রুটির টুকরা ? তিনি বলেন, হালাল। লোকটি জিজ্ঞাসা করেন, খেজুর ? তিনি বলেন, হালাল। লোকটি বলে, কিন্তু দুটি যখন একত্রিত হয়, তখন হারাম হয় কেন ? ইয়াস বললেন, আমি যদি এই এক মুষ্টি মাটি তোমার গায়ে নিক্ষেপ কর, তুমি কি ব্যথা পাবে ? লোকটি বলল, না। ইয়াস বললেন, এই এক মুষ্টি খড় ? বলল, না, ব্যাথা পাব না। ইয়াস বললেন, এক কোষ, পানি? বলল, না, একটুও ব্যথা পাব না। ইয়াস বললেন, কিন্তু আমি যদি এই উপাদানগুলো একত্রিত করে রেখে দেই। ফলে তা পাথরে পরিণত হয়ে যায় এবং তারপর তোমার গায়ে ছুঁড়ে মারি, তখন কি তুমি ব্যথা পাবে ? লোকটি বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ্র শপথ! আমাকে মেরে ফেলবে। ইয়াস বললেন, তদ্রূপ উক্ত হালাল উপাদানগুলোও যখন একত্রিত হয়, তখন হারাম হয়ে যায়।

মাদাইনী বলেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয আদী ইব্ন আরতাতকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন যে, তুমি ইয়াস ও কাসিম ইব্ন রবীআকে একত্রিত করে যাচাই করে দেখবে, কে বড় ফকীহ। তাকে তুমি বিচারকের দায়িত্ব প্রদান করবে। আদী ইব্ন আরতাত তাই করলেন। ইয়াস বিচারকের পদ গ্রহণ করবেন না বিধায় বললেন, আপনি বসরার দুই ফকীহ হাসান ও ইব্ন সীরীনকে জিজ্ঞাসা করুন। ইয়াস এই দুই ফকীহর নিকট যাওয়া-আসা করতেন না। ফলে কাসিম বুঝে ফেললেন, আদী ইব্ন আরতাত যদি এ ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তারা তাঁর পক্ষে মত দিবেন। কারণ, তিনি তাদের নিকট যাওয়া-আসা করতেন। তাই কাসিম আদীকে বললেন, সেই আল্লাহ্র শপথ, যিনি ব্যতীত ইলাহ নেই! ইয়াস আমার চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন, আমার চেয়ে বড় ফকীহ এবং বিচার কার্যে আমা অপেক্ষা অভিজ্ঞ। কাজেই আমি যদি সত্য বলে থাকি, তা হলে আপনি তাঁকেই বিচারক নিযুক্ত করুন। আর যদি আমি মিথ্যুক হই, তাহলে একজন মিথ্যাবাদীকে বিচারকের আসনে আসীন করা উচিত হবে না। শুনে ইয়াস বললেন ঃ এই লোকটি জাহান্নামের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু একটি মিথ্যা কসম দ্বারা সেখান থেকে উদ্ধার পেয়েছে। এখন তিনি মহান আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নিলেই চলবে। এবার আদী বললেন ঃ আপনি যখন এতটুকুই বুঝে ফেলেছেন তো আমি আপনাকেই বিচারক নিযুক্ত করলাম।

ইয়াস এক বছর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। এই এক বছর তিনি মানুষের মাঝে আপোস-মীমাংসা করেছেন এবং যখন তার সম্মুখে সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে, সে অনুযায়ী রায় প্রদান করেছেন। তারপর তিনি দামেশ্কে উমর ইব্ন আবদুল আযীয-এর নিকট পালিয়ে গিয়ে

বিচারকের পদ থেকে ইস্তিফা প্রদান করেন। ফলে 'আদী হাসান বসরীকে বিচারক নিযুক্ত করেন।

ইতিহাসবিদগণ বলেন ঃ ইয়াস বসরার বিচারক নিযুক্ত হওয়ায় আলিমগণ আনন্দিত হয়েছিলেন। এমনকি আয়্যুব বললেন ঃ বসরাবাসী একজন যোগ্য বিচারক লাভ করল। হাসান ও ইব্ন সীরীন এসে ইয়াসকে সালাম করলেন। কিন্তু ইয়াস কেঁদে ফেললেন এবং নবী পাক (সা)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করলেন। হাদীস হলো–

اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ قَاضِيَانِ فِى النَّارِ وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ

অর্থাৎ বিচারক তিন প্রকার। দুই প্রকার জাহান্নামে যাবে। এক প্রকার যাবে জান্নাতে।

জবাবে হাসান বললেন–

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ... وَكُلاًّ اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا -

অর্থাৎ এবং স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ। আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার।

এবং আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। (২১ ঃ ৭৮, ৭৯)

ইতিহাসবিদগণ বলেন ঃ তারপর ইয়াস মসজিদে উপবেশন করেন। মানুষ বিচারের জন্য তার নিকটে এসে সমবেত হয়। সে বৈঠকে তিনি সত্তরটি বিচারকার্য সমাধান করে তবে বের হন। ফলে মানুষ তাকে কাযী শুরায়হ-এর সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করে।

বর্ণিত আছে, ইয়াস ইব্ন মু'আবিয়ার নিকট কোন বিষয় জটিল মনে হলে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনকে জিজ্ঞাসা করে তিনি তার সমাধান জেনে নিতেন।

ইয়াস বলেন ঃ আমি মানুষের সঙ্গে অর্ধেক জ্ঞান দ্বারা কথা বলি। কিন্তু যখন দু'জন মানুষ আমার নিকট মামলা নিয়ে আসে, তখন তাদের জন্য আমি আমার পূর্ণ জ্ঞানকে একত্র করে ফেলি।

এক ব্যক্তি তাকে বলল ঃ আপনি তো নিজ সিদ্ধান্তের প্রতি বেশ আস্থাশীল! তিনি বললেনঃ এমনটা না হলে তো বিচার করা যায় না।

অপর এক ব্যক্তি তাকে বলল ঃ আপনার তিনটি স্বভাব আছে, সেগুলো আমার পসন্দ নয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সেগুলো কী? লোকটি বলল ঃ আপনি বুঝবার আগেই রায় ঘোষণা করেন। যে কারো সঙ্গে উঠাবসা করেন না। এবং মোটা কাপড় পরিধান করেন। তিনি বললেনঃ এই তিনটির কোন্‌টি তোমার নিকট বেশী অপসন্দনীয় ? তিনটি-ই, নাকি দুটি ? সে বলল ঃ তিনটিই। ইয়াস বললেন ঃ আমি একটি বিষয় যত দ্রুত বুঝি, তত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। লোকটি বলল ? যদি কেউ তা বুঝতে ভুল করে ? ইয়াস বললেন ঃ আমি সেদিকে লক্ষ্য রেখেই রায় ঘোষণা করি। আর আমি যে কারো সঙ্গে উঠাবসা এই জন্য করি না যে, যারা আমার মর্যাদা বুঝে না, তাদের সঙ্গে উঠাবসা করা অপেক্ষা আমি সেই লোকদের সঙ্গে উঠাবসা করা

বেশী পসন্দ করি, যারা আমার মর্যাদা জানে। আর আমার মোটা কাপড় পরিধান করার তাৎপর্য হলো, আমি সেই পোশাক-ই পরিধান করি, যা আমাকে সুরক্ষা করে– সেই পোশাক নয়, যাকে আমার সুরক্ষা করতে হবে।

ইতিহাসবিদগণ বলেন ঃ দুই ব্যক্তি ইয়াস ইব্ন মুআবিয়ার নিকট মোকাদ্দমা নিয়ে আসে। একজনের দাবী হলো, সে অপর ব্যক্তির নিকট কিছু সম্পদ আমানত রেখেছিল। কিন্তু এখন সে তা অস্বীকার করছে। ইয়াস যে ব্যক্তি আমানত রেখেছে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি তার কাছে মালটা কোন্ জায়গায় আমানত রেখেছিলে ? বলল ঃ এক বাগানের একটি গাছের নিকট দাঁড়িয়ে। ইয়াস বললেন ঃ যাও, সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক; হয়ত তাতে তোমার স্মরণ এসে যেতে পারে। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইয়াস তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি কি সেখানে গিয়ে গাছটির একটি পাতা আনতে পারবে ? লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ, পারব। ইয়াস বললেন ঃ তাহলে যাও। অপর ব্যক্তি বসে রইল। ইয়াস অন্য লোকদের বিচার-ফায়সালা করছেন আর তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। কিছুক্ষণ পর তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার বাদী কি এতক্ষণে জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেছে ? সে বলল ঃ না, এখনো পৌঁছেনি। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। এবার ইয়াস তাকে বললেন ঃ উঠ, হে আল্লাহ্র দুশমন! তার পাওনা তাকে দিয়ে দাও। অন্যথায় আমি তোমাকে কঠোর শাস্তি দেব। ইতোমধ্যে বাদী ফিরে এসে বিবাদীর সঙ্গে দাঁড়ায়। বিবাদী তার পাওনা সম্পূর্ণ আদায় করে দেয়।

অপর এক ব্যক্তি এসে ইয়াসকে বলল ঃ আমি অমুক ব্যক্তির নিকট কিছু সম্পদ গচ্ছিত রেখেছিলাম। কিন্তু এখন সে অস্বীকার করছে। ইয়াস তাকে বললেন ঃ আজ চলে যাও, আগামীকাল এসো। এদিকে তিনি তৎক্ষণাৎ অস্বীকারকারী ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ আমাদের নিকট কিছু সম্পদ জমা হয়েছে। সেগুলো রাখার জন্য আমরা তুমি ছাড়া আর কোন বিশ্বস্ত লোক পাচ্ছি না। তুমি সম্পদগুলো দিয়ে একটি নিরাপদ স্থানে রেখে দাও। সে বলল ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। ইয়াস তাকে বললেন ঃ তুমি আজ চলে যাও, কাল এসো। পরদিন পাওনাদার এসে উপস্থিত হলে ইয়াস তাকে বললেন ঃ তুমি এখনই গিয়ে তাকে বল, আমার পাওনাটা দিয়ে দাও; অন্যথায় আমি তোমাকে কাযীর কাছে নিয়ে যাব। পাওনাদার লোকটি তা-ই করল। ফলে সে আশংকা করল, কাযী যদি খবরটা শুনে ফেলেন। তাহলে তো তিনি তার নিকট সম্পদ আমানত রাখবেন না! অগত্যা সে পাওনাদারকে তার সমুদয় সম্পদ দিয়ে দিল। পাওনাদার ইয়াস-এর নিকট এসে তাঁকে বিষয়টা অবহিত করল। তারপর লোকটি সম্পদ আমানত নেওয়ার আশায় ইয়াস-এর নিকট এসে উপস্থিত হয়। কাযী ইয়াস তাকে ধমক দিয়ে এই বলে তাড়িয়ে দেন যে, তুমি খিয়ানতকারী।

দুইজন লোক এক দাসীর ব্যাপার নিয়ে ইয়াস-এর নিকট বিচার প্রার্থনা করে। ক্রেতার দাবী, দাসীটির জ্ঞান দুর্বল। ইয়াস দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দু'পায়ের কোন্‌টি বেশী দুর্বল ? দাসী বলল ঃ এটি। ইয়াস আরো জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি যে রাতে জন্মলাভ করেছ, সে রাতের কথা কি তোমার স্মরণ আছে ? দাসী বলল ঃ হ্যাঁ। এবার ইয়াস বিক্রেতাকে বললেনঃ তুমি তোমার দাসীকে ফিরিয়ে নাও।

ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন যে, ইয়াস এক গৃহ থেকে এক মহিলার কণ্ঠ শুনতে পেয়ে বললেন ঃ মহিলা এক পুত্র সন্তানের গর্ভবতী। পরে যখন মহিলা প্রসব করল, প্রসব করল ঠিক

তার কথা অনুযায়ী। ফলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কিভাবে বিষয়টা অবগত হয়েছিলেন। আমি কণ্ঠের সঙ্গে তার নিঃশ্বাসও শুনেছিলাম। তাতেই আমি বুঝে ফেলেছি, সে অন্তঃসত্ত্বা আর তার কণ্ঠে কোমলতা ছিল। তাতে বুঝেছি, তার পেটের সন্তানটি ছেলে। ইতিহাসবিদগণ বলেন ঃ তারপর একদিন ইয়াস একটি মকতবের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে তিনি একটি শিশুকে দেখে বললেন ঃ আমার যদি কিছু অভিজ্ঞতা থেকে থাকে, তাহলে এই শিশুটি সেই মহিলার ছেলে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আসলেই শিশুটি সেই মহিলার-ই ছেলে।

যুহরী সূত্রে মালিক বর্ণনা করেন যে, আবূ বাকর বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি ইয়াস-এর নিকট সাক্ষ্য প্রদান করে। ইয়াস তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার নাম কী ? সে বলল ঃ আবুল উনফুর। ফলে তিনি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন না।

ছাওরী আ'মাশ হতে বর্ণনা করেন যে, আ'মাশ বলেন ঃ আমি একবার আহত হয়ে ইয়াস-এর নিকট গমন করি। গিয়ে দেখলাম, এক ব্যক্তি কথা বলছে। এক কথা শেষ হচ্ছে, তো আরেক কথা শুরু করছে। ইয়াস বলেন ঃ যে মানুষ নিজের দোষ জানে না, সে বোকা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ আপনার দোষ কী ? তিনি বললেন ঃ বেশী কথা বলা।

ইতিহাসবিদগণ বলেন ঃ ইয়াস্ ইব্ন মুআবিয়া তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর ক্রন্দন করলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ আমার জন্য জান্নাতের দুটি খোলা দরযা ছিল। আজ তার একটি রুদ্ধ হয়ে গেল।

ইয়াস-এর পিতা তাকে বললেন ঃ মানুষ জন্ম দেয় সন্তান আর আমি জন্ম দিয়েছি একজন পিতা।

তাঁর সহচররা তাঁর চতুর্পার্শ্বে বসে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতেন। একদিনের ঘটনা। সহচররা তাঁর চার পার্শ্বে উপবিষ্ট। হঠাৎ এক ব্যক্তির প্রতি তাঁর চোখ পড়ল। লোকটি এই মাত্র এসে চবুতরায় বসে পড়ল এবং যে-ই গমনাগমন করছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। এক পর্যায়ে লোকটি দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ফিরে আসল। ইয়াস তাঁর সহচরদের বললেন ঃ ইনি একজন ফকীহ; একটি কানা গোলাম হারিয়ে ফেলেছে। সে তাকেই খুঁজে ফিরছে। শুনে লোকেরা তার নিকট গিয়ে তাকে বিষয়টা জিজ্ঞাসা করল। তারা তাকে হুবহু তা-ই শুনল, যা ইয়াস বললেন। পরে লোকেরা ইয়াসকে জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনি বিষয়টা কিভাবে বুঝতে পারলেন ? তিনি বললেন ঃ লোকটি এসে যখন চবুতরায় বসল, আমি বুঝে ফেললাম, তিনি একজন ক্ষমতাধর লোক। তারপর তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে উপলব্ধি করলাম, এই চেহারা একজন ফকীহ ছাড়া কারো নয়। তারপর যখন লোকটি তার সম্মুখ দিয়ে গমনাগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির দিকে তাকাতে শুরু করল, আমি বুঝলাম, তিনি একটি গোলাম হারিয়ে ফেলেছেন। তারপর যখন তিনি উঠে গিয়ে তার অপর পার্শ্বের লোকটির মুখের দিকে তাকাল, আমি বুঝলাম তার গোলাম কানা।

ইব্ন খাল্লিকান ইয়াস ইব্ন মুআবিয়ার জীবন চরিতে বহু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট একটি বাগানের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে। সাক্ষ্য শুনে ইয়াস তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বাগানটির গাছের সংখ্যা কত ? উত্তরে লোকটি বলল ঃ যে

ইজলাসে আপনি বহু বছর যাবত অবস্থান করছেন, বলতে পারেন তার খুঁটি সংখ্যা কত ? ইয়াস বললেন ঃ আমি বললাম ঃ জানি না। তারপর আমি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম।

১২৩ হিজরী সন

মাদাইনী তাঁর শায়খদের থেকে বর্ণনা করেন যে, তুর্কী রাজা খাকান আসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-কাসরীর শাসনামলে খুরাসানে নিহত হন, তখন তুরস্কের সংহতি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা পরস্পর হামলা খুনাখুনি করতে শুরু করল। এমনকি দেশটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো এবং তারা মুসলমানদের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে।

এ বছর সাগাদের অধিবাসীরা খুরাসানের গভর্নর নাস্‌র ইব্ন সায়্যার-এর নিকট তাদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানায় এবং কয়েকটি শর্ত আরোপ করে। কিন্তু আলিমগণ তাদের শর্ত প্রত্যাখ্যান করেন। শর্তগুলো হলো, তাদের কেউ যদি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না, তাদের থেকে মুসলিম বন্দীদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না ইত্যাদি। নাস্‌র ইব্ন সায়্যার তাদের এসব দাবী মেনে নিতে চেয়েছিলেন। কেননা, তারা মুসলমানদের মাঝে বেশ কাবু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জনগণ এর জন্য গভর্নরকে তিরস্কার করল। ফলে তিনি এ বিষয়ে হিশাম-এর নিকট পত্র লিখেন। হিশাম বিষয়টা আপাতত স্থগিত রাখেন। কিন্তু পরে যখন দেখতে পেলেন, তারা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ অব্যাহত রাখে, তাহলে আরো বেশী ক্ষতিকর হবে। ফলে হিশাম তাদের দাবী মেনে নেন।

ওদিকে ইরাকের গভর্নর ইউসুফ ইব্ন উমর আমীরুল মু'মিনীনের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করে খুরাসানের গভর্নরী তাকে প্রদান করার আবেদন জানান। তারা নাস্‌র ইব্ন সায়্যার সম্পর্কেও আলোচনা করে যে, যদিও তিনি দুঃসাহসী বীর পুরুষ, কিন্তু এখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এবং তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। তিনি কাছে থেকে আওয়ায না শুনে কাউকে চিনেন না। কিন্তু হিশাম প্রস্তাবটির প্রতি কর্ণপাত করলেন না এবং খুরাসানের গভর্নরের পদে নাস্‌র ইব্ন সায়্যারকেই বহাল রাখেন।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ এ বছর ইয়াযীদ ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক লোকদেরকে হজ্জ করান। তখন উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ছিলেন।

এ বছর দামেশ্‌কের রবীআ ইব্ন ইয়াযীদ আল-কাসীর, আবূ ইউনুস সুলায়মান ইব্ন জুবায়র, সাম্মাক ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি' ইব্ন হায়্যান মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমি আমার গ্রন্থ আত-তাকমীল-এ তাদের জীবন-চরিত আলোচনা করেছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র। মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি' বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে হিসাবের জন্য ডাকা হবে, তারা হলো বিচারকগণ।

তিনি আরো বলেন ঃ পাঁচটি বিষয় অন্তরকে মেরে ফেলে। ১. পাপের উপর পাপ করা, ২. মৃতদের সঙ্গে উঠাবসা করা। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'মৃত' কারা ? তিনি বললেন ঃ বিলাসী বিত্তবান ও অত্যাচারী রাজা। ৩. মহিলাদের অধিক ঝগড়া-বিবাদ করা। ৪. মহিলাদের বেশী কথা বলা এবং ৫. পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

মালিক ইব্ন দীনার বলেন ঃ আমি সেই ব্যক্তিকে ঈর্ষা করি, যার প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকা রয়েছে এবং তাতে সে তুষ্ট।

মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি' বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ, আমি সেই ব্যক্তিকে ঈর্ষা করি, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত পোহায়, অথচ, সে মহান আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।

তিনি আরো বলেন ঃ দুনিয়ার তিনটি বস্তু ছাড়া আর কোনটিতে আমার আফসোস নেই। ১. সেই ব্যক্তি, আমি বাঁকা হয়ে গেলে আমাকে সোজা করে দেবে। ২. জামাআতে নামায আদায় করা, যা আমার ভুলের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় এবং তার ফযীলত লাভে ধন্য হই। ৩. এতটুকু খাদ্য, যা ভোগ করলে কেউ খোঁটা দিবে না এবং তার জন্য মহান আল্লাহ্র নিকটও জবাবদিহি করতে হবে না।

রাওয়াদ ইব্নুর রবী' বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি'কে একদিন বাজার পরিদর্শন করতে দেখলাম। তিনি বিক্রির জন্য একটি গাধা দেখাচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি গাধাটা আমার জন্য পসন্দ করেন ? তিনি বললেন ঃ আমি যদি তার প্রতি সন্তুষ্টই থাকতাম, তাকে বিক্রি করতাম না।

মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি' যখন শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে দেখার জন্য বহু লোক আসা-যাওয়া করতে শুরু করল। তাঁর এক সহচর বলল, আমি তাঁর নিকট গেলাম। দেখলাম, একদল মানুষ বসে আছে আর একদল দাঁড়িয়ে। তিনি এই অবস্থা দেখে বললেন ঃ কাল যখন কপাল ও পায়ে ধরে আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন এরা আমার কী কাজে আসবে ?

কোন এক খলীফা গরীব জনগণের মাঝে বন্টন করার জন্য বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ বসরা প্রেরণ করেন এবং তার থেকে কিছু মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসিকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না এবং ছুঁইলেনও না। পক্ষান্তরে, মালিক ইব্ন দীনার খলীফা তাঁর জন্য যতটুকু আদেশ করেছেন, গ্রহণ করলেন এবং তা দ্বারা কয়েকটি গোলাম ক্রয় করে আযাদ করে দেন, নিজের জন্য কিছুই রাখলেন না। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি' এসে বাদশাহর উপঢৌকন গ্রহণ করার জন্য তাঁকে তিরস্কার করে বললেন ঃ মালিক! কারণ কী ? আপনি বাদশাহর উপঢৌকন গ্রহণ করলেন যে! মালিক ইব্ন দীনার বললেন ঃ আবূ আবদুল্লাহ্! গ্রহণ করে আমি সেগুলো কী করেছি আমার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। সঙ্গীরা বলল ঃ তিনি সেই সম্পদ দ্বারা গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছেন। শুনে মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি' বললেন ঃ আমি মহান আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, তারা আপনার নিকট এসে পৌঁছানোর আগে আপনার অন্তরটা যেমন ছিল, এখন কি তেমন আছে ? শুনে মালিক ইব্ন দীনার দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মাথায় মাটি মাখিয়ে বললেন ঃ আসলে মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি'-ই মহান আল্লাহ্কে চিনেন। আর মালিক হলো একটা গাধা, মালিক হলো একটা গাধা। উল্লেখ্য, মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি'-এর এরূপ আরো বহু কথাবার্তা রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

১২৪ হিজরী সন

এ বছর সুলায়মান ইব্ন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক রোমে যুদ্ধ করেন। তিনি রোমান রাজা আলিউন-এর সঙ্গে মোকাবেলা করে নিরাপত্তা ও গনীমত অর্জন করেন।

এ বছর বনূ আব্বাস-এর একদল দাওয়াতকর্মী খোরাসান থেকে পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কূফা অতিক্রম করার সময় তারা জানতে পারে, খালিদ আল-কাসরীর একদল

নায়েব ও আমীর কারাগারে আবদ্ধ রয়েছেন, যাদেরকে ইউসুফ ইব্ন উমর আটক করে রেখেছেন। তারা কারাগারে গিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বনূ আব্বাস-এর পক্ষে বায়আতের আহ্বান জানায়। তারা তাদের আহ্বান কবূল করে নেন। তারা কারাগারে তাদের নিকট আবূ মুসলিম আল-খোরাসানীকে দেখতে পান। বয়সে তিনি বয়স্ক এবং ঈসা ইব্ন মুকবিল আল-আজালীর সেবায় নিয়োজিত। তিনিও বন্দী। বনূ আব্বাস-এর দাওয়াতকর্মীরা তার সাহসিকতা, শক্তি এবং মুনীবের সঙ্গে এ পর্যন্ত চলে আসায় বিস্মিত হয়। ফলে বাকর ইব্ন হাসান তাকে তার মুনীব থেকে চারশত দিরহাম দ্বারা ক্রয় কর নেন। তারা তাকে নিয়ে ফিরে আসে এবং তাকে বনূ আব্বাস-এর দাওয়াতের কাজের নেতা নিযুক্ত করে দেয়। ফল এই দাঁড়াল যে, তারা আবূ মুসলিম খোরাসানীকে যেখানেই প্রেরণ করত, তিনি সফলকাম হয়ে ফিরে আসতেন। তার পরবর্তী ঘটনাবলী আমরা পরে উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ্।

ওয়াকিদী বলেন ঃ এ বছর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইনতিকাল করেন। তিনি সেই ব্যক্তি, বনূ আব্বাস-এর দাওয়াতকর্মীরা তাঁর নিকট দাওয়াত নিয়ে আসত। মৃত্যুর পর ছেলে আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সঠিক তথ্য হলো, তিনি এর পরের বছর ইন্তিকাল করেন।

ওয়াকিদী ও আবূ মা'শার বলেন ঃ এ বছর আবদুল আযীয ইব্নুল হাজ্জাজ ইব্ন আবদুল মালিক মানুষকে হজ্জ করান। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী উম্মে মুসলিম ইব্ন ইশাম ইব্ন আবদুল মালিকও হজ্জ করেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এ বছর মানুষকে হজ্জ করান মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসমাঈল। ওয়াকিদী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রথম অভিমতটি উল্লেখ করেছেন ইব্ন জারীর। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। হিজাযের নায়েব মুহাম্মদ ইব্ন হিশাম ইব্ন ইসমাঈল উম্মে মুসলিম-এর দরযায় দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং তার নিকট উপঢৌকন-হাদিয়া প্রেরণ করতেন এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তার নিকট ওযরখাহী করতেন। কিন্তু উম্মে মুসলিম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। সে সময় উপরিউক্ত লোকেরা-ই নগরীর গভর্নর ছিলেন। এ বছর যারা মৃত্যুমুখে পতিত হন ঃ

আল-কাসিম ইব্ন আবূ বায়যা

আবূ আবদুল্লাহ্ আল-মক্কী আল-কারী। আবদুল্লাহ্ ইবনুস সায়িব-এর গোলাম। মহান তাবিঈ। আবুত-তুফায়ল আমির ইব্ন ওয়াসিলা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে বর্ণনা করেছেন একদল লোক। ইমামগণ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সঠিক অভিমত অনুযায়ী তিনি এ বছর মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেউ বলেন ঃ এর পরের বছর। কেউ বলেন ঃ একশত চৌদ্দ হিজরীতে। কেউ বলেন ঃ একশত পনের হিজরীতে। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

যুহরী (র)

মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্নুল হারিস ইব্ন যুহরা ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা, আবূ বাকর আস-কারাশী আয-যুহরী (র) ইসলামের বিখ্যাত ইমামগণের একজন। মহান তাবিঈ। বহুসংখ্যক তাবিঈ প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

হাফিয ইব্ন আসাকির বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেন ঃ একদা পবিত্র মদীনাবাসী চরম দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়। ফলে আমি দামেশকে চলে গেলাম। আমার সঙ্গে অনেক পরিজন ছিল। আমি দামেশকের জামে' মসজিদে গিয়ে বড় মজলিসটায় বসে পড়লাম। হঠাৎ আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক-এর নিকট থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে আমাকে বলল ঃ আমীরুল মু'মিনীন একটি মাসআলা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। সে ব্যাপারে তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে যা শুনেছেন, তা নিজে যা জানেন, তার উল্টো। মাসআলাটা হলো, উম্মুহাতুল আওলাদ সংক্রান্ত। সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব তার অভিমতটি বর্ণনা করেছেন উমর ইব্নুল খাত্তাব থেকে। আমি বললাম ঃ আমি উমর ইব্নুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব-এর হাদীস জানি। ফলে লোকটি আমাকে ধরে আবদুল মালিক-এর নিকট নিয়ে যায়। আবদুল মালিক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কোন বংশের লোক ? আমি তাঁকে আমার বংশ পরিচয় দিলাম এবং তাঁকে আমার ও পরিবার-পরিজনের কথা জানালাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কি কুরআনের হাফিয ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। ফরয-সুন্নাতও জানা আছে। তিনি আমাকে সবকিছু জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাকে জবাব দিলাম। ফলে তিনি আমার ঋণ পরিশোধ করে দেন এবং আমার জন্য উপঢৌকনের নির্দেশ দেন এবং বললেন ঃ আপনি ইল্ম অন্বেষণ করুন। আমি আপনাতে স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন চোখ ও মেধাবী অন্তর দেখতে পাচ্ছি।

যুহরী (র) বলেন ঃ ফলে আমি পবিত্র মদীনায় ফিরে এসে ইল্ম অনুসন্ধানে নেমে পড়লাম। এক পর্যায়ে আমি শুনতে পেলাম, কুবার এক মহিলা একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছে। আমি তার নিকট গিয়ে তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল ঃ আমার স্বামী একজন খাদেম, একটি গৃহপালিত পশু ও কিছু খেজুর গাছ রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। আমরা পশুটার দুধ পান করে এবং খেজুর-গাছের ফল খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করছি। সেদিন আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম। সে সময়ে আমি দেখতে পেলাম, আমার বড় ছেলে– যে কিনা একজন শক্তিশালী যুবক– এগিয়ে এসে একটি ছুরি নিয়ে পশুটির বাচ্চাটাকে যবাহ্ করে ফেলে এবং বলে ঃ এই বাচ্চাটা আমাদের দুধের সংকট সৃষ্টি করে থাকে। তারপর সে বাচ্চাটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে একটি পাতিলে রাখে। তারপর পুনরায় ছুরিটা নিয়ে সে তার ছোট ভাইটিকে খুন করে ফেলে। তারপর ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমার বড় ছেলে এসে বলল ঃ দুধ কোথায় ? আমি বললাম, বাবা! দুধ তো পশুর বাচ্চা খেয়ে ফেলেছে। শুনে সে বলল ঃ ও-ই আমাদের দুধের সংকট সৃষ্টি করল। তারপর সে ছুরি নিয়ে বাচ্চাটাকে যবাহ করে কেটে টুকরো টুকরো করে পাতিলে রেখে দিল। ঘটনা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম এবং ছোট ছেলেটাকে নিয়ে এক পড়শীর ঘরে লুকিয়ে রাখলাম। তারপর ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমি ঘরে ফিরে গেলাম। এবার আমার চোখে ঘুম এসে যায়। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এবার স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি বলছে ঃ কী ব্যাপার, তুমি চিন্তিত কেন ? আমি বললাম ঃ আমি একটি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছি। সে বলল ঃ স্বপ্ন! স্বপ্ন! তারপর এক রূপসী মহিলা এগিয়ে আসে। লোকটি বলল ঃ তুমি এই নেক্কার মহিলার নিকট কেন এসেছ ? মহিলা বলল ঃ ভাল উদ্দেশ্যেই এসেছি। লোকটি বলল ঃ স্বপ্ন! স্বপ্ন! এবার অপর এক মহিলা– যে প্রথম মহিলার তুলনায় কম রূপসী– এগিয়ে আসে। লোকটি বলল ঃ আপনি এই নেককার মহিলার নিকট কী উদ্দেশ্যে এসেছেন ? মহিলা বলল ঃ আমি সৎ উদ্দেশ্যেই এসেছি। তারপর লোকটি বলল ঃ

দুঃস্বপ্ন! দুঃস্বপ্ন!! এবার একজন কালো কুৎসিত মহিলা এগিয়ে আসে। লোকটি বলল ঃ আপনি এই নেককার মহিলার নিকট কেন এসেছেন ? মহিলা বলল ঃ সে তো একজন নেককার মহিলা। তাই আমি তাকে কিছু সময় শিক্ষা প্রদান করতে চেয়েছি। তারপর আমি জেগে যাই। আমার ছেলে এসে খাবার রেখে বলল ঃ আমার ভাই কোথায় ? আমি বললাম ঃ তাকে এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আমি তার পিছনে পিছনে গেলাম। যেন আমি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছি। সে এগিয়ে গিয়ে তাকে কোলে করে নিয়ে এসে রেখে দিল। আমরা সকলে বসে খাবার খেলাম।

যুহরী (র) মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামলের শেষ দিকে আটান্ন হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেঁটে ও স্বল্প শ্মশ্রুমণ্ডিত ছিলেন। গায়ে লম্বা লম্বা পশম ছিল। গণ্ডদ্বয় ছিল হালকা।

ইতিহাসবিদগণ বলেছেন ঃ তিনি মাত্র আটাশি দিনে কুরআন পাঠ সমাপ্ত করেছেন এবং সাঈদ ইব্‌নু মুসায়্যিব-এর হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু মিশিয়ে আট বছর উঠাবসা করেছেন। তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র খেদমত করতেন এবং তাকে লবণাক্ত পানি সরবরাহ করতেন। তিনি হাদীস বিশারদগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর সঙ্গে কাঠ, চামড়া ইত্যাদির পাত থাকত, যার উপর শ্রুত হাদীস ও অন্যসব বাণী লিপিবদ্ধ করতেন। ফলে তিনি তৎকালের শ্রেষ্ঠ আলিমে পরিণত হন। মানুষ তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

যুহরী (র) থেকে মা'মার সূত্রে আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন ঃ আমীরগণ বাধ্য না করা পর্যন্ত আমরা ইল্‌ম লিপিবদ্ধ করা অপসন্দ করতাম। পরে আমরা কাউকে ইল্‌ম লিখতে নিষেধ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

আবূ ইসহাক বলেন ঃ যুহরী উরওয়ার নিকট হতে ফিরে এসে তার দাসীকে– যার মুখে তোতলামি ছিল– উদ্দেশ্য করে বলতেন ঃ 'আমার নিকট উরওয়াহ্ বর্ণনা করেছেন, তাকে অমুক বর্ণনা করেছেন।' তারপর তিনি উরওয়ার নিকট যা কিছু শুনে এসেছেন, দাসীকে উদ্দেশ্য করে তার বিশদ বিবরণ প্রদান করতেন। দাসী বলত, আল্লাহ্'র শপথ! আপনি যা বলছেন, আমি তার কিছুই বুঝছি না। জবাবে যুহরী (র) তাকে বলতেন ঃ চুপ কর ইতর! আমি তোমাকে শোনাচ্ছি না– শোনাচ্ছি নিজেকে।

তারপর তিনি দামেশ্‌কে আবদুল মালিক-এর নিকট চলে যান। যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। আবদুল মালিক তাঁর ঋণ পরিশোধ করে দেন এবং তাঁর জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা চালু করে দেন। পরে তিনি আবদুল মালিক-এর একজন সহচরে পরিণত হন। তাঁরপর আবদুল মালিক-এর দুই ছেলে ওয়ালীদ ও সুলায়মান-এর নিকটও একইভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক-এর সান্নিধ্যেও অনুরূপ অবস্থান করেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক সুলায়মান ইব্‌ন হাবীব-এর সহকারী বিচারপতি নিযুক্ত করেন। অবশেষে তিনি হিশাম-এর প্রিয়ভাজন হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। হিশাম তাঁর সঙ্গে হজ্জ করেন এবং হিশাম-এর এক বছর পূর্বে এই বছর ইন্‌তিকাল করা পর্যন্ত যুহরী (র) হিশাম-এর ছেলেদের শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব বলেন ঃ আমি লায়ছকে বলতে শুনেছি যে, ইব্‌ন শিহাব বলেছেন ঃ আমি আমার অন্তরে যখন যা কিছু গচ্ছিত রেখেছি, তা-ই ভুলে গেছি। লায়ছ বলেন ঃ ইব্‌ন শিহাব

ছেব এবং ইঁদুরের উচ্ছিষ্ট খাওয়া অপসন্দ করতেন এবং বলতেন ঃ এগুলো স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট করে দেয়। পক্ষান্তরে, তিনি মধু পান করতেন আর বলতেন ঃ মধু স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ফায়িদ ইব্‌ন আকরাম যুহরী সম্পর্কে বলেছেন ঃ

زُرْذا وأثْنِ على الكريمِ محمدٍ * واذكرْ فواضله على الأصحابِ
وإذا يقالُ من الجوادِ بمالهِ * قيلَ الجوادُ محمدُ بْنُ شهابِ
أهلُ المدائنِ يعرفونَ مكانهُ * وربيعُ ناديهِ على الأعرابِ
يشرى وفاءَ جفانهِ ويمدها * بكسورِ انتاجٍ وفتقِ لبنابِ

'তুমি মহানুভব মুহাম্মদ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, তাঁর প্রশংসা কর এবং সঙ্গীদের নিকট তাঁর মর্যাদা বর্ণনা কর।

যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, দানশীল ব্যক্তি কে ? উত্তর আসে, দানশীল হল, মুহাম্মদ ইব্‌ন শিহাব।

মাদায়িনবাসী তাঁর মর্যাদা জানে এবং আরবের উপর তার সহচরদের মর্যাদা স্বীকৃত।

ইব্‌ন মাহ্‌দী বলেন ঃ আমি মালিককে বলতে শুনেছি—একদিন যুহরী (রা) হাদীস বর্ণনা করেন। যখন তিনি উঠে দাঁড়ান, আমি তাঁর বাহনের লাগাম ধরে ফেলে বিষয়টি খোলাসা করে বুঝিয়ে দিতে বললাম ঃ তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি আমাকে খোলাসা করে বুঝাতে বলছ ? আমি তো কখনো কোন আলিমকে বুঝাতে বলিনি এবং কখনো কোন আলিমের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করিনি। তারপর ইব্‌ন মাহ্‌দী বলতে শুরু করলেন ঃ সে এক দীর্ঘ আলোচনা। তা হলো, যুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা।

সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয থেকে যথাক্রমে ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম ও হিশাম ইব্‌ন খালিদ আস-সালামী সূত্রে ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয বলেনঃ হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক যুহরীকে তাঁর পুত্রদের জন্য কিছু হাদীস লিখে দেওয়ার আবেদন জানালেন। যুহরী তাঁর কাতিব দ্বারা চারশত হাদীস লিখিয়ে দেন। তারপর হাদীস বিশারদদের নিকট গিয়ে হাদীসগুলো বর্ণনা করেন। কিছুদিন পর হিশাম তাঁকে বললেন ঃ সেই কিতাবটি তো হারিয়ে গেছে। যুহরী বললেন ঃ অসুবিধা নেই। তাঁরপর উক্ত হাদীসগুলো তিনি পুনরায় লিখিয়ে দেন। এবার হিশাম প্রথম কিতাবটি বের করে মিলিয়ে দেখেন, তিনি একটি বর্ণও ছাড়েননি। বস্তুত হিশাম তার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয বলেন ঃ আমি যুহরী অপেক্ষা কাউকে অধিক হাদীস বর্ণনা করতে দেখিনি।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নাহ্‌ বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন দীনার বলেছেন ঃ আমি যুহরী অপেক্ষা অধিক হাদীস বর্ণনাকারী আর কাউকে দেখিনি। তাঁর নিকট দীনার-দিরহামের তুলনায় মূল্যহীন বস্তু আর কিছু ছিল না। তাঁর নিকট দীনার-দিরহাম বিষ্ঠা অপেক্ষা বেশী মূল্যবান ছিল না।

আমর ইব্‌ন দীনার বলেন ঃ আমি জাবির, ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন উমর ও ইব্‌নুয যুবায়র-এর সঙ্গে উঠাবসা করেছি। কিন্তু যুহরী অপেক্ষা অধিক হাদীস বর্ণনাকারী আর কাউকে পাইনি।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ হাদীসে সুন্দরতম এবং সনদে উৎকৃষ্টতম মানুষ হলেন যুহরী। নাসাঈ বলেন ঃ যুহরী আলী ইব্‌নুল হুসায়ন হতে আলী ইব্‌নুল হুসায়ন তার পিতা হতে, তাঁর পিতা তার দাদা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে এই সনদটি হলো উত্তম সনদ।

সাঈদ বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেছেন ঃ আমি পঁয়তাল্লিশটি বছর হিজায হতে সিরিয়া, সিরিয়া হতে হিজায ছুটে বেড়িয়েছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমি এমন একটি হাদীসও শুনিনি, যাকে আমি নতুন ভাবতে পারি।

লায়ছ বলেন ঃ আমি ইব্‌ন শিহাব অপেক্ষা সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ আলিম আর দেখিনি। আমি তাকে তারগীব ওয়া তারহীব (উৎসাহব্যঞ্জক ও ভীতিকর) হাদীস বর্ণনা করতে শুনলে বলতাম, এ ছাড়া সুন্দর হাদীস আর নেই। যদি আম্বিয়া আলায়হিস্ সালাম ও আহলে কিতাব সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতেন, তাহলে বলতাম, তাঁর এ ছাড়া উত্তম হাদীস আর নেই। যদি তিনি আরব ও বংশ বিষয়ক হাদীস বর্ণনা করতেন, আমি বলতাম, এ ছাড়া তাঁর আর কোন উত্তম হাদীস নেই। যদি তিনি কুরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তাঁর হাদীস হতো অভিনব ও ব্যাপক অর্থবোধক। তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট তোমার ইল্‌ম পরিবেষ্টন করে, এমন সকল কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং তোমার ইল্‌ম পরিবেষ্টন করে এমন সব অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি– দুনিয়াতে ও আখিরাতে।

লায়ছ বলেন ঃ আমি যত মানুষ দেখেছি, যুহরী তাদের সকলের চেয়ে বেশী দানশীল। যে-ই তাঁর নিকট আসত এবং প্রার্থনা করত, তিনি তাকেই দান করতেন। এমনকি যখন তাঁর নিকট কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, তখন ঋণ করতেন। তিনি মানুষকে ছারীদ খাওয়াতেন ও মধু পান করাতেন। মদ্যপরা যেমন নিয়মিত মদপান করে থাকে, তেমনি তিনি মধু পান করতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা আমাদেরকে মধু পান করাও আর হাদীস শোনাও। কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে তিনি বলতেন ঃ তুমি তো কুরায়শের গল্পকার নও। তাঁর সবুজ রং চড়ানো একটি গম্বুজ ছিল। গম্বুজটি হলুদ বর্ণের কাপড় দ্বারা আবৃত ছিল এবং তার ফরাশও ছিল হলুদ রং মাখা।

লায়ছ বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ বলেছেন ঃ ইব্‌ন শিহাব-এর নিকট যতটুকু ইল্‌ম অবশিষ্ট রয়েছে অন্য কারো নিকট ততটুকু অবশিষ্ট নেই।

আবদুর রায্‌যাক মা'মার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয বলেছেন ঃ তোমরা ইব্‌ন শিহাবকে আঁকড়ে ধর। কেননা, বিগত রীতি-নীতি বিষয়ে তিনি অপেক্ষা বড় জ্ঞানী আর কেউ নেই। মাকহূলও অনুরূপ বলেছেন।

আয়্যুব বলেন ঃ আমি যুহরী অপেক্ষা বড় আলিম আর কাউকে দেখিনি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হাসানও নন ? তিনি বললেন ঃ আমি যুহরীর চেয়ে বড় আলিম কাউকে দেখিনি। মাকহূলকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ যত লোকের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের মধ্যে বড় আলিম কে ? তিনি বললেন ঃ যুহরী। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কে ? বললেন ঃ যুহরী। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ তারপর কে ? তিনি বললেন ঃ যুহরী।

মালিক বলেন ঃ যুহরী যখন পবিত্র মদীনাহ্ প্রবেশ করতেন, বের না হওয়া পর্যন্ত কারো সঙ্গে কথা বলতেন না।

আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন যে, উয়ায়নাহ্ বলেছেন ঃ হিজাযবাসীদের মুহাদ্দিস হলেন তিনজন। যুহরী, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন জুরায়জ।

আলী ইব্নুল মাদীনী বলেন ঃ যারা ফাতওয়া প্রদান করেছেন, তারা হলেন চারজন। যুহরী, হাকাম, হাম্মাদ ও কাতাদা। আমার মতে এই ক'জনের মধ্যে যুহরী বড় ফকীহ।

যুহরী বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় এমন আছে, যদি সেগুলো কোন বিচারকের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলে তিনি বিচারক নন। নিন্দাবাদকে অপসন্দ করা, প্রশংসাকে ভালবাসা এবং পদচ্যুতিকে অপসন্দ করা।

আহমাদ ইব্ন সালিহ্ বলেন ঃ বলা হতো, সেকালের বাগ্মীরা হলেন যুহরী, উমর ইব্ন আবদুল আযীয, মূসা ইব্ন তালহা ও উবায়দুল্লাহ্ (র)।

মালিক যুহরী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ এই ইল্ম, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে এবং আল্লাহ্র রাসূল তাঁর উম্মতকে আদব শিক্ষাদান করেছেন, তা হলো রাসূলের প্রতি মহান আল্লাহ্র আমানত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্তব্য ছিল, যথাযথ লোকদের নিকট এই আমানত পৌঁছিয়ে দেওয়া। কাজেই যে ব্যক্তি কোন ইল্ম শুনতে পাবে, সে যেন নিজের সম্মুখে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের প্রমাণ স্বরূপ তাকে উপস্থাপন করে।

মুহাম্মদ ইব্নুল হুসায়ন ইউনুস সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেন ঃ সুন্নাত আঁকড়ে ধরা হলো মুক্তি। ওয়ালীদ আওযাঈ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেছেন ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসকে শাসক বানাও যেভাবে তা এসেছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেছেন ঃ ইলমের আপদসমূহের একটি হলো, আলিম ইল্মকে বর্জন করবে, এমনকি তার ইল্ম চলে যাবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, ইলমের আপদসমূহের একটি হলো, আলিম ইল্ম অনুযায়ী আমল করা ত্যাগ করবে, ফলে তার ইল্ম চলে যাবে। কেননা, আলিমের ইল্ম দ্বারা কম উপকৃত হওয়া ইলমের একটি আপদ। ইলমের আরো একটি আপদ হলো ভুলে যাওয়া ও মিথ্যা বলা' মিথ্যা বলা-ই জঘন্যতম আপদ।

যুহরী মা'মার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেন ঃ বৈঠক যখন দীর্ঘ হয়, তখন তাতে শয়তানের ভাগ স্থির হয়ে যায়।

একবার হিশাম যুহরীর আশি হাজার দিরহাম ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। এক বর্ণনায় আছে সতের হাজার। এক বর্ণনায় বিশ হাজার।

ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ রজা ইব্ন হায়ওয়া একবার অপচয়ের জন্য যুহরীকে তিরস্কার করলেন। তিনি ঋণ করতেন। রজা ইব্ন হায়ওয়া তাকে বললেন ঃ এই জাতি তাদের হাতে যে সম্পদ আছে, আপনার থেকে তা আটকে রাখবে, আমি এই নিশ্চয়তা দিতে পারি না। ফলে আপনার ঋণের বোঝা ভারী-ই হতে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ জবাবে যুহরী তাঁর নিকট ব্যয় হ্রাস করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরে একদিন রজা ইব্ন হায়ওয়াহ তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। তিনি দেখেন, যুহরী খাবার সাজিয়ে রেখেছে এবং মধুর খাঞ্চা রেখে দিয়েছে। দেখে রজা দাঁড়িয়ে যান এবং বললেন ঃ আবূ বাকর! আমাদের জন্য আপনি এসব কী সাজিয়ে রেখেছেন ? যুহরী বললেন ঃ নেমে আসুন। অভিজ্ঞতা দানশীলকে শিক্ষা দিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন ঃ

لهُ سحائبَ جودٍ فى أناملهِ * أمطارها الفضةُ البيضاءُ والذهبُ
يقولَ فى العسر إنْ أيسرتَ ثانيةٍ * أقصرتَ عن بعضِ ماأعطي وما أهبُ
حتى إذا عادَ أيامَ اليسارِ لهُ * رأيتُ أموالهُ فى الناسِ تنتهبُ

'তাঁর অঙ্গুলি মাঝে বদান্যতার মেঘমালা ভেসে বেড়ায়, যা বর্ষণ করে সাদা রূপা ও সোনা।
তিনি অভাবের সময় বলে থাকেন, যদি পুনর্বার সচ্ছলতা দাও, আমি পরিমিত ব্যয় করব।
কিন্তু যখন তিনি সচ্ছলতার দিনগুলোতে ফিরে আসেন আমি তখন তার সম্পদ লুণ্ঠিত হতে দেখেছি।'

ওয়াকিদী বলেন ঃ যুহরী আটান্ন হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং একশত চব্বিশ হিজরীতে সহায়-সম্পদসহ শি'আবে যাবাদা-এ চলে আসেন। এসে তিনি এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই রোগাক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁকে রাস্তার পার্শ্বে দাফন করার ওসিয়ত করে যান। তিনি এই বছর রমযান মাসের সতের তারিখ ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল পঁচাত্তর বছর।

ঐতিহাসবিদগণ বলেন ঃ যুহরী (র) নির্ভরযোগ্য অধিক হাদীস, ইল্‌ম ও বর্ণনার অধিকারী ছিলেন। ছিলেন ফকীহ ও সর্ববিদ্যায় বিদ্বান।

হুসায়ন ইব্‌নুল মুতাওয়াক্কিল আল-আসকালানী বলেন ঃ আমি ফিলিস্তীনের শু'আবে যাবাদায় যুহরীর কবর দেখেছি। কবরটি উটের ন্যায় এবং চুনের আস্তর করা। আওযা'ঈ একদিন তাঁর কবরের নিকট দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে কবর! জান কি তুমি, তোমার পেটে কত বিদ্যা ও সহনশীলতা গচ্ছিত রাখা হয়েছে ? হে কবর! জান কি তুমি, তোমার অভ্যন্তরে কত বিদ্যা ও মহানুভবতা গচ্ছিত রাখা হয়েছে ? জান কি, তুমি কত হাদীস ও বিধি-বিধানকে একত্র করেছ?

যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার বলেন ঃ যুহরী বাহাত্তর বছর বয়সে একশত চৌদ্দ হিজরীর সতের রমযান সোমবার শিআবে সানীনে সহায়-সম্পদসহ ইন্তিকাল করেন এবং রাস্তার পার্শ্বে সমাধিস্থ হন, যাতে পথিকরা তাঁর জন্য দু'আ করেন।

কেউ কেউ বলেন ঃ যুহরী একশত তেইশ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। আবূ মা'শার বলেন ঃ একশত পঁচিশ হিজরীতে। তবে প্রথম অভিমতই সর্বাধিক সঠিক। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

সালিহ ইব্‌ন কায়সান থেকে যথাক্রমে মা'মার, আবদুর রাযযাক ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম সূত্রে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, সালিহ ইব্‌ন কায়সান বলেন ঃ একদিন আমি ও যুহরী ইল্‌ম অন্বেষণের লক্ষ্যে একত্রিত হলাম। তখন আমরা বলাবলি করলাম ঃ আমরা তো হাদীস লিপিবদ্ধ করি। তো নবী পাক (সা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ আমরা লিপিবদ্ধ করেছি। তারপর যুহরী বললেন ঃ আসুন আমরা রাসূলে পাকের সাহাবীগণের বাণীও লিপিবদ্ধ করি। কেননা, তাও তো সুন্নাহ। আমি বললাম ঃ না, তা সুন্নাহ নয়। কাজেই আমরা সেসব লিখব না। সালিহ ইব্‌ন কায়সান বলেন ঃ পরে যুহরী সাহাবীগণের বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন, আমি লিখিনি। ফলে তিনি সফলকাম হয়েছেন। আমি হারিয়েছি।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, মা'মার বলেছেন ঃ আমরা মনে করতাম, আমরা যুহরী অপেক্ষা বেশী হাদীস সংগ্রহ করেছি। কিন্তু ওয়ালীদ-এর নিহত হওয়ার পর দেখতে পেলাম,

তার ভাণ্ডার থেকে বিপুল পরিমাণ খাতা-পত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। জানতে পারলাম, এগুলো যুহরীর ইলমের অংশ বিশেষ।

লায়স ইব্‌ন সা'দ বলেন ঃ ইব্‌ন শিহাব-এর সম্মুখে খাবারের তশতরী রাখা হলো। এই অবস্থায় তিনি একটি হাদীসের আলোচনা উঠালেন। ফজর হয়ে গেল তার হাত থালাতেই রয়ে গেল। তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন।

আসবাগ ইব্‌নুল ফারজ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ও ইউনুস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেছেন ঃ আমলের একটি উপত্যকা আছে। যদি তুমি তাতে অবতরণ কর, তাহলে অবিলম্বে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। কেননা, তুমি তাকে অতিক্রম করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তোমাকে অতিক্রম করে।

যুহরী থেকে যথাক্রমে মালিক ইব্‌ন আনাস, মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান ইব্‌ন যুবালা, যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার ও আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া সূত্রে তাবারানী বর্ণনা করেন যে, যুহ্‌রী বলেন ঃ আমি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবার খেদমত করেছি। তাঁর খাদিম বেরিয়ে আসলে জিজ্ঞাসা করতেন, দরযায় কে? দাসী উত্তর দিত ঃ আপনার গোলাম উআয়মাশ অর্থাৎ তার ধারণা ছিল আমি তাঁর গোলাম। অথচ, আমি শুধু তাঁর খেদমত করতাম– তাঁর উযূর ব্যবস্থা করতাম।

যুহ্‌রী থেকে যথাক্রমে মালিক ইব্‌ন আনাস, ছাওরী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমাদ বর্ণনা করেন, যুহরী বলেছেন ঃ আমরা আলিমের নিকট যাওয়া-আসা করতাম। তখন তাদের নিকট থেকে আমরা ইল্‌ম অপেক্ষা আদব শিক্ষা করা বেশী পসন্দ করতাম।

সুফিয়ান বলেন ঃ যুহরী বলতেন, অমুক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। অথচ, তা তাঁর-ই ইল্‌মের ভাণ্ডার থেকে বলেছেন। তিনি নিজেকে আলিম দাবী করতেন না।

মালিক বলেন ঃ সর্বপ্রথম যিনি ইল্‌ম সংকলন করেন, তিনি হলেন ইব্‌ন শিহাব। আবুল মালীহ বলেন ঃ হিশাম-ই সেই ব্যক্তি, যিনি যুহরীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য করেছিলেন। তারপর থেকেই মানুষ লিখতে শুরু করে।

রাশীদ ইব্‌ন সা'দ বলেন, যুহরী বলেছেন, ইল্‌ম হলো ভাণ্ডার। তার মুখ খুলে দেয় জিজ্ঞাসা।

যুহরী বলেন ঃ বন্যপ্রাণী শিকার করার ন্যায় জিজ্ঞাসার মাধ্যমে ইল্‌ম শিকার করা হতো।

ইব্‌ন শিহাব বেদুঈনদের নিকট গমন করে তাদেরকে শিক্ষা দিতেন, যেন তিনি ইল্‌ম ভুলে না যান। তিনি বলেন ঃ বিস্মৃতি ও পর্যালোচনা বর্জন ইল্‌ম ছিনিয়ে নেয়।

তিনি আরো বলেন ঃ তুমি যদি এই ইল্‌ম আত্মম্ভরিতার মাধ্যমে অর্জন কর, তাহলে সে তোমাকে পরাজিত করে ফেলবে এবং তাতে তুমি সফলকাম হবে না। বরং দিন-রাত পরিশ্রম করে তুমি কোমলতার সাথে তাকে অর্জন কর।

তিনি আরো বলেন ঃ আমার নিকট মানুষের বাগ্মিতার চেয়ে মানবতা বেশী মূল্যবান। তিনি আরো বলেন ঃ ইল্‌ম্ হলো যিক্‌র। পুরুষরাই কেবল তাকে ভালবাসে– নারীরা করে অপসন্দ।

যুহরী একদিন আবূ হাযিম-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। তখন আবূ হাযিম বলছিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার কী হলো, আমি এমন সব হাদীস দেখতে পাচ্ছি, যার নাকও নেই, বল্গাও নেই ? তিনি আরো বলেন ঃ মানুষ ইল্ম চর্চা করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মহান আল্লাহ্র আর কোন ইবাদত করেনি।

কাসিম ইব্ন হায্যান থেকে যথাক্রমে ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম ও দুহায়ম সূত্রে ইব্ন মুসলিম আবূ আসিম বর্ণনা করেন যে, কাসিম ইব্ন হায্যান বলেন ঃ আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি ঃ যে আলিম ইল্ম অনুযায়ী আমল করে না, মানুষ তার ইল্মের উপর আস্থা রাখে না। আর যে আলিমের উপর মহান আল্লাহ্ সন্তুষ্ট নন, মানুষ তাকে বিশ্বাস করে না।

ইউনুস সূত্রে যাম্রা বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেছেন ঃ তুমি নিজেকে কিতাবের শৃংখল থেকে রক্ষা কর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিতাবের শৃংখল কী ? তিনি বললেন ঃ তার যোগ্য ব্যক্তিকে তার থেকে আটকে রাখা।

ইমাম শাফিঈ যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুহরী বলেছেন ঃ খাতাপত্র ব্যতীত মজলিসে উপস্থিত হওয়া অপমান।

আসমাঈ মালিক ইব্ন আনাস সূত্রে ইব্ন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন শিহাব বলেন ঃ আমি ছা'লাবা ইব্ন আবূ মুঈন-এর নিকট গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে, তুমি ইল্মকে ভালবাস। আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি এ শায়খ অর্থাৎ সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিবকে আঁকড়ে ধর। ইব্ন শিহাব বলেন ঃ ফলে আমি সাত বছর সাঈদকে আঁকড়ে ধরে থাকি। তারপর তাকে ত্যাগ করে উরওয়ার নিকট চলে যাই। আমি সমুদ্রের সিংহভাগই অর্জন করে ফেলি।

লায়স বলেন ঃ ইব্ন শিহাব বলেছেন ঃ ইল্মের জন্য আমার ন্যায় আর কেউ এত কষ্ট স্বীকার করেনি এবং আমার ন্যায় আর কেউ ইল্মকে অত প্রচারও করেনি। উরওয়াহ্ ইব্নুয্ যুবায়র হলেন একটি কূপ, বালতি তাকে ঘোলা করতে পারে না। পক্ষান্তরে, সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব মানুষের কল্যাণে দাঁড়িয়ে গেছেন। ফলে তাঁর নাম প্রতিটি ঘাটে পৌছে গেছে।

মালিক ইব্ন আনাস থেকে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-আওসী সূত্রে মাক্কী ইব্ন আবদান বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন আনাস বলেন ঃ বনূ উমায়্যার এক ব্যক্তি ইব্ন শিহাবকে সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাঁর ইল্ম সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলেন এবং তাঁর ইতিবৃত্ত ব্যক্ত করলেন। এই সংবাদ সাঈদ-এর নিকট পৌঁছে যায়। পরবর্তীতে যখন ইব্ন শিহাব পবিত্র মদীনা আগমন করেন, তখন এসে সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিবকে সালাম করলেন। কিন্তু তিনি সালামেরও উত্তর দিলেন না, তাঁর সঙ্গে কথাও বললেন না। সাঈদ যখন উঠে রওয়ানা হন, যুহরী তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটতে শুরু করেন। যুহরী বললেন ঃ কী ব্যাপার, আমি আপনাকে সালাম দিলাম, আপনি কথা বললেন না যে ? আমার ব্যাপারে আপনার নিকট কী কথা পৌঁছেছে ? আমি তো ভাল ছাড়া বলিনি ? সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব বললেন ঃ বনূ মারওয়ানের নিকট আমার আলোচনা তো করেছ ?

ইব্ন শিহাব থেকে যথাক্রমে আবদুল আ'লা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ ফারওয়া, আত্তাফ ইব্ন খালিদ আল মাখযূমী ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্‌য়া সূত্রে মাক্কী ইব্ন আবদান বর্ণনা করেন

যে, ইব্ন শিহাব বলেন ঃ আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর হাঙ্গামার সময় পবিত্র মদীনাবাসিগণ দুর্ভিক্ষে নিপতিত হন। দুর্ভিক্ষ গোটা নগরীতে ছড়িয়ে পড়ে। আমার মনে হয়েছিল, সে সময়ে আমাদের পরিবার ছাড়া দেশের অন্য কোন পরিবার এত বেশী অভাবে পড়েনি। পরিবারের প্রতি আমার উদাসীনতাই ছিল তার কারণ। ফলে খোঁজ নিলাম, আমাদের এমন কোন আত্মীয় কিংবা সুহৃদ আছে কিনা, যার নিকট থেকে কিছু আনতে পারি। কিন্তু এমন কারো সন্ধান পেলাম না। অবশেষে আমি বললাম ঃ জীবিকা তো মহান আল্লাহ্‌র হাতে। তারপর আমি বেরিয়ে পড়লাম। দামেশক্ এসে মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, মজলিস চলছে। এত বড় মজলিস যে, তত বড় মজলিস আমি আর কখনো দেখিনি। আমি সেখানে বসে পড়লাম। মজলিস চলছিল। অর্থাৎ আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিক-এর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত। লোকটি সুদেহী ও সুদর্শন। আমি যেখানে বসা ছিলাম, লোকটি সেদিকে এগিয়ে এলো। লোকেরা তার জন্য জায়গা খালি করে দিলেন। তিনি বসলেন এবং বললেন ঃ আজ আমীরুল মু'মিনীনের নিকট এমন একখানা পত্র এসেছে মহান আল্লাহ্ তাঁকে খলীফা বানানোর দিন হতে এ পর্যন্ত তেমন পত্র আর একটিও আসেনি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ কী পত্র ? তিনি বললেন ঃ পবিত্র মদীনার গভর্নর হিশাম ইব্ন ইসমাঈল এই মর্মে পত্র লিখেছেন যে, মুস'আব ইব্নুয্ যুবায়র-এর এক দাসীর ছেলে মারা গেছে। এখন ছেলেটির মা তার মীরাছ পেতে চাচ্ছে। কিন্তু উরওয়াহ্ ইব্নুয যুবায়র তাকে বারণ করেছেন। তার ধারণা মতে উম্মে ওয়ালাদ মীরাছ পায় না। বিষয়টি নিয়ে আমীরুল মু'মিনীন সমস্যায় পড়ে গেছেন। আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্নুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত, সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব বর্ণিত একটি হাদীস্ শুনেছেন বলে তার ধারণা। কিন্তু তখন হাদীসটি মনে করতে পারছেন না। হাদীসটি তাঁর কাছে ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছিল। ইব্ন শিহাব বলেন ঃ শুনে আমি বললাম ঃ আমি তাকে সেই হাদীসটি শোনাব। এ কথা শুনে কুবায়সা আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি আবদুল মালিক-এর গৃহে প্রবেশ করে বললেন, আস্সালামু আলায়কা। উত্তরে আবদুল মালিক বললেন, ওয়াআলায়কাস-সালাম। কুবায়সা বললেন ঃ ঢুকব কি? আবদুল মালিক বললেন ঃ প্রবেশ করুন। কুবায়সা আমার হাত ধরা অবস্থায়ই আবদুল মালিক-এর নিকট প্রবেশ করলেন এবং বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! আপনি উম্মুহাতুল আওলাদ বিষয়ে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব-এর যে হাদীসটি শুনেছিলেন, ইনি সেটি আপনাকে শোনাবেন। আবদুল মালিক বললেন ঃ ঠিক আছে শোনাও। যুহরী বলেন ঃ আমি বললাম ঃ আমি সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিবকে বলতে শুনেছি যে, উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) উম্মুহাতুল আওলাদ সম্পর্কে এই নির্দেশ জারী করেছেন যে, তারা তাদের সন্তানদের সম্পদের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে নিবে এবং স্বাধীন হয়ে যাবে। উমর তাঁর খিলাফতের শুরুর দিকে এই মর্মে পত্রও লিখেছিলেন। পরে কুরায়শের এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, যার উম্মে ওয়ালাদ গর্ভজাত এক পুত্র ছিল। উমর (রা) ছেলেটাকে বেশ স্নেহ করতেন। পিতার মৃত্যুর রাত কয়েক পর ছেলেটি মসজিদে উমর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। উমর (রা) তাকে বললেন ঃ কী খবর, ভাতিজার মায়ের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ ? ছেলেটি বলল ঃ ভাল সিদ্ধান্তই নিয়েছি হে আমীরুল মু'মিনীন! মানুষ তাকে দাসী বানিয়ে রাখা না রাখার ব্যাপারে আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছে। শুনে উমর (রা) বললেন ঃ কেন, আমি সে ব্যাপারে উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছিলাম।

আমি তো তোমাদের মতামত না নিয়ে কোন সিদ্ধান্তও দেইনি, আদেশও জারি করিনি। তারপর তিনি উঠে মিম্বরে গিয়ে বসলেন। মানুষ তাঁর নিকট এসে সমবেত হলো। সন্তোষজনক লোক সমাগম হয়ে গেলে তিনি বললেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! আপনারা জানেন, আমি উম্মুহাতুল আওলাদ বিষয়ে একটি নির্দেশ জারি করেছিলাম। কিন্তু এখন তার বিপরীত এক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো। এখন থেকে যদি কারো উম্মে ওয়ালাদ থাকে, তাহলে তিনি যতদিন জীবত থাকবেন, ততদিন তিনি তার মালিক থাকবেন। তার মৃত্যুর পর সে স্বাধীন হয়ে যাবে এবং তার উপর তার কোন ক্ষমতা থাকবে না।

যা হোক, আমার হাদীস শুনে আবদুল মালিক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কে ? বললাম ঃ আমি মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন উবায়দ ইব্ন শিহাব। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! আপনার পিতা একজন ফিতনাবাজ মানুষ ছিলেন এবং ফিতনা করে আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছেন। যুহরী বলেন ঃ একথা শুনে আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! সৎ কর্মপরায়ণ বান্দা যেমন বলেছিলেন ঃ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ (আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, ১২ ঃ ৯২)। আপনি তা-ই বলুন। তিনি বললেন ঃ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ যুহরী বলেন, তারপর আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার জন্য ভাতা চালু করে দিন; আমি তো প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন। তিনি বললেন ঃ আপনার শহরে এ যাবত কারো জন্য ভাতা চালু করিনি। তারপর তিনি কুবায়সার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তখন আমি ও তিনি তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান। যেন তিনি ইঙ্গিতে বললেন ঃ এর জন্য ভাতা চালু করে দাও। কুবায়সা বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন আপনার জন্য ভাতা মনযূর করে দিয়েছেন। আমি বললাম ঃ আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যখন আমি আমার পরিজনের নিকট থেকে রওয়ানা হয়ে আসি, তখন তারা চরম অনটনের মধ্যে ছিল, যা মহান আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। আর অভাব গোটা নগরী ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন আপনার অভাব পূরণ করে দিয়েছেন। যুহরী বলেন ঃ তারপর আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার একজন খাদেমও প্রয়োজন। আমার একটি বোন ব্যতীত আমার পরিবারের সেবা করার আর কেউ নেই। বোনটি একাই আটা খামীর করে, রুটি বেলে ও সেকে। কুবায়সা বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে একটি খাদিমও দান করেছেন।

আওযাঈ যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুহরী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ 'ব্যভিচারী মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না।' শুনে আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এর অর্থ কী ? তিনি বললেন ঃ ইল্ম আসে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। রাসূলের দায়িত্ব প্রচার করা। আর আমাদের কর্তব্য হলো, মেনে নেওয়া। কাজেই রাসূলে পাকের হাদীসসমূহ যেভাবে এসেছে, সেভাবেই মেনে নাও।

আওযাঈ যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেছেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) লাবীদ ইব্ন রবী'আর নিম্নবর্ণিত কাসীদাটি বর্ণনা করার নির্দেশ দিতেন।

إن تقوى ربنا خيرُ نَفَلْ * وباذنِ اللّٰه ريثى والعجلْ

احمدِ اللّٰه فلا ندَّ له * بيديه الخيرُ ما شاء فعلْ

من هداهُ سبلَ الخيرِ اهتدى * ناعمَ البالِ ومن شاءَ اضلْ

'আমাদের প্রভুর তাকওয়া হলো শ্রেষ্ঠ দান। আমার বিলাপ আর তাড়াহুড়া সব তাঁরই নির্দেশে।

আমি মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করছি, যাঁর কোন সমকক্ষ নেই। সকল কল্যাণ তাঁরই হাতে। তিনি যা খুশী করতে পারেন।

তিনি যাকে কল্যাণের পথ দেখান, সেই সুপথপ্রাপ্ত হয়। আর তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন।'

যুহরী বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উতবার নিকট তার বাড়িতে গমন করি। দেখি, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় বসে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার, আপনাকে এমন দেখছি কেন ? তিনি বললেন, আমি এই একটু আগে আপনাদের আমীর তথা উমর ইব্ন আবদুল আযীয-এর নিকট গিয়ে আসলাম। সে সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন উছমানও তাঁর সঙ্গে ছিল। আমি তাদেরকে সালাম দিলাম। কিন্তু তারা সালামের জবাব দিলেন না। ফলে আমি বললাম ঃ

لا تعجَبا أن تُؤتيا فتكلها * فما حشى الأقوامَ شراً من الكبْرِ

ومسّا ترابَ الأرضِ منْهُ خُلقْتما * وفيها المعادُ والمصيرُ الى الحشْرِ

'ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন বলে অহংকার করবেন না যে, কথা বলবেন না। অহংকারের চেয়ে মানুষের মন্দ স্বভাব দ্বিতীয়টি আর নেই।

পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করুন, যা দ্বারা আপনাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যার মধ্যে ফিরে যেতে হবে ও হাশর হবে।'

শুনে আমি বললাম, মহান আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। আপনার ন্যায় ফিকাহ্, মর্যাদা ও বয়সের মানুষও কবিতা বলে ? তিনি বললেন, যার বুক ব্যথায় ধরেছে, ফুঁ দিলে সে ভাল হয়ে যায়।

এক প্রবীণ ব্যক্তি যুহরীর নিকট এসে বললেন, আমাকে একটি হাদীস শুনান। তিনি বললেন, আপনি তো ভাষা জানেন না। বৃদ্ধ বললেন, সম্ভবত আমি ভাষা জানি। যুহরী বললেন, তাহলে বলুন তো এই কবিতাটির অর্থ কি ?

صَريعَ ندامى يَرْفَعْ الشربَ رأسهُ * وقد ماتَ منهُ كلُّ عضوٍ ومفصلِ

যুহরী জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন তো مفصل অর্থ কি ? বৃদ্ধ বললেন, জিহ্বা। যুহরী বললেন, পুনরায় আবেদন করুন। আমি আপনাকে হাদীস শোনাব।

যুহরী প্রায়ই নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো দ্বারা উপমা পেশ করতেন।

ذهبَ الشبابُ فلا يعودُ جُمانا * وكأن ما قدْ كانَ لمْ يكُ كانا

فَطَوَيْتُ كفى يا جمانُ على العصا * وكفى جمانُ بِطَيِّها حَدَثانا

যৌবন চলে গেছে, আর ফিরে আসবে না হে জুমান! যেন তা ছিলই না।

ফলে আমি লাঠির উপর আমার হাত গুটিয়ে নিয়েছি হে জুমান! আর হে জুমান! এই পরিস্থিতিতে হাত গুটিয়ে রাখাই নিরাপদ।

যুহরীর আংটির অংকন ছিল ঃ محمد يسأل الله العافية

যুহরীর ভাতিজাকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার চাচা কি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন ? তিনি বললেন, আমি যুহরীর বাহনের কোড়া থেকে মিশ্‌কের সুঘ্রাণ শুকতাম।

যুহরী বলেছেন, তোমরা সেই কাজ বেশী করে কর, যাকে আগুন স্পর্শ করবে না। জিজ্ঞাসা করা হলো, তা কী ? তিনি বললেন, সৎকর্ম।

একদা এক ব্যক্তি যুহরীর প্রশংসা করে। ফলে তিনি গায়ের জামাটা তাকে দিয়ে দেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি শয়তানের কথায় দান করছেন ? তিনি বললেন, অমঙ্গল থেকে বেঁচে থাকাও এক ধরনের কল্যাণ সন্ধান।

সুফিয়ান বলেন, যুহরীকে যাহিদ (দুনিয়াবিমুখ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, হালাল যাকে কৃতজ্ঞতা থেকে বারণ করতে পারে না এবং হারাম যার ধৈর্যের উপর জয়ী হয় না।

সুফিয়ান বলেন, লোকেরা যুহরীকে বলল, এখন এই শেষ বয়সে যদি আপনি মদীনার বসবাস করতেন ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদে বসতেন, দারস দিতেন। আমরা তার কোন একটি স্তম্ভের নিকট গিয়ে বসতাম, আপনি মানুষকে নসীহত করতেন ও তা'লীম দিতেন! তিনি বললেন, তাই যদি করতাম, তাহলে মানুষ আমার পদচিহ্ন অনুসরণ করত। আর দুনিয়ার প্রতি বিমুখ ও আখিরাতের প্রতি উৎসাহী না হয়ে তা করা আমার জন্য উচিত হবে না।

যুহরী বললেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের পাহাড়-পর্বতে বিশজনেরও অধিক আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম ইন্‌তিকাল করেছেন। তাঁরা ক্ষুধা ও শ্রমক্লিষ্ট হয়ে ইন্‌তিকাল করেন। তারা হালাল নিশ্চিত না হয়ে খেতেনও না। পরিধানও করতেন না।

যুহরী বলতেন, ইবাদত হলো তাকওয়া আর দুনিয়াবিমুখতা। ইল্‌ম হলো সৌন্দর্য। সবর হলো অপ্রীতিকর বিষয়াবলী সহ্য করা এবং সৎকর্মের নিমিত্তে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান জানানো।

ইব্‌ন আসাকির-এর বর্ণনা মুতাবিক হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক-এর খিলাফত আমলে মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিদের একজন হলেন-

বিলাল ইব্‌ন সা'দ

ইব্‌ন তামীম আস-সাকূনী আবূ আমর। বিখ্যাত যাহিদ (দুনিয়াত্যাগী) ইবাদতকারী, রোযাদার ও নামায আদায়কারীদের একজন ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা—যিনি সাহাবী ছিলেন- জাবির, ইব্‌ন উমর, আবুদ্-দারদা প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন বহু লোক। তন্মধ্যে একজন হলেন আওযাঈ। আওযাঈ তাঁর মূল্যবান ও উপকারী সব কাহিনী ও ওয়ায-নসীহত লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি বলেছেন, আমি তাঁর মত বক্তা কখনো কাউকে দেখিনি। তিনি আরো বলেন, বিলাল ইব্‌ন সা'দ যত বেশী ইবাদত করতেন, তত বেশী ইবাদত করতে আমি আর কারো ব্যাপারে শুনিনি। তিনি রাতে-দিনে এক হাজার রাকআত নামায পড়তেন।

আসমাঈ বলেন, বিলাল ইব্‌ন সা'দ শীতের রাতে যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন, তখন কাপড়-চোপড়সহ নিজেকে কূপের মধ্যে ফেলে দিতেন। সঙ্গীরা এ ব্যাপারে ভর্ৎসনা করলে তিনি বললেন, কূপের পানি জাহান্নামের শাস্তি অপেক্ষা সহনীয়।

ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম বলেন, বিলাল ইব্ন সা'দ যখন মিহ্রাবে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন, আওযা' থেকে তার তাকবীর শোনা যেত। আর আওযা'র অবস্থান হল বাবুল ফারাদীসেরও বাইরে।

আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-আজালী বলেন, বিলাল ইব্ন সা'দ সিরিয়ার অধিবাসী, তাবিঈ ও নির্ভরযোগ্য।

আবূ যুর'আ দামেশকী বলেন, বিলাল ইব্ন সা'দ উত্তম কাহিনী বর্ণনাকারী আলিমদের একজন ছিলেন। রাজ ইব্ন হায়ওয়াহ তাঁর বিরুদ্ধে কাদরিয়া হওয়ার অপবাদ আরোপ করেছেন। জবাবে একদিন ওয়াযে তিনি বলেন, অনেক আনন্দময় ব্যক্তি প্রবঞ্চিত হয়ে থাকে। অনেক প্রবঞ্চিত ব্যক্তি অনুভূতিহীন হয়ে থাকে। কাজেই ধ্বংস তার জন্য, যার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। অথচ সে অনুভব করতে পারছে না। সে পানাহার করছে ও হাসছে। অথচ মহান আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে আছে যে, সে জাহান্নামী। কাজেই ধ্বংস তোমার জন্য হে আত্মা! ধ্বংস তোমার জন্য হে দেহ! তুমি ক্রন্দন কর। ক্রন্দনকারীরা তোমার জন্য আজীবন ক্রন্দন করুক।

ইব্ন আসাকির তার বেশ কিছু মূল্যবান বাণী উল্লেখ করেছেন। তার কতিপয় নিম্নরূপ ঃ

আমাদের পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে দুনিয়াবিমুখ হতে বলছেন আর আমরা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি। তোমাদের যাহিদরা দুনিয়ামুখী, আলিমরা হলো অজ্ঞ আর মুজতাহিদরা ত্রুটিপূর্ণ।

তোমার যে ভাই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তোমাকে মহান আল্লাহ্র নিআমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তোমাকে তোমার দোষ ধরিয়ে দেয়, সে তোমার নিকট ঐ ভাই অপেক্ষা বেশী প্রিয় ও উত্তম, যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তোমার হাতে কিছু দীনার ধরিয়ে দেয়।

প্রকাশ্যে মহান আল্লাহ্র বন্ধু আর গোপনে শত্রু এমন হয়ো না। আবার প্রকাশ্যে শয়তান, নফস প্রবৃত্তির শত্রু আর গোপনে তাদের বন্ধু হয়ো না। তুমি দুই মুখ এবং দুই যবানওয়ালা হয়ো না যে, প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে মানুষের সম্মুখে প্রকাশ করবে, তুমি মহান আল্লাহ্কে ভয় কর, অথচ, তোমার অন্তর পাপাচারী।

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ধ্বংস হওয়ার জন্য সৃষ্ট হওনি তোমাদের সৃষ্টি চিরদিন বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু তোমরা এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে স্থানান্তরিত হচ্ছ শুধু। যেমন স্থানান্তরিত হয়েছ মেরুদণ্ড থেকে জরায়ুতে, তারপর জরায়ু থেকে দুনিয়াতে, দুনিয়া থেকে কবরে, কবর থেকে হাশরে। তারপর হাশর থেকে জান্নাত কিংবা জাহান্নামে।

রাহমানের বান্দাগণ! তোমরা আমল করছ স্বল্প সময়ে দীর্ঘদিনের জন্য, ধ্বংসশীল আবাসে চিরস্থায়ী আবাসের জন্য এবং চিন্তা, বিপদের আবাসে নিআমতপূর্ণ স্থায়ী আবাসের জন্য। সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে আমল না করবে, সে সুফল পাবে না।

রাহমানের বান্দাগণ! যদি তোমাদের বিগত অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা ভবিষ্যতের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। যদি তোমরা তোমাদের ইল্ম অনুযায়ী আমল কর, তাহলে তোমরা মানুষের শ্রদ্ধাভাজন ও আশ্রয়স্থলে পরিণত হবে।

রাহমানের বান্দাগণ! তোমাদের জন্য একটি সরল পথ ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তোমরা তা নষ্ট করে ফেলছ। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যার দায়িত্বভার হাতে নিয়েছেন, তোমরা তা অনুসন্ধান করে কি করছ। মহান আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের ইবাদত এরূপ স্থির করেননি। তোমরা কি দুনিয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানী আর আখিরাতের বেলায় বোকা ? দুনিয়ার বেলায় চক্ষুষ্মান হওয়া সত্ত্বেও যে উদ্দেশ্যে তোমাদের সৃষ্টি, তার ক্ষেত্রে তোমরা অন্ধ!

সুতরাং মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে যেভাবে তোমরা মহান আল্লাহ্র রহমত প্রত্যাশা করছ, তেমনি তার নাফরমানী করছ বলে তার শাস্তিকেও ভয় কর।

রাহমানের বান্দাগণ! কোন সংবাদদাতা কি এই সংবাদ নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছে যে, তোমাদের অমুক আমল কবুল হয়েছে ? কিংবা তোমাদের অমুক পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُوْنَ

'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না ?' (২৩ ঃ ১১৫)।

আল্লাহ্র শপথ ! তিনি যদি তোমাদের আমলের প্রতিদান আগেভাগে দুনিয়াতেই দিয়ে দিতেন, তাহলে মহান আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা ফরয করেছেন, তার অল্পই তোমরা পালন করতে। তোমরা কি মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের বিনিময়ে আপদপূর্ণ জগতের প্রত্যাশা করছ ? সেই জান্নাতের প্রত্যাশা ও প্রতিযোগিতা করছ না, যার খাদ্য সামগ্রী ও ছায়া চিরস্থায়ী এবং যার ব্যাপ্তি পৃথিবী ও আকাশসমূহের ব্যাপ্তির সমান ? মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّعُقْبَى الْكَافِرِيْنَ النَّارَ

'যারা মুত্তাকী, এটা তাদের কর্মফল এবং কাফিরদের কর্মফল আগুন' (১৩ ঃ ৩৫)।

যিক্র দুই প্রকার। যবানে আল্লাহ্ উচ্চারণ করা সুন্দর যিক্র। পক্ষান্তরে, হারাম-হালাল প্রশ্নে মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করা সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র।

হে রাহমানের বান্দাগণ! তোমাদের কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি কি মৃত্যুকে ভালবাস ? সে বলে না। তারপর যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন ? বলে, আমল করার জন্য। তারপর যদি বলা হয়, ঠিক আছে, আমল কর। বলে, এই তো শুরু করছি। তার অর্থ এই দাঁড়াল যে, সে মৃত্যুকেও ভালবাসে না, আমল করাও পসন্দ করে না। তার নিকট প্রিয় হলো, সে মহান আল্লাহ্র আমলকে বিলম্বিত করবে, কিন্তু মহান আল্লাহ্ তার থেকে দুনিয়ার স্বার্থ বিলম্বিত করুন, তা তার পসন্দ নয়।

রাহমানের বান্দাগণ! মানুষ মহান আল্লাহ্র বহু ফরয থেকে একটি মাত্র ফরয আদায় করে এবং বাদ-বাকীগুলো বিনষ্ট করে ফেলে। শয়তান তাকে প্ররোচিত করতে থাকে এবং তার সম্মুখে সবকিছু সজ্জিতরূপে উপস্থাপন করে থাকে। ফলে সে মহান আল্লাহ্র অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পায় না।

রাহমানের বান্দাগণ! আমল শুরু করার আগে দেখে নাও, আমল দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য কী ? যদি তা একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহ্র জন্য হয়, তাহলে আমল করতে থাক। আর যদি গায়রুল্লাহর জন্য হয়, তাহলে অযথা নিজেকে কষ্টে ফেল না। কারণ, মহান আল্লাহ্ খাঁটি আমল ছাড়া কবূল করেন না। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

'আল্লাহ্‌রই নিকট পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে' (৩৫ ঃ ১০)। মহান আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে শাস্তি দানে তৎপর নন। যে মহান আল্লাহ্‌র দিকে এগিয়ে আসে মহান আল্লাহ্‌ তাকে বরণ করে নেন। আর যে ব্যক্তি পিছন দিকে সরে যায় মহান আল্লাহ্‌ তাকে ডাকতে থাকেন।

যদি তুমি কাউকে আত্মম্ভরিতার সাথে হঠকারিতাবশত প্রার্থনা পরিহার করতে দেখ, তাহলে বুঝবে, তার অবক্ষয় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

আওযাঈ বলেন, দামেশকে মানুষ পানির জন্য প্রার্থনা করতে বেরিয়ে আসে। এমন সময় বিলাল ইব্‌ন সা'দ তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, উপস্থিত লোক সকল! তোমরা অপরাধ স্বীকার করছ ? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌! তুমি বলেছ ঃ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ। (সৎ কর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। ৯ ঃ ৯১)। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করেছি। অতএব, তুমি আমাদের পাপ মোচন কর ও আমাদেরকে ক্ষমা কর। আওযাঈ বলেন, ফলে সেদিনই তারা পানি পেয়ে যায়।

আওযঈী আরো বলেন, আমি বিলাল ইব্‌ন সা'দকে বলতে শুনেছি, আমি এমন বহু মানুষ দেখেছি, যারা স্বার্থের মাঝে ছুটাছুটি করে এবং পরস্পর হাসি-তামাশা করে। কিন্তু রাতে তারা বৈরাগী হয়ে যায়। আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি, পাপের ক্ষুদ্রতার প্রতি দৃষ্টিপাত কর না। সেই সত্তার দিকে তাকাও, তুমি যার অবাধ্যতা করেছ।

তিনি বলেন, আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি—যে ব্যক্তি অগ্রগামী হয়ে তোমার সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপন করল, সে তোমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আটকে ফেলল। তিনি যেসব দু'আ করতেন, তার মধ্যে একটি হলো—হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট হৃদয়ের বক্রতা থেকে, পাপের ধারাবাহিকতা, আমল বিনষ্টকারী ও চোখের জ্যোতি হরণকারী বিষয়াদি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আওযাঈ আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাহমানের বান্দাগণ! নিজেরা নেক আমল না করে এবং পাপ বর্জন না করে যদি তোমরা মানুষকে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি আহ্বান কর, অর্থাৎ যদি তোমরা দুনিয়াকে ভালবাস, তাহলে তোমাদের আল্লাহ্‌র শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার জন্য তা-ই যথেষ্ট।

বিলাল ইব্‌ন সা'দ বলেন, যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ্‌ তার পাপ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সহীফা থেকে তা মুছে ফেলেন না। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তা সহীফায় বহাল থাকবে।

জা'দ ইব্‌ন দিরহাম

জা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম প্রথম ব্যক্তি, যিনি খালকে কুরআনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। বনূ উমায়্যার সর্বশেষ খলীফা মারওয়ান আল-হিমারকে তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত করেই মারওয়ান আল-জা'দী বলা হয়। জা'দ ইব্‌ন দিরহাম ছিলেন তার গুরু। তিনি খুরাসান বংশোদ্ভূত ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি ছিলেন বনূ মারওয়ানের গোলাম। তিনি দামেশকে বসবাস করেন। দামেশকের কালাসিয়্যীন-এর সন্নিকটে গির্জায় তাঁর একটি বাড়ি ছিল। ইব্‌ন আসাকির এই তথ্য উল্লেখ করেছেন।

আমার জানা মতে কালাসিয়্যীন বর্তমানকার খাওয়াসসীনের একটি জনবসতি, যার পশ্চিমাংশ হামামুল কাত্তানীন—যাকে হামামে কুলায়নিস বলা হয়-এর সঙ্গে সংযুক্ত।

ইব্ন আসাকির প্রমুখ বলেন, জা'দ (খাল্‌কে কুরআনের) এই আবিষ্কারটি গ্রহণ করেছেন বায়ান ইব্ন সাম'আন থেকে। বায়ান গ্রহণ করেছেন লাবীদ ইব্ন আ'সাম-এর ভাগিনা তালূত থেকে যে কিনা তার বোন-জামাই। লাবীদ ইব্ন আ'সাম সেই জাদুকর, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জাদু করেছিল- এই মতবাদ গ্রহণ করেছেন ইয়ামানের এক ইয়াহূদী থেকে। জা'দ থেকে মতবাদটা গ্রহণ করেছেন জুহ্‌ম ইব্ন সাফওয়ান আল-খাযারী, মতান্তরে তিরমিযী।

জুহ্‌ম বলখে বাস করত। মুকাতিল ইব্ন সুলায়মান-এর সঙ্গে তাঁরই মসজিদে নামায আদায় করত এবং দু'জনে বিতর্কে লিপ্ত হতো। এক সময়ে বিতাড়িত হয়ে তিরমিয চলে যায়। তারপর জুহ্‌ম ইস্পাহানে খুন হয়। কেউ কেউ বলেন মারুতে। তারই নাইব সাল্‌ম ইব্ন আহওয়ায তাকে হত্যা করেন। আল্লাহ্ সাল্‌ম ইব্ন আহওয়ায-এর প্রতি রহম করুন এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বিশ্‌র আল- মুরায়সী মতবাদটা জুহ্‌ম থেকে গ্রহণ করেছে। আহমাদ ইব্ন আবূ দাঊদ গ্রহণ করেছে বিশ্‌র থেকে।

যা হোক, জা'দ দামেশ্‌কে বসতি স্থাপন করে। খাল্‌কে কুরআনের মতবাদ ব্যক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত দামেশকেই বসবাস করে। তারপর বনূ উমায়্যা তার অনুসন্ধানে নেমে পড়ে। ফলে সে পালিয়ে কূফা গিয়ে বসবাস করে। সেখানে জুহ্‌ম ইব্ন সাফওয়ান তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার মতবাদের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে। তারপর খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-কাস্‌রী ঈদুল আযহার দিন কূফায় জা'দকে হত্যা করেন। খালিদ একদিন তার খুতবায় জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, লোক সকল! আপনারা কুরবানী করুন, মহান আল্লাহ্ আপনাদের কুরবানী কবূল করে নিবেন। আমি জা'দ ইব্ন দিরহামকে কুরবানী করছি। লোকটি মনে করে, মহান আল্লাহ্ ইবরাহীম (আ)-কে খালীলরূপে গ্রহণ করেননি এবং মূসা (আ)-এর সঙ্গেও কথা বলেননি। অথচ জা'দ যা বলছে মহান আল্লাহ্ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তারপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে মিম্বরের গোড়াতেই তাকে যবাহ করে ফেলেন।

একাধিক হাফিয এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে বুখারী, ইব্ন আবূ হাতিম, বায়হাকী ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ অন্যতম। ইব্ন আসাকির ইতিহাস গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। ইব্ন আসাকির আরো উল্লেখ করেন যে, জা'দ ইব্ন দিরহাম ওয়াহ্‌ব ইব্ন মুনাব্বিহ-এর নিকট যাওয়া-আসা করত। যখনই সে ওয়াহ্‌ব-এর নিকট যেত, গোসল করে নিত এবং বলত, আমি জ্ঞান আহরণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। সে ওয়াহ্‌বকে মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। উত্তরে ওয়াহ্‌ব তাকে বলতেন, তোমার ধ্বংস হোক হে জা'দ! এ ব্যাপারে প্রশ্ন কম কর। আমি তোমাকে ধ্বংসোন্মুখ লোকদের অন্তর্ভুক্ত মনে করছি। মহান আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে তাঁর কিতাবে অবহিত না করতেন যে, তাঁর হাত আছে, তাহলে আমরা এসব বলতাম না। যদি তিনি না জানাতেন যে, তার চোখ আছে, তাহলে আমরা একথা বলতাম না। যদি তিনি না জানাতেন যে, তার নফস আছে, তাহলে আমরা একথা বলতাম না। যদি তিনি আমাদেরকে না জানাতেন যে, তার কান আছে, তাহলে আমরা একথা বলতাম না। তারপর তিনি মহান আল্লাহ্‌র ইল্‌ম, কালাম প্রভৃতির বিবরণ প্রদান করেন। তার অল্প ক'দিন পরই জা'দ শূলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। ইব্ন আসাকির এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি জা'দ-এর জীবন চরিতে উল্লেখ করেছেন যে, জা'দ হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ, মতান্তরে ইমরান ইব্ন হাত্তানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ

لَيثٌ عَلَيَّ وفِي الحُروبِ نَعامَةٌ * فَتخاءُ تَجفُلُ مِن صَفيرِ الصافِرِ

هَلّاَ بَرَزتَ إلى غَزالَةَ فِي الوَغى * بَلْ كانَ قَلبُكَ فِي جَناحَيْ طائِرِ

'আমার বেলায় সিংহ আর যুদ্ধক্ষেত্রে এমন দুর্বল উটপাখী যে, অশিকারী প্রাণীর শব্দ শুনেই পালিয়ে বাঁচে।

রণাঙ্গনে কখনো তো তুমি হরিণের মোকাবেলায়ও অবতরণ করনি! বরং হৃদয়টা তোমার পাখির দুই ডানার মাঝেই ঘুরপাক খাচ্ছে।'

১২৫ হিজরী সন

আবদুর রহমান থেকে যথাক্রমে আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান, যুহরী, মুসআব ইব্ন মুসআ'ব, আবদুল মালিক ইব্ন যায়দ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আবূ ফাদীক ও রিযকুল্লাহ্ ইব্ন মূসা সূত্রে হাফিয আবূ বাকর আল-বায্যার বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, একশত পঁচিশ হিজরীতে দুনিয়ার শোভা তুঙ্গে উঠে যাবে। আবূ ইয়া'লা তাঁর মুসনাদে আবূ কুরায়ব, ইব্ন আবূ ফাদীক, আবদুল মালিক ইব্ন সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন নুফায়ল, মুসআব ইব্ন মুসআব ও যুহরী এ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমার মতে এটি মুনকার গারীব হাদীস। যুহরী মুসআব ইব্ন মুসআব ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ-এর ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন এবং আলী ইব্নুল হুসায়ন ইব্নুল জুনায়দ তাকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। তার থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন, তার ব্যাপারেও আপত্তি রয়েছে। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

এ বছর নু'মান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক রোমের সাইকায় আক্রমণ করেন। এ বছরের রবীউল আখিরে আমীরুল মু'মিনীন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান মৃত্যু-মুখে পতিত হন।

হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র)-এর মৃত্যু ও তাঁর জীবন চরিত

হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ইব্নুল হাকাম ইব্ন আবুল আস ইব্ন উমায়্যা ইব্ন আবদে শামস। আল ওয়ালীদ আল কারাশী আল-উমাবী আদ দামেশ্কী-এর পিতা। আমীরুল মু'মিনীন। তাঁর মা হলেন হিশাম ইব্ন ইসমাঈল আল-মাখযূমীর কন্যা। দামেশকের বাবুল খাওয়াস্সীনের সন্নিকটে তার বাড়ি ছিল। বর্তমানে তার একাংশ আন্-নূরিয়াতুল কাবীরাহ নামে খ্যাত মাদ্রাসা নূরুদ্দীন শহীদ-এ অবস্থিত। যা কিনা দারুল কাব্বাবীন নামে সমধিক পরিচিত। কাব্বাব অর্থ তাঁবু বিক্রেতা। সেই এলাকাতেই হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক-এর বাড়ি ছিল। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ভাই ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক-এর মৃত্যুর পর একশত পঁচিশ হিজরীর শা'বান মাসের ছাব্বিশ তারিখ জুমুআহর দিনে মানুষ তাঁর হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে। তখন তার বয়স ছিল চৌত্রিশ বছর। তিনি ছিলেন সুদর্শন, ফর্সা ও টেরা। কালো খেযাব ব্যবহার করতেন। তিনি আবদুল মালিক-এর চতুর্থ ছেলে যারা খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েছিলেন।

আবদুল মালিক স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি চারবার মিহরাবে প্রস্রাব করেছেন। ফলে তিনি সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিবকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন। সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব বললেন, আপনার চারটি সন্তান খিলাফতের মসনদে আসীন হবে। পরবর্তীতে তাই ঘটেছে। হিশাম ছিলেন তাদের শেষজন। তিনি খিলাফত পরিচালনায় দৃঢ়চেতা ছিলেন। সম্পদ সঞ্চয় করতেন এবং কৃপণতা করতেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, কৌশলী ও বৃহৎ-ক্ষুদ্র সব বিষয়ে বিচক্ষণ। তাঁর মধ্যে সহনশীলতা ও ধীরতা ছিল। একবার তিনি এক ভদ্র লোককে গালি দেন। লোকটি বলল, পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্র খলীফাহ্ হয়ে আপনি আমাকে গালি দিচ্ছেন ? ফলে, তিনি লজ্জিত হয়ে বললেন, তুমি আমার থেকে তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও। লোকটি বলল, তা হলে তো আমিও আপনার-ই ন্যায় বোকা সাব্যস্ত হব! তিনি বললেন, তাহলে বিনিময় নিয়ে নাও।

লোকটি বলল, তা করব না। হিশাম বললেন, তাহলে বিষয়টা মহান আল্লাহ্র জন্য ছেড়ে দাও। লোকটি বলল, আমি তা মহান আল্লাহ্র জন্য এবং পরে আপনার জন্য ছেড়ে দিলাম। তখন হিশাম বললেন, আল্লাহ্র শপথ! এরূপ আচরণ আমি দ্বিতীয়বার আর করব না।

আসমাঈ বলেন, এক ব্যক্তি হিশামকে কিছু কথা শোনায়। হিশাম তাকে বললেন, তুমি আমাকে এমন কথা বলছ, অথচ আমি তোমার খলীফা ?

একবার তিনি এক ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, চুপ কর, নইলে আমি তোমাকে বেত্রাঘাত করব।

আলী ইব্নুল হুসায়ন মারওয়ান ইব্নুল হাকাম থেকে চল্লিশ হাজার দীনার ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বনূ মারওয়ান-এর কেউই তার জন্য তাঁকে তাগাদা দেননি। হিশাম খলীফা হয়ে বললেন, তোমার নিকট আমাদের পাওনা কত ? তিনি বললেন, প্রচুর। আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। হিশাম বললেন, তা তোমারই থাকুক।

আমার মতে এই বক্তব্যে আপত্তি রয়েছে। তার কারণ, আলী ইব্নুল হুসায়ন ইন্তিকাল করেন চুরানব্বই হিজরীতে হিশাম-এর খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার এগার বছর আগে। কেননা, হিশাম খিলাফতের মসনদে আসীন হন একশত পাঁচ হিজরী সনে। কাজেই লেখকের বক্তব্য বনূ মারওয়ান একজন খলীফা ও আলী ইব্নুল হুসায়ন-এর ঋণের জন্য তাগাদা দেননি এবং হিশাম খলীফা ও উক্ত সম্পদের জন্য তাগাদা দেন এই বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা, আলী হিশাম-এর খিলাফত লাভের আগেই ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ব্যাপক রক্তপাতের কারণে হিশাম সবচেয়ে অপ্রিয় মানুষ ছিলেন। যায়দ ইব্ন আলী ও তার ছেলে ইয়াহ্য়ার হত্যাকাণ্ডে তাঁর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি বললেন, আমি আমার সমুদয় সম্পদ দিয়ে হলেও এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিকার করতে চাই।

মাদাইনী হুয়াই গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে হিশাম-এর গোলাম বিশ্র থেকে বর্ণনা করেন যে, বিশ্র বলেন, হিশাম এক ব্যক্তির নিকট গমন করেন, যার কাছে একটি দাস, মদ ও একটি গীটার ছিল। দেখে হিশাম বললেন, তোমরা তাম্বরাটা ওর মাথার উপর ভেঙ্গে ফেল। শুনে লোকটি কেঁদে ফেলল। বিশ্র বলেন, হিশাম তাকে প্রহার করলেন। লোকটি বলল, আপনি কি ভাবছেন, আমি মারের কারণে ক্রন্দন করছি। আমি কাঁদছি আপনি গীটারকে তাম্বরা বলে তাচ্ছিল্য করার কারণে।

একদিন এক ব্যক্তি হিশামের সঙ্গে কঠোর ভাষা ব্যবহার করে। জবাবে হিশাম বললেন, তোমার ইমামকে এরূপ কথা বলা তোমার জন্য অনুচিত।

এক ব্যক্তি জুমুআর দিন তার ছেলের খোঁজে বের হয়। হিশাম তাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি জুমুআতে উপস্থিত হলে না কেন ? লোকটি বলল ঃ আমার খচ্চর আমাকে বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। হিশাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি হাঁটতে পার না ? তারপর তিনি তাকে এক বছরের জন্য সাওয়ার হতে নিষেধ করে দেন এবং পায়ে হেঁটে জুমুআতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দেন।

মাদাইনী বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হিশাম-এর নিকট দুটি পাখি হাদিয়া প্রেরণ করে। দূত যখন পাখি দুটো নিয়ে হিশাম-এর নিকট এসে পৌছান, হিশাম তখন তাঁর গৃহের মধ্যখানে পালংকের উপর উপবিষ্ট। তিনি দূতকে বললেন ঃ পাখি দুটো ঘরের মধ্যে ছেড়ে দাও। দূত পাখি দুটো ছেড়ে দিয়ে বলল ঃ আমার বখশিশ, আমীরুল মু'মিনীন ? হিশাম বললেন ঃ ধ্যাৎ, দুটো পাখি হাদিয়া দিয়ে আবার বখশিশ! যাও, ঐ দুটোর একটা নিয়ে যাও। লোকটি পাখি দুটোর একটির পিছনে দৌড়াতে শুরু করে। হিশাম বললেন ঃ কী ব্যাপার, হলো কী ? লোকটি বলল ঃ ভালটা নিয়ে নেব। হিশাম বললেন ঃ ও ভালটা নিয়ে মন্দটা রেখে যাবে ? তারপর তিনি তার জন্য চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ দিরহাম দিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন।

মাদাইনী ইউসুফ ইব্ন উমর-এর লেখক মুহাররম থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহাররম বলেন ঃ ইউসুফ আমাকে একটি লাল ইয়াকূত ও একটি মুক্তা দিয়ে হিশাম-এর নিকট প্রেরণ করেন। জিনিস দুটো ছিল খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-কাস্রীর দাসী রাবিআর। ইয়াকূতটি তেহাত্তর হাজার দীনার মূল্যে কেনা। মুহাররম বলেন ঃ আমি হিশাম-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি ফরাশ বিছানো পালংকের উপর বসা ছিলেন। আমি ফরাশের উপর দিক থেকে হিশামের মাথাটা দেখতে পাইনি। আমি ইয়াকূতটা তাঁর সম্মুখে পেশ করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এর ওযন কতটুকু ? আমি বললাম ঃ এ জাতীয় সম্পদের কোন তুলনা থাকে না। শুনে তিনি নীরব হয়ে গেলেন।

ইতিহাসবিদগণ বলেন ঃ হিশাম একদল মানুষকে যায়তূন পাড়তে দেখলেন। তিনি বললেনঃ একটি একটি করে পেড়ে নাও– একবারে ঝাড়া দিও না। অন্যথায় তার চোখ ফুঁড়ো হয়ে যাবে ও ডাল-পালা ভেঙ্গে যাবে।

তিনি বলতেন ঃ এমন তিনটি বিষয় আছে, যেগুলো ভদ্র লোকেরা বিনষ্ট করে না। তৈরী বস্তু সংরক্ষণ করা, জীবনটাকে পরিশুদ্ধ করা এবং অল্প হলেও সত্য অনুসন্ধান করা।

আবূ বাকর আল-খারাইতী বলেন ঃ কথিত আছে, হিশাম নিম্নোক্ত পংক্তিটি ছাড়া আর কোন কবিতা বলেননি ঃ

إذا أنت لم تعصِ الهوى قادك الهوى * إلى كلِ فيه عليكَ مقالُ

অর্থাৎ 'তুমি যদি প্রবৃত্তির অবাধ্যতা না কর, তাহলে প্রবৃত্তি তোমাকে এমন পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাবে, যাতে তোমার অমর্যাদা রয়েছে।'

অবশ্য তার নামে এটি ছাড়া অন্য কবিতাও বর্ণিত আছে।

ইকাল ইব্ন শাবাহ থেকে যথাক্রমে ইব্ন আবূ বুজায়লা ও ইব্ন ইয়াসার আল-আ'রাজী সূত্রে মাদাইনী বর্ণনা করেন যে, ইকাল ইব্ন শাবাহ্ বলেন ঃ আমি হিশাম-এর নিকট গেলাম। তখন তাঁর গায়ে গাঢ় সবুজ বর্ণের একটি কাবা ছিল। তিনি আমাকে খুরাসান রওয়ানা হয়ে যেতে বলে আমাকে উপদেশ দিতে শুরু করেন। আর আমি তার কাবাটার প্রতি তাকাচ্ছি। তিনি বিষয়টা বুঝে ফেলে বললেন ঃ কী ব্যাপার ? আমি বললাম ঃ আপনার গায়ের সবুজ কাবাটা দেখছি। আমি তো খলীফা হওয়ার আগেও এরূপ একটি আপনার গায়ে দেখেছিলাম। ফলে ভাবতে লাগলাম, এটা কি সেটাই, নাকি অন্য একটা। তিনি বললেন ঃ সেই আল্লাহ্র শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। এটা সেটাই। এটা ছাড়া আমার আর কোন কাবা নেই। আর আমার নিকট যেসব সম্পদ দেখছ, সেগুলো তোমাদের।

ইকাল বলেন ঃ হিশাম হাড়ে হাড়ে বখীল ছিলেন।

সাফ্ফাহ-এর চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী বলেন ঃ আমি বনূ উমায়্যার সকল নথিপত্র একত্র করে পর্যালোচনা করেছি। পর্যালোচনায় হিশাম-এর নথি অপেক্ষা জনগণ ও সরকারের জন্য বেশী সঠিক নথি আর কারোটা দেখিনি।

মাদাইনী বলেন ঃ হিশাম ইব্ন আবদুল মজীদ বলেন ঃ বনূ মারওয়ান-এর কেউ সঙ্গী-সাথী ও নথিপত্রের প্রতি হিশাম অপেক্ষা বেশী দৃষ্টি রাখতেন না এবং হিশাম-এর চেয়ে বেশী যাচাই-বাছাই করতেন না। আর হিশাম-ই গায়লান আল-কাদরীকে হত্যা করেছিলেন। গায়লানকে যখন তার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো, তিনি তাকে বললেন ঃ তোমার ধ্বংস হোক, তোমার মতবাদটা খুলে বল। যদি তা সত্য হয়, তাহলে আমরাও তার অনুসরণ করব। আর যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তুমি সেই মতবাদ পরিত্যাগ করবে। ফলে মায়মূন ইব্ন মিহরান তার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হন। গায়লাম মায়মূনকে কিছু কথা বললেন। উত্তরে মায়মূন বললেন ঃ তুমি কি বাধ্য হয়ে মহান আল্লাহ্র অবাধ্যতা করছ ? শুনে গায়লান নিশ্চুপ হয়ে যায়। তখনই হিশাম তাকে বন্দী করেন এবং হত্যা করে ফেলেন। আসমা'ঈ আবুয্যিনাদ সূত্রে মুনযির ইব্ন উবাই থেকে বর্ণনা করেন যে, মুনযির বলেন ঃ আমরা হিশাম-এর রাজকোষ থেকে বার হাজার জামা পেয়েছিলাম, যার সবগুলোই ছিল ত্রুটিপূর্ণ।

হিশাম তাঁর পিতার সমীপে তিনটি অভিযোগ পেশ করেন ঃ ১. তিনি মিম্বরে আরোহণ করতে ভয় পান। ২. খাবার কম খান এবং ৩. প্রাসাদে তার নিকট একশত সুন্দরী দাসী আছে। কিন্তু তিনি তাদের কারো নিকট যেতে পারছেন না। উত্তরে তাঁর পিতা লিখেন ঃ তুমি যখন মিম্বরে আরোহণ করবে, তখন সকলের পিছনের লোকটির প্রতি চোখ ফেলবে। তাহলে বিষয়টা তোমার জন্য সহজতর হয়ে যাবে। স্বল্প আহারের কথা বলেছ। তো তুমি তোমার বাবুর্চিকে নির্দেশ দিয়ে একাধিক পদের খাবার তৈরী করাও এবং প্রতি পদ থেকে কিছু কিছু করে খাও। আর তোমার তৃতীয় সমস্যার সমাধান হলো, তুমি ফর্সা, কোমলদেহী ও সুশ্রী দাসীর নিকট গমন কর।

আবূ আবদুল্লাহ্ শাফিঈ বলেন ঃ হিশাম যখন শহরের চারদিকে দুর্ভেদ্য বেষ্টনী নির্মাণ করলেন, তখন বললেন ঃ আমি কামনা করি, নগরীতে একটা দিন এমনভাবে অতিবাহিত করি যে, আমার নিকট এই দিনটিতে কোন দুঃসংবাদ না আসুক। কিন্তু বেলা দ্বি-প্রহর হতে না হতেই কোন এক সীমান্ত থেকে রক্তমাখা পালক এসে হাযির। সংবাদ শুনে তিনি বললেন ঃ না, একটি দিনও শান্তিতে কাটাতে পারলাম না।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ্ বলেন ঃ হিশাম তাঁর নিকট এমন পত্র লিখতেন না, যাতে মৃত্যুর উল্লেখ থাকত।

উমর ইব্ন আলী থেকে যথাক্রমে শিহাব ইব্ন আব্দে রাব্বিহী, হুসায়ন ইব্ন যায়দ ও ইবরাহীম ইব্নুল মুনযির আল-হাযানী সূত্রে আবূ বাকর ইব্ন আবূ খায়সামা বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন আলী বলেন ঃ আমি একদিন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইবনুল হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব-এর সঙ্গে হামামের নিকটস্থ তার বাড়ীতে গেলাম। আমি তাকে বললাম ঃ হিশামের রাজত্বকাল অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে– প্রায় বিশ বছর। অনেক লোক মনে করত, সুলায়মান (আ) তাঁর প্রভুর নিকট এমন রাজত্ব প্রার্থনা করেছিলেন, যা তাঁর পরে আর কারো ভাগ্যে জুটবে না, তা হলো বিশ বছর। তিনি বললেন ঃ মানুষ কী সব বলছে, আমি বুঝি না। আমার পিতা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পূর্বেকার কোন নবীর উম্মতের মাঝে আল্লাহ্ কোন রাজাকে এত আয়ু দান করেননি, যত আয়ু এই উম্মতের নবীকে দান করেছেন। কেননা, আল্লাহ্ তার নবীকে পবিত্র মক্কায় তের বছর এবং পবিত্র মদীনায় দশ বছর আয়ু দান করেছেন।

ইব্ন আবূ খায়ছামা বলেন ঃ আমি আলোচ্য বিষয়ের এই হাদীসটিকেই শুধু এড়িয়ে গেছি। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন আমার কিতাব থেকে এ হাদীস পাঠ করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটি তোমাকে কে বর্ণনা করেছে ? আমি বললাম ঃ ইবরাহীম। ফলে তিনি নিজে এ হাদীস শুনেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। ইব্ন জারীর তাঁর ইতিহাসে আহ্মাদ ইব্ন যুহায়র ও ইবরাহীম ইব্নুল মুনযির আল-হাযামী সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্নুয্ যুবায়র হতে যথাক্রমে 'আসিম ইব্নুল মুনযির ইব্নুয্ যুবায়র আব্বাদ ইব্নুল মু'আররা ও কাসিম ইব্নুল ফযল সূত্রে মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্নুয্ যুবায়র আলী (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ একজন টেরা মানুষের হাতে বনূ উমায়্যা ধ্বংস হবে। অর্থাৎ হিশাম-এর হাতে।

হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক-এর লেখক সালিম হতে যথাক্রমে আমর ইব্ন কালী', আবূ মু'আয আন্-নুমায়রী ও উমর ইব্ন আবূ মু'আয আন-নুমায়রী সূত্রে আবূ বাকর ইব্ন আবুদ্-দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, সালিম বলেন ঃ হিশাম একদিন আমাদের নিকট আগমন করলেন। তখন তাকে ক্লান্ত ও চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তিনি আবরাশ ইব্নুল ওয়ালীদকে ডেকে পাঠালেন। আবরাশ এসে উপস্থিত হয়েই বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! আপনাকে এরূপ দেখছি কেন ? তিনি বললেন ঃ কেন হব না, জ্যোতিষীদের ধারণা, আমি আজকের দিন থেকে

তেত্রিশ দিনের মাথায় মরে যাব। সালিম বলেন ঃ আমরা দিন-তারিখটা লিখে রাখলাম। ঠিক সেই দিন শেষ রাতে হিশামের দূত এসে বলল ঃ আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে কণ্ঠনালীর ব্যথার ওষুধ নিয়ে যেতে বলেছেন। উল্লেখ্য, আগেও তার এই ব্যথা দেখা দিয়েছিল। ওষুধ খেয়ে ভাল হয়েছেন। আমি ওষুধ নিয়ে হিশামের নিকট গেলাম। তিনি ওষুধ সেবন করলেন। তখন তিনি প্রচণ্ড ব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন। প্রায় পুরো রাতই এই অবস্থা বিরাজ করে। তারপর তিনি বললেন ঃ সালিম! এবার তুমি বাড়ী চলে যাও। এখন ব্যথ্যা কম লাগছে। আর ওষুধটা আমার নিকট রেখে যাও। আমি চলে গেলাম। কিন্তু বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছার আগেই হিশাম-এর ঘরে চীৎকার শুনতে পেলাম। ফিরে গিয়ে দেখলাম, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। অন্যরা বর্ণনা করেন ঃ মৃত্যুর সময় হিশাম তার সন্তানদেরকে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ক্রন্দন করতে দেখে বললেন ঃ হিশাম তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে দুনিয়া দিয়ে আর তোমরা তাকে অনুগ্রহ করছ ক্রন্দন দ্বারা। সে তোমাদের জন্য রেখে গেছে, যা সে সঞ্চয় করেছিল। আর তোমরা তার জন্য ছেড়ে দিচ্ছ তা, যা সে অর্জন করেছে। হিশামের এই পরিণতি কতই না মন্দ হবে, যদি মহান আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা না করেন। তাঁর মৃত্যুর পর খাযাঞ্চী এসে কোষাগার সীলমোহর করে দেয়। লোকেরা পানি গরম করার জন্য কয়লাও খুঁজে পেল না। ফলে ঋণ করে তার জন্য পানি গরম করার ব্যবস্থা করা হয়।

আমীরুল মু'মিনীন হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক-এর আংটির অংশ ছিল الحكم للحكم الحكيم। তিনি একশত পঁচিশ হিজরী সনের রবীউল আখিরের চব্বিশ তারিখ বুধবার রাসাফায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল তেপ্পান্ন বছর। কারো কারো মতে তাঁর বয়স ষাট অতিক্রম করেছিল। ওয়ালীদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিক তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন, যিনি হিশাম-এর পর খিলাফতের মসনদে আসীন হন। হিশাম উনিশ বছর সাত মাস এগার দিন, মতান্তরে উনিশ বছর আট মাস কয়েক দিন খিলাফত পরিচালনা করেন। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন।

আবদুর রহমান হতে যথাক্রমে আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান, যুহরী, মুসআব ও আবদুল মালিক ইব্ন যায়দ সূত্রে ইব্ন আবূ ফুদায়ক বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ একশত পঁচিশ হিজরী সনে দুনিয়ার শোভা তুঙ্গে উঠে যাবে।

আবূ ফুদায়ক বলেন ঃ দুনিয়ার শোভা হলো ইসলামের আলো ও সৌন্দর্য। অন্যরা বলেন ঃ দুনিয়ার শোভা দ্বারা উদ্দেশ্য মনীষীবৃন্দ। মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। আমার মতে, হিশাম ইব্ন আব্দুল মালিক-এর মৃত্যুর সঙ্গে বনূ উমায়্যার রাজত্বও মৃত্যুবরণ করে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র মিশন পিছিয়ে পড়ে এবং তাদের ক্ষমতা টালমাটাল হয়ে পড়ে। যদিও তারপর তাদের ক্ষমতা বছর নয়েকের মত টিকে ছিল। তবে এই সময়টা ব্যাপক বিরোধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এমনি অবস্থাতেই তাদেরকে হটিয়ে বনূ আব্বাস ক্ষমতার মসনদ দখল করে। তাদের নাজ-নিআমত ছিনিয়ে নেয়। তাদের বিপুল-সংখ্যক লোককে হত্যা করে। এ বিষয়ে পরে যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। মহান আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

নবম খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন) ২০০৪-২০০৫/অঃ সঃ/ ৪২১৫-৩২৫০